Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ-সংহিতা

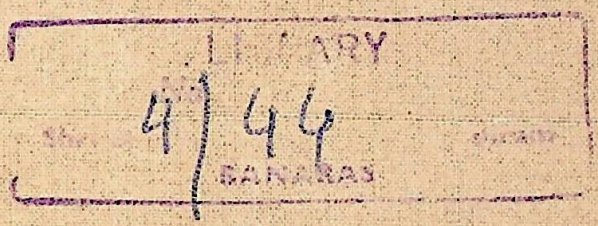

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 1/124

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

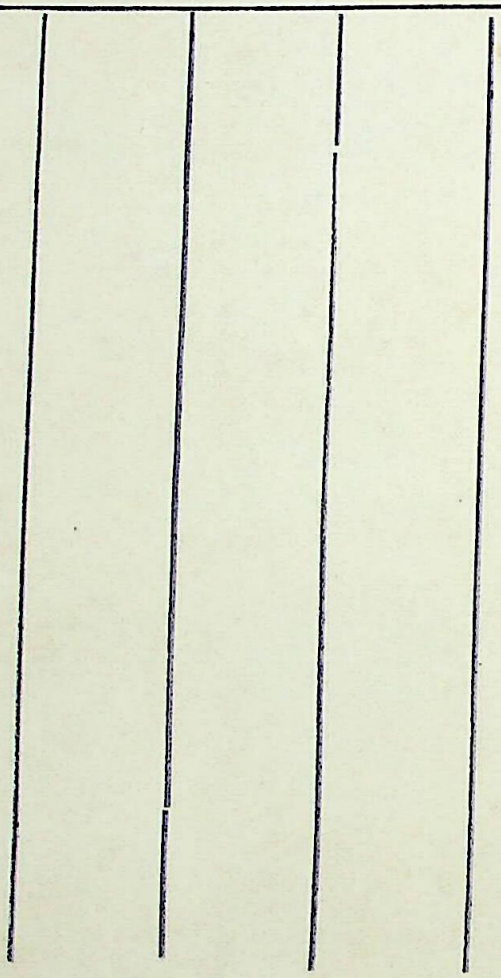

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাপকর সরকার

LIBRARY
No. 1/124
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

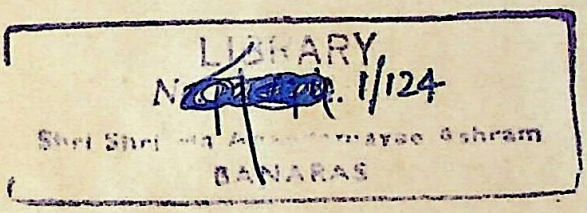

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ-সংহিতা

বঙ্গানুবাদ— রমেশচন্দ্র দত্ত

LIBRARY
Shri Shri ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভূমিকা

ঋগ্বেদ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রমেশচন্দ্রের রচনাবলী—প্রবোধরাম চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ—যামিনী রায়

বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ পরিচিতি সহ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও

মণি চক্রবর্তী

কর্তৃক সম্পাদিত

জ্ঞান-ভারতী

প্রাইভেট লিমিটেড

১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান-ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড্-এর পক্ষে রমাকৃষ্ণ মৈত্র কর্তৃক ১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত এবং দি রেডিয়েণ্ট প্রসেস্-এর পক্ষে সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৬এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা-৯।

মূল্য : চল্লিশ টাকা (৪০.০০)

বর্তমান সংস্করণের প্রকাশকাল

জুন ১৯৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচিপত্র

১ ॥	ঋগ্বেদ	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	ভূমিকা ১
২ ॥	সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	,, ১৯
৩ ॥	রমেশচন্দ্রের রচনাবলী	প্রবোধরাম চক্রবর্তী	,, ২৫
৪ ॥	ভূমিকা : বেদ-পরিচয়	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	,, ২৯
৫ ॥	বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গে		,, ৫৪
৬ ॥	বৈদিক ভারতের মানচিত্র		,, ৫৫
৭ ॥	প্রথম সংস্করণের নামপত্র		,, ৫৭
৮ ॥	রমেশচন্দ্র দত্তের উৎসর্গ পত্র		,, ৫৮
৯ ॥	প্রথম সংস্করণের ভূমিকা		,, ৫৯
১০ ॥	দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা		,, ৬১

ঋগ্বেদ-সংহিতা : রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ

প্রথম মণ্ডল	১
দ্বিতীয় মণ্ডল	১২৫
তৃতীয় মণ্ডল	১৫৫
চতুর্থ মণ্ডল	১৯৩
পঞ্চম মণ্ডল	২২৯
ষষ্ঠ মণ্ডল	২৭৫
সপ্তম মণ্ডল	৩২৩
অষ্টম মণ্ডল	৩৭৫
নবম মণ্ডল	৪৫১
দশম মণ্ডল	৫১৩
শুদ্ধিপত্র	৬৩৩

LIBRARY
No. 1/124
Sri Sri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ-সংহিতা

= ভূমিকা =

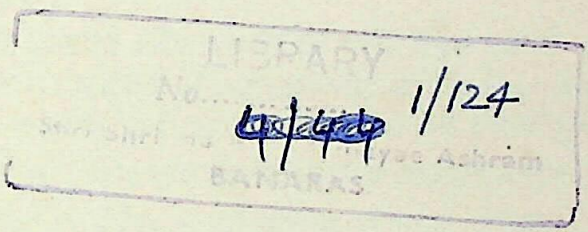

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্‌বেদ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিক নেতা শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী বলিয়াছেন যে,

Sanskrit is the symbol of our seniority among the nations of the world—

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের প্রাবীণ্যের বা শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং ভারতের ধর্মচিন্তার ও সভ্যতার উৎসস্বরূপ হইতেছে 'ঋগ্‌বেদ'।

প্রাচীনত্বে, এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদায়, পৃথিবীর পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্বপ্রাচীন। মানবজাতির ইতিহাসে, ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি লুপ্ত হইয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে মিসর, মেসোপোতামিয়া (ইরাক্—সুমের ও আক্কাদ) ও এশিয়া-মাইনর এবং সিরিয়া দেশের নানা জাতির মানুষ, ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতার পত্তন, গঠন ও বিকাশের বহু পূর্বে, সভ্য জীবন-ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজ-নিজ ধর্ম ও ধার্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং সেই জীবন-ধারা ও ধর্মের প্রকাশক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় সাহিত্য-সর্জনাও তাহাদের দ্বারা ঘটিয়াছিল। কাল-ক্রমে ঐ-সমস্ত দেশে, নানা বিদেশী বিজেতার প্রভাবে সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক জীবনে পরিবর্তন আসিয়া যায়, ভাষায় বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ে, এবং বহু ক্ষেত্রে জাতির মানুষ বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ভাষা লোপ পায় অথবা আমূল পরিবর্তিত হয়, এবং ভাষার প্রাচীন লিপির জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বিগত ঊনবিংশ শতকে ও এই বিংশ শতকে, প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের নানা দেশের ঐতিহাসিক, প্রত্নবিৎ, বাক্‌তত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের চেষ্টার ফলে, পাথরে, মাটির ফলকে, ধাতুফলকে, পাপিরস্ কাগজে বা চামড়ার কাগজে উৎকীর্ণ বা মুদ্রিত অথবা লিখিত এই-সমস্ত বিলুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যের পাঠোদ্ধার হয়, এবং মানবের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু, চীনা প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় উপলব্ধ ও জনসমাজে পঠিত ও সুপরিচিত সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী কতকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব বিরাট্ প্রাচীন সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার ঘটে। এই-সমস্ত লুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যিক রচনার পুনরাবিষ্কারের ফলে জানা যায় যে, সর্বজনমান্য ধর্মগ্রন্থের পদে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রাচীনতম কতকগুলি গ্রন্থকে আর সর্বপ্রাচীন বলা যায় না—তাহাদের চেয়ে আরও পুরাতন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদ, প্রাচীন গ্রীসের Homer হোমর রচিত মহাকাব্যদ্বয় *Iliad* ইলিয়াড ও *Odyssey* ওডিসি, প্রাচীন ঈরানের *Avesta* অবেস্তা, চীনের *Shi-King* শী-কিঙ্ (বা *Shih-Ching* শ্যঃ-চিঙ), *Shu-King* শূ-কিঙ্ ও *I-King* ঈ-কিঙ্, যহুদীদের প্রাচীন গ্রন্থ *Thorah* থোরাহ্ (হিব্রু ধর্ম-পুস্তকের প্রাচীনতম অংশ) প্রভৃতি গ্রন্থের পিছনে, আরও প্রাচীন কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যবিধ গ্রন্থ এখন পাওয়া গেলেও, এবং বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমহলে সেগুলির পঠন-পাঠন ও আলোচনা রীতিমত-ভাবে আরম্ভ হইয়া গেলেও, প্রাচীন পুস্তকগুলির (ঋগ্‌বেদ, হোমর, শী-কিঙ্, থোরাহ্ প্রভৃতির) প্রতিষ্ঠা কমে নাই—গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আড়াই তিন হাজার বছর ধরিয়া সেগুলির পঠন-পাঠন ও চর্চা আজিকার দিনেও অব্যাহত আছে। প্রাচীন মিসরীয়, প্রাচীন মেসোপোতামিয়ার সুমেরীয় ও আক্কাদীয় (বাবিলনীয় ও অসুরীয়) ভাষায় রচিত সাহিত্য, সিরিয়া দেশের কতকগুলি শেমীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি, এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন কানিশীয় বা হিত্তী ভাষায় রচিত গ্রন্থ—এগুলির চর্চা মূল ভাষায় ও লিপিতে আরম্ভ হইলেও, পণ্ডিতগণের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ ; এবং সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা ও হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যের মত' আধুনিক মানব-জীবনে সেগুলির কার্য্যকারিতা নাই—যদিও বহুশঃ এগুলি এতাবৎ আমাদের নিকটে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা কয়েক শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে, ঋগ্‌বেদকে সাধারণ ভারতীয় হিন্দু আমরা তো পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া জানি ; তাহা হইলে তাহার বয়স কত—রচনা-কাল ও সংকলন-কাল কত পূর্বেকার ? ভারতের (এবং ভারতের মত' অন্য সমস্ত দেশের) প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই কয়েকটি মৌলিক কথার যৌক্তিকতা আমাদের প্রথমেই মানিয়া লইতে হইবে—এই নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকার করিতে হইবে, সেগুলির বিরুদ্ধে গেলে চলিবে না। সেই প্রতিজ্ঞাগুলি হইতেছে, এই—

এক—ভারতের ইতিহাস, ভারতের আর্য্য, আর্য্যেতর এবং মিশ্র আর্য্যানার্য্য জাতির মানুষের ইতিহাস, পৃথিবীর এবং সমগ্র বিশ্বমানবের ইতিহাসেরই অংশমাত্র ; বাহিরের পৃথিবীকে বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাসকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া ধরা চলে না। জগতে মানবজাতির প্রগতির সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া, তাহার সহিত তাল রাখিয়া, যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। অতএব প্রাচীন ভারতের ইতিকথা আলোচনা করিতে গেলে, ঋগ্‌বেদের রচনার ও সংকলনের কাল নির্ধারণ করিতে গেলে, ভারতের সহিত সংযুক্ত ভারতের বাহিরের কথাকে অন্যতম আধার রূপে দেখিতে হয়। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও প্রণিধান করিতে হয় যে, সর্বদেশে সর্বমানুষের ইতিহাসে, বিভিন্ন জাতির মানুষের ভাষায়, রক্তে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রণ এক অতি সাধারণ ব্যাপার—ভারতেও ইহার ব্যত্যয় হয় নাই।

দুই—ভারতের মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে, এবং মুখ্যতঃ জাতি-মিশ্রণের ফলে, ভারতীয় চিন্তা-ধারায় ও জীবন-রীতিতে, বিচারে ও আচারে, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আসিয়া যায় (এইরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সকল জাতির মানুষের মধ্যে পাওয়া যাইবে)। কিন্তু তথাপি বলিতে হয়, সাধারণ মানবিক প্রকৃতিতে ভারতীয় মানব বিশ্বমানবের বাহিরে নহে ; ভারতের মানবের প্রতি (অন্যদেশীয় মানবের প্রতিও যেমন) অদৃশ্য বিশ্বশক্তির কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। এই হেতু, প্রাচীন ভারতীয় মানব, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সাহিত্য বিধির বিধানে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রাচীন, একক এবং অদ্বিতীয়,—তুলনাত্মক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বলা চলে না, যদিও নানা বিষয়ে তাহার উৎকর্ষ এবং বিশ্বজনগ্রাহিতা অবশ্যই স্বীকর্তব্য। প্রায় তাবৎ জাতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ দৌর্বল্য আছে,—তাহার নিজ-নিজ জাতি (ও ভাষা) এবং ধর্মকে ঈশ্বরানুগৃহীত এবং ভগবানেরই বিধানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে—কি ইংরেজ আর কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান বা যহুদী আর কি জাপানী, কি শ্বেতকায় ইউরোপীয় আর কি পীতকায় চীনা। কিন্তু গীতায় ঈশ্বর-বাণী বলিয়া প্রচারিত এই মহাবাক্যকে সকলেরই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয়—সদ্ভাব-প্রণোদিত কোনও ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে চলিতে পারিবেন না—'সমোঽহং সর্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি, ন প্রিয়ঃ।' The chosen people of God ; Herrenvolk বা প্রভুজাতি ; ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ ; God's noblest handiwork, the English Gentleman ; সূর্য্যদেবী আমা-তেরাসু-ওহো-মি-কামির বংশধর জাপানী মানুষ, মানবজাতির সেরা ; কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 4/440 1/124
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

ঈশ্বরের খাসতালুকের প্রজা ;—সুযুক্তি-মূলক চিন্তায় এ ধরনের বিশ্বাসের কোনও স্থান নাই—Theological Bias অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট দৈববাদজাত ঝোঁক না থাকিলে, সরল কথা আমরা সহজভাবেই লইতে পারি।

তিন—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক বিচার, এই দুইটি হইতেছে বিভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তু ; মূলে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যেমন বিরোধ নাই, তেমনি এই দুইটির মধ্যে বিরোধ নাই। তথাপি, অন্ধবিশ্বাস-প্রণোদিত একের সঙ্গে অপরের মিশ্রণে, আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাস উভয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে, মানবীয় ভাষায় রচিত কোনও রচনা-সম্পুটের আলোচনা করিতে গেলে, উহাকে মানব চিত্তের ও মানব সংস্কৃতির প্রকাশক Human Science বা 'মানবী বিদ্যা' বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রতিভার দিব্য দীপ্তি থাকিলে, উহাকে যদি ঈশ্বরীয়, অতিমানব, বা অপৌরুষেয় বলি, তাহাতে শ্রদ্ধা ও আস্থা এবং ধর্মবোধ তৃপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিতর্ক-মূলক ঐতিহাসিক বিচার ও আলোচনার পথ তাহাতে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যায়।

এই তিনটি বিষয় মনে রাখিলে, ঋগ্‌বেদকে (বা পৃথিবীর অন্য কোন শাস্ত্রকে) অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়াও, মানবের কল্পনা ও চিন্তার এক সুপ্রাচীন এবং মহনীয় প্রকাশভূমি রূপে আমরা ইহার (এবং ইহার পর্য্যায়ের অন্য রচনার) পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারি ; দেশ-কাল-পাত্রনিবদ্ধ হইলেও, নিরবধিকাল ধরিয়া বিপুলা পৃথিবীর তাবৎ মানব-সন্তানের পক্ষে ইহার অন্তর্নিহিত কতকগুলি গভীর অনুভূতি, উপলব্ধি ও মৌলিক বিচারশৈলীর উপযোগিতা আমরা শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সহজেই স্বীকার করিতে পারি।

সমগ্র বিশ্বজগতে নরাকার বানর-শ্রেণীর দ্বিপদ পশু হইতে আদিম মানবের উদ্ভব হইল। তদনন্তর লক্ষ-লক্ষ বৎসর পরে আদিম মানব, পশু অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইল। ক্রমে খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ও আত্মরক্ষার তাগিদে আদিম মানব-পশু দলবদ্ধ হইয়া বাসের সুবিধা আবিষ্কার করিল, অগ্নি ব্যবহার করিতে শিখিল, কুশল দুই হাতের সাহায্যে পাথর ভাঙ্গিয়া বা ঘষিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ও কর্তনাস্ত্র তৈয়ার করিতে জানিল, পাহাড়ের গুহায় বা মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করিবার পথ আবিষ্কার করিল, কাঠপাতার ঘর বাঁধিতে, গাছের ডাল দিয়া ভেলা বানাইতে ও গাছের গুঁড়ির ভিতরটুকু কাটিয়া তাহা হইতে নৌকা করিতে শিখিল। এইভাবে শতাব্দীর পরে শতাব্দী, সহস্রাব্দীর পরে সহস্রাব্দী অতিবাহিত হইল। অবশেষে মানুষ যখন সমাজ-বদ্ধ জীবনের মোটামুটি পত্তন করিতে সমর্থ হইল, এবং পরে পশু ও মৎস্য শিকার ও ফলমূল আহরণ দ্বারা কেবল খাদ্য-সংগ্রহের পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া, গোমেষাদি পশুপালন ও নদীমাতৃক দেশে যব-ব্রীহি-গোধূমাদি শস্যের চাষ দ্বারা খাদ্য-উৎপাদনের স্তরে গিয়া পঁহুছিল, তখন সে সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বৈদিক, প্রাচীন ঈরানীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন শেমীয় সভ্যতা ইহার বহু পরেকার ব্যাপার। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, মানুষের মধ্যে প্রথম সভ্য জীবনের উন্মেষ ঘটিয়াছিল এখন হইতে অনধিক ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে। তখনও মানব তাহার বন্য ও আদিম অবস্থার পরিবেশের মধ্যেই ছিল। ইমারত বাড়ীঘর প্রস্তুত করা, প্রস্তর ও ব্রঞ্জ বা কাংস্যের অস্ত্রের সাহায্যে চাষ-বাস করা, যুদ্ধ করা, ধর্ম সম্বন্ধে বিচার, ধার্মিক অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা—এ-সব আরও পরেকার কথা। কৃষির ও পশুপালনের সাহায্যে অন্নের সংস্থান দ্বারা সভ্য অর্থাৎ সুগঠিত সমাজে বদ্ধ গ্রাম ও নগরবাসী মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার ৪০০০।৫০০০ বৎসরের ওদিকে যায় না। মিসরে নীল-নদের উপত্যকা এবং মেসোপোতামিয়ার ফুরাৎ ও দিজ্‌লহ্‌ অর্থাৎ এউফ্রাতেস্‌ ও তিগ্রিস্‌ নদীর অন্তর্বেদি—বাড়ী-ঘর ক্ষেত-খামার নগর-মন্দির এবং রাজা-পুরোহিত চাষী-শিল্পী বণিক-সৈনিক প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যে মানব সভ্যতার আদি পত্তন হয়, তাহার সর্বপ্রথম যুগের ক্ষেত্র ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার এই দুইটি নদীমাতৃক দেশ। ইহা এখন হইতে প্রায় ৬০০০ বছরের অনধিক কালের কথা। পরে ঐ দুই নদীমাতৃক দেশ হইতে, 'সভ্যতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহা প্রসার লাভ করে, এবং যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিসর, মেসোপোতামিয়া, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি Near East বা 'অন্তিক-প্রাচ্য' ভূখণ্ডের মানব, সভ্যতার পথে অনেকটা আগুয়াইয়াছে, তখন ভারতে আগত আদি আর্য্য জাতির পূর্ব-পুরুষ ইন্দোইউরোপীয় জাতির লোকেরা (এবং ইন্দোইউরোপীয়গণের প্রাচীনতর পূর্বজ ইন্দোহিত্তীগণ) অর্ধযাযাবর অবস্থায় রুষদেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে ইউরেশিয়ার শাদ্বল সমতল ক্ষেত্রে বাস করিত। 'সভ্যতা' বলিতে তাহারা কিছুই তখনও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, বরঞ্চ মেসোপোতামিয়ার লোকেদের কাছ হইতে গো-পালন অজ-পালন, তাম্র-নির্মিত অস্ত্র ও সভ্যতার আর কিছু-কিছু অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০।৪০০০ বৎসরের দিক্‌কার কথা। ইহার বহু পরে, যখন এই যাযাবর ইন্দোইউরোপীয় জাতির লোকেরা, দক্ষিণে কৌকাসস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া, উত্তর-ইরাকে পঁহুছিল, তথায় তাহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে উপনিবিষ্ট হইয়া বাস করিতে লাগিল, ঐ অঞ্চলে 'আর্য্য'-নাম লইল, এবং তদনন্তর ঈরান-দেশ হইয়া ভারতবর্ষে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রথম পদার্পণ করিল, —তাহা হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র পরেকার কথা। এই সময়েই প্রাগ্‌বৈদিক আর্য্য সভ্যতার পত্তন হয়, এবং ঋগ্‌বেদে সংগৃহীত সূক্ত বা স্তোত্র অথবা কবিতা রচনার প্রারম্ভ হয়।

বৈদিক সাহিত্যকে—ঋগ্‌বেদকে—অনেকে এক অসম্ভব প্রাচীন যুগে লইয়া যাইতে চাহেন। কেহ-কেহ ইহাকে ভূতাত্ত্বিকগণ দ্বারা নির্ধারিত Pliocene 'বহুনবীন' ও Miocene 'অল্পনবীন' যুগের গ্রন্থ বলেন—যে যুগ এখন হইতে কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার, তখন পূর্ণ মানবের উদ্ভবই হয় নাই। ৫০,০০০, ৩০,০০০, ২৫,০০০, ১০,০০০ বৎসরের কথাও কেহ-কেহ বলিয়াছেন। এইরূপ অসম্ভব কল্পনা, মানব-ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রের বহির্ভূত। দুই-পাঁচজন কল্পনা করেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৪০০০ বৎসর, বৈদিক যুগ ও সাহিত্যের কাল,— জরমান অধ্যাপক হেরমান য়াকোবি এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঋগ্‌বেদের সময় খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ বর্ষ ধরা হইয়া থাকে। মহাভারতের কাহিনী এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ;—কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পিছনে ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই ;—ইহাই হইতেছে আধুনিক কালের ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার অভিমত। মহাভারত-কাহিনীর অন্যতম প্রধান পাত্র এবং আদি মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস, একদিকে যেমন প্রাচীন আর্য্যভাষী জনগণের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনী, জগদুৎপত্তি, দেবতা রাজা ও ঋষিদের চরিত্র, রম্যকাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করেন ও সেগুলিকে 'পুরাণ' গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেন ; তেমনি অন্যদিকে তাঁহারই চেষ্টায় আর্য্যভাষী ঋষি পুরোহিত বিজ্ঞজন জ্ঞানী ও তপস্বীদের মধ্যে নিবদ্ধ এবং দেবার্চনায় ব্যবহৃত নানা স্তব-স্তোত্র ও অন্য প্রাচীন কবিতা গাথা প্রভৃতিও সংগৃহীত করেন, এবং সেগুলিকে 'বেদ' নামে তিন (বা চার) মুখ্য রচনা-সম্পুট বা গ্রন্থে বিভক্ত করেন— ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ (এবং অথর্ববেদ)। এবং এই হেতু পরাশর-পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম হয় 'বেদ-ব্যাস', অর্থাৎ বেদের যিনি সংগ্রথন করেন। সুতরাং ভারতের সর্বজন-গৃহীত প্রাচীন ঐহিহ্য অনুসারে, বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়, মহাভারতের যুদ্ধের কালে, মহাভারতের পাত্রপাত্রীদের সময়ে।

এ দেশে একটি ধারণা প্রচলিত—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০১ বর্ষে কলিযুগের আরম্ভ হয়, দ্বাপরের শেষে। ওদিকে আবার প্রাচীন ধারণা অনুসারে, দ্বাপর যুগের অন্তভাগে, কলির পূর্বেই, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটে। সুতরাং এই মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০০ বা ৩২০০, মহাভারত-ঘটনার তথা বেদব্যাস এবং ঋগ্‌বেদাদির সংকলনের কাল। কিন্তু এই বিষয়ে বিচারকালে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি মনে রাখিতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় আর্য্যজাতির কোনও শাখার পক্ষে এত প্রাচীন তারিখ গ্রহণযোগ্য নহে।

সূক্ষ্ম আলোচনায় না গিয়া, বেদের রচনা-কাল ও সংকলন-কাল সম্বন্ধে যে মত, ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যুক্তিতর্ক-অনুসারী বলিয়া মনে করি, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বলিতেছি। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাক্‌তত্ত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বেতিহাস—এই সমস্ত আধুনিক বিদ্যা বা বিজ্ঞানের অনুমোদিত এই মতবাদ। ইংরেজ ভারতবিদ্যাবিৎ এফ ই পার্জিটর, কেবল পুরাণসমূহে লিপিবদ্ধ প্রাচীন ভারতের রাজবংশ ও রাজাদের তালিকা অবলম্বন করিয়া, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত এই রাজাদের সম্বন্ধে উল্লেখ এবং প্রাচীন গুরুপরম্পরা প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই নিকর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন যে, মহাভারতের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সময় হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৯৫০—অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগে। ওদিকে ভারতীয় গবেষক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী পুরাণের বংশপরম্পরাকে অনৈতিহাসিক ও বহুশঃ পুরাণ-সংগ্রাহকদের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, কেবল অর্বাচীন বৈদিক শাস্ত্রে (ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে) রাজবংশ রাজা ঋষি ও ঋষি-পরম্পরার উল্লেখকে মাত্র আশ্রয় করিয়া, এই এক-ই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের ব্যাপার। পরস্পর-বিরোধী দুইটি বিচারের সমাধান একই সিদ্ধান্তে মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস ও কৃষ্ণ বাসুদেব বার্ষ্ণেয়, এই দুই মহাপুরুষের জীবৎকাল রূপে পার্জিটর ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রস্তাবিত খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগ, জৈন ঐতিহ্য-দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। এল্ ডি বার্নেট দেখাইয়াছেন যে জৈন ইতিকথা অনুসারে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী (বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, খ্রীঃ-পূঃ ৫০০) ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন, এবং পার্শ্বনাথের প্রায় ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ প্রায় ৯৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে) জীবিত ছিলেন দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথ। জৈন-মতে ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-মতে ইনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র। ভাগবত পুরাণে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে, এবং ইঁহার উল্লেখ প্রসঙ্গে জৈন-দর্শনের 'কেবলী' শব্দের ব্যবহার আছে। শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভারতের কাল যে দশম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতকের মধ্যভাগে, তাহা জৈন আচার্য্যগণ-কর্তৃক তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির কালনির্ণয় দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের কাল সম্বন্ধে এই যে স্থাপনা করা হইয়াছে, বাক্‌তত্ত্ব বা তুলনাত্মক-ভাষা-তত্ত্ব দ্বারাও তাহা সমর্থিত হয়। ঈরানের প্রাচীন আর্য্য ভাষা দুইটি মুখ্য বিভাষায় পাওয়া যায়—(১) অবেস্তার ভাষা, এবং (২) প্রাচীন পারসীক ভাষা। এই দুইটিকেই বৈদিক সংস্কৃতের আপন সহোদরা বলা যায়, এই দুইটি ভাষাতে উপলব্ধ রচনা ও বৈদিক ভাষায় প্রাপ্ত রচনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হইতেছে ঋষি জরথুশ্‌ত্র অর্থাৎ জরদুষ্ট্রের রচিত 'গাথা' অংশ—ইহার রচনাকাল খ্রীঃ-পূঃ ৬০০-র দিকে; এবং প্রাচীন পারসীকের নিদর্শন ঈরানের Achaemenian বা হখামনীষীয় সম্রাট্‌দের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৫০ হইতে এই লিপিসমূহ উৎকীর্ণ হয়। ঋগ্‌বেদের ভাষা এবং প্রাচীন পারসীক ও অবেস্তা ভাষার মধ্যে মাত্র ৩।৪ শত বৎসরের ব্যবধান থাকিতে পারে—তাহার অধিক নহে। ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বেদের সংকলন-কাল, এবং ৬০০-৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অবেস্তার গাথা অংশ ও প্রাচীন পারসীক লেখের কাল,—ইহাতে ভাষার দিক্ হইতে সামঞ্জস্য হয়। বেদকে ২০০০-৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে লইয়া গেলে, এ ক্ষেত্রে কোনও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। সুতরাং বাক্‌তত্ত্বের হিসাবে, ঋগ্‌বেদ—শেষপর্ব ১০০০-৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ, অবেস্তার প্রাচীন অংশ ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ—বেশ মিল খায়।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের কোনও সময়ে ঋগ্‌বেদাদি বেদ সংকলন দ্বারা 'বেদ-ব্যাস' আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সময়কে বেদসংহিতা সাহিত্যের *terminus ad quem* অর্থাৎ 'উত্তর-সীমা' বা 'অন্ত্য বা শেষ অবধি' বলা যাইতে পারে। যদিও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতক বেদ-ব্যাসের সময়ের পরেও বেদসংহিতা ছিল—open book, বা 'খোলা পুস্তক', অর্থাৎ ইহাতে 'খিল' বা পরিশিষ্ট-রূপে ও অন্যভাবে কিছু-কিছু পরবর্তী রচনা সংযোজনার দ্বার অবারিত ছিল, বেদ-সাহিত্য এখনকার মত' closed book বা পূর্ণ ও সংবদ্ধ পুস্তক হয় নাই। বেদের শেষ অবধি দশম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতক হইলে, ইহার *terminus a quo* অর্থাৎ 'প্রারম্ভিক অবধি' বা বেদ-রচনার আরম্ভকাল কত পূর্বের? ঋগ্‌বেদের ১০১৮টি সূক্ত, তদ্রূপ অথর্ববেদের ৭৩০টি সূক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবগুলিই এক পুরুষে বা একই কালে রচিত হয় নাই। অন্ততঃ কয়েক শত বৎসরে ৮।১০ পুরুষ ধরিয়া বেদের মধ্যে সংগৃহীত সূক্তগুলি রচিত হইয়া আসিতেছিল, পরে সেগুলি একত্র গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়, এইরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। পৃথিবীর অন্য দেশে, এবং ভারতবর্ষেও, একটি জাতির মধ্যে প্রচলিত কবিতা, স্তোত্র, গান, পদ, ছড়া প্রভৃতি এই ভাবেই একাধিক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া থাকে।

ঋগ্‌বেদে ও অন্য বেদ-সংহিতায় যে ভাষা পাই, তাহার পাণিনি-প্রোক্ত প্রাচীন নাম হইতেছে 'ছান্দস', এবং সাধারণতঃ আমরা এই ভাষাকে 'বৈদিক' বা 'বৈদিক সংস্কৃত' বলিয়া থাকি। ইহা আমাদের সাধারণ সংস্কৃত—'লৌকিক সংস্কৃত' হইতে বহু বিষয়ে পৃথক্। ইহার ব্যাকরণ লৌকিক সংস্কৃতের অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং ইহার সাধারণ শব্দাবলী বহুশঃ প্রচলিত সংস্কৃত শব্দাবলীর সহিত মিলে না। ইহা হইতেছে সংস্কৃতের আদি বা প্রাথমিক ভারতীয় রূপ। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে যখন বেদ প্রথম সংকলিত হয়, ইহা মুখ্যতঃ সেই সময়ের প্রচলিত ও জনসাধারণের পক্ষে বোধগম্য ভাষাই ছিল। তবে সংকলনের সময়ের পূর্বে—এমনকি বহুপূর্বে—ঋগ্‌বেদের বহু সূক্ত রচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করিলে, সেই-সমস্ত প্রাচীন সূক্তের ভাষা অনেক স্থলে হয়তো বেদ-ব্যাসের যুগে সকলের বোধগম্য ছিল না। বাঙ্গালা বৈষ্ণব মহাজনপদের সংগ্রহে যেমন। আদি চণ্ডীদাস কবি এখন হইতে খুব সম্ভব ৫৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বলিয়া আমাদের মধ্যে এখন পঠিত ও গীত প্রায় তাবৎ পদ, ব্যাকরণে ও শব্দাবলীতে আমাদের আধুনিক বাঙ্গালার মতই লাগিবে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ও গবেষণার সাহায্য লইয়া চণ্ডীদাসের ভাষার আলোচনা করিলে, এবং প্রাচীন পুঁথির পাঠের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষার প্রকৃতি উদ্ধার করিয়া, বস্তুটিকে দেখিলে, অধুনা-প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে লব্ধ বা গায়কের মুখে শ্রুত চণ্ডীদাসের সেই সহজবোধ্য আধুনিক বাঙ্গালার ঢঙ্গের পদ একটু অন্য ধরনের লাগিবে, ক্বচিৎ বা বোধগম্যই হইবে না। ঋগ্‌বেদের কোনও সূক্ত যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১২০০ বা ১৩০০ বা ১৪০০-র দিকে রচিত হইয়া থাকে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৯৫০-এর দিকে প্রচলিত ভাষার সহিত তাহা অভিন্ন হইতে পারে না। তাহা কিছুটা পৃথক্ নিশ্চয়ই ছিল। আধুনিক তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের সাহায্যে সেই পার্থক্য নির্ধারণ করা অনেকটা সম্ভবপর হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে দুইটি ছত্র দিয়া, কিভাবে ভাষার বিবর্তন হয় তাহা দেখাইবার প্রয়াস অন্যত্র করিয়াছি। প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, নিম্নে ভাষা-সরণি ধরিয়া বঙ্গভাষার সেই বিকাশপথ এক্ষেত্রে পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ছত্র দুইটি এই—

'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয়—চিনি উহারে।'

এই ছত্র দুইটি আধুনিক কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় লিখিত হইলেও, ইহার দুইটি শব্দ হইতেছে সাহিত্যিক, একেবারে কথ্য ভাষার নহে—'তরী', এটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত তৎসম শব্দ, এবং 'উহারে', ইহা মধ্যযুগের পুরাতন বাঙ্গালার রূপ, কলিকাতার ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ 'ওকে', অন্যত্র ইহার প্রতিরূপ 'ওরে'। 'তরী'র স্থলে নৌকা-অর্থে এখনকার প্রচলিত রূপ 'না' শব্দ ও 'উহারে' স্থলে 'ওরে' শব্দ বসাইয়া, ছত্র দুইটিকে এইরূপে পূর্ণভাবে আধুনিক কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধুনিক বাঙ্গালা (খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩)	গান্ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [=আশে] পারে ; দেখে যেন [=জ্যানো] মনে হয়, চিনি ওরে।

পর-পর ছত্র দুইটির প্রাচীনতর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে :

মধ্যযুগের বাঙ্গালা বা গৌড়ীয় ভাষা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)	গান্ গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে আশ্চে (আইশে) পারে ; দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন্অ (জেন্হ, জেহেন) মনে হোএ, চিনী (চিন্হীয়ে) ওআরে (ওহারে)।
প্রাচীন গৌড়ীয় (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ)	গাণ গাহিআ নার বাহিআ কে আইশই পারহি ; দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই, চিণ্হিঅই ওহারহি।
মাগধী-অপভ্রংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ)	গাণঁ গাহিঅ নারঁ বাহিঅ কই (কি) আব্হিশই পারহি (পালহি) ; দেক্খিঅ জইহণঁ (জইশণঁ) মণহি হোই, চিণ্হিঅই ওহঅরহি (ওহঅলহি)।
মাগধী-প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ)	গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নারং বাহিঅ (বাহিত্তা) কগে (কএ বা কে) আব্হিশদি পালধি (পালে) ; দেক্খিঅ (দেক্খিত্তা) যাদিশণং মণধি হোদি (ভোদি), চিণ্হিঅদি অমুশ্শ কলধি (=অমুশ্শ কদে)।
আদিযুগের প্রাচ্য-প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীঃ)	গানং গাথেত্বা নারং বাহেত্বা কঙ্কে (কে) আব্হিশতি পালধি (পালে) ; দেক্খিত্বা যাদিশং (যাদিশনং) মনধি (মনসি) হোতি (ভোত্তি), চিণ্হিয়তি অমুশ্শ কতে।
কথ্য, বৈদিকের রূপ-ভেদ (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ)	গানং গাথয়িত্বা নারং বাহয়িত্বা কঃ (=কঃ) আব্হিশতি পারধি (=পারে) ; দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) যাদৃশম্ মনোধি (মনসি) ভবতি, চিহ্যতে অমুষ্য কলধি (=অসৌ অস্মাভির্ জ্ঞায়তে)।

ঋগ্ বেদের ভাষা ও তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদের জানা চাই। এতদিন পর্য্যন্ত, কি ভারতের বাহিরে আর কি ভারতে, আধুনিক মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে ঋগ্ বেদের ভাষা 'বৈদিক সংস্কৃত', পৃথিবীর তাবৎ 'আর্য্য' অর্থাৎ ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হোমরের কাব্যগুলির ভাষা ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ওদিকের নহে। প্রাচীন লাটিন ভাষা ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের এদিককার। অবেস্তা ও প্রাচীন পারসীকের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জরমানিক ভাষা গথিক, কেল্টিক ভাষা প্রাচীন আইরিশ, প্রাচীন শ্লাব ভাষা, তোখারীয়, আর্মেনীয়, আলবানীয়—এসব ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রীষ্টোত্তর যুগের। সুতরাং খ্রীষ্ট-পূর্ব ১২০০—৯৫০-এর বৈদিক, আর্য্য বা ইন্দোইউরোপীয় ভাষাপারবারের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সম্মান পাইত। কিন্তু কতকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই প্রাচীনতার গৌরব আর টিঁকে না। প্রথম, ১৯০৩ সালে মেসোপোতামিয়াতে Mitanni মিতান্নি আর্য্য ভাষা আবিষ্কৃত হইল—এই ভাষা প্রাগ্‌বৈদিক, ইহার চেহারা দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। তারপরে ১৯১৭ সালে এশিয়া মাইনরে কানিশীয় বা হিত্তী ভাষা বাহির হইল, পঠিত হইল। ইহাও বেদ-পূর্ব যুগের—খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০।১৪০০-র দিকের। এবং সর্বশেষ, সম্প্রতি গত দশ বৎসরের মধ্যে দুইজন ইংরেজ গ্রীকবিদ্যাবিৎ প্রত্নতাত্ত্বিক Michael Ventris মাইকেল ভেন্ট্রিস্ ও John Chadwick জন চ্যাড উইক, প্রাচীন গ্রীসে প্রাপ্ত অজ্ঞাত একটি বর্ণমালায় উৎকীর্ণ কতকগুলি লেখ, যাহার পাঠোদ্ধার কেহই এতাবৎ করিতে পারেন নাই, সেগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই-সকল লেখের ভাষা হইতেছে এক অতি প্রাচীন ধরনের গ্রীক, হোমরের কাব্যের ভাষা হইতেও বহু প্রাচীন; এবং এই পাঠের ফলে, লেখাগুলিকে অবলম্বন করিয়া গ্রীক ভাষার নিদর্শন ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্ব হইতে ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে নীত হইল। এবং গতিকে এখন এই সুপ্রাচীন গ্রীককেই বৈদিক অপেক্ষা প্রাচীনতর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই প্রকারের অনপেক্ষিত ব্যাপার আমাদের সমক্ষে এখন উদ্ঘাটিত হইতেছে।

ইহার পূর্বে, ঋগ্‌বেদের আগে, ভাষার যে-যে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থা বা স্তরগুলিকেও আমরা প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক, শ্লাব, এবং জরমানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত করিতে পারি।

এইভাবে, ঋগ্‌বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥' যখন ঋগ্‌বেদ গ্রন্থে মহর্ষি বেদ-ব্যাস কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন তাহার ভাষার চেহারা যাহা ছিল, প্রচলিত পাঠে তাহার অনেকটাই রক্ষিত হইয়া আছে। তবে বৈদিক কালের মত উচ্চারণ আমরা করি না, আমাদের পক্ষে করা সম্ভবপরও নহে। নীচে রোমান লিপিতে, এখনকার প্রচলিত উচ্চারণ, এবং বৈদিক উচ্চারণ দেখাইবার প্রয়াস করা যাইতেছে—

agnim īlē purōhitaṃ/yajñasya dēvaṃ ṛtvijam/
hōtāraṃ ratnadhātamam//

বৈদিক যুগের উচ্চারণ কতকগুলি বিষয়ে আজকালকার সংস্কৃত উচ্চারণের তুলনায় পৃথক্ ছিল। হ্রস্ব-'অ' ছিল, বিবৃত-'অ'—'আ'-এর মত' সংবৃত-'অ' নহে; চ-বর্গের উচ্চারণ ছিল 'ক্য, গ্য'-র মত'; ত-বর্গ ছিল দন্তমূলীয়, ঠিক দন্ত্য নহে; 'এ,-ও'-র উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব 'অই, অউ'; 'ঐ, ঔ'-এর উচ্চারণ ছিল 'আই, আউ'। তদনুসারে, বৈদিক ধরনে পাঠ হইবে—

agnim ī̆laī̆ purauhiṭaṃ (বা puraud̠hiṭaṃ) yag̃ñasya d̠aiwaṃ ṛṭwiǵam/
hauṭāraṃ raṭnad̠hāṭamam//

৯৫০-এর দিকে সংগৃহীত এই ঋকের দ্রষ্টা বা রচনাকার ঋষি মধুচ্ছন্দাঃ যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৩০০ বা ১৪০০-র মানুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সময়ের ভাষায় (তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের দ্বারা যাহার পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছে) ঋক্‌টি কতকটা এই ধরনের ছিল অনুমিত হয়—

agnim izd̠ai purazd̠hiṭam/yazñ̃asya d̠aiwam ṛṭwiǵam/
zhauṭāram raṭana-d̠hāṭamam//

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....
Sri Sri ... Ashram
BANARAS

বেদ-ব্যাসের দ্বারা উপলব্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের রূপটি, যথা—'তৎ সবিতুর্ বরেণ্যম্। ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্র চোদয়াৎ॥

tat savitur varēṇyam/bhargō dēvasyadhīmahi/
dhiyō yō naḥ pra cōdayāt//

বৈদিক উচ্চারণ ছিল—

[tat sawitur waraiṇiam bhargau ḍaiwasya ḍhīma(ḍ)hi/
dhiyau yau naḥ pra kaúḍayāt//]

এই গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা বিশ্বামিত্র ঋষি ১৪০০ বা ১৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মানুষ হইলে, ইহার মূল রূপটি এই ধরনেরই ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—

tat sawitṛz warainiam/bhargaz ḍaiwasya ḍhīmaḍhi/
ḍhiyaz yaz nas pra kaúḍayāt//

মানুষের ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত ঋগ্ বেদের মন্ত্রগুলিকে লইয়া অতি সহজ ভাবেই এবং সার্থক ভাবে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের বিষয়ীভূত করা চলে। মূল কথা হইতেছে, আমাদিগকে অপৌরুষেয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অন্য সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের মত ঋগ্ বেদকেও মানুষের রচনা বলিয়া বিচার করিতে হইবে—সে রচনার মধ্যে যতই সত্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাতিগতা থাকুক না কেন।

ঋগ্ বেদকে কি চক্ষে দেখিব? বহু পূর্বে, বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে (ইংরেজী ১৮৭৭ সালে) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের মত প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় ৮৬ বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার এই প্রবন্ধের মূল্য বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক এমন কি আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের ও ও ভক্তিবাদের পুষ্পপত্রস্তূপের ভিতর হইতে মানব শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে যে সার্থক চেষ্টা করেন, ইহা তাহারই পর্য্যায়ের। ("হরপ্রসাদ রচনাবলী", দ্বিতীয় সম্ভার, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি, কলিকাতা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৮৯-৩৯৮ দ্রষ্টব্য)। এই মূল্যবান্ প্রবন্ধ হইতে কতকটা অংশ বহুলভাবেই উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

"বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল, সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ—যে বেদ ব্যাখ্যা করিল, সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল, সে মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন, অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম, দিল্লীতে আমার শত্রুনিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়, লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলে 'বেদের বচন' বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার, বেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে, বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

"কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদির সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি, যাঁহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন। প্যালগ্রেভ্‌স্ গোল্ডেন ট্রেজারী অব সংস এণ্ড লিরিক্‌স্ হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্বোক্ত ইংরেজী গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষি-প্রণীত সূক্ত বেদে গ্রথিত আছে। যদি গোল্ডেন ট্রেজারীর সহিত তুলনা করিতে কষ্টবোধ হয়, স্কান্দিনেভীয় সাগা সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরীমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত বহিল; কালি মার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগা হইল। এইরূপ সাগা ১ একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ; কিন্তু সাগা-সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীত-সংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথাব্যথা কেন?

"প্রধান কারণ, বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়-তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয় সময়-তালিকাকারগণকৃত সময়-নির্দেশ ভ্রমাত্মক। আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি, তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদ-সংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই; উঁহারা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদিই তুরাণীয় বা অন্য জাতীয় অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা অপেক্ষাও আর্য্যজাতির বেদ যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

"আর এক কথা এই যে, যে কালে বেদ রচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন, ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল, কেবল গোল্ডেন ট্রেজারী রহিল। তখন গোল্ডেন ট্রেজারীরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ, উহা ভিন্ন ইংরেজ জাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

"ইতিহাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য মাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি, তিনি দেখিবেন, বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য মত নহে, কিন্তু বেদের এক একটি সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানব-জাতির তখন শৈশবকাল; বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন। শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয়

১ স্কান্দিনেভীয় Saga 'সাগা'কে ঠিক বেদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না—সাগা-গ্রন্থগুলি গদ্যে নিবদ্ধ ইতিবৃত্ত বা পুরাণ-কথা মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ স্কান্দিনেভীয় Edda 'এদ্‌দা' গ্রন্থের কথা ভাবিতেছেন—এই Edda সম্বন্ধে নিম্নে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন, সকলই উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান, যে পরিশ্রম, অন্তর্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীর ভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন? সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয় মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্; ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্; অলঙ্কারের দোষ, পরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সম্প্রসারণ হয়, প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় কল্পনার আমোদ, কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার ঔৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড, তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পর্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধন ভয়ে আমরা মনের ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না, তাঁহারা সেইভাব শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময় কবিহৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব, তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন; আধুনিক কবিরা তাঁহাদের তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

"বেদের ধর্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এইজন্য বেদ পড়েন। যে হিন্দুরা এতকাল বেদকে ধর্মপুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে, সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে, কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে 'সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল' বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে, লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি, আমি অকবি, দুইজনেই একত্র থাকি, একত্র বাস করি। তুমি কল্পনাবলে জগৎসংসার কত সুন্দর দেখ; আমি অকবি, মাটীকে মাটীই দেখি, আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ। আমরা জানি যে, আমাদের দুইজনেরই মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে, তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন, এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন, দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল, আমরা যাহা পারি না, এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

"এই যে মনের চঞ্চলতা, ইহাকেই সাহেবেরা inspiration বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন, সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন, তিনিই ঋষি। ঋষ ধাতুর অর্থ দর্শন। এই জন্যই কালিদাসের 'মন্ত্রকৃতাং' লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন, মন্ত্রকৃতাং নহে, মন্ত্রদৃশাং। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই ; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময় ; এইরূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তকরূপে পরিণত হইল।"

উপরে উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেদ সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, ইহা হইতেছে আধুনিক বিচারশীল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, এবং ইহাই ছিল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদের প্রথম অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তের দৃষ্টিভঙ্গী। ইহাতে বিশ্বসাহিত্যে বেদের যথার্থ স্থান কি প্রকারের, তাহার বিচার আছে, এবং বেদ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীলতাও আছে। একটি সমগ্র প্রাচীন জাতির মানুষের বহু পুরুষ ধরিয়া সাহিত্যিক বা কবিত্বময় আত্মপ্রকাশ, এই হিসাবে বেদের সহিত তুলিত হইতে পারে এমন কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোনও দেশে, বিশেষ কোনও কালে, সেই দেশের জনসমাজে নিবদ্ধ, সাধারণ্যে প্রচলিত স্তোত্র, গীতি-কবিতা, গাথা প্রভৃতির সংগ্রহ বলিয়া বেদকে অভিহিত করায়, আমাদের দেশের অনেক প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহারা কোনও কোনও স্থলে আক্ষেপের সহিত কটূক্তি করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য বেদানুশীলক পণ্ডিতগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও ইহার পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ধরিতে না পারিয়া, বেদকে 'চাষার গান' বলিয়া, অবহেলার সহিত উল্লিখিত করিয়াছেন। যাঁহারা বেদকে 'মানবী বিদ্যা' বলিতে দ্বিধা করেন না, এমন আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদেরও প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা সীমিত ভাষা-নিবদ্ধ রচনা-সম্পুট বলিয়া, কৃষিজীবী আর্য্য জাতির সাহিত্য বলিলে বেদের কোনও নিন্দা বা অমর্য্যাদা করা হয় না।

বেদের—বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের—বিশ্লেষাত্মক আলোচনা—ইহার সূচী-নির্ঘণ্ট—এই প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভবপর হইবে না। এ বিষয়ে অন্য পুস্তক ইংরেজী ও বাঙ্গালায় যথেষ্ট মিলিবে। (সহজলভ্য একখানি পুস্তকের উল্লেখ করা যায়—শ্রী'অনির্বাণ' রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা', কলিকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঋগ্‌বেদ-কে কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক বলিয়া 'পল্‌গ্রেভ্‌স্ গোল্ডেন ট্রেজারি অব্ সংস্ এণ্ড লিরিক্‌স্' ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহের সহিত তুলিত করিয়াছেন। উভয়ই এক পর্য্যায়ের পুস্তক ; তবে ঋগ্‌বেদ হইতেছে হিমালয়, আর ঋগ্‌বেদের সমক্ষে 'গোল্ডেন ট্রেজারি' হইতেছে সামান্য একটি পাহাড় মাত্র। উভয় গ্রন্থের জাতি এক, আকার-প্রকার পৃথক্। ঋগ্‌বেদের অনুরূপ কয়েকটি গ্রন্থ—

(১) *Shi-King* শী-কিঙ বা *Shih-Ching* শ্যঃ-চিঙ, প্রাচীন চীনের লোক-কবিতা-সংগ্রহ, মনীষী Confucius কন্‌ফুশিয়স্ বা K'ung Fu-Tse খুঙ ফূ-ৎসে কর্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ ৫০০-র দিকে সংকলিত। কবিতা সংখ্যা ৩০৫ বা ৩১১। সামাজিক, রাজনীতিক, পারিবারিক, ও ব্যক্তিগত জীবনের কবিতা—ধর্ম ও দেবতা বিষয়ক কবিতা অতি অল্প, সংখ্যায় নগণ্য। কম্যুনিস্ট যুগ পর্য্যন্ত চীন দেশে এই বই অন্যতম ধর্মগ্রন্থ এবং রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মূল্যায়ন অনুসরণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ লোক-গীতি ও লোক-জীবনের পুস্তক বলিয়া এই বই নূতন-ভাবে সমাদর লাভ করিতেছে।

(২) হিব্রু ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সংগ্রহ Sepher Tehellim 'সেফের তেহেল্লীম' বা স্তবগ্রন্থ অথবা *Tehellim* বা 'স্তব', যাহার ইংরেজী নাম *Book of Psalms* বা *Psalms*। ইহা প্রাচীন হিব্রু ভাষার রচিত প্রার্থনা-গীতির সংগ্রহ, রাজা David দাবীদ বা দাউদ-এর রচিত স্তব ও প্রার্থনাই অধিক। সমগ্র গীতির সংখ্যা মাত্র ১৫০। ধর্মানুষ্ঠানে যহুদীদের মধ্যে মূল হিব্রু পঠিত হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ইহার পাঠ ও চর্চা ধর্মানুষ্ঠানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার সঙ্গে, Shi'r Shi'rim 'শি'র্ শি'রীম্' অর্থাৎ 'গানের গান' ইংরেজীতে *Song of Songs* নামে আর একখানি ক্ষুদ্র প্রেমগীতি-সংগ্রহকেও ধরিতে হয়। ঈশ্বর ও মানবাত্মার প্রেম ও মিলন বিষয়ক রূপক বলিয়া এই গীতিগুলিকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মীয় মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র কাছাকাছি Sæmund স্যামুণ্ড্ নামে একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যাণ্ডের স্কান্দিনেভীয় জনগণের মধ্যে তাহাদের Skald বা ভাট ও চারণ জাতীয় কবিদের মুখে-মুখে প্রচলিত, দেবতা ও বীরপুরুষ এবং বীরাঙ্গনাদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা ও কবিতার সংগ্রহ করেন। এগুলি যেন পৌরাণিক গাথা, ঋগ্‌বেদের আখ্যান-কবিতার ধরনে রচিত। ভাষা প্রাচীন নরউইজীয়, ভারতের আর্য্যগণের জ্ঞাতি জরমানিক জাতির মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের সমশ্রেণিক ধর্মের কবিতা ও পদের নাতিবৃহৎ সংগ্রহ। বইখানির নাম Edda 'এদ্‌দা' অর্থাৎ 'পিতামহী'। জগৎসৃষ্টি, প্রলয় কালের মহাযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের গাথাও আছে। আমাদের ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের পাশে রাখিবার মত' পুস্তক—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও।

(৪) জাপানের Man'yoshiu 'মান্‌য়োশিউ' (অর্থাৎ 'অযুত-পত্র-সঞ্চয়ন') নামে বিরাট্ কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক। ইহা খ্রীষ্টীয় ৩৪৭ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ৭৬৪ পর্য্যন্ত প্রাচীন জাপানী জীবনযাত্রা, যুদ্ধ, প্রেম, প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচিত প্রায় ৪৫০০ কবিতার সংগ্রহ। ইহাকে এক হিসাবে জাপানের ঋগ্‌বেদ বলা যায়। তবে উহার ধর্মীয় কোনও মূল্য বা প্রয়োগ নাই।

(৫) দক্ষিণ ভারতের 'নয়ন্‌মার' বা শৈব ভক্তগণের প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন বিষয়ক তমিল পদ ও কবিতার সংগ্রহ 'দেবারম্' বা 'তেবারম্'। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নাম্পি-আণ্ডার্-নাম্পি নামে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংকলিত। ইহা তমিল শৈব সম্প্রদায়ের কাছে বেদ ও উপনিষদের মত' সম্মানিত, পঠিত ও আলোচিত হয়।

(৬) আঠারোজন তমিল 'আল্‌বার' বা বৈষ্ণব ভক্তগণের পদসংগ্রহ 'নাল্-আয়ির-পিরপন্তম' অর্থাৎ 'চতুঃসহস্র-প্রবন্ধ' পুস্তক। (ইহা এখন ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গাক্ষরে মূল তমিল ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত "উজ্জীবন" পত্রিকায় শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।) শ্রী সম্প্রদায়ের তমিল বৈষ্ণবগণের নিকট এই সংগ্রহ-গ্রন্থ 'দ্রাবিড় বেদান্ত' বলিয়া সম্মানিত, এবং ইহার পদ, 'তেবারম্'-এর মত'—মন্দিরে ও অন্যত্র গীত হয়, পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। 'তেবারম্'-এর কবিতা বা পদ যখন সংকলিত হয়, ঠিক সেই সময়েই, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে, শ্রীনাথমুনি কর্তৃক এই তমিল-বৈষ্ণব-পদ-সংহিতা গ্রথিত হয়।

(৭) শিখ 'আদি গ্রন্থ' বা 'গুরুগ্রন্থ' বা 'গ্রন্থ সাহিব'। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন্, গুরু শ্রীনানক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পূর্বের গুরুগণের ও নিজের পদ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সংকলিত করেন। তাঁহার সময়ে পাঞ্জাবে সন্ত কবীরদাসের ও অন্য কয়েকজন সুপরিচিত ভক্তকবির বহু পদ-ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন। পরে গুরু তেগ বাহাদুরের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে অন্য শিখ গুরুগণের পদও গৃহীত হয়। এই পুস্তক হইতেছে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ—সমস্ত শিখ গুরুদ্বারায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহার পদসমূহ গীত, পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহার ভাষা পাঞ্জাবী মিশ্র প্রাচীন হিন্দী (ব্রজভাষা, দিল্লী অঞ্চলের ভাষা, অপভ্রংশ ইত্যাদি)। এই বইকে 'মধ্যযুগের পাঞ্জাবের ঋগ্‌বেদ' বলা চলে। ইহার পদসংখ্যা ৩৩৮৪।

(৮) বাঙ্গালা বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গঠিত হইল, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জয়দেব কবি (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগ) হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণ-লীলা এবং চৈতন্য-জীবনী অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত পদ বা গান লিখিতেন, সেগুলি লইয়া 'কীর্ত্তন' গান করার পদ্ধতি আসিয়া যায়। এইরূপ গানের (মহাজন-পদের) কতকগুলি সংগ্রহ খ্রীষ্টীয় ১৬৬০-এর পর হইতে বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইতে থাকে। বৈষ্ণব অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন পর্য্যায়ে পদগুলিকে এই-সব সংগ্রহে সাজানো হইত—যথা, পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মান, খণ্ডিতা, মিলন প্রভৃতি। এইরূপ সংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে 'পদকল্পতরু',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ প্রস্তুত করেন, ১৭০ জন কবির রচিত ৩১০১টি পদ ইহাতে আছে। ইহাকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন-পদের ঋগ্‌বেদ-সংহিতা' বলা যায়।

(৯) ফিনলাণ্ড দেশের, তুর্কী-ভাষার জ্ঞাতি ফিন্‌-ভাষায়, Elias Loenrott এলিয়াস্‌ ল্যোন্‌রোট্‌ নামে একজন পণ্ডিত ফিন্‌-জাতির জনগণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন বীরগাথা সংগ্রহ করিয়া যেমন খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকে সেই গাথাগুলিকে মিলাইয়া, অবশেষে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২,৭৯৩ ছত্রে নিবদ্ধ *Kalevala* 'কালেভালা' নাম দিয়া এক অভিনব জাতীয় মহাকাব্যের সংকলন করেন, তেমনি তিনি ফিন্‌-জাতির লোকগীতি এবং কবিতার সংগ্রহও করেন। 'কান্তেলে' বলিয়া একরকম তারের যন্ত্র (বীণা) বাজাইয়া এই-সব গান লোকে গাহিত, এই জন্য এই সংগ্রহ-গ্রন্থের তিনি নাম দেন Kanteletar 'কান্তেলেতার' অর্থাৎ 'বীণাবাদক'। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত এই বইখানিকে ফিন্‌-ভাষার ঋগ্‌বেদ পর্য্যায়ের বই বলা যায়।

এইরূপ বিভিন্ন দেশে নানা ভাষার লোকগীতির ও লোকগাথার এবং ধর্মগীতের সংগ্রহ আছে, সেগুলি ঋগ্‌বেদকে মনে করাইয়া দেয়। এমনকি ইংরেজদের 'চার্চ অব্‌ ইংল্যাণ্ড'-এর গির্জায় গীত খ্রীষ্টান প্রার্থনা-সঙ্গীতের সংগ্রহ, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' সংগ্রহ, ঋগ্‌বেদেরই স্বজাতির। ঋগ্‌বেদের আগে প্রাচীন সুমেরীয় ভাষায় এবং প্রাচীন আক্কাদীয় বা আসিরিয়ো-বাবিল ভাষায়, প্রাচীন মিসরী ভাষায়, ও অন্যান্য অধুনা-লুপ্ত কতকগুলি ভাষায়, এই ধরনের জীবন-গীতি ও দেব-কথা এবং প্রার্থনা-স্তোত্র পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা এখন সেই সবের চর্চা করিতেছেন।

ঋগ্‌বেদের ১০১৮টি সূক্তের মধ্যে বেশীর ভাগই মানুষের জীবন লইয়া। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বা বিচারের সূক্ত সংখ্যায় ৫০টির বেশী হইবে না। তবে এখানে ওখানে সেখানে ঋগ্‌বেদের মধ্যে গভীর ভাবের—দার্শনিক চিন্তার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির—ঋক্‌ বা শ্লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের মধ্যে (এবং অন্য বেদেরও মধ্যে) বিক্ষিপ্ত এই সমস্ত মহাবাক্য, মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আধিমানসিক প্রসন্নতার পক্ষে এক অপূর্ব শক্তিপূর্ণ সাধন-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদের মধ্যে নিহিত এইরূপ মহাকাব্য, যেগুলিকে গায়ত্রী মন্ত্রের মত 'শ্রুতি-শিরস্‌' বলা যায়, বহুশঃ সংগৃহীত হইয়া টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মানবের গভীরতম জীবনে ও অনুভূতিতে এইরূপ উদ্ধৃতি কতটা কার্য্যকর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে অনুভবশীল পাঠক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সাক্ষ্যদান করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অতি সুন্দর বৈদিক সূক্তি-সংকলন ও তাহার ব্যাখ্যা-মূলক অনুবাদ পুস্তক *The Call of the Vedas*-এর উল্লেখ করা যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, বোম্বাই)। বেদ-সংহিতার শাশ্বত আধ্যাত্মিক আবেদনের প্রেরণা-স্থল এই-সব সূক্তির চমৎকার সংগ্রহ এইরূপ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। এইরূপ সূক্তি বা মহাবাক্য, এবং কাব্যরসে ভরপুর ও রমন্যাসে পূর্ণ কতকগুলি অন্য সূক্ত অথবা ঋক্‌, ঋগ্‌বেদের তথা ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গৌরবের বস্তু। ইন্দ্রের ও অন্য দেবতার সম্বন্ধে সূক্ত ও ঋক্‌গুলি গভীর ভাবদ্যোতক। উষাদেবীর সম্বন্ধে যে মনোহর ঋক্‌গুলি ঋগ্‌বেদের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে, কবিত্বরসে সেগুলি অপূর্ব, পৃথিবীর সাহিত্যে সেরূপ সৌন্দর্য্যময় কবিতা সুদুর্লভ। এতদ্ভিন্ন, পুরূরবা-উর্বশীর কথোপকথনাত্মক অপূর্ব সুন্দর প্রেম-গাথা ঋগ্‌বেদেই আছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে 'জীবন-দেবতা'র কল্পনা দেখা যায়, যাহার প্রকাশ তাঁহার যৌবন কালের এবং বার্ধক্যেরও কতকগুলি অপূর্ব সুন্দর কবিতা—'চিত্রা' 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কতকগুলি কবিতা, 'চিত্রা', 'সিন্ধুপারে', 'উর্বশী', 'বিজয়িনী', 'মানসী' প্রভৃতি যেগুলির অন্যতম—সেগুলির এক প্রধান উৎসমূল ঋগ্‌বেদের এই পুরূরবা-উর্বশী সূক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্‌বেদের সাহিত্যিক ও ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিচার বহু পুস্তকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যত পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে তাহা লইয়া বেশ বড় একটি গ্রন্থালয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জরমান ভাষাতেই বোধহয় বেদ-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যুগে 'আর্য্য'-জাতির (বা ইন্দোইউরোপীয় জাতির) প্রাচীনতম পুস্তক বলিয়া, 'আর্য্য'-ভাষী সুপণ্ডিত জরমান জাতির মানুষ ঋগ্‌বেদ লইয়া মাতিয়া গিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবে, এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের প্রভাবেও, জরমানিতে, ১০০।১২৫ বৎসর পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নূতন 'রোমান্টিক আন্দোলন' অর্থাৎ রমন্যাসনিষ্ঠ ভাববিলাস দেখা দিয়াছিল, যাহার স্থায়ী প্রভাব তখনকার দিনের ও তৎপরবর্তী কালের জরমান সাহিত্যে বিদ্যমান।

ঋগ্‌বেদের ও অন্য বেদের চর্চা গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই, এখন হইতে ২৫০০ বৎসর পূর্ব হইতেই, ঋগ্‌বেদের পণ্ডিতোচিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। যাস্কের নিরুক্ত ও নিঘণ্টু, প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলি, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি, পাণিনির ব্যাকরণ, প্রাচীন ভারতে বেদের আলোচনার প্রথম ফল। পণ্ডিত লোকে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, সমস্ত বেদ-সংহিতা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, যজ্ঞাদি ধর্মীয় কার্য্যে বেদের সূক্ত ও ঋক্ প্রয়োগ করিতেন, পঠন ও পাঠন করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন। গুরুপরম্পরায় বেদপাঠ তিন হাজার বছর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে বেদের বড়-বড় টীকা রচিত হইয়াছে। এই-সব টীকা বা ভাষ্যের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের স্থাপয়িতা বুক্করায়ের সভাপণ্ডিত সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্যে, সমগ্র ঋগ্‌বেদের প্রাচীন পরম্পরার পূর্ণ ব্যাখ্যা সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ শাস্ত্রপাঠ-পরম্পরা অনুসারে এক বিরাট্ এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই মহাগ্রন্থ। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাচীন যুগের অবসানের পরেই, অর্থাৎ গত দুই হাজার বছর ধরিয়া, বেদ মুখ্যতঃ পূজার বেদির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। জনসাধারণের কাছে বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পূজার বস্তু, প্রাণের উপলব্ধির বস্তু নহে। অবশ্য বেদের অন্তর্নিহিত গভীরতম দর্শন, 'বেদের অন্ত' বা শেষ কথা—ইংরেজী প্রতিরূপে, 'বেদস্য অন্ত' = Wit's end—ভারতের বেদান্ত মত, চিরকাল ধরিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্মের আধার হইয়া আছে।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা এদেশে আসিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বেদের খবর পাইলেন, বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, দক্ষিণ ভারতে *Ezourvedam* অর্থাৎ যজুর্বেদের নকলে নূতন এক কৃত্রিম বেদ-গ্রন্থের অবতারণা তাঁহারা করিলেন, ফরাসী ভাষায় এই নকল বেদের মুদ্রণও হইল। কিন্তু ভগবদ্‌গীতা, শকুন্তলা, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ ও সংস্করণ বাহির হইবার পরে তাঁহারা বেদ লইয়া পড়িলেন। ১৭৮৪ সালে Sir Charles Wilkins স্যর চার্লস উইল্‌কিন্স সরাসরি সংস্কৃত হইতে গীতার ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত করিলেন। ১৭৮৯ সালে Sir William Jones স্যর উইলিয়াম্ জোন্স, কলিকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ইংরেজী অনুবাদ বাহির করিয়া দিলেন,—স্বল্পকালের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ রসরচনা ইউরোপের চিত্তকে জয় করিয়া ফেলিল। জরমান কবি পণ্ডিত ও দার্শনিক Goethe গ্যোটে ইহার ভাবশুদ্ধ প্রশস্তি করিলেন তাঁহার সুবিখ্যাত জরমান কবিতায়। ১৭৯২ সালে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইল। জোন্স-কৃত মনু-সংহিতার ইংরেজী অনুবাদও বাহির হইল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে ভারতের মহাগ্রন্থ মহাভারতের অতি সুন্দর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ নাগরাক্ষরে কলিকাতায় প্রকাশিত হইল। এইভাবে জগতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় নব যুগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া দেখা দিল। ১৮৩৮ সালে জরমান পণ্ডিত F. Rosen রোজেন লাটিন অনুবাদের সহিত এক ঋগ্‌বেদ-সূক্ত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, নাগরী অক্ষরে, জরমানি হইতে। ১৮৪৯-১৮৭৪, এই কয় বৎসরে জরমান পণ্ডিত Friedrich Max Mueller ফ্রীদ্‌রিখ মাক্সমূলর ("ভট্ট মোক্ষমূলর") তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করেন—ছয়টি বিরাট্ খণ্ডে অতি সুন্দর নাগরী হরফে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য সহ সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ। ১৮৬২-১৮৭৩ এই কয় বৎসরে আর একজন জরমান পণ্ডিত Theodor Aufrecht তেওদোর্ আউফ্‌রেখৎ রোমান লিপিতে মূল ঋগ্‌বেদ প্রকাশিত করেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে অনুবাদ-কার্য্য বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় আরম্ভ হইল। ইংরেজীতে, Horace Hayman Wilson হরেস হেম্যান উইলসন (ছয় খণ্ডে, ১৮৫০ হইতে ১৮৮৮ সালের মধ্যে), Ralph T. H. Griffiths গ্রিফিথ্‌স্ (দুই খণ্ডে, ১৮৮১-১৮৯২ সালে); জরমানে, Ludwig লুড্‌ভিক্ (ছয় খণ্ডে, ১৮৭৬-১৮৮৮), Grassmann গ্রাস্‌মান্ (কাব্যময় অনুবাদ, ১৮৭৬-১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), এবং Geldner গেল্‌ড্‌নার্ (প্রথম খণ্ড, লাইপ্‌ৎসিক্ ১৯২৩, পরবর্তী খণ্ডসমূহ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত; ঋগ্‌বেদের আধুনিকতম পূর্ণ অনুবাদ); ফরাসীতে, Langlois লাঁগ্লোয়া, (চার খণ্ডে, ১৮৫১)। ইউরোপীয় নানা ভাষায় আংশিক ভাবে ঋগ্‌বেদ বহুশঃ অনূদিত হইয়াছে। জাপানের বৌদ্ধশাস্ত্র, চীনা ও সংস্কৃতের বিরাট্ পণ্ডিত Junjiro Takakusu তাকাকুসু (মৃত্যু ১৯৪৫) জাপানী ভাষায় ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশিত করেন।

বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাগ্রন্থের পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয় ১৮৮৫-১৮৮৭ সালের মধ্যে, মহানুভাব রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃতিত্বের ও কীর্ত্তির জয়স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার পূর্বে রমানাথ সরস্বতী ঋগ্‌বেদের অনুবাদের সূত্রপাত করেন, কিন্তু তিনি কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত একদিকে ভারতীয় পরম্পরার সায়ণাচার্য্য ও অন্যদিকে আধুনিক মাক্সমূলর প্রমুখ ইউরোপীয় বেদবিৎ পণ্ডিত, এই উভয় শ্রেণীর বিদ্বদ্‌বর্গের অনুসরণ করিয়া, বহু মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা অলঙ্কৃত তাঁহার এই অনুবাদ প্রাঞ্জল সাধুভাষার বাঙ্গালায় বাহির করেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ইহাই ঋগ্‌বেদের প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ। পরে ১৯০৯ সালে তাঁহার মৃত্যুর বৎসরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি বাহির করিয়া দিয়া যাইতে সমর্থ হন। ইহা হইতে পূর্বেকার সংস্করণের বহু টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক বিধায় তিনি বাদ দেন, অনুবাদেও কিছু কিছু সংশোধন করেন। প্রস্তুত পুস্তক রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদের তৃতীয় সংস্করণ।

রমেশচন্দ্রের অনুবাদ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:

"রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয় তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায় অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।... কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এদেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।" (বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৩৬১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮১৮, পাদটীকা)

এই তৃতীয় সংস্করণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে "বর্তমান পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে" দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম, বিশ্বসমাদৃত মহাগ্রন্থ, বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা আধিভৌতিক সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন, ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রকাশ ঋগ্‌বেদ ও মহাভারতের মধ্যে অন্যতর ও প্রাচীনতর, পুনর্বার বহু বৎসর পরে বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমে নূতন করিয়া পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিল। ইতিপূর্বে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার ঋগ্‌বেদের (ও অন্য বেদের) সটীক বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন (হাওড়া, ১৯১৯ হইতে)। কিন্তু বেদ বুঝিবার পক্ষে এই অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর বিশেষ কোনও মূল্য নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....
Sri Sri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাতেই ঋগ্‌বেদের পূর্ণ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ঋগ্‌বেদ ও অন্য সমস্ত বৈদিক সাহিত্য হিন্দীতে প্রকাশিত করিবার সংকল্প করেন, এবং তাঁহার 'ঋগ্‌বেদ ভাষ্য-ভূমিকা' তিনি সংস্কৃতে লিখিয়া যান। বেদকে আর্য্য-সমাজের মতবাদের ও ধর্মবিষয়ক পুনর্জাগৃতির মুখ্য আধার বলিয়া দয়ানন্দ স্বামী উহার প্রচার করিতে আগ্রহশীল হন। কিন্তু বেদ-ব্যাখ্যায় তাঁহার যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, যাহা আর্য্য-সমাজের পণ্ডিত, পরিচালক ও প্রচারকদের দৃষ্টিভঙ্গী, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতান্তরের অবকাশ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বে উল্লিখিত তাঁহার 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রবন্ধে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক অনুসৃত বেদ-পর্য্যালোচনার রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও লক্ষণীয়। তাঁহার বক্তব্য এই—

"দয়ানন্দ সরস্বতী এক জন এক্ষণকার লোক, তিনি সমাজসংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ 'ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান'। তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য কর, এই এই কর্ম করিও না, কে তাঁহার কথা শুনিবে? এই জন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে, কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইয়োরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন, বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। অগ্রে নীয়তে—এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ণ অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন, দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন, অতএব ঈশ্বর ধান্য; তাঁহার মত এই—সায়ণাচার্য্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্বে যে টীকা লিখিত হয়, সেই টীকা সেই প্রমাণ। নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সায়ণ নিজের মত কোথাও দেন নাই, সর্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনই জিনিস।

"বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্য্যকলাপ রাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, তাহাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে, প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল সেইটী বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে, যেখানে যেখানে আর্য্যজাতি, সেই সেই খানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি।" [হরপ্রসাদ রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৬০, দ্বিতীয় সম্ভার, পৃষ্ঠা ৩৯৬—৩৯৭।]

যাহা হউক, দয়ানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে হিন্দীতে ঋগ্‌বেদের দুইটি অনুবাদ বাহির হয়—প্রথম, আজমের বৈদিক মন্ত্রালয় হইতে নয়ভাগে প্রকাশিত (খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-১৯১৩); এবং দ্বিতীয়, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত (পরে ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়)। এতদ্ভিন্ন, সনাতন অর্থাৎ আর্য্যসমাজ-বিরোধী প্রাচীন-পন্থী হিন্দু মতানুসারে আরও দুইটি হিন্দী অনুবাদ বাহির হয়, প্রয়াগ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত রামগোবিন্দ ত্রিবেদী বেদান্তশাস্ত্রীর অনুবাদ (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ), এবং মথুরা গায়ত্রী তপোভূমি হইতে প্রকাশিত শ্রীরামশর্মা আচার্য্য কৃত অনুবাদ (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। আর্য্য-সমাজের-বিচার অনুসারে ঋগ্‌বেদের একটি পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদও বাহির হয়, দুর্গাপ্রসাদ কৃত, লাহোর ১৯১২-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও ঋগ্‌বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ করিতে হয়—তেলুগু (বেল্লারি হইতে ১৯১৩-১৯১৫ সালে প্রকাশিত, ক চ রাউ কৃত অনুবাদ) ; কানাড়ী (ত র স বেঙ্কটকৃষ্ণয্য কৃত অনুবাদ, বঙ্গলূর, ১৯১৩-১৯১৫) ; মারাঠীতে দুটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে—(১) সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী চিত্রাব কৃত, পুনা, ১৯২৮, এবং (২) কোল্‌হটকর ও পটবর্ধন কৃত অনুবাদ, পুনা, ১৯৪২ ; গুজরাটী, ঘোড়-কৃত অনুবাদ, খম্বাত বা কাম্বে, নগরী ১৯২০। মালয়ালী ভাষায় দুইটি অনুবাদ হইয়াছে—(১)প ক নম্বুদিরি (কোল্লম্ বা কুইলন, ১৯২৫) এবং (২) কেরলের বিখ্যাত মালয়ালী কবি বল্লতোল নারায়ণ মেনোন্ কৃত কবিতাময় অনুবাদ।

আশা করা যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদের এই নবীন সংস্করণ দ্বারা এখন বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী পাঠকের পক্ষে ভারতের সংস্কৃতির ও ধর্মের মূল উৎস আলোচনা করিবার সুযোগ আবার আসিয়াছে। এই জনহিতকর ও শিক্ষা এবং সংস্কৃতিমূলক কার্য্যের জন্য শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিয়া আমার এই অক্ষম ঋগ্‌বেদ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিতেছি। ইতি কলিকাতা, রবীন্দ্র জন্মতিথি, বৈশাখ, শকাব্দ ১৮৮৫, ৯ই মে খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর আশ্রম

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

মনীষার মধ্যে যে মানসিক শক্তি নিহিত থাকে সে শক্তির কোনও বাঁধাধরা গতিপথ নাই ; বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া তাহা যেমন এক যুগে প্রখর হইয়া উঠিতে পারে তেমনই ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া তাহার বহুমুখী হইয়া উঠিবারও কোন বাধা নাই। তবে সাধারণতঃ দেখা যায়, এই বহুমুখিতার ভিতরে স্বাভাবিক ভাবে দুই একটি দিকে বেশি ঝোঁক পড়িয়া যায়, ফলে অন্যদিকগুলি যথাযথ স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করে না। যথার্থ মনীষার অধিকার লইয়া উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (জন্ম ১৮৪৮, মৃত্যু ১৯০৯) ; কর্মজীবন তাঁহার প্রসারিত ছিল বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। বহুমুখে ঘটিয়াছিল তাঁহার মনীষার বিকাশ ; উনিশ শতকের চতুর্থপাদে তিনি নামডাকের রাজকর্মচারী ছিলেন, তখন পর্যন্ত 'নেটিভ'গণের খুব উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার ছিল না ; কিন্তু এক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের দক্ষতাকে অবজ্ঞা করা অত্যন্তভাবে জাত্যভিমানী রাজপুরুষের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই ; বিভাগীয় কমিশনারের পদে রমেশচন্দ্রই প্রথম বৃত হন। বরোদার দেওয়ান রূপেও রমেশচন্দ্র তাঁহার প্রশাসক এবং ব্যবস্থাপকরূপে কর্মকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সাহিত্যের গবেষণা-বিষয়ক গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে-নিবন্ধে তিনি যেমন সুধীগণের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সামসময়িক অর্থনীতি ভূমিব্যবস্থা ও জনগণের দুঃখদারিদ্র্য বিষয়ে তাঁহার রচনা-মন্তব্যাদিও সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। রমেশচন্দ্র তাঁহার রাষ্ট্রীয় চিন্তাতেও যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তব তথ্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার বিষয়ে তাঁহার মতামতের যৌক্তিকতা তখনকার রাষ্ট্রচিন্তাতেও তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়াছিল এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকরূপে তাঁহার প্রসিদ্ধি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রশাসকরূপে কর্ম হইতে অবসরের পরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজকর্মচারী ছাড়া ঐতিহাসিক রূপেই রমেশচন্দ্রের সমধিক খ্যাতি ; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই, প্রথম জীবন হইতেই একটি সাহিত্যরসের ফল্গুস্রোত তাঁহার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহার মধ্যে যে সাহিত্যিক সত্তা ছিল তাহা শুধু পাঠকরূপে সাহিত্যবোদ্ধার সত্তা নয়, তাহা সাহিত্যস্রষ্টার সত্তাও। উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের অধিকাংশের সাহিত্য-সাধনার যাহা প্রাথমিক ইতিহাস রমেশচন্দ্রেরও তাহাই ; অর্থাৎ ইংরেজি দিয়াই তাহার আরম্ভ। তিনি সিবিল-সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করিয়া প্রসাশকরূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াই রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' (*Bengal Magazine*) পত্রিকায় এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন' (*Mookerjee's*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Magazine) পত্রিকায় ছদ্মনামে ইংরেজি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর R. C. D.-কে তিনি বিকৃত করিয়া Arcydae রূপ দিয়া সেই নামই লেখক হিসাবে ব্যবহার করেন। সৌভাগ্যক্রমে অন্যান্য অনেকের ন্যায় রমেশচন্দ্রেরও ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিবার দুরভিলাষ অতি অল্পকালের মধ্যেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের এ ঘোর কাটিয়াছিল নৈরাশ্যের কঠিন আঘাতে, রমেশচন্দ্রের কাটিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃৎসন্নিত উপদেশে। এই উপদেশের কথা রমেশচন্দ্রের নিজের ভাষায়ই তুলিয়া দিতেছি—

"বঙ্কিমবাবু তখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথম বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গলা লেখ না কেন?" আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,—"আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি জানি না!" গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, "রচনাপদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।" এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল,…" (নব্যভারত; বৈশাখ ১৩০০, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৬৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত।)

এই দিন অথবা অন্য কোন দিন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে কোন বাঙ্গালীই ইংরেজি রচনার ভিতর দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলে বাঙ্গলা লেখার ভিতর দিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপদেশ রমেশচন্দ্রের মস্তিষ্ক এবং হৃদয় উভয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল। এ-বিষয়ে রমেশচন্দ্র তাঁহার অগ্রজের নিকটে ইংরেজিতে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিতেছি—

"আমি কয়েকখানি ইংরেজি বই লিখিয়াছি; আমার দেশবাসিগণের মধ্যে যাঁহাদের উদ্দেশে এই বইগুলি লিখিত সাময়িকভাবে এই বইগুলি তাঁহাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। আমি দুইখানি বাঙ্গলা উপন্যাস লিখিয়াছি, এগুলি সম্ভবতঃ আমার মৃত্যুর পরেও টিকিয়া থাকিবে।…আমার নিজের মাতৃভাষার পথকেই আমার অবলম্বন করিতে হইবে। আমি আশা করি, মৃত্যুর পূর্বে এমন কিছু রাখিয়া যাইতে পারিব যাহা আমার ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবে এবং আমার মৃত্যুর পরেও আমার দেশবাসিগণের আনন্দ বিধান করিতে থাকিবে।" ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' হইতে অনূদিত।)

এ-বিষয়েও রমেশচন্দ্র অতি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজি লেখার দ্বারা একসময়ে তিনি বিভিন্ন-ক্ষেত্রে সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার অধিকাংশই স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত, রমেশচন্দ্র বাঙ্গালীর নিকটে জীবন্ত হইয়া আছেন তাঁহার বাঙ্গলা লেখা দিয়াই।

রমেশচন্দ্রের ইংরেজি লেখার মধ্যেই তাঁহার সাহিত্যিক প্রবণতার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি কিছু ইংরেজি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ব্যতীত তিনি ইংরেজিতে *The Literature of Bengal* নামে একখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই-ই প্রথম ইতিহাস। ইহার মধ্যে বাঙ্গলার প্রাথমিক যুগ হইতে তৎকালীন যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের ঐতিহাসিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে একটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ *A History of Civilisation in Ancient India* বইখানিও মুখ্যতঃ সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। তাঁহার *Lays of Ancient India* গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতীয় কিছু নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি পদ্যে অনুবাদ দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি মূল রামায়ণ এবং মহাভারতকে সংক্ষিপ্তাকারে ইংরেজি কবিতায় রূপ দিয়া পাশ্চাত্ত্য পাঠকগণের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসকে *The Slave Girl of Agra* এবং 'সংসার' উপন্যাসকে *The Lake of Palms* নামে ইংরেজিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ইংরেজি বইগুলির মধ্যে অবশ্য তিনখানি বই সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল, প্রথমখানি হইল তাঁহার ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বইখানি, দ্বিতীয় হইল তাঁহার ভারতবর্ষের মহাকাব্যদ্বয়ের অনুবাদ এবং তৃতীয় হইল তাঁহার রচিত 'ভারতবর্ষের আর্থনীতিক ইতিহাস' বইখানি। একপত্রে তিনি তাঁহার অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন যে ইংরেজি লেখক হিসাবে তাঁহার নাম স্থায়ী থাকিবে কি লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা তিনি জানেন না, তবে যদি তাঁহার নাম স্থায়ী হয় তবে উপরিউক্ত তিনখানি বইয়ের জন্য।

তথা-কথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক নির্মিতি ছয়খানি উপন্যাস; তাহার ভিতরে 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং 'সমাজ' ও 'সংসার' (পরবর্তীকালে 'সংসার-কথা'রূপে পরিবর্তিত) এই দুইখানি সামাজিক উপন্যাস।

রমেশচন্দ্রের ভিতরে ইতিহাস-আসক্তির সহিত সাহিত্য-প্রবণতা এবং সাহিত্যাশক্তির সহিত ইতিহাস-প্রবণতা ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল। সেই জন্যই ইতিহাস ও সাহিত্য তাঁহার জীবনে কখনও পরস্পরবিরোধী হইয়া ওঠে নাই, বরং উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত ছয়খানি উপন্যাসের মধ্যে চারিখানি উপন্যাসই ইতিহাস-আশ্রয়ী। তবে এই ইতিহাস-আশ্রয়ের মধ্যেও কিছু রকমভেদ আছে। তাঁহার প্রথম দুইখানি উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণে'র মধ্যে ইতিহাসের উপাদান অতি কম, কল্পনারই আধিক্য। মূল ঘটনাটি ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের ভিতরে ঐতিহাসিক কালে সঙ্ঘটিত হইতেছে, ইহাই উপন্যাস দুইখানিকে যতটা হোক ঐতিহাসিক রঙে রঞ্জিত করিয়াছে। 'জীবন-প্রভাত ও 'জীবন-সন্ধ্যা'র ক্ষেত্রে কিন্তু মূল ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক; ঐতিহাসিক ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে কল্পনার রঙ ছড়াইয়া দিয়া ইতিহাসকে লেখক উপন্যাস-সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে ইতিহাসের কোন প্রভাব নাই, এখানে আমরা পল্লীর পারিবারিক জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসি। মুখ্যতঃ তৎকালীন দুইটি সমাজ-সমস্যাই এই দুই উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; সমস্যার মধ্যে একটি হইল বিধবাবিবাহ, অপরটি হইল অসবর্ণবিবাহ। উভয়কেই তিনি তৎকালীন সমাজে অতিপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন—বিশেষ করিয়া অসবর্ণবিবাহকে। আমাদের ভেদদুর্বল জাতিকে ঐক্যবন্ধনে আবার সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য অসবর্ণবিবাহপ্রথা চালু করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁহার শেষ দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে 'সংসার' বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এবং 'সমাজ' অসবর্ণবিবাহের সমর্থনে লিখিত।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইতিহাস-প্রসক্তি রমেশচন্দ্রের ছিল একেবারে সহজাত; সেই প্রসক্তিই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহাকে কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা দান করিয়াছে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজ গ্রন্থকারগণের মধ্যে স্কট্ তাঁহার অতি প্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,

"চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্যর ওয়াল্টার স্কট্-ই আমার প্রিয় লেখক ছিলেন। আমি তাঁহার উপন্যাস লইয়া অনেকদিন এবং অনেক রাত কাটাইয়া দিয়াছি। সেই প্রকাণ্ড যাদুকর তাঁহার সহজ প্রতিভাবলে যে সব ইন্দ্রজাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনা করিয়াছিলেন আমি সেই সব ঐতিহাসিক দৃশ্যের মধ্যে—সেই সব মধ্যযুগীয় কালের মধ্যেই বাস করিতাম। ...আমি জানি না স্যর ওয়াল্টার স্কট্-ই আমাকে ইতিহাস-প্রসক্তি দান করিয়াছিলেন, অথবা আমার ইতিহাস-প্রসক্তিই আমাকে স্কটের অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কোন বিষয়ই—এমন কি কবিতাও—আমার উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—যেমন করিয়াছিল ইতিহাস।"১

উপন্যাস ব্যতীত রমেশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের ধর্ম দর্শন অর্থনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বেদ ও হিন্দুধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক লেখাই বেশি, সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। 'নব্যভারতে' (১৮৯৮) তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; ঐ পত্রিকায় ১৩০১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। 'ভারতী' ও 'বালকে' (১২৯৯) কবি কালিদাস বিষয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩০১ সালে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' বিষয়ে এবং ঐ বৎসরই 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।২

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট যোগের কথা অবশ্যস্মরণীয়। পরিষদের যখন নিজস্ব গৃহ ছিল না—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতেই সভাদি অনুষ্ঠিত হইত—তখন (১৮৯৪ সনে) রমেশচন্দ্র পরিষদের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। রয়াল কমিশনের কাজ শেষ করিয়া ১৯০৯ সনে রমেশচন্দ্র যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নবনির্মিত পরিষদ্-গৃহে রমেশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক রচিত রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সঙ্গীত সেখানে গীত হইয়াছিল। সেদিন পরিষদের নিজস্ব গৃহ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিয়া রমেশচন্দ্র গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতামালা'য় পরিষদের সহিত রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ট যোগের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের ষোড়শ সাম্বৎসরিক কার্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাই এখানে পুনরুদ্ধৃত করিতেছি—

"১৩০১ সালের আরম্ভে তাৎকালিক Bengal Academy of Literature যখন কয়েক মাসের নিষ্ফল জীবনের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, তিনি সেই সময়েই প্রথম সভাপতিরূপে উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার কিছুদিন পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; পরিষদের গঠনকার্যে যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার পরিচালনা-কার্যে রমেশবাবুকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া স্থির করেন। দেড় বৎসর মাত্র পরিচালনার পর তিনি রাজকার্য উপলক্ষ্যে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু তিনি সেই অল্প সময়েই পরিষৎকে যে ছাঁচে ঢালিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ তদনুযায়ী মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে।...বিলাত-প্রবাস কালের মধ্যে যখন একবার স্বদেশে আসেন, সেই সময়ে—১৩০৯ সালে পরিষৎ তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য পুনরায় সভাপতিত্বে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; সেই অবকাশে একদিন তাঁহার বহুকালের ও বহুব্যয়ে সঞ্চিত সংস্কৃত গ্রন্থরাশি পরিষৎকে দান করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার স্নেহানুগ্রহ প্রকাশ করেন।"

ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। বেদ একাধারে আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শন; অথচ এই বেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সর্বাপেক্ষা কম। আমরা এখনও সর্বক্ষেত্রেই বেদের দোহাই পাড়ি, কিন্তু বেদের মধ্যে কি আছে অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দুরই সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান

১ মূল ইংরেজি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় উদ্ধৃত।

২ সাহিত্য সংসদ্ হইতে প্রকাশিত রমেশ রচনাবলীর শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে ; উত্তরাধিকার সূত্রে যে দু'চারিটি শ্লোক আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকেই নানাভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া কাজ চালাইবার ইচ্ছায় ও চেষ্টায় আমরা আত্মতৃপ্ত। বেদ যে কত বিপুলকায়—এবং তাহার মধ্যে দেবতাগণের বর্ণনায় যে কতরকম বৈচিত্র্য ও জটিলতা রহিয়াছে আমরা সে বিষয়ে অবহিত নাই। কেহ বেদ নিন্দা করিলে আমরা সহজাত সংস্কারে অতিমাত্রায় তপ্ত হইয়া উঠি—কিন্তু বেদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতে কেহই তেমন উৎসাহী নহি। মুষ্টিমেয় পণ্ডিতগণ ব্যতীত সংস্কৃত ভাষাতেই আমাদের বাঙ্গালীগণের জ্ঞান অতি কম, বৈদিক সংস্কৃতের সহিত পরিচয় আরও কম। এই কারণেই বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের জন্য রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদকে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বাঙ্গলায় অনূদিত হইলে বেদের অপমান হইবে বলিয়া কিছুসংখ্যক সংস্কৃত পণ্ডিত বেশ হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু রমেশচন্দ্র তাহাতে দমিবার পাত্র ছিলেন না। এ-বিষয়ে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রমেশচন্দ্রকে যথেষ্ট উৎসাহ, প্রেরণা ও সক্রিয় সাহায্য দান করিয়াছেন, রমেশচন্দ্র সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্রের পূর্বে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় ঋগ্বেদের একটি অনুবাদ বাহির হইতেছিল, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তাহা থামিয়া গেল। পরে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিদেশের পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় ভাষাসমূহে এই গ্রন্থের অনেক অনুবাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টাই দেখা যাইতেছিল না। এই জিনিসটি স্বাজাত্যভিমানী রমেশচন্দ্রের মনে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। তিনি তাই তাঁহার বাঙ্গলা ঋগ্বেদের ভূমিকায় বিদেশে বেদ-অনুবাদের যত চেষ্টা চলিতেছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া পরে লিখিয়াছেন—

"কেবল কি আমরা এই আর্য জাতির আদিগ্রন্থ, এই হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থ থাকিব ? এই আমাদের পৈত্রিক ধন, কেবল আমরাই কি এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব ? ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্যজাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব কাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব ? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরু কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদি তাহাতে ধৃষ্টতা হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জনা করিবেন।"

ইহার ভিতর দিয়া রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ অনুবাদ করিবার পিছনকার ব্যাপক প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায় বস্তুতঃ বাঙলা দেশ বেদচর্চার দেশ নয়। আজকাল অবশ্য এ-বিষয়ে গবেষণার ফলে বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু বেদচর্চার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় এ-বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যেটুকু সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কখনও কখনও কিছু কিছু চর্চা হইয়াছে তাহাই বোঝা যায়, ইহার কোন যুগেই কোন ব্যাপক প্রসার ছিল না। সমগ্র ঋগ্বেদকে ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা রমেশচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম দেখা দিল। বেদ বিষয়ক তাঁহার বাঙলায় লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তিনি বেদের বিভিন্ন দিকের প্রতি প্রথমে বাঙালী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং শেষে সমগ্র বেদখানিকে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। বাঙলা হরফে তিনি মূল ঋগ্বেদখানিকেও একসঙ্গে প্রকাশ করিয়া তাহাকে বাঙালীর হাতের কাছে আনিয়া দিলেন ; তৎসঙ্গেই সমগ্র বেদের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বেদকে বাঙালীর পক্ষে গ্রহণের পথও অত্যন্ত সুগম করিয়া দিলেন।

আর্যভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদ অনুবাদ করার মধ্যে অনেকখানি মনন ও কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল, সেই মনন ও কঠিন প্রয়াস উভয়ই রমেশচন্দ্রকে উত্তম অধিকারী করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলিয়াছিল। বেদের যত ভাষায় যতগুলি অনুবাদ হইয়াছে তাহার অনেকগুলি অনুবাদকের বিশিষ্ট চিত্ত-প্রবণতার দ্বারা রঞ্জিত। বেদের ভাষা আজ আমাদের নিকটে সহজবোধ্য নহে; তখনকার দিনের পরিবেশ, জীবনযাত্রা ও মননের সহিত অপরিচয়ও ভাষাবোধে অনেকখানি ব্যাঘাত ঘটায়। ঋগ্বেদের ভাষা আমাদের নিকটে যেমন করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে এই ভাষার মধ্যে অনেকখানি স্থিতিস্থাপকতা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। দূরত্বের ব্যবধান ও অপরিচয় হয়ত এই স্থিতিস্থাপকতা-বোধের মূলে রহিয়াছে। ফলে অনেক স্থলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও সঙ্কেতকে আমরা সর্বত্র স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারি না। আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় তাহার ভিতরে আমরা আপাতবিরোধও অনেক লক্ষ্য করি। এই অসুবিধাগুলি এড়াইবার জন্য অনেকে মূল ঋক্‌গুলিকে নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ না করিয়া ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যামুখে অনুবাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া অনেকে নিজের ভাবনা-চিন্তা এবং কল্পনাকে বেদের উপরে আরোপ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র এই পদ্ধতির বিশেষভাবে বিরোধী ছিলেন। তিনি তাই মূলকে যথাসম্ভব নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে অনুবাদের ভিতর দিয়া সব কথা পরিষ্কার হইয়া ওঠে নাই সেখানে তিনি টীকা যোগ করিয়াছেন।

বেদের ঋক্‌গুলির মধ্যে মানুষের ধর্মবোধ ও কাব্যবোধ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত ছিল; কোথাও বা একটি, কোথাও বা অপরটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের অনুবাদের ভিতর দিয়া দুইটি দিক্ স্পষ্ট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, অনুবাদ যেমন স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যামাত্র হইয়া ওঠে নাই, তেমনই আবার ইহা অর্থহীন প্রহেলিকারূপেও দেখা দেয় নাই। তাঁহার বাঙলা সর্বত্রই সাবলীল বাঙলা হইয়াছে, বৈদিক সংস্কৃতের বিকৃত ছায়ামাত্র নয়। সমস্ত মন্ত্রগুলির অর্থ একত্রিত করিয়া গোটা ঋক্‌টি অর্থবান্ হইয়া ওঠে। সে অর্থ সর্বাংশে গ্রহণীয় কিনা তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে তর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা এ-কথাটি বেশ বুঝিতে পারি যে রমেশচন্দ্র তাঁহার মনের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট অর্থ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থকে তিনি যথাসম্ভব পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করি, বেদের যে একটি কাব্যধর্ম রহিয়াছে অনুবাদকালে রমেশচন্দ্র এই সত্যটি কখনই বিস্মৃত হন নাই; ফলে অনুবাদের মধ্যেও এই কাব্যধর্মটি যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বর্ণনায় অনুবাদের মধ্যেও বেশ ছবি ফুটিয়াছে এবং সকল বর্ণনার পিছনে যে একটি সত্যানুসন্ধানের আবেগ এবং উপলব্ধির আনন্দময় প্রকাশ রহিয়াছে অনুবাদের ভিতর দিয়া তাহা অবাধে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে—এখানেই অনুবাদ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমেশচন্দ্রের রচনাবলী—প্রবোধরাম চক্রবর্তী

১। ইউরোপে তিন বৎসর। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। ১২৮০।
গ্রন্থখানি প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন (চৈত্র-১২৮০) লিখেছেন : এটি "প্রথমে ইংরেজিতে লিখিত হয়। ...বঙ্গ-দর্শনে 'ইউরোপে তিন বৎসরের' প্রথম ইংরেজি সংস্করণের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পরে দ্বিতীয় ইংরেজি সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে। এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণেরই।"

২। বঙ্গবিজেতা। বনগ্রাম। ১২৮১ সাল (১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪)। পৃঃ ৩১৮।
এটি উল্লিখিত বাংলা সনের বৈশাখ—অগ্রহায়ণ সংখ্যার "জ্ঞানাঙ্কুর"-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। অল্পকাল পূর্বে (১৯৪৭) এই উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ "*Todar Mull—The Conqueror of Bengal*" নামে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তের সুযোগ্য পুত্র অজয় চন্দ্র দত্ত।

৩। মাধবীকঙ্কণ। কৃষ্ণনগর। ১২৮৪ সাল (৪ঠা জুলাই, ১৮৭৭)। পৃঃ ২০৭+।৶০
এই গ্রন্থখানিও ইংরেজিতে অনূদিত হয়। অনুবাদক স্বয়ং রমেশচন্দ্র দত্ত। (দ্রঃ ইংরেজি পুস্তক সংখ্যা—২২)।

৪। জীবন-প্রভাত। দক্ষিণ শাহ্‌বাজপুর। ১২৮৫ সাল (৮ই নভেম্বর, ১৮৭৮)। পৃঃ ৩০০।
এটি "বান্ধব" পত্রিকায় ১২৮৫ সালের ১ম—১০ম সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। অল্পদিন হল (১৯৪৪) এই উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ "*Shivaji*" নামে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক অজয়চন্দ্র দত্ত।

৫। জীবন-সন্ধ্যা। ত্রিপুরা। ১২৮৬ সাল (৫ই জুলাই, ১৮৭৯)। পৃঃ ২১৩।
এই উপন্যাসটিরও ইংরেজি অনুবাদ "*Pratap Singh - The Last of the Rajputs - A tale of Rajput Courage and Chivalry*" নামে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৪৩)। অনুবাদক অজয়চন্দ্র দত্ত।
বিঃ দ্রঃ ২,৩,৪, ও ৫ সংখ্যক উপন্যাসগুলি একত্রে "শতবর্ষ" নামে প্রকাশিত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯। পৃঃ ১০৪৬।

৬। ঋগ্বেদ-সংহিতা। কলিকাতা। ১৮৮৫—৮৭।
মূল সংস্কৃত (প্রথমোঽষ্টকঃ) আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃঃ ৭৬৪।
বঙ্গানুবাদ (১ম—৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫—৮৭।

৭। হিন্দুশাস্ত্র। ১—৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সংকলিত ও অনূদিত)। ১৩০০—১৩০৩ সাল (১৮৯৩—৯৭)।
প্রথম খণ্ড :—
১ম ভাগ। বেদসংহিতা। সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় ভাগ। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত।
৩য় ভাগ। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। ঐ ঐ।
৪র্থ ভাগ। ধর্মশাস্ত্র। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
৫ম ভাগ। ষড়দর্শন। কালীবর বেদান্তবাগীশ।

দ্বিতীয় খণ্ড :—

৬ষ্ঠ ভাগ। রামায়ণ। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৭ম ভাগ। মহাভারত। দামোদর বিদ্যানন্দ।
৮ম ভাগ। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ঐ ঐ।
৯ম ভাগ। অষ্টাদশ পুরাণ। আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষিকেশ শাস্ত্রী।

[বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু (১৮৯৪) হওয়ায় দামোদর বিদ্যানন্দ সপ্তম ও অষ্টম ভাগ সংকলন করেন এবং নবম ভাগের ভার প্রথমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত এ কাজ শেষ করেন আশুতোষ ও হৃষিকেশ শাস্ত্রী।]

৮। সংসার। ৫ই মে ১৮৮৬। পৃঃ ১৫৬।
গ্রন্থখানি দুটি ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন (১৯০২) স্বয়ং রমেশচন্দ্র। (বিঃ দ্রঃ ইংরেজি পুস্তক সংখ্যা—১৬)। আর গুজরাতী ভাষায় "সুধাহাসিনী" নাম দিয়ে অনুবাদ করেন (১৯০৭) শ্রীমতী সারদা মেহ্‌তা।

৯। সমাজ। ১৩০১ সাল (২৭শে জুলাই, ১৮৯৪)। পৃঃ ১৫৬।
এটি "সাহিত্য"-এ (১৩০০—ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩০১—বৈশাখ-আষাঢ়) দশম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

১০। সংসারকথা। ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০। পৃঃ ৩৬১।
এই উপন্যাসখানি "সংসার"-এর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

১১। ভারতবর্ষের ইতিহাস—প্রথম শিক্ষা। নভেম্বর, ১৮৭৯। পৃঃ ২০৪।
স্কুল-পাঠ্য এই ইতিহাসে আর্যদের আগমন থেকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে বইখানির সতেরোটি সংস্করণ বার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুরও পরিবর্ধন চলতে থাকে।

১২। প্রবন্ধ সংকলন। সজনীকান্ত দাসের মুখবন্ধ এবং বিমলচন্দ্র সিংহের ভূমিকা সংবলিত। কলিকাতা-১২। প্রথম সংস্করণ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৯। পৃঃ ১৯১। সম্পাদক—শ্রীনিখিল সেন।

১৩। *Three years in Europe being extracts from letters sent from Europe.* By a Hindu, Calcutta, 1872, 27th June. pp. 116.

১৪। *The Peasantry of Bengal,* Calcutta, 1874. pp. 237.
গ্রন্থখানির পুরোনাম The Peasantry of Bengal being a view of their condition under the Hindu. the Mahommedan and the English rule and a consideration of the means calculated to improve their future prospects."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫। *The Literature of Bengal.* From the earliest times to the present day with copious extracts from the best writers. Calcutta, 1877. pp. 210.

রমেশচন্দ্র প্রথমে গ্রন্থখানি "Arcydae" এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯৫ সালে স্বনামে এর "Revised Edition with Portraits" প্রকাশ করেন।

১৬। *A History of Civilisation in Ancient India based on Sanskrit Literature,* Vols. 1-3. Calcutta, 1889-90.

১৮৯৩ সালে লণ্ডন থেকে এই গ্রন্থখানির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়; এটি দুখণ্ডে সম্পূর্ণ।

১৭। *Ancient India.* London, 1893. Longman's & Co.

এই গ্রন্থখানি পূর্বোক্ত গ্রন্থের স্কুল-পাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিশেষ।

১৮। *A Brief History of Ancient and Modern India for the use of Schools.* Calcutta, 1891. pp. 261.

১৯। *A Brief History of Ancient and Modern Bengal for the use of Schools.* Calcutta, 1892. pp. 104.

২০। *Lays of Ancient India:* Selections from Indian Poetry rendered into English verse. London, 1894. pp. 224.

এই গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১২০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত।

২১। *Rambles in India during twenty-four years* (1871-1895). With Maps and Illustrations. Calcutta, 1895. pp. 160.

২২। *Reminiscences of a Workman's life* (Poems) "For Private Circulation only". Calcutta, 1896. pp. 57.

২৩। *England and India—a Record of Progress during a hundred years,* 1785-1885. London, 1897. pp. 166.

২৪। *Mahabharata,* the Epic of Ancient India condensed into English verse. With an introduction by the Rt. Hon. F. Maxmueller. Illustrated. London, 1899. pp. 188.

২৫। *Ramayana,* the Epic of Rama, Prince of India, condensed into English verse. Illustrated. London, 1900. pp. 194.

২৬। *Open letters to Lord Curzon* on Famines and Land Assessment in India. London, 1900. pp. 323.

২৭। *Civilization of India.* London, 1900. with Maps and Illustrations.

২৮। *The Lake of Palms:* a Story of Indian Domestic life. London, 1902.

২৯। *The Economic History of India* (1757-1837), London, 1902. pp. 454.

গ্রন্থখানির পুরো নাম "A Record of Agriculture and Land Settlements, Trade and Manufacturing

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Industries, Finance and Administration from the rise of the British Power in 1757 to the Accession of Queen Victoria in 1837."

৩০। *India in Victorian Age :* an Economic History of the People (1837 - 1900). London, 1904. pp. 628.

৩১। *Speeches and Papers on Indian Question.*
1897-1900 : Calcutta, 1902. pp. 334.
1901-1902 : Calcutta, 1902. pp. 203.
১৯০২ সালের পরবর্তী বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

৩২। *Baroda Administration Report.*
1902-03 and 1903-04 : 1905, pp. 255.
1904-05 : 1906, pp. 323.
1905-06 : 1907, pp. 217.
উল্লিখিত তিনখণ্ড রিপোর্টে বরোদার রাজস্ব, স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর হাতে কি রূপ নিয়েছিল, তার ইতিহাস আছে।

৩৩। *Indian Poetry Selections rendered into English Verse.* London, 1905. pp. 163.

৩৪। *The Slave Girl of Agra :* an Indian historical romance. London, 1909.

৩৫—৩৯। *Bengal Readers,* Standards I-V.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা ঃ বেদ-পরিচয়

১৮৮৫-৮৭ সালে ঋগ্বেদের বর্তমান বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯০৯—রমেশচন্দ্রের মৃত্যুবৎসর। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণমাত্র নয়; ভাষান্তর, পাদটীকা-যোজনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিকভাবে পরিবর্তিত ও পরিশোধিত। বঙ্গভাষায় বেদচর্চা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের আগ্রহ ও নিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে আরো উল্লেখ করা যায়, ১৮৯৩-৯৭ সালে তিনি নয় ভাগে 'হিন্দুশাস্ত্র' নামের গ্রন্থ সম্পাদনা করেন এবং তার প্রথম তিনটি ভাগ—যথা, 'বেদসংহিতা', 'ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্' এবং 'শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র'—তৎকালীন অগ্রণী বেদবিৎ সত্যব্রত সামশ্রমীর সহযোগিতায় নিজেই রচনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তাঁর ইংরেজী রচনাবলীও কম উল্লেখযোগ্য নয়। বস্তুত তাঁর প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ বহুলাংশেই সুবিদিত।

কিন্তু অন্যান্য কীর্তির কথা বাদ দিলেও ঋগ্বেদের এই অনুবাদটি বঙ্গভাষা তথা বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান বলে সংবর্ধিত হতে বাধ্য। তার কারণ এই নয় যে তিনি সম্পূর্ণ একাকী এই দুরূহ ও দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন; সমসাময়িক বেদবিৎদের সক্রিয় সহায়তা তিনি অবশ্যই লাভ করেন। তার কারণ এও নয় যে একমাত্র তিনিই বঙ্গভাষায় ঋগ্বেদ অনুবাদের আয়োজন করেন; বস্তুত তাঁর পূর্বে রমানাথ সরস্বতী এবং তাঁর পরে দুর্গাদাস লাহিড়ী ঋগ্বেদের বঙ্গসংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস করেন। তবুও একমাত্র রমেশচন্দ্রর বঙ্গানুবাদটিই আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে স্থায়ী সম্পদের মর্যাদা পেয়েছে। কেননা, সমগ্র ঋগ্বেদের সুনিশ্চিত অর্থাগম ও ভাষান্তর আধুনিককালে একান্তই সম্ভব কিনা—আপাতত এ-প্রশ্ন উত্থাপন না করেও এবং অতিশয়োক্তির আশঙ্কা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, অসামান্য নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়ে রমেশচন্দ্র এক হৃদয়গ্রাহী ও সরল-সুললিত ভাষায় ঋগ্বেদের মূল গাম্ভীর্যকে অনেকাংশে অক্ষুণ্ণভাবেই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে শুধু যে বাংলা সাহিত্যই বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে তাই নয়, বাঙ্গালীর চিত্তজগতেও এক নূতন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়েছে। বেদ সংক্রান্ত নানা মধ্যযুগীয় অতিকথার প্রভাব মুক্ত হয়ে একান্ত সাধারণ পাঠকও আজ ওই সুমহান, সুবিশাল ও সুপ্রাচীন সাহিত্যের সম্যক আভাস লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

সাধারণ পাঠকের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি; কেন না বলাই বাহুল্য, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—তথা কোন অনুবাদই—বিশেষজ্ঞ বেদবিৎদের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। সাধারণ পাঠকের সহজ বেদপরিচিতিই তার বিশেষ উদ্দেশ্য। অতএব রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদটির বর্তমান পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুসরণে এজাতীয় একটি বিবরণ রচনার প্রয়াস করা যাক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১॥ বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

বিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান; যদিও প্রাচীন ও সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বৈদিক ঐতিহ্যে বেদ শব্দটিকে জ্ঞানসামান্য—বা সাধারণভাবে যেকোন জ্ঞান—অর্থে গ্রহণ না করে জ্ঞানবিশেষ—অর্থাৎ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত জ্ঞান—অর্থে গ্রহণ করার আয়োজন হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিক কিন্তু বেদ বলতে এক নির্দিষ্ট সাহিত্যই বুঝে থাকেন—ভারতীয়, তথা ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্য। অবশ্য সাহিত্য অর্থেও বেদ কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থমাত্র নয়—বহু শতাব্দী ধরে রচিত ও আচার্যপরম্পরায় সংরক্ষিত শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টিকেই ব্যাপক অর্থে বেদ আখ্যা দেওয়া হয়, যদিও সংকীর্ণতর ও প্রচলিত অর্থে এই সুবিশাল সাহিত্যের মধ্যে মাত্র একজাতীয়কেই—অর্থাৎ প্রাচীন মন্ত্র-সংকলন বা 'সংহিতা'গুলিকেই—বেদ বলা হয়। যেমন, চলতি কথায় বলি চতুর্বেদ। অর্থাৎ ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদ; কিংবা, ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, অথর্ববেদ-সংহিতা ও যজুর্বেদ-সংহিতা নামই নির্ভুল ও স্পষ্টতর হবে। বেদ শব্দকে এজাতীয় সংকীর্ণতর অর্থে গ্রহণ করলে উপরোক্ত শতাধিক গ্রন্থসমষ্টিকে 'বৈদিক সাহিত্য' বলা বাঞ্ছনীয়। তার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী চার জাতীয়। যথা: ১॥ 'সংহিতা' বা সংকলনগ্রন্থ। অর্থাৎ প্রাচীনতম মন্ত্র, স্তোত্র, প্রভৃতির সংকলন। যথা: ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, অথর্ববেদ-সংহিতা ও যজুর্বেদ-সংহিতা।

২॥ 'ব্রাহ্মণ'। তুলনায় পরবর্তীকালে এবং গদ্যে রচিত মূলত যাগযজ্ঞ বিষয়ক একজাতীয় বিশাল সাহিত্য। যথা: ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য-মহা-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, শতপথ-ব্রাহ্মণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি।

৩॥ 'আরণ্যক'। আরো পরবর্তীকালে এবং অরণ্যে রচিত বলে প্রসিদ্ধ একজাতীয় সাহিত্য; এগুলির বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশ্বরহস্য অনুসন্ধানের প্রয়াস সূচিত হয়েছিল। যথা: ঐতরেয়-আরণ্যক, কৌষীতকি-আরণ্যক, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক, ইত্যাদি।

৪॥ 'উপনিষদ্', অর্থাৎ গুহ্যজ্ঞান; তাই নামান্তরে 'রহস্যম্'। যথা, ঐতরেয়-উপনিষদ্, কৌষীতকি-উপনিষদ্, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, কেন-উপনিষদ্, বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্, ইত্যাদি। উপনিষদ্‌গুলির রচনাকাল আরো পরবর্তী এবং রচনাভঙ্গি কোনটির গদ্য, কোনটির পদ্য, কোনটির বা অংশত গদ্য ও অংশত পদ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে উপনিষদ্-গ্রন্থাবলীই সচেতন ও সুস্পষ্ট দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। বেদের সর্বশেষভাগ বা 'অন্ত' অর্থে এগুলি 'বেদান্ত' নামেও উল্লিখিত। পরবর্তীকালের একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ে উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য তত্ত্বই ব্যাখ্যা ও বিচারমূলকভাবে প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছে; ফলে দার্শনিক সম্প্রদায়টিও বেদান্ত নামেই পরিচিত।

বৈদিক সাহিত্যের উপরোক্ত বিভাগ প্রসঙ্গে প্রথমেই কয়েকটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। সংহিতাভাগের সঙ্গে বাকি বৈদিক সাহিত্যের প্রভেদ সুস্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সর্বত্র স্পষ্ট নয়। রচনাকাল ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে এমন কি উপনিষদ্-সাহিত্যের স্থানবিশেষে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের রেশ প্রতীত হয়েছে। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারেও আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণের এবং উপনিষদ্‌গুলি আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই বলা হয়েছে, বেদের দুটি ভাগ—মন্ত্র (মন্ত্র-সংকলনেরই নাম সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ। জৈমিনি যেমন বলেছেন, মন্ত্রাতিরিক্ত বেদভাগের নামই ব্রাহ্মণ (মীমাংসাসূত্র, ২।১।৩৩)। দ্বিতীয়ত রচনাকাল, রচনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর বিচারে সংহিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের পার্থক্য যেমনই হোক না কেন, বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এগুলির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

4144

এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা স্বীকার্য। প্রতিটি ব্রাহ্মণ সংহিতাবিশেষের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আরণ্যকগুলি যেহেতু ব্রাহ্মণের ও উপনিষদ্‌গুলি যেহেতু আরণ্যকেরই অঙ্গীভূত সেইহেতু আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলিও শেষ পর্যন্ত সংহিতাবিশেষের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে বলা হবে, ঋগ্বেদ প্রভৃতির সংহিতা ছাড়াও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ বর্তমান। যেমন, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হল ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, ঐতরেয়-আরণ্যক হল ঋগ্বেদের আরণ্যক, ঐতরেয়-উপনিষদ্ হল ঋগ্বেদের উপনিষদ্।

অবশ্য, সংহিতা বা মন্ত্র-সংকলনগুলিই বৈদিক সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এগুলির মধ্যেও ঋগ্বেদ-সংহিতাকেই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তি বলা হয়। অতএব প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দেখা যাক।

২॥ ঋগ্বেদ-সংহিতা

ঋগ্বেদ বা ঋগ্বেদ-সংহিতা হল 'ঋক্'এ : সংকলন। তাই ঋক্‌সংহিতা নামও প্রচলিত আছে। বেদমন্ত্রের মধ্যে যেগুলি পাদবদ্ধ, ছন্দোনিবদ্ধ এবং এক একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক সেগুলিকেই ঋক্ বলা হয়। যেমন, ঋগ্বেদে সংকলিত প্রথম ঋক্ হল : 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥' অর্থাৎ, রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ অনুসারে, 'অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত ও দীপ্তিমান ; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি॥' এই পর্যন্ত একটি ঋক্ ; কেননা তা (১) পাদবদ্ধ, (২) ছন্দোনিবদ্ধ এবং (৩) একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক। এটি (১) পাদবদ্ধ—এই ঋক্‌টির তিনটি পাদ বা চরণ বর্তমান ; যথা : (ক) অগ্নিমীলে পুরোহিতম্, (খ) যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্, (গ) হোতারং রত্নধাতমম্। এটি (২) ছন্দোনিবদ্ধ —বৈদিক ছন্দগুলির পরিচয় পরে দেখা যাবে ; আপাতত শুধু উল্লেখ করা যায়, আলোচ্য ঋক্‌টি যেছন্দে রচিত তার নাম গায়ত্রী। এটি (৩) এক পূর্ণাঙ্গ অর্থের বোধক ; যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈদিক মতে ঋক্‌এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পাদের মধ্যেই মোটের উপর অর্থপূর্ণতা বর্তমান, যদিচ সাধারণত দেখা যায় সামগ্রিক ভাবেই ঋক্‌টির অর্থ পূর্ণাঙ্গ।

ঋক্ পরিচিতির উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে সংকলিত এর ঠিক পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় ঋক্‌টি উদ্ধৃত করা যাক : 'অগ্নি : পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥' অর্থাৎ, রমেশচন্দ্রের তর্জমায়, 'অগ্নি পূর্ব-ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন ; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন॥' এইটিও পাদবদ্ধ, ছন্দোনিবদ্ধ এবং সামগ্রিক অর্থের প্রকাশক। অর্থাৎ, এইটিও একটি ঋক্। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এর প্রথম পাদ বা চরণ, যথা, 'অগ্নি : পূর্বেভির্ঋষিভিঃ'—উপরোদ্ধৃত প্রথম ঋকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেনা ; কেননা, প্রথম ঋক্‌টি তিনটি পাদেই পূর্ণাঙ্গ অর্থের প্রকাশক, অতএব তিনটি পাদেই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান বঙ্গানুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা লক্ষ্য করলেই পাঠক দেখবেন, এজাতীয় নয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঋক্ একত্রে গ্রথিত হয়ে অনেকটা আধুনিককালের কবিতা বা গানের মতই অগ্নির একটি স্তুতিতে পরিণত হয়েছে। নয়টি ঋকের এই স্তুতিটিকে সামগ্রিকভাবে একটি সূক্ত—ঋগ্বেদে সংকলিত প্রথম সূক্ত—বলা হয়।

[বর্তমান সংস্করণে একই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঋক্‌কে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রতি ঋকের শেষে ॥ ১ ॥, ॥ ২ ॥, প্রভৃতি সংখ্যা সংযোজিত হয়েছে এবং রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ গদ্যে বলেই সমগ্র সূক্তকে একটানা গদ্যাকারে মুদ্রিত করায় বাধা হয়নি।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য ঋগ্বেদে এমন সূক্তও বর্তমান যার অন্তর্ভুক্ত ঋক্ বলতে মাত্র একটিই। যেমন বর্তমান সংস্করণের ৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৯৯নং সূক্ত। কিন্তু সাধারণত একাধিক ঋক্ একত্রে গ্রথিত হয়ে একটি করে সূক্তের রূপ গ্রহণ করেছে; গড়পড়তার হিসাবে ঋগ্বেদে সূক্ত পিছু প্রায় দশটি করে ঋক্। তবুও ঋক্-সংকলন হিসাবেই ঋগ্বেদের পরিচয়, সূক্ত-সংকলন হিসাবে নয়। প্রতিটি ঋক্ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশক; কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি সূক্তের মধ্যে সাধারণত অর্থসংহতি বা বিষয়বস্তুর ঐক্য বর্তমান থাকলেও সর্বত্রই তা পরিদৃষ্ট হয়না। বর্তমান সংস্করণে প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রথম সূক্তটির সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তটির তুলনা করলেই পাঠকদের কাছে একটি পার্থক্য ধরা পড়বে: প্রথম সূক্তের আগাগোড়াই অগ্নির স্তুতি; কিন্তু দ্বিতীয় সূক্তের ১-৩ নং ঋকে বায়ুর স্তুতি, ৪-৬ নং ঋকে অগ্নি-বায়ুর স্তুতি, ৭-৯ নং ঋকে মিত্রাবরুণের স্তুতি। অতএব প্রথম সূক্তের দেবতা হিসাবে শুধুমাত্র অগ্নিই উল্লিখিত; কিন্তু দ্বিতীয় সূক্তের শীর্ষে স্বতন্ত্রভাবে ঋক্ সংখ্যা উল্লেখ করে সেই সব ঋকে স্তুত দেবতাদের নাম দেওয়া হয়েছে। কিংবা, বর্তমান সংস্করণের ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১২০নং সূক্তটি লক্ষ্য করুন। এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ১২টি ঋকের প্রথম ১১টিতে অশ্বিদ্বয় উল্লিখিত; অতএব অশ্বিদ্বয়ই ওই ১১টি ঋকের দেবতা। কিন্তু তারপর ১২নং ঋক্‌টিতে অশ্বিদ্বয়ের উল্লেখ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; তার পরিবর্তে উক্ত হয়েছে, 'আমি স্বপ্ন ঘৃণা করি', ইত্যাদি। অতএব প্রথম ১১ ঋকের দেবতা অশ্বিদ্বয় হলেও প্রাচীন বেদবিদেরাই ১২নং ঋকের দেবতা হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে 'দুঃস্বপ্ননাশন'-এর উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় বহু দৃষ্টান্তই পাঠকদের চোখে পড়বে; আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্ততালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত শুধু বলে রাখা যায়, বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে যে-ঋকে যার কথা উল্লিখিত তাকেই সেই ঋকের দেবতা বলা হয়: যে-ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে সে-ঋকের দেবতা ইন্দ্র, যে-ঋকে অশ্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে সে-ঋকের দেবতা অশ্ব, যে-ঋকের কবি নিজের সম্বন্ধে কোন উক্তি করেছেন সে-ঋকের দেবতা স্বয়ং কবিই। স্বভাবতই ঋগ্বেদে সংকলিত দশ সহস্রাধিক ঋকে বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ছাড়াও বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় দেবতা হিসাবেই উল্লিখিত। যেমন, বর্তমান সংস্করণের ১৮৪-৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৫৩নং সূক্তের ১৭-২০ নং ঋকের দেবতা রথাঙ্গসমূহ, ২১-২৪ নং ঋকের দেবতা অভিশাপ।

[রমেশচন্দ্র অবশ্য এইভাবে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের সর্বত্র স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন ঋকের দেবতাদের উল্লেখ করেন নি। অনুমান হয়, সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুবাদকে সহজপাঠ্য করার উদ্দেশেই তিনি দেবতাতালিকার এই জটিলতা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সংস্করণে সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করে যেসব সূক্তের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঋকের দেবতা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সেগুলির শীর্ষে ঋক্‌সংখ্যা উল্লেখ করে বিভিন্ন দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে।]

একই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঋকের দেবতা বা বিষয়বস্তুর পার্থক্য ছাড়াও অনেক সময় অত্যন্ত মৌলিক ছন্দপার্থক্যও বর্তমান। বৈদিক ছন্দের পরিচিতি একটু পরেই দেখা যাবে। আপাতত শুধু বলে যায়, ঋগ্বেদে মূলত চার রকম ছন্দ পাওয়া যায়: গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। প্রধানত এই চার রকম বৈদিক ছন্দের কথা মনে রেখে বর্তমান সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১নং সূক্তের সঙ্গে ৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৯৩নং সূক্তের তুলনা করুন: ১নং সূক্তের নয়টি ঋকের ছন্দই গায়ত্রী; তাই সূক্তটির শীর্ষে ছন্দ হিসাবে শুধুমাত্র গায়ত্রীই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ৯৩ সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকের ছন্দ অনুষ্টুপ্; ৪,৭,১২ ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; ৮ ঋকের ছন্দ জগতী; ৯-১১ ঋকের ছন্দ গায়ত্রী।

[রমেশচন্দ্রর বঙ্গানুবাদ গদ্যে বলেই বোধহয় তিনি সূক্তের শীর্ষে ছন্দনাম উল্লেখ করেন নি। বলাই বাহুল্য, এই গদ্যানুবাদ থেকে পাঠকদের পক্ষে বৈদিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে যেহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিটি ঋকের দেবতানাম ও ঋষি বা কবিনামের মতোই ছন্দনামও অবশ্য জ্ঞাতব্য। সেইহেতু বর্তমান সংস্করণে প্রতি সূক্তের শীর্ষে ছন্দনামও মুদ্রিত হয়েছে এবং যেক্ষেত্রে একই সূক্তের মধ্যে ছন্দবৈচিত্র্য বর্তমান সেক্ষেত্রে সূক্তের শীর্ষে ঋক্‌সংখ্যা উল্লেখ করে সেঋকের ছন্দও স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে।]

দেবপার্থক্য ও ছন্দপার্থক্য ছাড়াও অনেক সময় একই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঋকের কবি বা ঋষিও বস্তুত পৃথক। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে যাঁরা ঋক্‌গুলি 'দর্শন' করেছিলেন তাঁরাই ঋক্‌গুলির কবি বা ঋষি, যদিও আধুনিক ঐতিহাসিকের ভাষায় এঁরা বা এঁদের গোষ্ঠীর অপর কেউ ঋক্‌গুলি 'রচনা' করেছিলেন। এবিষয়ে একটু পরে আলোচনা তোলা যাবে। আপাতত দ্রষ্টব্য হল, ঋগ্বেদের সূক্তগুলির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ঋকের কবি বা ঋষি হিসাবে সাধারণত একই নাম পাওয়া গেলেও সর্বত্র তা পাওয়া যায় না। এখানে এজাতীয় মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় : বর্তমান সংস্করণের ২২৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ২ সূক্ত, ২৩৯ পৃষ্ঠায় ২৪ সূক্ত, ২৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ২৭ সূক্ত, ২৫১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৪৪ সূক্ত, ২৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৪৯ সূক্ত, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৩২ সূক্ত, ৩৩৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৩৩ সূক্ত, ৪৭৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৬৭ সূক্ত ইত্যাদি।

অতএব, বহুক্ষেত্রে এজাতীয় একই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঋকের দেববৈচিত্র্য, ছন্দবৈচিত্র্য ও এমনকি ঋষিবৈচিত্র্য মনে রাখলে বোঝা যাবে সংকলনকার বা সংকলনকারেরা অধুনালভ্য ঋগ্বেদে ঋক্‌গুলিকে যেভাবেই সাজান না কেন এই ঋক্‌গুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সচেতন না থাকলে ঋগ্বেদসংহিতার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করার আশঙ্কা ঘটবে।

অবশ্য এইখানে উল্লেখ করা দরকার যে ব্যতিক্রম হিসাবে কয়েক জায়গায় দেখা যায় দুটি ঋক্ মিলিতভাবে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশক। যথা : ১।১।৭-৮ ॥

সংহিতা থেকে উপনিষদ্ পর্যন্ত বিশাল বৈদিক সাহিত্যের অংশবিশেষ বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন, আধুনিক কালে ঋগ্বেদের একটিমাত্র 'শাখা' পাওয়া যায়, তার নাম শাকল। কিন্তু প্রাচীনকালে আরো চারটি শাখা বর্তমান ছিল। সেগুলির নাম বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডূক্য। পুরাণাদি গ্রন্থে বৈদিক শাখাগুলি সংক্রান্ত নানা উপাখ্যান আছে। তবে ঐতিহাসিক অনুমান হিসাবে বলা যায়, সুপ্রাচীনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত অবস্থায় একই সংহিতা অল্পবিস্তর, পৃথক পৃথক সংস্করণে পরিণত হয়; ব্যাখ্যাতৃ সম্প্রদায়ভেদেও অনেক স্থলে পৃথক পৃথক সংস্করণের উদ্ভব ঘটা অসম্ভব নয়। এজাতীয় পৃথক সংস্করণগুলিকেই সংহিতার বিভিন্ন শাখা বলা হত এবং সম্ভবত যে-মানবগোষ্ঠী বা ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন শাখা প্রচলিত ছিল তারই নাম থেকে উক্ত শাখারও নামকরণ হয়েছিল।

ঋগ্বেদের অধুনালব্ধ শাকল শাখাতে ১,০২৮ সূক্তাকারে মোট ১০,৫৫২ ঋক্ সংকলিত হয়েছে। আধুনিক বিদ্বান্‌দের হিসাব অনুসারে ঋগ্বেদের আয়তন হোমারের নামে প্রচলিত দুটি গ্রীক মহাকাব্যের মোট আয়তনের সমান।

আধুনিক গ্রন্থাদি যেমন বিভিন্ন অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত কিছুটা সেইভাবেই ঋগ্বেদও মোট দশ অসমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগকে এক এক মণ্ডল বলা হয়। বিভিন্ন মণ্ডলে সংকলিত ঋক্‌সংখ্যার হিসাব :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম মণ্ডল	১৯১ সূক্ত	২০০৬ ঋক্।
দ্বিতীয় „	৪৩ „	৪২৯ „ ।
তৃতীয় „	৬২ „	৬১৭ „ ।
চতুর্থ „	৫৮ „	৫৮৯ „ ।
পঞ্চম „	৮৭ „	৭২৭ „ ।
ষষ্ঠ „	৭৫ „	৭৬৫ „ ।
সপ্তম „	১০৪ „	৮৪১ „ ।
অষ্টম „	১০৩ „	১৭১৬ „ ।
নবম „	১১৪ „	১১০৮ „ ।
দশম „	১৯১ „	১৭৫৪ „ ।
	১০২৮ সূক্ত	১০৫৫২ ঋক্।

এর মধ্যে অষ্টম মণ্ডলে সংকলিত ৪৯-৫৯ সূক্তকে (মোট ১১) বালখিল্য আখ্যা দেওয়া হয়। তুলনায় অর্বাচীন বলেই মধ্যযুগের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও এগুলিকে উপেক্ষা করেছেন, অর্থাৎ এগুলির ভাষ্য রচনা করেন নি। এই ১১ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত মোট ঋক্‌সংখ্যা হল ৮০। অতএব তার হিসাব বাদ দিলে ঋগ্বেদের মোট সূক্ত সংখ্যা ১,০১৭ এবং মোট ঋক্‌সংখ্যা ১০,৪৭২।

সূক্তগুলি আকারে সমান নয়। ঋগ্বেদে মাত্র এক ঋকের সূক্ত থেকে শুরু করে বহু ঋকের সূক্ত বর্তমান। যে-সূক্তে দশাধিক ঋক্ নিবদ্ধ হয়েছে তাকে বলে মহাসূক্ত, যে-সূক্তে ৫ পর্যন্ত ঋক্ নিবদ্ধ তাকে বলে ক্ষুদ্রসূক্ত, যে-সূক্তে পাঁচের বেশি কিন্তু দশের কম ঋক্ নিবদ্ধ তাকে বলে মধ্যমসূক্ত।

উপরোক্ত বিভাগ ছাড়াও ঋগ্বেদের আর একরকম বিভাগ প্রচলিত ছিল। সেবিভাগ অনুসারে সমস্ত ঋগ্বেদ প্রায় সমান ৮ ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগের নাম তাই 'অষ্টক'। প্রতি অষ্টক আবার ৮ 'অধ্যায়ে' বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় বিভক্ত বহু 'বর্গে'—সাধারণত ৫ ঋক্ নিয়ে এক বর্গ। বালখিল্য সূক্তগুলির হিসাব স্বতন্ত্রভাবে ধরলে অষ্টক-অনুসারে ঋগ্বেদের বিভাগ হল :

প্রথম অষ্টক	১২১ সূক্ত	২৬৫ বর্গ	১৩৭০ ঋক্	৪৮৯৩১ অক্ষর
দ্বিতীয় „	১১৯ „	২২১ „	১১৪৭ „	৫১৭১৮ „
তৃতীয় „	১২২ „	২২৫ „	১২০৯ „	৪৭৬৩৬ „
চতুর্থ „	১৪০ „	২৫০ „	১২৮৯ „	৪৯৭৬২ „
পঞ্চম „	১২৯ „	২৩৮ „	১২৬৩ „	৪৮০২২ „
ষষ্ঠ „	১২৪ „	৩১৩ „	১৬৫০ „	৪৮৪১২ „
সপ্তম „	১১৬ „	২৪৮ „	১২৬৩ „	৪৭৫৬২ „
অষ্টম „	১৪৬ „	২৪৬ „	১২৮১ „	৫২১৭৮ „
	১০১৭ সূক্ত	২০০৬ বর্গ	১০৪৭২ ঋক্	৩৯৪২২১ অক্ষর
বালখিল্য	১১ „	১৮ „	৮০ „	৩০৪৪ „
	১০২৮ সূক্ত	২০২৪ বর্গ	১০৫৫২ ঋক্	৩৯৭২৬৫ অক্ষর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[কিন্তু এই অষ্টক-অনুসারে বিভাগ মণ্ডল-বিভাগের তুলনায় কৃত্রিম, আধুনিককালে অপ্রচলিত এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ও। অনুমান হয় এই বিবেচনাতেই রমেশচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণে শুধুমাত্র মণ্ডল-অনুসারে বিভাগই বজায় রেখেছেন, যদিও প্রথম সংস্করণে তিনি অষ্টক ও মণ্ডল উভয় বিভাগই উল্লেখ করেছিলেন।

ঋগ্বেদের কোন ঋক্‌কে নির্দিষ্ট করার সাধারণ প্রথা হল, প্রথমে মণ্ডল সংখ্যা তারপরে সেই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সূক্ত-সংখ্যা এবং শেষে সেই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ঋক্‌সংখ্যা উল্লেখ করা। যেমন ১।৯৫।১=প্রথম মণ্ডলের ৯৫নং সূক্তের ১নং ঋক্।

বর্তমান সংস্করণে শুধুমাত্র মণ্ডল-অনুসারে বিভাগই উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে সেই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শেষ ঋক্‌কে উপরোক্ত প্রথায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।]

আগেই বলেছি, ঋগ্বেদ সংকলনগ্রন্থ—বহু প্রাচীন কালে রচিত দশসহস্রাধিক ঋক্ কালক্রমে একত্রে সংকলিত হয়ে বর্তমান সংহিতার রূপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রমুখের নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত, যাঁরা এই ঋক্‌গুলি রচনা করেছিলেন তাঁরা তখনো লিপি আবিষ্কার করেন নি; ঋগ্বেদেও মুখে মুখে শ্লোক রচনার উল্লেখ আছে (যথা : ১।৩৮।১৪)। এইভাবে মুখেমুখে রচিত শ্লোকগুলি কানে শুনে মুখস্থ করে রাখার প্রথা দীর্ঘযুগ ধরে প্রচলিত ছিল বলেই বেদ 'শ্রুতি' নামেও উল্লিখিত। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা হল, মুখেমুখে রচিত ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত হলেও ওই সুবিশাল সাহিত্যর আদিরূপ বহু শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করেও মোটামুটি অক্ষুণ্ণভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেচে। সম্পূর্ণ অভ্রান্তভাবে বেদ মুখস্থ করে রাখবার জন্য যে-কৌশলগুলি অবলম্বন করা হত সেগুলিকে 'পাঠ' আখ্যা দেওয়া হয়। এজাতীয় 'পাঠে'র মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল পদপাঠ : পদপাঠে প্রত্যেক পদের সন্ধি, সমাস এবং এমনকি অনেক সময় বিভক্তিঅংশও বিশ্লিষ্ট করে এবং প্রত্যেক পদের নিজস্ব স্বর নির্দিষ্ট করে মুখস্থ করার আয়োজন ছিল। আর একরকম পাঠের নাম ক্রমপাঠ। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—প্রথম ছাড়া প্রত্যেক পদের পুনরুক্তি। আবার জটাপাঠ নামের আর এক রকম পাঠে দুটি করে পদ প্রথমে যথাক্রমে, তারপর উল্টে নিয়ে, তারপর আবার যথাক্রমে মুখস্থ করা হত। আধুনিক পাঠকদের কাছে এই পাঠগুলির দৃষ্টান্ত চিত্তাকর্ষক হবে। অতএব, ঋগ্বেদে সংকলিত প্রথম ঋকের বিভিন্ন পাঠ দেখা যাক :

ক ॥ সংহিতা-পাঠ

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

খ ॥ পদ-পাঠ

অগ্নিম্ । ঈলে । পুরঃ॑হিতম্ । যজ্ঞস্য । দেবম্ । ঋত্বিজম্ ॥
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
হোতারম্ । রত্ন॑ধাতমম্ ॥
৭ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ ॥ ক্রম-পাঠ

অগ্নিমীলে। ঈলে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবম্। দেবমৃত্বিজম্। ঋত্বিজমিতি ঋত্বিজম্॥
১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬
হোতারং রত্নধাতমম্। রত্নধাতমমিতি রত্নধাতমম্॥
৭ ৮ ৮ ৮

ঘ ॥ জটা-পাঠ

অগ্নিমীল, ঈলেঽগ্নিম্, অগ্নিমীলে। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতমীল, ঈলে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য,
১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ২ ২ ৩ ৩ ৪
যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবম্। দেবমৃত্বিজম্, ঋত্বিজং
৪ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ৪ ৪ ৫ ৫ ৬ ৬
দেবং, দেবমৃত্বিজম্। ঋত্বিজমিতি ঋত্বিজম্॥
৫ ৫ ৬ ৬ ৬
হোতারং রত্নধাতমং, রত্নধাতমং হোতারং, হোতারং রত্নধাতমম্। রত্নধাতমমিতি রত্নধাতমম্॥
৭ ৮ ৮ ৭ ৭ ৮ ৮ ৮

স্পষ্টই বোঝা যায়, উপরোক্ত পাঠগুলির মধ্যে পদপাঠ শুধু স্মৃতি-সংরক্ষণের কৌশলমাত্র নয়; এই পাঠের সাহায্যে মন্ত্রগুলির অর্থবোধও অনেক সহজ হয়। এই কারণে পদকর্তা শাকল্যকে বেদের অন্যতম আদি-ব্যাখ্যাকার বলা হয়।

উপরে পাঠগুলি দেখাবার সময় বিভিন্ন অক্ষরের মাথায় বা নীচে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এইগুলি স্বরের চিহ্ন। বেদপাঠে স্বরের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার একটি কারণ, অন্যান্য প্রাচীন ভাষার মতো বৈদিক ভাষাতেও স্বরের উপর অর্থও নির্ভর করত—কীভাবে তা একটু পরেই দেখা যাবে। ধ্বনির তীব্রতার উচ্চতা-মাত্রা অনুসারে বৈদিক স্বর তিন রকম: উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। উদাত্তের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি, অনুদাত্তের সবচেয়ে কম; স্বরিতের তীব্রতার উচ্চতাকে মাঝামাঝি বলা যায়—ফলত (অজাত্য) স্বরিতের স্বর উচ্চতম গ্রাম (উদাত্ত) থেকে কিছুদূর উঠে আবার নেমে আসে। (এছাড়া, জাত্য স্বরিত বলে এক রকম স্বরিত আছে; তার কথা এখন তুলছি না)। কারণ, (অজাত্য) স্বরিতগুলি বস্তুত অনুদাত্ত হলেও এগুলি উদাত্ত স্বরের ঠিক পরে থাকে, এবং সেই কারণে এরকম হয়। ঋগ্বেদে অনুদাত্ত স্বরকে বোঝাবার জন্য অক্ষরের নীচে শয়ান দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়, স্বরিতকে বোঝাবার জন্য অক্ষরের মাথায় লম্বালম্বি দাঁড়ি দেওয়া হয়। উদাত্ত স্বরগুলিতে কোন চিহ্ন থাকে না। অবশ্য মনে রাখা দরকার, চিহ্ন না থাকলেই উদাত্ত বোঝায় না। 'প্রচয়স্বর'ও উদাত্তবৎ চিহ্নবিহীন থাকে। সাধারণত বৈদিক শব্দে একটিমাত্র স্বর উদাত্ত; উদাত্তের পূর্ববর্তী স্বর অনুদাত্ত এবং পরবর্তী স্বর (অজাত্য) স্বরিত। স্বরিতের পরবর্তী অনুদাত্তগুলি উদাত্তের মতো চিহ্নবিহীন থাকে; এগুলিকেই প্রচয়স্বর বলে। অতএব, অনুদাত্তের পরবর্তী এবং স্বরিতের পূর্ববর্তী চিহ্নবিহীন অক্ষরকেই উদাত্ত স্বরযুক্ত বলে ধরতে হবে। উপরে 'সাধারণত' এবং 'একটিমাত্র' কথার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে; কেননা ব্যতিক্রম হিসাবে 'মিত্রাবরুণা' প্রভৃতি দেবতা দ্বন্দ্ব, 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি অলুক্ সমাস ও 'তবৈ' প্রত্যয়ান্ত (যথা: পাতবৈ) শব্দগুলিতে ২ করে উদাত্ত চিহ্ন আছে। আবার, 'নঃ', 'বঃ', 'মে', 'তে', 'চ' প্রভৃতি শব্দ সব সময়ই অনুদাত্ত হয়। তাছাড়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া ও সম্বোধনপদ পাদের মধ্যে বা শেষে থাকলে সর্বদা অনুদাত্ত হয়। আরো মনে রাখা দরকার, সম্বোধনপদ পাদের আদিতে থাকলে সেই পদের আদ্য অক্ষর সর্বদাই উদাত্ত হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বেদের স্বর মূলত ধ্বনির তীব্রতা অনুযায়ী হলেও বৈদিক শব্দেও স্বরাঘাতের নিশ্চিত ভূমিকা ছিল। তা নাহলে ('অসন্তি' বদলে) 'সন্তি' পদ বোধহয় হতে পারতো না।

ইতিপূর্বে বলেছি, অন্যান্য প্রাচীন ভাষার মতো বৈদিক ভাষাতেও স্বরের উপর অর্থও নির্ভর করত। যথা : 'যশস্' শব্দে প্রথম অক্ষর উদাত্ত হলে অর্থ হবে যশ ; দ্বিতীয় অক্ষর উদাত্ত হলে অর্থ হবে যশস্বী। 'ব্রহ্মন্' শব্দে প্রথম অক্ষর উদাত্ত হলে অর্থ হবে মন্ত্র ; দ্বিতীয় অক্ষর উদাত্ত হলে অর্থ হবে 'যিনি মন্ত্র পাঠ করেন।'

ঋগ্বেদের কাল-নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যা আপাতত উত্থাপন না করেও এখানে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদকেই সর্বপ্রাচীন বলা হয় ; তার ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি এই প্রাচীনত্বের নিঃসন্দেহ পরিচায়ক। তাছাড়া, বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সমস্ত রচনাতেই ঋগ্বেদের চরম প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে ; কিন্তু ঋগ্বেদে রচনান্তরের স্বীকৃতি নেই। তবু ঋগ্বেদের এই প্রাচীনত্বের কথাও আরো একটু বিচার করা দরকার। প্রথমত, ঋক্‌গুলির প্রকৃত রচনাকাল এবং বর্তমান সংহিতারূপে সেগুলির সংকলনকালের মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান অনুমেয়। দ্বিতীয়ত, ভাষাতত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিচারে প্রমাণ হয়, ঋগ্বেদে সংকলিত সমস্ত ঋকের প্রকৃত রচনাকালও সমান নয়। এই সুবিশাল সাহিত্যে সংকলিত বিভিন্ন অংশ বস্তুত সুদীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছিল—ঋগ্বেদের প্রাচীনতম রচনা ও অর্বাচীনতম রচনার মধ্যে এমনকি বহু শতাব্দীর ব্যবধান অনুমিত হতে পারে। অতএব আধুনিক বেদবিদেরা রচনাকালের দিক থেকে ঋগ্বেদের স্তর-পারম্পর্য নির্ণয়ের প্রয়াস করেন। এবিষয়ে গবেষণা এখনো অসমাপ্ত থাকলেও তাঁদের কিছু সাধারণ সিদ্ধান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, দশম মণ্ডলে সংকলিত ঋক্‌গুলির রচনাকাল মোটের উপর সর্বপরবর্তী। দ্বিতীয়ত, ঋগ্বেদের সর্বপ্রাচীন ঋক্‌গুলি দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলে সংকলিত হয়েছে। প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলের ঋক্‌গুলি মোটের উপর মধ্যবর্তীকালের রচনা বলে বিবেচিত। নবম মণ্ডলে সংকলিত সমস্ত ঋকের দেবতাই পবমান সোম ; এগুলির ঋষি বা কবি হিসাবেও নূতন নাম পাওয়া যায় না। অতএব অনুমান হয়, সোম সংক্রান্ত ঋক্‌গুলিকে এই নবম মণ্ডলে স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করা হয়েছিল।

কিন্তু এই ঋক্‌মন্ত্রের রচনাকারদের সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া বস্তুত অসম্ভব। পরবর্তীকালের বৈদিক ঐতিহ্যের দাবি অনুসারে কোন ঋক্ প্রকৃতপক্ষে কারুর রচনাই নয় ; বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। কবি বা ঋষিরা মন্ত্র 'দর্শন' করেছিলেন, 'রচনা' করেন নি। তাই তাঁদের বলা হয় 'মন্ত্রদ্রষ্টা'। পূর্ব-মীমাংসা সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা বেদের অনাদিত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য জটিল ও দীর্ঘ বিচারের অবতারণা করেছেন। সে-বিচারের দার্শনিক মূল্য যাই হোক না কেন, বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে স্বয়ং ঋষি বা কবিরা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি মন্ত্র রচনা করার কথাই উল্লেখ করেছেন। বর্তমান বঙ্গানুবাদ থেকেই এখানে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় : 'শত গাভীর বিভাগকারী ও সহস্রগাভী সংযুত এবং উভয় লোকে মননীয় বসিষ্ঠ ঋষি এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করিয়াছেন'...(৭।৮।৬) ; 'মুখে শ্লোক রচনা কর, পর্জন্যের ন্যায় তাহা বিস্তার কর'...(১।৩৮।১৪) ; 'হে ইন্দ্র ও অগ্নি, মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইয়াছে॥' (৭।৯৪।১) ; 'আমি প্রসিদ্ধ আসুর বরুণের এই সুমহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি...' (৫।৮৫।৫) ; 'দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক, কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্ভণকারিণী' (৯।১১২।৩) ; ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব, ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের দিক থেকেও ঋক্‌গুলিকে বিভিন্ন কবির রচনা বলেই গ্রহণ করার সুযোগ আছে। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে কোন বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত 'অনুক্রমণী' নামের একজাতীয় গ্রন্থে নানা কবি বা ঋষির নাম এবং তাঁদের সম্বন্ধে অজস্র পৌরাণিক কাহিনী আছে; কিন্তু তা থেকে বিশেষ কোন বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এখানে কেবল একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলে সংকলিত ঋক্‌গুলির কবি হিসাবে স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। যেমন প্রথম মণ্ডলের বিভিন্ন ঋষি হলেন মধুচ্ছন্দা, শুনঃশেপ, কণ্ব, সব্য, হিরণ্য-স্তূপ, কুৎস, ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের ঋষি হিসাবে মূলতই কয়েকটি গোত্র-নামের উপর গুরুত্ব আরোপিত। যেমন, দ্বিতীয় মণ্ডলের কবিরা গৃৎসমদ-গোত্রীয়, তৃতীয় মণ্ডলের কবিরা বিশ্বামিত্র-গোত্রীয়, চতুর্থ মণ্ডলের কবিরা বামদেব-গোত্রীয়, পঞ্চম মণ্ডলের কবিরা অত্রি-গোত্রীয়, ষষ্ঠ মণ্ডলের কবিরা ভরদ্বাজ-গোত্রীয়, সপ্তম মণ্ডলের কবিরা বসিষ্ঠ-গোত্রীয়। এই কারণে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলকে ইংরেজীতে 'ফ্যামিলি বুক' আখ্যা দেন।

[প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদে ঋষিদের বংশ কোথাও বা উল্লিখিত হয়েছে, কোথাও বা হয়নি। তাছাড়া একই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঋকের ঋষি যেসব দৃষ্টান্তে বিভিন্ন সেইসব দৃষ্টান্তে রমেশচন্দ্র সর্বত্র বিভিন্ন ঋষির উল্লেখ করেন নি। বর্তমান সংস্করণে ঋষিনাম যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়াস হয়েছে। এইভাবে ঋষিনাম উল্লেখের সময় বর্তমানে সাধারণত 'পুত্র' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: অঙ্গিরা-পুত্র, ভৃগু-পুত্র, কণ্ব-পুত্র, অত্রি-পুত্র, ইত্যাদি। কিন্তু অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি গোত্রনামও; তাই উক্ত ঋষিরা অঙ্গিরা-গোত্রীয়, ভৃগু-গোত্রীয় প্রভৃতিও হতে পারেন—যদিও স্থানবিশেষে সংকীর্ণ অর্থে কোন ঋষির ক্ষেত্রে পুত্র শব্দ ব্যবহারই নির্ভুল হওয়া সম্ভব। তাই আগাগোড়া ব্যাপক বা 'সন্তান' অর্থে পুত্র শব্দের ব্যবহারই অন্তত সহজবোধ্যতার পক্ষে শ্রেয় বিবেচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষিনাম প্রসঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এই মণ্ডলের ১-৩, ৮-৬ এবং ৩০-৪৬ সূক্তের ঋষি হলেন 'গৃৎসমদ (আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রঃ পশ্চাৎ) ভার্গবঃ শৌনকঃ'। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়াতো: 'ভৃগু-পুত্র শুনক-পুত্র, পরে, অঙ্গিরা-পুত্র শুনহোত্র-পুত্র, গৃৎসমদ'। এজাতীয় নামের পিছনে প্রাচীন সমাজ-ইতিহাস সংক্রান্ত ইংগিত যাই থাকুক না কেন বাংলায় তা অদ্ভুত বলে প্রতীত হবার আশঙ্কা। তাই সহজে পাঠের আশায় বর্তমান সংস্করণে উক্ত সূক্তগুলির ঋষিনাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে: ভৃগুপুত্র শৌনক গৃৎসমদ।]

ঋগ্বেদের মন্ত্র আদিতে ঠিক কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল সেবিষয়েও আমাদের পক্ষে আজ কোন তর্কাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তীকালের যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের দাবি অনুসারে প্রতি মন্ত্রেরই কোন না কোন যজ্ঞে প্রয়োগ বা 'বিনিয়োগ' ছিল। এবং কোন্ অনুষ্ঠানে কোন্ মন্ত্র কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেবিষয়ে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সুবিস্তৃত আলোচনাও পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের প্রতি ঋক্‌ই যে যজ্ঞ-বিশেষে ব্যবহৃত হবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এজাতীয় দাবির পক্ষে কোন অবধারিত প্রমাণ নেই, বরং আমরা একটু পরেই দেখব, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যেজাতীয় যুক্তির অবতারণা করে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে তা প্রায়ই কৃত্রিম ও কষ্টকল্পনার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এজাতীয় দাবির পক্ষেও কোন অভ্রান্ত প্রমাণ নেই যে ঋগ্বেদের সমস্ত মন্ত্রই আদিতে যজ্ঞনিরপেক্ষ কোন উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। কেননা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে যজ্ঞকথা অত্যন্ত জটিল ও পল্লবিত রূপ গ্রহণ করলেও ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য অনুসারেও বৈদিক ঐতিহ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কোন এক সুদূর অতীত থেকেই প্রচলিত এবং ঋগ্বেদের নানা মন্ত্র সুস্পষ্টভাবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজাতীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। অতএব, আধুনিক পাঠকের পক্ষে ঋগ্বেদের সর্বত্রই যজ্ঞনিদর্শন অন্বেষণ যেমন নিরর্থক তেমনি যজ্ঞ-নিরপেক্ষভাবেই সমগ্র ঋগ্বেদকে বোঝবার প্রয়াসও অবাস্তব। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক বেদবিদ্‌দের মধ্যে ঋগ্বেদের আদি উদ্দেশ্য সংক্রান্ত মৌলিক মতান্তর দেখা দিয়েছে এবং মধ্যপন্থা হিসাবে উইন্‌টার্‌নিথ্‌স্‌ মন্তব্য করছেন, "ঋগ্বেদে সংকলিত সূক্তগুলির রচনাকালের যেমন পার্থক্য আছে তেমনি বিষয়-বস্তুর বিচারেও এগুলির তাৎপর্য ও উৎস সর্বত্র সমান নয়। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে অনেক সূক্তই যজ্ঞানুষ্ঠান-নিরপেক্ষভাবেই রচিত হয়েছিল এবং সেগুলিতে আদিম ধর্মকাব্যের অকৃত্রিম আস্বাদ পাওয়া যায়। এই সূক্তগুলি যদিই বা পরবর্তীকালে যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলেও কোনমতেই প্রমাণ হয়না যে এগুলি আদিতে সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে একথাও সমান সুনিশ্চিত যে ঋগ্বেদের বহু অংশই শুরু থেকে যাগযজ্ঞের গান ও মন্ত্র হিসাবেই রচিত এবং পুরোহিত-গায়কেরা কিছুটা কারিগর সুলভভাবেই সেগুলিকে একত্রে জুড়ে দেন।" (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১।৭৪)।

আদি উদ্দেশ্য ছাড়াও, ঋগ্বেদের পূর্ণাঙ্গ অর্থও আজ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তার কারণ, ঋগ্বেদের ভাষা ও ভাব অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক ঐতিহ্যেই দেখা যায় বহুকাল পূর্বেই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রয়াস শুরু হয়েছে। এজাতীয় প্রয়াসের অধুনালভ্য প্রাচীনতম নিদর্শন 'নিঘণ্টু' নামের গ্রন্থ। নিঘণ্টু অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য বৈদিক শব্দের তালিকা-বিশেষ। এই নিঘণ্টু অবলম্বন করেই যাস্ক 'নিরুক্ত' নামের গ্রন্থে ঋগ্বেদের বহু ঋক্‌ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন। শাকল্যের পদপাঠ বাদ দিলে ঋগ্বেদের যেসব ব্যাখ্যাকারদের রচনা এখনো অবিলুপ্ত আছে তাঁদের মধ্যে যাস্কই সর্বপ্রাচীন। খ্রীষ্ট-পূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে সাধারণত যাস্কের কালনির্ণয় করা হয়। কিন্তু স্বয়ং যাস্ক ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাকার হিসাবে সতেরোজন পূর্বাচার্যের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের ব্যাখ্যা প্রায়ই পরস্পরবিরোধী। যাস্ক-উল্লিখিত জনৈক আচার্য ঋগ্বেদের মন্ত্রকে এমনকি অর্থহীন ও স্ববিরোধী বলেও প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। উত্তরে অবশ্য যাস্ক বিদ্রূপ করে বলছেন, অন্ধ যে স্তম্ভদর্শনে অক্ষম তা স্তম্ভের দোষ নয়। কিন্তু স্বয়ং যাস্কও অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দের দুই বা ততোধিক অর্থ প্রস্তাব করেছেন এবং এই পরিস্থিতি থেকেই স্পষ্ট অনুমান হয় যে তাঁর সময়েই ঋগ্বেদের বহু শব্দার্থ বিতর্কসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাস্ক-পূর্ব ব্যাখ্যাকারদের মতোই তাঁর পরবর্তী বহু ব্যাখ্যাকারের রচনাও বিলুপ্ত হয়েছে। অনেক পরে—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে—সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের এক পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য রচনা করেন। এই 'সায়ণ-ভাষ্যে' প্রতি ঋকের প্রায় প্রতি শব্দের অর্থ প্রস্তাবিত হয়েছে। উইল্‌সন্‌ প্রমুখ ঋগ্বেদের তর্জমায় প্রায় একান্তভাবেই সায়ণ-ভাষ্যের উপর নির্ভরশীল এবং রমেশচন্দ্রের বর্তমান বঙ্গানুবাদও বহুলাংশেই সায়ণ-ভাষ্য অনুসরণে রচিত। কিন্তু রট্‌ প্রমুখ বিদ্বানেরা সায়ণ-ভাষ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবজ্ঞা করতে চান। তাঁদের মতে সায়ণের ব্যাখ্যা বহুলাংশেই কষ্টকল্পিত; অতএব এ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে আধুনিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের লুপ্ত অর্থ উদ্ধারের প্রয়াস করতে হবে। সমসাময়িক য়ুরোপীয় বেদবিদ্‌দের মধ্যে অন্যেরা অবশ্য একরকম মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন। তাঁদের মতে সায়ণ-ভাষ্যের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতার মতোই এ-ভাষ্য সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। যাস্কের যুগেই যদি বেদার্থ অংশবিশেষে বিতর্কসাপেক্ষ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সায়ণও কোন অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করতে পারেন নি। তাছাড়া, পরবর্তীকালের এক নির্দিষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবেও সায়ণের পক্ষে স্ব-সম্প্রদায়ের অনুকূল বেদ-ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের প্রবণতাও অসম্ভব নয়। অপরপক্ষে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে বৈদিক সাহিত্যের বহুল তাৎপর্যই আচার্য-পরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে সায়ণের সময়কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকেছে। তাই আধুনিক বিদ্বান্‌দের পক্ষে সায়ণভাষ্য সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, ঋগ্বেদের কোন আধুনিক অনুবাদই সামগ্রিক-ভাবে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হতে পারে না। অতএব এ দাবি অবাস্তব হবে যে রমেশচন্দ্রের বর্তমান বঙ্গানুবাদ অবলম্বন করেই সমগ্র ঋগ্বেদের সংশয়াতীত অর্থবোধের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই একথাও বলা দরকার যে ঋগ্বেদের দুর্বোধ্যতা সংক্রান্ত কোন-এক অতিরঞ্জিত চিত্র রচনা করে বর্তমান বঙ্গানুবাদের মূল্য অবহেলা করা ভুল হবে। কেননা, অংশবিশেষে ঋগ্বেদের অর্থবিলুপ্তি সত্ত্বেও ঋগ্বেদের অর্থ বহুলাংশেই স্বচ্ছ এবং আধুনিক বেদবিদ্‌দের গভীর গবেষণার ফলে ঋগ্বেদের বহু দুর্বোধ্য অংশের উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়েছে। রমেশচন্দ্রও তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বৈদিক গবেষণার সঙ্গে সুপরিচিত হয়েই এই ভাষান্তরের প্রয়াস করেন। ফলে তাঁর বঙ্গানুবাদ ঋগ্বেদের মূল বিষয়বস্তুকে বহুলাংশে অক্ষুণ্ণভাবেই সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। অতএব বিশেষজ্ঞ বেদবিদ্ মহলে বৈদিক গবেষণার প্রায় অশেষ সম্ভাবনার কথা সুস্পষ্টভাবে মনে রেখেও নিঃসংশয়ে বলা যায়, সাধারণ পাঠকের বেদ-পরিচিতির পক্ষে এই বঙ্গানুবাদ অবশ্যই বিশেষ মূল্যবান। তাছাড়া, রমেশচন্দ্রের স্বকীয় সাহিত্যিক প্রতিভার কথাও অবশ্যই স্মরণীয়: বেদাধ্যয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিভার সমন্বয়সাধন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ওই সুপ্রাচীন সাহিত্যের গাম্ভীর্য অটুট রেখেও এক আশ্চর্য হৃদয়গ্রাহী ও প্রায় ঘরোয়া ভাষায় ঋগ্বেদকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নিছক সাহিত্যিক বিচারেও তাঁর এই বঙ্গানুবাদ আমাদের এক অমূল্য সম্পদ।

৩॥ বৈদিক ছন্দ

রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ গদ্যে হলেও আমরা বর্তমান সংস্করণে প্রতি ঋকের ছন্দ উল্লেখ করেছি। কেননা বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে ঋক্-পরিচিতির পক্ষে ছন্দ-পরিচিতিও অপরিহার্য। অতএব এখানে বৈদিক ছন্দের কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয় হবে।

বৈদিক ছন্দ-নির্ণয়ের মূল বা প্রধান নীতি হল (পাদসংখ্যা ও) পাদের অন্তর্ভুক্ত অক্ষর-সংখ্যা গণনা। অবশ্য, এখানে অক্ষর মানে স্বরযুক্ত বর্ণ, নিছক বর্ণ নয়। যেমন, গ্নি, মী, রো প্রভৃতি এক একটি অক্ষর; কিন্তু ম্, ং, ৎ, ন্, দ্, প্রভৃতিকে অক্ষর হিসাবে গণনা করা হবে না।

গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ এবং পংক্তি ছন্দে প্রতি পাদে ৮ অক্ষর; কিন্তু গায়ত্রীতে এ-জাতীয় আট-অক্ষরের মোট ৩ পাদ, অনুষ্টুপে ৪ পাদ, পংক্তিতে ৫ পাদ। যথা:

গায়ত্রী ছন্দ

অ গ্নি মী লে
১ ২ ৩ ৪
য জ্ঞ স্য
১ ২ ৩
হো তা রং
১ ২ ৩

পু রো হি তং
৫ ৬ ৭ ৮
দে ব মৃ ত্বি জ ম্।
৪ ৫ ৬ ৭ ৮
র ত্ন ধা ত ম ম্॥ (ঋগ্বেদ ১।১।১)।
৪ ৫ ৬ ৭ ৮

(এই ৩ পাদের মধ্যে প্রথম ২ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ; তৃতীয়টিতে দ্বিতীয় ঋক্-অর্ধ।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅন্নপূর্ণার পরিবার

অনুষ্টুপ ছন্দ

ধৃ ত ব ন্ত মু প মা সি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ম ধু ম ন্তং ত নূ ন পা ৎ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
য জ্ঞং বি প্র স্য মা ব তঃ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
শ শ মা ন স্য দা শু ষঃ॥ (ঋ, ১।১৪২।২)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

(প্রথম দুটি পাদ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ, দ্বিতীয় দুটি পাদ মিলে দ্বিতীয় ঋক্-অর্ধ।)

পংক্তি ছন্দ

ক্র ত্বা ম হাঁ অ নু ষ ধং
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ভী ম আ বা ব্ধ ধে শ বঃ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
শ্রি য় ঋ ষ উ পা ক য়ো
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
নি শি প্রী হ রি বা দ ধে
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
হ স্ত য়ো র্ব জ্র মা য় স ম্॥ (ঋ, ১।৮১।৪)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

(প্রথম দুই পাদ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ; দ্বিতীয় তিন পাদ মিলে দ্বিতীয় ঋক্-অর্ধ।)

এ-ছাড়া প্রধান বৈদিক ছন্দ বলতে ত্রিষ্টুপ ও জগতী। উভয় ছন্দেই মোট চারটি করে পাদ; তবে ত্রিষ্টুপের প্রতি পাদে এগারো অক্ষর, জগতীর প্রতি পাদে বারো অক্ষর। যথা:

ত্রিষ্টুপ ছন্দ

যো জা ত এ ব প্র থ মো ম ন স্বা ন্
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
দে বো দে বা ন্ ক্র তু না প র্ষ ভূ ষ ৎ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
য স্য শু ষ্মা দ্ রো দ সী অ ভ্য সে তাং
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
নৃ ম্ন স্য ম হ্না স জ না স ই ন্দ্রঃ॥ (ঋ, ২।১২।১)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

(প্রথম দুটি পাদ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ; দ্বিতীয় দুটি পাদ মিলে দ্বিতীয় ঋক্-অর্ধ।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতী ছন্দ

কু বি ন্নো অ গ্নি রু চ থ স্য বী র স দ্
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ব স্ব ক্ষু বি দ্ ব স্ব ভিঃ কা ম মা ব র ৎ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২।
চো দঃ কু বি ৎ তু তু জ্যা ৎ সা ত য়ে ধি য়ঃ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
শু চি প্র তী কং ত ম য়া ধি য়া গৃ ণে॥ (ঋ, ১।১৪৩।৬)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

(প্রথম দুই পাদ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ; দ্বিতীয় দুই পাদ মিলে দ্বিতীয় ঋক্-অর্ধ।)

বিরাট্ ছন্দে পাঁচ অক্ষরের পাদ। যথা: দ্বিপদা-বিরাট্ ছন্দে এ-জাতীয় পাঁচ অক্ষরের মোট ৪ পাদ—প্রতি দুই পাদে ঋক্-অর্ধ। অতএব শুধুমাত্র অক্ষর-সংখ্যা ব্যবহার করলে দ্বিপদা-বিরাট্ হবে:

১ ২ ৩ ৪ ৫
১ ২ ৩ ৪ ৫।
১ ২ ৩ ৪ ৫
১ ২ ৩ ৪ ৫॥

এ ছাড়া ঋগ্বেদে অনেক রকম মিশ্র ছন্দ আছে। সেগুলিকে মোটের উপর পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা:—

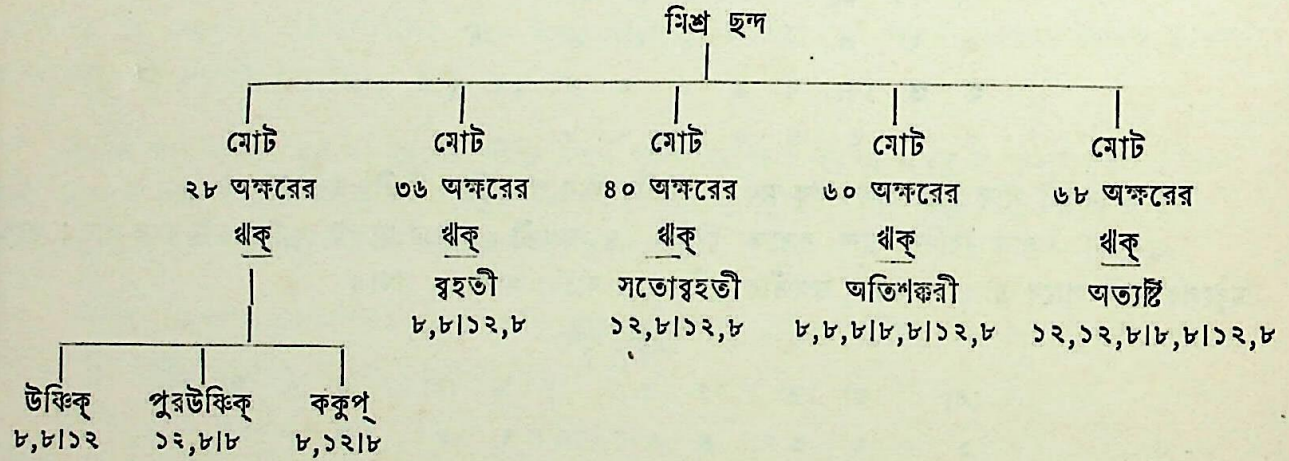

উষ্ণিক্ ছন্দে মোট তিন পাদ; প্রথম পাদ আট অক্ষরের, দ্বিতীয় পাদ আট অক্ষরের, তৃতীয় পাদ বারো অক্ষরের; প্রথম দুই পাদ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ।

পুরউষ্ণিক্ ছন্দেও তিন পাদ: প্রথম ১২, দ্বিতীয় ৮ এবং তৃতীয় ৮ অক্ষরের; প্রথম দুই পাদ মিলে প্রথম ঋক্-অর্ধ।

এইভাবে উপরের ছক অনুসরণ করে বিভিন্ন মিশ্র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাবে।

একই সূক্তের মধ্যে সাধারণত পালাক্রমে দুরকম ছন্দ বর্তমান থাকলে সেই ছন্দ-সংমিশ্রণকে প্রগাথ বলে। যেমন, কোন একই সূক্তে পালাক্রমে বৃহতী ও সতোবৃহতী ছন্দের ঋক্ বর্তমান থাকতে পারে; এ-জাতীয় ছন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিশ্রণের নাম 'বার্হত প্রগাথ'। কিংবা, ছন্দবিশেষে এইভাবে পালাক্রমে ককুপ্ ও সতোবৃহতী ছন্দের মিশ্রণ থাকতে পারে ; এ-জাতীয় ছন্দ-মিশ্রণের নাম 'কাকুভ প্রগাথ'।

এই প্রসঙ্গে পরিশেষে বলা দরকার, বৈদিক ছন্দ যদিও প্রধানতই অক্ষরবৃত্ত তবুও তার মধ্যে মাত্রারও ভূমিকা আছে। অতএব দেখা যায়, পরপর হ্রস্ব বা পরপর দীর্ঘ অক্ষরের পরিবর্তে সাধারণত পালাক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষর বর্তমান থাকে : সাধারণত আগে হ্রস্ব অক্ষর ও পরে দীর্ঘ অক্ষর—অর্থাৎ অনেকটা 'আয়াম্বিক' ছন্দের মতো। প্রতি পাদের শেষাংশে সাধারণত এই নিয়ম সযত্নে মানার পরিচয় দেখা যায়।

৪ ॥ সামবেদ-সংহিতা

সামবেদ-সংহিতা হল 'সাম'-এর সংকলন। জৈমিনি বলছেন, "গীতিষু সামাখ্যা" (মীমাংসা-সূত্র, ২।১।৩৬)। অর্থাৎ, যে-মন্ত্রগুলি সুর দিয়ে গান করা হত সেগুলিরই নাম সাম। এই লক্ষণ অনুসারে যদিও সাম বলতে প্রগীত মন্ত্রবাক্যই বোঝায় তবুও আধুনিক বিদ্বানদের অনুমান, প্রাচীনতর ব্যবহারে সাম শব্দের অর্থ ছিল সুর বা 'মেলডি'।

পুরাণে আছে, এককালে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। আধুনিক কালে কিন্তু সামবেদের মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া গিয়েছে : 'কৌথুম', 'রাণায়ণীয়' এবং 'জৈমিনীয় বা তলবকার'। তার মধ্যে কৌথুমই বেশি প্রচলিত। এখানে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেখা যাক।

সামবেদের কৌথুম শাখায় মোট ১৮১০ ঋক্ সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্য একই ঋক্ একাধিকবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এ-জাতীয় পুনরুক্তি বাদ দিলে সামবেদের মোট ঋক্-সংখ্যা ১৫৪৯। তার মধ্যে মোট ৭৫ ঋক্ ছাড়া বাকি সবই ঋগ্বেদের অধুনালভ্য শাকল শাখা থেকেই গৃহীত এবং এগুলির অধিকাংশই ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলের ঋক্। আধুনিক বিদ্বানেরা অনুমান করেন বাকি ৭৫ ঋক্ও ঋগ্বেদেরই কোন অধুনালুপ্ত শাখা থেকে সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব নয়। তাই সাহিত্য-সংকলন হিসাবে সামবেদের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নেই ; গান বা সুরের দিকই তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

সামবেদের দুই ভাগ—আর্চিক ও উত্তরার্চিক। আর্চিক ভাগে মোট ৫৮৫ ঋক্ সংকলিত হয়েছে। বৈদিক মতে ঋক্গুলি সাম-এর যোনি—অর্থাৎ সুর বা সাম ঋক্মন্ত্র থেকে স্বভাবতই প্রসূত হয়। আর্চিক ভাগ আয়ত্ত করার উদ্দেশ্য ছিল ঋক্-প্রসূত সুরগুলি আয়ত্ত করাই—অনেকটা যেন সুরশিক্ষার উদ্দেশ্যে সংকলিত গানের বইতে গেয় গানের আদ্যস্তবকের সংকলন। স্বভাবতই গানগুলি গেয়ে—বা হয়ত সেকালের বাদ্যযন্ত্রের সহযোগেও—শিক্ষা দেবার আয়োজন ছিল। গ্রন্থ হিসাবে আর্চিক ভাগ থেকে সুপ্রাচীন সুরগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। উত্তরার্চিক ভাগে ৪০০ স্তোত্র সংকলিত। তার মধ্যে অধিকাংশ স্তোত্রে (৪০০-র মধ্যে ২৮৭-তে) তিনটি করে ঋক্। বৈদিক যজ্ঞে যে-পুরোহিতেরা সাম গান করতেন তাঁদের নাম উদ্গাতা ; আর্চিক ভাগ আয়ত্তের সময় তাঁরা এইভাগে সংকলিত সুরগুলিতে শিক্ষালাভ করতেন, যাতে উত্তরার্চিক ভাগে সংকলিত স্তোত্রও সেইসব সুরে গাইতে পারেন।

সামবেদের সঙ্গে সংযোজিত আরো একরকম সংকলন পাওয়া যায়। তার নাম 'গান'। গানগুলিতে সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করে এবং অক্ষরাদির পুনরাবৃত্তি করে একরকম প্রাচীন স্বরলিপিরও আভাস দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে মাঝেমাঝে উল্লাসব্যঞ্জক শব্দ পাওয়া যায়। তাকে বলে 'স্তোভ'। কতকগুলি গানকে 'গ্রামগেয়' বলা হয়, কতকগুলিকে বলা হয় 'অরণ্যগান'। প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে অরণ্যগান প্রচণ্ড জাদুশক্তির আধার, তাই সাধারণের কানে যাওয়া নিরাপদ নয়। অতএব অরণ্যের নির্জনতায় গুহ্যভাবে এগুলি শেখার আয়োজন ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রাচীন সাম বা গানের জাদুশক্তিতে বিশ্বাস বৈদিক ঐতিহ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে দেখা যায়। এমনকি উপনিষদের স্থানবিশেষে (বিশেষ করে সামবেদের সঙ্গে সংযুক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে) 'বৃহৎ', 'রথন্তর', 'বামদেব্য', 'বৈরূপ', 'বিরাজ', 'শক্করী', 'রেবতী' প্রভৃতি সামের জাদুশক্তি সংক্রান্ত নানা আলোচনা আছে। কিন্তু এই সুপ্রাচীন সুর সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা আজো অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং একমাত্র প্রাচীন সংগীতে বিশেষজ্ঞ বেদবিদের পক্ষেই সে-গবেষণায় অংশগ্রহণ সম্ভব। অপরপক্ষে, আগেই দেখেছি, নিছক সাহিত্যসংকলন হিসাবে সামবেদ বৈশিষ্ট্যবিহীন।

৫॥ যজুর্বেদ-সংহিতা

যজুর্বেদের মূল বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞ। প্রধানত চারজন ঋত্বিক্ পরবর্তীকালের বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করতেন: হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা। হোতা ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করতেন; তাই ঋগ্বেদকে বিশেষত তাঁরই বেদ বলা হয়। উদ্গাতা সামগান করতেন; তাই সামবেদ বিশেষত তাঁরই বেদ। যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক দিক সম্পাদন করতেন অধ্বর্যু এবং এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করতেন; যজুর্বেদ প্রধানত তাঁরই বেদ। ব্রহ্মা সাধারণভাবে সমস্ত ঋত্বিক্-কর্ম পরিচালনা ও পরিদর্শন করতেন এবং যে কোন কারণেই হোক না কেন অথর্ববেদ বিশেষত তাঁর বেদ বলেই উল্লিখিত।

এককালে অধ্বর্যুদের বহু সম্প্রদায় ছিল। সম্প্রদায়ভেদে যজুর্বেদের বহু শাখাও অনুমেয়। বর্তমানে অনেক শাখা বিলুপ্ত হয়েছে। যজুর্বেদ নামে অধুনালভ্য গ্রন্থাবলী প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত: শুক্ল-যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ-যজুর্বেদ। শুক্ল-যজুর্বেদ বিশুদ্ধ যজ্ঞমন্ত্রের সংকলন, কৃষ্ণ-যজুর্বেদে যজ্ঞমন্ত্র ছাড়াও যজ্ঞানুষ্ঠান ও তার কিছুটা ব্যাখ্যা জাতীয় আলোচনাও পাওয়া যায়। তাই অনেকে অনুমান করেছেন, 'শুক্ল'-র অর্থ বিশুদ্ধ এবং 'কৃষ্ণ'-র অর্থ অবিশুদ্ধ বা মিশ্রিত।

শুক্ল-যজুর্বেদের প্রাচীন আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়-র নাম থেকে এই বেদ বাজসনেয়ি-সংহিতা নামেও উল্লিখিত। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামের দুটি সম্প্রদায়ভেদে শুক্ল-যজুর্বেদের দুটি শাখা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের চারটি শাখা পাওয়া গিয়েছে: ১॥ কাঠক-সংহিতা, ২॥ কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতা, ৩॥ মৈত্রায়ণী-সংহিতা এবং ৪॥ তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য, বাজপেয়, অশ্বমেধ, রাজসূয়, পুরুষমেধ ইত্যাদি প্রধান বৈদিক যজ্ঞে যে-সব মন্ত্র উচ্চারণের বিধি ছিল যজুর্বেদ মূলত তারই সংকলন। মন্ত্রগুলি অংশত ছন্দবদ্ধ, অংশত গদ্যবাক্য। ছন্দবদ্ধ মন্ত্রগুলি প্রায় সবই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত, (বাজসনেয়ি-সংহিতায় অথর্ববেদের কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়)। কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে কোন পূর্ণ সূক্ত গ্রহণের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল; নানা যজ্ঞের নানা অনুষ্ঠানে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নানা ঋক্ মোটের উপর বিচ্ছিন্নভাবেই গৃহীত হতে দেখা যায়। এই সব ঋক্‌মন্ত্র যজুর্বেদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয়, গদ্যবাক্যগুলিই প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। বস্তুত এই গদ্যমন্ত্রকেই যজুঃ বলা হয়—অর্থাৎ এগুলি থেকেই যজুর্বেদের নামকরণ।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে কিন্তু এই জাতীয় গদ্যমন্ত্র অনেক সময় কৃত্রিম কষ্টকল্পনার পরিচায়ক বলে প্রতীত হয়েছে। এজাতীয় মন্ত্র উল্লেখ করে উইন্‌টার্‌নিথ্‌স্ মন্তব্য করেছেন, "ভুললে চলবে না যে এগুলি অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদের অন্যান্য অংশে সংরক্ষিত সুপ্রাচীন জনপ্রিয় মন্ত্র নয়; তার বদলে এগুলি হল উত্তরকালের পুরোহিতদের উদ্ভাবন—যজ্ঞের প্রায় অসংখ্য অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা অজস্র মন্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সেগুলির অর্থসম্ভাবনা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি।" (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১।১৮২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্যই এমনও হতে পারে যে আজকের দিনে যজুঃ মন্ত্রের অর্থবিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তাহলেও স্বীকার করতে হবে, আধুনিক পাঠকের কাছে যজুর্বেদের প্রধান মূল্য সাহিত্য-সংকলন হিসাবে নয়। তবু বৈদিক সংস্কৃতির ইতিহাস বিচারে যজুর্বেদ বিশেষ মূল্যবান। কেননা, যজুর্বেদের সংকলনকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ যতই জটিল ও পল্লবিত রূপ ধারণ করুক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বৈদিক সংস্কৃতির এক প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলতে যাগযজ্ঞই এবং এই যাগযজ্ঞের প্রচলন অবশ্যই সুপ্রাচীন। আদিতে কোন্ বিশ্বাসের উপর যজ্ঞানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল যজুর্বেদ থেকেই আধুনিক ঐতিহাসিক তার আভাস পেতে পারেন।

যজুর্বেদে অবশ্য বহু বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু যাগযজ্ঞ আধুনিক অর্থে সেই দেবতাদের পূজা-উপাসনা জাতীয় অনুষ্ঠান নয়। কেননা, যজ্ঞের মন্ত্র ও আহুতির উদ্দেশ্য দেবতাদের সন্তুষ্টিসাধন নয়, দেবতাদের মনে কৃপা বা করুণা সঞ্চারের প্রয়াস নয়; তার পরিবর্তে দেবতাদের বশীভূত করা, বাধ্য করা, আয়ত্তে আনা। উইন্‌টারনিথ্‌স্ যেমন বলছেন, "কিন্তু মন্ত্রের—তথা যজ্ঞানুষ্ঠানেও—উদ্দেশ্য হিসাবে দেবতাদের 'পূজা' শব্দ ব্যবহার অসন্তোষজনক হবে। অধিকাংশ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং যজুঃ মন্ত্রের উদ্দেশ্য দেবতাদের 'পূজা' করা নয়; তার পরিবর্তে দেবতাদের প্রভাবিত করা, যজমানের ইচ্ছা পূরণ করতে দেবতাদের বাধ্য করা।" (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১।১৮৪)

অর্থাৎ আধুনিক নৃতত্ত্ববিদের পরিভাষায় যজ্ঞগুলির মূলে ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে সুপ্রাচীন জাদুবিশ্বাসই অনুমিত হয়। ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টান্তে দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, তাঁর পূজা-উপাসনা করে তাঁরই করুণায় মনস্কামনা পূরণের পরিকল্পনা। কিন্তু জাদুবিশ্বাসের মূল কথা হল, কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের বা নির্দিষ্ট মন্ত্র-উচ্চারণের ফলে কার্যকারণ সম্বন্ধের অনিবার্যতা অনুসারেই নির্দিষ্ট কামনার সাফল্য ঘটে। পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্তু যজ্ঞানুষ্ঠানই। স্বভাবতই এ-সাহিত্যে জাদুবিশ্বাসের পরিচিতি প্রকটতর হয়েছে। এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্য ভিত্তি করেই কালক্রমে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা দর্শন গড়ে উঠেছিল। পূর্বমীমাংসা দর্শন নামান্তরে 'যজ্ঞবিদ্যা' বলেও প্রসিদ্ধ। যজ্ঞের চরম সমর্থক এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাও সুদীর্ঘ বিচারমূলক ভাবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যজ্ঞ মানে দেবপূজা নয়; "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যাগেরই কর্তব্যতা বোধিত হয়, দেবতার প্রীতিসম্পাদন বোধিত হয় না; বস্তুত দেবতাদের পক্ষে হব্যাদি ভোজন করার এবং তা ভোজন করে প্রীত হবার কোন প্রশ্ন ওঠেনা এবং তাঁরা পার্থিব সম্পদের অধিকারী নন বলেই তাঁদের পক্ষে প্রীত হয়ে যজমানকে কিছু দান করারও কোন সম্ভাবনা নেই—ইত্যাদি, ইত্যাদি (মীমাংসাসূত্র, ৯।১।৬-১০, শবরভাষ্য)। ধর্মবিশ্বাস-বিরোধী প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের সমর্থক হিসাবেই পূর্বমীমাংসা সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা চরম বেদপন্থী হয়েও প্রখর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসী বৈদিক দার্শনিকদের বিতর্ক থেকেও এই বিষয়ই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। রামানুজ বলছেন, জগতে কৃষি প্রভৃতি কর্ম যেমন সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাসম্বন্ধে ফল উৎপাদন করে, জৈমিনিমতে যাগাদি কর্মও সেই রকম সাক্ষাৎভাবে না হলেও অন্তত পরম্পরাসম্বন্ধে ফলসাধনতা উৎপন্ন করে। এই মতের খণ্ডনে রামানুজের যুক্তি হল, ভগবান বাদরায়ণ পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্বই সিদ্ধান্ত বা সঙ্গত মনে করেন (শ্রীভাষ্য, ৩।২।৩৯-৪০)। পূর্বমীমাংসার খণ্ডনে শঙ্করও বলছেন, "সর্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কর্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয়? না, তাহা ঈশ্বর হইতে সম্ভূত হয়? কর্মই কি কর্মফলদাতা, না, ঈশ্বরই কর্মফলদাতা?.. বিচারে পাওয়া যায় জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বর দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।...ঈশ্বর সর্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা; তিনিই সকলের দেশ-কাল-কর্ম জ্ঞাত আছেন; সুতরাং কর্মিগণের কর্মানুরূপ ফল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।" (শারীরক-ভাষ্য, ৩।২।৩৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবতই এই দার্শনিক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ এখানে নেই। বর্তমানে শুধু এটুকুই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে যজুর্বেদের যজ্ঞকথা পরবর্তীকালের দার্শনিক বিতর্কের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করে।

৬ ॥ অথর্ববেদ-সংহিতা

অথর্ববেদের প্রাচীনতর নাম ছিল 'অথর্বাঙ্গিরসঃ'। অর্থাৎ, অথর্বন্ ও অঙ্গিরাদের বেদই পরবর্তীকালে অথর্ববেদ বা অথর্ববেদ-সংহিতা নামে পরিচিত হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে অথর্বন্ ও অঙ্গিরা উভয় নামই বিশেষ প্রাচীন। ঋগ্বেদের কবিরাও এঁদের সুদূর অতীতের ঋষি এবং পিতা হিসাবেই স্মরণ করেছেন। যেমন অঙ্গিরাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'পূর্বকালের কবিগণ' (৭।৭৬।৪), 'আমাদের পিতাগণ' (১।৭১।২), 'আমাদের প্রাচীন পিতাগণ' (১।৬২।২), 'প্রাচীন অঙ্গিরাগণ' (১।১৩৯।৯), ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথর্বন্‌দের সম্বন্ধেও ঋগ্বেদে এ-জাতীয় উক্তি পাওয়া যায় (১।৮৩।৫, ১০।১৪।৬, ইত্যাদি)। অতএব অধুনালভ্য অথর্ববেদের সংকলনকাল যাই হোক না কেন এবং এই সংকলনে যতোই অর্বাচীন রচনা সংযোজিত হোক না কেন, অথর্বন্ এবং অঙ্গিরাদের এই বেদকে মূলত বিশেষ প্রাচীন মনে করার কারণ আছে। আমরা একটু পরেই দেখবো, অথর্ববেদের প্রধানতম বিষয়বস্তুও বিশেষ প্রাচীনতার—বস্তুত আদিমতার—পরিচায়ক। কিন্তু তার আগে অথর্ববেদ নামে আমরা যে-সাহিত্যসংকলন পেয়েছি তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখা যাক।

অন্যান্য বেদের মতো অথর্ববেদেরও এককালে নানা শাখা প্রচলিত ছিল,—পৈপ্পলাদ, শৌনক, তৌত, মৌদ, ইত্যাদি। আধুনিক কালে মাত্র প্রথম দুটিই পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে আবার পৈপ্পলাদ শাখার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত সম্প্রতিকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য উড়িষ্যার গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেছেন; তাঁর সম্পাদনায় এটি পরে প্রকাশিত হবে। অথর্ববেদের শৌনক শাখাই বর্তমানে বেদবিদ্‌দের মধ্যে প্রচলিত। এখানে তারই পরিচয় দেখা যাক।

অথর্ববেদের শৌনক শাখায় মোট ৫,৯৭৭ মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। মন্ত্রগুলির অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ বা ঋক্ এবং ঋগ্বেদের মতোই ঋক্‌গুলি সূক্তাকারে গ্রথিত। অথর্ববেদের সূক্তসংখ্যা মোট ৭৩১। ঋগ্বেদ যেমন দশটি মণ্ডলে বিভক্ত, অথর্ববেদও অনেকটা সেইভাবেই কুড়ি কাণ্ডে বিভক্ত। আধুনিক বিদ্বানদের বিচারে এর মধ্যে বিংশ কাণ্ডটি অনেক পরবর্তীকালে অথর্ববেদের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে এবং ঊনবিংশ কাণ্ডও মূল অথর্ববেদের অঙ্গ ছিল না। বিংশ কাণ্ডের মন্ত্রগুলি প্রায় সবই সরাসরিভাবে ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। এছাড়াও অথর্ববেদের প্রায় এক সপ্তমাংশ বলতে ঋগ্বেদেরই মন্ত্র। অথর্ববেদে গৃহীত ঋক্ মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দশম মণ্ডলের ঋক্, বাকি অর্ধেক প্রধানত প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলের ঋক্। অতএব অথর্ববেদের সংকলনকাল ঋগ্বেদের অনেক পরবর্তী হতে বাধ্য।

ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে অথর্ববেদ মোটের উপর ঋগ্বেদেরই মতো। কিন্তু উভয় দিক থেকেই অনেক সময় উত্তরকালের আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া, অথর্ববেদের সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ড এবং ষোড়শ কাণ্ডের প্রধানাংশ বস্তুত গদ্যেই রচিত। অন্যত্রও গদ্যের পরিচয় বর্তমান। অথর্ববেদের আরো নানা বৈশিষ্ট্য থেকেও আধুনিক বিদ্বানেরা অনুমান করেন এই সংহিতাটিতে সংকলিত অনেক অংশের রচনাকাল পরবর্তীই। যেমন: ঋগ্বেদের প্রকৃত প্রাচীন অংশে বর্ণাশ্রম-বিভাগের পরিচয় বস্তুত অনুপস্থিত থাকলেও অথর্ববেদের স্থানবিশেষে শুধু যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছে তাইই নয়, ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার—এমনকি ব্রাহ্মণদের দেবতা বলে ঘোষণা করারও—উৎসাহ প্রকট হয়েছে। তাছাড়া বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের অজস্র উল্লেখ সত্ত্বেও অথর্ববেদে তাঁদের বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হয়েছে—নামে বিভিন্ন হলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ পার্থক্য নেই। অথর্ববেদের কয়েকটি সূক্তে সৃষ্টি-জিজ্ঞাসারও পরিচয় পাওয়া যায়; এগুলি অবশ্যই অনেক পরবর্তী পর্যায়ের চিন্তার পরিচায়ক। অতএব শুধু সংকলনকালই নয়, অথর্ববেদে সংকলিত বহু অংশের বাস্তব রচনাকালও অনেক পরবর্তী হতে বাধ্য।

কিন্তু এই কারণে সামগ্রিকভাবে অথর্ববেদকে পরবর্তী বলে বিবেচনা করা ভুল হবে। কেননা অথর্ববেদের প্রধানতম বিষয়বস্তু কোন এক আদিম অতীতেরই পরিচায়ক। এই বিষয়বস্তু হল, চলতি কথায় আমরা যাকে বলি ঝাড়ফুঁক্, তুক্‌তাক্, মারণ-উচাটন, ইত্যাদি। এককথায় জাদু। ইতিপূর্বে সামবেদ প্রসঙ্গে যে জাদুবিশ্বাসের উল্লেখ করেছি, যজুর্বেদ প্রসঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের মূলে যে জাদুবিশ্বাসের পরিচিতি ইতিপূর্বে অনুমিত হয়েছে, অথর্ববেদের প্রধানতম অংশে অনেক প্রকট, অনেক অকৃত্রিম এবং স্পষ্টতই আদিমরূপে সেই জাদুবিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আধুনিক পাঠকের কাছে অথর্ববেদের জগৎ যেন অদ্ভুৎ ও অত্যাশ্চর্য।

অথর্ববেদের জাদু মন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখা যাক। একজাতীয় জাদুমন্ত্রকে বলা হয় 'ভৈষজ্যানি'। এগুলির উদ্দেশ্য রোগোপসম—আমাদের গ্রামাঞ্চলের ওঝারা আজো যে-রকম মন্ত্র পড়ে, ঝাড়ফুঁক করে, বিবিধ রোগ নিরসনের প্রয়াস করে অনেকটা সেই রকমই। প্রথম কাণ্ড থেকে এজাতীয় কয়েকটি মন্ত্রের নমুনা: 'মূত্রমোচনম্' (১।২), 'যক্ষ্মনাশনম্' (১।১২), 'রুধিরস্রাবনিবৃত্তয়ে ধমনীবন্ধনম্' (১।১৭), 'শ্বেতকুষ্ঠনাশনম্' (১।২৩; ১।২৪), 'জ্বরনাশনম্' (১।২৫), ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেক সময় সরাসরিভাবে রোগ বা রোগলক্ষণই এজাতীয় মন্ত্রে উদ্দেশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলের ওঝারা আজো যেরকম বিবিধ রোগ বা রোগলক্ষণের কারণ হিসাবে 'ভূতে পাওয়া' বা 'দানায় পাওয়া'র কথা কল্পনা করে, প্রাচীন বৈদিক ধারণা অনুসারেও পিশাচ, রাক্ষস, প্রভৃতিই বিবিধ রোগ বা রোগলক্ষণের কারণ বলে কল্পিত। ফলে, রোগনিরসন উদ্দেশিত অনেক মন্ত্রেই এজাতীয় পিশাচ-রাক্ষস প্রভৃতিকে দূর করার পরিকল্পনা। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। রোগের মধ্যে প্রধান হল জ্বর এবং জ্বরের কারণ তক্মন্ নামের কোন পিশাচ বা দানব। অতএব অথর্ববেদের অনেক মন্ত্রে তক্মন্‌কে দূর করার পরিকল্পনা। যেমন 'তক্মনাশনম্'এ (৫।২২) তক্মন্‌কে বলা হচ্ছে, তুমি মূজবন্‌দের মাঝে, মহাবৃষদের মাঝে, বহ্লিকদের মাঝে দূর হও। শুধু তক্মন্ নয়; পিশাচ, রাক্ষস, যাতুধান প্রভৃতির মতোই অপ্সরা এবং গন্ধর্বদের দূর করবার উদ্দেশ্যেও অথর্ববেদে নানা মন্ত্র সংকলিত হয়েছিল। তাছাড়া প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে পোকামাকড় থেকেও নানা রকম রোগভোগ হয়। তাই অথর্ববেদের অনেক মন্ত্রে পোকামাকড়ের বা ক্রিমির উপদ্রব দূর করার পরিকল্পনাও দেখা যায়। যেমন, ২।৩১ মন্ত্রটির উদ্দেশ্য ক্রিমিনাশন।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানদণ্ডে অথর্ববেদের এজাতীয় মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক মূল্য বিচার করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবুও ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এগুলির মূল্য অপরিসীম। কেননা, প্রাচীনতর সিন্ধুসভ্যতায় অপেক্ষাকৃত উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন অনুমেয় হলেও অন্তত বৈদিক ঐতিহ্যে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত এই মন্ত্রগুলিই চিকিৎসাবিদ্যার—এবং আনুষঙ্গিকভাবে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতিরও—প্রাচীনতম নিদর্শন। মন্ত্রগুলিতে রোগনিরাময়ের পক্ষে উপযোগী নানা রকম লতাগুল্ম প্রভৃতিরও নির্দেশ পাওয়া যায় এবং সেই নির্দেশের পিছনে যে সুদীর্ঘ যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় অনুমেয় তাকেই ভারতীয় বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক সোপান বলে স্বীকার করতে হবে।

অথর্ববেদের আরএক জাতীয় মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল আয়ু, স্বাস্থ্য প্রভৃতির কামনা সফল করা। যেমন, দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তির কামনায় ১।৩০, ১।৩৫ প্রভৃতি সূক্ত, বা বলপ্রাপ্তির কামনায় ২।১৭ প্রভৃতি সূক্ত। এজাতীয় মন্ত্রকে 'আয়ুষ্যাণি' আখ্যা দেওয়া হয়। তেমনি, আরএক জাতীয় মন্ত্রকে বলা হয় 'পৌষ্টিকানি'। এগুলির সাহায্যে নানাবিধ কর্মসাফল্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের পরিকল্পনা। যেমন গৃহনির্মাণের সময়, ক্ষেতে লাঙল দেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়, বীজ বোনার সময়, শস্যলাভের কামনায়, ক্ষেতখামারের পোকামাকড় দূর করার কামনায়, বৃষ্টির কামনায়, শুভযাত্রার কামনায়, সর্পভয়, তস্করভয়, অগ্নিভয় প্রভৃতি নিরসনের কামনায়—এমনকি পাশাখেলায় সাফল্যলাভের কামনাতেও—এজাতীয় জাদুমন্ত্রের প্রয়োগ পরিকল্পিত হয়েছিল। অবশ্য একান্ত সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের এজাতীয় পরিকল্পনা ছাড়াও অথর্ববেদের নানা জাদুমন্ত্রের উদ্দেশ্য হল যুদ্ধজয় (১।৯), রাষ্ট্রবর্ধন (১।২৯), শত্রুসেনাসম্মোহন (৩।১) প্রভৃতি কামনার সফলতাও।

কিন্তু লৌকিক বিশ্বাসাদির দিক থেকে আরো চিত্তাকর্ষক বোধহয় 'স্ত্রীকর্মাণি' নামের মন্ত্র। এগুলির সাহায্যে কুমারীর পক্ষে মনোমত পতিলাভ, নবদম্পতির কল্যাণ, দ্রুত গর্ভধারণ, গর্ভরক্ষা, সুপ্রসব, ইত্যাদি নারীসুলভ কামনা চরিতার্থতার পরিকল্পনা। আবার 'অভিচারাণি' নামের মন্ত্রগুলি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত মারণ-উচাটনের মতো।

অথর্ববেদ মূলত জাদুমন্ত্রের সংকলন হলেও এইসব জাদুমন্ত্রের সঙ্গে নানাবিধ আদিম জাদুঅনুষ্ঠানও অবশ্যই সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তীকালের কৌশিকসূত্র নামের গ্রন্থে সেই আদিম জাদুঅনুষ্ঠানের পরিচয় অনেকাংশে সংরক্ষিত হয়েছে। অতএব অথর্ববেদের প্রকৃত অর্থাবগতির জন্য আমরা অনেকাংশে এই কৌশিকসূত্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাছাড়াও তুলনামূলক নৃতত্ত্বের জ্ঞানও প্রয়োজন। কেননা অথর্ববেদে সংরক্ষিত বৈদিক মানুষদের আদিম পর্যায়ের ধ্যানধারণা ও আচারঅনুষ্ঠানের সঙ্গে একদিকে যেমন বর্তমান পৃথিবীর নানা উপজাতি প্রভৃতির বিশ্বাস-অনুষ্ঠানাদির আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমনি প্রাচীন পৃথিবীর নানা জাতির বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্যও সুস্পষ্ট। অথর্ববেদ প্রসঙ্গে উইন্টারনিথ্‌স্ যেমন বলছেন, এই জাদুসংগীত ও জাদুঅনুষ্ঠান যে ধ্যানধারণার পরিচায়ক সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাচীন ভারতীয়দের অথর্ববেদ যে অত্যদ্ভুৎ চিন্তার পরিচায়ক হুবহু তারই তুলনা পাওয়া যায় উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে, মালয়বাসী এবং মোঙ্গলদের মধ্যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে এবং অনেক সময় বর্তমান য়ুরোপের কৃষকদের মধ্যেও। (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১।১২৮)

৭॥ ব্রাহ্মণ

ইতিপূর্বে দেখেছি, কৃষ্ণ-যজুর্বেদে বিশুদ্ধ যজ্ঞমন্ত্র ছাড়াও যজ্ঞ সংক্রান্ত বিবিধ বিচারের সূত্রপাত হয়েছিল। এজাতীয় বিচার থেকেই পরবর্তীকালের 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যের সূচনা।

সুবিশাল ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু যজ্ঞের বিধিনিষেধ। বিধিনিষেধের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই মতান্তর উত্থাপন ও বর্জনের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রায়ই দেখা যায় যজ্ঞানুষ্ঠানের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়াসও। অবশ্য ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের স্থানবিশেষে কিছু কিছু প্রাচীন আখ্যায়িকাও সংরক্ষিত হয়েছে, কোথাও বা আবার বিশ্বরহস্য প্রসঙ্গে দার্শনিকসুলভ বিস্ময়বোধের আভাসও পাওয়া যায়। কিন্তু এজাতীয় নিদর্শনকে ব্রাহ্মণ-সাহিতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য মনে করার কারণ নেই। যজ্ঞের বিধিনিষেধই ব্রাহ্মণের মূল বিষয়বস্তু। বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাসে যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত এমন প্রাচীন, বিশাল ও জটিল সাহিত্যের নিদর্শন আর কোথাওই পাওয়া যায়না।

কিন্তু এসাহিত্য সুখপাঠ্যও নয়, চিন্তার স্বচ্ছতা বা গভীরতার পরিচায়কও নয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্য গদ্যে রচিত এবং সেগদ্য কৃত্রিম, জটিল ও একান্তই ক্লান্তিকর। প্রাচীন বৈদিক গান ও স্তোত্র প্রভৃতিতে যে সৃজনী প্রতিভার পরিচয় ছিল ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাবলীতে তার অবশিষ্ট বলতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায়না। চিন্তাধারার দিক থেকেও আধুনিক বিদ্বান্‌দের কাছে এই গ্রন্থাবলী প্রায়ই উদ্ভট ও অসংলগ্ন বলেই বিবেচিত। প্রায়ই দেখা যায়, প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র, ছন্দ প্রভৃতির অত্যন্ত কষ্টকল্পিত তাৎপর্য উদ্ভাবন করে পরবর্তীকালের পল্লবিত যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনূদিত ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ থেকে এখানে এজাতীয় সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করাই পর্যাপ্ত হবে:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

" 'ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচম' (ঋগ্বেদ, ১।৩২।১)—এই সূক্তে প্র শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। ইহা ত্রিষ্টুপ্ ; ত্রিষ্টুভের চরণসকল সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে ; এতদ্বারা যজমান নিজ গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয়না। 'অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়ম্' (ঋ ১।৫১।১)—এই সূক্তে যে 'অভি' শব্দ আছে, উহা 'প্র' শব্দের সমানার্থক ; অতএব উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। উহার ছন্দ জগতী। জগতী ছন্দই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্বাহক। অতএব ঐ জগতীর মধ্যেই নিবিৎ স্থাপনা করিবে। ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের মন্ত্রসকল মিথুন হইয়া পঠিত হয়। পশুগণ মিথুন, আর ছন্দোম সকলও পশুস্বরূপ ; এতদ্বারা পশুলাভ ঘটে।" (পৃ ৩৩৩)।

"নাভানেদিষ্ঠ (ঋ, ১০।৬১-৬২), বালখিল্য (ঋ, ৮।৪৯-৫৯), বৃষাকপি (ঋ, ১০।৮৬), এবয়ামরুৎ (ঋ, ৫।৮৭)—এই কয়টি মন্ত্রজাতের নাম সহচর মন্ত্র ; এই মন্ত্রগুলি একসঙ্গে পাঠ করিবে। ইহার মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করিলে যজমানের [মঙ্গল] পরিত্যাগ করা হইবে। নাভানেদিষ্ঠ পরিত্যাগে যজমানের রেতঃ পরিত্যক্ত হয়, বালখিল্য পরিত্যাগে প্রাণ পরিত্যক্ত হয়, বৃষাকপি পরিত্যাগে আত্মা পরিত্যক্ত হয় এবং এবয়ামরুৎ সূক্ত পরিত্যাগে দৈব ও মানুষ প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট করা হয়। নাভানেদিষ্ঠ দ্বারা রেতঃসেক হয় ; বালখিল্য দ্বারা ঐ রেতঃ বিকৃত (গর্ভাকার) হয়। কক্ষীবানের পুত্র সুকীর্তি কর্তৃক দৃষ্ট সূক্তে (ঋ, ১০।১৩১) 'উরৌ যথা ত শর্ম্মন্ মদেম' এই চরণ থাকায় যোনির বিবৃতি সম্পাদিত হয় ; সেইজন্য গর্ভ (ভ্রূণ) [আকারে] বৃহৎ হইয়াও ক্ষুদ্র যোনিকে ক্লেশ দেয় না ; কেননা সেই যোনি ব্রহ্ম কর্তৃক (সুকীর্তি-দৃষ্ট মন্ত্র কর্তৃক) নির্মিত। আর এবয়ামরুৎ সূক্ত দ্বারা [উহা] সর্বত্র গমনক্ষম হয়। এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা তদ্দ্বারাই গমনক্ষম হইয়া চলিয়া থাকে।" (পৃ ৩২৮)।

"ছন্দোগণ পরস্পরের আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। গায়ত্রী ত্রিষ্টুভের ও জগতীর স্থান চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রীর ও জগতীর স্থান, জগতী ত্রিষ্টুভের ও গায়ত্রীর স্থান চিন্তা করিয়াছিলেন। তখন প্রজাপতিও এই বৃঢ়ছন্দ দ্বাদশাহকে দেখিলেন, তাহাকে আহরণ করিলেন ও তদ্দ্বারা যাগ করিলেন। এইরূপে তিনি ছন্দোগণকে তাহাদের সকল কামনা পাওয়াইয়াছিলেন। যে ইহা জানে সে সকল কামনা প্রাপ্ত হয়।" (পৃ ২৯৩-৪)।

এজাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমান হয়, যাঁরা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাবলী রচনা করেছিলেন তাঁরা সুদূর অতীতের মন্ত্র, স্তোত্র, গান, ছন্দ প্রভৃতিকে পরবর্তীকালের জটিল যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে সেগুলির নানা রকম উদ্ভট তাৎপর্য উদ্ভাবনের প্রয়াস করেন এবং প্রায়ই দেখা যায় সেই তাৎপর্যের সমর্থনে নানা রকম কাল্পনিক আখ্যায়িকাও রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে আরো বোঝা যায়, রচনা কৌশল ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট তেমনিই আবার যতো কৃত্রিমভাবেই হোকনা কেন ব্রাহ্মণ প্রণেতারা সুপ্রাচীন সংহিতাগুলির সঙ্গে কোন এক রকম ধারাবাহিকতাও বজায় রাখার যথাসাধ্য প্রয়াস করেন। এই প্রয়াসের ফলেই প্রতি ব্রাহ্মণগ্রন্থ সংহিতা-বিশেষের সঙ্গে সংযুক্ত।

এককালে বহু ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল ; প্রতি সংহিতার—এমনকি প্রতি সংহিতার প্রতি শাখার—স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ ছিল। তার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণই আজ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আজো যা টিকে আছে তার মোট কলেবর সুবিশাল। এই অবিলুপ্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রধানতম হল :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক ॥ ঋগ্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত—

১ ॥ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ।

২ ॥ কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ, নামান্তরে সাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণ

খ ॥ সামবেদের সঙ্গে সংযুক্ত—

১ ॥ তাণ্ড্যমহা-ব্রাহ্মণ, নামান্তরে পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ।

২ ॥ ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণ। (উপরোক্ত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেরই পরবর্তী অনুচ্ছেদ হওয়া সম্ভব।)

৩ ॥ জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণ।

গ ॥ কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত—

১ ॥ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ।

ঘ ॥ শুক্ল-যজুর্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত—

১ ॥ শতপথ-ব্রাহ্মণ।

ঙ ॥ অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ত—

১ ॥ গোপথ-ব্রাহ্মণ।

এই জটিল, বিশাল ও ক্লান্তিকর সাহিত্যের মূল কথা হল যজ্ঞ। যজ্ঞই পরম পুরুষার্থ, যজ্ঞই চরম সত্য। এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে যজ্ঞ মূলতই জাদুঅনুষ্ঠান। আগেই দেখেছি, প্রধানত ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলী অবলম্বন করে পূর্ব-মীমাংসা সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা যেমন প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যজ্ঞ মানে দেবপূজা নয়; যজ্ঞের উদ্দেশ্য দেবতাদের প্রীতি-উৎপাদন বা সন্তোষ-সাধন নয়। যজ্ঞই প্রধান; যজ্ঞানুষ্ঠানই কার্যকারণ পরম্পরায় ফল বা কামনার সাফল্য উৎপাদন করে।

৭॥ আরণ্যক ও উপনিষদ্

ব্রাহ্মণের সঙ্গে আরণ্যক ও উপনিষদের সম্পর্ক ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের মূল বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞ বা কর্ম, উপনিষদের প্রধানতম বিষয়বস্তু দার্শনিক জ্ঞান। এই কারণে ব্রাহ্মণকে কর্মকাণ্ড এবং উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। বিষয়বস্তুর বিচারে আরণ্যকের স্থান মোটের উপর মধ্যবর্তী; এতে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই উপদেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ আরণ্যকে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণের রেশ অপরদিকে তেমনি উপনিষদের সূচনা দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের তুলনায় আরণ্যক খুব কমই পাওয়া গিয়েছে এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসেও আরণ্যকের পরিবর্তে উপনিষদ্ সাহিত্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।

বস্তুত সুদীর্ঘকাল ধরে উপনিষদ্‌কে এমনই অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে যে পরবর্তীকালের নানা দার্শনিক ও ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা আত্মপক্ষের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার উৎসাহে "উপনিষদ্" নাম দিয়ে নানা নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে আকবরের সময় ইসলাম-মত প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত 'আল্লা-উপনিষদ্' নামের একটি গ্রন্থ উল্লেখ করা যায়। বস্তুত অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও নানা রকম উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল; এ জাতীয় পরবর্তী উপনিষদের মোট সংখ্যা ২৫০-এরও বেশি। স্বভাবতই এ-জাতীয় গ্রন্থকে প্রকৃত বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করার কারণ নেই। এগুলির কথা বাদ দিলে মোটের উপর ১৩-টি উপনিষদ্‌ই প্রধান ও প্রাচীন বলে স্বীকৃত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-এর সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক নিম্নোক্ত ছক থেকে পাওয়া যাবে:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ্
ঋগ্বেদ	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতকি (বা সাঙ্খায়ন)	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতকি	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতকি
সামবেদ	১। তাণ্ড্যমহা (বা পঞ্চবিংশ) ২। ষড়বিংশ (সম্ভবত পঞ্চবিংশরই শেষাংশ) ৩। জৈমিনীয়	১। জৈমিনীয়-উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ	১। ছান্দোগ্য ২। কেন
কৃষ্ণ-যজুর্বেদ	১। তৈত্তিরীয়	১। তৈত্তিরীয়	১। তৈত্তিরীয় ২। কঠ ঃ ৩। শ্বেতাশ্বতর ঃ ৪। মৈত্রায়ণীয় ঃ বা মৈত্রী
শুক্ল-যজুর্বেদ	১। শতপথ	১। শতপথ ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষ	১। বৃহদারণ্যক ২। ঈশা ঃ
অথর্ববেদ	১। গোপথ		১। মুণ্ডক ঃ ২। প্রশ্ন ঃ ৩। মাণ্ডূক্য ঃ

[উপরোক্ত তালিকায় ঃ চিহ্নিত উপনিষদ্‌গুলি বস্তুত কোন ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অঙ্গ হিসাবে পাওয়া যায় না, যদিও বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এগুলির মধ্যে 'কঠ', 'শ্বেতাশ্বতর' এবং 'মৈত্রায়ণীয়' কৃষ্ণ-যজুর্বেদের উপনিষদ্, 'ঈশা' শুক্ল-যজুর্বেদের উপনিষদ্ এবং 'মুণ্ডক', 'প্রশ্ন' ও মাণ্ডূক্য' অথর্ববেদের উপনিষদ্।]

এই প্রধান উপনিষদের মধ্যে 'ঈশা-তে' মাত্র ১৮ শ্লোক, 'মাণ্ডূক্য' আকারে আরো ছোট। 'কেন' এবং 'ঐতরেয়'র আয়তন সামান্য বড়; মোটের উপর বলা যায়, আধুনিক ছাপার হরকে প্রায় ৬-৭ এবং ৮-৯ পৃষ্ঠা হবে। তুলনায় 'মুণ্ডক' ১২-১৩, 'প্রশ্ন' ১৩-১৪, 'শ্বেতাশ্বতর' ১৮-১৯, 'তৈত্তিরীয়'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯-২০, 'কঠ' ২১-২২, 'কৌষীতকি' ৩৩-৩৪ এবং 'মৈত্রী' ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা। 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যক' আকারে সর্ববৃহৎ—প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা করে।

উপনিষদের রচনারীতিতেও বৈচিত্র্য আছে—কোনটি আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ, কোনটি আগাগোড়াই পদ্যে রচিত, কোনটি বা আংশিক গদ্য ও আংশিক পদ্য। মোটের উপর অবশ্য গদ্যই বেশি এবং আধুনিক বিদ্বানদের অনুমান, পদ্যে বা অংশত পদ্যে রচিত উপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। এজাতীয় উপনিষদ্ হল : ঈশা, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও প্রশ্ন—যদিও অবশ্য প্রশ্ন উপনিষদের পদ্যাংশ যৎসামান্যই। ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় এবং কৌষীতকি গদ্যে রচিত এবং সে-গদ্য অনেকাংশে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ। অন্যান্য বিষয়ের বিচারেও এই পাঁচটি উপনিষদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সম্পর্ক স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে ঈশা, কঠ প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি উপনিষদ্‌কে বস্তুত কোন ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্তরূপে পাওয়া যায় না। অনুমান হয়, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত হয়েও এগুলি প্রথাগতভাবে বেদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। অতএব, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি পাঁচটি উপনিষদ্‌ই সর্বপ্রাচীন বলে বিবেচিত। অপরপক্ষে, মৈত্রী ও মাণ্ডূক্য গদ্যে রচিত হলেও সেগদ্য ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মতো নয় এবং এই দুটি উপনিষদ্ তুলনায় সর্বপরবর্তী বলে বিবেচিত। কেন উপনিষদ্ আংশিক গদ্যে এবং আংশিক পদ্যে রচিত এবং তার পদ্যাংশের রচনাকাল ঈশা প্রভৃতির পূর্ববর্তী এবং ঐতরেয় প্রভৃতির পরবর্তী হওয়াই সম্ভব। সংক্ষেপে, আধুনিক বিদ্বানেরা ১৩টি মূল উপনিষদ্‌কে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে চান :—

ক॥ সর্বপ্রাচীন ও গদ্যে রচিত উপনিষদ্ : ১॥ ঐতরেয়, ২॥ বৃহদারণ্যক, ৩॥ ছান্দোগ্য, ৪॥ তৈত্তিরীয়, ৫॥ কৌষীতকি।

খ॥ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী এবং আংশিক পদ্যে রচিত উপনিষদ্ : ৬॥ কেন।

গ॥ আরো পরবর্তী এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক পদ্যে রচিত উপনিষদ্ : ৭॥ ঈশা, ৮॥ কঠ, ৯॥ শ্বেতাশ্বতর, ১০॥ মুণ্ডক, ১১॥ প্রশ্ন।

ঘ॥ সর্বপরবর্তী যদিও গদ্যে রচিত উপনিষদ্ : ১২॥ মৈত্রী, ১৩॥ মাণ্ডূক্য।

অতএব সমস্ত উপনিষদের রচনাকাল সমান নয়। কিন্তু এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বড়ো উপনিষদ্ আগাগোড়া সুসংহত গ্রন্থ নয়। এগুলির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অনেক সময় অত্যন্ত খাপছাড়াভাবেই বিভিন্ন উপাখ্যান ও দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। আবার একই উপাখ্যান বা একই দার্শনিক তত্ত্ব বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্নভাবে সংরক্ষিত হতে দেখা যায়। অতএব আধুনিক বিদ্বানেরা অনুমান করেন, প্রাচীনতর কালে প্রচলিত কয়েকটি ছোটছোট উপনিষদ্ কালক্রমে সংকলিত হয়ে এজাতীয় বড়ো উপনিষদের রূপ গ্রহণ করেছে এবং সংকলনকারদের পক্ষেও কিছুকিছু নূতন অংশ সংযোজনের সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব প্রাচীনতর উপনিষদ্‌ও আগাগোড়া সমান প্রাচীন নয়—সম্ভবত একই উপনিষদে প্রাচীন ও তুলনায় অর্বাচীন রচনা পাশাপাশি সংকলিত হয়েছে।

বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে উপনিষদ্ যদিও ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত, তবুও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ আধুনিক পাঠকের কাছে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের প্রধান বিষয়বস্তুতে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। আগেই দেখেছি, ব্রাহ্মণের মূল আলোচ্য বিষয় হল যাগযজ্ঞ; পক্ষান্তরে উপনিষদের বিবিধ ও বিচিত্র আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দার্শনিক জ্ঞানের আগ্রহ সুস্পষ্টভাবেই প্রাধান্য লাভ করেছে। এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীর ক্লান্তিকর যজ্ঞকথার পর উপনিষদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা চিত্তজগতে যেন এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্যই বর্তমান ভূমিকায় উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের সুযোগ নেই। বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ বিবরণের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এখানে মাত্র আর দুএকটি কথা উল্লেখ করা যাক।

৮॥ বেদাঙ্গ

বৈদিক সাহিত্য বা বেদ বলতে অবশ্য সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। কিন্তু বেদ পাঠের সহায়ক হিসাবে আরো নানা প্রকার এবং অবশ্যই সুবিশাল সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে এসাহিত্যকে 'বেদাঙ্গ' আখ্যা দেওয়া হয়। বেদাঙ্গ ছয় প্রকারের—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

১॥ 'শিক্ষা'। সুপ্রাচীনকালেই বেদমন্ত্রর নির্ভুল উচ্চারণপদ্ধতি বেঁধে দেবার আয়োজন হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থাবলীরই নাম 'শিক্ষা'। কিন্তু বেদের শাখাভেদে উচ্চারণপদ্ধতিতে অল্পবিস্তর পার্থক্য ছিল, তাই বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন 'শিক্ষা'-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই কারণে 'শিক্ষা'-গ্রন্থগুলি 'প্রাতিশাখ্য' নামে উল্লিখিত। যথা : 'ঋগ্বেদ-প্রতিশাখ্য', 'তৈত্তিরীয়-প্রতিশাখ্য-সূত্র', 'বাজসনেয়ি-প্রতিশাখ্য-সূত্র', 'অথর্ববেদ-প্রতিশাখ্য-সূত্র,' ও 'সাম-প্রতিশাখ্য'।

২॥ 'কল্প'। বিশাল ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে অত্যন্ত পল্লবিত রূপে আলোচিত যজ্ঞের বিধিনিষেধ সহজে ও সংক্ষেপে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে সূত্রাকারে একজাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ; সেগুলির নাম 'কল্প-সূত্র'। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, সোমযাগ প্রভৃতি বড়ো বড়ো বৈদিক যজ্ঞকে শ্রৌতযাগ বলে ; যে-কল্পসূত্রে সূত্রাকারে শ্রৌতযাগের বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হয়েছে সেগুলির নাম 'শ্রৌতসূত্র'। আর এক রকম কল্পসূত্রে গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠানাদি উপদিষ্ট হয়েছে ; এগুলির নাম 'গৃহ্যসূত্র'। গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত 'ধর্মসূত্র' নামের আর একরকম গ্রন্থে ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্যাকর্তব্য, দেশাচার-লোকাচার প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়েছে। তেমনি, শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আর একরকম কল্পসূত্রের নাম 'শুল্বসূত্র' : শুল্ব মানে মাপজোকের সুতো, শুল্বসূত্রের বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয় যজ্ঞবেদীর মাপজোক। ভারতীয় ইতিহাসে এগুলিই জ্যামিতি বিদ্যার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন।

৩॥ 'ব্যাকরণ'। প্রকৃত বেদাঙ্গ-পদবাচ্য প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের অধুনালভ্য প্রাচীনতম ব্যাকরণ গ্রন্থ বলতে 'পাণিনি-সূত্র' ; কিন্তু একে বেদাঙ্গ বলা যায় না, কেননা বৈদিক ভাষা উপলক্ষ্য করেই এবং বেদপাঠের সহায়ক হিসাবেই পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হয় নি। বেদ-পরবর্তী সংস্কৃত ভাষাই পাণিনির আলোচ্য বিষয় এবং বেদের ভাষার সঙ্গে এই সংস্কৃতের অনেক পার্থক্য।

৪॥ 'নিরুক্ত'। ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাসমস্যা প্রসঙ্গে ইতিপুর্বেই 'নিঘণ্টু' ও 'নিরুক্ত' উল্লিখিত হয়েছে।

৫॥ 'ছন্দ'। প্রধানত সামবেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেই বৈদিক ছন্দ সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বৈদিক ছন্দ সংক্রান্ত আরো নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। যেমন, সামবেদের 'নিদান-সূত্র'। অনুমান হয়, প্রকৃত বেদাঙ্গ-পদবাচ্য আরো কিছু ছন্দগ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে।

৬॥ 'জ্যোতিষ'। বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্র অনুসারে বিভিন্ন বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি ছিল। স্বভাবতই যাজ্ঞিকদের পক্ষে জ্যোতিষবিদ্যা চর্চার প্রয়োজন ছিল। 'বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ' নামের একটি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়। পুথিখানি ছোট এবং এখনো অনেকাংশে দুর্বোধ্য।

৯॥ বেদের কালনির্ণয়

বেদের—প্রধানত ঋগ্বেদ-সংহিতার—কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বহু আলোচনা হয়েছে এবং নানা বিদ্বান নানাভাবে এই কাল সনাক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তে কতখানি আকাশ-পাতাল পার্থক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার পরিচয় আচার্য সুনীতিকুমারের ভূমিকায় পাঠক দেখতে পাবেন। তিনি এই কালনির্ণয়-সমস্যা দীর্ঘভাবেই আলোচনা করেছেন; অতএব এখানে আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র দত্ত-অনূদিত ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি কপি সংগ্রহ করে দিয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীযুক্ত অশোক ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত তপেন চট্টোপাধ্যায় আগাগোড়া প্রুফ সংশোধন করেছেন। ছাপাখানার জন্য এই বিশালকায় গ্রন্থখানি আগাগোড়া হাতে লিখে নকল করার প্রয়োজন ছিল; বিশেষ ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে সেকাজ সম্পাদন করেছেন: শ্রীযুক্তা বনানী মজুমদার, অনু ও হেলেন সরকার, শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মৈত্র, প্রাণগোপাল দাস, রঞ্জিৎ মিত্র, ধীরেন মজুমদার, নিত্যগোপাল দাস, নীলিমেশ দাসগুপ্ত, টিপু দাসগুপ্ত ও হরিশঙ্কর চন্দ্র। বৈদিক ভারতের মানচিত্রটি শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন সিংহ ও দেবল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থাদি থেকে নূতন করে এঁকেছেন।

কলিকাতা
৬।৬।'৬৩

—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

১॥ বর্তমান পুনর্মুদ্রণে আগাগোড়াই রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯০৯) অনুসৃত হয়েছে।

২॥ অনুবাদ-অংশ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখেও বাংলা বানান যথাসম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত নিয়ম-সম্মত করা হয়েছে।

৩॥ রমেশচন্দ্রের অনুবাদ গদ্যে বলেই সূক্তগুলিকে গদ্যাকারে মুদ্রিত করায় বাধা হয় নি।

৪॥ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত প্রতি ঋকের শেষে ঋক্-সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে।

৫॥ প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে সেই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শেষ ঋক্ মণ্ডল বিভাগ অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে।

৬॥ প্রতি সূক্তের শীর্ষে দেবতা, ঋষি ও ছন্দ বিশদভাবে সংযোজিত হয়েছে।

৭॥ মুখবন্ধ, ভূমিকা প্রভৃতির সঙ্গে বৈদিক ভারতের একটি মানচিত্র বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

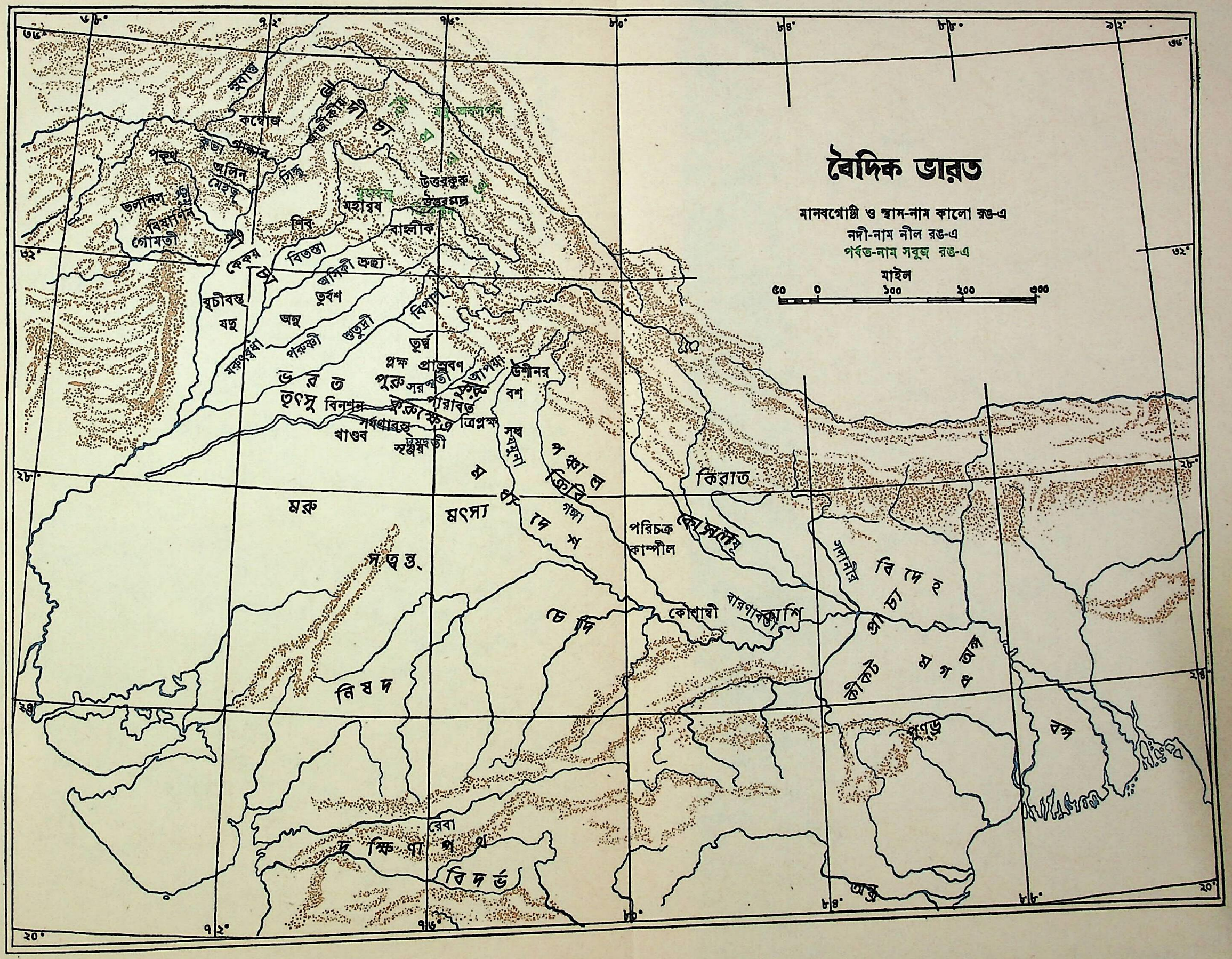

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

প্রথম অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৫।

প্রথম সংস্করণের নামপত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

যাঁহাদিগের সরল সত্যপরায়ণ পবিত্র জীবনের স্মৃতি মাত্র এ জগতে আমার ধর্মস্বরূপ হইয়াছে; যাঁহাদিগের অসীম স্নেহ ও বাৎসল্যের চিন্তা আমার শান্তিস্বরূপ হইয়াছে; সেই স্বর্গারূঢ়া জননী থাকমণি ও স্বর্গীয় জনক ঈশানচন্দ্র দত্তের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, ২০ বিডন স্ট্রিট,
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ঋগ্বেদ-এর অনুবাদরূপ গুরুকার্যে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। বঙ্গদেশে পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের মধ্যে কেহ এই বৃহৎ কার্যের ভার লইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। অনেক দিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গ্রন্থের একটি সুন্দর অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ হইল না। পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই, শীঘ্র যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

অথচ জগতে অন্যান্য সুসভ্য দেশে এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর ও অনুশীলন আছে। ইউরোপে রোসেন প্রথম বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি ঋগ্বেদ-এর প্রথম অষ্টক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় যত্ন ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে এই অনুবাদটি করিয়াছেন। তাহার পর ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া সমস্ত ঋগ্বেদ-সংহিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। অদ্য পর্যন্ত তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ-সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ কোনও ভাষায় নাই। লাংলোয়া সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবাদটি তাঁহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত অতএব দূষিত। এদেশে প্রথমে উইলসন পরে রোয়ার মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প অংশই ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন আচার্য মক্ষমূলর মূল ঋগ্বেদ-সংহিতা সায়ণের টীকার সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন উইলসন মহোদয় তাহার একটি ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। মক্ষমূলর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে) সমস্ত ঋগ্বেদ-সংহিতা ও সায়ণের টীকা মুদ্রিত করিয়াছেন, জগতের মধ্যে ঐখানি ভিন্ন আর মুদ্রিত সটীক ঋগ্বেদ নাই। উইলসন সাহেব সায়ণের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্যের ভার লইয়াছেন। অনুবাদ অর্ধেকের অধিক হইয়াছে, কিন্তু শেষ হয় নাই। বেন্‌ফে মহোদয় ঋগ্বেদ-এর কতক অংশ জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং আচার্য মক্ষমূলর মরুৎগণ সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদে তিনি সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন নাই। বোম্বাই নগরে বেদার্থ-যত্ন প্রণেতাগণ ঋগ্বেদ-এর অনেকদূর ইংরাজিতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহারাও সায়ণাচার্যকে সকল স্থানে অবলম্বন করেন নাই। ইহা ভিন্ন ইউরোপের সংস্কৃত পণ্ডিত মাত্রেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ ঋগ্বেদ ও ইরাণীয় জেন্দ্ অবেস্তা তুলনা করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগৎ বিখ্যাত। মক্ষমূলর ও রোথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন, এবং ইঁহারা উভয়ে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।

কেবল কি আমরা এই আর্য জাতির আদি গ্রন্থ, এই হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থ থাকিব? এটি আমাদের পৈতৃক ধন, কেবল কি আমরাই এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব? ঋগ্বেদ-এর মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্যজাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব কাব্য-রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরুকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, যদি তাহাতে ধৃষ্টতা হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জনা করিবেন।

এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে আমি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছিলাম। সেই সদাশয় উদার প্রকৃতি মহোদয় কেবল যে আমাকে এই কার্য সম্পাদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে উৎসাহদান করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি নিজে আমার অনুবাদটি দেখিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তিনি সেটি করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার নিকট আমি যে উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছি সে জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী আছি। এখনও সময়ে সময়ে আমার আবশ্যক হইলেই তাঁহার নিকট উপদেশ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আমাকে এই কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার এই অনুবাদটির কতক কতক দেখিয়া দিয়াছেন এবং এই গুরুকার্যে আমার যখন যেরূপ সহায়তা আবশ্যক হইবে সেইরূপে আমার সহায়তা করিবেন এই আশ্বাসবাক্য দ্বারা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন (ঃ) এবং আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে সায়ণাচার্যের টীকা অবলম্বন না করিয়া ঋগ্বেদ-এর অনুবাদ করিবার এক্ষণে অন্য উপায় নাই। এই স্থির বিশ্বাসে আমি প্রথম অষ্টকের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সায়ণের ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছি, অন্য অষ্টকগুলিও এই প্রকারে অনুবাদ করিতেছি। স্থানে স্থানে দুরূহস্থলে সায়ণের ব্যাখ্যা আমার টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। যদি কদাচ কোনও স্থানে কোনও শব্দের সায়ণের অর্থ হইতে অন্যরূপ অর্থ অনুবাদে দেওয়া হইয়া থাকে তথায়ও সায়ণের ব্যাখ্যা টীকায় দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদ বাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য ;—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রীয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

আমার ভূতপূর্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন। তিনি পূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্যে যে কতদূর উপকার লাভ করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

(ঃ) ন্যায়রত্ন মহাশয় যে পত্রযোগে তাঁহার এই অভিপ্রায়টি আমাকে জানাইয়াছিলেন, পাঠকদিগের জন্য তাহার একাংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পরম আহ্লাদের সহিত আপনার ঋগ্বেদ-এর অনুবাদ দেখিয়াছি, এবং আপনি কেবল সায়ণের টীকাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমার মতে সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়া ঋগ্বেদ অনুবাদ করিবার এক্ষণে অন্য উপায় নাই।" ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার অনুবাদটি দেখিবার সময় যে কতিপয় ভ্রম পাইয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন, "আপনি বেদ-এর অনুবাদরূপ গুরুকার্য আরম্ভ করিয়া যে হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস ; এই বিশ্বাস আমি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।" পত্রানুবাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই কার্যে আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীআলোক নাথ ন্যায়ভূষণ আমার সাহায্য করিতেছেন।

আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরিউক্ত পণ্ডিতদিগের উপদেশ ও সহায়তায়, আমার নিজের গুণে নহে। তবে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে সায়ণাচার্যের টীকার সহায়তায় ঋগ্বেদ-এর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। আমার যতদূর সাধ্য, ঋগ্বেদ-এর প্রকৃত অর্থটি পাঠকদিগকে দিতে যত্নবান হইয়াছি।

ঋগ্বেদ-এর দুরূহ স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও আমি স্থানে স্থানে টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমাদিগের শাস্ত্র লইয়া ইউরোপে এরূপ আলোচনা হইতেছে এটি আমাদিগের গৌরবের কথা, এবং সে আলোচনা কতক অংশে দেখিয়া সহৃদয় পাঠক মাত্রেই আনন্দ লাভ করিবেন। রোথ, ওয়েবর ও মক্ষমূলরের ন্যায় জর্মান পণ্ডিতগণ কেবল বেদ-এর অনুশীলনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; বেদ-এর দুরূহ অংশের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতগুলি গ্রহণযোগ্য হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, কৃতবিদ্য পাঠকমাত্রেই তাহা জানিতে উৎসুক হইবেন সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হইতে আর্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্তমান হিন্দুধর্ম কিরূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদ-এর দেবগণের প্রথম অর্থ কি, এবং ঋগ্বেদ-এর রচনার সময় আর্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল তাহা কতক কতক টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সেই টীকার দুইটি সূচী দেওয়া গেল। সে বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, বিশেষ সমস্ত ঋগ্বেদ-সংহিতা অনুবাদ না হইলে সেরূপ পুস্তকও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা বিধেয় বোধ হয় না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট।
১লা আশ্বিন, ১২৯২ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

চতুর্বিংশ বৎসর অতীত হইল, এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি আর পাওয়া যায় না, অথচ এই অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ-সংহিতার বঙ্গ ভাষায় অন্য কোনও সম্পূর্ণ অনুবাদ নাই। অতএব বঙ্গীয় পাঠকদিগের ব্যবহারার্থ অদ্য এই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা, ৯।১, হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট,
১৩১৬ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।
অগ্নি, যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূতরত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি॥ ১॥ অগ্নি পূর্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন॥ ২॥ অগ্নিদ্বারা যজমান ধনলাভ করেন, সে ধন দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তৎ-দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়॥ ৩॥ হে অগ্নি, তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক সে যজ্ঞ কেহ হিংসা করিতে পারে না এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহেই দেবগণের নিকটে গমন করে॥ ৪॥ অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্মা, সত্যপরায়ণ ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন॥ ৫॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন করিবে, হে অঙ্গিরা, সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই॥ ৬॥ হে অগ্নি, আমরা দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করতঃ তোমার সমীপে আসিতেছি॥ ৭॥ তুমি দীপ্যমান, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের অতিশয় দীপ্তিকারক, এবং যজ্ঞশালায় বর্ধনশীল॥ ৮॥ পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে বাস কর॥ ৯॥

২ সূক্ত। দেবতা: ১-৩ বায়ু; ৪-৬ ইন্দ্র-বায়ু; ৭-৯ মিত্রাবরুণ।
বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।
হে দর্শনীয় বায়ু, আইস, এই সোমরসসমূহ অভিষুত হইয়াছে; ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর॥ ১॥ হে বায়ু, যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করিয়া তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্তব করিতেছে॥ ২॥ হে বায়ু, তোমার সোমগুণপ্রকাশক বাক্য সোমপানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসিতেছে, অনেকের নিকট আসিতেছে॥ ৩॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, এই সোমরস অভিষুত হইয়াছে, অন্ন লইয়া আইস; সোমরস তোমাদিগকে কামনা করিতেছে॥ ৪॥ হে বায়ু ও ইন্দ্র, তোমরা অভিষুত সোমরস জান, তোমরা অন্নযুক্ত হব্যে বাস কর; শীঘ্র নিকটে আইস॥ ৫॥ হে বায়ু ও ইন্দ্র, অভিষবকারী যজমানের অভিষুত সোমরসের নিকটে আইস; হে বীরদ্বয়, এই কর্ম ত্বরায় সম্পন্ন হইবে॥ ৬॥ পবিত্রবল মিত্র এবং হিংসক-শত্রুনাশক বরুণকে আমি আহ্বান করি; তাঁহারা ঘৃতাহুতি-প্রদান-রূপ কর্ম সাধন করেন॥ ৭॥ হে যজ্ঞবর্ধয়িতা যজ্ঞস্পর্শী মিত্র ও বরুণ, তোমরা যজ্ঞফলদানার্থ এই বৃহৎ যজ্ঞ ব্যাপিয়া রহিয়াছ॥ ৮॥ ইন্দ্র ও বরুণ মেধাসম্পন্ন, বহু লোকের হিতার্থে জাত ও বহুলোকের আশ্রয়ভূত; তাঁহারা আমাদিগের বল ও কর্ম পোষণ করেন॥ ৯॥

৩ সূক্ত। দেবতা: ১-৩ অশ্বিদ্বয়; ৪-৬ ইন্দ্র; ৭-৯ বিশ্বদেবগণ,
১০-১২ সরস্বতী। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।
হে ক্ষিপ্রপাণি, শুভকর্মপালক, বিস্তীর্ণভুজবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা যজ্ঞের অন্ন কামনা কর॥ ১॥ হে বহুকর্মা, নেতা, ও বিক্রমশালী অশ্বিদ্বয়, অপ্রতিহত বুদ্ধির সহিত আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ কর॥ ২॥ হে দস্রদ্বয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে নাসত্যদ্বয়, হে রুদ্রবর্ত্মন্ অশ্বিদ্বয়, মিশ্রিত সোমরস অভিষুত হইয়াছে, ছিন্ন কুশে স্থাপিত হইয়াছে, তোমরা আইস ॥ ৩ ॥ হে বিচিত্র-দীপ্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র, অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত নিত্যশুদ্ধ এই (সোমরস) তোমাকে কামনা করিতেছে ; তুমি আইস ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, মেধাবীদিগের দ্বারা আহূত হইয়া, অভিষবকারী ঋত্বিকের স্তোত্র গ্রহণ করিতে আইস ॥ ৫ ॥ হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হইয়া স্তোত্র গ্রহণ করিতে আইস, এই সোমাভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদিগের অন্ন ধারণ কর ॥ ৬ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা রক্ষক, মনুষ্যগণের পালক, তোমরা হব্যদাতা যজমানের অভিষুত সোম গ্রহণ করিতে আইস ; তোমরাই যজ্ঞের ফলদাতা ॥ ৭ ॥ যেরূপ সূর্যরশ্মি দিবসে আইসে, বৃষ্টিদাতা বিশ্বদেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া সেইরূপ অভিষুত সোমরসে আগমন করুন ॥ ৮ ॥ বিশ্বদেবগণ ক্ষয়রহিত ও সদা বর্তমান, তাঁহারা অকল্যাণরহিত ও ধনবাহক ; যেন তাঁহারা এই যজ্ঞ সেবন করেন ॥ ৯ ॥ পবিত্রা, অন্নযুক্তযজ্ঞবিশিষ্টা, ও যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন ॥ ১০ ॥ সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

৪ সূক্ত । ইন্দ্র দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি । গায়ত্রী ।

যেরূপ দোহক দোহনহেতু সুদুগ্ধবতী গাভীকে আহ্বান করে, আমরাও সেইরূপ রক্ষার্থ দিনে দিনে শোভন-কর্মা ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥ ১ ॥ হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদিগের অভিষবের নিকট আইস, সোমপান কর ; তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হইলে গাভী দান কর ॥ ২ ॥ আমরা যেন তোমার সমীপবর্তী সুমতিদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাকে জানিতে পারি ; আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্যের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিও না ; আমাদিগের নিকট আইস ॥ ৩ ॥ অজেয় ও মেধাবী ইন্দ্রের সমীপে যাও, এই মেধাবীর কথা জিজ্ঞাসা কর ; সেই ইন্দ্র তোমার বন্ধুদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করেন ॥ ৪ ॥ আমাদিগের ঋত্বিকেরা ইন্দ্রের পরিচর্যা করিয়া তাঁহাকে স্তুতি করুন, হে নিন্দুকগণ, এই দেশ হইতে এবং অন্য দেশ হইতেও দূর হইয়া যাও ॥ ৫ ॥ হে শত্রুক্ষয়কারক, শত্রুও যেন আমাদিগকে সৌভাগ্যশালী কহে ; আমাদিগের মিত্রপক্ষীয় মনুষ্যেরা তো বলিবেই ; যেন আমরা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সুখে বাস করি ॥ ৬ ॥ এই সোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদরূপ, ইহা মনুষ্যকে হৃষ্ট করে, কার্যসাধন করে, এবং হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা ; যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে ইহা দান কর ॥ ৭ ॥ হে শতক্রতু, এই সোম পান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে শতক্রতু, তুমি যুদ্ধে সেই যোদ্ধা, হে ইন্দ্র, ধনলাভার্থ তোমাকে অন্নবান করি ॥ ৯ ॥ যিনি ধনের রক্ষক, এবং মহান, যিনি কর্মের পূরয়িতা এবং অভিষবকারীর সখা, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে গাও ॥ ১০ ॥

৫ সূক্ত । ইন্দ্র দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি । গায়ত্রী ।

হে স্তুতিবাচক সখাগণ, শীঘ্র আইস, উপবেশন কর, ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গাও ॥ ১ ॥ এই সোমরস অভিষুত হইলে সকলে একত্র হইয়া বহু শত্রুর দমনকারী, বহু বরণীয় ধনের স্বামী ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গাও ॥ ২ ॥ তিনি আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন করুন, তিনি ধন প্রদান করুন, তিনি স্ত্রী প্রদান করুন, তিনি অন্ন লইয়া আমাদিগের সমীপে আগমন করুন ॥ ৩ ॥ যুদ্ধে শত্রুরা যাঁহার রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হইতে পারে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গাও ॥ ৪ ॥ এই অভিষুত পবিত্র দধিমিশ্রিত সোমরসসমূহ অভিষুত সোমপায়ীর পানার্থ তাঁহার নিকট যাইতেছে ॥ ৫ ॥ হে সুক্রতু ইন্দ্র, তুমি অভিষুত সোমপানের জন্য ও দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির জন্য একেবারেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৬ ॥ হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র, ব্যাপনশীল (অর্থাৎ শীঘ্রমাদক) সোমরসসমূহ তোমাতে প্রবেশ করুক, প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভে তোমার মঙ্গলকারী হউক ॥ ৭ ॥ হে শতক্রতু, স্তোমসমূহ তোমাকে বর্ধন করিয়াছে, উক্থসমূহ তোমাকে বর্ধন করিয়াছে, আমাদিগের স্তুতি তোমাকে বর্ধন করুক ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র রক্ষণে বিরত না হইয়া এই সহস্রসংখ্যক অন্ন গ্রহণ করুন, যে অন্নে সমস্ত পৌরুষ অবস্থিতি করে ॥ ৯ ॥ হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র, বিরোধী মনুষ্যেরা আমাদিগের শরীরে যেন আঘাত না করে, তুমি ক্ষমতাশালী, আমাদিগের বধ নিবারণ কর ॥ ১০ ॥

৬ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ ইন্দ্র ; ৪, ৬, ৮, ৯ মরুৎগণ ; ৫, ৭ মরুৎগণ ও ইন্দ্র ; ১০ ইন্দ্র। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।

চতুর্দিকস্থ লোকেরা সূর্যরূপ ইন্দ্রের প্রতাপান্বিত, অরুষ ও বিচরণকারী অশ্ব যোজনা করিতেছে। আলোকগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ১ ॥ তাহারা ইন্দ্রের কমনীয়, রক্তবর্ণ, তেজঃপূর্ণ ও পুরুষবাহক হরি নামক অশ্বদ্বয় রথের উভয়পার্শ্বে সংযোজিত করে ॥ ২ ॥ হে মনুষ্যগণ, সূর্যরূপ ইন্দ্র নিদ্রায় সংজ্ঞারহিতকে সংজ্ঞাদান করিয়া, অন্ধকারে রূপরহিতকে রূপদান করিয়া, জ্বলন্ত রশ্মির সহিত উদিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ তাহার পর মরুৎগণ যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে মেঘের মধ্যে জলের গর্ভাকার রচনা করিলেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভীসমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ স্তোতাগণ দেবতা কামনা করিয়া ধনযুক্ত ও মহৎ ও বিখ্যাত মরুৎগণকে লক্ষ্য করিয়া সুমন্ত্রী ইন্দ্রের ন্যায় স্তুতি করে ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, যেন তোমাদিগকে ভীতিরহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখা যায় ; তোমরা নিত্যপ্রমুদিত ও তুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট ॥ ৭ ॥ দোষরহিত, স্বর্গাভিগত ও কাময়িতব্য মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে বলসম্পন্ন বলিয়া এই যজ্ঞ অর্চনা করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে চতুর্দিকব্যাপী মরুৎগণ, ঐ অন্তরীক্ষ হইতে অথবা আকাশ হইতে অথবা দীপ্যমান আদিত্যমণ্ডল হইতে আইস ; এই যজ্ঞে ঋত্বিক সম্যক্‌রূপে স্তুতিসাধন করিতেছে ॥ ৯ ॥ এই পৃথিবী হইতে অথবা আকাশ হইতে অথবা মহৎ অন্তরীক্ষ হইতে ধনদানের জন্য ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করি ॥ ১০ ॥

৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।

গাথাকারেরা বৃহৎ গাথাদ্বারা, অর্কীগণ অর্কদ্বারা, বাণীকারেরা বাণীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র হরিদ্বয়কে বচনমাত্রে যোজিত করিয়া সকলের সহিত মিশিতেছেন, তিনি বজ্রযুক্ত ও হিরণ্ময় ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বহুদূর দর্শনের জন্য আকাশে সূর্যকে আরোহণ করাইয়াছিলেন ; সূর্য কিরণদ্বারা পর্বত আলোকিত করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে উগ্র ইন্দ্র, তোমার অমোঘ রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা আহবে এবং (গজাশ্বাদি) লাভযুক্ত সহস্র মহাযুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র আমাদিগের সহায় এবং শত্রুদিগের পক্ষে বজ্রধারী, আমরা মহাধনের জন্য এবং স্বল্প ধনের জন্যও ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ হে সর্বফলদাতা, হে বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের জন্য ঐ মেঘ উদ্ঘাটন করিয়া দাও ; তুমি আমাদিগের যাচ্ঞা কখনও অগ্রাহ্য কর নাই ॥ ৬ ॥ ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে যে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ উৎকৃষ্ট হয়, সে সমস্ত স্তোমই বজ্রধারী ইন্দ্রের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার যোগ্যস্তুতি আমি জানি না ॥ ৭ ॥ যেরূপ বননীয়গতি বৃষভযূথকে বলপূর্ণ করে, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সেইরূপ মনুষ্যদিগকে বলপূর্ণ করেন ; ইন্দ্র ক্ষমতাশালী ও যাচ্ঞা অগ্রাহ্য করেন না ॥ ৮ ॥ যে ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদিগের, ধনসমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির উপর শাসন করেন ॥ ৯ ॥ সর্বজনের উপরিস্থিত ইন্দ্রকে তোমাদিগের জন্য আহ্বান করি, তিনি কেবল আমাদিগেরই হউন ॥ ১০ ॥

৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, আমাদিগের রক্ষণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা শত্রুবিজয়ী, ও প্রভূত ধন দাও ॥ ১ ॥ যে ধনদ্বারা (নিযুক্ত সৈন্যদিগের) নিরন্তর মুষ্টিপ্রহারদ্বারা আমরা শত্রুকে নিবারণ করিব, অথবা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া অশ্বদ্বারা শত্রুকে নিবারণ করিব ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করি, যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করিব ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সহায়তায় আমরা বীর অস্ত্রধারীদিগের সহিত সৈন্যসজ্জাযুক্ত শত্রুকেও পরাভব করিতে পারি ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র মহৎ এবং সর্বোৎকৃষ্ট, বজ্রধারী ইন্দ্রে মহত্ত্ব অবস্থিতি করুক ; তাঁহার সৈন্য আকাশের ন্যায় প্রভূত ॥ ৫ ॥ যে পুরুষেরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েন, অথবা পুত্রলাভ ইচ্ছা করেন, অথবা যে বিজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত থাকেন (তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রের স্তুতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন) ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রের যে উদরদেশ অতিশয় সোমরসপানে তৎপর, সে উদর সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হয়, মুখের প্রচুর জলের ন্যায় (কখনও শুষ্ক হয় না) ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য প্রকৃতই সুনৃত এবং বিবিধ (মিষ্ট)-বচনযুক্ত, সে বাক্য মহৎ এবং গাভীদান করে ; এবং হব্যদাতার পক্ষে সে বাক্য পরিপক্ক ফলপূর্ণ শাখার ন্যায় ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার ঐশ্বর্য প্রকৃতই এইরূপ, এবং মাদৃশ হব্যদাতার রক্ষণের হেতু, এবং তৎক্ষণ-ফলদায়ী ॥ ৯ ॥ তাঁহার স্তোম ও উক্থ প্রকৃতই এইরূপ, অর্থাৎ কাম্য, এবং ইন্দ্রের সোমপানের জন্য কথনীয় ॥ ১০ ॥

৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, আইস, সোমরসরূপ খাদ্যসমূহে হৃষ্ট হও ; মহাবল হইয়া শত্রুদিগের পরাজয়ী হও ॥ ১ ॥ হর্ষজনক ও কার্যকরণে উত্তেজক সোমরস প্রস্তুত হইলে হর্ষযুক্ত ও সর্বকর্মকারক ইন্দ্রকে উৎসর্গ কর ॥ ২ ॥ হে সুশিপ্র ইন্দ্র, সর্বমনুষ্যের অধীশ্বর, হর্ষজনক স্তুতিসমূহদ্বারা হর্ষযুক্ত হও ; দেবগণের সহিত এই সবনসমূহে আইস ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার স্তুতি রচনা করিয়াছি ; তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পালনকারী, সেই স্তুতি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্তুতি তুমি গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ ধন আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ কর ; পর্যাপ্ত ও প্রভূত ধন তোমারই আছে ॥ ৫ ॥ হে প্রভূতধনশালী ইন্দ্র, ধনসিদ্ধির জন্য আমাদিগকে এই কর্মে নিযুক্ত কর ; আমরা উদ্যোগবান্ ও কীর্তিমান্ ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, গাভীযুক্ত, অন্নযুক্ত, প্রভূত ও বৃহৎ, সমস্ত আয়ুর কারণ, ও বিনাশরহিত ধন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে মহৎ কীর্তি এবং সহস্রদানযুক্ত ধন এবং বহুরথপূর্ণ সেই অন্ন দান কর ॥ ৮ ॥ ধনরক্ষার্থ আমরা স্তুতিদ্বারা স্তব করিতে করিতে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি ধনপালক, ঋক্‌প্রিয়, এবং যজ্ঞে গমন করেন ॥ ৯ ॥ প্রত্যেক সবনে যজমানগণ নিত্যনিবাস ও প্রৌঢ় ইন্দ্রের বৃহৎ পরাক্রমের প্রশংসা করে ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে শতক্রতু, গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চকেরা অর্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চনা করে; নর্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারেরা তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে॥ ১॥ যজমান সোমলতা আহরণার্থ যখন সানু হইতে অপর সানুতে আরোহণ করে, এবং প্রভূত কর্ম উপক্রম করে, তখন ইন্দ্র যজমানের প্রয়োজন জানিতে পারেন, এবং অভীষ্টবর্ষণে উৎসুক হইয়া মরুৎদলের সহিত যজ্ঞস্থানে আগমনার্থ উদ্যত হয়েন॥ ২॥ তোমার কেশরযুক্ত, পরাক্রান্ত এবং পুষ্টাঙ্গ অশ্বদ্বয় সংযোজিত কর; তাহার পর হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদিগের স্তুতিশ্রবণার্থ নিকটে আইস॥ ৩॥ হে নিবাসকারণভূত ইন্দ্র, আইস, আমাদের স্তুতি প্রশংসা কর, অনুমোদন কর, ও শব্দদ্বারা আনন্দ প্রকাশ কর; আমাদিগের অন্ন ও যজ্ঞ এককালে বর্ধন কর॥ ৪॥ বহুশত্রু-নিষেধকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে বর্ধনকারী উক্থ গীত হইবে; যেন সেই ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদিগের পুত্র ও বন্ধুদিগের মধ্যে মহানাদ করেন॥ ৫॥ আমরা মিত্রতার জন্য, ধনের জন্য, সুবীর্যের জন্য তাঁহার নিকট যাই; সেই ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদিগকে ধন দান করিয়া আমাদিগের রক্ষণসমর্থ হইয়াছেন॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, তোমার প্রদত্ত অন্ন সর্বত্র প্রসারিত এবং সুখপ্রাপ্য, হে বজ্রধারী ইন্দ্র, গাভীর নিবাসস্থান খুলিয়া দাও, ধন সম্পাদন কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, শত্রুবধকালে এই উভয় জগৎ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না; তুমি স্বর্গীয় জল জয় কর, আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে গাভী প্রেরণ কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তোমার কর্ণ চারিদিক হইতে শুনিতে পায়, আমাদিগের আহ্বান শীঘ্র শ্রবণ কর; আমার স্তুতি ধারণ কর, আমার এই স্তোত্র ও আমার সখার স্তোত্র আপনার নিকটে ধারণ কর॥ ৯॥ আমরা তোমাকে জানি; তুমি প্রভূত রূপে অভীষ্ট বর্ষণ কর, তুমি সংগ্রামে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর; আমরা সম্যগভীষ্টবর্ষীর সহস্রধনপ্রদ আশ্রয় প্রার্থনা করি॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, শীঘ্র আমাদিগের নিকট আইস; হে কুশিকপুত্র, হৃষ্ট হইয়া অভিষুত সোম পান কর; নব্য আয়ুঃ সম্যক্‌রূপে বর্ধন কর; এই ঋষিকে সহস্রধনোপেত কর॥ ১১॥ হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র, চারিদিক হইতে এই স্তুতি তোমার নিকট উপনীত হউক; তুমি দীর্ঘায়ুঃ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া সেই স্তুতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক; তোমার প্রীতি সাধন করিয়া সেই স্তুতি আমাদিগের প্রীতিকর হউক॥ ১২॥

১১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা ঋষি। অনুষ্টুপ্।
সমুদ্রবৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, রথীদিগের মধ্যে রথিশ্রেষ্ঠ, অন্নপতি ও সজ্জনপালক ইন্দ্রকে আমাদিগের সমস্ত স্তুতি বর্ধন করিয়াছে॥ ১॥ হে বলপতি ইন্দ্র, তোমার মিত্রতায় অন্নবান্ হইয়া আমরা যেন না ভয় করি; তুমি জয়শীল ও অপরাজিত, তোমাকে আমরা স্তুতি করি॥ ২॥ ইন্দ্রের ধনদান পূর্বকালসিদ্ধ; যদি তিনি স্তোতাদিগকে গাভীযুক্ত ও অন্নযুক্ত ধন দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষান্ত হইবে না॥ ৩॥ যুবা, মেধাবী, প্রভূতবলসম্পন্ন, সকল কর্মের ধর্তা, বজ্রযুক্ত ও বহুস্তুতিভাজন ইন্দ্র অসুরদিগের নগরবিদারকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৪॥ হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি গাভীহরণকারী বলনামক শত্রুর গহ্বর উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে; তখন বলাসুরনিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৫॥ হে বীর ইন্দ্র, আমি স্যন্দমান সোমরসের গুণ সর্বত্র ব্যক্ত করিয়া তোমার ধনদানে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছি। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র, পূর্ব যজ্ঞকর্তাগণ তোমার নিকট উপনীত হইত, এবং তোমার বদান্যতা জানিয়াছিল॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি মায়াবী শুষ্ণ (নামক অসুরকে) মায়াদ্বারা বধ করিয়াছিল; মেধাবিগণ তোমার (মহিমা) জানে, তাহাদিগের অন্ন বর্ধন কর॥ ৭॥ বলপ্রভাবে জগতের নিয়ন্তা ইন্দ্রকে স্তোতাগণ স্তুতি করিয়াছিল; তাঁহার ধনদান সহস্রসংখ্যক অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক॥ ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
অগ্নি দেবদূত ও দেবগণের আহ্বানকারী, তিনি সর্বধনযুক্ত এবং এই যজ্ঞের সুনিষ্পাদক, আমরা অগ্নিকে বরণ করি॥ ১॥ প্রজাপালক, হব্যবাহী, এবং বহুলোকের প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ নিরন্তর আহ্বান-মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিয়া থাকে॥ ২॥ হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি, এই ছিন্নকুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে দেবতাদিগকে আনয়ন কর; তুমি আমাদিগের স্তুতিভাজন ও দেবতাদিগের আহ্বানকারী॥ ৩॥ হে অগ্নি, যেহেতু তুমি দেবতাদিগের দূতকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব হব্যাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে জাগরিত কর; দেবগণের সহিত এই কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে উপবেশন কর॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি ঘৃতের দ্বারা আহুত ও দীপ্যমান; আমাদিগের বিদ্বেষিগণ রাক্ষসের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দহন কর॥ ৫॥ অগ্নি অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত হয়েন, তিনি মেধাবী, গৃহপালক, যুবা, হব্যবাহী ও জুহুমুখ॥ ৬॥ মেধাবী, সত্যধর্মা, শত্রুনাশক, দেব অগ্নির নিকটে আসিয়া যজ্ঞকর্মে তাঁহার স্তুতি কর॥ ৭॥ হে দেব অগ্নি, তুমি দেবদূত, যে হবিষ্পতি তোমার পরিচর্যা করে তুমি তাহার সম্যক্ রক্ষক হও॥ ৮॥ যে হবিষ্পতি দেবগণের হব্যভক্ষণার্থ অগ্নির নিকটে আসিয়া সম্যক্ পরিচর্যা করে, হে পাবক, তাহাকে সুখী কর॥ ৯॥ হে দীপ্যমান পাবক অগ্নি, তুমি আমাদিগের জন্য দেবতাগণকে এখানে লইয়া আইস, এবং আমাদিগের যজ্ঞ ও হব্য দেবসমীপে লইয়া যাও॥ ১০॥ হে অগ্নি, নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রদ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগের জন্য ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর॥ ১১॥ হে অগ্নি, তুমি শুভ্রদীপ্তিযুক্ত ও দেবগণের আহ্বানসমর্থ-স্তোত্রসমন্বিত; তুমি আমাদিগের এই স্তোত্র গ্রহণ কর॥ ১২॥

১৩ সূক্ত। দেবতা: ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি; ২ তনূনপাৎ; ৩ নরাশংস;
৪ ইল; ৫ বর্হি; ৬ যজ্ঞভূমির দ্বার; ৭ উষা ও নক্ত; ৮ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব
হোতৃদ্বয়; ৯ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী; ১০ ত্বষ্টা; ১১ বনস্পতি;
১২ স্বাহাকৃতিগণ। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
হে সুসমিদ্ধনামক অগ্নি, আমাদিগের যজমানের নিকট দেবগণকে আনয়ন কর; হে পাবক, হে দেবগণের আহ্বানকারী, তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর॥ ১॥ হে মেধাবী তনূনপাৎ-নামক অগ্নি, আমাদিগের রসবৎ যজ্ঞ অদ্য ভক্ষণার্থ দেবগণের নিকট লইয়া যাও॥ ২॥ এই যজনদেশে, এই যজ্ঞে, প্রিয়, মধুজিহ্ব, হব্যনিষ্পাদক, নরাশংসনামক অগ্নিকে আহ্বান করি॥ ৩॥ হে ঈলিত অগ্নি, সুখতম রথে দেবগণকে লইয়া আইস; মনুষ্যদ্বারা তুমি দেবগণের আহ্বানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ॥ ৪॥ হে বুদ্ধিমান্ ঋত্বিক্‌গণ, পরস্পরসংসক্ত এবং ঘৃতাচ্ছাদিত বর্হিকুশ বিস্তার কর, সেই কুশের উপর ঘৃত দৃষ্ট হয়॥ ৫॥ দেবীদ্বার উদ্ঘাটিত হউক; সে দ্বার যজ্ঞের বর্ধনসাধক; দ্যুতিমান্, এবং এতদিন জনশূন্য ছিল; অদ্য অবশ্যই যজ্ঞ সাধন করিতে হইবে॥ ৬॥ শোভনরূপযুক্ত নক্ত ও উষাকে এই আমাদিগের কুশে বসিবার জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি॥ ৭॥ ঐ সুজিহ্ব, মেধাবী, হোতা, দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি; তাঁহারা আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন॥ ৮॥ সুখপ্রদ ও ক্ষয়রহিত, ইলা, সরস্বতী ও মহী এই দেবীত্রয় এই কুশে উপবেশন করুন॥ ৯॥ শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধরূপসম্পন্ন ত্বষ্টাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি; তিনি কেবল আমাদিগের পক্ষেই থাকুন॥ ১০॥ হে দেব বনস্পতি, দেবতাদিগকে হব্য সমর্পণ কর; হব্যদাতার যেন পরম জ্ঞান জন্মে॥ ১১॥ ইন্দ্রের জন্য যজমানের গৃহে স্বাহাদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন কর; সেই যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিতেছি॥ ১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ (বিশ্বদেবগণের সহিত অগ্নি) ; ৩ ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, অগ্নি, পূষন্, ভগ, আদিত্য ও মরুৎগণ ; ১০ বিশ্বদেবগণ, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র ও ধাম ; ১১ অগ্নি। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।

হে অগ্নি, এই বিশ্বদেবগণের সহিত সোমপানার্থ আমাদিগের পরিচর্যা ও স্তুতি গ্রহণ করিতে আইস, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥ ১ ॥ হে মেধাবী অগ্নি, কণ্বপুত্রেরা তোমাকে আহ্বান করিতেছে, এবং তোমার কর্মসমূহ প্রশংসা করিতেছে ; তুমি দেবগণের সহিত আইস ॥ ২ ॥ ইন্দ্র ও বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র ও অগ্নি, পুষা ও ভগ এবং আদিত্যসমূহ ও মরুৎগণকে যজ্ঞভাগ দান কর ॥ ৩ ॥ তোমাদিগের জন্য তৃপ্তিকর, হর্ষকর, বিন্দুরূপ, মধুর ও পাত্রস্থিত সোমরসসমূহ প্রস্তুত হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, হব্যযুক্ত এবং অলংকৃত কণ্বপুত্রেরা কুশ ছিন্ন করিয়া তোমার রক্ষণকামনায় তোমার স্তুতি করে ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, সংকল্প মাত্রেই রথে সংযোজনীয় যে ঘৃতপৃষ্ঠ বাহকগণ তোমাকে বহন করে, তৎ-দ্বারা দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, সেই যজনীয় যজ্ঞবর্ধক দেবগণকে পত্নীযুক্ত কর। হে সুজিহ্ব, দেবগণকে মধুর সোমরস পান করাও ॥ ৭ ॥ যে দেবগণ যজনীয়, যে দেবগণ স্তুতিভাজন, হে অগ্নি, তাঁহারা বষট্‌কারকালে তোমার জিহ্বাদ্বারা মধুর সোমরস পান করুন ॥ ৮ ॥ মেধাবী ও দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি উষাকালে জাগরিত সমস্ত দেবগণকে সূর্যদীপ্ত স্বর্গলোক হইতে এই স্থানে নিঃসন্দেহরূপে আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত, ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত, ও মিত্রের তেজসমূহের সহিত সোমমধু পান কর ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি মনুষ্যনিযুক্ত দেবগণের আহ্বানকারী যজ্ঞে উপবেশন কর ; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥ ১১ ॥ হে দেব অগ্নি, অরুষী, হরিৎ ও রোহিত অশ্বীদিগকে রথে যোগ কর ; তৎ-দ্বারা দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর ॥ ১২ ॥

১৫ সূক্ত। দেবতা : (প্রতি দেবতা ঋতুর সহিত) ১ ইন্দ্র ; ২ মরুৎগণ ; ৩ ত্বষ্টা ; ৪ অগ্নি ; ৫ ইন্দ্র ; ৬ মিত্রাবরুণ ; ৭-১০ দ্রবিণোদাঃ ; ১১ অশ্বিদ্বয় ; ১২ অগ্নি। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, ঋতুর সহিত সোম পান কর ; তৃপ্তিকর ও ত্বদবস্থিত সোমরস তোমাতে প্রবেশ করুক ॥ ১ ॥ হে মরুৎগণ, ঋতুর সহিত পোতৃ নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে সোম পান কর, আমাদিগের যজ্ঞ পবিত্র কর ; তোমরা প্রকৃতই দানশীল ॥ ২ ॥ হে পত্নীযুক্ত নেষ্টা, দেবগণের সমীপে আমাদিগের যজ্ঞের প্রশংসা কর ; ঋতুর সহিত সোম পান কর ; কেননা তুমি রত্নদাতা ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, দেবগণকে এইস্থানে আনয়ন কর, তিনটি যজ্ঞস্থানে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাও, তাঁহাদিগকে অলংকৃত কর, তুমি ঋতুর সহিত সোম পান কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, স্তুতিকারের ধনযুক্ত পাত্র হইতে ঋতুদিগের পর তুমি সোম পান কর, যেহেতু তোমার মিত্রতা অবিচ্ছিন্ন ॥ ৫ ॥ হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ, তোমরা ঋতুর সহিত আমাদিগের এই প্রবৃদ্ধ ও অদহনীয় যজ্ঞে ব্যাপ্ত হও ॥ ৬ ॥ অধ্বরে এবং যজ্ঞসমূহে ধনার্থী ঋত্বিকেরা সোমরস প্রস্তুত করিবার প্রস্তর হস্তে করিয়া ধনপ্রদ অগ্নিদেবকে স্তুতি করে ॥ ৭ ॥ যে সমস্ত ধনের কথা শুনা যায়, দ্রবিণোদা আমাদিগকে সেই ধন দান করুন, সেই ধন দেবগণের যজ্ঞের জন্য আমরা গ্রহণ করিব ॥ ৮ ॥ দ্রবিণোদা ঋতুদিগের সহিত নেষ্টার পাত্র হইতে সোমপান করিতে ইচ্ছা করেন ; হে ঋত্বিকগণ, (যজ্ঞস্থানে) গমন কর, হোম কর, পরে প্রস্থান কর ॥ ৯ ॥ হে দ্রবিণোদা, যেহেতু ঋতুদিগের সহিত তোমাকে চতুর্থবার অর্চনা করিতেছি, অতএব তুমি নিঃসন্দেহরূপে আমাদিগকে ধন প্রদান কর ॥ ১০ ॥ হে দ্যুতিমান অগ্নিযুক্ত বিশুদ্ধকর্মা অশ্বিদ্বয়, মধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোম পান কর ; তোমরাই ঋতুর সহিত যজ্ঞনির্বাহক ॥ ১১ ॥ হে গৃহপতি, রূপযুক্ত, ফলপ্রদ অগ্নি, তুমি ঋতুর সহিত যজ্ঞের নির্বাহক ; দেবাকাঙ্ক্ষী যজমানের জন্য দেবগণকে অর্চনা কর ॥ ১২ ॥

১৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তোমার অশ্বগণ তোমাকে সোমপানার্থ এই স্থানে লইয়া আইসুক ; সূর্যের ন্যায় প্রকাশযুক্ত বাহকগণ তোমাকে লইয়া আইসুক ॥ ১ ॥ যেন হরিনামক অশ্বদ্বয় এই ঘৃতস্রাবী ধান্যের নিকট সুখতম রথে ইন্দ্রকে লইয়া আইসে ॥ ২ ॥ প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, যজ্ঞসম্পাদনকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি এবং যজ্ঞসমাপনসময়ে সোমপানার্থ আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, কেশরযুক্ত অশ্বগণের সহিত তুমি আমাদিগের অভিষুত সোমরস সমীপে আইস ; সোমরস অভিষুত হইলে আমরা তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের এই স্তুতি গ্রহণ করিতে আইস ; যেহেতু যজ্ঞসবন অভিষুত হইয়াছে, তৃষিত গৌর মৃগের ন্যায় পান কর ॥ ৫ ॥ এই তরল সোমরসসমূহ আস্তীর্ণ কুশের উপর প্রচুর পরিমাণে অভিষুত হইয়াছে ; হে ইন্দ্র, বলের জন্য এই সোম পান কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, এই স্তুতি শ্রেষ্ঠ, ইহা তোমার হৃদয়স্পর্শী ও সুখকর হউক ; পরে অভিষুত সোম পান কর ॥ ৭ ॥ বৃত্রহা ইন্দ্র সোমপানার্থ ও হর্ষের নিমিত্ত সকল অভিষুত সবনে গমন করেন ॥ ৮ ॥ হে শতক্রতু, গাভী ও অশ্বসমূহ দ্বারা তুমি আমাদিগের অভিলাষ সর্বতোভাবে পুরণ কর ; আমরা ধ্যানযুক্ত হইয়া তোমার স্তুতি করি ॥ ৯ ॥

১৭ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। কণ্বের পুত্র
মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ; ৪-৫ পাদনিচৃৎ।
আমি সম্রাট্ ইন্দ্র ও বরুণের নিকট রক্ষণের জন্য যাচ্ঞা করি, এইরূপে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা উভয়ে আমাদিগকে সুখী করেন ॥ ১ ॥ তোমরা মাদৃশ ঋত্বিকের রক্ষণার্থ আমার আহ্বান গ্রহণ কর ; তোমরা মনুষ্যের অধিপতি ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমাদিগের কামনা অনুসারে ধন দিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত কর ; তোমরা সমীপে থাক এই ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥ যেহেতু আমাদিগের যজ্ঞের হব্য মিশ্রিত হইয়াছে এবং ঋত্বিক্‌দিগের স্তোত্রও মিশ্রিত, যেন আমরা যজ্ঞান্নদাতাদিগের মধ্যে মুখ্য হই ॥ ৪ ॥ সহস্রধনপ্রদদিগের মধ্যে ইন্দ্র ধনদাতা, স্তুতিভাজনদিগের মধ্যে বরুণ স্তুত্য ॥ ৫ ॥ তাঁহাদিগের রক্ষণদ্বারা আমরা ধন সম্ভোগ করি, ও (ধন) সঞ্চয় করি, এবং তদ্ব্যতীত প্রচুর ধন হউক ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, বিবিধ ধনের জন্য আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি, আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে জয়যুক্ত কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমাদিগের বুদ্ধি তোমাদিগের সম্যক্ সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, আমাদিগকে শীঘ্র সুখ দান কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, যে স্তুতিদ্বারা আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধীয় যে স্তুতি তোমরা বর্ধন করিতেছ, যেন সেই শোভনীয় স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

১৮ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ ব্রহ্মণস্পতি ; ৪ ইন্দ্র, ব্রহ্মণস্পতি ও সোম ;
৫ ব্রহ্মণস্পতি, সোম, ইন্দ্র ও দক্ষিণা ; ৬-৮ সদসস্পতি ; ৯ সদসস্পতি
বা নরাশংস। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
হে ব্রহ্মণস্পতি, সোমরসদাতাকে (অর্থাৎ আমাকে) উশিজ্‌পুত্র কক্ষীবানের ন্যায় দেবগণের নিকট প্রসিদ্ধ কর ॥ ১ ॥ যিনি ধনবান, রোগহন্তা, ধনদাতা, পুষ্টিবর্ধক, ও শীঘ্রফলপ্রদ, সেই ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে অনুগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন ॥ ২ ॥ উপদ্রবকারী মনুষ্যের হিংসাযুক্ত নিন্দা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ যে মনুষ্যকে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি ও সোম বর্ধন করেন সে বীর বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৪ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি ও সোম ও ইন্দ্র ও দক্ষিণা সেই মনুষ্যকে পাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥ বিস্ময়কর, ইন্দ্রপ্রিয়, কমনীয় ও ধনদাতা সদসস্পতির নিকট মেধাশক্তি যাচ্ঞা করিয়াছি ॥ ৬ ॥ যাঁহার প্রসাদ ব্যতীত জ্ঞানবানেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, সেই সদসস্পতি আমাদিগের মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের যোগ ব্যাপিয়া আছেন ॥ ৭ ॥ পরে তিনি হব্যসম্পাদক যজমানকে বর্ধন করেন, যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে সমাপন করেন, (তাঁহার প্রসাদে) আমাদিগের স্তুতি দেবগণকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥ বিক্রমশালী সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ততেজা নরাশংসকে আমি দেখিয়াছি ॥ ৯ ॥

১৯ সূক্ত । অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা । কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি । গায়ত্রী ।

হে অগ্নি, এই চারু যজ্ঞে সোমপানার্থ তুমি আহূত হইতেছ, অতএব মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি মহৎ, তোমার যজ্ঞ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এরূপ উৎকৃষ্টতর দেব বা মনুষ্য নাই, মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, যে দ্যুতিমান ও হিংসারহিত মরুৎগণ মহাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে জানেন, সেই মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৩ ॥ যে উগ্র ও অধৃষ্টবলসম্পন্ন মরুৎগণ জল বর্ষণ করিয়াছিলেন, হে অগ্নি, সেই মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৪ ॥ যাঁহারা শোভমান, উগ্ররূপধারী, প্রভূতবলসম্পন্ন ও শত্রুবিনাশক, হে অগ্নি, সেই মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৫ ॥ আকাশের উপরি দীপ্যমান্, স্বর্গে যে দীপ্যমান্ মরুতেরা বাস করেন, হে অগ্নি, সেই মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৬ ॥ যাঁহারা মেঘসমূহকে সঞ্চালন করেন, জলরাশি সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন, হে অগ্নি, সেই মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৭ ॥ যাঁহারা সূর্যকিরণের সহিত (সমগ্র আকাশে) ব্যাপ্ত হয়েন, যাঁহারা বলদ্বারা সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন, হে অগ্নি, সেই মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তোমার প্রথম পানার্থে সোম মধু প্রদান করিতেছি, হে অগ্নি, মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ৯ ॥

২০ সূক্ত । ঋভুগণ দেবতা । কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি । গায়ত্রী ।

যে ঋভুগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দেবগণের উদ্দেশে মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ এই প্রভূতধনপ্রদ স্তোত্র নিজমুখে রচনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥ আজ্ঞামাত্র যে হরিনামক অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত হয় সেই অশ্বদ্বয় ইন্দ্রের জন্য যাঁহারা মানসিক বলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ঋভুগণ গ্রহচমসাদি উপকরণদ্রব্যের সহিত আমাদিগের যজ্ঞ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ২ ॥ তাঁহারা নাসত্যদ্বয়ের জন্য সর্বতোগামী ও সুখকর একখানি রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং একটি ক্ষীরদোগ্‌ধ্রী গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ ঋজুতাপ্রিয় ও সর্বকর্মে ব্যাপ্ত ঋভুগণের মন্ত্র বিফল হয় না ; তাঁহারা পিতা-মাতাকে পুনরায় যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে ঋভুগণ, মরুৎগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সহিত, ও দীপ্যমান আদিত্যদিগের সহিত, তোমাদিগকে একত্রে হর্ষদায়ক সোমরস প্রদান করা যায় ॥ ৫ ॥ ত্বষ্টাদেবের নূতন সেই চমস নিঃশেষিতরূপে নির্মিত হইয়াছিল, ঋভুগণ সেই চমস পুনরায় চারিখানি করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা আমাদিগের শোভনীয় স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া অভিষবকারীকে তিনগুণ সপ্তপ্রকার রত্ন এক এক করিয়া প্রদান কর ॥ ৭ ॥ যজ্ঞের বাহক ঋভুগণ অবিনশ্বর আয়ুঃ ধারণ করেন ; সুকৃতিদ্বারা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞের ভাগ সেবন করেন ॥ ৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
এই যজ্ঞে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাদিগেরই স্তোত্র কামনা করি, সেই বহুসোমপায়িদ্বয় সোম পান করুন॥ ১॥ হে মনুষ্যগণ, সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে এই যজ্ঞে প্রশংসা কর ও শোভিত কর, গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রে তাঁহাদিগের উদ্দেশে গান কর॥ ২॥ আমার অনুষ্ঠাতার প্রশংসার জন্য আমরা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি, সেই সোমপায়িদ্বয়কে সোমপানার্থ আহ্বান করি॥ ৩॥ উগ্রদেবদ্বয়কে এই অভিষবযুক্ত যজ্ঞের সমীপে আহ্বান করি, ইন্দ্র ও অগ্নি এই যজ্ঞে আগমন করুন॥ ৪॥ সেই মহৎ ও সভাপালক ইন্দ্র ও অগ্নি রাক্ষসজাতিকে ক্রূরতাশূন্য করুন, ভক্ষক রাক্ষসগণ সন্ততিশূন্য হউক॥ ৫॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, এই যজ্ঞহেতু তোমরা চৈতন্যালোকে জাগরিত হও, আমাদিগকে সুখ দান কর॥ ৬॥

২২ সূক্ত। দেবতা : ১-৪ অশ্বিদ্বয় ; ৫-৮ সবিতা ; ৯-১০ অগ্নি ; ১১ দেবীগণ ; ১২ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী ; ১৩-১৪ দ্যাবা-পৃথিবী ; ১৫ পৃথিবী ; ১৬ বিষ্ণু বা দেবগণ ; ১৭-২১ বিষ্ণু।
কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
প্রাতঃকালে সংযুক্ত অশ্বিদ্বয়কে জাগরিত কর, তাঁহারা সোমপানার্থ এই যজ্ঞে আসুন॥ ১॥ যে দেব অশ্বিদ্বয় শোভনীয়রথযুক্ত, রথিশ্রেষ্ঠ ও স্বর্গবাসী, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের যে অশ্বস্বেদযুক্ত ও সুধ্বনিযুক্ত চাবুক আছে তাহার সহিত আসিয়া এ যজ্ঞ সোমরসে সিক্ত কর॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, সোমদাতা যজমানের যে গৃহের দিকে রথে গমন করিতেছ, সে গৃহ দূরে নহে॥ ৪॥ হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমি রক্ষণার্থ আহ্বান করি, সেই দেব যজমানের প্রাপ্য পদ জানাইয়া দিবেন॥ ৫॥ জলশোষক সবিতাকে রক্ষণার্থ স্তুতি কর ; আমরা তাঁহার যজ্ঞ কামনা করি॥ ৬॥ নিবাসহেতুভূত, বহুবিধ ধনের বিভক্তা, ও মনুষ্যদিগের প্রকাশকারী সবিতাকে আমরা আহ্বান করি॥ ৭॥ হে সখাগণ, চারিদিকে উপবেশন কর, সবিতাকে আমাদের শীঘ্র স্তুতি করিতে হইবে, ধনদাতা সবিতা শোভা পাইতেছেন॥ ৮॥ হে অগ্নি, দেবগণের আকাঙ্ক্ষিণী পত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর, ত্বষ্টাকে সোমপানার্থ সমীপে আনয়ন কর॥ ৯॥ হে অগ্নি, আমাদিগের রক্ষার্থে দেবপত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যবিষ্ঠ, হোত্রা, ভারতী, ও বরণীয়া ধিষণাকে আনয়ন কর॥ ১০॥ অচ্ছিন্নপক্ষা মনুষ্য-পালয়িত্রী দেবীগণ রক্ষণ ও মহৎ সুখদান দ্বারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন॥ ১১॥ আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ও সোমপানার্থ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করি॥ ১২॥ মহৎ দ্যৌঃ ও পৃথিবী আমাদিগের এই যজ্ঞ রসে সিক্ত করুন, এবং পুষ্টিদ্বারা আমাদিগকে পূর্ণ করুন॥ ১৩॥ মেধাবীরা নিজ কর্মগুণে সেই দ্যৌঃ ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্বের নিবাসস্থানে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে ঘৃতবৎ জল লেহন করেন॥ ১৪॥ হে পৃথিবী, বিস্তীর্ণা, কণ্টকরহিতা ও নিবাসভূতা হও; আমাদিগকে প্রচুর সুখ দাও॥ ১৫॥ বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১৬॥ বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল॥ ১৭॥ বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্মসমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন॥ ১৮॥ বিষ্ণুর যে কর্মবলে যজমান ব্রতসমুদয় অনুষ্ঠান করেন সেই কর্মসকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা॥ ১৯॥ আকাশে সর্বতোবিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ সর্বদা দৃষ্টি করেন ॥ ২০ ॥ স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন ॥ ২১ ॥

২৩ সূক্ত। দেবতা : ১ বায়ু, ২-৩ ইন্দ্র-বায়ু, ৪-৬ মিত্রাবরুণ, ৭-৯ ইন্দ্র ও মরুৎ, ১০-১২ বিশ্বদেবগণ, ১৩-১৫ পূষন্, ১৬-২২ ও ২৩ (পূর্বার্ধ) অপ্, ২৩ (উত্তরার্ধ) ও ২৪ অগ্নি। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। ১-১৮ গায়ত্রী ; ১৯ পুরউষ্ণিক্ ; ২১ প্রতিষ্ঠা ; ২০,২২-২৪ অনুষ্টুপ্ ।

হে বায়ু, এই তীব্র ও সুপাকবিশিষ্ট সোমরসসমূহ অভিষুত হইয়াছে, তুমি আইস ; সেই সোমরস আনীত হইয়াছে, পান কর ॥ ১ ॥ আকাশবাসী ইন্দ্র ও বায়ু উভয় দেবকে এই সোমপানার্থ আমি আহ্বান করি ॥ ২ ॥ যজ্ঞপালক ইন্দ্র ও বায়ু মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন ও সহস্রাক্ষ, মেধাবী লোকে রক্ষণার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন ॥ ৩ ॥ মিত্র ও বরুণ শুদ্ধবল ও যজ্ঞদেশে প্রাদুর্ভূত হন, আমরা তাঁহাদের সোমপানার্থ আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ যে মিত্র ও বরুণ সত্যদ্বারা যজ্ঞ বৃদ্ধি করেন ও যজ্ঞের জ্যোতি পালন করেন, তাঁহাদিগকে আমি আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ বরুণ ও মিত্র সকল প্রকার রক্ষণকার্যদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, তাঁহারা আমাদিগকে প্রভূতধনযুক্ত করুন ॥ ৬ ॥ মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করি, তিনি মরুৎগণের সহিত তৃপ্ত হউন ॥ ৭ ॥ হে দেব মরুৎগণ, ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য, পূষা তোমাদিগের দাতা, আমার আহ্বান সকলে শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ হে দানশীল মরুৎগণ, বলবান ও তোমাদের সহায়ভূত ইন্দ্রের সহিত শত্রুকে বিনাশ কর, যেন সেই দুর্মুখ আমাদিগের উপর আধিপত্য না পায় ॥ ৯ ॥ সমস্ত মরুৎদেবগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি, তাঁহারা উগ্র ও পৃশ্নির সন্তান ॥ ১০ ॥ হে নেতৃগণ, যখন তোমরা শোভনীয় (যজ্ঞকার্য) প্রাপ্ত হও তখন বিজয়ীদিগের নাদের ন্যায় মরুৎগণের সদর্পরব আইসে ॥ ১১ ॥ দীপ্তিকর বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন মরুৎগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ও সুখী করুন ॥ ১২ ॥ হে দীপ্তিযুক্ত শীঘ্রগামী পূষা, পশু হারাইয়া গেলে লোকে যেরূপ তাহাকে (অন্বেষণ করিয়া) আনয়ন করে, তুমি সেইরূপ আকাশ হইতে বিচিত্র কুশসংযুক্ত যজ্ঞধারক সোম আনয়ন কর ॥ ১৩ ॥ দীপ্তিযুক্ত পূষা গুহাস্থিত ও লুক্কায়িত বিচিত্র কুশসংযুক্ত দীপ্যমান্ সোম পাইলেন ॥ ১৪ ॥ এবং সেই পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় ঋতু ক্রমান্বয়ে বারবার আনিয়াছিলেন, কৃষক যেরূপ গরুদ্বারা বারবার যব চাষ করে ॥ ১৫ ॥ আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদিগের মাতৃস্থানীয় জল যজ্ঞপথ দিয়া যাইতেছে ; সেই জল আমাদিগের হিতকারী বন্ধু এবং দুগ্ধকে মিষ্ট করিতেছে ॥ ১৬ ॥ এই যে সমস্ত জল সূর্যের সমীপে আছে, অথবা সূর্য যে সমস্ত জলের সহিত আছেন, সেই সমস্ত জল আমাদিগের যজ্ঞ প্রীতিকর করুক ॥ ১৭ ॥ যে জল আমাদিগের গাভীসকল পান করে, সেই জলদেবীকে আহ্বান করি, যে জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে, তাহাদিগের হব্য দেওয়া কর্তব্য ॥ ১৮ ॥ জলের ভিতর অমৃত আছে, জলে ওষধি আছে, হে ঋষিগণ, সেই জলের প্রশংসায় উৎসাহী হও ॥ ১৯ ॥ সোম আমাকে বলিয়াছেন জলের মধ্যে সকল ওষধি আছে, এবং জগতের সুখকর অগ্নি আছে, এবং সকল প্রকার ভেষজ আছে ॥ ২০ ॥ হে জল, আমার শরীরের জন্য রোগনিবারক ওষধি পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখিতে পাই ॥ ২১ ॥ আমাতে যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে, আমি যে কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আমি যে শাপ দিয়াছি, আমি যে অসত্য কহিয়াছি, হে জল, সে সমস্ত ধৌত কর ॥ ২২ ॥ অদ্য স্নানহেতু জলে প্রবেশ করিতেছি, জলরসে সংগত হইয়াছি ; হে জলস্থিত অগ্নি, আইস, আমাকে তেজঃপূর্ণ কর ॥ ২৩ ॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি, আমাকে তেজ ও সন্ততি ও পরমায়ু দান কর ; যেন দেবগণ আমার (অনুষ্ঠান) জানিতে পারেন, যেন ইন্দ্র ও ঋষিগণ জানিতে পারেন ॥ ২৪ ॥

২৪ সূক্ত। দেবতা : ১ ক (প্রজাপতি), ২ অগ্নি, ৩-৫ সবিতা, ৫ ভগ বা সবিতা, ৬-১৫ বরুণ। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। ১, ২, ৬, ১৫ ত্রিষ্টুপ্ ; ৩-৫ গায়ত্রী।

দেবগণের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কোন্ দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব ? কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন ? যে আমি পিতা ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি ? ॥ ১ ॥ দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের চারু নাম উচ্চারণ করি ; তিনি আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিন। যেন আমি পিতাকে ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি ॥ ২ ॥ হে সদারক্ষণশীল সবিতা, তুমি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, তোমার নিকট সম্ভোগ-যোগ্য ধন যাচ্ঞা করি ॥ ৩ ॥ যে প্রশংসিত, অনিন্দিত, দ্বেষরহিত, ও সম্ভোগযোগ্য ধন তুমি হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে সবিতা, তুমি ধনযুক্ত, তোমার রক্ষণদ্বারা ধনের উৎকর্ষ লাভ করিতে ব্যাপৃত থাকি ॥ ৫ ॥ হে বরুণ, এই উড্ডীয়মান পক্ষিগণ তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই ; এই অনিমিষবিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না ॥ ৬ ॥ বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূলরহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বর্ণনীয় তেজঃপুঞ্জ উর্ধ্বে ধারণ করেন ; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল উর্ধ্বে ; তৎ-দ্বারা যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে ॥ ৭ ॥ রাজা বরুণ সূর্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ; পদরহিত অন্তরীক্ষে সূর্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন ; তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন ॥ ৮ ॥ হে বরুণরাজ, তোমার শত ও সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীর হউক ; নির্ঋতিকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে রাখ, আমাদিগের কৃত পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর ॥ ৯ ॥ ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায় ? বরুণের কর্মসমূহ অপ্রতিহত, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয় ॥ ১০ ॥ আমি স্তোত্রদ্বারা স্তব করিয়া তোমার নিকট সেই পরমায়ু যাচ্ঞা করি, যজমান হব্যদ্বারা তাহাই প্রার্থনা করে। হে বরুণ, তুমি এ বিষয়ে অনাদর না করিয়া মনোযোগ কর, তুমি বহুলোকের স্তুতিভাজন, আমার আয়ু লইও না ॥ ১১ ॥ রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও এইরূপ প্রকাশ করিতেছে, আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছে সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তি দান করুন ॥ ১২ ॥ শুনঃশেপ ধৃত হইয়া ও তিনপদ কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল ; অতএব বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ তাহাকে মুক্তি দিন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিন ॥ ১৩ ॥ হে বরুণ, নমস্কার করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হব্যদান করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে অসুর, হে প্রচেতঃ, হে রাজন্, আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর ॥ ১৪ ॥ হে বরুণ, আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে, হে অদিতিপুত্র, আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব ॥ ১৫ ॥

২৫ সূক্ত। বরুণ দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী।

যেমন লোকে ভ্রম করে সেইরূপ আমরাও দিনে দিনে তোমার ব্রতসাধনে ভ্রম করিয়া থাকি ॥ ১ ॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরুণ, অনাদর করিয়া, হননকারী হইয়া তুমি আমাদিগকে বধ করিও না, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিও না ॥ ২ ॥ হে বরুণ, রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে (পরিতৃপ্ত করে), আমরা সুখের জন্য সেইরূপ স্তুতিদ্বারা তোমার মন প্রসন্ন করি ॥ ৩ ॥ পক্ষিগণ যেরূপ নিবাসস্থানের দিকে ধাবমান হয়, আমার ক্রোধরহিত চিন্তাসমূহ সেইরূপ ধনপ্রাপ্তির জন্য ধাবিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ বরুণ বলবান্, নেতা ও বহু লোককে দর্শন করেন, কবে আমরা সুখের জন্য তাঁহাকে (এই যজ্ঞে) আনিতে পারিব ? ॥ ৫ ॥ যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া (মিত্র ও বরুণ) এই সাধারণ হব্য গ্রহণ করিতেছেন, অগ্রাহ্য করেন না ॥ ৬ ॥ যিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকাসমূহের পথ জানেন ॥ ৭ ॥ যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন, এবং যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় তাহাও জানেন ॥ ৮ ॥ যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয়, ও মহৎ, বায়ুর পথ জানেন, উপরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদেরও জানেন ॥ ৯ ॥ ধৃতব্রত ও শোভনকর্মা বরুণ স্বর্গীয় সন্ততিদিগের মধ্যে সাম্রাজ্য সিদ্ধির জন্য আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ জ্ঞানবান্ লোকে তাঁহার প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যাহা সম্পাদিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই দেখিতে পান ॥ ১১ ॥ সেই শোভনকর্মা অদিতিপুত্র আমাদিগকে সকল দিনই সুপথগামী করুন, আমাদিগের আয়ুঃ বর্ধন করুন ॥ ১২ ॥ বরুণ সুবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হয় ॥ ১৩ ॥ বৈরগণ যাঁহার প্রতি বৈরতা করিতে পারে না, মনুষ্যপীড়কগণ যাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না, পাপিগণ যে দেবের প্রতি পাপাচরণ করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥ যিনি মনুষ্যদিগের জন্য, আমাদিগের উদরের জন্য, যথেষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ বরুণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট ; গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায়, আমার চিন্তা নিবৃত্তিরহিত হইয়া তাঁহার দিকে যাইতেছে ॥ ১৬ ॥ হে বরুণ, যেহেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হইয়াছে, হোতার ন্যায় তুমি সেই প্রিয় হব্য ভক্ষণ কর ; পরে আমরা উভয়ে আলাপ করিব ॥ ১৭ ॥ সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দৃষ্টি করিয়াছি, ভূমিতে তাঁহার রথ বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ হে বরুণ, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, অদ্য আমাকে সুখী কর, তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি ডাকিতেছি ॥ ১৯ ॥ হে মেধাবী বরুণ, তুমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রহিয়াছ, আমাদিগের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণানন্তর তুমি উত্তর দান কর ॥ ২০ ॥ আমাদিগের উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশ খুলিয়া দাও, যেন আমরা জীবিত থাকি ॥ ২১ ॥

২৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী।

হে যজ্ঞভাজন অন্নপালক অগ্নি, স্বকীয় তেজ গ্রহণ কর, আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সর্বদা যবিষ্ঠ, বরণীয়, ও তেজঃসম্পন্ন, আমাদিগের হোমনিষ্পাদক হইয়া, দীপ্তিমান্ বাক্যদ্বারা স্তুত হইয়া উপবেশন কর ॥ ২ ॥ হে বরণীয় অগ্নি, পিতা পুত্রের প্রতি যেরূপ, বন্ধু বন্ধুর প্রতি যেরূপ, সখা সখার প্রতি যেরূপ, তুমি আমার প্রতি সেইরূপ দানশীল হও ॥ ৩ ॥ শত্রুবিনাশক বরুণ, মিত্র ও অর্যমা যেরূপ মনুর যজ্ঞে উপবেশন করিয়াছিলেন সেইরূপ আমাদিগের যজ্ঞের কুশে উপবেশন করুন ॥ ৪ ॥ হে পুরাতন হোমনিষ্পাদক, আমাদিগের এই যজ্ঞে ও মিত্রতায় তুমি হৃষ্ট হও, এই স্তুতিবাক্য শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ নিত্য ও বিস্তীর্ণ হব্যদ্বারা অন্যান্য দেবকে আমরা যে যজ্ঞ করি সে হব্য তোমাকেই প্রদত্ত হয় ॥ ৬ ॥ সর্বপ্রজাপালক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোমনিষ্পাদক, হর্ষযুক্ত, ও বরণীয় অগ্নি আমাদিগের প্রিয় হউন, আমরাও যেন শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় হই ॥ ৭ ॥ যেহেতু শোভনীয় অগ্নিযুক্ত দীপ্যমান দেবগণ আমাদের বরণীয় হব্য ধারণ করিয়াছেন, অতএব আমরা শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া যাজ্ঞা করি ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি অমর, আমরা মর্ত্য মনুষ্য, আইস আমাদিগের পরস্পর প্রশংসা করি ॥ ৯ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি সমস্ত অগ্নিসমূহের সহিত এই যজ্ঞ ও স্তোত্র গ্রহণ করিয়া অন্ন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

২৭ সূক্ত। দেবতা : ১-১২ অগ্নি, ১৩ দেবগণ। অজীগর্তের
পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। ১-১২ গায়ত্রী, ১৩ ত্রিষ্টুপ্।
হে অগ্নি, তুমি পুচ্ছযুক্ত অশ্বসদৃশ, এবং যজ্ঞের সম্রাট; আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার বন্দনা করিতে (প্রবৃত্ত হইয়াছি) ॥ ১ ॥ অগ্নি বলের পুত্র ও পৃথুগমন, তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদিগের অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করুন ॥ ২ ॥ হে সর্বত্রগামী অগ্নি, তুমি দূরে ও আসন্ন দেশে পাপাচারী মনুষ্য হইতে আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের এই হব্যের কথা এবং এই নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত স্তোত্র দেবগণের নিকটে বলিও ॥ ৪ ॥ পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে বিচিত্ররশ্মি অগ্নি, সিন্ধুর সমীপে ঊর্মির ন্যায় তুমি ধনের বিভাগকর্তা; হব্যদাতাকে তুমি সদ্যঃ কর্মফল বর্ষণ কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, সংগ্রামে তুমি যে মনুষ্যকে রক্ষা কর, যাহাকে তুমি সংগ্রামে প্রেরণ কর, সে নিত্য অন্ন লাভ করিবে ॥ ৭ ॥ হে শত্রুপরাজয়ী অগ্নি, তোমার ভক্তকে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না, কেননা তাহার প্রসিদ্ধ বল আছে ॥ ৮ ॥ সর্বমনুষ্যপূজিত সেই অগ্নি অশ্বদ্বারা আমাদিগকে যুদ্ধে পার করাইয়া দিন; মেধাবী ঋত্বিক্‌গণের কর্মে (পরিতুষ্ট হইয়া) ফলদাতা হউন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তুতিদ্বারা জাগরিত হও; ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে অনুগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র, তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করিতেছি ॥ ১০ ॥ অগ্নি মহৎ, পরিমাণরহিত, ধূমরূপকেতুবিশিষ্ট, ও বহুদীপ্তিসম্পন্ন; অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে ও অন্নে প্রীত হউন ॥ ১১ ॥ অগ্নি প্রজাপালক, দেবগণের হোতা, দেবদূত, স্তোত্রভাজন ও প্রৌঢ়রশ্মিসম্পন্ন; তিনি ধনবান লোকের ন্যায় আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥ মহৎ দেবগণকে নমস্কার, অর্ভক দেবদিগকে নমস্কার, যুবা দেবগণকে নমস্কার, বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার; যদি সাধ্য থাকে দেবগণকে অর্চনা করিব; হে দেবগণ, যেন বৃদ্ধদেবের স্তুতি না ছাড়িয়া দিই ॥ ১৩ ॥

২৮ সূক্ত। দেবতা : ১-৪ ইন্দ্র, ৫-৬ উলূখল, ৭-৮ উলূখল
ও মুসল, ৯ প্রজাপতি, হরিশ্চন্দ্র, চর্ম বা সোম। অজীগর্তের
পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। ১-৬ অনুষ্টুপ্, ৭-৯ গায়ত্রী।
যে যজ্ঞে সোমরসের অভিষবার্থ স্থূলমূল প্রস্তর উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলূখলদ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর ॥ ১ ॥ যে যজ্ঞে দুই জঘনের ন্যায় অভিষবফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলূখলদ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর ॥ ২ ॥ যে যজ্ঞে নারী যজ্ঞশালায় প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন অভ্যাস করে, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলূখলদ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর ॥ ৩ ॥ যে যজ্ঞে সংযমরজ্জুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা মথনদণ্ডকে বাঁধা যায়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলূখলদ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর ॥ ৪ ॥ হে উলূখল, যদিও তুমি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হও, তথাপি এই যজ্ঞে তুমি বিজয়ীদিগের দুন্দুভির ন্যায় প্রভূতধ্বনিযুক্ত শব্দ কর ॥ ৫ ॥ হে উলূখলরূপ বনস্পতি, তোমার সম্মুখে বায়ু বহিতেছে ; অতএব হে উলূখল, ইন্দ্রের পানার্থ সোমরস অভিষব কর ॥ ৬ ॥ হে অন্নপ্রদ যজ্ঞের উপকরণদ্বয়, খাদ্য চর্বণকালে ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় যেরূপ ধ্বনি করে, সেইরূপ প্রৌঢ়ধ্বনিযুক্ত হইয়া তোমরা পুনঃ পুনঃ বিহার কর ॥ ৭ ॥ হে দর্শনীয় বনস্পতিদ্বয়, দর্শনীয় অভিষবযন্ত্রদ্বারা তোমরা অদ্য ইন্দ্রের জন্য মধুর সোমরস প্রস্তুত কর ॥ ৮ ॥ হে ঋত্বিক্, অভিষবফলকদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সোম উঠাও, পবিত্রে রাখ, গোচর্মে স্থাপন কর ॥ ৯ ॥

২৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। পংক্তিঃ।
হে সোমপায়ী সত্যবাদী ইন্দ্র, যদিও আমরা প্রসিদ্ধ না হইয়া থাকি, তথাপি হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ১ ॥ হে শক্তিমান সুশিপ্র অন্নপালক ইন্দ্র, তোমার অনুগ্রহ চিরস্থায়ী, হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ২ ॥ যে (যমদূতীদ্বয়) পরস্পর পরস্পরকে দেখে তাহাদিগকে সুপ্ত কর, তাহারা যেন অচেতন হইয়া থাকে। হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ৩ ॥ হে শূর, আমাদিগের অরাতিগণ সুপ্ত থাকুক, বন্ধুগণ জাগরিত থাকুক। হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, ঐ গর্দভ পাপবচনদ্বারা তোমার নিন্দা করিতেছে, উহাকে বধ কর। হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ৫ ॥ প্রতিকূল বায়ু কুটিল গতির সহিত বন হইতেও দূরে পড়ুক। হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ৬ ॥ সমস্ত আক্রোশকারীকে হনন কর, হিংসাকারীদিগকে বিনাশ কর। হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর ॥ ৭ ॥

৩০ সূক্ত। দেবতা : ১-১৬ ইন্দ্র, ১৭-১৯ অশ্বিদ্বয়, ২০-২২ উষা।
অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। ১-১০,১২-১৫,১৭-২২ গায়ত্রী ;
১১ পাদনিচৃৎ-গায়ত্রী ; ১৬ ত্রিষ্টুপ্।
লোকে যেরূপ কূপকে (জলপূর্ণ করে), আমরা অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেইরূপ তোমাদের শতক্রতুবিশিষ্ট ও অতি-প্রবৃদ্ধ ইন্দ্রকে সোমরসের দ্বারা সেচন করি ॥ ১ ॥ তিনি শতবিশুদ্ধ সোমরসের নিকট এবং আশীর নামক সহস্র শ্রপণদ্রব্যমিশ্রিত সোমরসের নিকট আইসেন, যেরূপ (জল) নিম্নভূমিতে যায় ॥ ২ ॥ এই (শত বা সহস্র সোম) বলবান্ ইন্দ্রের হর্ষের জন্য একত্রিত হয়, ইহার দ্বারা ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ যেরূপ কপোত গর্ভধারিণী কপোতীকে গ্রহণ করে, হে ইন্দ্র, এই (সোম) তোমার, তুমিও সেইরূপ ইহা গ্রহণ কর ; ও সেই কারণে আমাদিগের বচন গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥ হে ধনপালক স্তুতিভাজন বীর, তোমার এইরূপ স্তোত্র ; তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হউক ॥ ৫ ॥ হে শতক্রতু, এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও ; অন্য কার্যের বিষয় (তুমি ও আমি) মিলিত হইয়া বিচার করিব ॥ ৬ ॥ ভিন্ন ভিন্ন কর্মের উপক্রমে, ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে আমরা অতিশয় বলবান্ ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য সখার ন্যায় আহ্বান করি ॥ ৭ ॥ যদি ইন্দ্র আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করেন তবে নিশ্চয়ই সহস্র রক্ষণকার্যের সহিত ও অন্নের সহিত নিকটে আসুন ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র বহুলোকের নিকট গমন করেন, পুরাতন আবাস হইতে আমি সেই পুরুষকে আহ্বান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি, যাঁহাকে পিতা পূর্বে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সকলের বরণীয় ও বহুলোকদ্বারা আহূত, তুমি সখা ও নিবাসহেতু, তোমার স্তোতৃদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ তোমার নিকট প্রার্থনা করি ॥ ১০ ॥ হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী ইন্দ্র, আমরাও তোমার সখা ও সোমপায়ী ; আমাদের দীর্ঘনাসিক (গাভীদল বৃদ্ধি হউক) ॥ ১১ ॥ হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী, এইরূপই হউক, তুমি এইরূপ আচরণ কর, যেন আমরা মঙ্গলার্থ তোমার (অনুগ্রহ) কামনা করি ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূতবলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব ॥ ১৩ ॥ হে সাহসী ইন্দ্র, তোমার ন্যায় দেব স্বয়ং হৃষ্ট হইয়া, আমাদিগের দ্বারা যাচিত হইয়া স্তোতৃদিগকে অভীষ্ট অর্থ অবশ্যই আনিয়া দিবেন ; চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে (ফিরাইয়া) আনে ॥ ১৪ ॥ হে শতক্রতু, যেরূপ শকটের গতি অক্ষকে ফিরায়, তুমি সেইরূপ (স্তোতৃদিগের) প্রার্থিত ধন তাহাদিগের কামনা অনুসারে অর্পণ কর ॥ ১৫ ॥ ইন্দ্রের যে অশ্বগণ আহারের পর পর্যাপ্তিসূচক শব্দ করে, হ্রেষারব করে, ও ঘন ঘন শ্বাস নিক্ষেপ করে সেই অশ্বগণদ্বারা ইন্দ্র সর্বদাই ধন জয় করিয়াছেন ; কর্মবান ও দানশীল ইন্দ্র আমাদিগের গ্রহণার্থ হিরণ্ময় রথ দিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, বহু অশ্বের দ্বারা প্রেরিত অন্নের সহিত আইস ; হে শত্রুবিনাশক, (আমাদিগের গৃহ) গাভীযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত (হউক) ॥ ১৭ ॥ হে শত্রুবিনাশক, তোমাদের উভয়ের জন্য সংযোজিত রথ বিনাশরহিত ; ইহা অন্তরীক্ষে গমন করে ॥ ১৮ ॥ তোমরা রথের এক চক্র বিনাশরহিত পর্বতের উপর স্থির করিয়াছ, অন্য চক্র আকাশের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১৯ ॥ হে স্তুতিপ্রিয়া অমর উষা, কোন্ মনুষ্য তোমার সম্ভোগের জন্য ? হে প্রভাবযুক্ত, তুমি কাহাকে প্রাপ্ত হও ? ॥ ২০ ॥ হে ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান উষা, আমরা নিকট হইতে অথবা দূর হইতে তোমাকে বুঝিতে পারি না ॥ ২১ ॥ হে স্বর্গদুহিতে, সেই অন্নের সহিত তুমি আগমন কর, আমাদিগের ধন প্রদান কর ॥ ২২ ॥

৩১ সূক্ত । অগ্নি দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ
ঋষি । জগতী ; ৮, ১৬, ১৮ ত্রিষ্টুপ্ ।

হে অগ্নি, তুমি অঙ্গিরা ঋষিদিগের আদি ঋষি ছিলে, দেব হইয়া দেবগণের মঙ্গলময় সখা হইয়াছ ; তোমার কর্মে মেধাবী, জ্ঞাতকর্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে প্রথম ও সর্বোত্তম ; তুমি মেধাবী, এবং দেবগণের যজ্ঞ ভূষিত কর ; তুমি সমস্ত জগতের বিভু ; তুমি মেধাবান্ ও দ্বিমাতৃ ; তুমি মনুষ্যের উপকারার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকল স্থানেই বর্তমান আছ ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি মাতরিশ্বার অগ্রগামী, তুমি শোভনীয় যজ্ঞের ইচ্ছায় পরিচর্যাকারী যজমানের নিকট আবির্ভূত হও ; তোমার সামর্থ্য দেখিয়া আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয় ; তোমাকে হোতারূপে বরণ করাতে তুমি যজ্ঞে সে ভার বহন করিয়াছ ; হে নিবাসহেতু, তুমি পূজ্য দেবগণের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছ ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়াছিলে ; পুরূরবা রাজা সুকৃতি করিলে তুমি তাঁহার প্রতি অধিকতর ফল দান করিয়াছিলে ; যখন তোমার পিতৃরূপ কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন হও, তখন তোমাকে বেদির পূর্বদেশে আনে, পরে পশ্চিম দিকে লইয়া যায় ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পুষ্টিবর্ধক ; যজমান স্রুচ উন্নত করিবার সময় তোমার যশ কীর্তন করে ; যে যজমান বষট্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া আহুতি সমর্পণ করে, হে একমাত্র অন্নদাতা অগ্নি, তুমি প্রথমে তাহাকে, তৎপর সকল লোককে আলোক দান কর ॥ ৫ ॥ হে বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত অগ্নি, তুমি বিপথগামী পুরুষকে তাহার উদ্ধারযোগ্য কার্যে নিযুক্ত কর ; যুদ্ধ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া সম্যক্‌রূপে আরম্ভ হইলে তুমি অল্পসংখ্যক বীরত্বরহিত পুরুষদিগের দ্বারা প্রধান প্রধান বীরদিগকেও হনন কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি সেই মনুষ্যকে দিনে দিনে অন্নের জন্য উৎকৃষ্ট ও মরণরহিত পদে ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ; যে উভয়রূপ জন্মের জন্য অতিশয় তৃষাযুক্ত হয় সেই অভিজ্ঞ যজমানকে সুখ ও অন্ন দান কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, আমরা ধন দানের জন্য তোমাকে স্তুতি করি, তুমি যশোযুক্ত ও যজ্ঞসম্পাদক পুত্র দান কর ; নূতন পুত্রদ্বারা যজ্ঞকর্ম বৃদ্ধি করিব। হে দ্যু ও পৃথিবী, দেবগণের সহিত আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ হে দোষরহিত অগ্নি, তুমি সকল দেবগণের মধ্যে জাগরূক ; তোমার মাতা-পিতার সমীপে বর্তমান থাকিয়া আমাদিগকে পুত্র দান করিয়া অনুগ্রহ কর ; যজ্ঞকর্তার প্রতি প্রসন্নমতি হও ; হে কল্যাণরূপ অগ্নি, তুমি সকল ধন বপন করিয়াছ ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমতি, তুমি আমাদিগের পিতাস্বরূপ, তুমি পরমায়ুদাতা, আমরা তোমার বন্ধু। হে অহিংসনীয় অগ্নি, তুমি শোভনপুরুষযুক্ত ও ব্রতপালক, শত ও সহস্র ধন তোমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, দেবগণ প্রথমে তোমাকে নহুষের মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন, এবং ইলাকে মনুর ধর্মোপদেষ্ট্রী করিয়াছিলেন ; পুত্র যেন পিতৃতুল্য হয় ॥ ১১ ॥ হে বন্দনীয় অগ্নি, আমরা ধনযুক্ত, তুমি পালনকার্য-সমূহদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং পুত্রদিগের দেহও রক্ষা কর। আমার পুত্রের পুত্র তোমার ব্রতে নিরন্তর নিযুক্ত আছে, তুমি তাহার গাভীসমূহ রক্ষা করিতেছ ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজমানের পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য করিবার জন্য সমীপে থাকিয়া চতুরক্ষরূপে দীপ্যমান রহিয়াছ ; তুমি অহিংসক ও পোষক, তোমাকে যে হব্য দান করে সেই স্তোতার মন্ত্র তুমি মনের সহিত গ্রহণ কর ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, স্তুতিবাদক ঋত্বিক্ যাহাতে স্পৃহনীয় ও পরমধন লাভ করে তুমি তাহা ইচ্ছা কর। পোষণীয় যজমানের প্রতি তুমি প্রসন্নমতি পিতাস্বরূপ, এইরূপ লোকে বলিয়া থাকে। তুমি অতিশয় অভিজ্ঞ, অর্ভক যজমানকে শিক্ষা দাও, এবং দিকসকল নির্ণয় করিয়া দাও ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, যে যজমান ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দান করিয়াছে, তুমি সেই পুরুষকে স্যূতবর্মের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। যে যজমান সুস্বাদু অন্নদ্বারা অতিথিদিগকে সুখী করিয়া স্বগৃহে পশুবলিযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সে স্বর্গের উপমাস্থল হয় ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি, আমাদের এই যজ্ঞকার্যে ভ্রম ক্ষমা কর, এবং অনেক দূর হইতে এই বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা ক্ষমা কর। সোমাভিষবকারী মনুষ্যদিগের প্রতি তুমি সহজে অধিগম্য ও পিতাস্বরূপ, প্রসন্নমতি ও কর্মনির্বাহক, এবং তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দাও ॥ ১৬ ॥ হে বিশুদ্ধ অগ্নি, হে অঙ্গিরা, মনু ও অঙ্গিরা এবং যযাতি ও অন্যান্য পূর্বপুরুষের ন্যায় তুমি সম্মুখবর্তী হইয়া (যজ্ঞ)-দেশে গমন কর, দেবসমূহকে আনয়ন কর, ও কুশের উপর উপবেশন করাও, এবং অভীষ্ট হব্য দান কর ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি, এই মন্ত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদিগের শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে আমরা ইহা রচনা করিলাম ; ইহাদ্বারা আমাদিগকে বিশেষ ধন প্রদান কর এবং আমাদিগকে অন্নযুক্ত শোভনীয় বুদ্ধি প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কর্মসমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করিয়াছিলেন, তৎপর বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পর্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন ; স্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন ; তৎপর যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বৃষের ন্যায় বেগের সহিত সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনপ্রকার যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন ; মঘবান্ সায়ক বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ও তৎ-দ্বারা অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর, সূর্য ও উষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না ॥ ৪ ॥ জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঠারছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে ॥ ৫ ॥ দর্পযুক্ত বৃত্র আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া মহাবীর ও বহুবিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশকার্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র নদীতে পতিত হইয়া নদীসমুদয় পিষিয়া ফেলিল ॥ ৬ ॥ হস্তপদশূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সানুতুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে বজ্র আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ বৃথা যত্ন করিল; বহুস্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল ॥ ৭ ॥ ভগ্ন কুলকে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল ॥ ৮ ॥ বৃত্রের মাতা তির্যক্‌ভাবে রহিল, তখন ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করিলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপর বৎসের সহিত ধেনুর ন্যায় বৃত্রের মাতা দনু শুইয়া পড়িল ॥ ৯ ॥ স্থিতিরহিত, বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিহিত, নামশূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ পণিঃদ্বারা গাভীসকল যেরূপ গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নীসমূহ অহিরক্ষিত হইয়া সেইরূপ নিরুদ্ধ হইয়াছিল; জলের বহনদ্বার রুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, যখন সেই এক দেব বৃত্র তোমার বজ্রের প্রতি আঘাত করিয়াছিল তখন তুমি অশ্বপুচ্ছের ন্যায় হইয়া আঘাত নিবারণ করিয়াছিলে; তুমি গাভী জয় করিয়াছ, সোমরস জয় করিয়াছ, এবং সপ্তসিন্ধু প্রবাহরূপে ছাড়িয়া দিয়াছ ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন তখন অহি যে বিদ্যুৎ বা মেঘগর্জন, বা জলবর্ষণ বা বজ্র ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না; এবং ইন্দ্র অন্যান্য মায়াও জয় করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল তখন তুমি অহির অন্য কোন্ হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে ? ॥ ১৪ ॥ বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমদিগের এবং শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজা হইলেন; তিনি মনুষ্যদিগের রাজা হইয়া নিবাস করিতেছেন এবং যেরূপ চক্রের নেমি মধ্যস্ত কাষ্ঠসমূহকে ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আইস, আমরা গাভী অভিলাষে ইন্দ্রের নিকট গমন করি; তিনি হিংসারহিত, এবং আমাদিগের প্রকৃষ্ট বুদ্ধি বর্ধন করেন; অনন্তর তিনি এই গোরূপ ধন সম্বন্ধে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন ॥ ১ ॥ শ্যেন পক্ষী যেরূপ পূর্বসেবিত নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমি উপমানস্থানীয় স্তোত্রদ্বারা পূজা করিয়া ধনপ্রদ ও অপ্রতিহত ইন্দ্রের দিকে ধাবমান হই; ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্তোতাদিগের আরাধ্য ॥ ২ ॥ সমগ্র সেনানায়ক পৃষ্ঠভাগে ইষুধি সংযোজিত করিয়াছেন। আর্য ইন্দ্র যাঁহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহার নিকট গাভী প্রেরণ করেন। হে প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া আমাদিগের নিকট ব্যাপারীর মত হইয়া মূল্য লইও না ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, শক্তিমান্ মরুৎগণ সমীপে থাকিলেও তুমি একক ধনবান্ দস্যুকে কঠিন বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলে। যজ্ঞবিরোধী সনকেরা তোমার ধনু হইতে বিনাশ উদ্দেশ করিয়া আগমন করতঃ মরণপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞরহিত ও যজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগের বিরোধিগণ মস্তক ফিরাইয়া পলাইয়াছে। হে হর্যশ্বসম্পন্ন, পলায়নরহিত, উগ্র ইন্দ্র, তুমি দিব্যলোক হইতে এবং আকাশ ও পৃথিবী হইতে ব্রতরহিতদিগকে উঠাইয়া দিয়াছ ॥ ৫ ॥ তাহারা দোষরহিত (ইন্দ্রের) সেনার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছিল; সচ্চরিত্র মনুষ্যেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ইন্দ্রকে) প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। পুরুষের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া নপুংসকেরা যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ তাহারা নিরাকৃত হইয়া আপনাদিগের শক্তিহীনতা জানিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে সহজ পথ দিয়া দূরে পলায়ন করিল ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সেই রোদনকারী বা হাস্যপরায়ণদিগকে অন্তরীক্ষের প্রান্তে যুদ্ধ দান করিয়াছ; দস্যুকে দিব্যলোক হইতে আনিয়া সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়াছ, এবং সোমাভিষবকারী ও স্তুতিকারীর স্তুতি রক্ষা করিয়াছ ॥ ৭ ॥ সেই বৃত্রের অনুচরেরা পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিরণ্য ও মণিদ্বারা শোভমান হইয়াছিল। কিন্তু সেই শত্রুগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে পারিল না, ইন্দ্র সেই বাধকদিগকে সূর্যদ্বারা তিরোহিত করিলেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তুমি মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ভোগ করিয়াছ, অতএব তুমি মন্ত্রদ্বারা দস্যুকে নিঃসারিত করিয়াছ; সেই মন্ত্র-অর্থ-গ্রহণে অক্ষম যজমানদিগকেও রক্ষা করিবার মানস কর ॥ ৯ ॥ যখন জল দিব্যলোক হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হইল না, এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্যদ্বারা পূর্ণ করিল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করিলেন, এবং দ্যুতিমান্ বজ্রদ্বারা অন্ধকাররূপ মেঘ হইতে পতনশীল জল নিঃশেষিতরূপে দোহন করিলেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি অনুসারে জল প্রবাহিত হইল; কিন্তু বৃত্র নৌকাগম্য নদীসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তখন ইন্দ্র স্থিরসংকল্প বৃত্রকে অতিবলযুক্ত প্রাণসংহারক আয়ুধদ্বারা কয়েক দিবসে হনন করিলেন ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র ইলী-বিশের প্রবল সৈন্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করিয়াছিলেন। হে মঘবন্, তোমার যে পরিমাণ বেগ আছে, যে পরিমাণ বল আছে, তৎ-দ্বারা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শত্রুকে বজ্রদ্বারা হনন করিয়াছিলে ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রের কার্যসাধনকারী বজ্র শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া পতিত হইয়াছিল। ইন্দ্র তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ আয়ুধদ্বারা বৃত্রের নগরসমূহ বিবিধরূপে ভেদ করিয়াছিলেন; তাহার পরে তিনি বজ্রদ্বারা বৃত্রকে আঘাত করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে সংহার করিয়া আপন উৎসাহ সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে কুৎসের স্তুতি কামনা কর, সেই কুৎসকে রক্ষা করিয়াছ; তুমি যুদ্ধরত ও শ্রেষ্ঠ দশদ্যুকে রক্ষা করিয়াছ; তোমার অশ্বের খুর হইতে পতিত ধূলি দ্যুলোক স্পর্শ করে; শ্বৈত্রেয় মনুষ্যগণের অগ্রণী হইবেন বলিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ হে মঘবন্, শমতাগুণবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও জলনিমগ্ন শ্বিত্রাপুত্রকে ক্ষেত্রপ্রাপ্তির জন্য তুমি রক্ষা করিয়াছিলে; যাহারা আমাদিগের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করিতেছে, সেই শত্রুতাকাঙ্ক্ষীদিগকেও তুমি বেদনা ও দুঃখ প্রদান কর ॥ ১৫ ॥

৩৪ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী; ৯,১২ ত্রিষ্টুপ্।

হে মেধাবী অশ্বিদ্বয়, তোমরা অদ্য তিনবার আমাদিগের জন্য আইস। তোমাদিগের রথ বহুব্যাপী, তোমাদিগের দানও বহুব্যাপী। যেরূপ রশ্মিযুক্ত দিবস ও হিমযুক্ত রাত্রির মধ্যে পরস্পর নিয়মরূপ সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ তোমাদের উভয়ের মধ্যেও আছে। তোমরা অনুগ্রহ করিয়া মেধাবী ঋত্বিক্‌দিগের বশবর্তী হও ॥ ১ ॥ তোমাদের মধুর খাদ্যবাহী রথে তিনটি দৃঢ় চক্র আছে; তাহা সকল দেবগণ চন্দ্রের ভার্য্যা বেনার সহিত যাত্রা করিবার সময় জানিয়াছে; সেই রথের উপর অবলম্বনের জন্য তিনটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে। হে অশ্বিদ্বয়, সেই রথে রাত্রিতে তিনবার ও দিবসে তিনবার গমন কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা একদিনে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানের দোষ সংশোধন কর; অদ্য তিনবার যজ্ঞের হব্য মধুররসদ্বারা সিক্ত কর। রাত্রি-দিবসে তিনবার বলকারী অন্নদ্বারা আমাদিগকে ভরণ কর ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগের গৃহে তিনবার আইস; আমাদিগের অনুকূল ব্যাপারে নিযুক্ত জনের নিকট আইস; তোমরা রক্ষণীয় জনের নিকট তিনবার আইস; আমাদিগকে তিন প্রকার শিক্ষা দাও; আমাদিগকে তিনবার আনন্দজনক ফল প্রদান কর; যেরূপ ইন্দ্র জল দান করেন সেইরূপ তিনবার আমাদিগকে অন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাও ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তিনবার আমাদিগকে ধন প্রদান কর ; দেবযুক্ত কর্মানুষ্ঠানে তিনবার আগমন কর ; তিনবার আমাদিগের বুদ্ধি রক্ষা কর ; তিনবার আমাদিগের সৌভাগ্য সম্পাদন কর ; তিনবার আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর ; তোমাদিগের ত্রিচক্র রথে সূর্যের দুহিতা আরূঢ়া হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগকে দিব্যলোকের ওষধি তিনবার প্রদান কর ; পার্থিব ওষধি তিনবার প্রদান কর ; অন্তরীক্ষ হইতে ওষধি তিনবার প্রদান কর, শংযুর ন্যায় আমার সন্তানকে সুখ দান কর। হে শোভনীয় ওষধিপালক, তোমরা তিনটি ধাতুবিষয়ক সুখ প্রদান কর ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদিগের পূজনীয়, প্রতিদিন তিনবার পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনটি কক্ষাযুক্ত কুশোপরি শয়ন কর। হে নাসত্য রথিদ্বয়, আত্মারূপ বায়ু যেরূপ শরীরসমূহে আগমন করে তোমরা সেইরূপ তিনটি যজ্ঞস্থানে আগমন কর ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সপ্ত মাতৃ জলদ্বারা তিনটি সোমাভিষব প্রস্তুত হইয়াছে। তিনটি কলস প্রস্তুত হইয়াছে, হব্য প্রস্তুত হইয়াছে। তোমরা তিন জগৎ হইতে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া দিবারাত্রসমন্বিত আকাশের সূর্যকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, তোমার ত্রিকোণ রথের তিনটি চক্র কোথায় ? তিনটি সনীড় বন্ধুর কোথায় ? বলবান গর্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আনয়ন করিবে ? ॥ ৯ ॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, আইস, হব্যদান করিতেছি ; তোমাদিগের মধুপায়ী মুখদ্বারা মধুর হব্য পান কর ; উষাকালের পূর্বেই সূর্য তোমাদিকের বিচিত্র ও ঘৃতবৎ রথ যজ্ঞে আগমনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, ত্রিগুণ একাদশদেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস, আমাদিগের আয়ু বর্ধন কর ; পাপ খণ্ডন কর ; বিদ্বেষীদিগকে প্রতিষেধ কর ; আমাদিগের সঙ্গে অবস্থান কর ॥ ১১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, ত্রিকোণ রথদ্বারা আমাদিগের সম্মুখে বীরযুক্ত ধন আনয়ন কর ; রক্ষার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা শ্রবণ করিতেছ, আমাদিগের বুদ্ধি সাধন কর ও সংগ্রামে বল দান কর ॥ ১২ ॥

৩৫ সূক্ত। দেবতা : ১ অগ্নি, মিত্রাবরুণ, রাত্রি ও সবিতা ; ২-১১ সবিতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১,৯ জগতী।

রক্ষার জন্য অগ্নিকে প্রথমে আহ্বান করি, রক্ষার জন্য মিত্র ও বরুণকে এই স্থানে আহ্বান করি, জগতের বিশ্রামহেতুভূত রাত্রিকে আহ্বান করি, রক্ষার জন্য দেব সবিতাকে আহ্বান করি ॥ ১ ॥ অন্ধকারপূর্ণ অন্তরীক্ষ দিয়া বার বার ভ্রমণ করিয়া, দেব ও মনুষ্যকে সচেতন করিয়া, দেব সবিতা হিরণ্ময় রথদ্বারা ভুবন-সমুদয় দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ২ ॥ দেব সবিতা ঊর্ধ্বগামী ও অধোগামী পথ দিয়া গমন করেন ; সেই অর্চনাভাজন দেব দুই শ্বেত অশ্বদ্বারা গমন করেন ; তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করিতে করিতে দূর দেশ হইতে আসিতেছেন ॥ ৩ ॥ যজনীয় ও বিচিত্ররশ্মি সবিতা জগৎসমূহের অন্ধকার বিনাশার্থ তেজ ধারণ করিয়া নিকটস্থ সুবর্ণ বিচিত্রিত, সুবর্ণশঙ্কুযুক্ত বৃহৎ রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৪ ॥ শ্যাব নামক শ্বেতপদযুক্ত অশ্বগণ সুবর্ণযুগবিশিষ্ট রথ বহন করিয়া জনসমূহের নিকট আলোক প্রকাশ করিতেছেন ; দেব সবিতার সমীপে জনসমূহ ও জগৎসমূহ উপস্থিত আছে ॥ ৫ ॥ দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটি লোক আছে, দুইটি, দ্যুলোক ও ভূলোক, সূর্যের সমীপস্থ, একটি (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ। রথ যেরূপ আণির উপর অবলম্বন করে, অমর চন্দ্র-নক্ষত্রাদি সবিতাকে সেইরূপ অবলম্বন করিয়া আছে। যিনি সবিতাকে জানেন তিনি এই বিষয়ে বলুন ॥ ৬ ॥ গভীরকম্পনবিশিষ্ট অসুর, সুপর্ণ রশ্মি অন্তরীক্ষাদি (তিন লোক) ব্যাপ্ত করিয়াছে। এক্ষণে সূর্য কোথায় কে জানে ? কোন্ দিব্য লোকে তাঁহার রশ্মি বিস্তৃত হইয়াছে ? ॥ ৭ ॥ সবিতা পৃথিবীর অষ্ট দিক প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং প্রাণীদিগের তিন জগৎ ও সপ্তসিন্ধু প্রকাশিত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই হিরণ্ময়চক্ষুবিশিষ্ট সবিতা হব্যদাতা যজমানকে বরণীয় দ্রব্য দান করিয়া এই স্থানে আইস্থন ॥ ৮ ॥ হিরণ্যপাণি বিবিধদর্শনযুক্ত সবিতা উভয় লোকের মধ্যে গমন করিতেছেন, রোগাদি নিরাকরণ করিতেছেন, সূর্যের নিকট যাইতেছেন এবং তমোনাশক তেজঃদ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছেন ॥ ৯ ॥ হিরণ্যহস্ত অসুর, সুনেতা, হর্ষদাতা ও ধনবান্ সবিতা অভিমুখ হইয়া আইস্থন ; সেই দেব রাক্ষস ও যাতুধানদিগকে নিরাকরণ করিয়া প্রতিরাত্রি স্তুতিপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১০ ॥ হে সবিতা, তোমার পথ পূর্বসিদ্ধ, ধূলিরহিত ও অন্তরীক্ষে সুনির্মিত ; সেই সুগম পথসমূহদ্বারা আসিয়া অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর ; হে দেব, আমাদিগের কথা (দেবতাগণের নিকট) অধিক করিয়া বল ॥ ১১ ॥

৩৬ সূক্ত । দেবতা : অগ্নি ; ১৩-১৪ অগ্নি বা যূপকাষ্ঠ ।
ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী ।

তোমরা বহুসংখ্যক প্রজা, তোমরা দেবতা কামনা করিতেছ, তোমাদের জন্য মহৎ অগ্নিকে সূক্তবাক্যদ্বারা প্রার্থনা করি, অন্য (ঋষিগণও) সেই অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ লোকে বলবর্ধনকারী অগ্নিকে অবলম্বন করিয়াছে ; হে অগ্নি, আমরা হব্য লইয়া তোমার পরিচর্যা করি ; তুমি অন্নদানে তৎপর হইয়া অদ্য এই কর্মে আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হও, এবং আমাদিগের রক্ষক হও ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেবগণের হোতা এবং সর্বজ্ঞ, আমরা তোমাকে বরণ করি। তুমি মহৎ এবং নিত্য, তোমার দীপ্তি বিস্তৃত হইতেছে, তোমার রশ্মি আকাশ স্পর্শ করিতেছে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি পুরাতন দূত। বরুণ ও মিত্র ও অর্যমা, তোমাকে সম্যক্‌রূপে দীপ্তিমান করিতেছেন। যে মনুষ্য তোমাকে (হব্য) দান করে সে তোমার সহায়তায় সমস্ত ধন জয় করে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি হর্ষদাতা, তুমি দেবগণকে আহ্বান কর ; তুমি প্রজাদিগের গৃহপতি, তুমি দেবগণের দূত। দেবগণ যে সকল অমোঘ ব্রত সম্পাদন করে তাহা সমস্তই তোমাতে মিলিত হয় ॥ ৫ ॥ হে যুবা অগ্নি, তুমি সৌভাগ্যসম্পন্ন ; তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত হব্য প্রক্ষেপ করা হয়। তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া অদ্যই বা অন্য সময়ে শোভনীয় বীর্যশালী দেবগণকে অর্চনা কর ॥ ৬ ॥ যজমানেরা নমস্কারপূর্বক সেই স্বয়ং দীপ্তিমান্ অগ্নিকে এইরূপে উপাসনা করেন। শত্রুবিজিগীষু মনুষ্যেরা হোত্রদিগের দ্বারা অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে ॥ ৭ ॥ দেবগণ প্রহার করিয়া বৃত্রকে হনন করিয়াছেন, উভয় জগৎ এবং অন্তরীক্ষ নিবাসার্থ বিস্তৃত করিয়াছেন। অগ্নি ধনবান্, তিনি গোজয়ার্থ যুদ্ধে শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় সর্বতোভাবে আহূত হইয়া কণ্বকে অভীষ্ট দ্রব্য বর্ষণ করুন ॥ ৮ ॥ হে প্রশস্ত অগ্নি, উপবেশন কর, তুমি মহৎ এবং দেবতাদিগকে অতিশয় কামনা কর, তুমি দীপ্তিপূর্ণ হও। হে মেধাবী উৎকৃষ্ট অগ্নি, গমনশীল ও দর্শনীয় ধূম উৎপাদন কর ॥ ৯ ॥ হে হব্যবাহী অগ্নি, তুমি অতিশয় পূজাভাজন, সকল দেবগণ মনুর জন্য তোমাকে এই যজ্ঞস্থানে ধারণ করিয়াছিলেন ; তুমি ধনদ্বারা প্রীতি সম্পাদন কর, অর্চনাভাজন অতিথি সমেত কণ্ব তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, বর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, অন্য স্তোতাও তোমাকে ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ অর্চনাভাজন অতিথিপ্রিয় কণ্ব অগ্নিকে আদিত্য হইতেও অধিক দীপ্তিমান্ করিয়াছেন। সেই অগ্নির গমনশীল রশ্মি দীপ্তিমান্ রহিয়াছে। এই ঋক্‌সমূহ সেই অগ্নিকে বর্ধন করে, আমরাও বর্ধন করি ॥ ১১ ॥ হে অন্নবান্ অগ্নি, আমাদিগের ধন পূরণ কর। তোমার দ্বারা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি প্রসিদ্ধ অন্নের ঈশ্বর, তুমি মহৎ, আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখী কর ॥ ১২ ॥ সবিতা দেবের ন্যায় আমাদিগের রক্ষণের জন্য উন্নত হও, উন্নত হইয়া অন্নদাতা হও, কেননা বিচিত্র যজ্ঞসম্পাদকদিগের দ্বারা আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১৩ ॥ উন্নত হইয়া আমাদিগকে জ্ঞানদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর ; সকল রাক্ষস দহন কর ; আমাদিগকে উন্নত কর, যেন আমরা জগতে বিচরণ করিতে পারি ; এবং আমাদিগের হব্যরূপ ধন দেবগণের সদনে বহন কর, যেন আমরা জীবিত থাকিতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বৃহৎরশ্মি যুবা অগ্নি, আমাদিগকে রাক্ষস হইতে রক্ষা কর ; যে ধন দান করে না এরূপ ধূর্ত লোক হইতে রক্ষা কর ; হিংসক পশু হইতে রক্ষা কর ; এবং জিঘাংসাপরায়ণ শত্রু হইতে রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥ হে তপ্তরশ্মিযুক্ত অগ্নি, যেরূপ কঠিন দণ্ডদ্বারা লোকে (ভাণ্ডাদি) নষ্ট করে, সেইরূপ যাহারা ধন দান করে না তাহাদিগকে সর্বদা সংহার কর। অন্য যে রিপু আমাদের বিরুদ্ধাচারী, অন্য যে মনুষ্য আয়ুধদ্বারা আমাদিগকে প্রহার করে, তাহারা যেন আমাদিগের প্রভু না হয় ॥ ১৬ ॥ শোভনীয় বীর্যের জন্য অগ্নিকে যাচ্ঞা করা হইয়াছে ; অগ্নি কণ্বকে সৌভাগ্য দান করিয়াছেন ; অগ্নি আমার মিত্রদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ; অর্চনাভাজন অতিথিবিশিষ্ট ঋষিকে রক্ষা করিয়াছেন ; এবং ধনাদি দানার্থ অন্য যে কেহ অগ্নির স্তুতি করিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ দস্যুদমনকারী অগ্নির সহিত তুর্বশু ও যদু ও উগ্রাদেবকে দূর দেশ হইতে আহ্বান করি ; অগ্নি নববাস্ত্ব ও বৃহত্রথ ও তুর্বীতিকে এই স্থানে আনয়ন করুন ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি জ্যোতিরূপ ; বিবিধজাতীয় মনুষ্যের জন্য মনু তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন ; হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন হইয়া, হব্যদ্বারা তৃপ্ত হইয়া, কণ্বের প্রতি দীপ্তিমান হইয়াছ ; মনুষ্যেরা তোমাকে নমস্কার করে ॥ ১৯ ॥ অগ্নির অর্চিঃ প্রদীপ্ত, বলবান্ ও ভয়ংকর, এবং তাহাকে প্রত্যয় করা যায় না ; হে অগ্নি, রাক্ষসদিগকে, যাতুধানদিগকে এবং বিশ্বভক্ষক শত্রুকে দহন কর ॥ ২০ ॥

৩৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী।

হে কণ্বগোত্রোদ্ভব ঋষিগণ, ক্রীড়াশীল ও শত্রুরহিত মরুৎসমূহের উদ্দেশে গাও ; তাঁহারা রথে শোভা পাইতেছেন ॥ ১ ॥ তাঁহারা স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগরূপ বাহনের সহিত ও যুদ্ধগর্জন ও আয়ুধ ও নানারূপ অলংকারের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ তাঁহাদিগের হস্তস্থিত কশা যে শব্দ করিতেছে তাহা শুনিতে পাইতেছি ; সে কশা যুদ্ধে বল বৃদ্ধি করে ॥ ৩ ॥ যাঁহারা তোমাদের বল সমর্থন করেন, শত্রুবর্ষণ করেন, যাঁহারা দীপ্যমান যশঃপুর্ণ ও বলবান্, সেই মরুৎগণকে হবির উদ্দেশে স্তব কর ॥ ৪ ॥ যে মরুৎগণ পৃশ্নিরূপ ধেনুর মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাদের বিনাশরহিত, ক্রীড়াশীল, ও প্রসহনশীল তেজ প্রশংসা কর ; বৃষ্টি আস্বাদনে সেই তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে ॥ ৫ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে বীরগণ, তোমাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে ? তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারি দিক পরিচালিত কর ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের উগ্র ও ভীষণ গতির ভয়ে মনুষ্যগণ অবনত হইয়াছে কেননা তোমাদিগের গতিতে বহু পর্বযুক্ত গিরিও চালিত হয় ॥ ৭ ॥ তাঁহাদিগের গতিক্রমে পদার্থসমূহ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ; পৃথিবীও বৃদ্ধ ও জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হয় ॥ ৮ ॥ তাঁহাদিগের জন্মস্থান আকাশ অবিচলিত ; তাঁহাদের জননীস্বরূপ আকাশ হইতে বল নির্গত হইতে পারে ; যেহেতু তাঁহাদিগের বল উভয় লোক ব্যাপিয়া সর্বত্র বর্তমান আছে ॥ ৯ ॥ তাঁহারা শব্দের উৎপাদক, তাঁহারা গমনকালে জল বিস্তার করেন, এবং গাভীদিগকে হম্বারবপূর্বক জানু পর্যন্ত সেই জলে প্রেরণ করেন ॥ ১০ ॥ যে মেঘ প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘ ও পৃথু, এবং জল বর্ষণ করে না, ও কাহারও দ্বারা হিংসনীয় নহে, তাহাকেও মরুৎগণ স্বকীয় গতিদ্বারা চালিত করেন ॥ ১১ ॥ হে মরুৎগণ, যেহেতু তোমাদের বল আছে, মনুষ্যদিগকে নত করিয়াছ, মেঘদিগকেও নত করিয়াছ ॥ ১২ ॥ যখন মরুৎগণ গমন করেন, তখনই মার্গে সর্বতোভাবে ধ্বনি করেন, তাঁহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বনি সকলেই শুনিতে পায় ॥ ১৩ ॥ বেগবান্ বাহনদ্বারা শীঘ্র আইস, কণ্বেরা তোমাদের পরিচর্যা প্রস্তুত করিয়াছে ; তাহাদিগের প্রতি তৃপ্ত হও ॥ ১৪ ॥ তোমাদের তৃপ্তির জন্য হব্য রহিয়াছে, আমরা সমস্ত পরমায়ু জীবিত থাকিবার জন্য তোমাদের ভৃত্য হইয়া আছি ॥ ১৫ ॥

৩৮ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী।

হে মরুৎগণ, তোমরা স্তুতিপ্রিয়, এবং তোমাদের জন্য কুশ ছিন্ন হইয়াছে ; পিতা পুত্রকে যেরূপ দুইহস্তদ্বারা ধারণ করে, আমাদিগকে সেইরূপ ধারণ করিবে ? ॥ ১ ॥ তোমরা এখন কোথায় ? কখন তোমরা আগমন করিবে ? আকাশ হইতে আইস, পৃথিবী হইতে যাইও না ; যজমানেরা গাভীসমূহের ন্যায় তোমাকে কোথায় ডাকিতেছে ? ॥ ২ ॥ তোমাদের নূতন ধন কোথায় ? তোমাদের শোভনীয় দ্রব্য কোথায় ? তোমাদের সমস্ত সৌভাগ্য কোথায় ? ॥ ৩ ॥ হে পৃশ্নিপুত্রগণ, যদি তোমরা মনুষ্য হইতে ও তোমাদিগের স্তোতা অমর হইত ॥ ৪ ॥ তৃণের মধ্যে মৃগ যেরূপ সেবারহিত হয় না, তোমার স্তোতাও সেইরূপ তোমার সেবারহিত হইত না, কদাচ যমের পথে যাইত না ॥ ৫ ॥ নির্‌ঋতি অতিশয় বলবতী, এবং তাহাকে বিনাশ করা যায় না। যেন সেই নির্‌ঋতি আমাদিগকে না বধ করে ; যেন সে আমাদিগের তৃষ্ণার সহিত বিলুপ্ত হয় ॥ ৬ ॥ দীপ্তিমান্ ও বলবান্ রুদ্রীয়গণ সত্যই মরুভূমিতেও বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন ॥ ৭ ॥ প্রস্রুতস্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে ; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুৎগণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরুৎগণ বৃষ্টি দান করিলেন ॥ ৮ ॥ মরুৎগণ উদকধারী পর্জন্যদ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন ॥ ৯ ॥ মরুৎগণের গর্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি সমস্তাৎ কম্পিতা হয়, মনুষ্যগণ কম্পিত হয় ॥ ১০ ॥ হে মরুৎগণ, দৃঢ়পদ অশ্বদ্বারা বিচিত্রতটযুক্ত নদীতীর দিয়া অপ্রতিহত গতিতে গমন কর ॥ ১১ ॥ তোমাদিগের রথের নেমিসমুদয় দৃঢ় হউক, রথ ও অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের বল্‌গা দৃঢ় হউক ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মণস্পতি ও অগ্নি ও দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতাস্বরূপ প্রকাশকারী বাক্যদ্বারা আমাদিগের সম্মুখে তাঁহাদের বর্ণন কর ॥ ১৩ ॥ মুখে শ্লোক রচনা কর, পর্জন্যের ন্যায় তাহা বিস্তার কর, উক্থস্তুতিবিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ কর ॥ ১৪ ॥ দীপ্তিমান্ স্তুতিযোগ্য এবং অর্চনোপেত মরুৎগণকে বন্দনা কর ; আমাদিগের এই কার্যে যেন তাঁহারা বর্ধনশীল হয়েন ॥ ১৫ ॥

৩৯ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী।

হে কম্পনকারী মরুৎগণ, যখন দূর হইতে আলোকের ন্যায় তোমাদের মাননীয় তেজ এই স্থানে নিক্ষেপ কর, তখন তোমরা কাহার যজ্ঞদ্বারা, কাহার স্তোত্রদ্বারা আকৃষ্ট হও, কোথায় কোন্ যজমানের নিকট গমন কর ? ॥ ১ ॥ তোমাদিগের আয়ুধসমূহ শত্রুদিগের অপনোদনার্থ দৃঢ় হউক ; শত্রুদিগের প্রতিরোধার্থ কঠিন হউক ; তোমাদিগের বল স্তুতিভাজন হউক ; আমাদের নিকট ছদ্মচারী মনুষ্যের বল যেন স্তুতিভাজন না হয় ॥ ২ ॥ হে নরসমূহ, যখন স্থির বস্তুকে তোমরা ভগ্ন কর, গুরু বস্তুকে যখন পরিচালিত কর, তখন পৃথিবীর বনবৃক্ষের মধ্য দিয়া ও পর্বতের পার্শ্ব দিয়া তোমরা গমন কর ॥ ৩ ॥ হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ, দ্যুলোকে তোমাদিগের শত্রু নাই, পৃথিবীতেও নাই। হে রুদ্রপুত্রগণ, তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদিগের) ধর্ষণার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক ॥ ৪ ॥ মরুৎগণ পর্বতসমূহকে বিশেষরূপে কম্পিত করিতেছেন, বনস্পতিদিগকে বিযুক্ত করিতেছেন। হে দেব মরুৎগণ, সমস্ত দলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত তোমরা উন্মত্তের ন্যায় সর্বস্থানে গমন কর ॥ ৫ ॥ তোমরা বিন্দুচিহ্নিত মৃগ রথে সংযুক্ত করিয়াছ। লোহিত মৃগ প্রষ্টি হইয়া রথ বহন করিতেছে। পৃথিবী তোমাদের আগমন শ্রবণ করিয়াছে, মনুষ্যেরা ভীত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, পুত্রের জন্য শীঘ্র তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনা করি। পূর্বে আমাদিগের রক্ষণের জন্য যেরূপ আসিয়াছিলে, সেইরূপ ভীতিযুক্ত কণ্বের নিকট শীঘ্র আইস ॥ ৭ ॥ যে কোন শত্রু তোমাদিগের দ্বারা কিংবা মনুষ্য কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া আমাদিগের সম্মুখীন হয়, তাহার খাদ্য এবং বল হরণ কর, তোমাদের সহায়তা হরণ কর ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞভাজন এবং প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত, তোমরা কণ্বকে ধারণ কর, বিদ্যুৎ যেরূপ বৃষ্টি লইয়া আসে, তোমরাও সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের সহিত আমাদিগের নিকট আইস ॥ ৯ ॥ হে শোভনীয় দানসম্পন্ন মরুৎগণ, তোমরা সম্পূর্ণ তেজ ধারণ কর ; কম্পনকারিগণ, তোমরা সম্পূর্ণ বল ধারণ কর ; ঋষিদ্বেষী ক্রোধপরবশ শত্রুর প্রতি ইষুর ন্যায় তোমার ক্রোধ প্রেরণ কর ॥ ১০ ॥

৪০ সূক্ত। ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি।
বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী।
হে ব্রহ্মণস্পতি, উত্থান কর ; দেবতা কামনা করিয়া আমরা তোমাকে যাচ্ঞা করিতেছি। শোভনীয়-দানযুক্ত মরুৎগণ নিকট দিয়া গমন করুন, হে ইন্দ্র, তুমি সঙ্গে থাকিয়া সোমরস সেবন কর ॥ ১ ॥ হে বলপুত্র, (শত্রুদিগের মধ্যে) প্রক্ষিপ্ত ধনের জন্য মনুষ্য তোমাকেই স্তুতি করে ; হে মরুৎগণ, যে মনুষ্য তোমাদের স্তুতি করে সে শোভনীয়-অশ্বযুক্ত ও শোভনীয়-বীর্যযুক্ত ধন লাভ করে ॥ ২ ॥ ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগের নিকট আসুন, সুনৃতা দেবী আসুন ; দেবগণ শত্রুকে দূরে প্রেরণ করুন, আমাদিগকে হিতকারী ও হব্যযুক্ত যজ্ঞে লইয়া যান ॥ ৩ ॥ যে মনুষ্য ঋত্বিক্‌কে গ্রহণযোগ্য ধন দান করে সে ক্ষয়রহিত অন্ন লাভ করে ; তাঁহার জন্য আমরা ইলার নিকট যাচ্ঞা করিব। ইলা সুবীরা, তিনি শত্রুকে হনন করেন, তাঁহাকে কেহ হনন করিতে পারে না ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ও অর্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন ॥ ৫ ॥ হে দেবগণ, সুখের উৎপত্তিহেতু, এবং হিংসাদোষরহিত সেই মন্ত্র আমরা যজ্ঞে উচ্চারণ করি। হে নেতৃগণ, যদি তোমরা এই বাক্য কামনা কর, তাহা হইলে সকল কমনীয় বাক্য তোমাদিগের নিকট উপনীত হইবে ॥ ৬ ॥ যিনি দেবগণকে কামনা করেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে ? যিনি যজ্ঞের জন্য কুশ ছিন্ন করেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে ? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিক্‌দিগের সহিত যজ্ঞস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, অন্তঃস্থিত বহুধনোপেত গৃহে গমন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মণস্পতি আপন শরীরে বল সংগ্রহ করুন, রাজগণের সহিত তিনি শত্রু হনন করেন, ভয়ের সময় তিনি স্বস্থানে স্থির থাকেন। তিনি বজ্রধারী, মহাযুদ্ধে অথবা স্বল্পযুদ্ধে তাঁহাকে প্রোৎসাহ অথবা নিরুৎসাহ করে এরূপ কেহ নাই ॥ ৮ ॥

৪১ সূক্ত। দেবতা : বরুণ, মিত্র ও অর্যমা ;
৪-৬ আদিত্যগণ। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী।
প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত বরুণ ও মিত্র ও অর্যমা যাহাকে রক্ষা করেন কেহ তাহার হিংসা করিতে পারে না ॥ ১ ॥ তাঁহারা যে লোককে নিজের হস্তদ্বারা ধনপূর্ণ করেন ও হিংসক হইতে রক্ষা করেন, সেই লোক কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥ বরুণাদি রাজগণ সেই লোকদিগের জন্য শত্রুদিগের দুর্গ বিনাশ করেন, শত্রুদিগকেও বিনাশ করেন ; পরে সেই লোকদিগের পাপসমূহ অপনয়ন করেন ॥ ৩ ॥ হে আদিত্যগণ, তোমাদিগের যজ্ঞে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবার পথ সুখগম্য ও কণ্টকরহিত ; এই যজ্ঞে তোমাদিগের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই ॥ ৪ ॥ হে নেতা আদিত্যগণ, যে যজ্ঞে তোমরা ঋজুপথ দিয়া আইস সেই যজ্ঞে তোমাদের উপভোগ হউক ॥ ৫ ॥ হে আদিত্যগণ, সেই (তোমাদের অনুগৃহীত) মনুষ্য কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া সমস্ত রমণীয় ধন সম্মুখেই প্রাপ্ত হয় এবং নিজের সদৃশ অপত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥ হে সখাগণ, মিত্র ও অর্যমা ও বরুণের মহত্ত্বের অনুরূপ স্তোত্র কি প্রকারে সাধন করিব ? ॥ ৭ ॥ হে মিত্রাদিদেবগণ, দেবাকাঙ্ক্ষী যজমানকে যে হনন করে, এবং যে কটু কহে, তাহার বিরুদ্ধে আমি তোমাদিগের নিকট অভিযোগ করি না ; আমি ধনদ্বারা তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করি ॥ ৮ ॥ অক্ষক্রীড়ায় যে লোক চারি কপর্দক হস্তে ধারণ করে, সেই কপর্দক ক্ষেপণ পর্যন্ত যেরূপ তাহাকে অপর পক্ষ ভয় করে, সেইরূপ যজমান পরের নিন্দা করিতে ভয় করে ॥ ৯ ॥

৪২ সূক্ত। পূষা দেবতা। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী।

হে পূষা, পথ পার করাইয়া দাও, পাপ বিনাশ কর, হে মেঘপুত্রদেব, আমাদিগের অগ্রে যাও ॥ ১ ॥ হে পূষা, আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে (বিপরীত পথ) দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও ॥ ২ ॥ সেই মার্গপ্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও ॥ ৩ ॥ যে কেহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হরণ করে, এবং অনিষ্টসাধন ইচ্ছা করে ; হে পূষা, তাহার পরসন্তাপক দেহ তোমার পদের দ্বারা দলিত কর ॥ ৪ ॥ হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা, যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে, তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে সর্বধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত, লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা, তুমি অনন্তর ধনসমূহ দানে পরিণত কর ॥ ৬ ॥ বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও ; হে পূষা, তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় কর ॥ ৭ ॥ শোভনীয়-তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা, তুমি এই (পথে) আমাদিগের রক্ষণের উপায় কর ॥ ৮ ॥ (আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে) সক্ষম হও, আমাদিগের গৃহ ধনে পরিপূর্ণ কর, অভীষ্ট বস্তু দান কর, আমাদিগকে তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদিগের উদর পুরণ কর ; হে পূষা, তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় কর। আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্তদ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচ্ঞা করি ॥ ১০ ॥

৪৩ সূক্ত। দেবতা : রুদ্র, ৩ রুদ্র ও মিত্রাবরুণ,
৭-৯ সোম। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি।

প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত অভীষ্টবর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন ; কবে তাঁহার উদ্দেশে সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব ? ॥ ১ ॥ যৎ-দ্বারা অদিতি আমাদিগের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, গাভীর জন্য এবং আমাদিগের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় প্রদান করেন ॥ ২ ॥ যৎ-দ্বারা মিত্র ও বরুণ ও রুদ্র ও সমান প্রীতি-যুক্ত সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন ॥ ৩ ॥ রুদ্র স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, এবং উদকরূপ-ওষধিযুক্ত ; তাঁহার নিকট আমরা (বৃহস্পতিপুত্র) শংযুর ন্যায় সুখ যাচ্ঞা করি ॥ ৪ ॥ যে রুদ্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও নিবাসের হেতু ॥ ৫ ॥ আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করেন ॥ ৬ ॥ হে সোম, আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শত মনুষ্যের ধন দান কর ; এবং মহৎ ও প্রভূতবলযুক্ত অন্ন দান কর ॥ ৭ ॥ সোমপ্রতিবন্ধকেরা ও শত্রুগণ আমাদিগকে যেন হিংসা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ; হে সোম, আমাদিগকে অন্ন দান কর ॥ ৮ ॥ হে সোম, তুমি অমর ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত, তুমি শিরঃস্থানীয় হইয়া যজ্ঞগৃহে তোমার প্রজাদিগকে কামনা কর ; যে প্রজাগণ তোমাকে বিভূষিত করে, তুমি তাহাদিগকে জান ॥ ৯ ॥

৪৪ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ১-২ অগ্নি, অশ্বিনীদ্বয় ও উষা।
কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। বিজোড়সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-
সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী।

হে অগ্নি, তুমি অমর, এবং সর্বভূতজ্ঞ, তুমি উষার নিকট হইতে নিবাসযুক্ত ও বিচিত্র ধন হব্যদাতা যজমানকে আনিয়া দাও ; অদ্য উষাকালে জাগরিত দেবগণকে লইয়া আইস ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেবগণের সেবিত দূত, তুমি হব্য বহন কর, তুমি যজ্ঞের রথী ; তুমি অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত শোভনীয়-বীর্যযুক্ত ও প্রভূত ধন আমাদিগকে দান কর ॥ ২ ॥ অগ্নি দূত, নিবাসের হেতু, অনেকের প্রিয়, ধূমরূপধ্বজাযুক্ত, প্রসিদ্ধ জ্যোতিদ্বারা অলংকৃত, এবং উষাকালে যজমানদিগের যজ্ঞ সেবন করেন ; সেই অগ্নিকে অদ্য আমরা বরণ করি ॥ ৩ ॥ অগ্নি শ্রেষ্ঠ, যবিষ্ঠ, সদা অতিথি, সকলের আহুত, হব্যদাতার প্রতি প্রীত, এবং সর্বভূতজ্ঞ ; উষাকালে দেবগণের অভিমুখে গমনার্থ আমি তাঁহাকে স্তুতি করি ॥ ৪ ॥ হে অমর বিশ্বপালক, হব্যবাহী ও যজ্ঞার্হ অগ্নি, তুমি বিশ্বের ত্রাণকর্তা, মরণরহিত, ও যজ্ঞনির্বাহক ; আমি তোমাকে স্তুতি করিব ॥ ৫ ॥ হে যুবতম অগ্নি, তুমি স্তোতার স্তুতিভাজন ও তোমার শিখা আনন্দদায়ী, তুমি আহুত হইয়া আমাদিগের অভিপ্রায় উপলব্ধি কর। প্রস্কণ্ব জীবিত থাকে এজন্য তাহার আয়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া দাও, সেই দেবপরায়ণ জনকে সম্মান কর ॥ ৬ ॥ তুমি হোমনিষ্পাদক ও সর্বজ্ঞ, তোমাকে লোকে দীপ্তিমান্ করে ; হে অগ্নি, তুমি অনেকের আহুত, প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত দেবগণকে শীঘ্র এই যজ্ঞে লইয়া আইস ॥ ৭ ॥ হে শোভনীয়-যজ্ঞযুক্ত অগ্নি, রাত্রির প্রভাতে সবিতা উষা অশ্বিদ্বয় ভগ ও অগ্নিকে লইয়া আইস ; হব্যবাহী, কণ্বেরা সোম অভিষব করিয়া তোমাকে জ্বালাইতেছে ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি লোকদিগের যজ্ঞের পালক, তুমি দেবগণের দূত, উষাকালে জাগরিত সূর্যদর্শী দেবগণকে অদ্য সোমপানার্থ লইয়া আইস ॥ ৯ ॥ হে প্রভাসম্পন্ন ধনবান্ অগ্নি, তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি পূর্বগামী উষার পর দীপ্ত হও ; তুমি গ্রামসমূহের রক্ষক ; যজ্ঞসমূহে পুরোহিত, ও বেদীর পূর্বে মনুষ্য ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের সাধন, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত এবং শত্রুদিগের আয়ুঃক্ষয়কারী, তুমি দেবগণের দূত ও অমর, আমরা মনুর ন্যায় তোমাকে যজ্ঞস্থানে স্থাপন করি ॥ ১১ ॥ মিত্রদিগের পূজক হে অগ্নি, যখন যজ্ঞমধ্যে পুরোহিতরূপে তুমি দেবগণের দূতের কর্ম সম্পাদন কর, তখন সমুদ্রের প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্ত ঊর্মিসমূহের ন্যায় তোমার অর্চিঃসমূহ দীপ্তিমান্ হয় ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, তোমার কর্ণ শ্রবণসমর্থ, আমাদিগের বচন শ্রবণ কর ; মিত্র ও অর্যমা ও অন্য যে দেবগণ প্রাতঃকালে দেবযজ্ঞে গমন করেন, তোমার সহগামী সেই হব্যবাহী দেবগণের সহিত এই যজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া কুশে উপবেশন করুন ॥ ১৩ ॥ মরুৎগণ দানশীল, অগ্নিজিহ্ব, এবং যজ্ঞ বর্ধন করেন, তাঁহারা আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন ; ধৃতব্রত বরুণ অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত সোম পান করুন ॥ ১৪ ॥

৪৫ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ১০ (উত্তরার্ধ) দেবগণ।
কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি এই যজ্ঞে বসুদিগকে, রুদ্রদিগকে, এবং আদিত্যদিগকে অর্চনা কর ; এবং শোভনীয়-যজ্ঞযুক্ত ও জল-সেককারী মনুজাতজনকেও অর্চনা কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, বিশিষ্টপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ হব্যদাতাকে ফল দান করেন ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অগ্নি, তোমার রোহিত নামক অশ্ব আছে, এবং তুমি স্তুতিভাজন, তুমি সেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এই স্থানে লইয়া আইস ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রভূতকর্মা এবং সর্বভূতজ্ঞ। প্রিয়মেধা অত্রি বিরূপ ও অঙ্গিরা নামক ঋষিদের আহ্বান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন সেইরূপ প্রস্কণ্বের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ অগ্নি যজ্ঞসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ আলোকদ্বারা দীপ্যমান্ হন, প্রৌঢ়কর্মা প্রিয়মেধাগণ রক্ষার জন্য অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ কণ্বের পুত্রেরা যে স্তুতিদ্বারা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, হে ঘৃতাহুত ফলপ্রদ অগ্নি, সেই স্তুতিসমূহ শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রভূত ও বিবিধ অন্নযুক্ত এবং বহুলোকের প্রিয় ; তোমার দীপ্তিরূপ কেশ আছে ; মনুষ্যেরা তোমাকে হব্যবহনের জন্য আহ্বান করে ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি আহ্বানকারী ঋত্বিক্, এবং বহুধনদাতা, তোমার কর্ণ শ্রবণসমর্থ, তোমার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ; মেধাবিগণ তোমাকে যজ্ঞে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, হব্যদাতার জন্য হব্য ধারণ করিয়া মেধাবী ঋত্বিকেরা সোম অভিষুত করিয়া অন্নের নিকট তোমাকে আহ্বান করিতেছে ; তুমি মহান্ ও প্রভাসম্পন্ন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলদ্বারা উৎপন্ন, তুমি ফলদাতা এবং নিবাসহেতু ; অদ্য এই স্থানে প্রাতে আগমনকারী দেবগণকে ও দৈব্যজনকে সোমপানার্থ কুশের উপর আনয়ন কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, সম্মুখস্থ দৈব্যজনকে দেবগণের সহিত সমান আহ্বানদ্বারা অর্চনা কর ; হে দানশীল দেবগণ, এই সোম তোমাদিগের জন্য কল্য প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পান কর ॥ ১০ ॥

৪৬ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী।

প্রিয় উষা ইহার পূর্বে দেখা দেন নাই, ঐ তিনি আকাশ হইতে অন্ধকার দূর করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের প্রভূত স্তুতি করি ॥ ১ ॥ যে দর্শনীয় সমুদ্রপুত্র দেবদ্বয় মনের দ্বারা ধন দান করেন, এবং আমরা যজ্ঞ সম্পাদন করিলে নিবাসস্থান প্রদান করেন ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের রথ যখন প্রশংসিত স্বর্গলোকে অশ্বগণদ্বারা নীত হয়, তখন আমরা তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করি ॥ ৩ ॥ হে নরদ্বয়, পূরণকারী, পালনকারী, যজ্ঞদর্শী, ও জলশোষক সূর্য আমাদিগের হব্যদ্বারা দেবগণকে পূরণ করেন ॥ ৪ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, আমাদিগের প্রিয় স্তুতি গ্রহণ করিয়া তোমাদিগের বুদ্ধিপরিচালক যে তীব্র সোম আছে তাহা পান কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে জ্যোতির্ময় অন্ন অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি দান করে ; সেই অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, স্তুতিসমূহের পারে গমনার্থ নৌকারূপে আইস, আমাদিগের অভিমুখে তোমাদিগের রথ সংযোজিত কর ॥ ৭ ॥ তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে, ভূমিতে রথ রহিয়াছে ; সোমরস তোমাদের যজ্ঞকর্মে মিশ্রিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ হে কণ্বগণ, অশ্বিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা কর, দিব্যলোক হইতে সূর্যরশ্মি আইসে, বৃষ্টির উৎপত্তিস্থানে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে আমাদিগের নিবাসহেতু জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয় ; হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রূপ ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা কর ? ॥ ৯ ॥ সূর্যের প্রভা উষাকালের আলোক উৎপন্ন করিয়াছিল, সূর্য উদিত হইয়া হিরণ্যের ন্যায় হইয়াছিলেন, অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আপন জিহ্বাদ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ রাত্রির পারে গমনার্থ সূর্যের সুন্দর পথ নির্মিত হইয়াছিল, সূর্যের বিস্তৃত দীপ্তি দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ১১ ॥ অশ্বিদ্বয় হর্ষনিমিত্ত সোম পান করেন। স্তুতিকারক তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ রক্ষণকার্য বিভূষিত করেন ॥ ১২ ॥ হে সুখদাতা অশ্বিদ্বয়, তোমরা যেরূপ মনুতে নিবাস করিয়াছিলে, সেইরূপ নিবাস করিয়া সোমপাননিমিত্ত এবং স্তুতির জন্য আগমন কর ॥ ১৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা চতুর্দিকবিচারী ; তোমাদিগের শোভা অনুসরণ করিয়া উষা আগমন করুন ; রাত্রিতে সম্পাদিত যজ্ঞের হব্য তোমরা গ্রহণ কর ॥ ১৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে পান কর, উভয়েই প্রশস্ত রক্ষণকার্যদ্বারা আমাদিগকে সুখ দান কর ॥ ১৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।
বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী।
হে যজ্ঞবর্ধয়িতা অশ্বিদ্বয়, এই অতিশয় মধুর সোম তোমাদিগের জন্য অভিষুত হইয়াছে; ইহা কল্য প্রস্তুত হইয়াছে, পান কর এবং হব্যদাতা যজমানকে রমণীয় ধন দান কর॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের ত্রিবন্ধনযুক্ত ও ত্রিকোণ ও সুরূপ রথে আগমন কর; কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞে তোমাদিগের স্তোত্র পাঠ করিতেছে, তাহাদিগের আহ্বান সাদরে শ্রবণ কর॥ ২॥ হে যজ্ঞবর্ধয়িতা অশ্বিদ্বয়, অতিশয় মধুর সোম পান কর; তাহার পর হে দস্রদ্বয়, অদ্য রথে ধন লইয়া হব্যদাতার নিকট গমন কর॥ ৩॥ হে সর্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয়, কক্ষ্যাত্রয়ে স্থিত যজ্ঞকুশে থাকিয়া মধুর রসদ্বারা যজ্ঞ সিক্ত কর; হে অশ্বিদ্বয়, দীপ্তিমান্ কণ্বপুত্রেরা সোম অভিষব করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে যে অভীষ্ট রক্ষণকার্যদ্বারা কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে শোভনকর্মপালক, সেই রক্ষণকার্য-দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; হে যজ্ঞবর্ধক, সোম পান কর॥ ৫॥ হে দস্রদ্বয়, তোমরা রথে ধন লইয়া সুদাসকে অন্ন আনিয়া দিয়াছিলে, সেইরূপ অন্তরীক্ষ হইতে অথবা দ্যুলোক হইতে অনেকের বাঞ্ছিত ধন আমাদিগকে দান কর॥ ৬॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা দূরেই থাক অথবা নিকটেই থাক, সূর্যোদয়কালে সূর্যরশ্মির সহিত নিজ সুনির্মিত রথে আমাদিগের নিকট আইস॥ ৭॥ তোমরা সর্বদা যাগসেবী; তোমাদের সপ্ত অশ্ব তোমাদিগকে নিকটে আনিয়া সবনাভিমুখে লইয়া যাউক; হে নরদ্বয়, শুভকর্মকারী ও দানশীল যজমানকে অন্ন দান করিয়া তোমরা কুশে উপবেশন কর॥ ৮॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা যে রথে ধন লইয়া হব্যদাতাকে সর্বদা দান করিয়াছ, সেই সূর্যরশ্মিপরিবেষ্টিত রথে মধুর সোম পানার্থ আগমন কর॥ ৯॥ আমরা রক্ষার জন্য উক্থদ্বারা ও স্তোত্রদ্বারা প্রভূতধনশালী অশ্বিদ্বয়কে আমাদিগের অভিমুখে আহ্বান করিতেছি; হে অশ্বিদ্বয়, কণ্বপুত্রদিগের প্রিয় সদনে তোমরা সর্বদাই সোম পান করিয়াছ॥ ১০॥

৪৮ সূক্ত। উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।
বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী।
হে দেবদুহিতা উষা, আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর; হে বিভাবরি, প্রভূত অন্ন দান করিয়া প্রভাত কর; হে দেবি, দানশীল হইয়া ধনদান করিয়া প্রভাত কর॥ ১॥ উষা অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকলধনপ্রদাত্রী; প্রজাদিগের নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক সম্পত্তি আছে; হে উষা, আমাকে সুনৃত বাক্য, বল, এবং ধনবান্‌দিগের ধন দাও॥ ২॥ উষা পুরাকালে প্রভাত করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন; ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন॥ ৩॥ হে উষা, তোমার আগমন হইলে বিদ্বান লোকে দানে মনোনিবেশ করে, এবং অতিশয় মেধাবী কণ্বঋষি দানশীল মনুষ্যদিগের প্রসিদ্ধ নাম উষাকালেই উচ্চারণ করেন॥ ৪॥ উষা গৃহকার্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন; তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগকে জাগরিত করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন॥ ৫॥ তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী এবং অধিকক্ষণ অবস্থান কর না; হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা, তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর কুলায়ে অবস্থান করে না॥ ৬॥ তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন; এই সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে, সূর্যের উদয়স্থানের উপরস্থ দিব্যলোক হইতে, শতরথদ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন॥ ৭॥ তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; কেননা সেই নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন॥ ৮॥ হে স্বর্গদুহিতে, আহলাদকর জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দুর কর ॥ ৯ ॥ হে নেত্রী উষা, সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে। কেননা তুমি অন্ধকার দুর কর। হে বিভাবরি, তুমি বৃহৎ রথে আইস ; হে বিচিত্রধনযুক্তে, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥ হে উষা, মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর ; এবং যে যজ্ঞনির্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর ॥ ১১ ॥ হে উষা, তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা, তুমি আমাদিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর ॥ ১২ ॥ যে উষার জ্যোতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥ হে পূজনীয় উষা, তোমাকে পূর্বঋষিগণ রক্ষণ এবং অন্নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিতে তুষ্ট হও ॥ ১৪ ॥ হে উষা, তুমি অন্য জ্যোতিদ্বারা আকাশের দ্বারদ্বয় খুলিয়া দিয়াছ, অতএব আমাদিগকে হিংসকরহিত ও বিস্তীর্ণ গৃহ দান কর, এবং গোযুক্ত অন্ন দান কর ॥ ১৫ ॥ হে উষা, আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধরূপযুক্ত ধন দান কর এবং গাভী দান কর ॥ হে পূজনীয় উষা, আমাদিগকে সর্বশত্রুনাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়াসম্পন্ন উষা, আমাদিগকে অন্ন দান কর ॥ ১৬ ॥

৪৯ সূক্ত। উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে উষা, দীপ্যমান্ আকাশের উপর হইতে শোভনীয় মার্গদ্বারা আগমন কর ; অরুণবর্ণ গাভীসমূহ তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আইসুক ॥ ১ ॥ হে উষা, তুমি যে সুরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গদুহিতে, তৎ-দ্বারা অদ্য হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস ॥ ২ ॥ হে অর্জুনি উষা, তোমার আগমনের সময় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ আকাশপ্রান্তের উপরিভাগে গমন করে ॥ ৩ ॥ হে উষা, তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর ; কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচনদ্বারা স্তব করিয়াছে ॥ ৪ ॥

৫০ সূক্ত। সূর্য দেবতা ; ১১-১৩ রোগহর উপনিষদ্‌সমূহ ;
১৩ (দ্বিতীয়ার্ধ) শত্রুনাশক। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।
গায়ত্রী ; ১০-১৩ অনুষ্টুপ্।
সূর্য দীপ্তিমান্ ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন, তাঁহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য উর্ধ্বে বহন করিতেছে ॥ ১ ॥ সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত চলিয়া যায় ॥ ২ ॥ দীপ্যমান্ অগ্নির ন্যায় সূর্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে ॥ ৩ ॥ হে সূর্য, তুমি মহৎপথ ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদিগের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্যমান্ অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করিতেছ ॥ ৪ ॥ তুমি দেবলোকগণের সম্মুখে উদয় হও, মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমস্ত স্বর্গলোকের দৃষ্টির জন্য উদয় হও ॥ ৫ ॥ হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক, তুমি যে আলোকদ্বারা প্রাণিগণের পোষণকারিরূপে জগৎকে দৃষ্টি কর ॥ ৬ ॥ সেই আলোকদ্বারা রাত্রির সহিত দিবসকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগকে অবলোকন করিয়া, তুমি বিস্তীর্ণ দিব্যলোক ভ্রমণ কর ॥ ৭ ॥ হে দীপ্তিমান্ সর্বপ্রকাশক সূর্য, হরিৎ নামক সপ্ত-অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ ॥ ৮ ॥ সূর্য রথবাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করিলেন, সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন ॥ ৯ ॥ অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতিঃ দৃষ্টি করিয়া আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্যের নিকট গমন করি ; তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ ॥ ১০ ॥ হে অনুকূল-দীপ্তিযুক্ত সূর্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ত উদয় হইয়া, এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিয়া আমার হৃদ্‌রোগ ও হরিমাণ রোগ নাশ কর ॥ ১১ ॥ আমরা আমাদের হরিমাণ রোগ শুক ও শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করি, আমাদের হরিমাণ হরিদ্রায় স্থাপন করি ॥ ১২ ॥ এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী রোগ বিনাশ করিয়াছেন, আমি সে অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি না ॥ ১৩ ॥

৫১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ; ১৪-১৫ ত্রিষ্টুপ্‌।

যাঁহাকে অনেকে আহ্বান করে, যিনি স্তুতিভাজন এবং ধনের অর্ণব, সেই মেষ ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা হৃষ্ট কর। যাঁহার কর্ম সূর্যরশ্মির ন্যায় মনুষ্যদিগের হিতসাধন করে, সেই ক্ষমতাপন্ন ও মেধাবী ইন্দ্রকে ধনসম্ভোগার্থ অর্চনা কর ॥ ২ ॥ ইন্দ্রের আগমন শোভাবিশিষ্ট ; তিনি অন্তরীক্ষ পূরণ করেন ; তিনি বলসম্পন্ন, দর্পহারী, ও শতক্রতু। ঋভুগণ রক্ষণে ও বর্ধনে তৎপর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং উৎসাহবাক্যদ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তুমি অঙ্গিরাঋষিদিগের জন্য মেঘ খুলিয়া দিয়াছ ; শতদ্বারযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত অত্রিকে তুমিই পথ দেখাইয়াছিলে। তুমি বিমদ ঋষিকে অন্নযুক্ত ধন দিয়াছিলে ; এবং যুদ্ধে বর্তমান স্তোতার জন্য তুমি আপন বজ্র চালন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৩ ॥ তুমি জলধারী মেঘ খুলিয়া দিয়াছ, তুমি পর্বতে বৃত্রাদি দানবদিগের ধন অপহরণ করিয়া রাখিয়াছ। হে ইন্দ্র, তুমি হত্যাকারী বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, এবং তৎপর সূর্যকে লোকের দর্শনার্থ আকাশে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলে ॥ ৪ ॥ যাহারা যজ্ঞ-অন্ন আপনাদিগের মুখে স্থাপন করিয়াছিল, হে ইন্দ্র, সেই মায়াবীদিগকে তুমি মায়াদ্বারা পরাস্ত করিয়াছিলে। তুমি মনুষ্যদিগের প্রতি প্রসন্নমনা ; তুমি পিপ্রু নগর ধ্বংস করিয়াছিলে এবং ঋজিশ্বান নামক স্তোতাকে দস্যুদিগের হস্তে হত্যা হইতে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সহিত যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি অতিথিগ্বের রক্ষার্থ শম্বরকে হনন করিয়াছিলে। তুমি মহান্ অর্বুদকে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে ; অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৬ ॥ তোমাতে সমস্ত বল নিঃশংসয়রূপে নিহিত আছে। তোমার মন সোমপানে হৃষ্ট হয়। তোমার হস্তদ্বয়ে বজ্র আছে তাহা আমরা জানি, অতএব শত্রুর সমস্ত বীর্য ছেদন কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, কাহারা আর্য এবং কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর। তুমি শক্তিমান্, অতএব যজ্ঞসম্পাদকদিগের সহায় হও। আমি তোমার হর্ষজনক যজ্ঞে তোমার সেই সমস্ত কর্ম প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র যজ্ঞবিমুখদিগকে যজ্ঞপ্রিয় যজমানদিগের বশীভূত করিয়া ও অভিমুখ স্তোতাদিগের দ্বারা স্তুতিপরাঙ্‌মুখদিগকে ধ্বংস করিয়া অবস্থিতি করেন। বভ্রু ঋষি বর্ধনশীল ও স্বর্গব্যাপী ইন্দ্রের স্তুতি করিতে করিতে সঞ্চিত যজ্ঞদ্রব্যসমূহ লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, যখন উশনার বলদ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণ হইয়াছিল তখন তোমার বল বিশুদ্ধ তীক্ষ্ণতাদ্বারা দ্যু ও পৃথিবীকে ভীত করিয়াছিল। হে ইন্দ্র, তোমার মন মনুষ্যের প্রতি প্রসন্ন, তুমি এইরূপ বলপূর্ণ হইলে তোমার ইচ্ছামাত্রে সংযোজিত ও বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে আমাদিগের যজ্ঞের অন্নের অভিমুখে লইয়া আইসুক ॥ ১০ ॥ যখন ইন্দ্র কমনীয় উশনার সহিত স্তুত হয়েন তখন তিনি বক্রগতি অশ্বদ্বয়ে অধিষ্ঠান করেন। উগ্র ইন্দ্র গমনশীল মেঘসমূহ হইতে প্রবাহরূপে জল নির্গত করিয়াছেন, এবং শুষ্ণের বিস্তীর্ণ নগরসমূহ ধ্বংস করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্যাত সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন ; অতএব অন্য যজ্ঞে তুমি যেরূপ অভিষুত সোম কামনা কর, সেইরূপ শার্যাতের সোমও কামনা কর, তাহা হইলে দিব্যলোকে অবিচল যশঃপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অভিষবকারী ও স্তুত্যাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ কক্ষীবান্ (রাজাকে) যুবতী বৃচয়ানাম্নী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলে। হে শোভনকর্মা ইন্দ্র, তুমি বৃষণশ্চ রাজার মেনানাম্নী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যা হইয়াছিলে। এই সকল বিষয় অভিষবণকালে বর্ণনা করা কর্তব্য ॥ ১৩ ॥ শোভনকর্মা লোকদিগকে নির্ধনতায় (রক্ষা করিবার জন্য) ইন্দ্রকে সেবা করা হইয়াছে ; পুত্রদিগের স্তোত্র দ্বারস্থিত যূপের ন্যায় অচল। ধনদাতা ইন্দ্র (যজমানদিগের জন্য) অশ্ব ইচ্ছা করেন, গো ইচ্ছা করেন, রথ ইচ্ছা করেন, এবং অন্য ধন ইচ্ছা করিয়া অবস্থিতি করেন ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃষ্টিদান কর, তুমি নিজ তেজে বিরাজ করিতেছ, তুমি প্রকৃতবল-সম্পন্ন ও অতিশয় মহৎ, আমরা তোমাকে এই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। যেন আমরা এই সংগ্রামে সমস্ত বীরগণদ্বারা যুক্ত হইয়া তোমার দত্ত শোভনীয় গৃহে বিদ্বান্ পুত্রাদির সহিত বাস করি ॥ ১৫ ॥

৫২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ; ১৩, ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

শত স্তোতা একেবারে যাঁহার স্তুতিকার্যে প্রবৃত্ত হয়, যিনি স্বর্গ জানাইয়া দেন, সেই মেষ ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা কর। তাঁহার রথ গমনশীল অশ্বের ন্যায় বেগে যজ্ঞের দিকে গমন করে, আমি রক্ষার হেতু ইন্দ্রকে সেই রথে উঠিবার জন্য অনেক স্তুতিদ্বারা অনুরোধ করিতেছি ॥ ১ ॥ যখন যজ্ঞান্নপ্রিয় ইন্দ্র জল বর্ষণ করিয়া নদীপ্রতিরোধ-কারী বৃত্রকে হত করিলেন তখন তিনি ধারাবাহী জলের মধ্যে পর্বতের ন্যায় অচল হইয়া লোকদিগকে সহস্ররূপে রক্ষা করিয়া প্রভূত বলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তিনি আবরণকারী শত্রুদিগকে জয় করেন, তিনি জলবৎ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সকলের আহ্লাদের মূল, এবং সোমপানে বর্ধিত হইয়াছেন ; আমি মনীষী ঋত্বিক্‌দিগের সহিত সেই প্রবৃদ্ধধনসম্পন্ন ইন্দ্রকে শোভনকর্মযোগ্য অন্তঃকরণের সহিত আহ্বান করিতেছি, কেননা তিনি অন্ন পূরণ করেন ॥ ৩ ॥ সমুদ্রের আত্মীয়ভূত ও অভিমুখগামী নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে পূরণ করে, সেইরূপ কুণস্থিত সোমরস দিব্যলোকে ইন্দ্রকে পূরণ করে ; শত্রুশোষণকারী ও অপ্রতিহত ও শোভনরূপ মরুৎগণ বৃত্রহনন-সময়ে সেই ইন্দ্রের সহায় হইয়া নিকটে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪ ॥ গমনশীল জল যেরূপ নিম্নদেশে যায়, ইন্দ্রের সহায়ভূত মরুৎগণ হৃষ্ট হইয়া সেইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত ইন্দ্রের সম্মুখে বৃষ্টিযুক্ত বৃত্রের অভিমুখে যাইলেন। ত্রিত যেরূপ পরিধিসমুদয় ভেদ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেইরূপ যজ্ঞের অন্নদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া বলকে ভেদ করেন ॥ ৫ ॥ জল রুদ্ধ করিয়া যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরিপ্রদেশে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র, যখন তুমি সেই বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার শত্রুবিজয়িনী দীপ্তি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। ঊর্মিসমূহ যেরূপ হ্রদপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ যে স্তোত্রসমূহ তোমাকে বর্ধন করে সে সমস্ত তোমাকে প্রাপ্ত হয়। স্রষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং তাঁহার পরাভবকারী বলদ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ হে সিদ্ধকর্মা ইন্দ্র, তুমি অশ্বযুক্ত হইয়া মনুষ্যের নিকট আগমনার্থে বৃত্রকে হত করিয়াছ, বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, হস্তদ্বয়ে লৌহবজ্র গ্রহণ করিয়াছ, এবং আমাদিগের দর্শনার্থ আকাশে সূর্য স্থাপন করিয়াছ ॥ ৮ ॥ স্তোতৃগণ বৃত্রের ভয়ে স্তোত্র রচনা করিয়াছে, সে স্তোত্র বৃহৎ, আহ্লাদজনক, বলযুক্ত, এবং স্বর্গের সোপানস্বরূপ ; তখন স্বর্গরক্ষক মরুৎগণ মনুষ্যদিগের জন্য যুদ্ধ করিয়া এবং মনুষ্যগণকে পালন করিয়া ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অভিষুত সোম পান করিয়া হৃষ্ট হইলে যখন তোমার বজ্র দ্যু ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃত্রের মস্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিল, তখন বলবান্ আকাশও সেই অহির শব্দভয়ে কম্পিত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ যদি পৃথিবী দশগুণ হইত, যদি মনুষ্যসকল নিত্যকাল জীবিত থাকিত, হে মঘবন্, তাহা হইলেই তোমার ক্ষমতা প্রকৃতরূপে প্রসিদ্ধ হইত ; তোমার বলসাধিতক্রিয়া আকাশের ন্যায় মহৎ ॥ ১১ ॥ হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র, এই ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষের উপরে থাকিয়া তুমি নিজভুজবলে আমাদিগের রক্ষার জন্য ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছ ; তুমি বলের পরিমাণস্বরূপ ; তুমি সুগন্তব্য অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া আছ ॥ ১২ ॥ তুমি বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পরিমাণস্বরূপ ; তুমি দর্শনীয় দেবগণের বৃহৎ স্বর্গের পালনকারী ; তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতই নিজ মহত্ত্বদ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ ; অতএব তোমার সদৃশ অন্য কেহ নাই ॥ ১৩ ॥ দ্যু ও পৃথিবী যে ইন্দ্রের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় নাই, অন্তরীক্ষের উপরস্থ প্রবাহ যাঁহার তেজের অন্ত পায় নাই, হে ইন্দ্র, তুমি একাই অন্য সমস্ত ভূতজাতকে তোমার অধীন করিয়াছ ॥ ১৪ ॥ মরুৎগণ এই সংগ্রামে তোমাকে অর্চনা করিয়াছিলেন ; যখন তুমি অশ্রিযুক্ত বজ্রদ্বারা বৃত্রের মুখের উপর আঘাত করিয়াছিলে তখন সকল দেবগণ যুদ্ধে তোমাকে আনন্দিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৫ ॥

৫৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।
জগতী ; ১০-১১ ত্রিষ্টুপ্।
আমরা মহাত্মা ইন্দ্রের উদ্দেশে শোভনীয় বাক্য প্রয়োগ করি। এবং পরিচর্যারত যজমানের গৃহে শোভনীয় স্তুতি প্রয়োগ করি। ইন্দ্র সুপ্ত ব্যক্তিদিগের ধনের ন্যায় শত্রুর ধন অতি সত্বর অধিকার করিয়াছেন, ধনদাতাদিগের প্রতি অসমীচীন স্তুতি শোভা পায় না ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অশ্ব দান কর, গো দান কর, যবাদি ধান্য দান কর, এবং তুমি নিবাসহেতুভূত ধনের প্রভু ও পালক। তুমি শিক্ষার নেতা, তুমি বহুদিনের পুরাতন দেব, তুমি কামনা ব্যর্থ কর না, তুমি সখাদিগের মধ্যে সখা। তাঁহারই উদ্দেশে আমরা এই স্তুতি পাঠ করি ॥ ২ ॥ হে প্রজ্ঞাবান্, প্রভূতকর্মা ও অতিশয় দীপ্তিমান্ ইন্দ্র, সকল দিকে যে ধন আছে তাহা তোমারই, তাহা আমরা জানি। হে শত্রুদিগের পরাভবকারী ইন্দ্র, সেই ধন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে দান কর; যে স্তোতৃগণ তোমাকে কামনা করে, তাহাদিগের অভিলাষ ব্যর্থ করিও না ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, এই দীপ্ত হব্যসমূহ ও এই সোমরসসমূহে তুষ্ট হইয়া গো এবং অশ্বযুক্ত ধন দান করিয়া আমাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া প্রসন্নমনা হও। এই সোমরসে তুষ্ট ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করিয়া এবং শত্রু হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সম্যক্‌রূপে অন্ন ভোগ করিব ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা যেন ধন পাই, অন্ন পাই, এবং অনেকের আহ্লাদকর ও দীপ্তিমান্ বল পাই। যেন তোমার দীপ্তিমান্ সুমতি আমাদিগের সহায় হয়, সেই সুমতি বীর শত্রুদিগকে শোষণ করে, স্তোতৃদিগকে গো আদি পশু দান করে, এবং অন্ন দান করে ॥ ৫ ॥ হে সজ্জনপালক ইন্দ্র, বৃত্রহননের সময় তোমার আনন্দদায়ী সহায় মরুৎগণ তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল ; হে বর্ষণকারী ইন্দ্র, সেই হব্যসমুদয় ও সোমরসসমুদয় তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল, যে সময়ে তুমি শত্রুদিগের দ্বারা অপ্রতিহত হইয়া স্তুতিকারক ও হব্যদাতা যজমানের জন্য দশ সহস্র উপদ্রব বিনাশ করিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুধর্ষণকারিরূপে যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বলদ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। হে ইন্দ্র, তুমি নথী ঋষির সহায়ে দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ তুমি অতিথিগ্ব নামক রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক শত্রুদ্বয়কে তেজস্বী বর্তনীদ্বারা বধ করিয়াছ ; তৎপর তুমি অনুচররহিত হইয়া ঋজিশ্বান নামক রাজার দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত বঙ্গৃদ নামক শত্রুর শত নগর ভেদ করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ সহায়রহিত সুশ্রবা নামক রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০৯৯ অনুচর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র, তুমি শত্রুদিগের অলঙ্ঘ্য রথচক্রদ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি তোমার রক্ষাসমূহদ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তূর্বযান রাজাকে তোমার পরিত্রাণসাধনসমূহদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে ; তুমি কুৎস ও অতিথিগ্ব ও আয়ুকে এই মহৎ যুবক রাজার অধীন করিয়াছিলে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখাস্বরূপ যজ্ঞসমাপ্তিতে বর্তমান আছি, ও দেবগণের দ্বারা পালিত হইতেছি ; আমাদের সকলই মঙ্গল। আমরা তোমার স্তুতি করি, এবং তোমার প্রসাদে শোভনীয় পুত্র পাই ও প্রকৃষ্টরূপে দীর্ঘজীবন ধারণ করি ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী; ৬,৮-৯,১১ ত্রিষ্টুপ্।
হে মঘবন্, এই পাপে, এই যুদ্ধসমূহে আমাদিগকে প্রক্ষেপ করিও না, কেননা তোমার বলের অন্ত পরিমাণ করা যায় না। তুমি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অতিশয় শব্দ করিয়া নদীর জলকে শব্দিত করিতেছ, পৃথিবী কেন না ভয়-প্রাপ্ত হইবে? ॥ ১ ॥ শক্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান্ ইন্দ্রকে অর্চনা কর; তিনি স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে পূজা করিয়া স্তুতি কর। যিনি শত্রুবিজয়ী বলদ্বারা দ্যু ও পৃথিবী উভয়কে অলংকৃত করেন, তিনি বর্ষণকারী, সেই বর্ষণসামর্থ্য-দ্বারা বৃষ্টি দান করেন ॥ ২ ॥ যিনি শত্রুবিজয়ী ও নিজবলে দৃঢ়মনা, সেই দীপ্তিমান্ ও মহৎ ইন্দ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। কেননা তিনি প্রভূত যশঃশালী ও অসুর এবং শত্রুদিগকে দূর করেন; তিনি অশ্বদ্বয়দ্বারা সেবিত, অভীষ্টবর্ষী এবং বেগবান্ ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহৎ আকাশের উপরিপ্রদেশ কম্পিত করিয়াছ। তুমি নিজের শত্রুবিনাশী ক্ষমতাদ্বারা শম্বরকে স্বয়ং বধ করিয়াছ; তুমি হৃষ্ট উল্লসিত মনে তীক্ষ্ণ ও রশ্মিযুক্ত বজ্র দলবদ্ধ মায়াবীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শব্দ করিয়া বায়ুর উপর এবং শোষক ও পরিপাককারী সূর্যের মস্তকে জল বর্ষণ করিয়াছ। তোমার মন পরিবর্তনরহিত এবং শত্রুবিনাশে রত, তুমি অদ্য যে কার্য সম্পাদন করিলে তাহাতে কে তোমার উপরে আছে? ॥ ৫ ॥ তুমি নর্য তুর্বশ ও যদু নামক রাজাদিগকে রক্ষা করিয়াছ; হে শতক্রতু, তুমি বর্য কুলের তুর্বীতি নামক রাজাকে রক্ষা করিয়াছ; তুমি আবশ্যকীয় ধননিমিত্ত যুদ্ধে তাহাদিগের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছ; তুমি শম্বরের নবনবতি নগর ধ্বংস করিয়াছ ॥ ৬ ॥ যিনি ইন্দ্রকে হব্য দান করিয়া ইন্দ্রের স্তুতি প্রচার করেন অথবা হব্যের সহিত উক্থ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুগণকে পালন করেন এবং আপনাকে বর্ধন করেন; ফলদাতা ইন্দ্র তাঁহার জন্য আকাশ হইতে মেঘের জল বর্ষণ করেন ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রের বল অতুল, তাঁহার বুদ্ধিও অতুল। হে ইন্দ্র, যাহারা তোমাকে হব্য দান করিয়া তোমার মহৎ বল এবং স্থূল পৌরুষ বৃদ্ধি করে সেই সোমপায়িগণ যজ্ঞকর্মদ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক। ৮ ॥ এই সোমরসসমূহ প্রস্তরদ্বারা অভিষুত, ও পাত্রে স্থাপিত, এবং ইন্দ্রের পানের যোগ্য; হে ইন্দ্র, এ সকল তোমারই জন্য হইয়াছে, তুমি ইহা গ্রহণ কর, অভিলাষ তৃপ্ত কর, এবং তৎপরে আমাদিগকে ধন প্রদান করিতে মনোনিবেশ কর ॥ ৯ ॥ অন্ধকার বৃষ্টির ধারা রোধ করিয়াছিল, বৃত্রের জঠরের ভিতর মেঘ ছিল; বৃত্রের দ্বারা নিহিত হইয়া যে জলসমুদয় ক্রমান্বয়ে অবস্থিত ছিল ইন্দ্র তাহা নিম্ন ভূপ্রদেশে প্রেরণ করিলেন ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে বর্ধনশীল যশ দান কর, মহৎ শত্রুপরাজয়ী প্রভূত বল দান কর, আমাদিগকে ধনবান্ করিয়া রক্ষা কর, বিদ্বান্দিগকে পালন কর, এবং আমাদিগকে ধন ও শোভনীয় অপত্য ও অন্ন দান কর ॥ ১১ ॥

৫৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ॥
ইন্দ্রের প্রভাব আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, পৃথিবীও মহত্ত্ববিষয়ে ইন্দ্রের সমতুল হইতে পারে নাই। ভয়ংকর ও বলবান্ ইন্দ্র মনুষ্যদিগের জন্য শত্রুকে দগ্ধ করেন; বৃষ যেরূপ শৃঙ্গ ঘর্ষণ করে ইন্দ্র সেইরূপ তীক্ষ্ণতার জন্য তাঁহার বজ্র ঘর্ষণ করিতেন ॥ ১ ॥ অন্তরীক্ষব্যাপী ইন্দ্র সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় বিস্তীর্ণতাদ্বারা বহুব্যাপী জলসমুদয় গ্রহণ করেন। তিনি সোমপানার্থ বৃষের ন্যায় বেগে ধাবমান হয়েন এবং সেই যোদ্ধা পুরাকাল হইতে আপন বীরত্বের প্রশংসা ইচ্ছা করেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি নিজের সম্ভোগার্থ মেঘ বিভিন্ন কর নাই; তুমি মহৎ ধনপতি-দিগের উপর আধিপত্য কর। সেই দেব ইন্দ্র নিজের বীর্যদ্বারা বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছেন, সমস্ত দেবগণ উগ্র ইন্দ্রকে তাঁহার কর্মের জন্য সম্মুখে স্থান দিয়াছেন ॥ ৩ ॥ সেই ইন্দ্রই অরণ্যে স্তুতিকারী ঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হয়েন; তিনি লোকদিগের মধ্যে স্বীয় বীর্য প্রকটিত করিয়া চারুভাবে অবস্থিতি করেন। যখন হব্যদাতা ধনবান্ যজমান ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করে, তখন সেই অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যজ্ঞেচ্ছুকে যজ্ঞে রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ॥ ৪ ॥ সেই যোদ্ধা ইন্দ্র মনুষ্যদিগের জন্য সর্ববিশুদ্ধকারী বলদ্বারা মহৎ সংগ্রামসমূহে লিপ্ত হয়েন। যখন তিনি হননসাধন বজ্র ক্ষেপণ করেন তখন দীপ্তিমান ইন্দ্রকে সকলে বলবান্ বলিয়া শ্রদ্ধা করে ॥ ৫ ॥ শোভনকর্মা ইন্দ্র যশ কামনা করিয়া, সুনির্মিত (অসুর)-গৃহসকল বলদ্বারা বিনাশ করিয়া, পৃথিবীর সমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জ্যোতিষ্কদিগকে আবরণরহিত করিয়া, যজমানের উপকারার্থ বহনশীল বৃষ্টিজল দান করেন ॥ ৬ ॥ হে সোমপায়ী ইন্দ্র, তোমার মন দানে রত হউক। হে স্তুতিপ্রিয়, তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে আমাদিগের যজ্ঞের অভিমুখী কর। হে ইন্দ্র, তোমার সারথিগণ অশ্বসংযমে অতিশয় পটু, এজন্য তোমার প্রতিকূলমনা শত্রুগণ আয়ুধ লইয়া তোমাকে পরাজয় করিতে পারে না ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি হস্তদ্বয়ে অনন্ত ধন ধারণ কর, তুমি যশস্বী ও শরীরে অপরাজিত বল ধারণ কর। কূপসমুদয় যেরূপ জলার্থী লোকদ্বারা বেষ্টিত থাকে, তোমার অঙ্গসমুদয় বীরত্বের কর্ম-সমূহদ্বারা বেষ্টিত ; তোমার শরীরে বহু কর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮ ॥

৫৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী।

অশ্ব যেরূপ অশ্বার দিকে বেগে ধাবমান হয় সেইরূপ প্রভূতাহারী ইন্দ্র সেই যজমানের প্রভূত পাত্রস্থিত খাদ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছেন। তিনি সুবর্ণময় অশ্বযুক্ত ও রশ্মিযুক্ত রথ থামাইয়া পান করিতেছেন, তিনি মহৎ কার্যে সুদক্ষ ॥ ১ ॥ ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকলদিকে সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নারীগণ যেরূপ (পুষ্পচয়নার্থ) পর্বত আরোহণ করে, হে স্তোতা, তুমিও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের প্রতিপালক বলবান্ ইন্দ্রের নিকট একটি তেজঃপূর্ণ স্তোত্রদ্বারা সেইরূপ শীঘ্র আরোহণ কর ॥ ২ ॥ ইন্দ্র ক্ষিপ্রকারী ও মহান্ ; তাঁহার দোষশূন্য ও শত্রুবিনাশক বল পুরুষোচিত সংগ্রামে গিরির শৃঙ্গের ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়। শত্রুদমনকারী ও লৌহধারী ইন্দ্র (সোমপানে) হৃষ্ট হইলে সেই বলদ্বারা মায়াবী শুষ্ণকে কারাগৃহে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ যেরূপে সূর্য উষাকে সেবা করেন, দীপ্তিমান্ বল সেইরূপে তোমার রক্ষণের জন্য তোমার স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত ইন্দ্রকে সেবা করে। সেই ইন্দ্র পরাভবকারী বলদ্বারা অন্ধকাররূপ বৃত্রকে দমন করেন, এবং শত্রুদিগকে ক্রন্দন করাইয়া বিশেষরূপে ধ্বংস করেন ॥ ৪ ॥ হে শত্রুহন্তা ইন্দ্র, যখন তুমি বৃত্রদ্বারা অবরুদ্ধ জীবনধারক ও বিনাশরহিত জল আকাশ হইতে সকল দিকে বিতরণ করিলে, তখন তুমি হৃষ্ট হইয়া সংগ্রামে বৃত্রকে হনন করিয়াছিলে, এবং জলের সমুদ্রের ন্যায় মেঘকে নিম্নমুখ করিয়া দিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহান্, তুমি বলদ্বারা আকাশ হইতে পৃথিবীর প্রদেশসমূহে জীবনধারক বৃষ্টি দান কর ; তুমি হৃষ্ট হইয়া মেঘ হইতে জল বাহির করিয়া দিয়াছ, এবং গুরু পাষাণদ্বারা বৃত্রকে ধ্বংস করিয়াছ ॥ ৬ ॥

৫৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী।

অতিশয় দানশীল ও মহৎ ও প্রভূতধনযুক্ত ও অমোঘবলসম্পন্ন ও প্রকাণ্ডদেহবিশিষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি মননীয় স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। নিম্নপ্রদেশাভিমুখ জলরাশির ন্যায় তাঁহার বল কেহ ধারণ করিতে পারে না, তিনি স্তোতৃদিগের বল সাধনের জন্য সর্বব্যাপী সম্পদ প্রকাশ করেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, এই বিশ্বজগৎ তোমার যজ্ঞে রত ছিল ; জল যেরূপ নিম্নে যায়, হব্যদাতাদিগের অভিষুত সোমরসসমূহ তোমার দিকে বহিয়াছিল। ইন্দ্রের শোভনীয় সুবর্ণময় ও হননশীল বজ্র পর্বতে নিদ্রিত ছিল না ॥ ২ ॥ হে শুভ্র উষা, ভয়ংকর ও স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে এই যজ্ঞে এক্ষণে যজ্ঞান্ন প্রদান কর। তাঁহার বিশ্বধারক, প্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রত্বচিহ্নযুক্ত জ্যোতিঃ অশ্বের ন্যায় তাঁহাকে যজ্ঞান্ন প্রাপ্তির জন্য ইতস্ততঃ বহন করিতেছে ॥ ৩ ॥ হে প্রভূতধনশালী ও বহুলোকের স্তুত ইন্দ্র, আমরা তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকিক সরকার

অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি, আমরা তোমারই। হে স্তুতিভাজন, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ স্তুতি পায় না; পৃথিবী যেরূপ (স্বকীয় প্রাণীদিগকে ধারণ করেন) তুমিও সেরূপ আমাদিগের সেই স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তোমার বীর্য মহৎ, আমরা তোমারই। হে মঘবন্, এই স্তোতার কামনা পূর্ণ কর। বৃহৎ আকাশ তোমার বীর্য মানিয়াছে, এই পৃথিবীও তোমার বলে নত হইয়াছে॥ ৫॥ হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি সেই বিস্তীর্ণ মেঘকে বজ্রদ্বারা পর্বে পর্বে কাটিয়াছ; সেই মেঘে আবৃত জল বহিয়া যাইবার জন্য নিম্নদিকে ছাড়িয়া দিয়াছ; কেবল তুমিই বিশ্বব্যাপী বল ধারণ কর॥ ৬॥

৫৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। জগতী; ৬-৯ ত্রিষ্টুপ্।

মহাবলে জাত ও মরণরহিত অগ্নি শীঘ্রই ব্যথাদান করেন। দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি যখন যজমানের হব্য-বাহক দূত হইয়াছিলেন, তখন সমীচীন পথদ্বারা যাইয়া অন্তরীক্ষ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি যজ্ঞে হব্যদ্বারা দেবগণের পরিচর্যা করেন॥ ১॥ জরারহিত অগ্নি তৃণগুল্মাদিরূপ আপন খাদ্য মিশ্রিত ও ভক্ষণ করিয়া শীঘ্রই কাষ্ঠে আরোহণ করেন। দহনার্থ ইতস্ততোগামী অগ্নির পৃষ্ঠদেশস্থিত জ্বালা অশ্বের ন্যায় শোভা পায়, এবং আকাশের উন্নত শব্দায়মান মেঘের ন্যায় শব্দ করে॥ ২॥ অগ্নি হব্য বহন করেন, এবং রুদ্র ও বসুদিগের সম্মুখে স্থান পাইয়াছেন। তিনি দেবগণের আহ্বানকারী এবং যজ্ঞস্থানে উপস্থিত থাকেন। তিনি ধন জয় করেন এবং মরণরহিত। দীপ্তিমান্ অগ্নি যজমানদিগের স্তুতি লাভ করিয়া রথের ন্যায় গমন করতঃ প্রজাদিগের গৃহে বার বার বরণীয় ধন প্রদান করেন॥ ৩॥ অগ্নি বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া মহা শব্দের সহিত এবং জ্বলন্ত জিহ্বা ও প্রসারিত তেজের সহিত অনায়াসে বৃক্ষসমূহে স্থান পায়; হে অগ্নি, যখন তুমি বনবৃক্ষসমূহ শীঘ্র দগ্ধ করিবার জন্য বৃষের ন্যায় ব্যগ্র হও, হে দীপ্তিজাল জরারহিত অগ্নি, তখন তোমার গমনমার্গ কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ ৪॥ অগ্নি বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া, শিখারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া, মহা তেজের সহিত অশোষিত বৃক্ষরস আক্রমণ করিয়া, গোযূথের মধ্যে বৃষের ন্যায় সমস্ত পরাজয় করিয়া, চারিদিকে বিস্তৃত হয়েন; স্থাবর ও জঙ্গম সকলে বহুবিচারী অগ্নিকে ভয় করে॥ ৫॥ হে অগ্নি, মনুষ্য-দিগের মধ্যে ভৃগুগণ দিব্য জন্ম প্রাপ্তির জন্য তোমাকে শোভনীয় ধনের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। তুমি সহজে লোকের আহ্বান শ্রবণ কর এবং (দেবগণকে) আহ্বান কর। তুমি যজ্ঞস্থানে অতিথিস্বরূপ এবং বরণীয় মিত্রের ন্যায় সুখদাতা॥ ৬॥ সাতজন আহ্বানকারী ঋত্বিক্ যজ্ঞসমূহে যে পরম যজ্ঞার্হ এবং দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নিকে বরণ করেন, সেই সর্বধনদাতা অগ্নিকে আমি যজ্ঞান্নের দ্বারা পরিচর্যা করি, এবং তাঁহার নিকট রমণীয় ধন যাচ্ঞা করি॥ ৭॥ হে বলপুত্র, হে অনুকূলদীপ্তিযুক্ত অগ্নি, অদ্য আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দান কর। হে অন্নপুত্র, তোমার স্তুতিকারককে লৌহের ন্যায় দৃঢ়রূপে রক্ষা করতঃ পাপ হইতে রক্ষা কর॥ ৮॥ হে প্রভাযুক্ত অগ্নি, তুমি স্তুতিকারকের গৃহস্বরূপ হও। হে ধনবান্ অগ্নি, ধনবান যজমানদিগের প্রতি কল্যাণস্বরূপ হও। হে অগ্নি, স্তুতিকারকদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। প্রজ্ঞাধনসম্পন্ন অগ্নি এই প্রাতে শীঘ্র আগমন করুন॥ ৯॥

৫৯ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, অন্য অগ্নিসমূহ তোমার শাখামাত্র, তোমাতে সকল অমরগণ হৃষ্ট হয়েন; হে বৈশ্বানর, তুমি মনুষ্যদিগের নাভিস্বরূপ, তুমি নিখাত স্তম্ভের ন্যায় লোকদিগকে ধারণ কর॥ ১॥ অগ্নি স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি এবং দ্যু ও পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন॥ হে বৈশ্বানর, তুমি দেব, দেবগণ আর্যের জন্য তোমাকে জ্যোতিঃরূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন॥ ২॥ সূর্যে যেরূপ ধ্রুব রশ্মিসমূহ স্থাপিত আছে, বৈশ্বানর অগ্নিতে সেইরূপ ধনসমুদয় স্থাপিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। পর্বতসমূহে, ওষধিসমূহে, জলসমূহে, ও সকল মনুষ্যে যে (ধন) আছে তুমি তাহার রাজা ॥ ৩ ॥ উভয় পৃথিবী পুত্র বৈশ্বানর দ্বারা যেন বৃহৎ হইয়া উঠিল। বন্দী যেরূপ প্রভুর স্তুতি করে সেইরূপ এই সুদক্ষ হোতা শোভনগতিযুক্ত, প্রকৃতবলসম্পন্ন এবং নেতৃশ্রেষ্ঠ বৈশ্বানরের উদ্দেশে বহুবিধ মহৎ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে ॥ ৪ ॥ হে বৈশ্বানর, তুমি সমুৎপন্ন সকল প্রাণীকেই জান, তোমার মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও অধিক। তুমি মানব-প্রজাদিগের রাজা, তুমি যুদ্ধদ্বারা দেবগণের জন্য ধন উদ্ধার করিয়াছ ॥ ৫ ॥ মনুষ্যেরা যে বৃত্রহন্তা বৈশ্বানরকে বৃষ্টির জন্য অর্চনা করে সেই জলবর্ষী বৈশ্বানরের মাহাত্ম্য আমি শীঘ্র বলিতেছি। বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুকে হনন করিয়াছেন, বৃষ্টির জল নীচে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শম্বরকে ভেদ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ বৈশ্বানর মাহাত্ম্যদ্বারা সকল মনুষ্যের অধিপতি ও পুষ্টিকর-অন্নযুক্ত যজ্ঞে যজনীয়, তিনি প্রভাযুক্ত এবং সুনৃতবাক্যসম্পন্ন। শতবনির পুত্র পুরুণীথ রাজা বহু স্তুতির সহিত সেই অগ্নিকে স্তব করেন ॥ ৭ ॥

৬০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্

অগ্নি হব্যবাহক ও যশস্বী, যজ্ঞপ্রকাশক এবং সম্যক্ রক্ষণাশীল, তিনি দেবগণের দূত এবং সদাই দেবগণের নিকট হব্য লইয়া গমন করেন, তিনি দুই কাষ্ঠ হইতে জাত এবং ধনের ন্যায় প্রশংসিত ; মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট আনিলেন ॥ ১ ॥ উভয় দেব ও মনুষ্যগণ এই শাসনকর্তাকে সেবা করে, হব্যগ্রাহী দেবগণ এবং মনুষ্যেরা ইঁহার সেবা করে কেননা এই পূজ্য, প্রজাপালক, এবং ফলদাতা আহ্বানকারী অগ্নি সূর্যের পূর্বে উষাকালে বর্তমান থাকিয়া যজমানদিগের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ আমাদিগের নূতন স্তুতি হৃদয়জাত ও মিষ্টজিহ্ব অগ্নির সম্মুখে ব্যাপ্ত হউক ; মনুর সন্তান মনুষ্যগণ যথাকালে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ও যজ্ঞান্ন প্রদান করিয়া সেই অগ্নিকে সংগ্রামকালে উৎপন্ন করে ॥ ৩ ॥ অগ্নি কামনার পাত্র এবং বিশুদ্ধকারী, তিনি নিবাসহেতু এবং বরণীয়, ও দেবগণের আহ্বানকারী ; যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট মনুষ্যদিগের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি শত্রুদিগের দমনে কৃতসংকল্প হইয়া এবং আমাদিগের গৃহসমূহের পালনকর্তা হইয়া যজ্ঞগৃহে ধনাধিপতি হউন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, আমরা গৌতমগোত্রীয় ; তুমি ধনপতি ও রক্ষণশীল ও যজ্ঞান্নের কর্তা। আরোহী যেরূপ অশ্বকে হস্তদ্বারা মার্জিত করে আমরা তোমাকে সেইরূপে মার্জিত করিয়া মননীয় স্তোত্রদ্বারা প্রশংসা করিব। অগ্নি প্রজ্ঞাদ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই প্রাতঃকালে শীঘ্র আইসুন ॥ ৫

৬১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ইন্দ্র বলবান্, ত্বরান্বিত, ও গুণদ্বারা মহৎ স্তুতির উপযুক্ত এবং অপ্রতিহতগতি। বুভুক্ষিতকে যেরূপ অন্ন দান করে, আমি ইন্দ্রকে তাঁহার গ্রহণযোগ্য স্তুতি এবং পূর্ববর্তী যজমানপ্রদত্ত যজ্ঞান্ন প্রদান করি ॥ ১ ॥ তাঁহাকে অন্নের ন্যায় হব্য দান করিতেছি, শত্রু-পরাজয়-সাধনস্বরূপ স্তুতিশব্দ সম্পাদন করিয়াছি। অন্য স্তোতাগণও সেই পুরাতন স্বামীকে হৃদয়ের সহিত, মনের সহিত, এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি সম্পাদন করে ॥ ২ ॥ সেই উপমানভূত বরণীয় ধনদাতা ও বিজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধন করিবার জন্য আমি মুখদ্বারা উৎকৃষ্ট ও নির্মল স্তুতিবচনযুক্ত অতি মহৎ শব্দ করিতেছি ॥ ৩ ॥ যেরূপ রথনির্মাণকর্তা রথস্বামীর নিকট রথ চালায় সেইরূপ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র প্রেরণ করি ; স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে শোভনীয় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করি ; মেধাবী ইন্দ্রকে বিশ্বব্যাপী হব্য প্রেরণ করি ॥ ৪ ॥ অশ্বকে যেরূপ রথে সংযোজিত করে আমি সেরূপ অন্নপ্রাপ্তির ইচ্ছায় স্তুতিরূপ মন্ত্র বাগিন্দ্রিয় ধারণ করি ; সেই বীর, দানশীল-অন্ন-বিশিষ্ট এবং নগরবিদারী ইন্দ্রকে বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ ৫ ॥ ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্মা ও সুপ্রেরণীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্যবান্ ও অপরিমিত বলবান্ ইন্দ্র শত্রুবিনাশে উদ্যত হইয়া সেই হননকারী বজ্রদ্বারা বৃত্রের মর্ম ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ জগতের নির্মাণকর্তা ইন্দ্রের এই মহৎ যজ্ঞে যে অভিষব দেওয়া হইয়াছে, ইন্দ্র তাহাতে সোমরূপ অন্ন সদ্যই পান করিয়াছেন, এবং শোভনীয় হব্যরূপ অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণু শত্রুর পরিপক্ক ধন অপহরণকারী, শত্রুপরাজয়ী ও বজ্রক্ষেপক; তিনি বরাহকে অর্থাৎ মেঘকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র অহিকে হনন করিলে গমনশীল দেবপত্নীগণও তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহারা ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক ও ভূলোক ও অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও অধিক। তিনি নিজ আবাসে স্বকীয় তেজে বিরাজ করেন, সকল কার্যে সমর্থ হয়েন। তাঁহার শত্রু সুযোগ্য, তিনি যুদ্ধগমনে নিপুণ, এবং মেঘরূপ শত্রুদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করেন ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র স্বকীয় বলদ্বারা জলশোষক বৃত্রকে বজ্রদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন; এবং গাভীসমূহের ন্যায় বৃত্রদ্বারা অবরুদ্ধ জগতের রক্ষণশীল জলসমুদয় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি হব্যদাতাকে তাহার অভিলাষানুসারে অন্ন দান করেন ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রের ক্ষমতাহেতু সমুদ্র ও নদীসকল শোভা পাইতেছে, কেননা ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহাদিগের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আপনাকে ঐশ্বর্যবান্ করিয়া এবং হব্যদাতাকে ফল প্রদান করিয়া, ইন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া তুর্বীতি ঋষির জন্য একটি অবস্থানযোগ্য স্থান সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র ক্ষিপ্রকারী, সকলের ঈশ্বর, এবং অপরিমিত বলশালী। হে ইন্দ্র, তুমি এই বৃত্রকেই বজ্রপ্রহার কর, গরুর ন্যায় বৃত্রের শরীরের সন্ধিগুলি তির্যক অবস্থিত বজ্রদ্বারা কর্তন কর, যেন বৃষ্টি এবং জল বিচরণ করিতে পারে ॥ ১২ ॥ যিনি মন্ত্রদ্বারা স্তুত্য সেই ক্ষিপ্রগামী ইন্দ্রের পূর্ব কর্মসকল বর্ণনা কর। তিনি যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিয়া, শত্রুদিগকে হনন করিয়া তাহাদের সম্মুখে গমন করেন ॥ ১৩ ॥ এই ইন্দ্রের ভয়ে পর্বতগণ নিশ্চল হইয়া থাকে, ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইলে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়। নোধাঋষি সেই কমনীয় ইন্দ্রের রক্ষণকার্য অনেক সুক্তদ্বারা বার বার প্রার্থনা করিয়া সদ্যই বীর্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ তিনি একাকী বহুবিধ ধনের স্বামী। তিনি যে স্তোত্র এই স্তোতৃদিগের নিকট যাচ্ঞা করিয়াছেন সেই স্তোত্র তাঁহাকে দাও। স্বশ্বপুত্র সূর্যের সহিত যুদ্ধের সময় সোমাভিষবকারী এতশ ঋষিকে ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। হে অশ্বযুক্ত রথেশ্বর ইন্দ্র, গোতমগণ তোমাকে যজ্ঞে উপস্থিত করিবার জন্য স্তুতিরূপ মন্ত্রসমূহ রচনা করিয়াছে; সেই স্তোতৃদিগকে বহুবিধ বুদ্ধি প্রদান কর। যিনি বুদ্ধিদ্বারা ধন পাইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

৬২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বলবান্ ও স্তুতিভাজন ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা অঙ্গিরার ন্যায় সুখকর স্তোত্র মনে ধারণা করি। তিনি শোভনীয় স্তোত্রদ্বারা স্তুতিকারী ঋষির অর্চনাভাজন। সেই প্রখ্যাত নেতাকে আমরা স্তোত্রদ্বারা পূজা করি ॥ ১ ॥ যে স্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে পারে এরূপ মহৎ স্তোত্র তোমরা সেই মহান্ ও বলবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ কর। তাঁহার সহায়তায় আমাদের পূর্বপুরুষ অঙ্গিরাগণ পদচিহ্ন দেখিয়া পূজা করতঃ পণি অসুরদ্বারা অপহৃত গাভী উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র ও অঙ্গিরা গাভী অন্বেষণ করিলে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্র অসুরকে বধ করিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভীসকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ হে শক্তিমান্ ইন্দ্র, সপ্তসংখ্যক ও সদ্গতি-অভিলাষী নবগ্ব ও দশগ্ব মেধাবিগণের সুখশ্রাব্য স্বরযুক্ত স্তোত্রদ্বারা তুমি স্তুত হইবে। তোমার স্বরে পর্বত ভীত হয়, এবং শস্যোৎপাদক মেঘও ভীত হয় ॥ ৪ ॥ হে দর্শনীয় ইন্দ্র, তুমি অঙ্গিরাগণের দ্বারা স্তুত হইয়া উষা ও সূর্যের কিরণদ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র, তুমি পৃথিবীর সানুপ্রদেশ সমতল করিয়াছ এবং অন্তরীক্ষের মূল প্রদেশ দৃঢ় করিয়াছ ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপিত মধুর উদকপুণ যে চারিটি নদী জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম ॥ ৬ ॥ যে ইন্দ্রকে (যুদ্ধরূপ) প্রযত্নদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু স্তোতার স্তুতিদ্বারা পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্র একত্র-সংলগ্ন দ্যাবা-পৃথিবীকে দ্বিধা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই শোভনকর্মা ইন্দ্র সুন্দর ও উৎকৃষ্ট নভস্তলে সূর্যের ন্যায় এই দ্যাবা-পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ বিভিন্নরূপা, নিত্যজাতা ও যুবতী রজনী ও উষা দ্যাবা-পৃথিবীতে বহুকাল হইতে পরম্পরাক্রমে আগমন করতঃ বিচরণ করিতেছেন ; রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ ও উষা দীপ্তিমান্‌শরীর-যুক্তা ॥ ৮ ॥ যে ইন্দ্র শোভনীয় কর্ম সম্পাদন করেন, যিনি বলের পুত্র এবং উৎকৃষ্ট কর্মযুক্ত, তিনি যজমানদিগের পুরাতন বন্ধুত্ব পোষণ করেন। হে ইন্দ্র, তুমি অপরিপক্ক গাভীগণমধ্যেও পক্ক দুগ্ধ দান করিয়াছ, এবং গাভী কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিতবর্ণ হইলেও তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ দুগ্ধ দান করিয়াছ ॥ ৯ ॥ যে স্থির অঙ্গুলীসকল চিরকাল সন্নদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াও আলস্যরহিত হইয়া স্বীয় বলদ্বারা বহু সহস্র ব্রত পালন করিয়াছে ; সেই সেবাপরায়ণ ভগ্নীগণ দেবপত্নীর ন্যায় বীতলজ্জ ইন্দ্রের সেবা করে ॥ ১০ ॥ হে দর্শনীয় ইন্দ্র, তুমি মন্ত্র ও নমস্কারদ্বারা স্তুত হও। যে মেধাবিগণ সনাতন কর্ম বা ধন কামনা করে তাহারা বহু প্রয়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয়। হে বলবান্ ইন্দ্র, যেরূপ আকাঙ্ক্ষিণী পত্নী আকাঙ্ক্ষী পতিকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্তুতি তোমাকে স্পর্শ করে ॥ ১১ ॥ হে দর্শনীয় ইন্দ্র, চিরকাল হইতে যে ধন তোমার হস্তে আছে তাহা কখনও নাশ বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বুদ্ধিমান্, দীপ্তিমান্ এবং যজ্ঞবিশিষ্ট। হে কর্মবান্ ইন্দ্র, তোমার কর্মদ্বারা আমাদিগকে ধন দাও ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সকলের আদি ; হে সুনেত্র বলবান্ ইন্দ্র, তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর ; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি কর্মদ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ১৩ ॥

৬৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি সর্বাগ্রগণ্য ; ভয়ের সময়ে তোমার শত্রুশোষণকারী বলদ্বারা তুমি দ্যাবা-পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলে। বিশ্বের সমস্ত ভূত ও পর্বতসমূহ এবং অন্য যে সমস্ত মহৎ ও দৃঢ় পদার্থ আছে তাহারাও নভস্তলে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন তোমার বিবিধগতিযুক্ত অশ্ব রথে সংযোজিত কর, তখন স্তোতা তোমার হস্তে বজ্র স্থাপন করে ; তুমি সেই বজ্রদ্বারা শত্রুর অনভীপ্‌সিত কর্ম করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র, তুমি তৎ-দ্বারা অনেক নগর ধ্বংস কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমিই সত্য, তুমি এই সকল শত্রুর ধর্ষণকারী ; তুমি ঋভুগণের অধিপতি, নরের হিতকারী ; ও শত্রুহন্তা। সাংঘাতিক ও তুমুল সংগ্রামে তুমি দীপ্তিমান্ তরুণ কুৎসের সহায় হইয়া শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৩ ॥ হে বৃষ্টিবর্ষণকারী, বজ্রী ইন্দ্র, তুমি যখন শত্রুকে বধ করিয়াছিলে ; হে শূর, অভীষ্টবর্ষণাভিলাষী, ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র, তুমি যখন সংগ্রামে দস্যুদিগকে পরাঙ্‌মুখ করতঃ ধ্বংস করিয়াছিলে, তখন তুমি কুৎসের সহায় হইয়া তাহাকে প্রসিদ্ধ যশ প্রেরণ করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কোন দৃঢ় ব্যক্তির হানি করিতে ইচ্ছা কর না ; তথাপি মনুষ্যগণ শত্রুদিগের দ্বারা উপদ্রুত হইলে তুমি তাহাদিগের অশ্ব বিচরণের জন্য চারিদিক খুলিয়া দাও, এবং হে বজ্রী, কঠিন বজ্রদ্বারা শত্রুদিগকে বিনাশ কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যে সংগ্রামে যোদ্ধাগণ লাভ ও ধন প্রাপ্ত হয় তাহাতে মনুষ্যেরা তোমাকে (সহায়ার্থ) আহ্বান করে। হে বলবান্ ইন্দ্র, সংগ্রামে তোমার এই রক্ষণকার্য আমাদের দিকে প্রসারিত হউক, যেহেতু যোদ্ধাগণ তোমার রক্ষণভাজন ॥ ৬ ॥ হে বজ্রিন্, তুমি পুরুকুৎসের সহায় হইয়া যুদ্ধ করতঃ সেই সপ্ত নগর ধ্বংস করিয়াছ ; তুমি সুদাস নামক রাজার নিমিত্ত অংহা নামক শত্রুর ধন, যজ্ঞকুশের ন্যায় অনায়াসে কর্তন করিয়াছ। পরে হে রাজন, সেই হব্যদাতা সুদাসকে সেই ধন দিয়াছ ॥ ৭ ॥ হে দেব, তুমি আমাদের বিচিত্র অন্ন সমস্ত ভূমিতে জলের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ধিত কর। হে শূর, সকল দিকে যেমন জল ক্ষরিত হইতে দিয়াছ, সেইরূপ সেই অন্নদ্বারা আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছ ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অশ্বযুক্ত ; গোতমগণ তোমার উদ্দেশে ভক্তিপূর্বক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিয়াছে ; তুমি আমাদিগকে বহুবিধ অন্ন প্রদান কর। যিনি কর্মদ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৯ ॥

৬৪ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। জগতী ; ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

হে নোধা, বর্ষণকারী, শোভনযজ্ঞ ও ফলদাতক মরুৎগণের উদ্দেশে সুন্দর স্তোত্র প্রেরণ কর। যে বাক্যদ্বারা বৃষ্টিধারার ন্যায় যজ্ঞস্থলে দেবগণকে অভিমুখ করা যায়, আমি ধীর ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনের সহিত সেই বাক্যসমূহ প্রয়োগ করি ॥ ১ ॥ মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ; তাঁহারা দর্শনীয়, পৌরুষসম্পন্ন, এবং রুদ্রের পুত্র ; তাঁহারা শত্রুবিজয়ী, পাপরহিত সকলের শোধক, সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, সত্বসমূহের ন্যায় বলপরাক্রমশালী, বৃষ্টিবিন্দুযুক্ত ও ঘোররূপ ॥ ২ ॥ রুদ্রের পুত্রগণ যুবা ও জরারহিত, এবং যাঁহারা দেবগণকে হব্য দেন না তাঁহাদিগের হন্তা ; তাঁহারা অপ্রতিহতগতি এবং পর্বতের ন্যায় দৃঢ়াঙ্গ। তাঁহারা স্তোতৃগণকে অভীষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন। পৃথিবীর ও দিব্যলোকের সমস্ত বস্তু দৃঢ় হইলেও মরুৎগণ স্বকীয় বলে তাহা প্রচালিত করেন ॥ ৩ ॥ শোভার নিমিত্ত মরুৎগণ নানাবিধ অলংকারদ্বারা স্বশরীর অলংকৃত করেন, শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর হার ধারণ করেন, অংশদেশে আয়ুধসমূহ ধারণ করেন। নেতা মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ স্তোতৃগণকে ধনাধিপতি করিয়া, মেঘাদিকে কম্পিত করিয়া, হিংসককে বিনাশ করিয়া মরুৎগণ স্বকীয় বলে বায়ু ও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন ; পরে মরুৎগণ সকলদিকে গমন করিয়া ও সকলকে কম্পিত করিয়া দ্যুলোকের উধঃ অর্থাৎ মেঘ দোহন করেন, এবং জলদ্বারা ভূমি সিঞ্চন করেন ॥ ৫ ॥ যেরূপ ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে ঘৃত সিঞ্চন করেন, সেইরূপ দানশীল মরুৎগণ সারবান্ জল সিঞ্চন করেন ; তাঁহারা অশ্বের ন্যায় বেগবান্ মেঘকে বর্ষণের নিমিত্ত বিনীত করেন এবং গর্জনকারী ও অক্ষয়মেঘকে দোহন করেন ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা মহৎ, প্রাজ্ঞ, সুন্দরদীপ্তিসম্পন্ন পর্বতের ন্যায় বলবান্, এবং শীঘ্রগতি ; তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর, যেহেতু তোমরা অরুণবর্ণ শিখায় প্রচণ্ড বল ধারণ করিয়াছ ॥ ৭ ॥ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন ; সর্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর ; তাঁহারা শত্রুর বিনাশকারী, স্তোতার প্রীতিকারী, এবং অহির ন্যায় ক্রোধযুক্ত, এতাদৃশ মরুৎগণ তাহাদের বাহন মৃগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শত্রুপীড়িত যজমানদিগকে রক্ষা করিতে যুগপৎ আসিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে দলবদ্ধ, মনুষ্যের হিতকারী, এবং শৌর্যশালী মরুৎগণ, তোমরা বলদ্বারা বিনাশক্ষমকোপযুক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী শব্দপূর্ণ কর। হে মরুৎগণ, তোমাদের তেজঃ নির্মল রূপের ন্যায় অথবা দর্শনীয় বিদ্যুতের ন্যায় রথের সারথিস্থানে অবস্থিতি করে ॥ ৯ ॥ সর্বজ্ঞ, ধনাধিপতি, বলযুক্ত, মহৎ, শত্রুবিনাশকারী, অনন্তশক্তিধারী, বৃহৎখাদিযুক্ত, নেতা মরুৎগণ বাহুতে ইষু ধারণ করেন ॥ ১০ ॥ বৃষ্টিবর্ধনকারী মরুৎগণ সুবর্ণময় রথচক্রদ্বারা পথিস্থিত মেঘসকলকে স্থান হইতে উত্তোলিত করেন ; তাঁহারা যজ্ঞবান্ দেবতাদিগের যজ্ঞস্থলে গমন করেন, স্বয়ংই শত্রুদিগের আক্রমণ করেন ; নিশ্চল পদার্থ সঞ্চালন করেন ; অন্যের অসাধ্য দ্রব্য এবং দীপ্তিমান্ আয়ুধ ধারণ করেন ॥ ১১ ॥ শত্রুক্ষয়কারী, সকল বস্তুর শোধক, বৃষ্টিপ্রদ, এবং সর্বদর্শী রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে আমরা স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি। ধূলিপ্রেরক ক্ষমতাশালী, ঋজীষ সোমপায়ী এবং অভীষ্টবর্ষী মরুৎগণের নিকট ধনের জন্য গমন কর ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যাহাকে আশ্রয় প্রদান করতঃ রক্ষা কর, সেই পুরুষ বলে সকলকে অতিক্রম করে ; সে অশ্বদ্বারা অন্ন ও মনুষ্যদ্বারা ধন প্রাপ্ত হয় ; সে সুন্দর যজ্ঞ করে ও ঐশ্বর্যশালী হয় ॥ ১৩ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যজমানদিগকে সর্বকর্মকুশল, সংগ্রামে অজেয়, দীপ্তিমান্, শত্রুবিনাশকারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনবান্, প্রশংসাভাজন, এবং সর্বজ্ঞ পুত্র প্রদান কর; এরূপ পুত্র ও পৌত্রকে আমরা শত বৎসর পোষিত করি ॥ ১৪ ॥ হে মরুৎগণ, আমাদিগকে স্থায়ী, বীর্যযুক্ত ও শত্রুবিজয়ী ধন দাও। এইরূপ শতসহস্রধনযুক্ত হইলে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা কর্মের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এতাদৃশ মরুৎগণ আগমন করুন ॥ ১৫ ॥

৬৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।

হে অগ্নি, পশু-অপহরণকারী চৌরের ন্যায় তুমিও গুহায় অবস্থান কর; মেধাবী ও সমান-প্রীতিযুক্ত দেবগণ তোমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়াছিলেন; তুমি স্বয়ং হব্য সেবা কর ও দেবতাদের নিমিত্ত হব্য বহন কর; যজনীয় সমস্ত দেবগণ তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ দেবগণ পলায়িত অগ্নির পলায়নকার্যাদি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে সকলদিকে অন্বেষণ হইল; ভূমি স্বর্গের ন্যায় হইল। অগ্নি যজ্ঞের কারণস্বরূপ, উদকগর্ভে প্রাদুর্ভূত, এবং স্তোত্রদ্বারা প্রবর্ধিত; উদকসমূহ সেই অগ্নিকে গোপন করিবার জন্য বর্ধিত হইল ॥ ২ ॥ অগ্নি (অভিমত ফলের) পুষ্টির ন্যায় রমণীয়, ক্ষিতির ন্যায় বিস্তীর্ণ, পর্বতের ন্যায় সকলের ভোজয়িতা, জলের ন্যায় সুখকর। তিনি সংগ্রামে পরিচালিত অশ্বের ন্যায় ও সিন্ধুর ন্যায় শীঘ্রগামী। এতাদৃশ অগ্নিকে কে নিবারণ করিতে সমর্থ? ॥ ৩ ॥ ভ্রাতা যেরূপ ভগ্নীর হিতকর, সেইরূপ অগ্নি সিন্ধুর বন্ধু; রাজা যেরূপ শত্রুকে নাশ করে সেইরূপ আগ্ন বন ভক্ষণ করেন; বায়ুচালিত হইয়া অগ্নি যখন বন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ভূমির সমস্ত (ওষধিরূপ) লোম ছেদন করেন ॥ ৪ ॥ জলমধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায় অগ্নি জলের ভিতর প্রাণধারণ করেন, উষাকালে জাগরিত হইয়া আলোকদ্বারা সকলকে চেতনা প্রদান করেন, এবং সোমের ন্যায় সকল ওষধি বর্ধিত করেন। তিনি শয়ান পশুর ন্যায় জলের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, পরে প্রবর্ধিত হইলে তাঁহার প্রভা সুদূরবিস্তৃত হইল ॥ ৫ ॥

৬৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।

অগ্নি ধনের ন্যায় বিচিত্র, সূর্যের ন্যায় সকল বস্তুর দর্শয়িতা, প্রাণবায়ুর ন্যায় জীবনরক্ষক ও পুত্রের ন্যায় হিতকারী; অগ্নি অশ্বের ন্যায় লোককে ধারণ করেন, ও দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় উপকারী। দীপ্ত ও আলোকযুক্ত অগ্নি বন দগ্ধ করেন ॥ ১ ॥ অগ্নি রমণীয় গৃহের ন্যায় ধনরক্ষণে সমর্থ, পক্ক যবের ন্যায় লোকবিজয়ী, ঋষির ন্যায় দেবগণের স্তোতা এবং লোকের প্রশংসনীয়, এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত। এতাদৃশ অগ্নি আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন ॥ ২ ॥ দুষ্প্রাপ্যতেজা অগ্নি যজ্ঞকারীর ন্যায় ধ্রুব, ও গৃহস্থিত জায়ার ন্যায় গৃহের ভূষণ। যখন অগ্নি বিচিত্র দীপ্তিমান্ হইয়া প্রজ্বলিত হয়েন তখন তিনি শুভ্রবর্ণ আদিত্যের ন্যায়। তিনি প্রজাগণের মধ্যে রথের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত ও সংগ্রামে প্রভাযুক্ত ॥ ৩ ॥ প্রেরিত সেনার ন্যায় অথবা ধানুকীর দীপ্তিমুখ ইষুর ন্যায় অগ্নি শত্রুগণের ভয় সঞ্চার করেন; যাহা জন্মিয়াছে ও যাহা জন্মিবে সে সমস্তই অগ্নি; অগ্নি কুমারীগণের প্রণয়ী ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি ॥ ৪ ॥ গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেইরূপ আমরা জঙ্গম ও স্থাবর অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি উপহারের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি। অগ্নি জলপ্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ জ্বালা প্রেরণ করেন, ও নভস্তলে দর্শনীয় অগ্নির রশ্মি মিলিত হয় ॥ ৫ ॥

৬৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।

রাজা যেরূপ জরারহিত ব্যক্তিকে আদর করেন সেইরূপ অরণ্যজাত ও নরের সুহৃৎ অগ্নি যজমানকে অনুগ্রহ করেন। অগ্নি রক্ষকের ন্যায় কার্যসাধক, কর্মীর ন্যায় ভদ্র, দেবগণের আহ্বানকারী ও হব্যের বহনকারী; তিনি শোভনকর্মা হউন ॥ ১ ॥ অগ্নি সমস্ত হব্যরূপ ধন স্বীয় হস্তে ধারণ করতঃ গুহামধ্যে লুক্কায়িত হইলে দেবগণ ভীত হইয়াছিলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেতা এবং কর্মধারয়িতা দেবগণ যখন হৃদয়ের কৃত মন্ত্রদ্বারা অগ্নির স্তুতি করিলেন তখন তাঁহারা অগ্নিকে পাইলেন ॥ ২ ॥ অগ্নি অজাত পুরুষের ন্যায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ধারণ করিয়া আছেন ; এবং সত্য মন্ত্রদ্বারা আকাশ ধারণ করিতেছেন। হে বিশ্বায়ু অগ্নি, পশুদিগের প্রিয় (বিচরণ)-ভূমি রক্ষা কর, এবং সঞ্চরণের অযোগ্য গুহাতে গমন কর ॥ ৩ ॥ যে পুরুষ গুহাস্থিত অগ্নিকে জানে, এবং যে যজ্ঞের ধারয়িতা অগ্নির নিকট উপস্থিত হয়, এবং যাহারা যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ অগ্নির স্তুতি করে অগ্নি তাহাদিগকে শীঘ্রই ধনের কথা কহিয়া দেন ॥ ৪ ॥ যে অগ্নি ওষধিগণমধ্যে তাহাদের নিজ নিজ গুণ নিহিত করিয়াছেন ও মাতৃস্থানীয় ওষধিগণমধ্যে উৎপন্ন পুষ্পফলাদি স্থাপিত করিয়াছেন, ধীরগণ জলমধ্যস্থিত এবং জ্ঞানদাতা সেই বিশ্বায়ু অগ্নিকে গৃহের ন্যায় পূজা করিয়া কর্ম করে ॥ ৫ ॥

৬৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।

হব্যবাহক অগ্নি হব্য মিশ্রিত করিয়া আকাশে উপস্থিত হয়েন, ও স্থাবর জঙ্গম বস্তুকে ও রাত্রিকে স্বীয় প্রভাদ্বারা প্রকাশিত করেন। অগ্নি সমস্ত দেবগণমধ্যে দ্যুতিমান্ এবং স্থাবর-জঙ্গমাদিতে ব্যাপ্ত আছেন ॥ ১ ॥ হে দেব অগ্নি, তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে জ্বলন্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলে সকল যজমানগণ তোমার কর্ম অনুষ্ঠান করে। তুমি অমর, স্তোত্রদ্বারা তোমাকে সেবা করতঃ তাহারা সকলে প্রকৃত দেবত্ব লাভ করে ॥ ২ ॥ অগ্নি যজ্ঞস্থলে আগত হইলে তাঁহার স্তুতি ও যজ্ঞ করা হয় ; অগ্নি বিশ্বায়ু ; সকল (যজমানগণ) তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করে। হে অগ্নি, যে তোমাকে হব্য দান করে বা যে তোমার কর্ম করিতে শিক্ষা করে তুমি তৎকৃত অনুষ্ঠান অবগত হইয়া তাহাকে ধন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি মনুর অপত্যগণের মধ্যে দেবগণের আহ্বানকারিরূপে অবস্থিতি কর ; তুমিই তাহাদের ধনের স্বামী, তাহারা স্বীয় শরীরে পুত্রোৎপাদনার্থ শক্তি ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং মোহ ত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত চিরকাল জীবিত থাকে ॥ ৪ ॥ পুত্র যেরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করে, যজমানগণ সত্বর হইয়া সেইরূপ অগ্নির শাসন শ্রবণ করে, ও তাঁহার আদিষ্ট কর্ম করে। প্রভূত-অন্নযুক্ত অগ্নি যজমানদিগকে যজ্ঞের দ্বারভূত ধন প্রদান করেন। অগ্নি যজ্ঞরত গৃহে আসক্ত এবং আকাশকে নক্ষত্রযুক্ত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

৬৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।

শুভ্রবর্ণ অগ্নি উষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় সকল পদার্থে প্রকাশক ; এবং দ্যুতিমান্ সূর্যের জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবা পৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি, তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্মদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত কর ; তুমি দেবগণের পুত্র হইয়াও তাহাদের পিতা ॥ ১ ॥ মেধাবী, দর্পরহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞানযুক্ত অগ্নি গাভীর স্তনের ন্যায় সমস্ত অন্ন সুস্বাদু করেন। জনপদে লোকহিতকর পুরুষের ন্যায় অগ্নি যজ্ঞে আহুত হইয়া এবং যজ্ঞস্থলে উপবেশন করতঃ প্রীতি দান করেন ॥ ২ ॥ অগ্নি পুত্রের ন্যায় জন্মাইয়া গৃহে আনন্দ বিকাশ করেন, এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে অতিক্রম করেন। যখন মনুষ্যদিগের সহিত আমি একস্থাননিবাসী দেবগণকে আহ্বান করি, তখন হে অগ্নি, তুমি সকল দেবের দেবত্ব প্রাপ্ত হও ॥ ৩ ॥ কেহ তোমার ব্রতাদি ধ্বংস করে না, যেহেতু তুমি সেই সকল ব্রতের যজমানগণকে যজ্ঞফলরূপ সুখ প্রদান কর। যদি কেহ তোমার ব্রত নাশ করে, তাহা হইলে সদৃশ নেতা মরুৎগণের সহিত তুমি সেই বাধকগণকে পলায়িত কর ॥ ৪ ॥ অগ্নি উষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় আলোকবিশিষ্ট, ও নিবাসহেতু, এবং তাঁহার রূপ লোকের পরিচিত ; তিনি এই (উপাসককে) অবগত হউন। তাঁহার রশ্মি স্বয়ং হব্য বহন করতঃ যজ্ঞগৃহদ্বারে ব্যাপ্ত হয়, পরে দর্শনীয় নভস্তলে গমন করে ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।
যে শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত অগ্নি জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্তব্য, যিনি সমস্ত দেবকার্য ও মনুষ্যের জন্মরূপ কর্মের বিষয় অবগত থাকিয়া সকল কার্যে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার নিকট প্রভূত অন্ন যাচ্ঞা করি॥ ১॥ যে অগ্নি জলের মধ্যে ও বনের মধ্যে ও স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাকে কি যজ্ঞগৃহে, কি পর্বতের উপর, লোকে হব্য প্রদান করে। প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কার্য করেন, অমর অগ্নিও তদ্রূপ আমাদিগের হিতকর কার্য সম্পাদন করেন॥ ২॥ যে যজমান মন্ত্রদ্বারা অগ্নির পর্যাপ্ত স্তুতি করে, নিশায় প্রদীপ্ত অগ্নি তাহাকে ধন প্রদান করেন; হে সর্বজ্ঞ অগ্নি, তুমি দেবতাগণের ও মনুষ্যগণের জন্ম অবগত আছ, অতএব সমস্ত ভূতজাতকে পালন কর॥ ৩॥ উষা ও রাত্রি ভিন্নরূপ হইয়াও অগ্নিকে বর্ধন করেন; স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ যজ্ঞবেষ্টিত অগ্নিকে বর্ধন করে। দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি দেবযজনস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সকল যজ্ঞকর্ম সত্যফলযুক্ত করিয়া আরাধিত হয়েন॥ ৪॥ হে অগ্নি, আমাদিগের ব্যবহারযোগ্য গোসমূহকে উৎকৃষ্ট কর; সকল লোক আমাদিগের জন্য গ্রহণযোগ্য উপায়নরূপ ধন আহরণ করুক। মনুষ্যগণ বহু দেবযজনস্থানে তোমার বিবিধ পূজা করে এবং বৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে পুত্রের ন্যায় তোমার নিকট হইতে ধন প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥ অগ্নি সফলকর্মা লোকের ন্যায় ধন অধিকার করেন, ধানুকীর ন্যায় শূর, শত্রুর ন্যায় ভয়ংকর, এবং সংগ্রামে প্রজ্বলিত॥ ৬॥

৭১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
স্ত্রী যেরূপ স্বামীকে প্রীত করে সেইরূপ একস্থানবর্তিনী ও আকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীরূপ অঙ্গুলীগণ আকাঙ্ক্ষী অগ্নিকে হব্য প্রদানদ্বারা প্রীত করে। উষা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ ও তৎপরে শুভ্রবর্ণ; সেই উষাকে রশ্মিগণ যেরূপ সেবা করে সেইরূপ অঙ্গুলীসকল অগ্নির সেবা করে॥ ১॥ অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্রদ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান্ ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতিশব্দদ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন; এবং আমাদের নিমিত্ত মহৎ দ্যুলোকের পথ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা সুখকর দিবস, আদিত্য ও গোসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২॥ অঙ্গিরা মহর্ষিগণ যজ্ঞস্বরূপ অগ্নিকে ধনের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। পরে যে সকল যজমানের ধন আছে এবং যাঁহারা অন্য বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করতঃ অগ্নিকে ধারণ করেন ও অগ্নিসেবায় রত থাকেন, তাঁহারা হব্যদ্বারা দেব ও মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করতঃ অগ্নির অভিমুখে গমন করেন॥ ৩॥ মাতরিশ্বামথিত অগ্নি শুভ্রবর্ণ হইয়া সকল যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভূত হয়েন; তখন সুহৃৎ রাজা প্রবল রাজার নিকটে যেরূপ স্বীয় লোককে দূতকর্মে নিয়োজিত করে, সেইরূপ ভৃগু ঋষির ন্যায় যজ্ঞ-সম্পাদক যজমান অগ্নিকে দূতকর্মে নিযুক্ত করেন॥ ৪॥ যজমান যখন মহান্ ও পালনকারী দেবকে হব্যরূপ রস প্রদান করেন, তখন হে অগ্নি, স্পর্শনকুশল শত্রুগণ তাহা জানিয়া পলায়ন করে। ইষুবিক্ষেপী অগ্নি পলায়মান রাক্ষসগণের প্রতি তাঁহার শত্রুবিনাশক ধনু হইতে দীপ্তিমান্ বাণ নিক্ষেপ করেন; এবং দীপ্যমান্ অগ্নি স্বীয় দুহিতা উষাতে স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করেন॥ ৫॥ হে অগ্নি, স্বীয় যজ্ঞগৃহে যে যজমান মর্যাদার সহিত তোমাকে সমন্তাৎ প্রজ্বলিত করে এবং অনুদিন কামনা করতঃ তোমাকে অন্ন প্রদান করে, হে দ্বিবর্হা অগ্নি, তুমি তাহার অন্ন বর্ধিত কর। যুদ্ধার্থী যে পুরুষকে রথের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ কর, সে ধন প্রাপ্ত হউক॥ ৬॥ যেরূপ মহতী সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ হব্যের অন্ন অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের জ্ঞাতি আমাদিগের অন্নের ভাগ পান না (অর্থাৎ আমাদিগের প্রচুর অন্ন নাই); অতএব হে অগ্নি, তুমি প্রকৃষ্ট ধন জানিয়া দেবগণকে জ্ঞাপিত কর॥ ৭॥ অগ্নির বিশুদ্ধ ও দীপ্তিমান্ তেজ অন্নলাভার্থ নৃপতিকে প্রাপ্ত হউক; অগ্নি গর্ভনিষিক্ত রেতঃ হইতে বলবান্ অনিন্দনীয় যুবা ও শোভনকর্মা পুত্র উৎপন্ন করুন ও যাগাদি কর্মে প্রেরণ করুন॥ ৮॥ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী যে সূর্য স্বর্গীয় মার্গে একাকী গমন করেন, তিনি সদ্যই অনেক ধন প্রাপ্ত হন; শোভমান এবং সুবাহু মিত্র ও বরুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের গাভীগণের প্রীতিকর অমৃতবৎ দুগ্ধ রক্ষা করতঃ অবস্থান করেন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, আমাদের পৈতৃক সৌহৃদ্য বিনাশ করিও না, যেহেতু তুমি অতীতদর্শী এবং বর্তমান বিষয়ও জান। সূর্যরশ্মি যেরূপ অন্তরীক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জরা আমাকে বিনাশ করিতেছে; বিনাশহেতু জরা যাহাতে না আসিতে পারে সেইরূপ কর ॥ ১০ ॥

৭২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ॥

জ্ঞানী ও নিত্য অগ্নির মন্ত্র আরম্ভ কর; তিনি নরের হিতসাধক ধন হস্তে ধারণ করেন। অগ্নি স্তোতৃগণকে অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন; অগ্নিই সর্বোৎকৃষ্ট ধনের অধিপতি ॥ ১ ॥ সকল অমর দেবগণ মোহশূন্য মরুৎগণ অনেক কামনা করিয়াও আমাদের প্রিয় ও সর্বস্থানব্যাপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হন নাই; পদব্রজে গমন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া এবং অগ্নির কার্যসমূহ লক্ষ করিয়া তাঁহারা অবশেষে অগ্নির সদনে উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥ হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, দীপ্তিমান্ মরুৎগণ তিন বৎসর তোমাকে ঘৃতের দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন; পরে মরুৎগণ যজ্ঞ প্রয়োগযোগ্য নাম ধারণ করিলেন ও উৎকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়া (অমর) শরীর ধারণ করিলেন ॥ ৩ ॥ যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিয়া রুদ্রের উপযুক্ত স্তোত্র করিয়াছিলেন; মরুৎগণ ইন্দ্রের সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, দেবগণ তোমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং পত্নীদিগের সহিত সম্মুখস্থ জানুযুক্ত অগ্নির পূজা করিলেন; পরে সুহৃৎ অগ্নিকে দর্শন করিয়া তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া সুহৃৎ দেবগণ আপনাদিগের শরীর শোষণ করতঃ যজ্ঞ করিলেন ॥ ৫ ॥ যজমানগণ তোমাতে নিহিত একবিংশতি নিগূঢ় পদ জানিয়াছে, এবং এতৎ-দ্বারা তোমাকে অর্চনা করে; তুমিও যজমানগণের প্রতি সেইরূপ স্নেহযুক্ত হইয়া তাহাদিগের পশু ও স্থাবর জঙ্গম রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া প্রজাগণের জীবন ধারণার্থে ক্ষুণ্নিবৃত্তি কর; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে মার্গে দেবগণ গমন করেন তাহা অবগত হইয়া তুমি অনলস হইয়া দূতরূপে হব্য বহন কর ॥ ৭ ॥ শোভনকর্মযুক্তা মহতী সপ্ত নদী তোমার প্রসাদে দ্যুলোক হইতে নির্গত হইয়াছে। যজ্ঞবিৎ অঙ্গিরাগণ ধনের গমনপথ তোমার নিকট জানিয়াছিলেন। তোমার প্রসাদে সরমা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রচুর গোদুগ্ধ লাভ করিয়াছিল, তৎ-দ্বারা মনুষ্যগণ পালিত হয় ॥ ৮ ॥ আদিত্যগণ অমরত্বসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করতঃ পতন প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত কার্য সংস্থাপিত করিয়াছেন, অদিতিরূপ জননী পৃথিবী, সমস্ত জগৎ ধারণের নিমিত্ত সেই মহানুভব পুত্রগণের সহিত যে বিশেষ মহত্বে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, হে অগ্নি, তুমি হব্য ভক্ষণ করিয়াছিলে ইহাই তাহার কারণ ॥ ৯ ॥ এই অগ্নিতে (যজমানগণ) সুন্দর যজ্ঞসম্পদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং যজ্ঞের চক্ষুরূপ ঘৃত দিয়াছেন। পরে অমরগণ আগমন করেন, তদ্দৃষ্টে হে অগ্নি, তোমার উজ্জ্বল শিখা বেগবতী নদীর ন্যায় সকল দিকে প্রসারিত হয় এবং দেবগণও তাহা জানিতে পারেন ॥ ১০ ॥

৭৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

পৈতৃক ধনের ন্যায় অগ্নি অন্নদাতা; শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির শাসনের ন্যায় অগ্নি নেতা; উপবিষ্ট অতিথির ন্যায় প্রীতি-ভাজন; এবং হোতার ন্যায় যজমানের গৃহ বর্ধিত করেন ॥ ১ ॥ দ্যুতিমান্ সূর্যের ন্যায় যথার্থদর্শী অগ্নি স্বীয় কর্ম-দ্বারা সমস্ত সংগ্রাম হইতে রক্ষা করেন; যজমানগণের প্রশংসিত অগ্নি প্রকৃতির স্বরূপের ন্যায় পরিবর্তনরহিত; আত্মার ন্যায় সুখকর; এতাদৃশ অগ্নি যজমানগণ কর্তৃক ধারণীয় ॥ ২ ॥ দ্যুতিমান্ সূর্যের ন্যায় অগ্নি সমস্ত জগৎ ধারণ করেন; অনুকূলমিত্রবিশিষ্ট রাজার ন্যায় অগ্নি পৃথিবীতে বাস করেন; লোকে অগ্নির সম্মুখে পিতার গৃহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রের ন্যায় উপবেশন করে ; অগ্নি পতিসেবিতা এবং অনিন্দনীয়া নারীর ন্যায় শুদ্ধ ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, লোকে নিরুপদ্রব স্থানে স্বীয় গৃহে অনবরত কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া তোমাকে সেবা করে ; বহু যজ্ঞে অন্ন প্রদান করে ; তুমি বিশ্বায়ু হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, ধনযুক্ত যজমানগণ অন্ন লাভ করুক ; যে বিদ্বানগণ তোমার স্তব করে ও হব্যদান করে, তাহারা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হউক। আমরা সংগ্রামে যেন শত্রুর অন্ন প্রাপ্ত হই, পরে যশের জন্য দেবগণকে তাঁহাদিগের অংশ অর্পণ করি ॥ ৫ ॥ নিত্যদুগ্ধা ও তেজস্বিনী গাভীগণ অগ্নিকে কামনা করিয়া যজ্ঞস্থানে অগ্নিকে দুগ্ধ পান করায়। প্রবাহিণী নদীসকল অগ্নির নিকট অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া পর্বতসমীপে দূরদেশ হইতে প্রবাহিত হয় ॥ ৬ ॥ হে দ্যুতিমান অগ্নি, যজ্ঞার্হ সমস্ত দেবগণ তোমার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া তোমার উপর হব্য স্থাপন করিয়াছেন ; পরে (ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য) উষা ও রাত্রিকে ভিন্নরূপ করিয়াছেন ; রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণ ও উষাকে অরুণবর্ণ করিলেন ॥ ৭ ॥ তুমি যে মনুষ্যদিগকে অর্থলাভার্থ যজ্ঞকর্মে প্রেরণ কর, তাহারা ও আমরা ধনী হইব। তুমি আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছ ; এবং সমস্ত জগৎ ছায়ার ন্যায় রক্ষা করিতেছ ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা আমাদের অশ্বদ্বারা শত্রুর অশ্ব বধ করিব ; আমাদের যোদ্ধাদ্বারা শত্রুর যোদ্ধা ও আমাদের বীরগণদ্বারা শত্রুর বীরগণকে বধ করিব ; আমাদের বিদ্বান্ পুত্রগণ পৈতৃক ধনের স্বামী হইয়া শত বৎসর জীবন ভোগ করুক ॥ ৯ ॥ হে মেধাবী অগ্নি, আমাদের স্তোত্রসকল তোমার মনের ও অন্তঃকরণের প্রিয় হউক। দেবগণের সন্তোজনীয় অন্ন তোমাতে স্থাপন করতঃ আমরা যেন তোমার দারিদ্র্যবিনাশী ধন রক্ষা করিতে পারি ॥ ১০ ॥

৭৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী।

যে অগ্নি দূরে থাকিয়াও আমাদের স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে আমরা যজ্ঞে আগমনপূর্বক স্তুতি করি ॥ ১ ॥ বিনাশকারী শত্রুগণ সংগত হইলে চিরন্তন অগ্নি হব্যদাতা যজমানের নিমিত্ত ধন রক্ষা করেন ॥ ২ ॥ অগ্নি উৎপন্ন হইলেই সকল লোকে তাঁহার স্তব করুক ; অগ্নি শত্রুহন্তা ও যুদ্ধে শত্রুধন জয় করেন ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যে যজমানের যজ্ঞগৃহে তুমি দেবগণের দূত হইয়া তাহাদের ভোজনার্থ হব্য বহন কর এবং যজ্ঞ শোভনীয় কর ॥ ৪ ॥ হে বলের পুত্র অঙ্গিরা, মনুষ্যসকল সেই যজমানকেই শোভন-দেবযুক্ত, শোভন-হব্যযুক্ত ও শোভন-যজ্ঞযুক্ত কহিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ হে জ্যোতির্ময় অগ্নি, তুমি দেবগণকে এই যজ্ঞে স্তুতিগ্রহণার্থ আমাদের সমীপে আনয়ন কর ও ভোজন করিবার নিমিত্ত হব্য প্রদান কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, যখন তুমি দেবগণের দূতরূপে গমন কর, তখন তোমার গমনশীল রথে অশ্বের শব্দ শ্রুত হয় না ॥ ৭ ॥ যে পুরুষ পূর্ব হইতে নিকৃষ্ট, সে তোমাকে হব্য দান করিয়া তোমার দ্বারা রক্ষিত ও অন্নযুক্ত হইয়া লজ্জারহিত (অর্থাৎ ঐশ্বর্যশালী) হয় ॥ ৮ ॥ হে দ্যুতিমান্ অগ্নি, যে যজমান দেবগণকে হব্য প্রদান করে, তাহাকে বহুলদীপ্ত ও উত্তমবীর্যযুক্ত ধন দান কর ॥ ৯ ॥

৭৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী।

হে অগ্নি, মুখে হব্য গ্রহণ করিয়া দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর ও অতি বিস্তীর্ণ অস্মদীয় স্তোত্র গ্রহণ কর ॥ ১ ॥ হে অঙ্গিরাশ্রেষ্ঠ এবং মেধাবিশ্রেষ্ঠ, আমরা তোমার প্রীতিকর ও গ্রহণযোগ্য স্তুতি সম্পাদন করি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, মনুষ্যের মধ্যে কে তোমার (যোগ্য) বন্ধু ? কে তোমার যজ্ঞ করিতে সমর্থ ? তুমি কে ? কোন্ স্থানে অবস্থান কর ? ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি সকল লোকের বন্ধু, তুমি প্রিয়মিত্র। তুমি সখাগণের স্তুতিভাজন সখা ॥ ৪ ॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি, আমাদের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণকে অর্চনা কর ; ও দেবগণকে পূজা কর ; বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর, ও স্বকীয় (যজ্ঞ)-গৃহে গমন কর ॥ ৫ ॥

৭৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তোমার মনস্তুষ্টি করিবার কি উপায় আছে ? তোমার সুখকর স্তুতিই বা কীদৃশ ? তোমার ক্ষমতার পর্যাপ্ত যজ্ঞ কে করিতে পারে ? কীদৃশ বুদ্ধিদ্বারাই বা তোমাকে হব্য প্রদান করিব ? ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, এই যজ্ঞে আগমন কর ; দেবগণকে আহ্বান করতঃ উপবেশন কর ; তুমি আমাদের পুরোগামী হও, কেন না তোমাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না ; সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুক ; এবং তুমি দেবগণকে অত্যন্ত প্রীত করিবার জন্য পূজা কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, সমস্ত রাক্ষসগণকে দহন কর ; এবং হিংসকগণ হইতে যজ্ঞ রক্ষা কর। সোমপালক ইন্দ্রকে তদীয় হরি নামক অশ্বদ্বয়ের সহিত এই যজ্ঞে আনয়ন কর ; আমরা সুফলদাতা ইন্দ্রকে আতিথ্য প্রদর্শন করিব ॥ ৩ ॥ যে অগ্নি মুখদ্বারা হব্য বহন করেন, তাঁহাকে অপত্যাদিফলযুক্ত স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি। হে অগ্নি, তুমি অন্য দেবগণের সহিত উপবেশন কর ; এবং হে যজনীয় অগ্নি, তুমি হোতার ও পোতার কর্ম নির্বাহ কর ; তুমি ধনের নিয়ন্তা ও জনয়িতা হইয়া আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর ॥ ৪ ॥ তুমি মেধাবিগণের মধ্যে মেধাবী হইয়া যেরূপ মেধাবী মনুর যজ্ঞে হব্যদ্বারা দেবগণের পূজা করিয়াছিলে, সেইরূপ হে হোমনিষ্পাদক সত্য অগ্নি, তুমি এই যজ্ঞে দেবগণকে আনন্দকারী জুহুদ্বারা পূজা কর ॥ ৫ ॥

৭৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে অগ্নি অমর, সত্যবান্, দেবগণের আহ্বানকারী, ও যজ্ঞসম্পাদক, ও যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বর্তমান থাকিয়া দেবগণকে হবির্যুক্ত করেন, সেই অগ্নির অনুরূপ হব্য কি প্রকারে প্রদান করিব ? তেজস্বী অগ্নিকে সকল দেবগণের উপযুক্ত কি স্তুতি করিব ॥ ১ ॥ যে অগ্নি যজ্ঞে অত্যন্ত সুখকারী ও যথার্থদর্শী ও দেবগণের আহ্বানকারী, তাঁহাকেই স্তোত্রদ্বারা আমাদিগের অভিমুখ কর। যখন অগ্নি মনুষ্যের নিমিত্ত দেবগণের নিকট গমন করেন, তখন তিনি দেবগণকে অবগত হয়েন ও মনের সহিত পূজা করেন ॥ ২ ॥ অগ্নি যজ্ঞের কর্তা ; অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্তা এবং উৎপাদয়িতা ; অগ্নি সখার ন্যায় অলব্ধ ধন প্রদান করেন। দেবাভিলাষী প্রজাগণ সেই দর্শনীয় অগ্নির নিকট গমন করিয়া অগ্নিকেই যজ্ঞের প্রথম দেব বলিয়া স্তুতি করে ॥ ৩ ॥ অগ্নি নেতৃদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট নেতা ও শত্রুগণের বিনাশকারী ; অগ্নি আমাদের স্তুতি ও অন্নযুক্ত যজ্ঞ কামনা করুন ; এবং যে ধনশালী ও বলশালী যজমানগণ অন্ন প্রদান করিয়া অগ্নির মননীয় স্তোত্র ইচ্ছা করে, অগ্নি তাঁহাদিগেরও স্তুতি কামনা করুন ॥ ৪ ॥ যজ্ঞসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ অগ্নি এই প্রকারে মেধাবী গোতমাদি ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন ; অগ্নি তাঁহাদিগকে দ্যুতিমান্ সোমরস পান করাইয়াছেন, ও অন্ন ভোজন করাইয়াছেন ; অগ্নি আমাদের সেবা জ্ঞাত হইয়া পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

৭৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী।

হে প্রজ্ঞাযুক্ত ও সর্বদর্শী অগ্নি, গোতমবংশীয়গণ তোমাকে স্তুতি করিয়াছে। দ্যুতিমান্ স্তোত্রদ্বারা আমরা তোমার স্তুতি করি ॥ ১ ॥ ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গোতম স্তুতিদ্বারা যে অগ্নির সেবা করেন, সেই অগ্নিকে দ্যুতিমান্ স্তোত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি ॥ ২ ॥ অঙ্গিরার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নদাতা অগ্নিকে আহ্বান করি ও দ্যুতিমান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি দস্যুগণকে স্থানভ্রষ্ট কর, তুমি সর্বাপেক্ষা শক্রহন্তা, তোমাকে দ্যুতিমান্ স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি ॥ ৪ ॥ আমরা রহূগণবংশীয়, আমরা অগ্নিকে মাধুর্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করি, ও দ্যুতিমান্ স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি ॥ ৫ ॥

৭৯ সূক্ত। ১-৩ অগ্নি বা মধ্যম-অগ্নি, ৪-১২ অগ্নি দেবতা।
রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ১-৩ ত্রিষ্টুপ্, ৪-৬ উষ্ণিক্, ৭-১২ গায়ত্রী।
সুবর্ণকেশবিশিষ্ট অগ্নি (বিদ্যুৎরূপে) হননশীল মেঘকে কম্পিত করেন, ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ; তিনি সুন্দর-দীপ্তিযুক্ত হইয়া মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিতে জানেন। উষা সেটি জানে না, উষা অন্নসম্পন্ন সরল নিজকর্মরত প্রজার ন্যায় ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তোমার সুন্দর পতনশীল রশ্মি মরুৎগণের সহিত মেঘকে তাড়িত করে ; কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল মেঘও গর্জন করিয়াছে, এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত বৃষ্টিবিন্দুর সহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গর্জন করিতেছে ॥ ২ ॥ যখন অগ্নি জগৎকে বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট করেন, এবং জলের ব্যবহারের সরল উপায়সমূহ দেখাইয়া দেন, তখন অর্যমা, মিত্র, বরুণ ও সকলদিক্‌গামী মরুৎগণ মেঘের উদকোৎপত্তি স্থানের আচ্ছাদন উদ্ঘাটিত করেন ॥ ৩ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি বহু গোযুক্ত অন্নের ঈশ্বর ; হে সর্বভূতজ্ঞ, তুমি আমাদিগকে প্রভূত অন্ন দাও ॥ ৪ ॥ দীপ্তিযুক্ত নিবাসস্থানদাতা ও মেধাবী অগ্নি স্তোত্রদ্বারা প্রশংসনীয়। হে বহুমুখ অগ্নি, আমাদিগের যাহাতে ধনযুক্ত অন্ন হয়, সেইরূপে দীপ্তি প্রকাশ কর ॥ ৫ ॥ হে উজ্জ্বল অগ্নি, দিনে ও রাত্রিতে, স্বয়ং অথবা লোকদ্বারা রাক্ষস প্রভৃতিকে তাড়াইয়া দাও। হে তীক্ষ্ণমুখ অগ্নি, রাক্ষসকে দহন কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিভাজন, আমাদিগের গায়ত্রীদ্বারা তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষণকার্যদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে দারিদ্র্যনাশক, সকলের বরণীয়, এবং সকল সংগ্রামে দুস্তর ধন প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, আমাদের জীবন ধারণের জন্য সুন্দরজ্ঞানযুক্ত, ও সুখহেতুভূত এবং সকল আয়ুর পুষ্টিকারক ধন প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে ধনাভিলাষী গোতম, তীক্ষ্ণজ্বালাযুক্ত অগ্নিকে বিশুদ্ধ স্তুতি সম্পাদন কর ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, যে শক্র আমাদের সমীপে বা দূরে থাকিয়া আমাদিগের হানি করে, সে বিনষ্ট হউক ; তুমি আমাদের বর্ধন কর ॥ ১১ ॥ সহস্রাক্ষ সর্বদর্শী অগ্নি রাক্ষসগণকে তাড়িত করেন ; আমাদিগের কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি তাহাদিগের স্তুতি করেন ॥ ১২ ॥

৮০ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১৬ ইন্দ্র, অথর্বন্, মনু ও দধ্যঙ্। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। পংক্তিঃ।
হে বলশালী ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি এই হর্ষকর সোমরস পান করিলে স্তোতা তোমার বৃদ্ধিকর স্তুতি করিয়াছিল ; তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, সেচনযুক্ত, হর্ষকর এবং শ্যেনপক্ষীর আনীত অভিষুত সোমরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করিয়াছে ; হে বজ্রিন্, তুমি সেই বলদ্বারা অন্তরীক্ষের নিকট হইতে বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলে, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, গমন কর, শক্রগণের অভিমুখী হও, ও তাহাদিগকে পরাভূত কর, তোমার বজ্র অপ্রতিহতগতি ; তোমার বল পুরুষবিজয়ী ; অতএব, তুমি বৃত্রকে বধ কর ; তন্নিরুদ্ধ জল লাভ কর এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ভূলোকে বৃত্রকে বধ করিয়াছ, দ্যুলোকেও বধ করিয়াছ। মরুৎগণ কতৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জল পাতিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর ॥ ৪ ॥ ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অভিমুখ হইয়া কম্পমান বৃত্রের উন্নত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হনূপ্রদেশে প্রহার করিলেন, বৃষ্টির জল বহিতে দিলেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র শতধারাযুক্ত বজ্রদ্বারা বৃত্রের কপোলদেশে আঘাত করিলেন, তিনি হৃষ্ট হইয়া স্তোতৃগণকে অন্নের উপায় যোগাইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন ॥ ৬ ॥ হে মেঘবাহন বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুগণ তোমার বীর্য তিরস্কার করিতে পারে না, কেননা তুমি মায়াবী, মায়াদ্বারা মৃগরূপধারী বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছ ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বজ্রসমূহ নবতিসংখ্যক নদীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। হে ইন্দ্র, তোমার বীর্য প্রভূত ; ও তোমার বাহু প্রভূতবলশালী, তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর ॥ ৮ ॥ সহস্র মনুষ্য যুগপৎ ইন্দ্রকে অর্চনা করিয়াছিল ; বিংশ মনুষ্য তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, শতসংখ্যক ঋষি পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিল। ইন্দ্রের নিমিত্ত হব্য অন্ন ঊর্ধ্বে ধৃত হইয়াছিল ; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র বৃত্রের বল স্বীয় বলদ্বারা নাশ করিয়াছিলেন ; অভিভবসাধন আয়ুধদ্বারা বৃত্রের আয়ুধ নাশ করিয়াছিলেন। এই ইন্দ্রের প্রভূত বল, যেহেতু তিনি বৃত্রকে বধ করিয়া তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করাইয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তোমার কোপভয়ে এই আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল ; যেহেতু তুমি মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রকে বধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে ॥ ১১ ॥ বৃত্র স্বীয় কম্পন বা গর্জনের দ্বারা ইন্দ্রকে ভীত করে নাই ; ইন্দ্রের লৌহময়, ও সহস্রধারাযুক্ত বজ্র, বৃত্রকে আক্রমণ করিল ; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, যখন তুমি বৃত্রকে প্রহার করিয়াছিলে ও তাহার বজ্রকে প্রহার করিয়াছিলে, তখন তুমি অহির বধে কৃতসংকল্প হইলে তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ; তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে ॥ ১৩ ॥ হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি গর্জন করিলে স্থাবর ও জঙ্গম কম্পিত হয় ; বজ্রনির্মাতা ত্বষ্টাও তোমার কোপভয়ে কম্পিত হয়, তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছ ॥ ১৪ ॥ সর্বব্যাপী ইন্দ্রকে আমরা অবগত হইতে পারি না ; স্বীয় সামর্থ্যের সহিত অতিদূরে অবস্থিত ইন্দ্রকে (কে জানিতে পারে) ? যেহেতু সেই ইন্দ্রে দেবগণ ধন, বীর্য ও বল স্থাপন করিয়াছিলেন ; তিনি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ অথর্বা ঋষি ও পিতা মনু ও (অর্থবার পুত্র) দধ্যঙ্ ঋষি যে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই সেই যজ্ঞে প্রযুক্ত হব্য-অন্ন ও স্তোত্রসমূহ পূর্বতন যজ্ঞের ন্যায় ইন্দ্রতেই প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

৮১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি। পংক্তিঃ।

বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মনুষ্যদিগের স্তুতিদ্বারা বলে ও হর্ষে প্রবর্ধিত হইয়াছেন। সেই ইন্দ্রকে আমরা মহৎ ও ক্ষুদ্র সংগ্রামে আহ্বান করি ; তিনি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ হে বীর, তুমি একাকী হইলেও সেনাসদৃশ ; তুমি প্রভূত শত্রুগণের ধন দান কর ; তুমি ক্ষুদ্রকেও বর্ধন কর, সোমরসদাতা যজমানকে তুমি ধন প্রদান কর, কেননা তোমার অক্ষয় ধন আছে ॥ ২ ॥ যখন যুদ্ধ হয়, তখন শত্রুগণের জেতাই ধন প্রাপ্ত হয়। হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুগণের গর্বনাশকারী অশ্ব রথে সংযোজিত কর, কাহাকেও বিনাশ কর, কাহাকেও ধন দান কর ; হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে ধনশালী কর ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র যজ্ঞদ্বারা মহান্ ও ভয়ংকর, এবং সোমপানদ্বারা আপন বল বর্ধন করিয়াছেন। তিনি সুদর্শন সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরিনামক-অশ্বযুক্ত ; তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র স্বীয় তেজের দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন ; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্রসকল স্থাপিত করিয়াছেন ; হে ইন্দ্র, তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই ও হইবে না ; তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর ॥ ৫ ॥ যে পালনকারী ইন্দ্র যজমানকে মনুষ্যের অন্ন প্রদান করেন তিনি আমাদিগকে সেইরূপ অন্ন প্রদান করুন ; হে ইন্দ্র, আমাদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দাও কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাহাতে আমি তাহার একাংশ প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ৬ ॥ সরলকর্মা ইন্দ্র সোমপানে হৃষ্ট হইলে আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোযুথ প্রদান করেন। হে ইন্দ্র, তুমি বহুশতসংখ্যক ধন আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত উভয় হস্তে গ্রহণ কর; আমাদিগকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত কর ও ধন প্রদান কর॥ ৭॥ হে শূর, তুমি আমাদের বলের ও ধনের নিমিত্ত আমাদিগের সঙ্গে সোমরস পান করতঃ তৃপ্ত হও। তোমাকে প্রভূত ধনশালী বলিয়া জানি এজন্য আমাদের অভিলাষ জ্ঞাত করাই; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, এই তোমারই লোকসমূহ সকলের বরণীয় হব্য বর্ধন করে। যে সকল লোক হব্য প্রদান করে না, হে অখিলপতি, হে ইন্দ্র, তাহাদের ধন তুমি দর্শন কর, হে ইন্দ্র, তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর॥ ৯॥

৮২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। পংক্তিঃ; ৬ জগতী।

হে ধনবান্ ইন্দ্র, নিকটে আসিয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর; তুমি এখন পূর্ব হইতে ভিন্নপ্রকৃতি হইও না; তুমিই আমাদিগকে প্রিয়-ও সত্য-বাক্‌যুক্ত করিয়াছ; সেই বাক্যদ্বারা তোমাকে যাচ্ঞা করি; অতএব তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর॥ ১॥ তোমার প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া লোকে পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং নিজ নিজ প্রিয় শরীর কম্পিত করিয়াছে; দীপ্তিমান্ মেধাবিগণ সর্বোৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে; হে ইন্দ্র, তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর॥ ২॥ হে মঘবন্, তুমি সকলকে অনুগ্রহদৃষ্টিতে দর্শন কর; তোমার স্তুতি করি, তুমি স্তুত হইয়া, রথ ধনে পূরিত করিয়া তোমাকে যাহারা কামনা করিতেছে তাহাদিগের নিকট যাও; হে ইন্দ্র, তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর॥ ৩॥ যে রথ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করে, ও গাভী প্রদান করে, ও ধান্যমিশ্রিত পূর্ণপাত্র প্রদান করে, ইন্দ্র সেই রথে আরোহণ করুন, তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর॥ ৪॥ হে শতক্রতু, তোমার রথের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ও বামপার্শ্বস্থ অশ্ব সংযুক্ত হউক, তুমি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সেই রথদ্বারা তোমার প্রিয়া জায়ার নিকটে গমন কর। তোমার অশ্বদ্বয় শীঘ্র যোজিত কর॥ ৫॥ তোমার কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়কে আমি স্তোত্রদ্বারা (রথে) সংযোজিত করি, বাহুদ্বয়ে অশ্ববন্ধক রশ্মি ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর; এই অভিষুত তীব্র সোমরস তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছে; হে বজ্রিন্, তুমি (সোমপানজনিত) তুষ্টিযুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত সম্যক্ হর্ষ লাভ কর॥ ৬॥

৮৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি॥ জগতী।

হে ইন্দ্র, যে মনুষ্য তোমার রক্ষণের দ্বারা রক্ষিত, সে অশ্বযুক্ত গৃহে বাস করিয়া সর্বপ্রথমেই গাভী প্রাপ্ত হয়; নদী-সমূহ যেরূপ সকলদিকে বহিয়া স্বভাবতই সমুদ্রকে পরিপূরিত করে, তুমিও সেইরূপ তোমার রক্ষিত মনুষ্যকে প্রভূত ধনে পূর্ণ কর॥ ১॥ যেরূপ দ্যুতিমান্ জল যজ্ঞপাত্রে গমন করে, সেইরূপ উপরিস্থিত দেবগণ যজ্ঞপাত্র দর্শন করেন; তাঁহাদের দৃষ্টি কিরণের ন্যায় বিতত। অনেক পুরুষ যেরূপ একটি কন্যাকে বিবাহের জন্য অভিলাষ করে, দেবগণ সেইরূপ সোমপূর্ণ দেবাভিলাষী পাত্রকে অভিলাষ করে॥ ২॥ যে হব্য ও ধান্য যজ্ঞপাত্রে তোমাকে অর্পিত হইয়াছে, হে ইন্দ্র, তুমি তাহাতে মন্ত্রবচন সংযুক্ত করিয়াছ। যজমান যুদ্ধে গমন না করিয়া তোমার কার্যে রত থাকে এবং পুষ্টি লাভ করে, কেননা সোমাভিষবদাতা উৎকৃষ্ট বল লাভ করে॥ ৩॥ অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অন্ন সম্পাদিত করিয়াছিলেন, পরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সুন্দর যাগদ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন; যজ্ঞের নেতা অঙ্গিরাগণ অশ্বযুক্ত ও গাভীযুক্ত ও অন্য-পশুযুক্ত সমস্ত ধন লাভ করিয়াছিলেন॥ ৪॥ অথর্বা ঋষি যজ্ঞদ্বারা প্রথমে অপহৃত গাভীগণের পথ বাহির করিয়াছিলেন; পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্যরূপ ইন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছিলেন; অথর্বা ঐ গাভীসকল প্রাপ্ত হইলেন; কবির পুত্র উশনা ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। আমরা শত্রু দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি॥ ৫॥ সুন্দর-ফলযুক্ত যজ্ঞের জন্য যখন কুশচ্ছেদন হয়, যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রনিষ্পাদক হোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে স্তুতি ঘোষিত করে, যখন সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শাস্ত্রীয় স্তুতিকারী স্তোতার ন্যায় শব্দ করে, তখন ইন্দ্র হর্ষযুক্ত হয়েন ॥ ৬ ॥

৮৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি।
১-৬ অনুষ্টুপ্, ৭-৯ উষ্ণিক্, ১০-১২ পংক্তিঃ, ১৩-১৫ গায়ত্রী,
১৬-১৮ ত্রিষ্টুপ্, ১৯ বৃহতী, ২০ সতোবৃহতী।

হে ইন্দ্র, তোমার জন্য সোমরস অভিষুত হইয়াছে; হে বলবান্ শত্রুদিগের ধর্ষণকারী ইন্দ্র, আগমন কর। সূর্য যেরূপ অন্তরীক্ষকে কিরণদ্বারা পূরিত করেন, সেইরূপ প্রভূত সামর্থ্য তোমাকে পূরিত করুক ॥ ১ ॥ ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় অহিংসিতবল ইন্দ্রকে ঋষিবানের ও অন্যান্য লোকের স্তুতি ও যজ্ঞের সমীপে বহন করুক ॥ ২ ॥ হে বৃত্রহন্তা, রথে আরোহণ কর, যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয় মন্ত্রদ্বারা রথে সংযোজিত হইয়াছে। সোমনিস্যন্দী প্রস্তরশব্দের দ্বারা তোমার মন আমাদের অভিমুখী করুক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এই অতিশয় প্রশংসনীয়, হর্ষকর ও অমর সোম পান কর। যজ্ঞগৃহে এই দীপ্তিমান্ সোমধারা তোমারই দিকে বহিতেছে ॥ ৪ ॥ শীঘ্র ইন্দ্রের পূজা কর; তাঁহার স্তুতি কর; অভিষুত সোমরস তাঁহাকে হৃষ্ট করুক; প্রশংসনীয় ও বলবান্ ইন্দ্রকে নমস্কার কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যখন তুমি অশ্বদ্বয় রথে যোজিত কর, তখন তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর নাই। তোমার সদৃশ বলসম্পন্ন কেহ নাই, তোমার ন্যায় শোভনীয়-অশ্বযুক্ত কেহ নাই ॥ ৬ ॥ যে ইন্দ্রই কেবল হব্যদাতা যজমানকে ধন প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের নির্বিরোধ স্বামী ॥ ৭ ॥ যে হব্য প্রদান করে না, তাহাকে মণ্ডলাকার সর্পের ন্যায় ইন্দ্র কখন পাদের দ্বারা দলন করিবেন? ইন্দ্র কখন আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিবেন? ৮ ॥ হে ইন্দ্র, যে অভিষুত সোমদ্বারা তোমার সেবা করে, তুমি তাহাকে ধন দান কর ॥ ৯ ॥ সৌবর্ণ গাভীসকল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে। সে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের সহিত গমন করতঃ হর্ষপ্রাপ্ত হয়। ঐ গাভীসকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভীসকল সোমের সহিত তাহাদিগের দুগ্ধ মিশ্রিত করে। ইন্দ্রের প্রিয় ধেনুসকল শত্রুবিনাশী বজ্রকে শত্রুগণমধ্যে প্রেরণ করে। ঐ গাভীসকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে ॥ ১১ ॥ এই প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত গাভীসকল স্বীয় দুগ্ধরূপ অন্নদ্বারা ইন্দ্রের বলের পূজা করে। তাহারা (যুদ্ধাভিলাষী শত্রুগণের) পূর্ব হইতে অবগতির জন্য ইন্দ্রের শত্রুবধাদি বহু কার্য ঘোষিত করে। ঐ গাভীসকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে ॥ ১২ ॥ অপ্রতিদ্বন্দী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থিদ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া সেই মস্তক শর্যনাবৎ সরোবরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ এইরূপে আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ পাইয়াছিল ॥ ১৫ ॥ অন্য কে ইন্দ্রের গমনশীল রথে বীর্যযুক্ত, তেজোময়, দুঃসহক্রোধযুক্ত অশ্ব সংযোজনা করিতে পারে? সে অশ্বগণের মুখে বাণ আবদ্ধ আছে, তাহারা শত্রুদিগের হৃদয়ে পাদক্ষেপ করে ও মিত্রদিগকে মুখ প্রদান করে। যে এই অশ্বগণের ক্রিয়া প্রশংসা করে, তাহারা দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥ শত্রুভয়ে কে নির্গত হয়? কে শত্রুদ্বারায় নষ্ট হয়? কে ভীত হয়? রক্ষকরূপে সমীপস্থিত ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা পুত্রের নিমিত্ত, নিজের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত, শরীর রক্ষার নিমিত্ত, বা পরিজন রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করে? ১৭ ॥ কে অগ্নির স্তুতি করে? কে নিত্য ঋতু উপলক্ষ্য করিয়া পাত্রস্থিত হব্যঘৃত দ্বারা পূজা করে? ইন্দ্র ভিন্ন অন্য দেবগণ কোন্ যজমানকে প্রশংসনীয় ধন শীঘ্র প্রদান করেন? যজ্ঞরত এবং দেবপ্রসাদযুক্ত কোন্ যজমান ইন্দ্রকে সম্যক্ জানে? ১৮ ॥ হে বলবান্ দেব ইন্দ্র, তুমি স্তুতিরত মনুষ্যকে প্রশংসা কর। হে মঘবন্, তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখদাতা নাই; অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার স্তুতি করি ॥ ১৯ ॥ হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র, তোমার ভূতগণ ও সহায়স্বরূপ মরুৎগণ আমাদিগকে যেন কখনও বিনাশ না করে। হে মনুষ্যের হিতকারী ইন্দ্র, আমরা মন্ত্র জানি, তুমি আমাদিগকে ধন আনিয়া দাও ॥ ২০ ॥

৮৫ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী ; ৫,১২ ত্রিষ্টুপ্।

মরুৎগণ গমনকালে স্বীয় শরীর স্ত্রীলোকের ন্যায় অলংকৃত করেন, তাঁহারা গমনশীল রুদ্রের পুত্র ; এবং হিতকর কার্যদ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর বর্ধন সাধন করেন। বীর ও বর্ষণশীল মরুৎগণ যজ্ঞে হব্য প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥ ঐ মরুৎগণ দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্রপুত্রগণ আকাশে স্থান পাইয়াছেন ; অর্চনীয় ইন্দ্রের অর্চনা করিয়া ও ইন্দ্রকে বীর্যশালী করিয়া পৃশ্নিপুত্র মরুৎগণ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২ ॥ গাভীর পুত্র মরুৎগণ তখন অসংস্কারের দ্বারা আপনাদিগকে শোভাযুক্ত করেন, তখন দীপ্ত মরুৎগণ স্বীয় শরীরে উজ্জ্বল অলংকার ধারণ করেন, তাঁহারা সমস্ত শত্রু নাশ করেন, এবং তাঁহাদের মার্গ অনুসরণ করিয়া বৃষ্টি বহে ॥ ৩ ॥ সুন্দর-যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ আয়ুধের দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্তিমান্ হইয়াছেন ; তাঁহারা স্বয়ং অবিচলিত হইয়া পর্বতাদিকেও উৎপাটিত করেন ; যখন তোমরা রথে বিন্দুচিহ্নিত মৃগ সংযোজিত কর, তখন হে মরুৎগণ, তোমরা মনের ন্যায় বেগগামী এবং বৃষ্টিসেচনব্রতে নিযুক্ত হও ॥ ৪ ॥ অন্নের জন্য মেঘকে বর্ষণার্থ প্রেরণ করিয়া বিন্দুচিহ্নিত মৃগ রথে সংযোজিত কর, তখন উজ্জ্বল অরুষের নিকট হইতে বারিধারা বিমুক্ত হয়, এবং চর্ম আধারের জলের ন্যায় জলদ্বারা সমস্ত ভূমি আর্দ্র হয় ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের বেগবান্ ও লঘুগামী অশ্ব তোমাদিগকে এই যজ্ঞে বহন করুক ; তোমরা শীঘ্রগামী, হস্তে (ধন লইয়া) আইস। হে মরুৎগণ, বিস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর ; এবং মধুর সোমরস পান করিয়া তৃপ্ত হও ॥ ৬ ॥ মরুৎগণ নিজ বলে নির্ভর করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, মহিমাদ্বারা স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ বাসস্থান করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য বিষ্ণু সোমরস রক্ষা করেন, সেই মরুৎগণ পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আগমন করিয়া এই প্রীতিকর কুশে উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥ শূরদিগের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদিগের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের ন্যায় শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন ; বিশ্বভুবন সেই মরুৎগণকে ভয় করে, তাঁহারা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ ॥ ৮ ॥ শোভনকর্মা ত্বষ্টা যে সুনির্মিত, হিরণ্ময় ও অনেকধারাযুক্ত বজ্র ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্যসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়া বৃত্রবধ করিয়াছিলেন এবং বারিরাশি বর্ষিত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কূপ উপরে উঠাইয়া পথনিরোধক পর্বতকে বিভেদ করিয়াছিলেন। শোভনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ মরুৎগণ সেই গোতমের দিকে যূপ বক্রভাবে প্রেরণ করিলেন ; এবং তৃষিত গোতম ঋষির জন্য জল সিঞ্চন করিলেন। বিচিত্রদীপ্তিযুক্ত মরুৎগণ রক্ষণের জন্য আগমন করেন, এবং জীবনোপায় জলদ্বারা মেধাবী গোতমের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের স্তোতাকে যে সুখ তিন জগতে আছে, তোমরা তাহা হব্যদাতাকে প্রদান কর। সেই সমস্ত আমাদিগকে দাও ; হে অভীষ্টপ্রদ, আমাদিগকে বীরযুক্ত ধন দাও ॥ ১২ ॥

৮৬ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী।

হে উজ্জ্বল মরুৎগণ, অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া তোমরা যাহার গৃহে সোমপান কর, সেইজন অতিশয় সুরক্ষকসম্পন্ন ॥ ১ ॥ হে যজ্ঞবাহী মরুৎগণ, যজ্ঞরত যজমানের স্তুতি অথবা মেধাবীর আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ যে যজমানের ঋত্বিক্‌গণ মরুৎগণকে (হব্যপ্রদানদ্বারা) উৎসাহিত করিয়াছে, সেই যজমান বহুগাভীযুক্ত গোষ্ঠে গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ॥ ৩ ॥ যজ্ঞের দিবসে বীর মরুৎগণের নিমিত্ত যজ্ঞে সোম অভিষুত হয় এবং মরুৎগণের হর্ষের নিমিত্ত স্তোত্র উচ্চারিত হয় ॥ ৪ ॥ সর্বশত্রুবিজয়ী মরুৎগণ স্তোতার স্তুতি শ্রবণ করুন ; এবং স্তোতা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হউন ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, আমরা, সর্বজ্ঞ মরুৎগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, তোমাদিগকে বহুবৎসর হব্য প্রদান করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে যজনীয় মরুৎগণ, যাহার হব্য তোমরা গ্রহণ কর, সে সৌভাগ্যশালী হউক ॥ ৭ ॥ হে প্রকৃতবলসম্পন্ন নেতা মরুৎগণ, তোমাদের স্তুতিপরায়ণ ও শ্রমের দ্বারা স্বেদযুক্ত এবং তোমাদিগের অভিলাষী স্তোতৃগণের অভিলাষ অবগত হও ॥ ৮ ॥ হে প্রকৃতবলসম্পন্ন মরুৎগণ, তোমরা উজ্জ্বল মাহাত্ম্য প্রকাশ কর, এবং তৎ-দ্বারা রাক্ষসদিগকে তাড়িত কর ॥ ৯ ॥ সর্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর ; রাক্ষসাদি সকল ভক্ষককে বিদূরিত কর ; অভিলষিত যে জ্যোতিঃ আমরা কামনা করি তাহা প্রকাশিত কর ॥ ১০ ॥

৮৭ সূক্ত । মরুৎগণ দেবতা । রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি । জগতী ।

মরুৎগণ শত্রুঘাতী প্রকৃষ্টবলসম্পন্ন, জয়ঘোষযুক্ত, আনতিরহিত, অবিযুক্ত, ঋজীষী, ও যজমানের সেবিত, এবং মেঘাদির নেতা মরুৎগণ আভরণদ্বারা নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন ॥ ১ ॥ হে মরুৎগণ, পক্ষীর ন্যায় কোনও পথ দিয়া শীঘ্র ধাবমান হইয়া সন্নিকৃষ্ট নভঃপ্রদেশে যখন তোমরা গমনশীল মেঘসমূহকে সমবেত কর, তখন তোমাদের মেঘসকল তোমাদের রথে সংশ্লিষ্ট হইয়া বারিবর্ষণ করে ; অতএব, তোমরা পূজকের উপর মধুসদৃশ স্বচ্ছ বারি সিঞ্চন কর ॥ ২ ॥ যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য মেঘসকলকে সজ্জীভূত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘসকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায় কম্পিত হয়েন ; তাদৃশ বিহারশীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ পর্বতাদি কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন ॥ ৩ ॥ মরুৎগণ স্বয়ং-পরিচালিত, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগ তাঁহাদিগের অশ্ব ; তাঁহারা তরুণ, বীর্যশালী এবং ক্ষমতাপন্ন, তোমরা সত্য, ঋণ হইতে মুক্তিদাতা, অনিন্দিত, এবং জলবর্ষণকারী ; তোমরা আমাদের যজ্ঞের রক্ষক ॥ ৪ ॥ আমাদের পুরাতন পিতা রহূগণ কর্তৃক (উপদিষ্ট) হইয়া আমরা কহিতেছি যে সোমের আহুতির সহিত স্তুতিবাক্য মরুৎগণকে প্রাপ্ত হয় ; তাঁহারা ইন্দ্রের স্তুতি করতঃ বৃত্রহননকার্যে উপস্থিত ছিলেন, এবং যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ ঐ মরুৎগণ প্রাণিগণের উপভোগের নিমিত্ত দীপ্তিমান্ সূর্যকিরণের সহিত বৃষ্টিবারি সিঞ্চন করিতে ইচ্ছা করেন ; তাঁহারা স্তুতিমান্ ঋত্বিক্‌গণের সহিত সুখকর হব্য ভক্ষণ করেন ; স্তুতিযুক্ত বেগগামী ও নির্ভীক মরুৎগণ সর্বপ্রিয় মরুৎসম্বন্ধীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

৮৮ সূক্ত । মরুৎগণ দেবতা । রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি ।

ত্রিষ্টুপ্ ; ১, ৬ প্রস্তারপংক্তিঃ ; ৫ বিরাড্‌রূপা ।

হে মরুৎগণ, তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত, শোভন-গমন-বিশিষ্ট, আয়ুধসম্পন্ন ও অশ্বসংযুক্ত মেঘে আরোহণ করিয়া আগমন কর । হে শোভনকর্মা মরুৎগণ, প্রভূত অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ১ ॥ মরুৎগণ অরুণ ও পিঙ্গল রথবাহক অশ্বদ্বারা দেবগণের কোন্ স্তোতার নিকট শুভ সম্পাদনার্থ আগমন করিতেছেন ? সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ রথচক্রদ্বারায় ভূমি ক্ষত করিতেছেন ॥ ২ ॥ হে মরুৎগণ, ঐশ্বর্য লাভার্থ তোমাদের শরীরে শত্রুগণের আক্রোশকারী আয়ুধ আছে মরুৎগণ বনবৃক্ষসমূহের ন্যায় যজ্ঞ উর্ধ্ব করেন ॥ হে সুজাত মরুৎগণ, তোমাদের নিমিত্ত প্রভূতধনশালী যজমানগণ (সোমনিস্যন্দী) প্রস্তর ধনযুক্ত করে ॥ ৩ ॥ হে গৃধ্রসদৃশ মরুৎগণ, তোমাদের দিবস আগত হইয়াছে, এবং উদকনিষ্পাদ্য যজ্ঞকে দ্যুতিমান্ করিয়াছে ॥ গোতম ঋষিগণ স্তোত্রের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হব্য দান করিয়া পানের নিমিত্ত কূপ উন্নমিত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ মরুৎগণ লৌহদংষ্ট্রা, ইতস্ততঃ ধাবমান বরাহসদৃশ, সেই মরুৎগণকে দেখিয়া গোতম ঋষি যে স্তোত্র উচ্চারিত করিয়াছিলেন, এ সেই স্তুতি ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, যোগ্য স্তুতি তোমাদিগের প্রত্যেককে স্তুতি করে, ঋত্বিক্‌গণের বাণী এক্ষণে অনায়াসে এই ঋক্‌সমূহদ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়াছে, কেননা তোমরা আমাদের হস্তে বহুবিধ অন্ন স্থাপিত করিয়াছ ॥ ৬ ॥

৮৯ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ ; ১-২, ৮-৯ দেবগণ ; ১০ অদিতি।
রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী ; ৬ বিরাট স্থানা ; ৮-১০ ত্রিষ্টুপ্।
কল্যাণকর, অহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ ও শত্রুবিনাশকারী যজ্ঞসকল সর্বদিক হইতে আগমন করুক ; যাঁহারা আমাদের পরিত্যাগ না করিয়া প্রতিদিন রক্ষা করেন, সেই দেবগণ সর্বদা আমাদের বর্ধিত করুন ॥ ১ ॥ ঋজু (লোক)-প্রিয় দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক এবং তাঁহাদের দান আমাদের অভিমুখে আগমন করুক ; আমরা যেন সেই দেবগণের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হই, তাঁহারা আমাদের জীবন বর্ধন করুন ॥ ২ ॥ তাঁহাদিগকে পূর্বের বাক্যের দ্বারা আহ্বান করি ; ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ, অর্যমা, বরুণ, সোম, এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি ; সৌভাগ্যশালিনী সরস্বতী আমাদের সুখ সম্পাদিত করুন ॥ ৩ ॥ বায়ু আমাদের নিকট সুখোৎপাদক ভেষজ আনয়ন করুন ; জননী পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোকও আনয়ন করুন ; সোমনিস্যন্দী সুখোৎপাদক প্রস্তরও সেই ভেষজ আনয়ন করুক ; ধ্যানদ্বারা প্রাপ্তব্য হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের যাচ্ঞা শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ আমরা সেই ঐশ্বর্যশালী, স্থাবর-জঙ্গমের অধিপতি যজ্ঞতোষ ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করি ; পূষা যেরূপ আমাদের ধন বর্ধনের জন্য রক্ষক আছেন, অহিংসিত পূষা সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্য রক্ষক হউন ॥ ৫ ॥ প্রভূতস্তুতিভাজন ইন্দ্র ও সর্বজ্ঞ পূষা আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন ; তৃক্ষের পুত্র অরিষ্টনেমি এবং বৃহস্পতি আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ মরুৎগণ বিন্দুচিহ্নিতমৃগযুক্ত, পৃশ্নিপুত্র, শোভনীয়-গতিযুক্ত, যজ্ঞগামী ও অগ্নিজিহ্বায় অবস্থিত, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মরুৎ-দেবগণ আমাদিগের রক্ষার জন্য এই স্থানে আগমন করুন ॥ ৭ ॥ হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণে কল্যাণের বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন কল্যাণকর বস্তু দেখিতে সমর্থ হই ; আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া তোমাদের স্তুতি করতঃ দেবগণদ্বারা নির্দিষ্ট আয়ুঃপ্রাপ্ত হই ॥ ৮ ॥ হে দেবগণ, মনুষ্যের পক্ষে শত বৎসরই আয়ুঃ কল্পিত হইয়াছে ; ঐ সময়ে তোমরা শরীরের জরা উৎপাদন করিয়া থাক, ঐ সময়ে পুত্রগণ পিতা হন। সেই নির্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদিগকে বিনাশ করিও না ॥ ৯ ॥ অদিতি আকাশ ; অদিতি অন্তরীক্ষ ; অদিতি মাতা ; তিনি পিতা ; তিনি পুত্র ; অদিতি সকল দেব ; অদিতি পঞ্চ লোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ ॥ ১০ ॥

৯০ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি।
গায়ত্রী ; ৯ অনুষ্টুপ্।
বরুণ ও মিত্র (উত্তম পথ) অবগত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল গতিতে লইয়া যান ; এবং দেবগণের সহিত সমান-প্রীতিযুক্ত অর্যমাও (আমাদিগকে) লইয়া যান ॥ ১ ॥ তাঁহারা ধন বিতরণ করেন, তাঁহারা মূঢ়তাশূন্য হইয়া স্বীয় তেজের দ্বারা সকল দিন স্বীয় কার্য পালন করেন ॥ ২ ॥ সেই অমরগণ আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন ; আমরা মরণশীল মনুষ্য ॥ ৬ ॥ স্বর্গীয় ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা ও ভগ দেবগণ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য আমাদের পথ দেখাইয়া দিন ॥ ৪ ॥ হে পূষা, বিষ্ণু ও মরুৎগণ, তোমরা আমাদের যজ্ঞপশুপ্রাপক কর এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে বিনাশরহিত কর ॥ ৫ ॥ বায়ুসকল যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে ; ওষধি-সকলও মাধুর্যযুক্ত হউক ॥ ৬ ॥ আমাদের রাত্রি ও উষা মধুর হউক ; পার্থিব জনপদ মাধুর্যবিশিষ্ট হউক ; যে আকাশ সকলের পালয়িতা সে আকাশও মধুযুক্ত হউক ॥ ৭ ॥ বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক ; সূর্য ও মধুর হউক ; ধেনুসকল মধুর হউক ॥ ৮ ॥ মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণপাদক্ষেপী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হউন ॥ ৯ ॥

৯১ সূক্ত ॥ সোম দেবতা । রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি ।
ত্রিষ্টুপ্, ৫-১৬ গায়ত্রী ; ১৭ উষ্ণিক্ ।
হে সোম, আমরা বুদ্ধিদ্বারা তোমাকে বিশেষরূপে অবগত আছি, তুমি আমাদিগকে সরল পথে লইয়া যাও ; হে ইন্দ্র, (অর্থাৎ হে সোম,) তোমাকর্তৃক নীত হইয়া আমাদের পিতৃগণ দেবগণমধ্যে রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি স্বীয় যজ্ঞদ্বারা শোভনীয়-যজ্ঞযুক্ত, স্বীয় বলদ্বারা শোভনীয়-বলযুক্ত, তুমি সর্বজ্ঞ । তুমি অভীষ্ট ফল বর্ষণদ্বারা বর্ষণকারী, এবং তুমি মহিমায় মহান্ যজমানের অভিমত ফল প্রদর্শন করতঃ যজমানদত্ত অন্নদ্বারা প্রভূতান্নযুক্ত ॥ ২ ॥ হে সোম, রাজা বরুণের কার্যসমুদয় তোমারই ; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর ; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক ; অর্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্ধক ॥ ৩ ॥ হে সোম, তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্বতে, ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজোযুক্ত হইয়া, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্, আমাদের হব্য গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি সৎলোকের অধিপতি ; তুমি রাজা, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমিই শোভনীয় যজ্ঞ ॥ ৫ ॥ স্তোত্রপ্রিয় এবং ওষধিসকলের পালয়িতা সোম, যদি তুমি আমাদের জীবনৌষধ কামনা কর, তাহা হইলে আমরা মরিব না ॥ ৬ ॥ হে সোম, তুমি যজ্ঞকারী বৃদ্ধ বা তরুণ যজ্ঞকারীর জীবনের জন্য উপভোগযোগ্য ধন দাও ॥ ৭ ॥ হে রাজন্ সোম, আমাদের দুঃখদানে অভিলাষী সকল লোক হইতে রক্ষা কর ; ত্বৎসদৃশ ব্যক্তির সখা কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥ হে সোম, যজমানের সুখজনক তোমার যে সকল রক্ষণ আছে তৎ-দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥ হে সোম, তুমি আমাদের এই যজ্ঞ ও এই স্তুতি গ্রহণ করিয়া আগমন কর এবং আমাদের বর্ধন কর ॥ ১০ ॥ হে সোম, আমরা স্তুতিজ্ঞ, স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করি ; তুমি সুখদ হইয়া আগমন কর ॥ ১১ ॥ হে সোম, তুমি আমাদের ধনবর্ধক, রোগহন্তা, ধনদাতা, সম্পদবর্ধক ও সুমিত্রযুক্ত হও ॥ ১২ ॥ হে সোম, গাভী যেরূপ সুন্দর তৃণে তৃপ্ত হয়, মনুষ্য যেরূপ স্বীয় গৃহে তৃপ্ত হয়, যেইরূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে তৃপ্ত হইয়া অবস্থান কর ॥ ১৩ ॥ হে দেব, সোম, যে মনুষ্য বন্ধুত্বপ্রযুক্ত তোমার স্তুতি করে, হে অতীতজ্ঞ ও দক্ষ সোম, তুমি তাহাকে অনুগ্রহ কর ॥ ১৪ ॥ হে সোম, আমাদিগকে অভিশাপ হইতে রক্ষা কর, ও পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখ দান করিয়া আমাদিগের হিতকারী হও ॥ ১৫ ॥ হে সোম, তুমি বর্ধিত হও, তোমার বীর্য সকল দিক হইতে ত্বৎসংযুক্ত হউক ; তুমি আমাদের অন্নদাতা হও ॥ ১৬ । অত্যন্ত মদযুক্ত, হে সোম, সমস্ত লতাবয়বদ্বারা বর্ধিত হও ; শোভন-অন্নযুক্ত হইয়া তুমি আমাদের সখা হও ॥ ১৭ ॥ হে সোম, তুমি শত্রুহন্তা, তোমাতে রস ও যজ্ঞের অন্ন ও বীর্য সংযুক্ত হউক ; তুমি বর্ধিত হইয়া আমাদের অমরত্বের জন্য স্বর্গে উৎকৃষ্ট অন্ন ধারণ কর ॥ ১৮ ॥ যজমানগণ তোমার হব্যদ্বারা যে তেজের পূজা করে, সেই সমস্ত তেজ আমাদের যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করুক । ধনবর্ধক, পাপত্রাতা, বীরযুক্ত ও পুত্রগণের রক্ষাকর্তা সোম, তুমি আমাদের গৃহে আগমন কর ॥ ১৯ ॥ যে সোমকে হব্য প্রদান করে, সোম তাহাকে গাভী, শীঘ্রগামী অশ্ব প্রদান করেন এবং লৌকিককার্যকুশল, গৃহকার্যকুশল, যাগানুষ্ঠানপর, মাতার আদৃত এবং পিতৃনাম-উজ্জ্বলকারী পুত্র প্রদান করেন ॥ ২০ ॥ হে সোম, তুমি যুদ্ধে অজেয়, সেনার মধ্যে জয়শীল, স্বর্গের প্রাপয়িতা, বৃষ্টিদাতা, বলের রক্ষক, যজ্ঞে অবস্থাতা, সুন্দরনিবাসযুক্ত, সুন্দরযশোযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জয়শীল তোমাকে চিন্তা করিয়া হর্ষযুক্ত হই ॥ ২১ ॥ হে সোম, তুই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ, ও বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, ও তাহার অন্ধকার জ্যোতিঃদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছ ॥ ২২ ॥ হে বলবান্ সোমদেব, তোমার কান্তিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে ধনের অংশ প্রদান কর ; কোন শত্রু তোমার হিংসা না করুক ; যুধ্যমান দুই পক্ষমধ্যে তুমি বলিষ্ঠ, সংগ্রামে আমাদিগকে দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা কর ॥ ২৩ ॥

৯২ সূক্ত। উষা ; ১৬-১৮ অশ্বিদ্বয় দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।
১-৪ জগতী ; ৫-১২ ত্রিষ্টুপ্ ; ১৩-১৮ উষ্ণিক্।
উষা দেবতাগণ আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং অন্তরীক্ষের পূর্বদিকে জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেন ; যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধসকলের সংস্কার করে, সেইরূপ স্বীয় দীপ্তিদ্বারা জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্ এবং মাতৃগণ প্রতিদিবস গমন করেন ॥ ১ ॥ অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথযোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভীসকলকে উষা দেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন ; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষা দেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্যকে আশ্রয় করিলেন ॥ ২ ॥ নেত্রী উষা, দেবতাগণ উজ্জ্বল-অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের ন্যায় ; এবং উদ্যোগদ্বারাই দূরদেশ পর্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভনকর্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা)-দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন ॥ ৩ ॥ উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্বদিকে গমন করিয়া বিশ্ব ভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন ॥ ৪ ॥ উষার উজ্জ্বল তেজ প্রথমে পূর্বদিকে দৃষ্ট হয়, পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। পুরোহিত যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অঞ্জিত করে সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন ; স্বর্গদুহিতা উষা দীপ্তিমান্ সূর্যের সেবা করিতেছেন ॥ ৫ ॥ আমরা নৈশ অন্ধকারের পারে আসিয়াছি ; উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য (স্বীয় দীপ্তিদ্বারাই) যেন হাসিতেছেন ; আলোকবিকসিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন্ ॥ ৬ ॥ গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী আকাশদুহিতার স্তুতি করে। হে উষা, তুমি আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, দাসপরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর ॥ ৭ ॥ হে উষা, আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত, দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে, তুমি সুন্দর যজ্ঞে স্তোত্রদ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্ন দান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর ॥ ৮ ॥ উজ্জ্বল উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া, আলোকদ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন ; এবং সমস্ত জীবকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন ; তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন ॥ ৯ ॥ ব্যাধপত্নী যেরূপে চলনশীল পক্ষীর পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপধারিণী উষা দেবী (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন ॥ ১০ ॥ উষা আকাশ-প্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিমুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী সূর্যের স্ত্রী উষাদেবী মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন ॥ ১১ ॥ (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেইরূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং তেজ বিস্তার করিয়া নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন ॥ ১২ ॥ হে অন্নযুক্ত উষা, আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি ॥ ১৩ ॥ হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান্ এবং সুনৃতবাক্য-যুক্ত উষা, অদ্য এইস্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও ॥ ১৪ ॥ হে অন্নযুক্ত উষা, অদ্য অরুণবর্ণ অশ্ব সংযোজনা কর এবং আমাদের জন্য সমস্ত সৌভাগ্য আনয়ন কর ॥ ১৫ ॥ হে দস্র অশ্বিদ্বয়, আমাদের গৃহ গাভীপুর্ণ ও রমণীয়ধনপুর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভি-মুখে প্রবর্তিত কর ॥ ১৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করিয়াছ, তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর ॥ ১৭ ॥ দ্যুতিমান্, আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণ রথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য অশ্বগণ উষাকালে জাগরিত হইয়া এইস্থানে আনয়ন করুক ॥ ১৮ ॥

৯৩ সূক্ত। অগ্নি ও সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।
১-৩ অনুষ্টুপ্ ; ৪,৭,১২ ত্রিষ্টুপ্ ; ৮ জগতী বা ত্রিষ্টুপ্ ; ৯-১১ গায়ত্রী।
হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি ও সোম, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতি গ্রহণ কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি ও সোম, যে তোমাদিগকে স্তুতি অর্পণ করিতেছে, তাহাকে বলবান্ গো ও সুন্দর অশ্ব দান কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি ও সোম, যে তোমাদিগকে আহুতি ও হব্য প্রদান করে, সে পুত্রপৌত্রাদির সহিত বীর্যযুক্ত সমস্ত আয়ু প্রাপ্ত হউক ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি ও সোম, তোমাদের যে বীর্যের দ্বারা পণির নিকট হইতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলে, যে বীর্যদ্বারা বৃষয়ের পুত্রকে বধ করিয়া, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিঃপূর্ণ সূর্যকে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমাদের বিদিত আছে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি ও সোম, তোমরা সমানকর্মযুক্ত হইয়া আকাশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহাদি ধারণ করিয়াছ ; তোমরা দোষাক্রান্ত নদীসকলকে প্রকটিত দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি ও সোম, তোমাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ অগ্নিকে) মাতরিশ্বা আকাশ হইতে আনয়ন করিয়াছে এবং আর-এক জনকে (অর্থাৎ সোমকে) অদ্রির উপর হইতে শ্যেনপক্ষী বলপূর্বক আহরণ করিয়াছিল। তোমরা স্তোত্রের দ্বারা বর্ধিত হইয়া যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি বিস্তীর্ণ করিয়াছ ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি ও সোম, প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ কর ; আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর ; হে অভীষ্টবর্ষী, আমাদের সেবা গ্রহণ কর ; আমাদের প্রতি সুখপ্রদ এবং রক্ষণযুক্ত হও এবং যজমানের রোগ ও ভয় নিবারণ কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি ও সোম, যে যজমান দেবপরায়ণ অন্তঃকরণের সহিত হব্যদ্বারা অগ্নি ও সোমের পূজা করে, তাহার ব্রত রক্ষা কর ; ও তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা কর ; এবং সেই যাগরত ব্যক্তিকে প্রভূত সুখ দাও ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি ও সোম, তোমরা সকল দেবগণমধ্যে প্রশংসনীয়, তোমরা সমানধনযুক্ত এবং একত্র আহ্বানযোগ্য, তোমরা আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি ও সোম, যে তোমাদিগকে ঘৃত প্রদান করে, তাহাকে প্রভূত ধন দাও ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি ও সোম, আমাদের এই হব্য গ্রহণ কর, এবং একত্রে আগমন কর ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি ও সোম, আমাদের অশ্ব পালন কর ; ক্ষীরাদি হব্যের জনয়িত্রী আমাদের গাভীসকল বর্ধিত হউক ; আমরা ধনযুক্ত, আমাদের ফল প্রদান কর ; এবং আমাদের যজ্ঞ ধনযুক্ত কর ॥ ১২ ॥

৯৪ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৮ (তিনটি পাদ) দেবগণ ; ১৬ (উত্তরার্ধ) অগ্নি, মিত্রাবরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী বা দ্যৌঃ। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ১৫-১৬ ত্রিষ্টুপ্।
আমরা বুদ্ধিদ্বারা পূজনীয় সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি ; অগ্নিভজনে আমাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট হয় ; হে অগ্নি, তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যাহার নিমিত্ত তুমি যজ্ঞ কর, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় ; সে উৎপীড়িত না হইয়া বাস করে, মহাবীর্য ধারণ করে এবং বর্ধিত হয় ; দারিদ্র্য তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অগ্নি, আমরা যেন তোমাকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হই ; তুমি আমাদের যজ্ঞ সাধিত কর ; যেহেতু দেবগণ (তোমাতে) প্রক্ষিপ্ত হব্য ভক্ষণ করেন। তুমি আদিত্যগণকে আনয়ন কর, তাঁহাদিগকে আমরা কামনা করি। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, আমরা ইন্ধন সংগ্রহ করি ; তোমাকে জানাইয়া হব্য প্রদান করি ; তুমি আমাদের আয়ুঃ বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ নিষ্পাদিত কর। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৪ ॥ তাঁহার রশ্মিসকল প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করে ; দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুগণ তাঁহার কিরণে বিচরণ করে ; তুমি বিচিত্রদীপ্তিযুক্ত এবং সকল বস্তু প্রদর্শন কর ; তুমি উষা হইতেও মহৎ। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি অধ্বর্যু, তুমি মুখ্য হোতা, তুমি প্রশাস্তা পোতা, তুমি জন্ম হইতেই পুরোহিত। ঋত্বিকের সমস্ত কার্য তুমি অবগত আছ, অতএব তুমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি সুন্দর তথাপি সকল-দিকেই সদৃশ ; তুমি দূরস্থ তথাপি নিকটে দীপ্যমান্ হও। হে দেব অগ্নি, তুমি রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকাশিত হও, হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৭ ॥ হে দেবগণ, সোমাভিষবকারী যজমানের রথ সর্বাগ্রবর্তী কর ; আমাদের অভিশাপ শত্রুগণকে অভিভূত করুক ; আমাদের এই বাক্য অবগত হও এবং পূর্ণ কর, হে অগ্নি, তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৮ ॥ তোমার সাংঘাতিক অস্ত্রদ্বারা দুষ্ট ও দুর্বুদ্ধি লোকদিগকে বিনাশ কর ; দূরবর্তী বা নিকটবর্তী শত্রুগণকে বিনাশ কর ; অনন্তর তোমার স্তুতিকারী যজমানের জন্য সুগম পথ করিয়া যাও। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, যখন তোমার দীপ্যমান্ লোহিতবর্ণ, এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত কর, তখন তুমি বৃষভের ন্যায় রব কর, এবং বনের বৃক্ষসকলকে ধূমরূপকেতুদ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ১০ ॥ পক্ষিগণও তোমার শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হয় ; তোমার কতকগুলি শিখা তৃণ দগ্ধ করিয়া যখন সকল দিকে বিস্তৃত হয় তখন সমস্ত অরণ্য তোমার ও তোমার রথের সুগম হয়। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ১১ ॥ মিত্র ও বরুণ এই স্তোতাকে ধারণ করুন ; অন্তরীক্ষচারী মরুৎগণের ক্রোধ অত্যন্ত অধিক। আমাদের সুখা কর ও এই মরুৎগণের মন পুনরায় প্রসন্ন হউক। হে অগ্নি, তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না ॥ ১২ ॥ হে দ্যুতিমান্ অগ্নি, তুমি সকল দেবগণের পরম বন্ধু ; তুমি শোভনীয় এবং যজ্ঞে সকল ধনের নিবাসস্থান ; তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞগৃহে আমরা যেন অবস্থান করি। হে অগ্নি, তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা যেন হিংসিত না হই ॥ ১৩ ॥ স্বকীয় স্থানে প্রজ্বলিত সোমরসদ্বারা আহুত হইয়া যখন তুমি পূজিত হও তখন তুমি সুখ সম্ভোগ কর ; তুমি আমাদের সুখকর হইয়া হব্যদাতাকে রমণীয় ফল ও ধন দান কর, হে অগ্নি, তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না ॥ ১৪ ॥ হে শোভনধনযুক্ত, অখণ্ডনীয় অগ্নি, যে সর্ব যজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর, এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর, (সেই সমৃদ্ধ হয়)। আমরা তোমার স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদির সহিত তোমার ধনযুক্ত হই ॥ ১৫ ॥ হে দেব অগ্নি, তুমি সৌভাগ্য অবগত আছ ; এই কার্যে তুমি আমাদের আয়ুঃ বর্ধিত কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

৯৫ সূক্ত। অগ্নি বা উষাপুত্র অগ্নি দেবতা।
অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বিভিন্নরূপবিশিষ্ট দিবা ও রাত্রি শোভনীয় প্রয়োজনবশতঃ বিচরণ করিতেছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বৎসকে পালন করে। সূর্য একের নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি অপরের নিকট শোভনীয়দীপ্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশ হয়েন ॥ ১ ॥ দশ অঙ্গুলি একত্র হইয়া অবিরত কাষ্ঠ বর্ষণ করিয়া বায়ুর গর্ভস্বরূপ ও সর্বভূতে বর্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিকে উৎপন্ন করে ; সে অগ্নি তীক্ষ্ণতেজা, যশস্বী ও সকল জনপদে দীপ্যমান্। এই অগ্নিকে সকলস্থানে লইয়া যায় ॥ ২ ॥ সেই অগ্নির তিনটি জন্মস্থান অলংকৃত করে ; সমুদ্রে এক, আকাশে এক, এবং অন্তরীক্ষে এক ; তিনি (সূর্যরূপে) ঋতুগণ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর হিতার্থ পূর্ব প্রদেশ যথাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ অন্তর্হিত অগ্নিকে তোমাদিগের মধ্যে কে জানে ? সে অগ্নি পুত্র হইয়াও হব্যদ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন। মহৎ ও মেধাবী ও হব্যযুক্ত অগ্নি অনেক জলের গর্ভরূপ, এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হয়েন ॥ ৪ ॥ কুটিল মেঘের পার্শ্বদেশে যশস্বী বিদ্যুদাগ্নি ঊর্ধ্বে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন ; অগ্নি ত্বষ্টার সহিত উৎপন্ন হইলে উভয় পৃথিবী ভীত হয়েন, এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন ॥ ৫ ॥ উভয় পৃথিবী সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহাকে সেবা করে, এবং শব্দায়মান গাভীর ন্যায় নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে বৎসের ন্যায় যত্ন করেন। দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ঋত্বিক্‌গণ যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা সেচন করেন, তিনি সকল বলের মধ্যে বলাধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ তিনি সবিতার ন্যায় তাঁহার রশ্মিরূপ উভয় বাহু বারংবার বিস্তার করেন এবং সেই ভয়ংকর অগ্নি উভয় পৃথিবীকে অলংকৃত করিয়া কর্ম সাধন করেন। তিনি সকল বস্তু হইতে দীপ্ত ও সারভূত রস ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন এবং মাতৃদিগের নিকট হইতে আচ্ছাদক নূতন বসন সৃষ্টি করেন ॥ ৭ ॥ যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল জলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সেই মেধাবী সর্বলোকধারক অগ্নি সকল জলের মূলভূত অন্তরীক্ষ তেজদ্বারা আচ্ছাদন করেন। উজ্জ্বল অগ্নিদ্বারা বিস্তারিত সেই দীপ্তি তেজঃসংহতি রূপ হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ তুমি মহৎ, তোমার সর্বপরাজয়ী দীপ্যমান্ ও বিস্তীর্ণ তেজ অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বালিত হইয়া তোমার নিজের সমস্ত অহিংসিত ও পালনক্ষম তেজদ্বারা আমাদিগকে পালন কর ॥ ৯ ॥ অগ্নি আকাশগামী ঊর্মিসমূহ প্রবাহরূপে ঢালিয়া দেন, এবং সেই নির্মল ঊর্মিসমূহদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া দেন। তিনি জঠরে সকল অন্ন ধারণ করেন, এবং সেই জন্য সেই বৃষ্টিজাত নূতন শস্যের মধ্যে বাস করেন ॥ ১০ ॥ হে বিশুদ্ধকারী অগ্নি, তুমি কাষ্ঠে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দানার্থ দীপ্তিমান্ হও। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

৯৬ সূক্ত। অগ্নি বা দ্রবিণোদা অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি বলদ্বারা (কাষ্ঠঘর্ষণে) উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতনের ন্যায় প্রকৃতই সকল মেধাবীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন ; মেঘের জল ও শব্দ সেই বিদ্যুৎরূপ অগ্নিকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন ॥ ১ ॥ তিনি অমূর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্‌থে তুষ্ট হইয়া মনুদিগের সন্ততি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আচ্ছাদনকারী তেজদ্বারা আকাশ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে মনুষ্যগণ, স্বামীর (অগ্নির) নিকট যাইয়া সকলে তাঁহার স্তুতি কর ; তিনি দেবগণের মধ্যে মুখ্য, যজ্ঞের সাধনকর্তা, হব্যদ্বারা আহূত এবং স্তোত্রদ্বারা তুষ্ট হয়েন ; তিনি অন্নের পুত্র, প্রজাদিগের ভরণকারী, এবং দানশীল। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ সেই অন্তরীক্ষস্থ মাতরিশ্বা অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক, এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক ; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখাইয়া দিন। দেবগণ সেই ধনদাতাকে (অগ্নিকে) দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ রাত্রি ও দিবস পরস্পরের বর্ণ পরস্পরে পুনঃ পুনঃ বিনাশ করিয়াও ঐক্যভাবে একই শিশুকে পুষ্টি দান করে ; সেই দীপ্তিমান্ অগ্নি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রভা বিকাশ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ অগ্নি ধনের মূল, নিবাসহেতু, অর্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাতা, যজ্ঞের কেতু, এবং উপাসকের অভিলাষসিদ্ধিকারক। অমরত্বভাজী দেবগণ এই ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন॥ ৬॥ অগ্নি পূর্বকালে এবং বর্তমানকালে সকল ধনের আবাসস্থান, যাহা কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহার নিবাসস্থান, যাহা কিছু বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যে ভূরি ভূরি পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহার রক্ষক। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন॥ ৭॥ ধনদাতা অগ্নি জঙ্গম ধনের অংশ আমাদিগকে দান করুন; ধনদাতা স্থাবর ধনের অংশ আমাদিগকে দান করুন; ধনদাতা আমাদিগকে বীরযুক্ত অন্ন দান করুন, ধনদাতা আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু দান করুন॥ ৮॥ হে বিশুদ্ধকারী অগ্নি, এইরূপে কাষ্ঠে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তুমি আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দিবার জন্য প্রভা বিকাশ কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন॥ ৯॥

৯৭ সূক্ত। অগ্নি বা শুচি অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। গায়ত্রী।
হে অগ্নি, আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক, আমাদিগের ধন প্রকাশ কর; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ১॥ শোভনীয় ক্ষেত্রের জন্য, শোভনীয় মার্গের জন্য, এবং ধনের জন্য তোমাকে অর্চনা করি; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ২॥ এই স্তোতৃদিগের মধ্যে কুৎস যেরূপ উৎকৃষ্ট স্তোতা, সেইরূপ আমাদিগের স্তোতৃগণও উৎকৃষ্ট; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৩॥ হে অগ্নি, যেহেতু তোমার স্তোতৃগণ পুত্রপৌত্রাদি লাভ করে, অতএব আমরাও (তোমার স্তুতি করিয়া) পুত্রপৌত্রাদি লাভ করিব; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৪॥ যেহেতু শত্রুবিজয়ী অগ্নির দীপ্তিসমূহ সর্বত্র গমন করে, অতএব আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৫॥ হে অগ্নি, তোমার মুখস্বরূপ শিখা সকল দিকে, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৬॥ হে সর্বতোমুখ অগ্নি, নৌকায় যেরূপ নদী পার করে, সেইরূপ আমাদিগকে শত্রুসমূহ হইতে পার করিয়া দাও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৭॥ নৌকার দ্বারা যেরূপ নদী পার করিয়া দেয়, আমাদিগের কল্যাণের জন্য তুমি সেইরূপ আমাদিগকে শত্রু হইতে পার করাইয়া পালন কর; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৮॥

৯৮ সূক্ত। অগ্নি বা বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
আমরা যেন বৈশ্বানরের অনুগ্রহে থাকি, তিনি ভুবনসমূহের সেবিতব্য রাজা। বৈশ্বানর এই (কাষ্ঠদ্বয়) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই এই বিশ্ব অবলোকন করেন, এবং সূর্যের সহিত একত্রে গমন করেন॥ ১॥ অগ্নি আকাশে (সূর্যরূপে) বর্তমান, পৃথিবীতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে) বর্তমান, এবং সমস্ত শস্যে বর্তমান থাকিয়া (তাহা পরিপক্ব করিবার জন্য) তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই বলযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নি দিবা এবং রাত্রিতে আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন॥ ২॥ হে বৈশ্বানর, তোমার সম্বন্ধে এই (যজ্ঞ) সফল হউক; আমরা যেন বহুমূল্য ধন প্রাপ্ত হই। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের সেই ধন রক্ষা করুন॥ ৩॥

৯৯ সূক্ত। অগ্নি বা জাতবেদা অগ্নি দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
আমরা সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির উদ্দেশে সোম অভিষব করি। যাহারা আমাদিগের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তিনি তাহাদিগের ধন দহন করুন। যেরূপ নৌকাদ্বারা নদী পার করা হয়, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে সমস্ত দুঃখ পার করাইয়া দিন; অগ্নি আমাদিগকে পাপসমূহ পার করাইয়া দিন॥ ১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে ইন্দ্র, অভীষ্টদাতা ও বীর্যযুক্ত, এবং দিব্যলোক ও পৃথিবীর সম্রাট্, যিনি বৃষ্টিদান করেন এবং সংগ্রামে আহ্বানের যোগ্য, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১॥ সূর্যের ন্যায় যাঁহার গতি অন্যের অপ্রাপ্য, যিনি সংগ্রামে শত্রুহন্তা ও রিপুশোষক, যিনি স্বকীয় গমনশীল সখা (মরুৎগণের) সহিত অভীষ্ট দ্রব্য প্রভূতরূপে দান করেন, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ২॥ সূর্যের কিরণের ন্যায় যাঁহার সতেজ ও দুষ্প্রাপণীয় কিরণসমূহ বৃষ্টিজল দোহন করিয়া চারিদিকে প্রসারিত হয়, সেই শত্রুপরাজয়ী এবং স্বপৌরুষে লব্ধবিজয় ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৩॥ তিনি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা, অভীষ্টদাতাদিগের মধ্যে প্রধান অভীষ্টদাতা, সখাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট সখা হইয়া অর্চনীয়দিগের মধ্যে বিশেষ অর্চনাভাজন এবং স্তুতিভাজনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্তুতিভাজন হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৪॥ ইন্দ্র রুদ্রদিগের সহায়তায় বলিষ্ঠ হইয়া, মনুষ্যের সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার সহবাসী মরুৎগণের সহিত অন্নোৎপাদক বৃষ্টি প্রেরণ করিয়া, মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৫॥ শত্রুহন্তা, সংগ্রামকর্তা, সৎলোকের অধিপতি, এবং বহুলোকের আহূত ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোকদিগকে সূর্যের আলোক ভোগ করিতে দিন; তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৬॥ সহায়ভূত মরুৎগণ তাঁহাকে সংগ্রামে শব্দদ্বারা উত্তেজিত করেন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে ধনের রক্ষক করুন, তিনি সকল ফলদায়ী কর্মের ঈশ্বর। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৭॥ নেতৃগণ যুদ্ধে রক্ষার্থ এবং ধনলাভার্থ সেই নেতা ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করে, কেননা ইন্দ্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধক অন্ধকারে আলোক প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৮॥ তিনি বাম হস্তদ্বারা হিংসকদিগকে নিবারণ করেন এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা যজমান-দত্ত হব্য গ্রহণ করেন; তিনি স্তোতৃদ্বারা স্তুত হইয়া ধন প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ৯॥ তিনি সহায় মরুৎগণের সহিত ধন দান করেন; তিনি অদ্য সকল মনুষ্য কর্তৃক তাঁহার রথদ্বারা পরিচিত হইতেছেন; তিনি নিজ বলদ্বারা অপংসনীয় শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১০॥ তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া, বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া; অথবা যাহারা বন্ধু নহে তাহাদিগের লইয়াই সংগ্রামে গমন করেন, এবং সেই শরণাগত পুরুষদিগের ও তাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রের জয় সাধন করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১১॥ তিনি বজ্রধারী, দস্যুহন্তা, ভীম, উগ্র, সহস্রজ্ঞানযুক্ত, বহুস্তুতিভাজন এবং মহৎ; তিনি সোমরসের ন্যায় পঞ্চশ্রেণীর বলদাতা রক্ষক। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১২॥ তাঁহার বজ্র অতিশয় শব্দ করে, তিনি শোভনীয় জল দান করেন, তিনি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তিনি গর্জন করেন, তিনি সদয় কর্মে রত; ধন ও ধনদান তাঁহাকে সেবা করে। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১৩॥ সকল বলের পরিমাণস্বরূপ যাঁহার বল উভয় পৃথিবীকে সকল সময়ে সকল দিকে পালন করিতেছে, তিনি আমাদিগের যজ্ঞদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পার করাইয়া দিন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১৪॥ দেবগণ বা মনুষ্য বা জলসমূহ যে দেবের বলের অন্ত পায় নাই, তিনি নিজবলদ্বারা পৃথিবী ও আকাশ হইতেও অতিরিক্ত হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন॥ ১৫॥ দীর্ঘাবয়ব, অলংকারধারী ও আকাশবাসী রোহিতবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋজ্রাশ্ব নামক রাজর্ষিকে ধন প্রদানের জন্য অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের যুক্ত রথাগ্র ধারণ করিয়া হর্ষযুক্ত নহুষের প্রজাদিগের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে॥ ১৬॥ হে কামবর্ষী ইন্দ্র, বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা তোমার প্রীতিহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে ॥ ১৭ ॥ তিনি, অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল মরুৎগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবীনিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন, শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য এবং জলসমুদয় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সর্বকালে বর্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষে হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল-গতি-বিশিষ্ট হইয়া অন্ন ভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৯ ॥

১০১ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১ গর্ভস্রাবিণী উপনিষদ্।
অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ৮-১১ ত্রিষ্টুপ্।
যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন, সেই হৃষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছায় সেই অভীষ্টদাতা, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সহিত বিগতভুজ বৃত্রকে হত করিয়াছিলেন, যিনি শম্বরকে ও যজ্ঞরহিত পিপ্রুকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি দুর্জয় শুষ্ণকে সমূলে হত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ২ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী যাঁহার বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য যাঁহার নিয়মে চলিতেছেন, নদীসমূহ যাঁহার নিয়ম অনুসারে বহিয়া যায়, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ৩ ॥ যিনি অশ্বসমূহের অধিপতি, যিনি গোপসমূহের অধিপতি, যিনি স্বাধীন, যিনি স্তুতিপ্রাপ্ত হইয়া সকল কর্মে স্থির, যিনি অভিষবরহিত দুর্ধর্ষ শত্রুদিগেরও হন্তা, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ যিনি গমনশীল ও নিশ্বাসযুক্ত সকল জীবের অধিপতি, যিনি স্তোতৃদিগের জন্য গোসকলের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ যিনি শূরদিগের এবং ভীরুদিগেরও আহ্বানযোগ্য, যাঁহাকে পলায়মান লোক এবং বিজয়ী লোকও আহ্বান করে, যাঁহাকে সকল জীব নিজ নিজ কার্যে সম্মুখে স্থাপন করে, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ আলোকময় ইন্দ্র রুদ্রদিগকে গ্রহণ করিয়া উদিত হয়েন, এবং সেই রুদ্রদিগের দ্বারা বাক্য বেগযুক্ত হইয়া বিস্তারিত হয়। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে স্তুতিলক্ষণ বাক্য পূজা করে। আমরা তাঁহাকে মরুৎগণের সহিত আমাদের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি ॥ ৭ ॥ হে মরুৎযুক্ত ইন্দ্র, তুমি উৎকৃষ্ট গৃহেই হৃষ্ট হও অথবা সামান্য বাসস্থানেই হৃষ্ট হও, আমাদিগের যজ্ঞ অভিমুখে আগমন কর। হে সত্যধন, তোমার জন্য উৎসুক হইয়া আমরা হব্য প্রদান করিতেছি ॥ ৮ ॥ হে শোভনীয়-বলযুক্ত ইন্দ্র, আমরা তোমার জন্য উৎসুক হইয়া সোম অভিষব করিতেছি। তোমাকে স্তুতিদ্বারা পাওয়া যায়, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছি। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, মরুৎগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া এই যজ্ঞের কুশের উপর বসিয়া হৃষ্ট হও ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার অশ্বগণের সহিত হৃষ্ট হও, তোমার শিপ্র দুইটি খুল, সোমপানার্থ তোমার জিহ্বা ও উপজিহ্বা প্রসারণ কর। হে সুশিপ্র, তোমাকে অশ্বগণ এখানে আনয়ন করুক, তুমি আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর ॥ ১০ ॥ যাঁহার স্তোত্র মরুৎগণের সহিত এক, সেই শত্রুহন্তা ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা যেন তাঁহার নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হই। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

১০২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ১১ ত্রিষ্টুপ্।
তুমি মহৎ, আমি তোমার উদ্দেশে এই মহতী স্তুতি সম্পাদন করিতেছি, কেননা তোমার অনুগ্রহ আমার স্তুতির উপর নির্ভর করে। ঋত্বিক্‌গণ সমৃদ্ধি ও ধনলাভার্থ সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে স্তুতিবলদ্বারা হৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তনদী তাঁহার যশ ধারণ করিতেছে, আকাশ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ তাঁহার দর্শনীয় বপু ধারণ করিতেছে; হে ইন্দ্র, সূর্য ও চন্দ্র আমাদিগের সম্মুখে আলোক বিতরণার্থ এবং আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বিচরণ করিতেছে॥ ২॥ হে মঘবন্, হে ইন্দ্র, আমরা মনের সহিত তোমাকে বহু স্তুতি করি। তোমার যে জয়শীল রথ শত্রুসঙ্কুল যুদ্ধে দেখিয়া আমরা হৃষ্ট হই সেই রথ আমাদিগের ধনলাভার্থ প্রেরণ কর। হে মঘবন্, আমরা তোমাকে কামনা করি, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর॥ ৩॥ তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা অবরোধকারী শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব, সংগ্রামে আমাদিগের অংশ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র, সহজে ধন পাই এরূপ করিয়া দাও; হে মঘবন্, শত্রুদিগের বীর্য ভাঙিয়া দাও॥ ৪॥ হে ধনাধিপতি, যাহারা রক্ষণের জন্য তোমার স্তুতি করিতেছে ও তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ইহারা নানা প্রকার। (সে সকল লোকের মধ্যে) আমাদিগকেই ধন দিবার জন্য রথে আরোহণ কর; হে ইন্দ্র, তোমার মন ব্যাকুলতারহিত এবং জয়শীল॥ ৫॥ তোমার বাহুদ্বয় গো জয় করিয়াছে; তোমার জ্ঞান অপরিমিত; তুমি শ্রেষ্ঠ, এবং কর্মে কর্মে শত রক্ষণকার্য সম্পন্ন কর। ইন্দ্র যুদ্ধকর্তা স্বতন্ত্র, এবং সকল প্রাণীর বলের পরিমাণস্বরূপ; এই জন্যই ধনলাভার্থী লোকে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আহ্বান করে॥ ৬॥ হে মঘবন্, তুমি মনুষ্যদিগকে যে অন্ন দান কর তাহা শত হইতেও অধিক, অথবা তাহা হইতেও অধিক, অথবা সহস্র হইতেও অধিক। তুমি পরিমাণরহিত, আমাদিগের স্তুতিবাক্য তোমাকে দীপ্ত করিয়াছে; হে পুরন্দর, তুমি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছ॥ ৭॥ হে নরপালক, তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় সকল প্রাণীর বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ এবং এই বিশ্বভুবন বহন করিতে অতিশয় সক্ষম, কেননা হে ইন্দ্র, তুমি বহুকাল হইতে, জন্ম অবধি শত্রুরহিত॥ ৮॥ তুমি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তুমি সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্র আমাদিগের যুদ্ধযোগ্য তেজোযুক্ত এবং বিভেদকারী রথকে সংগ্রামে (অন্য রথের) পুরোবর্তী করিয়া দিন॥ ৯॥ তুমি জয়লাভ কর, এবং (বিজিত) ধন অবরুদ্ধ করিয়া রাখ না। হে মঘবন্, তুমি উগ্র, ক্ষুদ্র যুদ্ধে এবং মহৎ যুদ্ধেও আমরা রক্ষণার্থ তোমাকে স্তোত্রদ্বারা তীক্ষ্ণ করি; অতএব হে ইন্দ্র, আমাদিগকে যুদ্ধের আহ্বানসমূহে উত্তেজিত কর॥ ১০॥ সর্বকালে বর্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষ হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল-গতি-বিশিষ্ট হইয়া অন্নভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করতঃ তাহা পূজিত করুন॥ ১১॥

১০৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, পুরাকালে মেধাবীগণ তোমার এই প্রসিদ্ধ পরম বল সাক্ষাৎ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার অগ্নিরূপ এক জ্যোতি পৃথিবীতে, সূর্যরূপ অন্য জ্যোতি আকাশে। যুদ্ধে যেরূপ উভয় পক্ষের ধ্বজ মিলিত হয়, সেইরূপ উক্ত উভয় জ্যোতি পরস্পরে সংযুক্ত আছে॥ ১॥ ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন; বজ্রদ্বারা বৃত্রকে হত করিয়া বৃষ্টিজল বাহির করিয়াছেন; অহিকে হত করিয়াছেন; রৌহীণকে বিদারিত করিয়াছেন; মঘবান্ স্বকীয় কার্যদ্বারা বিগতভুজ বৃত্রকে হত করিয়াছেন॥ ২॥ তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া, বীরকার্যে উৎসাহ-পূর্ণ হইয়া, দস্যুদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। হে বজ্রধারিন্, আমাদিগের স্তুতি অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র, আর্যগণের বল ও যশ বর্ধন কর॥ ৩॥ বজ্রবান্ এবং শত্রুবিনাশী ইন্দ্র, দস্যু বিনাশের জন্য নির্গত হইয়া যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কীর্তনযোগ্য সেই বল ধারণ করিয়া মঘবান্ ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগসকল সূর্যরূপে সম্পাদন অর্থাৎ পরিমাণ করেন॥ ৪॥ তাঁহার এই প্রবৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ বীর্য অবলোকন কর; তাঁহার বীর্যে শ্রদ্ধা কর। তিনি গো এবং অশ্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি শস্যসমূহ, ও জলসমূহ, এবং বনসমূহ লাভ করিয়াছেন॥ ৫॥ ভূরিকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যবল ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করি ; পথনিরোধক চৌর যেরূপ পথিকের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লয়, শূর ইন্দ্র সেইরূপ ধনের আদর করিয়া যজ্ঞবিহীন লোকদিগের নিকট হইতে সেই ধন ভাগ করিয়া লইয়া যজ্ঞপরায়ণদিগের নিকট তাহা দান করিতে গমন করেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সেই প্রখ্যাত বীরকর্ম করিয়াছিলে যে, নিদ্রিত অহিকে বজ্রদ্বারা জাগরিত করিয়াছিলে। তখন দেবপত্নীগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুয়ব ও বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং শম্বরের নগরসমুদয় বিনাশ করিয়াছ, অতএব মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

১০৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমার বসিবার জন্য যে বেদি প্রস্তুত হইয়াছে, শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় তথায় উপবেশন কর। অশ্ববন্ধন রশ্মিবিমোচন করিয়া অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, সে অশ্ব যজ্ঞকাল সমাগত হইলে দিবারাত্রি তোমাকে বহন করে ॥ ১ ॥ এই মনুষ্যেরা রক্ষণের জন্য ইন্দ্রের নিকট আসিয়াছে, তিনি শীঘ্র, সত্বই তাহাদিগকে (অনুষ্ঠান)-মার্গে গমন করিতে দিন। দেবগণ দাসদিগের ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদিগের সুখের জন্য আমাদের বর্ণকে বৃদ্ধি করুন ॥ ২ ॥ কুযব পরের ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্তমান থাকিয়া স্বয়ং ফেনযুক্ত জল অপহরণ করে ; কুযবের দুই ভার্যা সেই জলে স্নান করে, তাহারা যেন শিকানদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয় ॥ ৩ ॥ অর্জুনী জলমধ্যে অবস্থান করে এবং তাহার বাসস্থান গুপ্ত ছিল ; সেই শূর পূর্ব অপহৃত জলের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিরাজ করে। অঞ্জসী, কুলিশী, ও বীরপত্নী নদীত্রয় স্বকীয় জলধারা তাহাকে প্রীত করিয়া জলদ্বারা তাহাকে ধারণ করে ॥ ৪ ॥ বৎসপ্রিয় গরু যেরূপ গোষ্ঠের পথ জানে আমরা সেইরূপ সেই শত্রুর গৃহের পথ জানি। হে মঘবন্, সেই শত্রুর পুনঃ-পুনঃ-কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ; কামুক (যেরূপ ধনত্যাগ করে), আমাদিগকে সেইরূপ পরিত্যাগ করিও না ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে সূর্যের প্রতি ও জলসমূহের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর, যাঁহারা পাপশূন্যতার জন্য জীবমাত্রের প্রশংসনীয় তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর। গর্ভস্থিত আমাদিগের সন্ততিকে হিংসা করিও না, আমরা তোমার মহৎ বল শ্রদ্ধা করি ॥ ৬ ॥ তোমাকে আমি মনের সহিত জানি, তোমার সেই বলে আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছি। তুমি অভীষ্টদাতা, আমাদিগকে মহৎ ধন প্রদান কর। হে ইন্দ্র, তুমি বহু লোকদ্বারা আহূত, তুমি আমাদিগকে ধনশূন্য গৃহে রাখিও না, বুভুক্ষিতদিগকে অন্ন ও পানীয় দান কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে বধ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগের প্রিয় আহার উপভোগাদি কাড়িয়া লইও না। হে মঘবন্ শক্র, গর্ভস্থিত আমাদিগের অপত্যদিগকে নষ্ট করিও না, যাহারা জানুদ্বারা চলে এরূপ গমনসমর্থ অপত্যদিগকে নষ্ট করিও না ॥ ৮ ॥ আমাদিগের অভিমুখে আইস, লোকে তোমাকে সোমপ্রিয় কহিয়াছেন, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, ইহা পান করিয়া হৃষ্ট হও। বিস্তীর্ণাবয়ব হইয়া জঠরে সোমরস বর্ষণ কর ; পিতা যেরূপ পুত্রের বাক্য শুনে, আমাদিগের দ্বারা আহূত হইয়া সেইরূপ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১০৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অগ্নির পুত্র ত্রিত বা অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। পঙক্তি ; ৮ যবমধ্যা মহাবৃহতী, ১৯ ত্রিষ্টুপ্।

উদকময় অন্তরীক্ষে বর্তমান চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে। হে সুবর্ণ নেমি রশ্মিসমূহ, আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমার পদ জানে না ; হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার এই স্তোত্র অবগত হও ॥ ১ ॥ যাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ অনুসন্ধান করে তাহারা অর্থ প্রাপ্ত হয়। জায়া পতিকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদের সহবাসে গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার এই দুঃখ অবগত হও॥ ২॥ হে দেবগণ, স্বর্গস্থ আমার পূর্বপুরুষগণ যেন স্বর্গচ্যুত না হয়েন, আমরা যেন কদাচ সোমপায়ী পিতৃগণের সুখহেতু পুত্র হইতে নৈরাশপ্রাপ্ত না হই। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৩॥ দেবগণের প্রথম যজ্ঞার্হ অগ্নিকে আমি যাচ্ঞা করিতেছি, তিনি দূতরূপে আমার যাচ্ঞা দেবগণকে জানাইবেন। হে অগ্নি, তোমার পূর্বের সে বদান্যতা কোথায় গিয়াছে? নূতন কোন্ পুরুষ তাহা এক্ষণে ধারণ করেন? হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৪॥ সূর্যদীপ্ত তিন লোকে এই যে সকল দেব বাস করেন, হে দেবগণ, তোমাদের সত্য কোথায় অসত্যই বা কোথায়, তোমাদের সম্বন্ধীয় পুরাতন আহুতি কোথায়? হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৫॥ তোমাদের সত্যপালন কোথায়? বরুণের অনুগ্রহ-দৃষ্টি কোথায়? মহৎ অর্যমার সে পথ কোথায়? যৎ-দ্বারা আমরা পাপমতিদিগকে অতিক্রম করিতে পারি? হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৬॥ পূর্বে সোম অভিষুত হইলে যে কতকগুলি (স্তোত্র) উচ্চারণ করিতে পারে, আমি সেই। তৃষার্ত মৃগকে ব্যাঘ্র যেরূপ ভক্ষণ করে, দুঃখ সেইরূপ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৭॥ সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ কূপের ভিত্তিসকল আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে। মূষিক যেরূপ সূত্র দংশন করে, হে শতক্রতো, আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৮॥ এই যে সূর্যের সপ্ত রশ্মি এই কূপে পতিত হইয়াছে, আপ্ত্য ত্রিত তাহা জানে, এবং কূপ হইতে নির্গত হইবার জন্য সেই রশ্মিসমূহকে স্তুতি করিতেছে। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ৯॥ এই যে পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ আকাশে আছেন, তাঁহারা আমার এই প্রশংসনীয় স্তোত্র শীঘ্র দেবগণের নিকট লইয়া গিয়া প্রত্যাবর্তন করুন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১০॥ সূর্যরশ্মি-সমূহ সর্বব্যাপী আকাশে আছে; ব্যাঘ্র মহৎ জলরাশি পার হইবার সময় পথে সূর্যরশ্মিসমূহ তাহাকে নিবারণ করে। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১১॥ হে দেবগণ, সেই নব্য প্রশংসনীয় ও সুবাচ্য বল তোমাদিগের মধ্যে নিহিত আছে; তৎ-দ্বারা বহনশীল নদীগণ সর্বদাই জল চালনা করিতেছে, এবং সূর্য সর্বদা তাঁহার বিদ্যমান আলোক বিস্তার করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১২॥ হে অগ্নি, দেবগণের সহিত তোমার সেই বন্ধুত্ব প্রশংসনীয়; তুমি অতিশয় বিদ্বান্, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করিয়া দেবগণের যজ্ঞ কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১৩॥ দেবগণের আহ্বানকারী, অতিশয় বিদ্বান্ এবং দেবগণের মধ্যে মেধাবী অগ্নিদেব, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করিয়া দেবগণকে আমাদিগের হব্যের অভিমুখে শাস্ত্রানুসারে প্রেরণ করুন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১৪॥ বরুণ রক্ষণ-কার্য সম্পাদন করেন, সেই পথদর্শকের নিকট আমরা যাচ্ঞা করি। স্তোতা হৃদয়ের সহিত তাঁহার উদ্দেশে মননীয় স্তুতি প্রচার করিতেছে, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১৫॥ এই যে সূর্য আকাশে সর্পসিদ্ধ পথস্বরূপ হইয়াছে; হে দেবগণ, তোমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পার না; হে মনুষ্যগণ, তোমরা তাঁহাকে জান না। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১৬॥ ত্রিত কূপে পতিত হইয়া রক্ষার জন্য দেবগণকে আহ্বান করিতেছে; বৃহস্পতি তাহাকে পাপ-রূপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১৭॥ অরুণবর্ণ ব্যাঘ্র একবার আমাকে পথে গমন করিতে দেখিয়াছিল; সূত্রধার নিজকর্ম করিতে করিতে পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইলে যেরূপ উঠিয়া দাঁড়ায়, ব্যাঘ্র সেইরূপ আমাকে দেখিয়া উদ্‌গত হইয়াছিল। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমার বিষয় অবগত হও॥ ১৮॥ এই ঘোষণযোগ্য স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রকে পাইয়া আমরা সকলে বীরদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন॥ ১৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী; ৭ ত্রিষ্টুপ্।
আমরা রক্ষার জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এবং মরুৎগণ ও অদিতিকে আহ্বান করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥ ১ ॥ হে আদিত্যগণ, তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্যার্থ আগমন কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের জয়ের কারণ হও। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥ ২ ॥ যাঁহাদিগের স্তুতি সুখসাধ্য সেই পিতৃগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং দেবগণের পিতা-মাতাস্বরূপ যজ্ঞবর্ধয়িতা দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥ ৩ ॥ অন্নবান্ নরাশংস অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া এক্ষণে স্তুতি করি; বীর বিজয়ী পূষার নিকট সুখকর স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে রথকে যেরূপ উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥ ৪ ॥ হে বৃহস্পতি, আমাদিগকে সর্বদা সুখ প্রদান কর; মনুষ্যদিগের উপকারী যে রোগের উপশম ও ভয়ের দূরীকরণ ক্ষমতা তোমাতে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥ ৫ ॥ কূপে নিপতিত কুৎস নিজ রক্ষার জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞপ্রতিপালক ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছে। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥ ৬ ॥ দেবী অদিতি দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন। সকলের রক্ষক দীপ্যমান্ সবিতা জাগরূক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

১০৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
আমাদিগের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক। হে আদিত্যগণ, তুষ্ট হও। তোমাদের অনুগ্রহ আমাদিগের অভিমুখে প্রেরিত হউক, এবং সেই অনুগ্রহ দরিদ্রজনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হউক ॥ ১ ॥ দেবগণ অঙ্গিরাদিগের গীত-মন্ত্রদ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষণার্থ আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইন্দ্র নিজগণের সহিত, মরুৎগণ নিজদলের সহিত, এবং অদিতি আদিত্যদিগকে লইয়া আমাদিগকে সুখ দান করুন ॥ ২ ॥ যে অন্ন (আমরা যাচ্ঞা করি) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্যমা, ও সবিতা যেন আমাদিগকে তাহা দান করেন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ যেন আমাদিগের রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥

১০৮ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদিগের যে অতিশয় বিচিত্র রথ বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই রথে একত্রে বসিয়া আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ১ ॥ এই বহুব্যাপী ও আত্মগুরুত্বে গভীর বিশ্বভুবনের যে পরিমাণ, হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদিগের পানীয় এই সোমের সেইরূপ পরিমাণ হউক এবং তোমাদের অভিলাষ পর্যাপ্তরূপে পূরণ করুক ॥ ২ ॥ তোমাদিগের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করিয়াছ; হে বৃত্রহন্তৃদ্বয়, তোমরা বৃত্রবধের জন্য সংগত হইয়াছিলে। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা একত্র হইয়া উপবেশন করিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদিগের উদরে সেচন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ॥ ৩ ॥ অগ্নিসমুদয় প্রজ্বলিত হইলে পর অধ্বর্যুদ্বয় পাত্র হইতে ঘৃত সেচন করিয়া কুশ বিস্তার করিয়াছে; হে ইন্দ্র ও অগ্নি, চারিদিকে অভিষিক্ত তাব্র সোমরসদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনুগ্রহার্থ আমাদিগের অভিমুখে আইস ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্ন, তোমরা যে-কিছু বীরকর্ম করিয়াছ, যে-কিছু রূপবিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করিয়াছ, যে-কিছু বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, এবং তোমাদের যে-কিছু পুরাতন কল্যাণকর বন্ধুত্ব আছে সে সমস্ত লইয়া আসিয়া অভিষুত সোম পান কর ॥ ৫ ॥ প্রথমেই তোমাদের দুইজনকে বরণ করিতেছি, আমার অকপট শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া আইস; অভিষুত সোম পান কর। এই সোম আমাদিগের ঋত্বিক্‌গণের বিশেষ আহুতিযোগ্য হউক ॥ ৬ ॥ হে যজ্ঞভাজন ইন্দ্র ও অগ্নি, যদি নিজ গৃহে হৃষ্ট হইয়া থাক, যদি পূজকের প্রতি বা রাজার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে, হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, এই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, যদি তোমরা তুর্বশদিগের মধ্যে, দ্রুহ্যদিগের মধ্যে, অনুদিগের মধ্যে অথবা পুরুষদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা যদি নিম্ন পৃথিবীতে বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা (আকাশে) অবস্থান করিয়া থাক, তবে, হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা যদি উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাক, তবে, হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা যদি আকাশে বা পৃথিবীতে বা পর্বতে, শস্যে বা জলে অবস্থান কর, তবে হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, সূর্য উদিত হইলে দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষে যদি তোমরা নিজ তেজে হৃষ্ট হও, তবে হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, এইরূপে অভিষুত সোম পান করিয়া আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ যেন আমাদিগের রক্ষা করেন ॥ ১৩ ॥

১০৯ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি, আমি ধন ইচ্ছা করিয়া তোমাদিগকে জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় মনে করি। আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধি তোমরাই দিয়াছ, অন্য কেহ নহে, অতএব আমি এই ধ্যাননিষ্পন্ন, অন্নের ইচ্ছাসূচক, স্তুতি তোমাদের উদ্দেশে রচনা করিয়াছি ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্যালক অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি, আমি তোমাদিগের সোমপ্রদানকালে পঠনীয় একটি নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি ॥ ২ ॥ আমরা পুত্র-পৌত্রাদিরূপ রজ্জু যেন কখনও ছেদন না করি, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এবং পিতৃগণের ন্যায় শক্তিমান্ পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া উৎপাদন-সমর্থ (যজমানগণ) ইন্দ্র ও অগ্নিকে সুখে স্তুতি করি; শত্রুহিংসক ইন্দ্র ও অগ্নি স্তুতির নিকট উপস্থিত থাকেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, দীপ্তিমান্ প্রার্থনা তোমাদিগকে কামনা করিয়া তোমাদিগের হর্ষের জন্য সোমরস অভিষব করিতেছে; তোমরা অশ্বযুক্ত, শোভনীয়-বাহুযুক্ত ও সুপাণি; তোমরা শীঘ্র আসিয়া উদকস্থ মাধুর্যদ্বারা আমাদিগের সোমরস সংপৃক্ত কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা (স্তোতাদিগের মধ্যে) ধনবিভাগে রত, থাকিয়া বৃত্রহননে অতিশয় বল প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা শুনিয়াছি; হে সর্বদর্শিদ্বয়, তোমরা আমাদের এই যজ্ঞে কুশে উপবেশন করিয়া অভিষুত সোম পান করিয়া হৃষ্ট হও ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, যুদ্ধের সময় আহ্বান করিলে তোমরা আসিয়া স্বকীয় মহত্ত্বদ্বারা সকল মনুষ্য অপেক্ষা বড় হও, পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা, নদী ও পর্বতসমূহ অপেক্ষা বড় হও; তোমরা অন্য সকল ভুবন অপেক্ষা বড় ॥ ৬ ॥ হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, ধন আহরণ কর, আমাদিগকে প্রদান কর, কর্মদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। সূর্যের যে রশ্মিসমূহদ্বারা আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ সমবেত হইয়াছিলেন, সে এই ॥ ৭ ॥ হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র ও অগ্নি, আমাদিগকে ধন দান কর, সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

১১০ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ৫, ৯ ত্রিষ্টুপ্।
হে ঋভুগণ, আমি পূর্বে বার বার যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে আবার অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং তথায় তোমাদের প্রশংসার জন্য অতিশয় সুমিষ্ট স্তুতি পঠিত হইতেছে। এখানে সকল দেবগণের জন্য এই সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, স্বাহা-শব্দ উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে সেই রস অর্পিত হইলে, তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হও ॥ ১ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা আমার জ্ঞাতি, তোমাদের জ্ঞান যখন অপরিপক্ক ছিল, সেই পূর্বকালে তোমরা উপভোগ্য সোমরস ইচ্ছা করিয়া গিয়াছিলে। হে সুধন্বার পুত্রগণ, তখন তোমাদের কর্মের মহত্ত্বদ্বারা দানশীল সবিতার গৃহে আসিয়াছিলে ॥ ২ ॥ যখন তোমরা প্রকাশমান সবিতাকে তোমাদের (সোমপানের) ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছিলে, এবং অসুর ত্বষ্টার নির্মিত সেই একটি সোমপাত্রকে চারখানি করিয়াছিলে, তখন সবিতা তোমাদিগকে অমরত্ব দান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহারা শীঘ্র কর্ম সাধন করিয়াছেন বলিয়া, এবং ঋত্বিক্‌দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া, মনুষ্য হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া সাংবৎসরিক যজ্ঞসমূহে হব্যভাজন হইলেন ॥ ৪ ॥ ঋভুগণ নিকটস্থদিগের স্তুতিভাজন হইয়া, উৎকৃষ্ট সোমরস আকাঙ্ক্ষা করিয়া, দেবগণের মধ্যে হব্য কামনা করিয়া, মানদণ্ড দিয়া যেরূপ ক্ষেত্র পরিমাণ করে সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা একটি যজ্ঞপাত্র চারিটি ভাগ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ আমরা অন্তরীক্ষের নেতা ঋভুগণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি, এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি করিতেছি ; তাঁহারা জগৎপালক সূর্যের শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দিব্য লোকের যজ্ঞ-অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ নববলসম্পন্ন ঋভু আমাদিগের রক্ষক, অন্ন-ও-বাসগৃহদাতা ঋভু আমাদিগের নিবাসহেতু, অতএব তিনি আমাদিগকে তাহা দান করুন। হে ঋভু-আদি দেবগণ, আমরা যেন তোমাদের রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অনুকূল দিবসে অভিষববিহীন শত্রুদিগের সেনাকে পরাস্ত করি ॥ ৭ ॥ হে ঋভুগণ, তুমি গাভীকে চর্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে, এবং সেই গাভীকে পুনরায় বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলে। হে সুধন্বার পুত্র, যজ্ঞের নেতৃগণ, তোমরা শোভনীয় কর্মদ্বারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ঋভুদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্নদানের সময় আমাদিগকে অন্ন দান কর, বিচিত্র ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ যেন আমাদিগের রক্ষা করেন ॥ ৯ ॥

১১১ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ৫ ত্রিষ্টুপ্।
উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ঋভুগণ (অশ্বিদ্বয়ের জন্য) সুনির্মিত রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এবং ইন্দ্রের বাহক হরিনামক বলবান্ অশ্বদ্বয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পিতামাতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন, এবং বৎসকে তাহার সহচর গাভী দান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ আমাদিগের যজ্ঞের জন্য উজ্জ্বল অন্ন প্রস্তুত কর, এবং আমাদিগের ক্রতুর জন্য ও বলের জন্য সন্তানের হেতুভূত অন্ন প্রস্তুত কর, যেন আমরা সমস্ত বীর সন্তানদিগের সহিত সুখে বাস করিতে পারি। আমাদিগের বলের জন্য এইরূপ ধন দাও ॥ ২ ॥ হে নেতা ঋভুগণ, আমাদিগের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর, আমাদিগের রথের জন্য ধন প্রস্তুত কর, আমাদিগের অশ্বের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর। প্রতিদিন লোকে যেন আমাদিগের জয়শীল ধন পূজা করে, এবং আমরা যেন সংগ্রামে আমাদের মধ্যে জাত হউক বা নাই হউক, সকল শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারি ॥ ৩ ॥ রক্ষণের জন্য মহৎ ইন্দ্রকে এবং ঋভু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভু ও বাজকে ও মরুৎগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি ; মিত্র ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তাঁহারা আমাদিগের ধন ও যজ্ঞকর্ম ও বিজয় সাধন করিয়া দিবেন ॥ ৪ ॥ ঋভু আমাদিগের সংগ্রামের জন্য ধন প্রদান করুন, সমরবিজয়ী বাজ আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

১১২ সূক্ত। দেবতা : ১ (প্রথম পাদ) দ্যাবাপৃথিবী, ১ (দ্বিতীয় পাদ) অগ্নি, ১ (উত্তরার্ধ) অশ্বিদ্বয় ; ২-২৫ অশ্বিদ্বয়। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ২৪-২৫ ত্রিষ্টুপ্।

আমি অশ্বিদ্বয়কে পূর্বে জানাইবার জন্য দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তুতি করি, অশ্বিদ্বয় আসিলে তাঁহাদিগের অর্চনার জন্য প্রদীপ্ত এবং শোভনীয়-কান্তিযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সহিত শঙ্খ-শব্দ কর, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১ ॥ যেরূপ ন্যায়বাক্যযুক্ত পণ্ডিতের নিকট শিষ্যগণ শিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, হে অশ্বিদ্বয়, অন্যদেবে অনাসক্ত স্তোতৃগণ শোভনীয় স্তোত্রের সহিত তোমার রথের পার্শ্বে অনুগ্রহ লাভের আশায় সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা যে সকল উপায়দ্বারা যজ্ঞ-সম্পাদনার্থ সুমতিদিগকে রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ২ ॥ হে নেতৃদ্বয়, তোমরা স্বর্গীয় অমৃতলব্ধ বলদ্বারা সেই ত্রিভুবননিবাসী সকল লোককে শাসন করিতে সমর্থ। যে সকল উপায়দ্বারা তোমরা প্রসবরহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৩ ॥ চতুর্দিকবিচারী বায়ুর পুত্র দ্বিমাতৃ অগ্নির বলদ্বারা যুক্ত হইয়া, এবং ত্বরিতগামীদিগের মধ্যে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া, যে সকল উপায়দ্বারা সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়েন, এবং যে সকল উপায়দ্বারা ত্রিবিধ কর্মজ্ঞ ঋষি কক্ষিবান্ বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৪ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা তোমরা কূপে নিক্ষিপ্ত ও পাশবদ্ধ রেভকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে এবং বন্দনকেও সেইরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, যে সকল উপায়-দ্বারা আলোকেচ্ছু কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৫ ॥ অন্তক নামক রাজর্ষিকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া শত্রু যখন তাঁহাকে হিংসা করিতেছিল, তখন তোমরা যে সকল উপায়দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল ব্যথাশূন্য উপায়দ্বারা ভুজ্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা কর্কন্ধু ও বয্যকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৬ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান্ ও শোভনীয়গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে ; যে সকল উপায়দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৭ ॥ হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, যে সকল কর্মদ্বারা পঙ্গু পরাবৃজকে গমনসমর্থ করিয়াছিলে, অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টিসমর্থ করিয়াছিলে, এবং দুর্বলজানু শ্রোণকে গমনসমর্থ করিয়াছিলে, যে সকল কর্মদ্বারা গৃহীত বর্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে ; হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৮ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা মধুময়ী নদী প্রবাহিত করিয়াছিলে, হে জরারহিত অশ্বিদ্বয়, যে সকল উপায়দ্বারা বশিষ্ঠকে প্রীত করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা কুৎস ও শ্রুতর্য ও নর্যকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ৯ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্‌পলাকে বহুধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা অশ্বের পুত্র স্তুতিপরায়ণ বেশকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১০ ॥ হে দানশীল অশ্বিদ্বয়, যে সকল উপায়দ্বারা উশিজের পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবাকে মেঘ হইতে মধুর জল দিয়াছিলে, এবং যে সকল উপায়দ্বারা উশিজের পুত্র স্তোতা কক্ষিবান্‌কে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১১ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা নদীর কূলসমূহ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়াছ, যে সকল উপায়দ্বারা তোমাদের অশ্বরহিত রথকে বিজয়ার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চালাইয়াছ, যে সকল উপায়দ্বারা ত্রিশোক আপন (অপহৃত) গো উদ্ধার করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১২ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা দূরবর্তী সূর্যের নিকট গমন কর, এবং মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্যে রক্ষা করিয়াছিলে ; যে সকল উপায়দ্বারা মেধাবী ভরদ্বাজকে রক্ষা করিয়াছিলে ; হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৩ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা মহৎ, অতিথিবৎসল, এবং জলে প্রবিষ্ট দিবোদাসকে শম্বর হননকালে রক্ষা করিয়াছিলে ; যে সকল উপায়দ্বারা নগরবিনাশী সংগ্রামে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে ; হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৪ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা পানরত এবং স্তুতিভাজন বম্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, কলি ভার্যা লাভ করিলে পর তাহাকে যে সকল উপায়দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা অশ্বশূন্য পৃথিকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৫ ॥ হে নেতৃদ্বয়, যে সকল উপায়দ্বারা শযুকে, অত্রিকে এবং পূর্বকালে মনুকে গমনের পথ দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে ; যে সকল উপায়দ্বারা স্যুমরশ্মির জন্য তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলে ; হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৬ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা পঠর্বা শরীরবলে সংগ্রামে কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন, যে সকল উপায়দ্বারা শর্যাতকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৭ ॥ হে অঙ্গিরা, হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল উপায়দ্বারা তোমরা মনের সহিত হৃষ্ট হইয়াছিলে এবং অপহৃত গাভীর বিবরে সকল দেবের অগ্রে গিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা শূর মনুকে অন্নদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৮ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা বিমদাকে ভার্যা দিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা অরুণবর্ণ গো প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা সুদাসকে উৎকৃষ্ট ধন দিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ১৯ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর, যে সকল উপায়দ্বারা ভুজ্যু ও অধ্রিগুকে রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায়দ্বারা ঋতস্তুভকে সুখকর ও পুষ্টিকর (অন্ন দান করিয়াছ), হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ২০ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা কৃণানুকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা যুবা পুরুকুৎসের অশ্বকে বেগ প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগকে প্রিয় মধু দিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ২১ ॥ যে সকল উপায়দ্বারা গো-লাভের জন্য যুদ্ধকালে মনুষ্যকে রক্ষা কর, ও ক্ষেত্র ও তনয় লাভে সহায়তা কর, যে সকল উপায়দ্বারা তাহার রথ ও অশ্বসমূহ রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ২২ ॥ হে শতক্রতু অশ্বিদ্বয়, যে সকল উপায়দ্বারা অর্জুনের পুত্র কুৎসকে, তুর্বীতিকে ও দভীতিকে রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায়দ্বারা ধ্বসন্তি ও পুরুষন্তিকে রক্ষা করিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ॥ ২৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগের বাক্য বিহিতকর্মসংযুক্ত কর, হে অভিষ্টবর্ষী দস্রদ্বয়, আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞানসমর্থ কর। আমরা আলোকশূন্য রাত্রির শেষ প্রহরে তোমাদিগকে রক্ষণার্থ আহ্বান করি, আমাদিগের অন্নলাভে বৃদ্ধি সাধন করিয়া দাও ॥ ২৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগকে বিনাশরহিত সৌভাগ্যদ্বারা রক্ষা কর ; মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

১১৩ সূক্ত। দেবতা : উষা ; ১ (উত্তরার্ধ) উষা ও রাত্রি। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতিঃ উষা আসিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র ও জগৎপ্রকাশক রশ্মিও ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, সেইরূপ রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥ দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্যের মাতা উষা আসিয়াছেন ; কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি স্বীয় স্থানে গিয়াছেন ; রাত্রি ও উষা উভয়ই সূর্যের বন্ধু এবং উভয়ই অমর। একে অন্যের পর আগমন করেন, এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ; এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান্ হইয়া বিচরণ করেন ॥ ২ ॥ এই ভগ্নীদ্বয় রাত্রি এবং উষার একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান্ সূর্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর-অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও উষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও সমানমনঃসম্পন্না ; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কখনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না ॥ ৩ ॥ আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃতবাক্যের নেত্রী বিচিত্রা উষাকে জানি, তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সর্বজগৎ আলোকপূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪ ॥ যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, উষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য, কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অন্ন দেখিতে পায় উষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য অন্ধকার দূর করেন। বিস্তীর্ণ উষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৫ ॥ উষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহাযজ্ঞের জন্য, কাহাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করেন ; তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ঐ নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা, আকাশদুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ মনুষ্যের দর্শনগোচর হইয়াছেন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে, তুমি অদ্য এইস্থানে অন্ধকার দূর কর ॥ ৭ ॥ অতীত উষাগণ যে অন্তরীক্ষপথ দিয়া গিয়াছেন সেই পথে উষা অনুগমন করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত উষাগণ সেই পথ অনুধাবন করিবেন। উষা অন্ধকার দূর করিয়া জীবগণকে জাগরিত করিয়া মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন ॥ ৮ ॥ হে উষা, যেহেতু তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, সূর্যের আলোকদ্বারা অন্ধকার দূর করিয়াছ, ও যজ্ঞরত মনুষ্যদিগকে অন্ধকারমুক্ত করিয়া দিয়াছ, অতএব তুমি দেবগণের উপকারজনক কর্ম করিয়াছ ॥ ৯ ॥ কতকাল হইতে উষা উৎপন্ন হইতেছেন, কতকাল পর্যন্ত উৎপন্ন হইবেন। বর্তমান উষা পূর্ব উষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করিতেছেন, আবার আগামী উষাসমূহ এই দীপ্তিমান্ উষাকে অনুকরণ করিবে ॥ ১০ ॥ যে মনুষ্যেরা অতি পূর্বকালের উষাকে আলোক প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে গত হইয়াছেন ; আমরা এক্ষণে উষাকে দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা উষাকে দর্শন করিবেন তাঁহারা আসিতেছেন ॥ ১১ ॥ তিনি বিদ্বেষীদিগকে দূর করেন, যজ্ঞপালন করেন, যজ্ঞার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি সুখ প্রদান করেন, এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ করেন। উষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে উষা, তুমি উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এইস্থানে আলোক প্রকাশ কর ॥ ১২ ॥ উষা-দেবী পূর্বকালে নিত্য উদয় হইতেন, ধনবতী উষা এখনও এই জগৎ অন্ধকারবিমুক্ত করিতেছেন, সেইরূপ তিনি ভবিষ্যতেও দিনে দিনে উদয় হইবেন, কেননা তিনি অজরা ও অমরা হইয়া স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন ॥ ১৩ ॥ উষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিকসকল আলোকপূর্ণ তেজোদ্বারা দীপ্তিমান্ করিতেছেন, উষাদেবী রাত্রিকৃত কৃষ্ণরূপ দূর করিয়াছেন। সুপ্ত প্রাণীদিগকে জাগরিত করিয়া উষা অরুণ-অশ্বযুক্ত রথে আগমন করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ তিনি পোষণসমর্থ বরণীয় ধন আনয়ন করিয়া এবং সকলকে চৈতন্য দান করিয়া বিচিত্র রশ্মি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি পূর্বগত অনেক উষার উপমাস্বরূপ এবং আগামী প্রভাযুক্ত উষাসমূহের প্রারম্ভস্বরূপ। তিনি রশ্মি বিকাশ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ হে মনুষ্যগণ, উঠ, আমাদিগের (শরীর)-পরিচালক জীবন আসিয়াছে, অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। (উষা) সূর্যের গমনের জন্য পথ করিয়া দিয়াছেন ; যেখানে অন্নদান করিয়া বর্ধন করিতেছে, তথায় যাইব ॥ ১৬ ॥ স্তুতিবাহক স্তোতা প্রভাযুক্ত উষাকে স্তব করিয়া সুগ্রথিত বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিতেছে। হে ধনবতী উষা, অদ্য সেই স্তোতার অন্ধকার বিনাশ কর এবং তাঁহাকে সন্ততিযুক্ত অর্থ দান কর ॥ ১৭ ॥ যে গাভীসম্পন্ন ও সকল বীরযুক্ত উষাসমূহ বায়ুর ন্যায় (শীঘ্র) সুনৃত স্তুতি শেষ হইলে হব্যদাতা মনুষ্যের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই অশ্বদাতা উষাগণ সোম-অভিষবকারীর প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৮ ॥ হে উষা, তুমি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতি স্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া কিরণ দান কর। আমাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্র প্রশংসা করিয়া আমাদিগের উপর উদয় হও ; হে সকলের বরণীয়ে, আমাদিগকে জনপদে প্রাদুর্ভূত কর ॥ ১৯ ॥ উষাগণ যে-কিছু বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন আনয়ন করেন, তাহা যজ্ঞসম্পাদক স্তোতার কল্যাণস্বরূপ। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

১১৪ সূক্ত। রুদ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ; ১০-১১ ত্রিষ্টুপ্।

মহৎকপর্দী বীরনাশী রুদ্রকে আমরা এই মননীয় (স্তুতিসমূহ) অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ হে রুদ্র, তুমি সুখী হও, আমাদিগকে সুখী কর ; তুমি বীরদিগের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সহিত তোমার পরিচর্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হইতে উপশম ও ভয়সমূহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, হে রুদ্র, তোমার উপদেশ হইতে যেন আমরা তাহা পাই ॥ ২ ॥ হে অভীষ্টদাতা রুদ্র, তুমি বীরদিগের ক্ষয়কারী। আমরা দেবযজ্ঞদ্বারা যেন তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই ; তুমি আমাদের সন্তানদিগের সুখ কামনা করিয়া তাহাদিগের নিকট আইস ; আমরাও সন্তানগণের কুশল দেখিয়া তোমাকে হব্য দান করিব ॥ ৩ ॥ আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান্ ও যজ্ঞসাধক ও কুটিলগতি ও মেধাবী রুদ্রকে আহ্বান করি, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহার ক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন, আমরা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি ॥ ৪ ॥ সেই উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বরাহকে, সেই অরুণবর্ণ, কপর্দী দীপ্তিমান্ ও উজ্জ্বলরূপধারীকে আমরা নমস্কারদ্বারা আহ্বান করি। তিনি হস্তে বরণীয় ভৈষজ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ বর্ম ও গৃহ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥ মধু হইতেও অধিক মধুর এই স্তুতিবাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, ইহাতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র, মনুষ্যদিগের ভোজনরূপ অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর, এবং আমাকে, আমার পুত্রকে ও তাহার তনয়কে সুখ দান কর ॥ ৬ ॥ হে রুদ্র, আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান-জনয়িতাকে বধ করিও না, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না ; আমাদিগের পিতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না ॥ ৭ ॥ হে রুদ্র, আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না, আমাদিগের অন্য মনুষ্যকে হিংসা করিও না, আমাদিগের গো ও অশ্ব হিংসা করিও না। হে রুদ্র, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের বীরদিগকে হিংসা করিও না, কেননা আমরা হব্য লইয়া সর্বদাই তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৮ ॥ পশুপালক যেরূপ সায়ংকালে পশুস্বামীদিগকে তাহাদের পশু ফিরাইয়া দেয়, হে রুদ্র, আমি সেইরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করিতেছি। হে মরুৎগণের পিতা, আমাদিগকে সুখ দান কর, তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥ হে বীরগণের ক্ষয়কারক, তোমার কৃত গোহত্যা ও মনুষ্যহত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদিগকে সুখী কর, হে দীপ্তিমান্ রুদ্র, আমাদিগের পক্ষ হইয়া কহিও, তুমি উভয় পৃথিবীর স্বামী, আমাদিগকে সুখ দাও ॥ ১০ ॥ আমরা রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া কহিয়াছি, সেই রুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

১১৫ সূক্ত। সূর্য দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য উদয় হইয়াছেন ; দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ; সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ ॥ ১ ॥ মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেইরূপ দীপ্তিমান্ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন ; এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহুযুগপ্রচলিত যজ্ঞকর্ম বিস্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, সুফলার্থ কল্যাণকর্ম সম্পন্ন করেন ॥ ২ ॥ সূর্যের কল্যাণরূপ হরিৎ নামক বিচিত্র অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করে, তাহারা সকলের স্তুতিভাজন ; আমরা সেই অশ্বদিগকে অর্চনা করিতেছি ; তাহারা আকাশপৃষ্ঠে উঠিয়াছে, এবং একবারেই দ্যাবা-পৃথিবী ব্যাপ্ত করিতেছে ॥ ৩ ॥ সূর্যের এরূপ দেবত্ব, এরূপ মাহাত্ম্য যে, মনুষ্যদিগের কর্ম অসমাপ্ত থাকিতেই তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সংবরণ করেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক অশ্বগণ বিযুক্ত করেন, তখন রাত্রি সর্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন ॥ ৪ ॥ মিত্র ও বরুণের দর্শনার্থ আকাশের মধ্যভাগে সূর্য স্বীয় জ্যোতির্ময়রূপ প্রকাশ করিতেছেন ; তাঁহার হরিৎ নামক অশ্বগণ একদিকে তাহার অনন্ত-দীপ্তিমান্ বল ধারণ করে, অন্য দিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিষ্পাদন করে ॥ ৫ ॥ হে দেবগণ, অদ্য সূর্যের উদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগের রক্ষা করুণ ॥ ৬ ॥

১১৬ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যেরূপ যজমান যজ্ঞার্থ কুশ বিস্তার করে, যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে প্রচুর স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি ; তাঁহারা শত্রুসেনা পশ্চাৎ ফেলিয়া রথদ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা বলবান্ ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা নীত ও দেবগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলে ; তোমাদের রথবাহক গর্দভ যমের প্রিয় সহস্রযুদ্ধে জয় করিয়াছিল ॥ ২ ॥ কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র অতিকষ্টে তাহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন, হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহদ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না ॥ ৩ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা তিনখানি শীঘ্রগামী শতচক্রবিশিষ্ট ষট্ অশ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে, সেই রথ তিনদিন তিনরাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জলশূন্য পারে চলিয়াছিল ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অবলম্বনরহিত, ভূপ্রদেশরহিত, গ্রহণীয়-বস্তুরহিত, সমুদ্রে এই কর্ম করিয়াছিলে ; শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অহন্তব্য অশ্বের পতি পেতৃ নামক রাজর্ষিকে তোমরা যে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব তাহার নিত্য নিত্য জয়রূপ মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, তোমাদের সেই দান মহৎ ও কীর্তনীয় হইয়াছিল ; পেতৃর সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাদিগের সর্বদাই পূজনীয় ॥ ৬ ॥ হে নেতৃদ্বয়, প্রভ্রকুলে জাত কক্ষীবান্ তোমাদের স্তুতি করাতে তোমরা তাহাকে প্রভূত বুদ্ধি দান করিয়াছিলে। সুরার আধার হইতে যেরূপ সুরা নির্গত করে, সেইরূপ তোমাদের সেচনসমর্থ অশ্বের খুর হইতে তোমরা শতকুম্ভ সুরা সিঞ্চন করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ তোমরা হিমদ্বারা অত্রির চতুর্দিকস্থ দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে এবং তাহাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলে ; হে অশ্বিদ্বয়, অত্রি অবনতমুখে যে আলোকশূন্য পীড়াযন্ত্রগৃহে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে তাহার সমভি-ব্যাহারিগণের সহিত সুখে তথা হইতে উঠাইয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা গোতম ঋষির নিকটে কূপ আনিয়াছিলে, এবং তাহার তলভাগ উচ্চ ও মুখ নীচে করিয়াছিলে ; এবং সেই কূপ হইতে তৃষিত গোতমের পানার্থ এবং সহস্রধনলাভার্থ জল নির্গত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ যে নাসত্যদ্বয়, শরীরের আবরণ (যেরূপ খুলিয়া ফেলে), তোমরা জীর্ণ চ্যবন ঋষির শরীরব্যাপ্ত জরা সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে। হে দস্রদ্বয়, তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে, এবং তৎপরে তাহাকে কন্যাসমূহের পতি করিয়া দিয়াছিলে ॥ ১০ ॥ হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়, তোমাদের সেই ইষ্ট বরণীয় কার্যটি আমাদের প্রশংসনীয় ও আরাধ্য, যে তোমরা জানিতে পারিয়া সেই গুপ্ত ধনের ন্যায় লুক্কায়িত বন্দন ঋষিকে পিপাসিত পথিকদিগের দ্রষ্টব্য কূপ হইতে উঠাইয়াছিলে ॥ ১১ ॥ হে নেতৃদ্বয়, যেমন মেঘগর্জন আসন্ন বৃষ্টি প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থ তোমাদের সেই উগ্র কর্ম সেইরূপে প্রকটিত করিতেছি। যে অথর্বার পুত্র দধীচি ঋষি অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এই মধুবিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখাইয়াছিল ॥ ১২ ॥ হে বহুলোকের পালক নাসত্যদ্বয়, তোমরা অভিমত ফল প্রদানের কর্তা ; বুদ্ধিসম্পন্না বধ্রিমতী পূজনীয় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে বার বার ডাকিয়াছিল ; শিষ্য যেরূপ শিক্ষকের কথা শুনে, তোমরা সেইরূপ বধ্রিমতার সেই আহ্বান শুনিয়াছিলে। হে অশ্বিদ্বয়, তাহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র দিয়াছিলে ॥ ১৩ ॥ হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়, তোমরা বৃকের মুখ হইতে বর্তিকাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে। হে বহু লোকের পালক, তোমরা স্তোত্রপরায়ণ মেধাবীকে (প্রকৃত জ্ঞান) দর্শন করিতে দিয়াছ ॥ ১৪ ॥ খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার একটি পা, পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল ; হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা রাত্রিযোগে সত্বই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং শত্রুন্যস্ত ধনলাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে ॥ ১৫ ॥ যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতা দৃষ্টিহীন করিয়াছিল ; হে ভিষক্ দস্রনাসত্যদ্বয়, তাহার চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল, তোমরা তাহার সেই চক্ষুদ্বয় দর্শনসমর্থ করিয়াছিলে ॥ ১৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন ; সে রথ কার্ষ্ণের ন্যায় ; সকল দেবগণ হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন ; হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে ॥ ১৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, দিবোদাস নামক রাজর্ষি, হব্যের অন্ন প্রদান করিয়া তোমাদের আহ্বান করিলে যখন তোমরা তাহার গৃহে গিয়াছিলে, তখন তোমাদের সেব্য রথ ধনযুক্ত অন্ন লইয়া গিয়াছিল, বৃষভ এবং গ্রাহ সেই রথে যোগ করিয়াছিলে ॥ ১৮ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা শোভনীয়-বলযুক্ত ধন এবং শোভনীয় অপত্য ও বীর্যযুক্ত অন্ন লইয়া সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া জহ্নু নামক মহর্ষির সন্তানদিগের নিকট আসিয়াছিলে। তাহারা হব্যের অন্ন প্রদান করিয়াছিল, এবং দৈনিক সোমাভিষবের প্রাতঃসবনাদি তিনটি ভাগ ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা জরারহিত। জাহুষ রাজা সকল দিকে শত্রুদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইলে, তোমরা স্বকীয় সর্বভেদকারী রথে রাত্রিযোগে তাহাকে সুগম্য পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলে এবং শত্রু-দুরারোহ পর্বতসমূহে গমন করিয়াছিলে ॥ ২০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা বশ নামক ঋষিকে একদিনে সহস্র রমণীয় ধন প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করিয়াছ। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমরা ইন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথুশ্রবার ক্লেশদায়ী শত্রুদিগকে হত করিয়াছিলে ॥ ২১ ॥ ঋচীষকের পুত্র শর নামক স্তোতার পানের জন্য তোমরা কূপের নিম্নদেশ হইতে জল উচ্চে উঠাইয়াছিলে। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা শ্রান্ত শয্যু নামক ঋষির জন্য প্রসবশূন্য গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে ॥ ২২ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি রক্ষণ-ইচ্ছায় তোমাদিগের স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপু নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে ॥ ২৩ ॥ রেভ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া এবং শত্রুদ্বারা হিংসিত হইয়া দশ রাত্রি নয় দিন জলের মধ্যে থাকিয়া জলে বিপ্লুত ও ব্যথাদ্বারা সন্তপ্ত হইলে তোমরা তাহাকে, হাতাদ্বারা যেরূপ সোমরস উঠায়, সেইরূপে উঠাইয়াছিলে ॥ ২৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের (পূর্বকৃত) কর্মসকল বর্ণনা করিলাম ; আমি যেন শোভনীয় গো ও শোভনীয় বীরযুক্ত হইয়া এ রাষ্ট্রের অধিপতি হই ; এবং গৃহস্বামী যেরূপ (নিকৃষ্টকে) গৃহে প্রবেশ করে, আমিও যেন চক্ষুতে স্পষ্ট দেখিয়া দীর্ঘ আয়ু ভোগ করিয়া বার্ধক্য প্রাপ্ত হই ॥ ২৫ ॥

১১৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের চিরন্তন হোতা তোমাদের হর্ষার্থে মধুর সোমের সহিত তোমাদিগের অর্চনা করিতেছে ; কুশের উপর হব্য স্থাপন করা হইয়াছে, ঋত্বিক্‌দিগের দ্বারা স্তুতিও প্রস্তুত হইয়াছে ; হে নাসত্যদ্বয়, অন্ন ও বল লইয়া নিকটে আইস ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের যে মনের অপেক্ষাও বেগবান্ ও শোভনীয় অশ্বযুক্ত রথ সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজাবর্গের সম্মুখে গমন করে, এবং যে রথে তোমরা শুভকর্মা লোকের গৃহে গমন কর, হে নেতৃদ্বয়, সেই রথে আমাদিগের গৃহে আইস ॥ ২ ॥ হে নেতৃদ্বয়, হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমরা শত্রুদিগকে হিংসা করিয়া এবং সেই ক্লেশদায়ী দস্যুর মায়া আনুপূর্বিক নিবারণ করিয়া পঞ্চজনপূজিত অত্রি ঋষিকে পাপতুষানল হইতে সন্তানাদির সহিত মুক্ত করিয়াছিলে ॥ ৩ ॥ হে নেতৃদ্বয়, হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়, দুর্দমনীয় শত্রুদিগের দ্বারা জলে নিগূঢ় রেভ ঋষিকে তোমরা উঠাইয়া পীড়িত অশ্বের ন্যায় তাহার বিনষ্ট অবয়ব তোমাদের ভৈষজ কর্মদ্বারা শোধন করিয়াছিলে; তোমাদের পূর্বের কর্মসমূহ জীর্ণ হয় নাই ॥ ৪ ॥ হে দস্র অশ্বিদ্বয়, পাপে পতিত মনুষ্যের ন্যায় অন্ধকারে ক্ষয়প্রাপ্ত, সূর্যের ন্যায় শোভনীয়, দীপ্তিমান্ আভরণের ন্যায় দর্শনীয়, সেই কূপে প্রক্ষিপ্ত, বন্দন ঋষিকে তোমরা উঠাইয়াছিলে ॥ ৫ ॥ হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়, আমি প্রস্রকুলোদ্ভব কক্ষীবান্ অভীষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তির জন্য তোমাদের সেই কর্ম ঘোষণা করিব, যেহেতু তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বের খুর হইতে নির্গত মধুদ্বারা লোকের শত কুম্ভ পুরণ করিয়া দিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে নেতৃদ্বয়, কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা তাহাকে তাহার বিনষ্ট পুত্র বিষ্ণাপুকে আনিয়া দিয়াছিলে। হে অশ্বিদ্বয়, গৃহে পিতৃসমীপে নিষণ্ণা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শ্যাবকে দীপ্তিমতী স্ত্রী দিয়াছিলে, কণ্ব দৃষ্টি না থাকাতে চলিতে পারিতেন না, তোমরা তাঁহাকে চক্ষু দিয়াছিলে; হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমাদের সেই কার্য প্রশংসনীয় যে তোমরা নৃষদপুত্রকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে বহুরূপধারী অশ্বিদ্বয়, তোমরা পেতুকে শীঘ্রগামী অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব সহস্র ধন দান করিত, বলবান্ শত্রুদ্বারা অপ্রতিহত, শত্রুদিগের হন্তা, স্তুতিভাজন, এবং বিপদে ত্রাণকারী ॥ ৯ ॥ হে দানশীল অশ্বিদ্বয়, তোমাদের এই বীর কীর্তিগুলি সকলের জানা উচিত। তোমরা দ্যাবা-পৃথিবীরূপে বর্তমান, তোমাদের আহ্লাদকর ঘোষণীয় মন্ত্র (নিষ্পন্ন হইয়াছে)। হে অশ্বিদ্বয়, যখন পস্ত্রকুলের যজমানেরা তোমাকে আহ্বান করে তখন অন্ন লইয়া আইস, এবং বিদ্বান্‌কে (অর্থাৎ আমাকে) বল দাও ॥ ১০ ॥ হে পোষণকারী নাসত্যদ্বয়, তোমরা কুম্ভপুত্র অগস্ত্যদ্বারা স্তুত হইয়া মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে অন্নদান করিয়া, অগস্ত্যর দ্বারা মন্ত্রে বর্ধিত হইয়া, বিশ্‌পলাকে আরোগ্য দান করিয়াছিলে ॥ ১১ ॥ হে আকাশের পুত্রদ্বয়, অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, কাব্যের স্তুতি শুনিবার জন্য তাহার গৃহাভিমুখে কোথায় যাইতেছ? হিরণ্যপূর্ণ কলসের ন্যায় কূপে নিখাত রেভকে তোমরা দশম দিনে উঠাইয়াছিলে ॥ ১২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা কার্যদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে; হে নাসত্যদ্বয়, সূর্যের দুহিতা কান্তির সহিত তোমাদিগের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ হে দুঃখহারিদ্বয়, তুগ্র তোমাদিগকে পূর্বের স্তোত্রদ্বারা যেরূপ স্তুতি করিত, পরে পুনরায় তোমাদিগকে সেইরূপ অর্চনা করিত, কারণ তোমরা তাহার পুত্র ভুজ্যুকে বিক্ষিপ্ত সমুদ্র হইতে গমনশীল নৌকা ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা আনিয়া দিয়াছিলে ॥ ১৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা তুগ্রের পুত্রকে আনিলে পর সে বিনাব্যথায় ও বিনা আয়াসে সমুদ্র পার হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল; হে মনোবেগসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমরা উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রথে তাহাকে নিরাপদে আনিয়াছিলে ॥ ১৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যখন তোমরা বর্তিকাকে বৃকের মুখ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে, তখন সে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল। তোমরা জয়শীল রথদ্বারা জাহুষ রাজাকে পর্বতের সানুতে লইয়া গিয়াছিলে। তোমরা মেঘের জল জীবজন্তুকে প্রদান করিয়াছিলে ॥ ১৬ ॥ ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ দেওয়ায় তাহার ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে অন্ধ করিলে পর অশ্বিদ্বয় তাহাকে চক্ষু দিয়াছিলেন; তোমরা দেখিবার জন্য অন্ধকে চক্ষু দিয়াছিলে ॥ ১৭ ॥ সেই অন্ধকে চক্ষুদ্বারা নিষ্পাদ্য সুখ দিবার মানসে বৃকী আহ্বান করিল, 'হে অশ্বিদ্বয়, হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, নেতৃদ্বয়, ঋজ্রাশ্ব, তরুণ প্রণয়ীর ন্যায় অমিতব্যয়ী হইয়া, এক শত এক মেষ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছে' ॥ ১৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের রক্ষণকার্য সুখের কারণ; হে স্তুতিভাজন, তোমরা ব্যাধিগ্রস্তকে সঙ্গতাবয়ব করিয়াছ; অতএব বহু বুদ্ধিমতী ঘোষা তোমাদিগকে রোগাপনয়নার্থ ডাকিয়াছিল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমাদের রক্ষণকার্যসমূহের সহিত আইস ॥ ১৯ ॥ হে দস্রদ্বয়, তোমরা কৃশ, প্রসবশূন্য, দুগ্ধশূন্য গাভীকে শযু ঋষির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য দুগ্ধপূর্ণ করিয়াছিলে। তোমরা নিজকর্মদ্বারা পুরুমিত্র রাজার কুমারীকে বিমদ ঋষিকে স্ত্রীরূপে প্রদান করিয়াছিলে ॥ ২০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আর্যদিগের জন্য লাঙ্গলদ্বারা চাষ করাইয়া যব বপন করাইয়া, ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ ॥ ২১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচি ঋষির স্কন্ধে অশ্বের মস্তক যোজনা করিয়া দিয়াছিলে, তিনিও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন। হে দস্রদ্বয়, সেই বিদ্যা তোমাদিগের অপিকক্ষ্য রূপ হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ হে মেধাবিদ্বয়, আমি সর্বদা তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তোমরা আমার সমস্ত কর্ম রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়, আমাদিগকে বৃহৎ ও অপত্যসমবেত ও প্রশংসনীয় ধন দাও ॥ ২৩ ॥ হে দানশীল ও নেতা অশ্বিদ্বয়, তোমরা বধ্রিমতীকে হিরণ্যহস্তা নামক পুত্র দিয়াছিলে। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়, তোমরা তিনভাগে বিচ্ছিন্ন শ্যাব ঋষিকে জীবিত করিয়াছিলে ॥ ২৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের এই পুরাতন কার্যসমূহ মনুষ্যেরা কহিয়া গিয়াছে ; হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়, আমরাও তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিয়া বীর পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছি ॥ ২৫ ॥

১১৮ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, সুখকর, ও ধনযুক্ত রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক ; হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমাদের সেই রথ মনুষ্যের মনের ন্যায় বেগবান্, ত্রিবন্ধুর এবং বায়ুবেগী ॥ ১ ॥ তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত, ত্রিচক্র ও শোভনীয়গতি রথে আমাদিগের অভিমুখে আইস। হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগের গাভীদিগকে দুগ্ধপূর্ণ কর, আমাদিগের অশ্বদিগকে প্রীত কর, আমাদিগের বীর পুত্রদিগকে বর্ধন কর ॥ ২ ॥ হে দস্রদ্বয়, তোমাদের শীঘ্রগামী শোভনীয়-গতিযুক্ত রথদ্বারা আসিয়া পরিচর্যারত স্তোতার এই শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয়, পূর্বের মেধাবিগণ কি বলেন না যে তোমরা স্তোতৃদিগের দারিদ্র্য পরিহারার্থে সর্বদাই গমন কর ? ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রথে যুক্ত, শীঘ্রগামী, লক্ষপ্রদানসমর্থ, এবং শ্যেনপক্ষিসদৃশ অশ্বগণ তোমাদিগকে লইয়া আইসুক ; হে নাসত্যদ্বয়, জলের ন্যায় শীঘ্রগতি অথবা আকাশবিচারী গৃধ্রের ন্যায় সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে হব্যের অন্নের অভিমুখে আনিতেছে ॥ ৪ ॥ হে নেতৃদ্বয়, সূর্যের যুবতী দুহিতা প্রীত হইয়া তোমাদের এই রথে উঠিয়াছিলেন। তোমাদের পুষ্টাঙ্গ, লক্ষপ্রদানসমর্থ, শীঘ্রগামী এবং দীপ্তিমান্ অশ্বসমূহ তোমাদিগকে আমাদের গ্রহের দিকে লইয়া আগমন করুক ॥ ৫ ॥ তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা বন্দন ঋষিকে উঠাইয়াছিলে ; হে কামবর্ষিদ্বয়, তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা রেভ ঋষিকে উঠাইয়াছিলে। তোমরা ভুগ্রের পুত্রকে সমুদ্র পার করাইয়া দিয়াছিলে, এবং চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অবরুদ্ধ অত্রির তপ্ত অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে এবং তাহাকে রসবৎ অন্ন দান করিয়াছিলে। তোমরা স্তুতি গ্রহণ করিয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট কণ্ব ঋষিকে চক্ষু দান করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, পুরাতন শযু ঋষি তোমাদিগকে যাচ্ঞা করিলে তোমরা তাহার দুগ্ধশূন্য গাভী দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে, তোমরা বর্তিকাকে বৃকরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমরা বিশ্পলাকে একটি জঙ্ঘা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা পেদু রাজাকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা, ও সংগ্রামে শব্দ করে, এবং শত্রুপরাজয়ী, উগ্র, ও সহস্রধনদাতা ; সে অশ্ব সেচনসমর্থ ও দৃঢ়াঙ্গ ॥ ৯ ॥ হে নেতা, শোভনজন্মা অশ্বিদ্বয়, আমরা ধন যাচ্ঞা করিয়া রক্ষণার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ; আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া তোমরা ধনযুক্ত রথে আমাদিগকে সুখদানার্থ আমাদিগের নিকট আইস ॥ ১০ ॥ হে নাসত্যদ্বয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া শ্যেনপক্ষীর নূতন বেগের সহিত আমাদিগের নিকট আইস। হে অশ্বিদ্বয়, হব্য লইয়া আমি নিত্য উষার উদয়কালে তোমাদিগকে আহ্বান করি ॥ ১১ ॥

১১৯ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। জগতী।
হে অশ্বিদ্বয়, জীবনধারণার্থ অন্নের জন্য আমি তোমাদিগের রথকে আহ্বান করি, সে রথ বহুবিধগতিযুক্ত, মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, বেগবান্-অশ্বযুক্ত, যজ্ঞভাজন, সহস্র-কেতুবিশিষ্ট, বৃষ্টিদাতা, শতধনযুক্ত, সুখকর, এবং ধনদাতা ॥ ১ ॥ সেই রথ গমন করাতে অশ্বিদ্বয়ের প্রশংসায় আমাদিগের মন উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে; আমাদিগের স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি হব্য মধুর করিতেছি; আমার সহায়ভূত (ঋত্বিক্‌গণ) আসিতেছে। হে অশ্বিদ্বয়, সূর্যদুহিতা উর্জানী তোমাদিগের রথে আরোহণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ যখন যজ্ঞপরায়ণ অসংখ্য জয়শীল মনুষ্য সংগ্রামে ধনের জন্য পরস্পর স্পর্ধা করিয়া একত্র হয়, তখন হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রথ ভূমির অভিমুখে আইসে তাহা জানা যায়, সেই রথে তোমরা স্তোতার জন্য শ্রেষ্ঠ ধন আনয়ন কর ॥ ৩ ॥ হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, যে ভুজ্যু নিজ অশ্বসমূহদ্বারা নীত হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তোমরা স্বয়ং সংযোজিত অশ্বদ্বারা বহন করিয়া তাহার পিত্রাদির নিকট তাহার দূরস্থ গৃহে আনিয়াছিলে। দিবোদাসকেও তোমরা যে মহৎ রক্ষণ প্রদান করিয়াছিলে তাহা আমরা জানি ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয় তোমাদিগের সংযোজিত রথকে তাহার সীমাভূত আদিত্য পর্যন্ত সকল দেবগণের পূর্বেই লইয়া গিয়াছিল; কুমারী সূর্যা এইরূপে বিজিত হইয়া সখ্যতাহেতু আসিয়া 'তোমরা আমার পতি' এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন ॥ ৫ ॥ তোমরা রেভকে চতুর্দিকস্থ উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; তোমরা অত্রির জন্য হিমদ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে; তোমরা শযুর গাভীতে দুগ্ধ দিয়াছিলে, তোমরা বন্দনকে দীর্ঘ আয়ুদ্বারা বর্ধিত করিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ জীর্ণ রথকে শিল্পী যেরূপ নূতন করে, হে নিপুণ দস্রদ্বয়, তোমরা সেইরূপ বার্ধক্যপীড়িত বন্দনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে। গর্ভস্থ বামদেব তোমাদিগকে স্তুতি করিলে সেই মেধাবীকে গর্ভ হইতে জন্মদান করিয়াছিলে। তোমাদিগের রক্ষণকার্য এই পরিচর্যারত যজমানের সম্বন্ধে পরিণত হউক ॥ ৭ ॥ ভুজ্যুর নিজ পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে দূর দেশে পীড়িত হইয়া তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিলে তোমরা তাহার নিকট গিয়াছিলে, সুতরাং তোমাদের শোভনীয় গতি ও বিচিত্র রক্ষণকার্য সকলেই নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ৮ ॥ তোমরা মধুযুক্ত; সেই মক্ষিকা তোমাদিগের স্তুতি করিয়াছে, উশিজপুত্র (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগকে সোমপানে হর্ষলাভার্থ আহ্বান করিতেছি। তোমরা দধীচি ঋষির মন তুষ্ট করিয়াছিলে, তাহার অশ্বের মস্তক তোমাদিগকে (মধুবিদ্যা) প্রদান করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা পেদুকে বহুলোকের বাঞ্ছিত এবং স্পর্ধীদিগের পরাজয়ী শুভ্রবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব যুদ্ধপরায়ণ, দীপ্তিমান্, যুদ্ধে অপরাজিত, সকল কার্যে সংযোজ্য, এবং ইন্দ্রের ন্যায় মনুষ্যবিজয়ী ॥ ১০ ॥

১২০ সূক্ত। দেবতা : অশ্বিদ্বয়; ১২ দুঃস্বপ্ননাশন। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।
১ গায়ত্রী, ২ ককুপ্, ৩ কা-বিরাট্, ৪ নষ্টরূপী, ৫ তনুশিরা, ৬ উষ্ণিক্,
৭ বিষ্টার-বৃহতী, ৮ কৃতিঃ, ৯ বিরাট্, ১০-১২ গায়ত্রী।
হে অশ্বিদ্বয়, কোন্ স্তুতি তোমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ? কে তোমাদের উভয়কে প্রীত করিতে সমর্থ? অনভিজ্ঞ একজন কিরূপে তোমাদিগের পরিচর্যা করিবে? ॥ ১ ॥ এইরূপে অজ্ঞ লোক সেই সর্বজ্ঞদ্বয়কে পথ জিজ্ঞাসা করে; অশ্বিদ্বয় ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ। শত্রুদ্বারা অনাক্রান্ত সেই অশ্বিদ্বয় শীঘ্রই মনুষ্যকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে সর্বজ্ঞদ্বয়, আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি ; তোমরা অভিজ্ঞ, আমাদিগকে অদ্য মননীয় স্তোত্র উপদেশ কর। আমরা তাহাই সংযোগ করিয়া হব্য প্রদান করিয়া স্তুতি করি ॥ ৩ ॥ আমি তোমাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, অপরিপক্কমতিদিগকে জিজ্ঞাসা করি না। হে দস্রদ্বয়, বষট্‌কারের সহিত অগ্নিতে প্রদত্ত এবং অদ্ভুত ও পুষ্টিকর সোমরস পান কর ; আমাদিগকে প্রৌঢ় বল প্রদান কর ॥ ৪ ॥ তোমাদের যে স্তুতি ঘোষার পুত্র সুহস্তি ঋষি ও ভৃগু দ্বারা উচ্চারিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল, সেই স্তুতিদ্বারা পজ্রবংশীয় ঋষি, আমি কক্ষীবান্, তোমাদিগের অর্চনা করিতেছি। অতএব এই স্তুতিজ্ঞ আমি কক্ষীবান্ অন্নকামনায় যেন সফলযত্ন হই ॥ ৫ ॥ স্থলদ্‌গতি ঋষির (অর্থাৎ অন্ধ ঋজ্রাশ্বের) স্তোত্র শ্রবণ কর। হে শোভনীয় কর্মের প্রতিপালকদ্বয়, সে আমার ন্যায় স্তুতি করিয়া চক্ষুদ্বয় পাইয়াছিল ; অতএব আমাকেও অভিমত ফল দাও ॥ ৬ ॥ তোমরা মহৎ ধন দান করিয়াছ, এবং তাহা পুনরায় লোপ করিয়াছ। হে গৃহদাতৃদ্বয়, তোমরা আমাদিগের রক্ষক হও, পাপ বৃক তস্কর হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ কোনও শত্রুর অভিমুখে আমাদিগকে অর্পণ করিও না ; আমাদিগের গৃহ হইতে দুগ্ধবতী গাভীসমূহ যেন বৎস হইতে পৃথক হইয়া কোন অগম্য স্থানে যায় না ॥ ৯ ॥ যাহারা তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি সংযোগ করে তাহারা মিত্রদিগের ধারণার্থ ধন প্রাপ্ত হয়। আমাদিগকেও অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর, এবং ধেনুযুক্ত অন্ন প্রদান কর ॥ ৯ ॥ আমি অন্নদাতা অশ্বিদ্বয়ের অশ্বরহিত রথ পাইয়াছি ; তাহা-দ্বারা আমি অনেক লাভ কামনা করি ॥ ১০ ॥ হে ধনপূর্ণ রথ, আমি এই সম্মুখে আছি, আমাকে সমৃদ্ধ কর। অশ্বিদ্বয় সেই সুখকর রথ স্তোতৃদিগের সোমপানস্থানে লইয়া যান ॥ ১১ ॥ আমি স্বপ্ন ঘৃণা করি ; যে ধনবান্ লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাহাকেও ঘৃণা করি ; উভয়ই শীঘ্র নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

১২১ সূক্ত। ইন্দ্র বা বিশ্বদেবগণ দেবতা।
উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মনুষ্যদিগের পালনকর্তা ও গাভীরূপ-ধনদাতা ইন্দ্র, কবে দেবাকাঙ্ক্ষী অঙ্গিরাদিগের এই স্তুতিসমূহ শ্রবণ করিবেন ? যখন তিনি গৃহপতির লোকদিগকে সম্মুখে দেখেন, তখন যজ্ঞে যজনীয় হইয়া তিনি প্রভূত উৎসাহপূর্ণ হয়েন ॥ ১ ॥ তিনি আকাশকে স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহের নেতা, তিনি বিস্তীর্ণ প্রভাযুক্ত হইয়া সেবনীয় এবং জীবনধারক বৃষ্টিজল খাদ্যের জন্য প্রেরণ করেন। মহৎ সূর্যরূপ ইন্দ্র আপন দুহিতা উষার পর প্রকাশ হয়েন। তিনি অশ্বের স্ত্রীকে গোর মাতা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তিনি অরুণবর্ণ উষাকে রঞ্জিত করিয়া পুরাতন আহ্বান-মন্ত্র শ্রবণ করুন ; তিনি প্রতিদিন অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন মনুষ্যদিগকে ধন প্রেরণ করেন। তিনি হননশীল বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন, এবং মনুষ্যদিগের ও চতুষ্পদ ও দ্বিপদদিগের হিতের জন্য আকাশ স্থিরভাবে ধারণ করেন ॥ ৩ ॥ এই সোমপানে হৃষ্ট হইয়া তুমি স্তুতিভাজন ও লুক্কায়িত গাভীদল যজ্ঞার্থ দান করিয়াছিলে ; যখন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যুদ্ধে রত হয়েন তখন তিনি মনুষ্যদিগের জন্য ক্লেশদাতা পণির দ্বার খুলিয়া দেন ॥ ৪ ॥ তুমি ক্ষিপ্রকারী যখন জগতের পোষণকর্তা, তোমার পিতা মাতা দ্যৌ ও পৃথিবী তোমাকে সমৃদ্ধিকর ও উৎপাদনশক্তিযুক্ত দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা দুগ্ধবতী গাভীসমূহের বিশুদ্ধ ধনবৎ দুগ্ধ তোমার সম্মুখে দিয়াছিলেন, তখন তুমি পণির দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ এখন তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ; এবং তিনি উষার সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছেন। সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র আমাদিগকে হৃষ্ট করুন, আমরাও হব্য অর্পণ করিয়া স্তুতিভাজন সোমরসকে পাত্রদ্বারা যজ্ঞস্থানে সেচন করিয়া সেই সোম পান করি ॥ ৬ ॥ যখন সূর্যকিরণদ্বারা দীপ্ত মেঘমালা জল বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন প্রেরণকারী ইন্দ্র যজ্ঞের নিমিত্ত বৃষ্টির অবরোধ নিবারণ করেন। হে ইন্দ্র, তুমি সূর্যরূপে যখন কর্মের দিনে কিরণ দান কর, তখন শকটবান্ ও পশুপালক ও ক্ষিপ্রগামী নিজ নিজ কার্যে সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৭ ॥ যখন ঋত্বিক্‌গণ তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ধনার্থ মনোহর হর্ষকর বলদায়ী এবং তোমার উপভোগ্য সোম হইতে প্রস্তরদ্বারা রস বাহির করে, তখন হর্ষকর সোমরসের উপভোক্তা তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে এই যজ্ঞে সোমপান করাও। তুমি যুদ্ধনিপুণ, আমাদিগের ধনাপহারী শত্রুকে দমন কর ॥ ৮ ॥ ঋভুদ্বারা আকাশ হইতে আনীত, শীঘ্রগামী, লৌহময় বজ্র, তুমি ত্বরিতগতি শুষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলে; হে বহুলোকের অর্চনাভাজন, তখন কুৎস ঋষির জন্য তুমি শুষ্ণকে অসংখ্য হননশীল অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া বেষ্টন করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ যখন সূর্য অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইলেন, তখন হে বজ্রধারি, তুমি তাহার মেঘরূপ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলে, এবং সেই শুষ্ণের যে বল সূর্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং সূর্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল, তুমি সেই বল ভগ্ন করিয়াছিলে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, মহৎ বলবান্, ও সর্বত্রব্যাপ্ত দ্যাবা-পৃথিবী তোমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তুমি সেই সর্বত্র বর্তমান ও সর্বভুক্ বৃত্রকে মহৎ বজ্র-দ্বারা বহনশীল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মনুষ্যের বন্ধু, তুমি যে অশ্বগণকে রক্ষা কর, সেই বায়ুতুল্য সুসংযুক্ত ও বহনকারী অশ্বে আরোহণ কর। কবির পুত্র উশনা যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়াছেন, তুমি সেই বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছ ॥ ১২ ॥ হে সূর্যরূপ ইন্দ্র, হরিৎনামক অশ্বগণকে থামাও। ইন্দ্রের এতশ নামক অশ্ব রথের চক্র টানিতেছে। তুমি নবতি নদীর পারে পঁহুছিয়া তথায় যজ্ঞবিহীনদিগকে কর্তব্য কর্ম করাও ॥ ১৩ ॥ হে বজ্রধারী ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে এই দুর্দমনীয় দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার কর, সমীপবর্তী সংগ্রামে পাপ হইতে রক্ষা কর, এবং উন্নত কীর্তি ও সত্যের জন্য আমাদিগকে রথযুক্ত ও অশ্বপ্রমুখ ধন দান কর ॥ ১৪ ॥ ধনের জন্য পূজনীয়, হে ইন্দ্র, তোমার অনুগ্রহ আমাদিগের নিকট হইতে উঠাইয়া লইও না; অন্ন আমাদিগকে পুষ্ট করুক। হে মঘবন্, তুমি ধনপতি, আমাদিগকে গো দাও; আমরা তোমার অর্চনায় রত, যেন আমরা পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখ প্রাপ্ত হই ॥ ১৫ ॥

১২২ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্; ৫-৬ বিরাড্রূপা।

হে ক্রোধরহিত ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা কর্মফলদাতা রুদ্রকে পালনশীল ও যজ্ঞসম্পাদক অন্ন অর্পণ কর। আমিও সেই দ্যুলোকের অসুরকে এবং তাঁহার অনুচরস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলবাসী মরুৎগণকে স্তব করি। লোকে যেরূপ তূণীরদ্বারা শত্রুগণকে নিরস্ত করে, তিনিও সেইরূপ বীর মরুৎগণদ্বারা শত্রু নিরস্ত করেন ॥ ১ ॥ পত্নী যেমন স্বামীর প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিতা হইয়া আইসেন, সেইরূপ অহোরাত্র নানাপ্রকার স্তোত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিত হইয়াছেন। শত্রুনাশক আদিত্যের ন্যায় উষাদেবী হিরণ্যবর্ণ-কিরণযুক্ত ও বিস্তৃত রূপ ধারণ করিয়া সূর্যের শোভায় শোভিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ বসনার্হ সর্বতোগামী আদিত্য আমাদিগের আমোদ বর্ধন করুন, জলবর্ষক বায়ু আমাদিগের আনন্দ বর্ধন করুন। হে ইন্দ্র ও পর্জন্যদেব, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কর। হে বিশ্বদেবগণ, আমাদিগকে প্রভূত অন্ন প্রদান করিতে ইচ্ছা কর ॥ ৩ ॥ আমি উশিজের পুত্র। হে ঋত্বিক্‌গণ, আমার উদ্দেশে অন্নভক্ষক ও স্তুতিভাজন অশ্বিদ্বয়কে জগৎশুভ্রকারিণী উষার কালে, আহ্বান কর। উদকের নপ্ত্ অগ্নিদেবকে স্তব কর এবং মাদৃশ স্তবকারী মনুষ্যের মাতৃস্থানীয় (অহোরাত্র দেবতাকেও) স্তব কর ॥ ৪ ॥ হে দেবগণ, আমি উশিজের পুত্র; আমি তোমাদিগের সম্বন্ধে শব্দোচার্য স্তোত্র আহ্বানের জন্য পাঠ করি। হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগকে ঘোষা যেরূপ ধবল নামক চর্মরোগের বিনাশার্থ স্তব করিয়াছিল, (আমিও সেইরূপ করিতেছি)। হে দেবগণ, ফলদাতা পূষাকেও আহ্বান করিতেছি, এবং অগ্নিসম্বন্ধীয় ধনকেও স্তব করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে মিত্রাবরুণ, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর। যাগগৃহের সমস্ত আহ্বান শ্রবণ কর। প্রসিদ্ধ ধনবান্ জলদেব ক্ষেত্রসমূহে জলবর্ষণ করিয়া আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥ হে মিত্র, হে বরুণ, আমি তোমাদিগকে স্তব করি। যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রে অন্ন নিয়মিত হয় সেই স্তোত্র পাঠ করা হইয়াছে, অতএব কক্ষীবান্‌কে তোমাদের প্রসিদ্ধ গো দান কর। প্রসিদ্ধ ও সুন্দর রথবিশিষ্ট কক্ষীবানের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তোমরা আগমন কর ও আগমন করিয়া আমার পুষ্টি সাধন কর ॥ ৭ ॥ মহাধনোপেত দেবদিগের ধনকে স্তব করি। আমরা মনুষ্য, বহুবীরপুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া আমরা এই ধন সম্ভোগ করিব। যে দেব অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন কক্ষীবানের নিমিত্ত অন্ন প্রদান করেন, অশ্ব ও রথ প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগকে স্তব করি ॥ ৮ ॥ হে মিত্রাবরুণ, যে ব্যক্তি তোমাদিগের দ্রোহকারী, যে কোন প্রকারেও তোমাদিগের দ্রোহ করে, যে তোমাদিগের জন্য সোমরসের অভিষব করে না, সে আপন হৃদয়ে যক্ষ্মারোগ নিধান করে। যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে, সে স্তুতিবাক্যে সোমরস প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥ সে ব্যক্তি শান্ত অশ্ব প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যদিগের পরাভব করে, সমকক্ষ লোকের মধ্যে অন্নের জন্য প্রসিদ্ধ হয়, অতিথিগণকে ধন দান করে, এবং সমস্ত যুদ্ধে হিংসক মনুষ্যের দিকে অশঙ্কিতভাবে সর্বদা গমন করে ॥ ১০ ॥ হে সর্বাধিপতি, হে আনন্দবর্ধক, তোমরা মরণরহিত স্তোত্রকারী মনুষ্যের, অর্থাৎ আমার আহ্বান শ্রবণ কর ও আগমন কর। তোমরা আকাশব্যাপী, তোমরা অন্যরক্ষক-রহিত রথবিশিষ্ট যজমানের সমৃদ্ধিসাধন হব্যের প্রশংসা করিতে ভালবাস ॥ ১১ ॥ যে যজমানের দশটি পাত্রস্থিত অন্ন প্রাপ্তির জন্য আমরা আহূত হইয়াছি, তাহাকে মনুষ্যাভিভাবী বল (দিলাম), দেবতারা এই কথা বলিলেন। এই দেবগণের দ্যোতমান অন্ন ও ধন অতিশয় শোভা পায়। প্রকৃষ্ট যজ্ঞে দেবগণ অন্ন দান করুন ॥ ১২ ॥ যেহেতু অন্ন দশবিধ, অতএব ঋত্বিক্‌গণ দশটি পাত্রে অন্ন ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন। আমরা বিশ্বদেবগণকে স্তব করি। ইষ্টাশ্ব ও ইষ্টরশ্মি শত্রুতারক নেতাদিগের কি করিতে পারে ? ॥ ১৩ ॥ বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে হিরণ্যকর্ণ, মণিগ্রীব, রূপবান্ (পুত্র) প্রদান করুন। আর্য বিশ্বদেবগণ সদ্যোনির্গত স্তুতি ও হব্যও আকাঙ্ক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥ মশর্শার নামক রাজার চারিটি শিশুপুত্র, জয়শীল অযবস নামক রাজার তিনপুত্র আমাকে বাধা দিতেছে। হে মিত্রাবরুণ, তোমাদের অতি বিস্তৃত ও শোভনদীপ্তিশালী রথ সূর্যের ন্যায় দ্যুতিলাভ করিয়াছে ॥ ১৫ ॥

১২৩ সূক্ত। উষা দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দক্ষিণা উষার রথ সংযোজিত হইয়াছে। মরণরহিত দেবগণ এই রথে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে পূজনীয়া, বিচিত্রগতিমতী, ও মনুষ্য-আবাসের রোগনাশিনী উষা উদয় হইলেন ॥ ১ ॥ সমস্ত ভূতগণের পূর্বেই উষা জাগরিত হইলেন। তিনি অন্নদায়িনী, মহতী ও জগতের সুখদায়িনী ; তিনি যুবতী এবং পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়েন ; ঊর্ধ্বস্থিতা উষাদেবী আমাদের আহ্বানে প্রথমেই আগমন করেন ॥ ২ ॥ হে সুজাতা উষা, তুমি মনুষ্যগণের পালয়িত্রী, তুমি অদ্য মনুষ্যদিগকে যে আলোকভাগ প্রদান কর, দানশীল সবিতা, সূর্যের আগমনার্থ সেই আলোক দান করিয়া আমাদিগকে পাপরহিত বলিয়া স্বীকার করুন ॥ ৩ ॥ অহনা নম্রভাবে প্রত্যহ প্রতিগৃহ অভিমুখে গমন করেন। ভোগেচ্ছাশালিনী দ্যুতিমতী প্রত্যহ আগমন করেন, এবং (হব্যরূপ) ধনের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করেন ॥ ৪ ॥ হে সুনৃতা উষা, তুমি ভগের ভগিনী এবং বরুণের ভগিনী, তুমি প্রথমা, তোমাকে সকলে স্তব করুক। পশ্চাৎ যে দুঃখের উৎপাদক সে আসুক। তোমার সহায়তা পাইয়া তাহাকে রথদ্বারা জয় করিব ॥ ৫ ॥ সুনৃত বাক্য উচ্চারিত হউক। প্রজ্ঞা উন্মিষিত হউক। অত্যন্ত দীপ্যমান্ অগ্নিসমূহ প্রজ্বলিত হউক। যেহেতু বিচিত্রপ্রভাবতী উষা অন্ধকারাবৃত স্পৃহনীয় বস্তু আবিষ্কার করিতেছেন ॥ ৬ ॥ বিচিত্ররূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় ব্যবধানরহিতভাবে চলিতেছেন। একজন গমন করেন, আর একজন আইসেন। পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্যজন অর্থাৎ উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান্ রথদ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন ॥ ৭ ॥ অদ্যও যেরূপ কল্যও সেইরূপ, উষাদেবীগণ অনবদ্য। প্রতিদিন তাঁহারা বরুণের অবস্থিতিস্থান হইতে ত্রিংশৎযোজন অগ্রে অবস্থিত হয়েন। এক এক উষা উদয়কালেই গমনাগমনরূপ কর্ম নির্বাহ করেন ॥ ৮ ॥ উষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহার উদ্ভব। তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিত হয়েন, কিন্তু তাহা হ্রাস করেন না, বরং তাহার শোভা সম্পাদন করেন॥ ৯॥ দেবি, কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান্ সূর্যের নিকট গমন কর। যুবতীর ন্যায় অত্যন্তদীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর॥ ১০॥ মাতা দেহমার্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য উষা তোমার কার্য ব্যাপ্ত করিবে না॥ ১১॥ অশ্ববিশিষ্টা, গোবিশিষ্টা, সর্বকালীনা, ও সূর্যরশ্মির সহিত একত্রে প্রযতবতী উষাদেবীগণ কল্যাণকর নাম ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন, আবার আগমন করেন॥ ১২॥ সূর্যের রশ্মির অনুগমন করতঃ (আমাদিগকে) কল্যাণকর প্রজ্ঞা প্রদান কর, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। অন্ধকার নিবারণ কর, আমরা (হবির্লক্ষণ)-ধনযুক্ত, আমাদিগের ধন হউক॥ ১৩॥

১২৪ সূক্ত। উষা দেবতা। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি সমিধ্যমান হইলে উষা অন্ধকার নিবারণ করতঃ সূর্যোদয়ের ন্যায় বহুল জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। সবিতা আমাদিগকে ব্যবহারের জন্য দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন॥ ১॥ উষা দৈবব্রতের অবিঘ্নকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃকালক্ষয়কারিণী, অতীত ও নিত্য উষাগণের সদৃশী, এবং আগামিনী উষাগণের প্রথমা। উষা দ্যুতিলাভ করিয়াছেন॥ ২॥ উষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পূর্বদিকে ক্রমে দেখা দেন। সূর্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যক্‌রূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখনও দিক্‌সমূহের হিংসা করেন না॥ ৩॥ সূর্য যেমন নিজ বক্ষঃ আবিষ্কার করেন, এবং নোধাঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ উষা আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। গৃহিণী জাগরিতা হইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন, উষাও জগতীজনকে সেইরূপ জাগরিত করেন, উষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকবার আগমন করেন॥ ৪॥ উষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্বভাগে উৎপন্ন হইয়া দিকসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করেন। ইনি পিতৃস্থানীয় স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎসঙ্গে থাকিয়া আত্মতেজোদ্বারা উভয়কে পরিপূর্ণ করিয়া বিস্তীর্ণ ও বিশিষ্টরূপে প্রথিত হইয়াছেন॥ ৫॥ এই প্রকারেই উষা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সুখে দর্শন করিবার জন্য বিজাতীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। প্রকাশবতী উষা নির্মল শরীরে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছু হইতেই পরাবৃত হয়েন না॥ ৬॥ ভর্তৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হইয়া পুরুষের নিকট গমন করে; গতভর্তৃকা যেমন ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণ করে, উষাও সেইরূপ করেন। জায়া যেরূপ পতি-অভিলাষিণী হইয়া সুবস্ত্র পরিধান করতঃ হাস্যদ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও সেইরূপ করেন॥ ৭॥ স্বসা রাত্রি জ্যেষ্ঠ স্বসাক উষাকে উৎপত্তিস্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন, এবং উষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন। উষা সূর্যকিরণদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন॥ ৮॥ এই সকল স্বস্থভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষাসমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহুধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন॥ ৯॥ হে ধনবতী উষা, হবিঃপ্রদগণকে জাগরিত কর। পণিগণ অপ্রবুদ্ধ হইয়া নিদ্রা যাউক। হে ধনবতী, ধনবান যজমানগণকে সমৃদ্ধি প্রদান কর। হে সুনৃতে, তুমি সর্বপ্রাণিগণকে ক্ষীণ কর, তুমি যজমানকে সমৃদ্ধি প্রদান কর॥ ১০॥ যুবতী উষা পূর্বদিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণবর্ণ অশ্বগণকে রথে যোজনা করিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া রূপরহিত অন্তরীক্ষে অন্ধকার নিবারণ করিতেছেন। অগ্নি গৃহে গৃহে প্রদীপ্ত হইতেছে॥ ১১॥ হে উষা, তোমার উদয় হইলে পক্ষিগণ বসতিস্থান হইতে ঊর্ধ্বে উৎপতিত হইতেছে। অন্নচেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ উন্মুখ হইয়া গমন করিতেছে। হে দেবি, দেবযজন গৃহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বহু ধন আনয়ন কর ॥ ১২ ॥ হে স্তোমার্হ ঊষাগণ, তোমরা আমার মন্ত্রদ্বারা স্তুত হও। আমার সমৃদ্ধি কামনা করিয়া আমাদিগকে বর্ধিত কর। হে দেবীগণ, তোমার রক্ষা লাভ করিয়া আমরা সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক ধন লাভ করিব ॥ ১৩ ॥

১২৫ সূক্ত। দানস্তুতি। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৪-৫ জগতী।
স্বনয় রাজা প্রাতঃকালে আসিয়া প্রাতঃকালেই রত্ন আনিয়া রাখিলেন। কক্ষীবান্ চেতনা পাইয়া রত্ন গ্রহণ করিয়া স্থাপন করিলেন, সুবীর দীর্ঘতমা সেই রত্নদ্বারা প্রজা ও আয়ু বর্ধন করিয়া ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥ তাঁহার অনেক গোধন হউক। তিনি বহুসুবর্ণবান্ ও বহুঅশ্ববান্ হউন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রভূত অন্ন প্রদান করুন। লোকে যেমন বন্ধনরজ্জুদ্বারা পশুপক্ষ্যাদি বদ্ধ করে তিনিও সেইরূপ প্রাতঃকালে আসিয়া পদব্রজে আগমনকারীকে ধনদ্বারা আবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ আমি যজ্ঞের ত্রাতা শোভনকর্মকারীকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া সমৃদ্ধরথে আরোহণ করতঃ অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। দীপ্তিশালী মাদক সোমের অভিষুত রস পান কর। বহুবীরপুত্রাদিবিশিষ্টকে প্রিয় ও সত্য বাক্যদ্বারা সমৃদ্ধ কর ॥ ৩ ॥ প্রস্রুতপয়োধারা, সুখপ্রদা ধেনুগণ যজমান এবং যজ্ঞসংকল্পকারীর নিকটে গিয়া দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। সমৃদ্ধির হেতুভূত ঘৃতধারা, তর্পণকারী ও হিতকারী পুরুষের নিকট চারিদিক হইতে উপস্থিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রীত করে সে স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে, এবং দেবতাদিগের মধ্যে গমন করে। স্যন্দনশীল জল তাহার নিকট তেজোবিশিষ্ট সার প্রদান করে। ভূমিও শস্যাদিফলসম্পাদনক্ষম হইয়া তাহার সন্তোষ সাধন করে ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি দক্ষিণা প্রদান করে, এই বিচিত্র বস্তু সকল তাহারই হয়। দক্ষিণা প্রদাতার জন্য দ্যুলোকে সূর্য বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণাপ্রদাতৃগণই জরামরণ-রহিত স্থান প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণাপ্রদাতৃগণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ॥ ৬ ॥ যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত করে, তাহারা দুঃখ এবং পাপ প্রাপ্ত হয়না। শোভনব্রতশালী স্তোতৃগণও জরাগ্রস্ত হয়না। দেবতাদিগের প্রীতিপদ ও স্তুতিকারী ভিন্ন অন্য লোককে পাপ আশ্রয় করুক। যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত না করে শোক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥

১২৬ সূক্ত। দেবতা : ১-৫, ৭ ভাবয়ব্য ; ৬ রোমশা। ১-৫ উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ; ৬ ভাবয়ব্য, ৭ রোমশা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬-৭ অনুষ্টুপ্।
সিন্ধুনিবাসী ভাবয়ব্যের জন্য নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোম সম্পাদন করি। হিংসারহিত রাজা, কীর্তিলাভ কামনায়, আমার জন্য সহস্র সোমযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ১ ॥ অসুর রাজা গ্রহণের জন্য আমাকে যাচ্ঞা করিবামাত্র আমি কক্ষীবান্ তাঁহার নিকট শত নিষ্ক, শতলক্ষণযুক্ত অশ্ব, ও শতবলীবর্ধ গ্রহণ করিলাম। রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্তি বিস্তার করিবেন ॥ ২ ॥ স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত শ্যাববর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হইল। এক সহস্র ষষ্টিসংখ্যক গাভী উপস্থিত হইল। কক্ষীবান্ গ্রহণ করিয়া পর দিনেই তাহা আপনার পিতাকে দান করিলেন ॥ ৩ ॥ গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করতঃ মদস্রাবী সুবর্ণময়-আভরণ-বিশিষ্ট সতত-গতিশীল অশ্বদিগকে মার্জন করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ হে বন্ধুগণ, পূর্বের দান স্মরণ করিয়া তোমাদিগের জন্য একাদশসংযুক্ত রথ গ্রহণ করিয়াছি। এবং বহুমূল্য গো গ্রহণ করিয়াছি। প্রজাসমূহের ন্যায় পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া আঙ্গিরাগণ শকটবিশিষ্ট হইয়া কীর্তিলাভের চেষ্টা করুক ॥ ৫ ॥ এই সম্ভোগযোগ্যা রমণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষরূপে আলিঙ্গিতা হইয়া সুতবৎসা নকুলীর ন্যায় চিরকাল রমণ করে। বহুতেজোযুক্তা হইয়া রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করিতেছে॥ ৬॥ নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর। আমার অঙ্গে লোম অল্প মনে করিও না, আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা॥ ৭॥

১২৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি; ৬ অতিধৃতি।

কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাসভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা বলিয়া সম্মান করি। যজ্ঞনির্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেবপূজাসমর্থ হইয়া, চতুর্দিকে প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ করিয়া, নিজ শিখাদ্বারা তাহা প্রার্থনা করিতেছেন॥ ১॥ হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি, আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যদিগের উপকারার্থ মননসাধন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রদ্বারা অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান করি। সর্বতোগামী সূর্যের ন্যায় তুমি যজমানদিগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক। তুমি কেশবৎ আয়তজ্বালাবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। যজমানগণ অভিমত ফল প্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুক॥ ২॥ অগ্নি বিশেষদীপ্তিবিশিষ্ট জ্বালাদ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান; তিনি বিদ্রোহীদিগের ছেদনার্থে পরশুর ন্যায় বিনাশে অমোঘ; তাঁহার সহিত মিলিত হইলে দৃঢ় ও স্থির বস্তুও জলের ন্যায় শীর্ণ হয়। শত্রুপরাভবকারী ধনুর্ধর যেরূপ পলায়ন করে না, অগ্নিও সেইরূপ শত্রুদিগের অভিভবকার্য হইতে বিরত হয়েন না॥ ৩॥ যেমন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে অর্থদান করা যায়, সেইরূপ অগ্নিকে সারবান্ (হব্য) মন্ত্রানুক্রমে প্রদান করিতেছে। অগ্নি তেজোযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারা আমাদিগের রক্ষার্থ ধন প্রদান করেন। যজমানও রক্ষার্থে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন। অগ্নি (যজমানদত্ত হব্যে) প্রবেশ করিয়া শিখাদ্বারা উহা বনের ন্যায় দহন করেন। অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজ শিখাদ্বারা পাক করেন এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন॥ ৪॥ অগ্নি রাত্রিকালে দিবস হইতেও অধিক দর্শনীয়; অগ্নি দিবসে সম্যক্ আয়ুষ্মান্; আমরা অগ্নির উদ্দেশে বেদিসমীপে হব্য দান করি। পিতার নিকট পুত্র যেমন দৃঢ় ও সুখসাধন গৃহ লাভ করে সেইরূপ অগ্নিও অন্ন গ্রহণ করেন। অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত বুঝিয়াও উভয়কেই রক্ষা করেন। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করিয়া অজর হয়েন॥ ৫॥ স্তুত্য অগ্নি মরুৎ-বলের ন্যায় প্রভূতধ্বনিযুক্ত। কর্মবিশিষ্ট উর্বরা ভূমিতে অগ্নির যাগ করা উচিত, সৈন্য বিজয়ের জন্য অগ্নির যাগ করা উচিত। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করেন; অগ্নি সর্বত্র দানশীল ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ, এবং সর্বত্র পূজনীয়। যজমানদিগের হর্ষদায়ী ও হর্ষযুক্ত অগ্নির পথ নির্ভয় রাজপথের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য সকল মনুষ্য সেবা করে॥ ৬॥ উভয় প্রকার অগ্নির গুণকীর্তনকারী, দীপ্তিশালী, নমস্কারকুশল, ও হব্যদাতা ভৃগুগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ হবির্দানার্থ অরণিদ্বারা অগ্নিমন্থন করিতেছেন এবং স্তব করিতেছেন। প্রদীপ্ত অগ্নি সমস্ত ধনের অধীশ্বর। অগ্নি যজ্ঞবান্ এবং পর্যাপ্তরূপে প্রিয়হব্য ভোগ করেন, তিনি মেধাবী এবং অন্য দেবতাকেও ভাগ দেন॥ ৭॥ সমস্ত যজমানের রক্ষক, একরূপেই সমস্ত লোকের গৃহপালক, অবিসংবাদিফলবিশিষ্ট, স্তুতির বাহক এবং অতিথিবৎ মনুষ্যদিগের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহ্বান করি। পুত্রগণ যেমন পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এই সমস্ত দেবগণ হব্যের উদ্দেশে অগ্নির নিকট আগমন করেন, ঋত্বিক্‌গণও দেবগণের যাগকালে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন॥ ৮॥ ধন যেমন দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ হে অগ্নি, তুমিও দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হও। তুমি নিজবলে শত্রুদিগের অভিভবিতা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তোমার আনন্দ অত্যন্ত বলপ্রদ, তোমার ক্রতু অত্যন্ত যশঃপ্রদ। হে অজর, হে ভক্তগণের জরানিবারক অগ্নি, এই জন্যই যজমানেরা দূতের ন্যায় তোমার পরিচর্যা করে॥ ৯॥ হে স্তোতৃগণ, যেহেতু হবিষ্মান্ যজমান এই অগ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশে সমস্ত বেদিভূমিতে বার বার গমন করিতেছেন অতএব তোমাদের স্তোত্র সেই পূজ্য, শত্রুপরাভবকারী, প্রাতঃকালে জাগরণশীল, এবং পশুপ্রদ অগ্নির প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হউক। ধনবানের নিকট বন্দী যেমন স্তব করে, সেইরূপ হোতা অগ্রে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তব করেন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, যদিও তোমাকে নিকটে দীপ্তরূপে দেখিতে পাই, তথাপি তুমি দেবতাদিগের সহিত আহার কর। তুমি শোভন অন্তঃকরণে তোমার অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পূজনীয় ধন আহরণ কর। হে বলবান্ অগ্নি, আমাদের জন্য প্রভূত অন্ন প্রদান কর, যেন পৃথিবী দর্শন ও ভোগ করিতে পারি। হে মঘবন্ অগ্নি, স্তোতৃদিগের জন্য সুবীর্যবৎ ধন প্রদান কর। প্রভূতবলবিশিষ্ট হইয়া ক্রূর ব্যক্তি যেরূপ শত্রু নাশ করে, সেইরূপ আমাদের শত্রু বিনাশ কর ॥ ১১ ॥

১২৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি।

দেবতাদিগের আহ্বাতা এবং অত্যন্ত জাগশীল এই অগ্নি ফলপ্রার্থীদিগের ব্রত ও আপনার ব্রত (হবির্ভোজন) উদ্দেশে মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন হয়েন ; সমস্ত বিষয় কর্মবান্ অগ্নি বন্ধুকামী ও অন্নাভিলাষী (যজমানের) ধনস্থানীয়। ভূমিপদে সারভূত বেদিতে, ইলার বিহিত স্থানে অহিংসিত হোমনিষ্পাদক, ঋত্বিগ্বেষ্টিত, অগ্নি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ১ ॥ আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান ও আজ্যাদিবিশিষ্ট নমস্কারোপলক্ষিত স্তোত্রদ্বারা বহুহব্যবিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে যজ্ঞসাধক অগ্নিকে পরিতোষপূর্বক সেবা করি। সেই অগ্নি আমাদের হব্যরূপ অন্ন গ্রহণের জন্য ক্ষমবান্ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হইতে অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ দূর হইতে আমাদের যজ্ঞশালায় তিনি আইসুন ॥ ২ ॥ সর্বদা গীয়মান, হবিষ্মান্, অভীষ্টবর্ষী ও সামর্থ্যবান্ অগ্নি শব্দ করিয়া গমন করতঃ সত্য পার্থিব বেদির চতুর্দিকে শব্দ করিয়া আগমন করিতেছেন। অগ্নিদেব স্তোত্র গ্রহণ করিয়া অক্ষস্থানীয় শিখাদ্বারা চতুর্দিকে প্রকাশমান হইতেছেন। সমুচ্ছ্রিত স্থানীয় অগ্নি উৎকৃষ্ট যজ্ঞে সত্য আগমন করেন ॥ ৩ ॥ শোভনকর্মা ও পুরোহিত অগ্নি প্রতি যজমানগৃহে নাশরহিত যজ্ঞ জানিতে পারেন ; তিনি ক্রতুদ্বারা যজ্ঞ জানিতে পারেন। তিনি কর্মদ্বারা বিবিধফলদাতা হইয়া যজমানার্থ অন্ন ইচ্ছা করেন। তিনি হব্য প্রভৃতি স্পর্শ করেন কেননা তিনি ঘৃতভক্ষক অতিথিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইলে হব্যদাতা বিবিধ ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥ মরুৎগণ যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করেন, এই অগ্নিকে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া যায়, সেইরূপ যজমানগণ কর্মদ্বারা অগ্নির প্রবল শিখাতে তৃপ্তির জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে। যজমান নিজ ধন অনুসারে হব্যদান করে। পাপ আমাদিগকে হরণ করিতেছে, অগ্নি আমাদিগকে হরণকারী দুঃখ ও হিংসক পাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ বিশ্বাত্মক মহান্ ও বিরামরহিত অগ্নি সূর্যের ন্যায় দক্ষিণ হস্তে ধন ধারণ করেন, তাঁহার সে হস্ত যজ্ঞকারীর জন্য শ্লথ হয়। কেবল হবিঃ প্রাপ্তির আশায় অগ্নি তাহা ত্যাগ করেন না। হে অগ্নি, সমস্ত হবিষ্কামী দেবতাদিগের জন্য তুমি হব্য বহন কর। অগ্নি সমস্ত সৎকার্যকারীর জন্য বরণীয় ধন প্রদান করেন ও স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করেন ॥ ৬ ॥ মনুষ্যের পাপনিমিত্তক যজ্ঞে অগ্নি বিশেষ হিতকারী। অগ্নি যজ্ঞস্থলে জয়শীল রাজার ন্যায় মনুষ্যের পালক ও প্রিয়। অগ্নি যজমানগণের বেদিতে সম্পাদিত হব্যের উদ্দেশে আগমন করেন। অগ্নি আমাদিগকে হিংসক বরুণের ভয় হইতে, সেই মহৎ দেবের হিংসা হইতে উদ্ধার করেন ॥ ৭ ॥ ধনধারক, সকলের প্রিয়, সুবুদ্ধিদাতা ও বিরামরহিত অগ্নিকে ঋত্বিক্‌গণ স্তব করিতেছে ও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। হব্যবাহী, প্রাণীদিগের জীবনস্বরূপ, সর্বপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা, যজনীয় ও মেধাবী অগ্নিকে তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋত্বিক্‌গণ অর্থকামী হইয়া অগ্নিকে হব্যরূপ অন্ন দিবার কামনা করতঃ আশ্রয়লাভার্থ রমণীয় ও শব্দকারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২৯ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৬ ইন্দু। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি।
অত্যষ্টি ; ৮-৯ অতিশক্করী ; ১১ অষ্টি।

হে হর্ষযুক্ত যজ্ঞগামী ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞলাভের জন্য রথে আরোহণ করিয়া যে প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন যজমানের নিকট গমন কর, এবং যাহাকে ধন ও বিদ্যায় উন্নত কর, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সফলমনোরথ এবং হব্যবিশিষ্ট করিয়া দাও। হে হর্ষযুক্ত ইন্দ্র, আমরা মেধাগণের মধ্যেও মেধা ; আমরা স্তুতি করিলে তুমি ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের স্তুতি ও হব্য গ্রহণ কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যুদ্ধের নেতা ; তুমি মরুৎগণের সহিত প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্ধাপূর্বক শত্রুসংহারে সমর্থ ; তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং সংগ্রামসুখ অনুভব কর। ঋত্বিক্‌গণ স্তব করিলে তুমি তাহাদিগকে অন্ন প্রদান কর ; আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর। অভ্যর্থনাসমর্থ ঋত্বিক্‌গণ গমনশীল অন্নবান্ ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুক্ষয়কারক ; বৃষ্টিপূর্ণ ত্বক্‌রূপ মেঘকে ভেদ করিয়া জল সেচন কর ; এবং মর্তের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরিয়া বৃষ্টিশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র, তোমার এই কার্য আমরা তোমার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট, ও প্রজাদিগের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের নিকট বলিব ॥ ৩ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্বযজ্ঞগামী, শত্রুদিগের অভিভবকারী, এবং আমাদিগের সহায়ভূত ; তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের পরাভব করেন, এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের পালনার্থ আমাদের (কর্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর ॥ ৪ ॥ হে উগ্র ইন্দ্র, তোমার ভক্ত যজমানের বিরুদ্ধকারীকে উগ্র রক্ষণকার্যরূপ তেজোময় উপায়-সমূহদ্বারা অবনত করিয়া দাও। তুমি পূর্বকালে যেরূপ আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলে আমাদিগকেও সেইরূপ লইয়া যাও। তোমাকে লোকে নিষ্পাপ বলিয়া জানে। হে ইন্দ্র, তুমি জগৎপালক হইয়া মনুষ্যের সমস্ত পাপ দূর কর। আমাদিগের অভিমুখে যজ্ঞফল বহন করিয়া অনিষ্ট বিনাশ কর ॥ ৫ ॥ ভবনশীল ইন্দুর জন্য আমরা এই স্তোত্র পাঠ করি, ইন্দু আগ্রহসহকারে আমাদিগের কর্মের উদ্দেশে, রক্ষোবিঘাতী আহ্বান-যোগ্য (ইন্দ্রের) ন্যায়, আগমন করিতেছেন। তিনি নিজেই আমাদের নিন্দাকারী দুর্মতির বধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। চোর যেন অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে ক্ষুদ্র জলের ন্যায় অধঃপতিত হয় ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, স্তোত্রদ্বারা তোমার গুণকীর্তন করিয়া তোমাকে ভজনা করি। হে ধনবান্ ইন্দ্র, আমরা সামর্থ্যদায়ী, রমণীয়, নিত্য পুত্রভৃত্যাদিবিশিষ্ট ধন উপভোগ করিব। হে ইন্দ্র, তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয় ; আমরা যেন উত্তম স্তোত্র ও অন্ন প্রাপ্ত হই। আমরা যেন যাগনিষ্পাদক ইন্দ্রকে অবিসংবাদী ও দ্যুম্নহুতিঅন্নবিশিষ্ট আহ্বানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ৭ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমাদিগের ও আমাদিগের জন্য ইন্দ্র যশস্কর আশ্রয়দানদ্বারা দুর্মতিদিগের বিনাশকর সংগ্রামে প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং দুর্মতিদিগকে বিদীর্ণ করেন। আমাদের ভক্ষক শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের নাশের জন্য যে বেগবতী সেনা পাঠাইয়াছিল সে সেনা স্বয়ং হত হইয়াছে। আমাদের নিকটও আসে না, শত্রুদের নিকটও আসে না ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি রাক্ষসশূন্য, পাপরহিত পথে, প্রচুর ধন লইয়া আমাদের নিকট আইস। হে ইন্দ্র, তুমি দূর দেশ হইতে ও নিকট হইতে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও। তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে যাগ নির্বাহের অভিপ্রায়ে আমাদিগকে রক্ষা কর। যজ্ঞ নির্বাহ করিয়া সর্বথা আমাদিগকে পালন কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে ধনে আমাদের আপদ উদ্ধার হয় সেই ধনদ্বারা আমাদের উদ্ধার কর। তুমি উগ্ররূপী। মিত্রের যেরূপ মহিমা, আমাদিগের রক্ষার জন্য তোমারও সেইরূপ মহিমা হউক। হে বলবত্তম, অস্মৎপালক, ত্রাতা, মরণরহিত ইন্দ্র, তুমি যে কোন রথে চড়িয়া আইস। হে শত্রুভক্ষক, আমরা ভিন্ন অন্য সকলকেই বাধা দাও। হে শত্রুভক্ষক, অত্যন্ত কুৎসিত শত্রুকে বাধা দাও ॥ ১০ ॥ হে শোভনস্তুতিবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি দুঃখ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। যেহেতু তুমি সর্বদা দুর্মতিদিগকে অবনত কর। তুমি আমাদের স্তুতিতে হৃষ্ট হইয়া যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দমন কর। তুমি পাপ রাক্ষসের হন্তা এবং মৎসদৃশ মেধাবিগণের রক্ষক। হে জগন্নিবাস ইন্দ্র, জনিতা এই হেতু তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। হে বাসপ্রদ, রাক্ষস নাশের জন্য তোমার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১১ ॥

১৩০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ; ১০ ত্রিষ্টুপ্ ।

হে ইন্দ্র, ঋত্বিক্‌গণের পতি যজমান যেরূপ যজ্ঞশালায় আসেন এবং নক্ষত্রদিগের পতি চন্দ্র যেরূপ অস্তাচলে গমন করেন তুমি সেইরূপ পুরোবর্তী সোমের ন্যায় স্বর্গ হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। আমরা অন্নবিশিষ্ট হইয়া, পুত্রগণ যেমন অন্নভক্ষণের জন্য পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ তোমাকে সোমাভিষবে আহ্বান করিতেছি। আমরা ঋত্বিক্‌গণের সহিত হব্য গ্রহণের জন্য মহত্তম ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ রমণীয়গতি বৃষভ তৃষ্ণার্ত হইয়া যেমন কূপোদক পান করে, হে রমণীয়গতি ইন্দ্র, তৃপ্তি ও বিক্রম ও মহত্ত্ব ও আনন্দোৎপত্তির জন্য তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত ও দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত সোমরস সেইরূপ পান কর। হরিৎগণ যেরূপ সূর্যকে আনয়ন করে, ত্বদীয় অশ্বগণ সেইরূপ প্রতিদিবস তোমাকে আনয়ন করুক ॥ ২ ॥ পক্ষিগণ যেরূপ (দুর্গম স্থানে শাবক রক্ষা করিয়া) তাহা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত, এবং অনন্ত ও অতিমহান্ প্রস্তররাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হইতে লাভ করিলেন। অঙ্গিরাগণের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্বে যেরূপ গোত্রজকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সোমরস প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র, চতুর্দিকে মেঘাবৃত ও অন্নের হেতুভূত (উদকের) দ্বারসকল উদ্ঘাটন করতঃ চতুর্দিকে অন্ন বিস্তার করিলেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য উহা তীক্ষ্ণ হইলেও, মন্ত্রসংস্কারদ্বারা জল যেমন তীক্ষ্ণ হয়, সেইরূপ আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন। হে ইন্দ্র, বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে ছেদন করে সেইরূপ তুমি আপন শক্তি ও তেজ ও শরীরবলে বর্ধিত হইয়া আমাদিগের শত্রুদিগকে ছেদন করিতেছ, যেন পরশুদ্বারা ছেদন করিতেছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সমুদ্রাভিমুখে গমন করিবার জন্য নদীদিগকে গমনশীল রথের ন্যায় অনায়াসে সৃজন করিয়াছ। সংগ্রামকামিগণ যেরূপ রথ সৃজন করে সেরূপ তুমিও করিয়াছ। মনুর জন্য ধেনুগণ যেমন সর্বার্থপ্রদ হয় এবং সমর্থ মনুষ্যের জন্য ধেনুগণ যেরূপ সর্বক্ষীরপ্রদ হয় সেইরূপ অস্মদাভিমুখী নদীসকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে ॥ ৫ ॥ কর্মকুশল ও ধীর ব্যক্তি যেরূপ রথ নির্মাণ করে সেইরূপ ধনাভিলাষী মনুষ্য তোমার এই স্তুতি সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা আপন মঙ্গলের জন্য তোমাকে প্রীত করিয়াছে। লোকে যেরূপ দিগ্বিজয়ীকে প্রশংসা করে, হে মেধাবী দুর্ধর্ষ ইন্দ্র, তাহারা সেইরূপ তোমার প্রশংসা করিয়াছে। যুদ্ধে যেমন অশ্বের প্রশংসা হয়, সেইরূপ বল, ধনরক্ষা ও সমস্ত মঙ্গল লাভের জন্য তোমার প্রশংসা হয় ॥ ৬ ॥ হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র, তুমি হবিঃপ্রদায়ী পুরু অতিথিগ্ব রাজার জন্য নবতিসংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলে। হে নৃত্যশীল ইন্দ্র, বজ্রদ্বারা নষ্ট করিয়াছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র, অতিথিসেবক দিবোদাস রাজার জন্য পর্বত হইতে শম্বরকে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তিদ্বারা অগাধ ধন দান করিয়াছিলে, এমন কি সমস্ত ধন দান করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্যবার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। সুখপ্রদ সংগ্রামে তাহাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন। তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন। এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র সূর্যের রথচক্র গ্রহণ করিলে তাঁহার শরীরে বলবৃদ্ধি হইল, তিনি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন। এবং অরুণবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া শত্রুদিগের নিকট গমন করতঃ তাহাদের বাক্য হরণ করিলেন, ঈশান ইন্দ্র তাহাদিগের বাক্য হরণ করিলেন। হে কবি ইন্দ্র, তুমি উশনার রক্ষার্থে যেরূপ দূরবর্তী স্বর্গস্থান হইতে আসিয়াছিলে সেইরূপ আমাদিগের সমস্ত সুখসাধন ধনের সহিত আমাদিগের নিকট দ্রুতপদে আইস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি অন্য অন্য লোকের নিকটও এইরূপে আসিয়া থাক। তুমি আমাদিগের নিকট প্রত্যহই আইস ॥ ৯ ॥ হে জলবর্ষণকারী, নগরবিদারক ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের নূতন উক্থে তুষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে রক্ষা ও সুখদান করতঃ আমাদিগকে প্রতিপালন কর। আমরা দিবোদাসগোত্রোৎপন্ন, আমরা তোমার স্তব করি, তুমি দিবসে সূর্যের ন্যায় প্রবুদ্ধ হও ॥ ১০ ॥

১৩১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি।

অসুর দ্যৌঃ স্বয়ং ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। সুবিস্তৃতা পৃথিবী বরণীয় স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। অন্নের নিমিত্ত (যজমানগণ) বরণীয় হব্যদ্বারা নত হইয়াছে। সমস্ত দেবগণ একমতে ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের সমস্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যদিগের সমস্ত দানাদি ইন্দ্রের সুখের জন্য হউক ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার নিকট অভিমত ফললাভ করিবার আশায় যজমানগণ প্রত্যেক সবনে তোমাকে হব্য প্রদান করে। তুমি সকলের প্রতি একরূপ। স্বর্গলাভার্থ তোমাকেই পৃথক করিয়া হব্য প্রদান করে। পার হইবার সময় যেরূপ নৌকা স্থাপন করে, আমরা সেনাগণের অগ্রদেশে সেইরূপ তোমাকে স্থাপন করিব। মনুষ্যগণ যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকেই চিন্তা করে। মনুষ্যগণ স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে চিন্তা করে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমানদম্পতী তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণে হব্যদান করতঃ তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছা করে, এবং স্বর্গগমনে উৎসুক, তুমিই তাহাদিগের অভীষ্ট প্রদান কর। হে ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি তোমার সহজন্মা এবং চিরসহচর বজ্রকে আবিষ্কার করিয়া রহিয়াছ ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা তোমার বীর্য জানিত। তুমি যে শত্রুদিগের শারদীপুরীসমূহ নষ্ট করিয়াছিলে, উহাদিগকে পরাজিত করিয়া নষ্ট করিয়াছিলে, সে কথা মনুষ্যেরা জানিত। হে বলপতি ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞবিঘাতী মনুষ্যকে শাসন করিয়াছিলে, তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং জলরাশিকে জয় করিয়াছিলে, তুমি আনন্দসহকারে জল কাড়িয়া লইয়াছিলে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, সোমপানে হৃষ্ট হইলে তুমি অভীষ্টবর্ষী হও ; যেহেতু তুমি যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক ; তোমার বন্ধুতাভিলাষী যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক ; অতএব তাহারা তোমার বীর্য বৃদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ হব্য প্রদান করিতেছে। তুমি যুদ্ধসুখ ভোগের জন্য সিংহনাদ করিয়াছিলে। তাহারা তোমার নিকট নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। অন্নার্থী হইয়া তোমার নিকট প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র আমাদিগের প্রাতঃকালের যজ্ঞ সেবা করিবেন কি ? হে ইন্দ্র, আহ্বানমন্ত্রদ্বারা প্রদত্ত পূজার্থ হব্য অবগত হও। আহ্বানমন্ত্রদ্বারা আহূত হইয়া সুখভোগের স্থানে উপস্থিত হও। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, নিন্দুকদিগের নাশের জন্য অভীষ্টবর্ষী হইয়া প্রবুদ্ধ হও। হে ইন্দ্র, আমি মেধাবী ও নূতন লোক, আমি স্তুতিমান্, আমার মনোহর স্তোত্র শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ হে বহুগুণান্বিত ইন্দ্র, হে শূর, তুমি আমাদের স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ এবং আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। যে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করে এবং যে আমাদিগের দুঃখ ইচ্ছা করে, বজ্রদ্বারা তাহাকে বিনাশ কর। হে শ্রবণোৎসুক, শ্রবণ কর। হে ইন্দ্র, পথে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে দুর্মতিগণ পীড়া দেয় সেরূপ সমস্ত দুর্মতিগণ আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক, দূর হউক ॥ ৭ ॥

১৩২ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৬ (প্রথমার্ধ) ইন্দ্র ও পর্বত।

দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি।

হে মঘবন্ ইন্দ্র, আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রবলসেনাযুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব করিব। প্রহারোদ্যত শত্রুকে প্রহার করিব। হে ইন্দ্র, পূর্বধনবিশিষ্ট এই যজ্ঞ নিকটবর্তী, অতএব অদ্য সবনকারী যজমানের উৎসাহ বর্ধনার্থ কথা কও। হে ইন্দ্র, তুমি যুদ্ধজয়ী, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য আহরণ করি। তুমি যুদ্ধজয়ী ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুবধের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান বীরপুরুষের স্বর্গসাধন এবং কপটাদিরহিত পথস্বরূপ সংগ্রামের অগ্রভাগে ইন্দ্র প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ যাজ্ঞিকদিগের শত্রুগণকে নাশ করেন। ইন্দ্রকে সর্বজ্ঞের ন্যায় অবনত মস্তকে স্তব করা সকলের কর্তব্য। হে ইন্দ্র, তোমার প্রদত্ত ধন একযোগে আমাদেরই হউক। তুমি ভদ্র, তোমার প্রদত্ত ধন অবিচলিত হউক ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, পূর্বের ন্যায় এখনও অতি দীপ্ত প্রসিদ্ধ হব্যরূপ অন্ন তোমারই হইতে হইবে। তুমি যজ্ঞের নিবাসস্থানস্বরূপ। ঋত্বিক্‌গণ যে অন্নদ্বারা স্থান সুশোভিত করে, সে অন্ন তোমারই হইবে। তুমি (যজ্ঞের) কথা বল, তাহা হইলে লোকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সূর্যকিরণদ্বারা দেখিতে পায়। ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদিগের জন্য গো অন্বেষণ করেন। তিনি উক্ত ক্রমে সকল কথা জানেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কর্ম পূর্বকালের ন্যায় এখনও সকলের স্তুতির যোগ্য। তুমি অঙ্গিরাগণের জন্য মেঘ উদ্ঘাটন করিয়াছিলে, তুমি অপহৃত গোধন উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র, তুমি উক্ত ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর। যাহারা অভিষবন করে তাহাদিগের জন্য যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগকে অবনত কর। যে যজ্ঞবিঘ্নকারিগণ রোষ প্রকাশ করে তাহাদিগকে (অবনত কর) ॥ ৪ ॥ যেহেতু শূর ইন্দ্র কর্মদ্বারা মনুষ্যদিগের বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন, তজ্জন্য অন্নাভিলাষী যজমানগণ, অভিমত ধন লাভ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করে। অন্নাভিলাষী হইয়া তাহারা বিশেষরূপে যজ্ঞ করে। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন পুত্রাদিলাভের কারণ। নিজবলে শত্রুনিবারণার্থ লোকে ইন্দ্রের পূজা করে। যজ্ঞকারিগণ ইন্দ্রের সমীপে বাসস্থান প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞকারিগণ যেন দেবতাগণের সম্মুখেই থাকে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও পর্জন্য, তোমরা দুই জনে অগ্রগামী হইয়া যে শত্রু আমাদিগের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করে তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ কর। বজ্রপ্রহার-দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ কর। এই বজ্র অতিদূরগামী শত্রুকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, এবং অতি গহন স্থানেও ব্যাপ্ত হয়। হে শূর ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের সমস্ত শত্রুদিগকে বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ কর। শত্রুবিদারক বজ্র বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ করে ॥ ৬ ॥

১৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি।

১ ত্রিষ্টুপ, ২-৪ অনুষ্টুপ্, ৫ গায়ত্রী, ৬ ধৃতি, ৭ অষ্টি।

আমি যজ্ঞদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে পবিত্র করি। ইন্দ্রশূন্যা বিদ্রোহিনী পৃথিবীকে (পৃথিবীর যে অংশে ইন্দ্রের পূজা না হয়) সন্দগ্ধ করি। শত্রুরা যেখানেই একত্রিত হইয়াছিল সেইখানেই হত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া উহারা শ্মশানের চারিদিকে পড়িয়া আছে ॥ ১ ॥ হে শত্রুভক্ষক ইন্দ্র, তুমি হিংসাবতী সেনার মস্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত পদদ্বারা ছেদন কর। তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ ॥ ২ ॥ হে মঘবন্, এই হিংসাবতী সেনার বল চূর্ণ কর। এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহাশ্মশানে নিক্ষেপ কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এরূপ ত্রিগুণিত-পঞ্চাশৎ-সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমার এই কার্যকে অত্যন্ত ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার এই কার্য সামান্য ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ংকর শব্দকারী পিশাচকে বিনাশ কর। এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রকাণ্ড মেঘকে নিম্নমুখ করিয়া বিদীর্ণ কর। আমাদিগের কথা শ্রবণ কর। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র, পৃথিবী যেরূপ ভয়ে শোক করিতেছে স্বর্গও সেইরূপ শোক করিতেছে। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র, তাহাদের ভয় ঘৃণের ভয়ের ন্যায়। হে ইন্দ্র, তুমি নিজবলে মহা বলবান্ এইজন্য তুমি অতীব ক্রূর বধোপায় অবলম্বন করিয়া যাইতেছ। তুমি যজমানদিগের বিনাশ কর না, তুমি শূর, প্রাণিগণ তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি একবিংশতি অনুচরযুক্ত ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, অভিষবকারী যজমান গৃহ লাভ করে, সোমযাগকারী চতুর্দিকের শত্রুদিগকে বিনাশ করে, দেবতাদিগের শত্রুগণকেও বিনাশ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নবান্ ও শত্রুর আক্রমণশূন্য অভিষবকারী অপরিমিত (ধন) লাভ করে। ইন্দ্র সোমযাগকারী যজমানকে চতুর্দিকে উৎপন্ন ও অতি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

১৩৪ সূক্ত। বায়ু দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ; ৬ অষ্টি।
হে বায়ু, শীঘ্রগামী বলবান্ অশ্বগণ তোমাকে অন্নের উদ্দেশে ও দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমেই সোমপানার্থ এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। আমাদিগের প্রিয় সত্য ও উন্নত স্তুতি তোমার গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করে, উহা তোমার অভিমত হউক। হে বায়ু, যজ্ঞের হব্য স্বীকারার্থ এবং আমাদিগের অভীষ্টদানার্থ তুমি নিযুৎযোজিত রথে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে বায়ু, মত্ততাজনক, হর্ষোৎপাদক, সম্যক্ প্রস্তুত, উজ্জ্বল এবং মন্ত্রদ্বারা হূয়মান সোমবিন্দুসকল তোমার অভিমুখে গমন করিয়া হর্ষ উৎপাদন করুক। যেহেতু স্বকর্মকুশল, প্রীতিযুক্ত, তোমার নিরন্তর সহগামী নিযুৎগণ তোমার উৎসাহ দেখিয়া হব্যস্বীকারের জন্য তোমাকে যজ্ঞভূমিতে আনয়নার্থ মিলিত হইতেছে। বুদ্ধিমান্ যজমানগণ তোমার নিকটে আসিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে ॥ ২ ॥ বায়ু লোহিতবর্ণ অশ্ব ভারবহনার্থ যোজনা করেন। বায়ু অরুণ অশ্ব যোজনা করেন। বায়ু অজিরবর্ণ অশ্ব যোজনা করেন। কারণ তাহারা ভারবহনে অত্যন্ত সমর্থ। জার ঈষৎ-নিদ্রাযুক্ত রমণীকে যেরূপ প্রবোধিত করে সেইরূপ তুমি বহুপ্রজ্ঞ যজমানকে প্রবোধিত কর। আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকাশ কর। উষাকে স্থাপন কর। হব্যস্বীকারার্থ উষাকে স্থাপন কর ॥ ৩ ॥ দীপ্তিযুক্ত উষাগণ দূরদেশে তোমারই জন্য গৃহাচ্ছাদক রশ্মিসমূহে কল্যাণকর বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, নূতন রশ্মিতে বিচিত্র বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন। অমৃতনিস্যন্দিনী গাভীসকল তোমারই জন্য সমস্ত ধন দান করে। তুমি বৃষ্টি ও নদীদিগের উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করিয়াছ ॥ ৪ ॥ দীপ্ত, শুদ্ধ, উগ্র, প্রবাহবিশিষ্ট সোম তোমার আনন্দের নিমিত্ত আহ্বনীয় অগ্নির নিকট যাইতেছে, এবং জলভারবাহী মেঘকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হে বায়ু, যজমান অত্যন্ত ভীত ও ক্ষীণকায় হইয়া তস্করেরা যাহাতে অন্যত্র গমন করে তজ্জন্য তোমার পূজা করিতেছে। আমাদিগের ধর্মহেতু আমাদিগকে সমস্ত ভুবন হইতে রক্ষা কর। আমাদিগের ধর্মহেতু অসূর্য হইতে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥ হে বায়ু, তোমার পূর্বে কেহ পান করে না, তুমিই প্রথমে আমাদিগের এই সোম পান করিবার যোগ্য ; অভিষুত সোম পান করিবার যোগ্য। তুমিই হোমবান্ পাপত্যাগী লোকের (হব্য স্বীকার কর)। সমস্ত ধেনুগণ তোমার জন্য দুগ্ধ প্রদান করে এবং তোমার জন্য ঘৃত প্রদান করে ॥ ৬ ॥

১৩৫ সূক্ত। দেবতা : ১-৩,৯ বায়ু ; ৪-৮ ইন্দ্র-বায়ু। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ; ৭-৮ অষ্টি।
হে নিযুৎবান্ বায়ু, তুমি সহস্র নিযুতে আরোহণ করিয়া তোমার জন্য প্রস্তুত হব্যভক্ষণার্থ আমাদিগের আস্তীর্ণ কুশোপরি আগমন কর। অসংখ্য নিযুতে আরোহণ করিয়া আগমন কর। তুমি নিযুৎবান্, তুমিই পূর্বে পান করিবে বলিয়া অন্য দেবগণ সংযত হইয়া আছে। অভিষুত মধুর সোম তোমার আনন্দের জন্য অবস্থিতি করিতেছে। যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১ ॥ হে বায়ু, তোমার জন্য প্রস্তরে পরিশোধিত ও স্পৃহণীয়-তেজোবিশিষ্ট সোম স্বীয় পাত্রে গমন করিতেছে, এবং শুক্র তেজোবিশিষ্ট হইয়া তোমার নিকট গমন করিতেছে। এই সুন্দর সোম মনুষ্যগণ দেবতাদিগের মধ্যে তোমার জন্য প্রদান করে। হে বায়ু, তুমি আমাদিগের জন্য নিযুৎদিগকে যোজনা কর, এবং প্রস্থান কর, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া প্রীত হইয়া প্রস্থান কর ॥ ২ ॥ হে বায়ু, তুমি শত-ও সহস্র-সংখ্যক নিযুতে আরোহণ করিয়া অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবির্ভক্ষণের জন্য আমাদিগের যজ্ঞে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হও। এই তোমার প্রাপ্যভাগ, ইহা সূর্যের তেজে তেজোবান। ঋত্বিক্‌হস্তস্থিত সোম প্রস্তুত হইয়াছে। হে বায়ু, পবিত্র সোম প্রস্তুত হইয়াছে॥ ৩॥ আমাদিগের রক্ষার্থ আমাদিগের সুগৃহীত অন্ন ভক্ষণের নিমিত্ত এবং আমাদিগের হব্যসেবার্থ, হে বায়ু, নিযুৎ-যোজিত রথ তোমাদিগের দুইজনকে অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুকে, আনয়ন করুক। তোমরা দুইজনে মধুর সোম পান কর। অগ্রে পান করাই তোমাদিগের উপযুক্ত। হে বায়ু, তুমি মনোহর ধনের সহিত আগমন কর। ইন্দ্রও ধনের সহিত আগমন করুন॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, হে বায়ু, আমাদিগের স্তোত্রাদি তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য প্রবর্তিত করিতেছে। আশুগামী অশ্বকে যেরূপ মার্জনা করে সেইরূপ কলস হইতে আনীত সোমকে ঋত্বিক্‌গণ মার্জনা করিতেছে। অধ্যর্যুদিগের সোম পান কর, আমাদিগের রক্ষার্থ যজ্ঞে আগমন কর। আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আনন্দের জন্য প্রস্তরখণ্ডে অভিষুত সোম পান কর, কারণ তোমরা উভয়েই অন্নদাতা॥ ৫॥ আমাদিগের এই যজ্ঞকার্যে অভিষুত অধ্যর্যুগণের গৃহীত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের দুই জনের। এই দীপ্ত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের, এই প্রভূত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের জন্য ঊর্ণাময় পবিত্রে পরিষ্কৃত হইয়াছে। তোমাদিগের সোম অচ্ছিন্ন লোম অতিক্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে গমন করিতেছে॥ ৬॥ হে বায়ু, তুমি নিদ্রালু যজমানদিগকে অতিক্রম করিয়া যে গৃহে প্রস্তরশব্দ হইতেছে তথায় গমন কর। ইন্দ্রও সেই গৃহে গমন করুন। যে গৃহে প্রিয় ও সত্য স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে, যে গৃহে ঘৃত গমন করিতেছে, পুষ্টাঙ্গ নিযুৎগণের সহিত সেই অধ্বরস্থানে গমন কর, ইন্দ্র, সেই স্থানে গমন কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, হে বায়ু, তোমরা এই যজ্ঞে মধুসদৃশ আহুতি ধারণ কর, যে আহুতির জন্য জেতৃ যজমানেরা পর্বতাদি প্রদেশে গমন করেন। আমাদিগের জেতৃগণ যজ্ঞনির্বাহে সমর্থ হউক। হে ইন্দ্র, হে বায়ু, ধেনুগণ যুগপৎ দুগ্ধ দান করিতেছে, এবং যবনির্মিত হব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই ধেনুগণ ক্ষীণ হইবে না এবং নষ্ট হইবে না॥ ৮॥ হে বায়ু, এই যে তোমার বলশালী, অল্পবয়স্ক, বৃষসদৃশ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট অশ্বগণ আছে, ইহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে বহন করিতেছে, ইহারা অন্তরীক্ষে বিলম্ব করে না, ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, ভর্ৎসনায় ইহাদিগের গতি রোধ হয় না, সূর্যকিরণের ন্যায় ইহাদিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য, হস্তদ্বারা ইহাদিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য॥ ৯॥

১৩৬ সূক্ত। দেবতা : ১-৫ মিত্রাবরুণ ; ৬-৭ ঋক্‌-উক্ত।
দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ; ৭ ত্রিষ্টুপ্‌।

হে ঋত্বিক্‌গণ, চিরন্তন মিত্রাবরুণের উদ্দেশে প্রশংসনীয় ও প্রবৃদ্ধ পরিচর্যা কর, এবং হব্যপ্রদানে কৃতনিশ্চয় হও। মিত্রাবরুণ যজমানদিগের সুখদানের কারণ এবং সুস্বাদু হব্যঃ ভক্ষণ করেন। ইঁহারা সম্রাট, ইঁহাদিগের জন্য ঘৃত গৃহীত হয়। প্রতি যজ্ঞেই ইঁহাদিগের স্তব হয়। ইঁহাদিগের শক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না এবং ইঁহাদিগের দেবত্বে কেহ সন্দেহ করে না॥ ১॥ বরীয়সী উষা বিস্তীর্ণ যাগাভিমুখে গমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। দ্রুতগতি আদিত্যের পথ আলোকে ব্যাপ্ত হইল। ভগের কিরণে মনুষ্যের চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। মিত্র অর্যমা এবং বরুণের উজ্জ্বল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ হইল, অতএব তোমরা দুইজনে স্তুতিযোগ্য প্রভূত অন্ন ধারণ কর। প্রশংসনীয় এবং প্রভূত অন্ন ধারণ কর॥ ২॥ যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছেন। তোমরা সর্বদা জাগরূক থাকিয়া প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইয়া তেজঃ ও বল লাভ কর। তোমরা অদিতির পুত্র এবং সর্বপ্রকার দানের কর্তা। মিত্র এবং বরুণ লোকদিগকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োজিত করেন, অর্যমাও স্ব স্ব ব্যাপারে লোকদিগকে নিয়োজিত করেন॥ ৩॥ এই সোম, মিত্র ও বরুণের প্রীতিপ্রদ হউক। মিত্রাবরুণ নিম্নমুখ হইয়া ইহা পান করুন। দীপ্যমান সোম, দেবগণের সেবার উপযুক্ত। সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া ইহা পান করুন। হে দীপ্তিযুক্ত মিত্রাবরুণ, আমরা যেরূপ প্রার্থনা করি, তোমরা সেইরূপ কর। তোমরা সত্যবাদী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা প্রার্থনা করি তাহা কর ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের পরিচর্যা করে তাহাকে তোমরা পাপ হইতে রক্ষা কর। দ্বেষরহিত হব্যদাতা মর্তকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা কর। ঋজুস্বভাব সেই ব্যক্তিকে তাহার ব্রতের উদ্দেশে অর্যমা রক্ষা করেন। সেই যজমান উক্থদ্বারা মিত্র ও বরুণের ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্তোমের দ্বারা তাহা রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥ আমি দ্যুতিমান্ মহান্ সূর্যকে নমস্কার করি, পৃথিবী ও আকাশকে নমস্কার করি, মিত্র ও বরুণকে এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। ইঁহারা সকলেই অভিমতফলদায়ী এবং সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, দীপ্তিমান্ অর্যমা ও ভগকে স্তব কর। বহুকাল জীবন ধারণ করিয়া আমরা প্রজা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইব। এবং সোম কর্তৃক রক্ষিত হইব ॥ ৬ ॥ আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, মরুৎগণ আমাদিগকে (অনুগ্রহ করেন), দেবতারা যেন আমদিগকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদিগের সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান হইয়া সেই সুখ ভোগ করি ॥ ৭ ॥

১৩৭ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অতিশক্করী।
আমরা প্রস্তরখণ্ডে সোমের অভিষব করিতেছি, হে মিত্রাবরুণ, আগমন কর। দুগ্ধমিশ্রিত তৃপ্তিকারক সোম এই সম্মুখে রহিয়াছে। এ সোম তৃপ্তিকারক। তোমরা রাজা, স্বর্গবাসী, ও আমাদিগের রক্ষক, আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর। তোমাদিগের জন্য এই সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দুগ্ধমিশ্রিত সোম পবিত্র ॥ ১ ॥ হে মিত্রাবরুণ, আগমন কর। এই তরল সোমরস দধির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। অভিষুত সোমরস দধির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। উষার উদয়কালেই হউক অথবা সূর্যরশ্মির সহিতই হউক তোমাদিগের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে। এই চারু সোমরস মিত্রের ও বরুণের পানার্থ, যজ্ঞস্থল তাঁহাদিগের পানার্থ ॥ ২ ॥ তোমাদিগের জন্য বহুনির্যাসবতী সোমলতাকে পয়স্বিনী গাভীর ন্যায় প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দোহন করিতেছে। তাহারা প্রস্তরখণ্ডদ্বারা সোম দোহন করিতেছে। তোমরা আমাদিগের রক্ষক। তোমরা সোমপানার্থ আমাদিগের অভিমুখে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হও। হে মিত্রাবরুণ, নেতৃগণ তোমাদিগের জন্য সোম অভিষব করিয়াছেন, সম্পূর্ণ পানের জন্য অভিষব করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

১৩৮ সূক্ত। পূষা দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি।
বহুজনপূজিত পূষার শক্তির মহিমা সর্বত্র প্রশংসিত হয়। কেহ তাঁহার হিংসা করে না। পূষার স্তোত্রের বিরাম নাই। আমি সুখলাভের ইচ্ছায় পূষার পূজা করি, তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান করেন ও সুখ উৎপাদন করেন। পূষা যজ্ঞবান্, তিনি সমস্ত লোকের মনের সহিত মিশ্রিত হন ॥ ১ ॥ শীঘ্রগমনে অশ্বের যেরূপ প্রশংসা হয়, সেইরূপ হে পূষা, স্তোমমন্ত্রদ্বারা তোমার প্রশংসা করি। তুমি যুদ্ধে যাও এই উদ্দেশে তোমার প্রশংসা করি। তুমি উষ্ট্রের ন্যায় আমাদিগকে যুদ্ধে পার কর। তুমি সুখোৎপাদক দেবতা, আমি মর্ত্য, সখ্যলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করি। আমার আহ্বানসমূহকে দ্যুতিমান্ কর, এবং সংগ্রামে জয়শীল কর ॥ ২ ॥ হে পূষা, তোমার সখ্য লাভ করিয়া বিশেষ ক্রতুদ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করতঃ স্তোত্রশীল যজমানগণ তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া নানা ভোগ উপভোগ করে। নূতন আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার নিকট অসংখ্য ধন প্রার্থনা করি। হে বহুজনস্তুত্য পূষা, অনাদর না করিয়া আমাদিগের অভিগম্য হও, যুদ্ধকালে আমাদিগের অগ্রগামী হও ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অজাশ্ব পুষা, আমাদিগের লাভবিষয়ে অনাদর না করিয়া, দানশীল হইয়া সমীপস্থ হও। হে অজাশ্ব, আমরা অন্নাভিলাষী, আমাদিগের সমীপস্থ হও। হে শত্রুনাশক পুষা, তোমারই চতুর্দিকে আমরা স্তোম পাঠ করতঃ অবস্থিতি করি। হে বৃষ্টিপ্রদ পুষা, তোমার কখনও অপমান করি না এবং তোমার সখ্যের কখনও অপলাপ করি না ॥ ৪ ॥

১৩৯ সূক্ত। দেবতা : ১,১১ বিশ্বদেবগণ ; ২ মিত্রাবরুণ ; ৩-৫ অশ্বিদ্বয় ; ৬ ইন্দ্র ; ৭ অগ্নি ; ৮ মরুৎগণ ; ৯ ইন্দ্র-অগ্নি ; ১০ বৃহস্পতি। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ; ৫ বৃহতী, ১১ ত্রিষ্টুপ্।

আমি ভক্তিপূর্বক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, তাঁহার স্বর্গীয় শক্তি বরণ করি। ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু পৃথিবীর দীপ্তিমান নাভির (যজ্ঞস্থানের) উদ্দেশে অর্থবতী নূতন স্তুতি রচিত হইয়াছে অতএব অগ্নি তাহা শ্রবণ করুন। অনন্তর আমাদিগের ক্রিয়াকর্ম যেরূপ অন্যান্য দেবতাগণের নিকট গমন করে, সেইরূপ তোমাদিগের, অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুর নিকটও গমন করুক ॥ ১ ॥ হে কর্মদক্ষ মিত্র, হে বরুণ, তোমরা নিজ শক্তিদ্বারা সূর্যের নিকট হইতে যে নশ্বর জল লাভ কর, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর ; অতএব আমরা ক্রিয়া, কর্ম, জ্ঞান, ও সোমরসে (আসক্ত) ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজ্ঞশালায় তোমাদিগের কিরণময় রূপ দর্শন করি ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে আপনার দেবতা করিবার ইচ্ছায় যজমানগণ শ্লোক শুনাইতেছে ; এবং হব্য লইয়া তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। হে সর্বধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়, তাহারা সর্বপ্রকার ধনধান্যাদি ও অন্ন তোমাদিগের প্রসাদে প্রাপ্ত হইতেছে। হে দস্র, তোমার হিরণ্ময় রথের নেমিসকল মধুক্ষরণ করে। সেই রথে হব্য গ্রহণ কর ॥ ৩ ॥ হে দস্রদ্বয়, তোমাদের (মনোগত ভাব) সকলে জানে, তোমরা স্বর্গে যাইতে চাও। তোমাদিগের সারথিরা স্বর্গপথে রথযোজনা করে। অশ্বগণ রথ নষ্ট করে না। হে দস্রদ্বয়, আমরা তোমাদিগকে বন্ধুরযুক্ত হিরণ্ময় রথে স্থাপন করিয়াছি। তোমরা সুখগম্য পথে স্বর্গে গমন করিতেছ। তোমরা শত্রুদিগকে পরাভূত কর এবং বিশেষরূপে বৃষ্টির ব্যবস্থা কর ॥ ৪ ॥ আমাদিগের ক্রিয়াকর্মই তোমাদিগের ধন। আমাদিগের ক্রিয়াকর্মের জন্য দিবারাত্রি অভীষ্ট প্রদান কর। তোমাদিগের দান যেন বন্ধ না হয়, আমাদিগের দানও যেন বন্ধ না হয় ॥ ৫ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, এই সোম অভীষ্টবর্ষীর পানার্থ অভিষুত হইয়াছে, প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অভিষুত হইয়াছে। সোমসকল পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহা তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। বহুবিধ বিচিত্র লাভের জন্য যজ্ঞস্থানে প্রদত্ত সোম, তোমার তৃপ্তি সাধন করুক। হে স্তুতিযোগ্য, আমরা তোমার স্তুতি করি, তুমি আইস, আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আইস ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তোমাকে স্তুতি করি, তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর। দীপ্যমান যজ্ঞার্হ দেবগণের নিকট যজমানের কথা বলিও, যেহেতু দেবগণ অঙ্গিরাদিগকে প্রসিদ্ধ ধেনু দিয়াছিলেন। অর্যমা, দেবতাগণের সহিত সেই ধেনু সর্বোৎপাদক অগ্নির জন্য দোহন করেন। অর্যমা জানেন সে ধেনু আমাদিগের সহিত সমবেত ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের নিত্য, প্রসিদ্ধ বল যেন আমাদিগকে পরাভূত না করে। আমাদিগের ধন যেন ক্ষীণ না হয়, আমাদিগের নগর যেন ক্ষীণ না হয়। তোমাদিগের নূতন, বিচিত্র, মনুষ্যদুর্লভ, শব্দায়মান, যাহা কিছু আছে তাহা যুগে যুগে আমাদিগের হউক। তোমরা যে দুর্লভ ধন ধারণ কর, তাহা আমাদিগেরই হউক। শত্রুরা যে ধন নষ্ট করিতে পারে না তাহা আমাদিগেরই হউক ॥ ৮ ॥ প্রাচীন দধীচি, অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্মকথা জানেন। এই পূর্বকালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্বপুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণের মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ এবং আমার জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎপদহেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমস্কার করি ॥ ৯ ॥ হোতা যজ্ঞ করুন, হব্যলাভেচ্ছু দেবগণ বরণীয় সোম গ্রহণ করুন। বৃহস্পতি নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রভূত, বরণীয় সোমদ্বারা যাগ করিতেছেন। আমরা দূরদেশে প্রস্তরখণ্ডের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। সুক্রতু যজমান নিজে জল ধারণ করেন এবং বহুবাসযোগ্য গৃহ ধারণ করেন ॥ ১০ ॥ যে দেবগণ, স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন ॥ ১১ ॥

১৪০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।
জগতী ; ১০ জগতী বা ত্রিষ্টুপ্ ; ১২-১৩ ত্রিষ্টুপ্।
হে অধ্বর্যু, বেদিতে আসীন, নিজ প্রিয়ধামে প্রীতিযুক্ত, এবং দ্যোতমান অগ্নির উদ্দেশে তুমি অন্নবৎ স্থান প্রস্তুত কর। সেই পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট, দীপ্তবর্ণ, তমোবিনাশক স্থানের উপর বস্ত্রের ন্যায় মনোহর কুশ বিস্তার কর ॥ ১ ॥ দ্বিজন্মা অগ্নি তিনপ্রকার অন্ন সম্মুখে আনিয়া ভক্ষণ করিতেছেন। অগ্নির ভক্ষিত বস্তু, অর্থাৎ ধনধান্যাদি, সম্বৎসরের মধ্যে আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, একই রূপ ধারণ করিয়া মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং অন্যরূপ ধারণ করিয়া সকলকে নিবারণ করিয়া বনবৃক্ষসকলকে দগ্ধ করেন ॥ ২ ॥ অগ্নির মাতৃদ্বয় (কাষ্ঠদ্বয়) চলিতেছে। উহারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া দুইজনেই এক কার্য করিতেছে এবং শিশু অগ্নিকে প্রাপ্ত হইতেছে। এই শিশুর শিখারূপ জিহ্বা পূর্বাভিমুখী। ইনি তমোনিবারণ করেন, শীঘ্র উৎপন্ন হন, অল্পে অল্পে মিলিত হন। অতি যত্নে ইঁহাকে রক্ষা করিতে হয়। ইনি পালকের সমৃদ্ধি সাধন করেন ॥ ৩ ॥ অগ্নির শিখাগণ লঘুগতি, কৃষ্ণপন্থা, শীঘ্রকারী, অস্থিরচিত্ত, গমনশীল, স্পন্দমান, বায়ুচালিত, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ও মোক্ষপ্রদ এবং মনস্বী যজমানের উপযোগী ॥ ৪ ॥ যে সময়ে অগ্নি গর্জন করিয়া, শ্বাসপ্রক্ষেপ করিয়া, বারংবার বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া শব্দ করে, সেই সময়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গসকল, যুগপৎ চারিদিকে গমন করে ; অন্ধকার ধ্বংস করিয়া চারিদিকে গমন করে ও কৃষ্ণবর্ণ পথে উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করে ॥ ৫ ॥ অগ্নি পিঙ্গলবর্ণ ওষধিদিগকে ভূষিত করিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিতেছেন। বৃষভ যেরূপ পত্নীদিগের দিকে ধাবন করে, সেইরূপ শব্দকরতঃ অগ্নি ধাবিত হইতেছেন ; ক্রমে অধিকতর তেজস্বী হইয়া স্বশরীর দীপ্ত করিতেছেন ; দুর্ধর্ষরূপ ধারণ করিয়া ভয়ংকর পশুর ন্যায় শৃঙ্গ চালন করিতেছেন ॥ ৬ ॥ অগ্নি কখন প্রচ্ছন্ন কখন বিস্তীর্ণ হইয়া ওষধিসমূহে ব্যাপ্ত হন ; যজমানের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন অভিপ্রায়জ্ঞ শিখাকে আশ্রয় করেন। শিখাগণ পুনরায় বর্ধিত হইয়া যাগযোগ্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হন, এবং সকলে মিলিত হইয়া পিতৃস্থানীয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অপূর্ব রূপ বিস্তার করেন ॥ ৭ ॥ কেশস্থানীয় অগ্রেস্থিত শিখাগণ অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেছে ; অগ্নি আসিতেছেন দেখিয়া মৃতপ্রায় হইলেও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। অগ্নি তাহাদিগের জরা মোচন করিয়া উৎকৃষ্ট সামর্থ্য ও অখণ্ড জীবন প্রদান করতঃ গর্জন করিতে করিতে আসিতেছেন ॥ ৮ ॥ অগ্নি মাতা পৃথিবীর উপরিভাগের আচ্ছাদন তৃণগুল্মাদি লেহন করিতে করিতে প্রভূতশব্দকারী প্রাণিগণের সহিত বেগে গমন করিতেছেন ; পাদবিশিষ্ট পশুদিগকে আহার প্রদান করিতেছেন ; সর্বদা লেহন করিতেছেন এবং ক্রমশঃ যে পথে যাইতেছেন তাহা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া যাইতেছেন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দানশীল হইয়া শ্বাসপ্রক্ষেপ করতঃ আমাদিগের ধনাঢ্য গৃহে দীপ্ত হও ; শিশুমতি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধকালে বর্মের ন্যায় বারংবার (শত্রুদিগকে) দূর করিয়া জ্বলিয়া উঠ ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, এই যে কঠিন কাষ্ঠোপরি যত্নপূর্বক হব্য স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তর হউক। তোমার শরীরের শিখা হইতে যে নির্মল ও দীপ্ত তেজ নির্গত হইতেছে তাহার সহিত তুমি আমাদিগকে রত্ন প্রদান কর ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগের রথ ও গৃহের জন্য দৃঢ় দাঁড়-ও-পাদবিশিষ্ট নৌকা প্রদান কর। উহা আমাদিগের বীরগণকে, ধনবাহীদিগকে ও অন্য লোকদিগকে পার করিবে, এবং আমাদিগকে সুখে রাখিবে ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগের উক্থমন্ত্রের উৎসাহ বর্ধন কর। দ্যাবাপৃথিবী ও স্বয়ংগামিনী নদী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল আমাদিগকে হব্য ও শস্য প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্ধন করুক। অরুণবর্ণ উষাগণ, সর্বকাললভ্য বরণীয় অন্নাদি প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

১৪১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ; ১২-১৩ ত্রিষ্টুপ্।

দ্যুতিমান্ অগ্নির দর্শনীয় তেজঃ সত্যই এইরূপে শরীরের জন্য লোকে ধারণ করে ; উহা শারীরবলে উৎপন্ন হইয়াছে। আমার জ্ঞান অগ্নির তেজকে আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে, অতএব সেই অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা যায় ॥ ১ ॥ প্রথমতঃ অন্নসাধক, বপুষ্মান্ ও নিত্য অগ্নি রহিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ শুভকরী সপ্তমাতৃকাতে রহিয়াছেন ; তৃতীয়তঃ এই অভীষ্টবর্ষীর দোহনার্থ রহিয়াছেন। পরস্পরসংসক্ত দশদিক দশদিকেই পূজ্য অগ্নিকে উৎপন্ন করিতেছে ॥ ২ ॥ যেহেতু মহাযজ্ঞের মূল হইতে যজ্ঞের রূপসিদ্ধিকরণে সমর্থ ঋত্বিক্‌গণ বল প্রয়োগদ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করিতেছেন, এবং অনাদিকাল হইতে সুন্দররূপে প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত গুহাস্থিত অগ্নিকে মাতরিশ্বা চালন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ যেহেতু অন্নের উৎকৃষ্টতা লাভের জন্য অগ্নি প্রণীত হয়, যেহেতু আহারের জন্য অভিলষিত লতাসকল উহার দন্তে আরোহণ করে, যেহেতু অধ্বর্যু এবং যজমান উভয়েই অগ্নির যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহার চেষ্টা করে, অতএব পবিত্র অগ্নি যজমানের প্রতি অনুগ্রহ পুরঃসর যবিষ্ঠ হইলেন ॥ ৪ ॥ যে মাতৃস্থানীয় দিকসমূহমধ্যে অগ্নি অহিংসিত হইয়া বর্ধিত হইতেছেন, এক্ষণে প্রদীপ্ত হইয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। স্থাপনকালে প্রথমতঃ যে সকল ওষধি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অগ্নি তাহার উপরে আরোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে নূতন ও নিকৃষ্ট ওষধির প্রতি ধাবিত হইতেছেন ॥ ৫ ॥ হবিঃসম্পর্ককারী যজমান দ্যুলোকবাসীদিগের প্রীতির নিমিত্ত হোমনিষ্পাদক অগ্নিকে বরণ করিতেছেন এবং রাজার ন্যায় তাঁহার প্রসাধন করিতেছেন। যেহেতু অগ্নি বহুলোকের স্তুত্য ও বিশ্বাত্মক ; তিনি ক্রতুসম্পন্ন ও বলযুক্ত ; দেবগণ এবং স্তুতিযোগ্য মর্ত্য যজমান উভয়কেই অন্নের জন্য কামনা করেন ॥ ৬ ॥ বাচাল বিদূষকাদি যেরূপ অবাধে তোষামোদ করিতে থাকে, সেইরূপ বায়ুকর্তৃক তাড়িত হইয়া যজনীয় অগ্নি চারিদিকে ব্যাপ্ত হন। অগ্নি দাহকারী, তাঁহার জন্ম পবিত্র, তাঁহার পথ কৃষ্ণবর্ণ, এবং তাঁহার পথের কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব তাঁহার মার্গে অন্তরীক্ষ অবস্থিত আছে ॥ ৭ ॥ অগ্নি রজ্জুবদ্ধ রথের ন্যায় স্বীয় চঞ্চল অঙ্গের সাহায্যে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পথ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তিনি কাষ্ঠ দহন করেন। বীরের ন্যায় অগ্নির প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখ হইতে পক্ষিগণ পলায়ন করে ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তোমার সাহায্যে বরুণ স্বীয় ব্রত ধারণ করিয়াছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করেন, এবং অর্যমা দানশীল হন। রথের নেমি যেরূপ অরসমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তুমি যজ্ঞকার্যদ্বারা সেইরূপ বিশ্বাত্মক, সর্বব্যাপী, ও সকলের পরাভবকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৯ ॥ হে তরুণ অগ্নি, যিনি তোমার স্তব করেন এবং তোমার জন্য অভিষব করেন, তুমি তাঁহার রমণীয় হব্য লইয়া দেবতাগণের নিকট বিস্তার করিয়া দাও। হে তরুণ, মহাধন, বলপুত্র, তুমি স্তুত্য ও হবির্ভূক্, আমরা স্তোত্রসময়ে রাজার ন্যায় তোমাকে স্থাপন করি ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি যেমন আমাদিগকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপাস্য ধন প্রদান কর সেইরূপ উৎসাহশীল, জনপ্রিয়, বিদ্যাভ্যাসে কুশল পুত্র প্রদান কর। অগ্নি যেমন আপনার কিরণসমূহকে বিস্তার করেন সেইরূপ আপনার জন্মাধার (আকাশ-পৃথিবীকে) বিস্তার করিয়া থাকেন। সুক্রতু অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে দেবতাগণের স্তুতি বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥ অগ্নি অত্যন্ত দ্যুতিশীল, দ্রুতগামী-অশ্ববিশিষ্ট, হোতা, আনন্দময়, সুবর্ণরথবিশিষ্ট, অক্ষুণ্ণবল, ও প্রসন্নস্বভাব। তিনি কি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করিবেন ? তিনি কি আমাদিগকে সিদ্ধিপ্রদ কর্মদ্বারা অনায়াসলভ্য ও অভিলষিত স্বর্গ অভিমুখে লইয়া যাইবেন ? ॥ ১২ ॥ আমরা অগ্নিকে হব্যপ্রদানাদি কর্ম ও অর্চনাসাধন মন্ত্রদ্বারা স্তব করিয়াছি। অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিযুক্ত হইয়াছেন। উপস্থিত সকলে এবং আমরা, সূর্য যেমন, মেঘের শব্দ উৎপন্ন করেন, সেইরূপ (অগ্নির উদ্দেশে) শব্দ করি ॥ ১৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪২ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ তনূনপাৎ ; ৩ নরাশংস ; ৪ ইল ; ৫ বর্হি ; ৬ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৭ উষা ও নক্ত ; ৮ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ; ৯ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী ; ১০ ত্বষ্টা ; ১১ বনস্পতি ; ১২ স্বাহাকৃতিগণ ; ১৩ ইন্দ্র। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে সমিদ্ধনামক অগ্নি, যে যজমান স্রুক্ উন্নত করিয়া রহিয়াছেন তাহার জন্য তুমি অদ্য দেবগণকে আহ্বান কর। যে হব্যপ্রদায়ী যজমান হোমাভিষব করিয়াছেন, তাঁহার উপকারার্থ পূর্বকালীন যজ্ঞ বিস্তার কর ॥ ১ ॥ হে তনূনপাৎ-নামক অগ্নি, মৎসদৃশ হব্যপ্রদায়ী, ও মেধাবী, যে যজমান তোমাকে স্তব করে তাহার ঘৃতমধুরসবিশিষ্ট যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত অবস্থিতি কর ॥ ২ ॥ দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত, দ্রুতিমান্, যজ্ঞসম্পাদক নরাশংসনামক অগ্নি দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া তিনবার আমাদিগের যজ্ঞ মধুর সহিত মিশ্রিত করুন ॥ ৩ ॥ হে ইলিত অগ্নি, তুমি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এইখানে লইয়া আইস। হে সুজিহ্ব, তোমার উদ্দেশে আমি স্তোত্র পাঠ করিতেছি ॥ ৪ ॥ স্রুক্‌ধারী ঋত্বিক্‌গণ এই যজ্ঞে অগ্নিরূপ বর্হি বিস্তারকরতঃ ইন্দ্রের জন্য বিস্তীর্ণ সুখসাধন গৃহ সম্পাদন করিতেছেন ; সেই গৃহে দেবগণ সর্বদা যাতায়াত করিবেন ॥ ৫ ॥ অগ্নিরূপ দেবীদ্বার খুলিয়া দাও, দেবতা-গণের আগমনের জন্য যজ্ঞের দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বারগুলি যজ্ঞের বর্ধক, যজ্ঞের শোধক, বহুলোকের স্পৃহণীয়, এবং পরস্পরসংলগ্ন নহে ॥ ৬ ॥ সকল লোকের স্তুতির যোগ্য, পরস্পরসন্নিহিত, সুন্দররূপবিশিষ্ট, মহান্, যজ্ঞের নির্মাতা অগ্নিরূপ নক্ত এবং উষা স্বয়ং আসিয়া বিস্তৃত কুশে উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥ দেবতাগণের উন্মাদক-শিক্ষা-বিশিষ্ট, সর্বদাস্তুতিশীল, যজমানগণের মিত্র, মেধাবী, অগ্নিরূপ দৈব হোতৃদ্বয় আমাদিগের এই সিদ্ধিপ্রদ স্বর্গস্পর্শী যাগের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৮ ॥ শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা, এবং সরস্বতী (অগ্নির মূর্তিত্রয়) যজ্ঞের উপযুক্তা হইয়া কুশের উপর উপবেশন করুন ॥ ৯ ॥ ত্বষ্টা (অগ্নিমূর্তিবিশেষ) আমাদিগের মিত্র। তিনি স্বয়ং বহুপ্রকারে আমাদিগের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য (মেঘের) নাভিস্থিত ব্যাপ্ত, অদ্ভুত, এবং বহুসংখ্যক প্রাণীর হিতকারী (জল) প্রেরণ করুন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নিরূপ বনস্পতি, ঋত্বিক্‌গণকে ইচ্ছানুসারে প্রেরণ করিয়া নিজেই দেবগণের যাগ কর। দ্যুতিমান্, মেধাবান্ অগ্নি দেবগণের মধ্যে হব্য প্রেরণ করেন ॥ ১১ ॥ উষা, ও মরুৎবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ, বায়ু ও গায়ত্র্যশরীর ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্যপ্রদানার্থ অগ্নিরূপ স্বাহা-শব্দ উচ্চারণ কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের স্বাহাকারবিশিষ্ট হব্য ভক্ষণের জন্য আগমন কর। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে আহ্বান করিতেছে ॥ ১৩ ॥

১৪৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ; ৮ ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি বলের পুত্র, জলের নপ্তা, যজমানের প্রিয়তম ও হোমনিষ্পাদক, এবং যথাকালে ধনের সহিত বেদিতে উপবেশন করেন ; তাঁহার উদ্দেশে আমি এই নূতন এবং শুভফলবর্ধক যজ্ঞ আরম্ভ করি ও স্তব পাঠ করি ॥ ১ ॥ অগ্নি, পরম ব্যোমপ্রদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রথম মাতরিশ্বার নিকট আবির্ভূত হইলেন। পরে ইন্ধনদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রবল ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার দীপ্তি দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করিয়া রহিল ॥ ২ ॥ অগ্নির দীপ্তিসকলের নাশ নাই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসকল সর্বতঃ দ্যোতমান ও বিলক্ষণ বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট করিয়া সর্বদা জাগরূক ও জরারহিত অগ্নিশিখাগণ কদাচ কম্পিত হয় না ॥ ৩ ॥ ভৃগুবংশোৎপন্ন যজমানগণ, ভূতসমূহের বলের নিমিত্ত বেদির নাভিপ্রদেশে যে সর্বধনবান্ অগ্নিকে আপনাদিগের অভিমুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া স্তব কর। তিনি মুখ্য এবং বরুণের ন্যায় সমস্ত ধনের ঈশ্বর ॥ ৪ ॥ যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা, এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেহ নিবারণ করিতে পারে না ; সেইরূপ যে অগ্নিকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না সেই অগ্নি যোধদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্তদ্বারা শত্রুদিগকে ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বনসমূহকে দহন করেন ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি বারংবার আমাদিগের উক্ত স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করুন, ধনস্থানীয় অগ্নি ধনদ্বারা বারংবার আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন। যজ্ঞপ্রবর্তক অগ্নি যজ্ঞলাভের জন্য বারংবার আমাদিগকে ত্বরান্বিত করুন, আমি এইরূপ স্তুতিদ্বারা সুদর্শন অগ্নিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥ তোমাদিগের যজ্ঞনির্বাহক প্রদীপ্ত অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় দীপ্ত করিয়া অলংকৃত করিতেছে। সম্যক্ দীপ্যমান জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি যজ্ঞস্থলে স্বয়ং প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগের শুভ্রবর্ণ যাগাদিবিষয়ক প্রজ্ঞাকে উন্মীলিত করিতেছে ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহে বিরত না হইয়া সর্বদা অবহিত, মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয়প্রদানদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে সর্বজনবাঞ্ছনীয় অগ্নি, তুমি উৎপন্ন হইয়া হিংসারহিত, অপরিভূত ও নিমেষরহিতভাবে আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে পালন কর ॥ ৮ ॥

১৪৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী।

বহুদর্শী হোতা উন্নত এবং অনবদ্য প্রজ্ঞাবলে অগ্নির উপচর্যার জন্য গমন করিতেছেন, ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্রুক্ ধারণ করিতেছেন। এই সকল স্রুক্ অগ্নিতে প্রথমাহুতি প্রদান করে ॥ ১ ॥ সূর্যকিরণে সর্বতোব্যাপ্ত জলের ধারা তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান আদিত্যলোকে আবার নূতন হইয়া জন্মিতেছে। অগ্নি যখন জলের ক্রোড়ে আদরের সহিত বাস করে সেই সময়ে লোকে অমৃতময় জল পান করে, এবং অগ্নি তাহার সহিত মিলিত হয় ॥ ২ ॥ সমানবয়স্ক দুইজনে এক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া অগ্নির শরীরে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতেছে, অনন্তর ভগ যেরূপ রশ্মি বিস্তার করেন, অথবা সারথি যেরূপ রশ্মি গ্রহণ করে, আহবনীয় অগ্নি সেইরূপ আমাদিগের রশ্মি অর্থাৎ প্রদত্ত ঘৃতধারা গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥ সমানবয়স্ক, এক যজ্ঞে বর্তমান এবং এক কার্যে নিযুক্ত দুইজন যে অগ্নিকে দিবারাত্রি পূজা করে, সেই অগ্নি পলিতই হউন বা যুবাই হউন মনুষ্যযুগ্মের হব্যভক্ষণকরতঃ অজর হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ দশ অঙ্গুলি পরস্পরবিশ্লিষ্ট হইয়া সেই দ্যোতমান অগ্নিকে প্রীত করে। আমরা মনুষ্য, রক্ষালাভার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। ধনুক হইতে যেরূপ বাণ বহির্গত হয়, অগ্নি সেইরূপ রশ্মি প্রেরণ করেন। অগ্নি চতুর্দিকবর্তী যজমানগণের নূতন স্তুতি ধারণ করেন ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি পশুপালকের ন্যায় নিজ সামর্থ্যে স্বর্গীয়দিগের ঈশ্বর, এবং পার্থিবদিগের ঈশ্বর, এইজন্য মহতী ঐশ্বর্যবতী, হিরণ্ময়ী, মঙ্গলশব্দকারিণী, শুভ্রবর্ণা ও প্রসন্না দ্যাবা-পৃথিবী তোমার যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি হব্য সেবা কর, তোমার স্তোত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে স্তুত্য, অন্নবান্ যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সুক্রতু অগ্নি, তুমি সমস্ত জগতের অনুকূল, সকলের দর্শনীয়, তুমি আনন্দোৎপাদক, এবং প্রভূত অন্নবান্ ব্যক্তির ন্যায় সকলের আশ্রয়স্থান ॥ ৭ ॥

১৪৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ; ৫ ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কর তিনিই জানেন, তিনিই গিয়াছিলেন, তাঁহারই চৈতন্য আছে, তিনিই যান, তাঁহারই গতি দ্রুত, শাসনক্ষমতা তাঁহারই আছে, ইষ্ট বস্তুও তাঁহাতেই আছে। তিনিই অন্ন, বল, এবং বলবানের পালক ॥ ১ ॥ তাঁহাকেই সকল লোকে জিজ্ঞাসা করে, অন্যায় জিজ্ঞাসা করে না। ধীরব্যক্তি নিজের মনে যাহা স্থির করে তাহার পূর্বেও কথা সহ্য করিতে পারে না, পরেও কথা সহ্য করিতে পারে না ; এইজন্যই দাম্ভিকতাশূন্য লোক অগ্নির আশ্রয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥ জুহূসমূহ তাঁহারই উদ্দেশে গমন করে, স্তুতিও তাঁহারই জন্য ; এক অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতি শ্রবণ করেন। তিনি অনেকের প্রবর্তক, তারয়িতা, ও যজ্ঞের সাধনভূত, তাঁহার রক্ষা ছিদ্রশূন্য ; তিনি শিশুর ন্যায় (শান্ত) এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকর্তা ॥ ৩ ॥ যখনই যজমান অগ্নি উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করে তখনই অগ্নি আবির্ভূত হয়েন, উৎপন্ন হইয়াই সদ্যোযুজ্য বস্তুর সহিত মিলিত হয়েন। তাঁহার আনন্দজনক কর্মশ্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজমানের সন্তোষের জন্য অভিমত ফল প্রদান করেন ॥ ৪ ॥ অন্বেষণশীল, অধিগম্য, বনগামী অগ্নি, ত্বকের ন্যায় ইন্ধনের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন। বিদ্বান্, যাগাভিজ্ঞ, যথার্থবাদী অগ্নি মর্ত্যদিগকে বিশেষ করিয়া জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

১৪৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
পিতা-মাতার (দ্যাবা-পৃথিবীর) ক্রোড়স্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট, ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর। সর্বত্রগামী, অবিচলিত, দ্যোতমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী অগ্নির তেজ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে ॥ ১ ॥ ফলপ্রদাতা অগ্নি নিজ মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, জরারহিত, পূজনীয় অগ্নি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, বিস্তৃত পৃথিবীর সানুপ্রদেশে বেদিতে পদক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ উধঃ অন্তরীক্ষ লেহন করিতেছে ॥ ২ ॥ যজমান ও তৎপত্নী সেবাকার্যকুশল দুইটি ধেনুর ন্যায় একটি বৎসরূপ অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহারা গর্হিত বিষয়শূন্য পথ নির্মাণ করিতেছেন এবং সর্বপ্রকার প্রজ্ঞা অধিক পরিমাণে ধারণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ অভিজ্ঞ মেধাবিগণ অজেয় অগ্নিকে স্বীয়স্থানে স্থাপন করিতেছেন, বুদ্ধিবলে নানা উপায়ে তাঁহার রক্ষা করিতেছেন, যজ্ঞফলভোগেচ্ছায় ফলদায়ী অগ্নির শুশ্রূষা করিতেছেন। অগ্নি সূর্যরূপে তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইতেছেন ॥ ৪ ॥ অগ্নি ইচ্ছা করেন যে, দশদিকে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি সর্বদা জয়শীল ও স্তুতিযোগ্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলেরই জীবনস্বরূপ। ধনবান্ এবং সকলের দর্শনীয়, অগ্নি অনেক স্থানে শিশুতুল্য যজমানগণের পিতারূপ ॥ ৫ ॥

১৪৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে অগ্নি, তোমার উজ্জ্বল ও শোষক রশ্মিগণ কি প্রকারে অন্নের সহিত আয়ুঃ প্রদান করে, যে পুত্র ও পৌত্রাদির জন্য অন্ন ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া যজমান যজ্ঞসম্বন্ধীয় সামগান করিতে পারে? ॥ ১ ॥ হে তরুণ অন্নবান্ অগ্নি, আমার অতিশয় পূজনীয় ও উত্তমরূপে সম্পাদিত স্তুতি গ্রহণ কর। একজন তোমাকে হিংসা করে আর একজন তোমার পূজা করে। আমি তোমার উপাসক, আমি তোমার মূর্তিকে পূজা করি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রশ্মিগণ মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দেখিয়া তাহাকে অন্ধত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিল তুমি সর্বপ্রজ্ঞাযুক্ত, তুমি সেই সুখকর রশ্মিগণকে রক্ষা কর। বিনাশেচ্ছু শত্রুগণ যেন হিংসা না করে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যে আমাদিগের পাপ ইচ্ছা করে, নিজে দান করে না, মানসিক ও বাচনিক দুই প্রকার মন্ত্রদ্বারা আমাদিগের নিন্দা করে, তাহাদিগের একমন্ত্র (মানস) তাহাদিগেরই পক্ষে গুরুভার হউক, এবং তাহারা দুর্বাক্যদ্বারা আপনাদিগেরই শরীর নষ্ট করুক ॥ ৪ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, যে মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া দ্বিপ্রকার মন্ত্রদ্বারা মনুষ্যের নিন্দা করে, হে স্তূয়মান অগ্নি, আমি স্তব করিতেছি, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে পাপে নিক্ষেপ করিও না ॥ ৫ ॥

১৪৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
মাতরিশ্বা প্রবেশ করিয়া নানারূপবিশিষ্ট সর্বদেবকার্যকুশল দেবগণের আহ্বানকর্তা অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। পূর্বে দেবগণ ইহাকে বিচিত্র দ্যুতিমান্ সূর্যের ন্যায় মনুষ্য ও ঋত্বিক্‌গণের যজ্ঞ সমাধার জন্য স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিকে সন্তোষকর হব্য প্রদান করিলেই শত্রুগণ আমাকে নাশ করিতে পারিবে না, যেহেতু অগ্নি মৎপ্রদত্ত বরণীয় (স্তোত্রাদির) অভিলাষী। স্তোতা যখন অগ্নির সম্বন্ধে স্তুতি করেন, তখন সমস্ত দেবগণ তৎপ্রদত্ত সমস্ত হব্য প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥ যজ্ঞকারিগণ যে অগ্নিকে নিত্য অগ্নিগৃহে লইয়া যান এবং স্তুতিসহকারে স্থাপন করেন, ঋত্বিক্‌গণ দ্রুতগামী রথনিবদ্ধ অশ্বের ন্যায় সেই অগ্নিকে যজ্ঞার্থ প্রণয়ন করেন ॥ ৩ ॥ বিনাশক অগ্নি সর্বপ্রকার বৃক্ষাদি দন্তদ্বারা নষ্ট করেন, অনন্তর বনে নানাবর্ণে শোভাপ্রাপ্ত হয়েন। তদনন্তর যেমন ধানুকীর নিকট হইতে তীরবেগে গমন করে সেইরূপ বায়ু প্রতিদিন শিখার অনুকূল হইয়া বহিতে থাকে॥ ৪ ॥ অরণিগর্ভে অবস্থিত যে অগ্নিকে শত্রুগণ অথবা অন্য হিংসকগণ দুঃখ দিতে পারে না, অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিরহিত লোকে যে অগ্নির মাহাত্ম্য নষ্ট করিতে পারে না, অবিচলিত-ভক্তিবিশিষ্ট যজ্ঞমানগণ বিশেষরূপে তৃপ্তি সাধন করিয়া তাঁহাকেই রক্ষা করে ॥ ৫ ॥

১৪৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। বিরাট্ ।

মহাধনের স্বামী অগ্নি অভীষ্ট প্রদান করতঃ আমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছেন। প্রভুর প্রভু অগ্নি ধনাস্পদ বেদি আশ্রয় করিতেছেন। প্রস্তরহস্ত যজমানগণ আগত অগ্নির সেবা করিতেছেন ॥ ১ ॥ যে অগ্নি মনুষ্যদিগের ন্যায় দ্যাবা-পৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশোযুক্ত হইয়া বর্তমান আছেন, এবং তাঁহা হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (সমস্ত জীবের) সৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥ অগ্নি মেধাবী, তিনি অন্তরীক্ষচারী বায়ুর ন্যায় নানাস্থানে গমন করেন। তিনি এই সুন্দর স্থান দীপ্ত করিয়াছেন, নানারূপ অগ্নি সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩ ॥ দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান্ লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রঞ্জনাত্মক লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবতাগণের আহ্বানকর্তা এবং যে স্থলে জল সংগৃহীত হয় তথায় বর্তমান আছেন ॥ ৪ ॥ যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনিই হব্যলাভের ইচ্ছায় সমস্ত বরণীয় ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্য অগ্নিকে হব্য দান করে, তাহার উত্তম পুত্র হয় ॥ ৫ ॥

১৫০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। উষ্ণিক্ ।

হে অগ্নি, যেহেতু আমি হব্য দান করি, অতএব তোমার নিকট অনেক প্রার্থনা করি। হে অগ্নি, আমি তোমারই সেবক। হে অগ্নি, মহৎ প্রভুর গৃহে যেরূপ সেবক থাকে আমি তোমার নিকট সেইরূপ ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যে ধনবান্ ব্যক্তি তোমাকে স্বামী বলিয়া মানে না, বা উত্তমরূপ হোমের জন্য দক্ষিণা দেয় না, এবং যে ব্যক্তি দেবতাগণকে স্তব করে না সেই দেবশূন্য লোকদ্বয়কে ধন দান করিও না ॥ ২ ॥ হে মেধাবী অগ্নি, যে ব্যক্তি তোমার যজ্ঞ করে, সে স্বর্গে চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দকর হয়, প্রধানদিগের মধ্যেও প্রধান হয়। (অতএব) আমরা বিশেষরূপে তোমারই সেবক হইব ॥ ৩ ॥

১৫১ সূক্ত। দেবতা : ১ মিত্র, ২-৯ মিত্রাবরুণ। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ।

গোধনাভিলাষী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন যজমানগণ, গোধনলাভের ও মনুষ্যগণের রক্ষার নিমিত্ত, মিত্রের ন্যায় প্রিয় ও যজনীয় যে অগ্নিকে অন্তরীক্ষভব জলমধ্যে ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন করিয়াছেন তাঁহার বল ও শব্দে দ্যাবা-পৃথিবী কম্পিত হইতেছে॥ ১ ॥ যেহেতু মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ তোমাদিগের জন্য অভীষ্টপ্রদায়ী স্বকর্মক্ষম সোমরস ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অতএব অর্চকের গৃহে আগমন কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা গৃহপতির আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিত্রাবরুণ, মহাবল লাভের জন্য মনুষ্যগণ দ্যাবা-পৃথিবী হইতে তোমার প্রশংসনীয় জন্মের কীর্তন করিতেছে; যেহেতু তুমি যজমানের যজ্ঞফলস্বরূপ অভীষ্ট প্রদান কর, এবং স্তুতি এবং হব্যযুক্ত যজ্ঞ গ্রহণ কর॥ ৩॥ হে প্রভূতবলবান্ মিত্রাবরুণ, যে যজ্ঞভূমি তোমাদিগের প্রিয়তর, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। হে সত্যবাদী মিত্রাবরুণ, তোমরা আমাদিগের বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা কর। দুগ্ধাদির দ্বারা শরীরের বলপ্রদানে সমর্থ ধেনুর ন্যায়, তোমরা উভয়ে বৃহৎ দ্যুলোকের অগ্রভাগে দেবতাগণের আনন্দোৎপাদনে সমর্থ, এবং নানাস্থানে আরব্ধ কর্ম উপভোগ কর॥ ৪॥ হে মিত্রাবরুণ, তোমরা নিজ মহিমায় যে ধেনুগণকে বরণীয় প্রদেশে লইয়া যাও, তাহাদিগকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। তাহার ক্ষীর প্রদান করে এবং গোষ্ঠে ফিরিয়া আইসে। চৌরধারী ব্যক্তিগণের ন্যায় উক্ত গাভীগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপরিস্থিত সূর্যের দিকে চীৎকার করে॥ ৫॥ হে মিত্র, হে বরুণ, তোমরা যে যজ্ঞে যজ্ঞভূমিকে সম্মানিত কর তথায় কেশের ন্যায় অগ্নির শিখা যজ্ঞার্থ তোমাদিগকে পূজা করে। তোমরা নিম্নমুখে বৃষ্টি প্রদান কর, এবং আমাদিগের কর্ম সম্পন্ন কর। তোমরাই মেধাবী যজমানের মনোহর স্তুতির ঈশ্বর॥ ৬॥ যে মেধাবী হোমনিষ্পাদক, মনোহর-যজ্ঞোপকরণ-বিশিষ্ট যজমান যজ্ঞের নিমিত্ত তোমাদিগের উদ্দেশে স্তব করতঃ হব্য প্রদান করে, সেই প্রজ্ঞাবান্ যজমানের উদ্দেশে গমন কর, এবং যজ্ঞের কামনা কর। আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার অভিলাষে আমাদিগের স্তুতি স্বীকার কর॥ ৭॥ যেমন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে মনের প্রয়োগ করিতে হয়, হে সত্যবাদী মিত্র ও বরুণ, সেইরূপ তোমাদিগকেই যজমানেরা প্রথমে গব্যদ্বারা অর্চনা করে॥ যজমানেরা আসক্ত চিত্তে স্তুতি করিতেছে, তোমরা মনে দর্প না করিয়া আমাদিগের সমৃদ্ধ কার্যে উপস্থিত হও॥ ৮॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা ধনবিশিষ্ট অন্ন ধারণ কর, আমাদিগকে ধনবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। উহা প্রচুর, ও তোমার বুদ্ধিবলে রক্ষিত। দিবস বা রাত্রি তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। নদীগণও তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, পণিরাও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা তোমার দানও প্রাপ্ত হয় নাই॥ ৯॥

১৫২ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে স্থূল মিত্র ও বরুণ, তোমরা (তেজোরূপ) বস্ত্র ধারণ কর, তোমাদিগের সৃষ্টি সুন্দর ও দোষরহিত। তোমরা সমস্ত অনৃত বিনাশ কর এবং ঋতের সহিত যুক্ত হও॥ ১॥ এই উভয়ের (মিত্র ও বরুণের) প্রত্যেকেই কর্ম অনুষ্ঠান করেন। তিনি সত্যবাদী, মন্ত্রণাকুশল, কবিগণের স্তুত্য ও শত্রুহিংসক। তিনি উগ্ররূপে চতুর্গুণ অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া ত্রিগুণ-অস্ত্রবিশিষ্টগণকে নাশ করেন। দেবনিন্দুকেরা তাঁহার প্রভাবে প্রথমতঃই জীর্ণ হইয়া যায়॥ ২॥ পদবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের অগ্রে পদরহিতা উষা আগমন করেন, হে মিত্রাবরুণ, ইহা যে তোমাদিগেরই কর্ম তাহা কে জানে? তোমাদিগের সন্তান আদিত্য ঋতের পূরণ ও অনৃতের বিনাশ করিয়া সমস্ত জগতের ভার বহন করেন॥ ৩॥ আমরা দেখিতেছি যে কন্যার (উষার) প্রণয়ী আদিত্য ক্রমাগতই চলিতেছেন, কখনই বসিতেছেন না। বিস্তৃত তেজে আচ্ছাদিত আদিত্য মিত্রাবরুণের প্রিয়পাত্র॥ ৪॥ আদিত্যের অশ্ব নাই, প্রগ্রহ নাই, তথাপি তিনি শীঘ্র গমনশীল ও অত্যন্ত শব্দকারী; তিনি ক্রমেই ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতেছেন। লোকে এই সকল অচিন্তনীয় বৃহৎকর্ম মিত্র ও বরুণের প্রতি আরোপ করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতেছে ও সেবা করিতেছে॥ ৫॥ প্রীতিজনক ধেনুগণ বৃহৎকর্মপ্রিয় মমতার পুত্রকে (অর্থাৎ আমাকে) আপনার স্তনজাত দুগ্ধদ্বারা প্রীত করুক। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান অবগত হইয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন, মুখদ্বারা আহারার্থ ভিক্ষা করুন, এবং মিত্রাবরুণের পরিচর্যা করিয়া যজ্ঞ অখণ্ডিতরূপে সম্পন্ন করুন॥ ৬॥ হে দেব মিত্রাবরুণ, আমি রক্ষার নিমিত্ত নমস্কার ও স্তোত্র করতঃ তোমাদের হব্যসেবার উদ্যোগ করিব। আমাদিগের বৃহৎ কর্ম যেন যুদ্ধের সময় শত্রুদিগকে অভিভব করিতে পারে। স্বর্গীয় বৃষ্টি যেন আমাদিগের উদ্ধার করে॥ ৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৩ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ঘৃতস্রাবী, মহান্ মিত্রাবরুণ, যেহেতু আমাদিগের অধ্বর্যুগণ স্বীয় কার্যদ্বারা তোমাদিগকে পোষণ করে, অতএব আমরা সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া হব্য, ঘৃত ও নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পূজা করি ॥ ১ ॥ হে মিত্রাবরুণ, তোমাদিগের উদ্দেশে কেবল যাগের প্রস্তাবই প্রকৃত যাগ নহে, কিন্তু তদ্দ্বারাই আমি তোমাদিগের তেজঃ প্রাপ্ত হই। কারণ সুধী হোতা যখন তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আগমন করেন, হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তখন তিনি সুখলাভ করেন ॥ ২ ॥ হে মিত্রাবরুণ, রাতহব্য নামক রাজা মনুষ্য যজমানের হোতার ন্যায় যজ্ঞে সপর্যাদ্বারা তোমাকে প্রীত করিলে তদীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধবতী হইয়াছিল, তোমার যজ্ঞে যে যজমান হব্য প্রদান করে, তাহার ধেনুসকল সেইরূপ বহুদুগ্ধবতী হইয়া আনন্দ বর্ধন করুক ॥ ৩ ॥ হে মিত্রাবরুণ, দিব্য ধেনুগণ এবং অন্ন ও উদক তোমাদের ভক্ত যজমানগণের নিমিত্ত তোমাদিগকে প্রীত করুক। আমাদের যজমানের পূর্বপালক অগ্নি দানশীল হউন এবং তোমরা ক্ষীরস্রাবিণী ধেনুর দুগ্ধ পান কর ॥ ৪ ॥

১৫৪ সূক্ত। বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
আমি বিষ্ণুর বীর কর্ম শীঘ্রই কীর্তন করি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করিয়াছেন। তিনি উপরিস্থ জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন। লোকে তাঁহার প্রভূত স্তুতি করে ॥ ১ ॥ যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ংকর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে ॥ ২ ॥ উন্নতপ্রদেশনিবাসী, অভীষ্টবর্ষী, ও সর্বলোকপ্রশংসিত বিষ্ণুকে মহাবল ও স্তোত্রসমূহ আশ্রয় করুক। তিনি এককই এই একত্রাবস্থিত অতিবিস্তীর্ণ নিয়ত ভুবন তিনবার পদক্ষেপদ্বারা পরিমাপ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ যাঁহার অক্ষীণ, অমৃতপূর্ণ, ত্রিসংখ্যক পদক্ষেপ অন্নদ্বারা হর্ষ উৎপাদন করে; যিনি এককই ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক, ও সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৪ ॥ দেবাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ যে প্রিয় পথ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন, আমি সেই পথ যেন প্রাপ্ত হই। উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু ॥ ৫ ॥ যে সকল সুখের স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, সেই সকল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি। এই সকল স্থানে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৬ ॥

১৫৫ সূক্ত। দেবতা : বিষ্ণু ; ১-৩ ইন্দ্র-বিষ্ণু। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী।
হে অধ্বর্যুগণ, তোমরা স্তুতিপ্রিয় মহাবীর ইন্দ্রের নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্বক প্রস্তুত কর। তাঁহারা উভয়ে দুর্ধর্ষ, ও মহীয়ান্। তাঁহারা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা ইষ্টপ্রদ ; অতএব হুতাবশিষ্ট সোমপায়ী যজমান তোমাদিগের দীপ্তিপূর্ণ আগমন প্রশংসা করিতেছে। তোমরা মর্ত্যদিগের জন্য শত্রুবিমর্দক অগ্নির নিকট হইতে প্রদেয় অন্ন নিরন্তর প্রেরণ কর ॥ ২ ॥ প্রসিদ্ধ আহুতিসকল ইন্দ্রের মহৎ পৌরুষ বৃদ্ধি করিতেছে। ইন্দ্র, সকলের মাতৃস্থানীয় দ্যাবা-পৃথিবীকে রেতঃ এবং উপভোগের জন্য সেই সামর্থ্য প্রদান করেন। পুত্র নিকৃষ্ট নাম ধারণ করেন, উৎকৃষ্ট নাম পিতার, তৃতীয় নাম দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে আছে ॥ ৩ ॥ আমরা সকলের স্বামী, পালনকর্তা, শত্রুরহিত, ও সেচনসমর্থ বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয় লোক রক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপদ্বারা পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ, মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মানপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণও প্রাপ্ত হয় না ॥ ৫ ॥ বিষ্ণু গতিবিশেষদ্বারা বৎসরের চতুর্নবতি দিবস চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎশরীরবিশিষ্ট, ও স্তুতিদ্বারা পরিমেয় ; তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন ॥ ৬ ॥

১৫৬ সূক্ত। বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী।

হে বিষ্ণু, তুমি মিত্রের ন্যায় আমাদিগের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতিভাজন, প্রভূত-অন্নবান্, রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান্ যজমান কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উচ্চার্য, এবং তোমার যজ্ঞ হবিষ্মান্ যজমানের আরাধনীয় ॥ ১ ॥ যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্যনূতন, ও সুমজ্জানি বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন ; যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্ম-(কথা) কীর্তন করেন, তিনি যুজ্য (স্থান) প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥ হে স্তোতৃগণ, প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপ জান সেইরূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন কর ॥ বিষ্ণুর নাম জানিয়া কীর্তন কর। হে বিষ্ণু, তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি ॥ ৩ ॥ রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুৎবান্ বিধাতার সেই যজ্ঞে মিলিত হউন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হইয়া উত্তম অহর্বিদ্ বল ধারণ করেন এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করেন ॥ ৪ ॥ যে স্বর্গীয়, অতিশয় শোভনকর্মা বিষ্ণু শোভনকর্মা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া আসেন, সেই মেধাবী ত্রিজগৎ-বিক্রমী আর্যকে প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

১৫৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ; ৫-৬ ত্রিষ্টুপ্।

ভূমির উপর অগ্নি জাগরিত হইলেন, সূর্য উদিত হইলেন, মহতী উষা তেজোদ্বারা সকলকে আহ্লাদিত করিয়া (তমঃ) দূরীকৃত করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়, আগমনের জন্য তোমাদের রথ যোজিত কর, সবিতা সমস্ত জগৎকে (স্ব স্ব কর্ম করণে) নিয়োজিত করুন ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করিতেছ, তখন মধুর জলদ্বারা আমাদিগের বল বর্ধিত কর, এবং আমাদিগের লোকজনকে অন্নদ্বারা প্রীত কর। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধনপ্রাপ্ত হই ॥ ২ ॥ অশ্বিদ্বয়ের চক্রত্রয়বিশিষ্ট, মধুপূর্ণ, শীঘ্রগামী-অশ্ববিশিষ্ট, প্রশংসিত, ত্রিবন্ধুর, ধনপূর্ণ, সর্ব-সৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক এবং আমাদিগের দ্বিপদ (পুত্রাদির) ও চতুষ্পদ (গবাদির) সুখ সম্পাদন করুক ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে আমাদিগকে বল প্রদান কর, তোমাদিগের মধুমতী কষাদ্বারা আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন কর। আমাদিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর, পাপ শোধন কর, দ্বেষকারীদিগকে বিনাশ কর, সকল কর্মে আমাদিগের সহচর হও ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে গমনশীল গোসমূহমধ্যে এবং সমস্ত জগতের (প্রাণিসমূহের) অন্তঃস্থিত গর্ভ রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমরা উভয়ে অগ্নি, জল ও বনস্পতিদিগকে প্রবর্তিত কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে ঔষধ-(জ্ঞানদ্বারা) ভিষক্ হইয়াছ, রথবাহক অশ্বদ্বারা রথবান্ হইয়াছ। তোমাদিগের বল অত্যন্ত অধিক, অতএব হে উগ্র অশ্বিদ্বয়, যে তোমাদিগকে (আসক্তচিত্তে) হব্য প্রদান করে, তাহাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

১৫৮ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬ অনুষ্টুপ্।

হে অভীষ্টবর্ষী, নিবাসপ্রদ, পাপনাশক, বহুজ্ঞানী, স্তুতিদ্বারা বর্ধমান, পূজিত অশ্বিদ্বয়, আমাদিগকে অভিমত ফল প্রদান কর। যেহেতু উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা তোমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছে এবং তোমরা অকুৎসিত-ভাবে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ১ ॥ হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের এই অনুগ্রহের জন্য, কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদিগকে হব্য প্রদান করিতে পারে? যেহেতু বেদিপদে তোমরা অন্নের সহিত বহুতর ধন দান করিতে ইচ্ছা কর। শরীরপুষ্টকারী, শব্দায়মানা, বহুদুগ্ধবতী ধেনুসমূহ প্রদান কর। তোমরা যজমানের অভিলাষ পূরণে যেন কৃতসংকল্প হইয়া বিচরণ করিতেছ॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের উদ্ধারকুশল, অশ্বযুক্ত রথ তৌগ্ররাজার নিমিত্ত বলপ্রয়োগদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্রমধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব যেমন যুদ্ধজেতা বীর, দ্রুতগামী অশ্বে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সেইরূপ আমি তোমার আশ্রয়ার্থ শরণাগত হইয়াছি॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের স্তুতি উচথ্যতনয়কে রক্ষা করুক। নিত্য প্রত্যাবর্তনশীল অহোরাত্র যেন আমাকে শীর্ণ করিতে না পারে, দশবার প্রজ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত এই ব্যক্তি, পাশবদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে॥ ৪॥ মাতৃস্থানীয় নদীজল আমাকে যেন গ্রাস না করে, দাসেরা এই সংকুচিতাঙ্গ বৃদ্ধকে নিম্নমুখে প্রক্ষেপ করিয়াছে। ত্রৈতন ইহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, দাস স্বয়ং বক্ষঃস্থল ও অংশদ্বয়ে আঘাত করিয়াছে॥ ৫॥ মমতার পুত্র দীর্ঘতমা, দশম যুগ অতীত হইলে জীর্ণ হইয়াছিল। যে সকল লোক কর্মফল পাইতে বাসনা করে, তিনি তাহাদিগের নেতা এবং সারথি॥ ৬॥

১৫৯ সূক্ত। দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতা।

যজ্ঞের বর্ধক, মহান্, যজ্ঞকার্যের চৈতন্যকারী দ্যাবা-পৃথিবীকে আমি বিশেষরূপে স্তব করি। যজমানেরা তাঁহাদের পুত্রস্বরূপ, তাঁহাদের কর্ম সুন্দর, তাঁহারা অনুগ্রহ করতঃ যজমানগণকে বরণীয় ধন প্রদান করেন॥ ১॥ আমি দ্রোহরহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন, আহ্বানমন্ত্রদ্বারা জানিয়াছি। মাতৃস্থানীয় পৃথিবীর মনও জানিয়াছি। পিতা-মাতা দ্যাবা-পৃথিবী নিজ সামর্থ্যদ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করতঃ প্রভূত, বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করেন॥ ২॥ তোমাদিগের পুত্র, সুকর্মা, সুদর্শন প্রজাগণ, তোমাদিগের পূর্ব অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া, তোমাদিগকে মহৎ ও মাতা বলিয়া জানেন। পুত্রভূত স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্যাবা-পৃথিবী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তোমরা তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত অবাধ স্থান প্রদান কর॥ ৩॥ দ্যাবা-পৃথিবী সহোদরা ভগিনী, এবং একস্থানস্থিতা মিথুন। প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, চৈতন্যকারী। রশ্মিগণ তাঁহাদিগকে পরিচ্ছেদ করিতেছে। স্বব্যাপারনিরত, সুদীপ্ত রশ্মিগণ, দ্যোতমান অন্তরীক্ষমধ্যে নূতন নূতন তন্তু বিস্তার করিতেছে॥ ৪॥ আমরা অদ্য সবিতার অনুমতি অনুসারে সেই বরণীয় ধন প্রার্থনা করি। দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া গৃহাদিবিশিষ্ট এবং শত শত গোবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন॥ ৫॥

১৬০ সূক্ত। দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী।

দ্যাবা-পৃথিবী জগতের সুখদায়িনী, যজ্ঞবতী, উদকোৎপাদনার্থ প্রযত্নবতী ও সুজাতা, নিজকার্যে প্রগল্‌ভা। দ্যুতমানা শুচি, দীপ্যমান্ সবিতা দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তরালে স্বকার্যে সর্বদা গমন করেন॥ ১॥ বিস্তীর্ণা ও মহতী ও পরস্পরবিযুক্তা পিতামাতা (দ্যাবা-পৃথিবী) ভূতসমূহকে রক্ষা করিতেছেন। দ্যাবা-পৃথিবী শরীরীদিগের মঙ্গলের জন্যই যেন সযত্না, কারণ পিতা সমুদয় পদার্থকে রূপ প্রদান করিতেছেন॥ ২॥ আদিত্য পিতামাতা-স্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র। তিনি ধীর, এবং ফলপ্রদায়ী; তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা সমস্ত ভূতগণকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি পৃশ্নি ধেনু ও সেচনসমর্থ বৃষকে প্রকাশ করিতেছেন, ও দ্যুলোক হইতে নির্মল জল দোহন করিতেছেন॥ ৩॥ তিনি দেবতাগণের মধ্যে দেবতম, কর্মবান্‌গণের মধ্যে কর্মবত্তম। তিনি সর্বসুখপ্রদ দ্যাবা-পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং প্রাণিগণের সুখের জন্য দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তর শঙ্কুদ্বারা ইহাদিগকে স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমরা তোমাদিগের স্তব করি। তোমরা মহৎ, আমাদিগকে প্রভূত অন্ন ও বল প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা সর্বকালেই (পুত্রাদি) প্রজা বিস্তার করিব। আমাদিগের শরীরে প্রশংসনীয় বল বৃদ্ধি করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

১৬১ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী; ১৪ ত্রিষ্টুপ্।

যিনি আমাদের নিকটে আসিয়াছেন ইনি কি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ না বয়ঃকনিষ্ঠ; ইনি কি দেবতাগণের দৌত্যকার্যে আসিয়াছেন? ইঁহাকে কি বলিতে হইবে, কেমন করিয়া জানিব? হে ভ্রাতঃ অগ্নি, আমরা চমসের নিন্দা করিব না। কারণ উহা মহাকুলে উৎপন্ন, আমরা দারুময় চমসের ভূতি ব্যাখ্যা করিব ॥ ১ ॥ হে সুধন্বার পুত্রগণ, তোমরা একখানি চমসকে চারিখানি কর। এ কথা দেবতারা তোমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তোমাদিগকে বলিতে আসিয়াছি। তোমরা যদ্যপি এই কার্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে দেবতাগণের সহিত যজ্ঞাংশভাগী হইবে ॥ ২ ॥ হে দেব অগ্নি, দেবগণ দূত অগ্নির প্রতি যে যে কার্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কি অশ্ব নির্মাণ করিতে হইবে, কি রথ নির্মাণ করিতে হইবে, কি ধেনু নির্মাণ করিতে হইবে, কিংবা পিতামাতাকে পুনবার যুবা করিতে হইবে? হে ভ্রাতঃ, তোমাদিগকে সেই সকল কার্য করিয়া পশ্চাৎ কর্মফলে তোমাদিগের নিকট যাইব ॥ ৩ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা সেই কার্য সম্পন্ন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে, এই যে দূত আমাদিগের নিকট আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন? যখন ত্বষ্টা দেখিলেন চমস চারিখানি হইল, তখনি তিনি লজ্জায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন ॥ ৪ ॥ ত্বষ্টা যখন বলিলেন, যাঁহারা দেবতাগণের পানপাত্র চমসের অবমাননা করিয়াছে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। তখন অবধি ভয়ে ঋভুগণ সোম প্রস্তুত হইলে অন্য নাম গ্রহণ করেন, এবং কন্যা সেই নাম ধরিয়াই তাঁহাদিগকে প্রীত করেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র তাঁহার অশ্বদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন, অশ্বিদ্বয় রথ যোজনা করিয়াছেন, বৃহস্পতি বিশ্বরূপা গো স্বীকার করিয়াছেন। অতএব হে ঋভু, বিভ্বু ও বাজ, তোমরা দেবতাগণের নিকট গমন কর ॥ হে পুণ্যকর্মকারিগণ, তোমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥ হে সুধন্বাতনয়গণ, তোমরা আশ্চর্য কৌশলদ্বারা মৃত ধেনুর শরীর হইতে গৃহীত চর্ম হইতে ধেনু উৎপন্ন করিয়াছ, যে পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগকে পুনরায় আবার যুবা করিয়াছ, এক অশ্ব হইতে অন্য অশ্ব উৎপন্ন করিয়াছ, অতএব রথ যোজনা করতঃ দেবতাগণের অভিমুখে গমন কর ॥ ৭ ॥ হে দেবগণ, তোমরা বলিয়াছিলে 'হে সুধন্বাতনয়গণ, তোমরা এই সোমরস পান কর, অথবা মুঞ্জতৃণশোধিত সোমরস পান কর'। যদি এই উভয়েই তোমাদিগের অভিলাষ না থাকে তবে তৃতীয় সবনে সোমরস পান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হও' ॥ ৮ ॥ ঋভুগণের মধ্যে একজন বলিলেন জলই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন বলিলেন অগ্নিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন ॥ সত্যকথা বলিয়াই তাঁহারা চমসচতুষ্টয় নির্মাণ করিলেন ॥ ৯ ॥ একজন, লোহিতবর্ণ রক্ত বাহ্যভূমিতে রাখিতেছেন, একজন ছুরিকাদ্বারা কর্তিত মাংস স্থাপিত করিতেছেন। আর একজন ছিন্ন মাংস হইতে মলাদি পৃথক্ করিতেছেন। কিরূপে পিতামাতা পুত্রদিগের উপকার করিতে পারে? ॥ ১০ ॥ হে প্রভূতদীপ্তিযুক্ত ঋভুগণ, তোমরা নেতা। তোমরা প্রাণিগণের উপকারার্থ উন্নত প্রদেশে তৃণ উৎপাদন কর, এবং সৎকর্ম করিবার অভিলাষে নিম্ন প্রদেশে জল উৎপন্ন কর। তোমরা আদিত্যমণ্ডলে এতক্ষণ নিহিত ছিলে, এক্ষণে সেইরূপ করিও না, নিজকার্য সাধন কর ॥ ১১ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা যখন জলধরে ভূতজাতকে সম্মিলিত করিয়া চারিদিকে গমন কর, তৎকালে জগতের পিতামাতা কোথায় থাকেন? যে তোমাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া রোধ করে তাহাদিগকে অভিসম্পাত কর; যে বাক্যদ্বারা তোমাদিগের রোধ করে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা কর ॥ ১২ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্মে জাগরিত করেন। আদিত্য বলিবেন, বায়ু তোমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগরিত করেন। সংবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এক্ষণে আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর ॥ ১৩ ॥ হে বলের নপ্তা ঋভুগণ, তোমাদিগের দর্শনাভিলাষে মরুৎগণ দ্যুলোক হইতে আগমন করিতেছেন ; অগ্নি, পৃথিবী হইতে আগমন করিতেছেন ; বায়ু, আকাশ হইতে আগমন করিতেছেন, এবং বরুণ সমুদ্রজলের সহিত আগমন করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

১৬২ সূক্ত। অশ্ব দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৩,৬ জগতী।

যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্ম কীর্তন করিতেছি, অতএব মিত্র, বরুণ, অর্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিন্দা না করেন ॥ ১ ॥ সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে ঋত্বিক্‌গণ উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন ॥ বিবিধবর্ণ ছাগ শব্দ করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হউক ॥ ২ ॥ সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে; উহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে ॥ অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণের সুভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত ঐ অজ হইতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন ॥ ৩ ॥ যখন ঋত্বিক্‌গণ দেবতাগণের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতি ঋতুতে তিনবার অগ্নির নিকট লইয়া যায়, সেই সময় পূষার প্রথমভাগের ছাগ দেবতাগণকে যজ্ঞের কথা প্রচার করিয়া অগ্রে গমন করে ॥ ৪ ॥ হোতা, অধ্বর্যু, আবয়া, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, শংস্তা, ও মেধাবী ব্রহ্মা ইহাঁরা সকলে প্রসিদ্ধ, অলংকৃত, সুন্দর যজ্ঞ-দ্বারা নদীসকল পরিপূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥ যাহারা যূপবৃক্ষ ছেদন করে, যাহারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চষাল প্রস্তুত করে, যাহারা অশ্বের জন্য পাকপাত্র সংগ্রহ করে, আমাদিগের সংকল্পই যেন তাহাদেরও সংকল্প হয় ॥ ৬ ॥ আমার মনোরথ আপনিই সিদ্ধ হউক, মনোহরপৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের আশা পূরণার্থ আগমন করুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা উহাকে উত্তমরূপে বন্ধন করিব, মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ আনন্দিত হউন ॥ ৭ ॥ যে রজ্জুদ্বারা অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু উহার মস্তকে বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জুসকল, এবং উহার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ করা হয়, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক ॥ ৮ ॥ অশ্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদনকালে বা পরিষ্কার করিবার সময় ছেদন ও পরিষ্কারসাধন অস্ত্রে যাহা লিপ্ত হয়, ছেদকের হস্তদ্বয়ে এবং নখে যাহা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক ॥ ৯ ॥ উদরের যে অজীর্ণ তৃণ বাহির হইয়া যায়, অপক্ক মাংসের যে লেশমাত্র থাকে, ছেদনকর্তা তাহা নির্দোষ করুন, এবং পবিত্র মাংস, দেবতাগণের উপযোগী করিয়া পাক করুন ॥ ১০ ॥ হে অশ্ব, অগ্নিতে পাক করিবার সময়, তোমার গাত্র হইতে যে রস বাহির হয়, এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তাহা যেন ভূমিতে পড়িয়া না থাকে, এবং তৃণের সহিত মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হইয়াছেন, সমস্তই তাঁহাদিগকে প্রদান করা হউক ॥ ১১ ॥ যাহারা চারিদিক হইতে অশ্বের পাক দর্শন করে ; যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহর হইয়াছে, এখন নামাও, এবং যাহারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদিগের সংকল্প আমাদিগের সংকল্প হউক ॥ ১২ ॥ যে কাষ্ঠদণ্ড মাংস পাক পরীক্ষার্থ ভাণ্ডে দেওয়া হয়, যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদনদ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখাদ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত করা হয়, এবং যে ছুরিকাদ্বারা (পরে ঐ চিহ্ন অনুসারে অবয়ব কর্তিত হয়), ইহারা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করিতেছে ॥ ১৩ ॥ যে স্থানে অশ্ব গমন করিয়াছিল, যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিল, যে স্থানে লুণ্ঠন করিয়াছিল, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হইয়াছিল, যাহা সে পান করিয়াছিল, এবং যে ঘাস আহার করিয়াছিল, সে সমস্তই দেবতাগণের নিকট গমন করুক ॥ ১৪ ॥ হে অশ্বগণ, ধূমগন্ধি অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাইতে না পারে, অত্যন্ত অগ্নিসংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধি ভাণ্ড যেন চালিত না হয়। যজ্ঞের জন্য অভিপ্রেত, হোমের জন্য আনীত, সম্মুখে প্রদত্ত, এবং বষট্‌কারদ্বারা শোভিত অশ্বকে দেবগণ গ্রহণ করুন ॥ ১৫ ॥ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্রদ্বারা অশ্বকে আচ্ছাদিত করা যায়, উহাকে যে হিরণ্ময় আভরণসকল প্রদান করা যায়, যদ্দ্বারা উহার মস্তক ও পাদ বন্ধন করা যায়, এই সকল বস্তু দেবগণের প্রিয়। ঋত্বিক্‌গণ দেবগণকে এই সকল প্রদান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ হে অশ্ব, তুমি সবলে নাসাধ্বনি করতঃ গমনে বিরত হইলে। কশাঘাতদ্বারা অথবা তোমার পার্শ্বিদেশে পদাঘাতদ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছিল, যজ্ঞে স্রুক্‌দ্বারা যেরূপ হব্য প্রদত্ত হয়, সেইরূপ মন্ত্রদ্বারা তোমার সেই সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান করি ॥ ১৭ ॥ দেবতাগণের বন্ধুস্বরূপ অশ্বের বক্রভূত চতুস্ত্রিংশৎ পার্শ্বাস্থি ছেদনের জন্য খড়্গ গমন করিতেছে। হে অশ্বচ্ছেদক, এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর যেন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হইয়া না যায়; শব্দ করিয়া ও দেখিয়া দেখিয়া পর্বে পর্বে ছেদন কর ॥ ১৮ ॥ ঋভুই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্তা এবং দুইজন তাহাকে ধারণ করে। হে অশ্ব, তোমার শরীরের যে অবয়বসকল যথাকালে কর্তন করি, তাহা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান করি ॥ ১৯ ॥ হে অশ্ব, তুমি যখন দেবতাগণের নিকট গমন কর, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়। খড়্গ তোমার অঙ্গে যেন অধিকক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্রদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অতিক্রম করিয়া তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে ॥ ২০ ॥ হে অশ্ব, তুমি মরিতেছ না; অথবা লোকে তোমার হিংসা করিতেছে না; তুমি উত্তমপথে দেবতাগণের নিকট গমন করিতেছ। ইন্দ্রের হরিনামক অশ্বদ্বয়, এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বাহনদ্বয়, তোমার রথে যোজিত হইবে; অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হইবে ॥ ২১ ॥ এই অশ্ব, আমাদিগকে গো- ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুক, আমাদিগকে পুরুষ-অপত্য প্রদান করুক। তেজস্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করুক। হবির্ভূত অশ্ব আমাদিগকে শারীরিক বল প্রদান করুক ॥ ২২ ॥

১৬৩ সূক্ত। অশ্ব দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌।

হে অশ্ব, তোমার মহৎজন্ম সকলের স্তুতির যোগ্য, তুমি অন্তরীক্ষ হইতে অথবা জল হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়া যজমানের অনুগ্রহার্থ মহৎ শব্দ কর। শ্যেনপক্ষীর পক্ষের ন্যায় তোমার পক্ষ আছে, এবং হরিণের পদের ন্যায় তোমার পদ আছে ॥ ১ ॥ যম অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন, ত্রিত তাহা রথে যোজিত করিলেন, ইন্দ্র প্রথম উহাতে আরোহণ করিলেন, এবং গন্ধর্ব বল্‌গা ধারণ করিলেন। বসুগণ সূর্য হইতে অশ্বকে নির্মাণ করিলেন ॥ ২ ॥ হে অশ্ব, তুমি যম, তুমি আদিত্য, তুমি গোপনীয়ব্রতধারী ত্রিত, তুমি সোমের সহিত মিলিত। (পুরাবিদ্‌গণ) বলেন যে, দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধনস্থান আছে ॥ ৩ ॥ হে অশ্ব, দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন আছে, জলমধ্যে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) তোমার তিনটি বন্ধন আছে, এবং অন্তরীক্ষে তোমার তিনটি বন্ধন আছে। তুমিই বরুণ, পুরাবিদেরা যে সকল স্থানে তোমার পরম জন্মের নির্দেশ করিয়াছেন, তুমি আমাদিগকে তাহা বলিতেছ ॥৪॥ হে অশ্ব, আমি দেখিয়াছি, এই সকল স্থান তোমার অঙ্গশোধক। তুমি যখন যজ্ঞাংশ ভোজন কর, তোমার পদচিহ্ন এই স্থানে পড়ে, তোমার যে ফলপ্রদ বল্‌গা সত্যভূত যজ্ঞ রক্ষা করে, তাহাও এইস্থানে দেখিয়াছি ॥ ৫ ॥ হে অশ্ব, আমি মনের দ্বারা দূর হইতে তোমার শরীর চিনিতে পারিয়াছি, তুমি নিম্ন হইতে অন্তরীক্ষপথে সূর্যে উঠিতেছ। আমি দেখিতেছি, তোমার মস্তক ধূলিরহিত সুখকর পথে দ্রুতবেগে ক্রমেই উপরে উঠিতেছে ॥ ৬ ॥ আমি দেখিতেছি, তোমার উৎকৃষ্টরূপ পৃথিবীস্থানে চতুর্দিকে অন্নার্থ আগমন করিতেছে। হে অশ্ব, মনুষ্য যখন ভোগ লইয়া তোমার নিকটে গমন করে, তখন তুমি গ্রাসযোগ্য তৃণাদি ভক্ষণ কর ॥ ৭ ॥ হে অশ্ব, রথ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, মনুষ্য তোমার পশ্চাৎ গমন করে, স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্য তোমার পশ্চাৎ গমন করে। ভ্রাতৃগণ অনুসরণ করিয়া তোমার বন্ধুত্বলাভ করিয়াছে; দেবগণ তোমার বীরকর্ম প্রশংসা করিতেছে ॥ ৮ ॥ অশ্বের কেশর সুবর্ণময়, উহার পদদ্বয় লৌহময় ও মনের ন্যায় বেগশালী। ইন্দ্রও ইহা হইতে বেগবিষয়ে নিকৃষ্ট। দেবগণ অশ্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হব্য ভক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন। ইন্দ্রই প্রথমে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ যখন অশ্ব স্বর্গীয় পথে গমন করে, তখন নিবিড় জঘনবিশিষ্ট, ক্ষীণকটিযুক্ত, বিক্রমশালী স্বর্গীয় অশ্বগণ দলে দলে হংসের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার—সহিত গমন করে ॥ ১০ ॥ হে অশ্ব, তোমার শরীর শীঘ্রগামী; তোমার চিত্ত বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগমনশীল, তোমার কেশরসমূহ নানাস্থানে নানাভাবে অবস্থিত, এবং অরণ্যমধ্যে নানা স্থানে ভ্রমণ করে ॥ ১১ ॥ এই দ্রুতগামী অশ্ব, দেবগণের প্রতি আসক্তচিত্তে ধ্যান করতঃ বধ্যস্থানে গমন করিতেছে। উহার বন্ধুভূত ছাগকে উহার অগ্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে; কবি স্তোতৃগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে ॥ ১২ ॥ দ্রুতগামী অশ্ব, পিতা ও মাতাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত, উৎকৃষ্ট একত্রনিবাসযোগ্য স্থানে গমন করিতেছে। হে অশ্ব, অদ্য অত্যন্ত প্রীত হইয়া দেবগণের নিকট গমন কর, যেন হব্যদাতা বরণীয় ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

১৬৪ সূক্ত। দেবতা : ১-৪১ বিশ্বদেবগণ; ৪২ (প্রথমার্ধ) বাক্; ৪২ (দ্বিতীয়ার্ধ) অপ্; ৪৩ (প্রথমার্ধ) শকধূম; ৪৩ (দ্বিতীয়ার্ধ) সোম; ৪৪ কেশিগণ (অগ্নি, সূর্য ও বায়ু); ৪৫ বাক্; ৪৬-৪৭ সূর্য; ৪৮ সংবৎসররূপ কালচক্র; ৪৯ সরস্বতী; ৫০ সাধ্যা; ৫১ সূর্য বা পর্জন্য ও অগ্নি; ৫২ সরস্বান্ বা সূর্য। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১২,১৫,২৩,২৯,৩৬,৪১, জগতী; ৪২ প্রস্তারপঙক্তি; ৫১ অনুষ্টুপ।

সকলের সেবনীয়, জগৎপালক হোতার মধ্যম ভ্রাতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। উঁহার তৃতীয় ভ্রাতা আহুতি ধারণ করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্তপুত্রবিশিষ্ট বিশ্‌পতিকে দেখিলাম ॥ ১ ॥ সূর্যের একচক্র রথে সপ্ত অশ্ব যোজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্তনামে রথ বহন করিতেছে। চক্রের তিন নাভি, উহা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর্ণ হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ২ ॥ যে সপ্ত এই সপ্তচক্র রথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই সপ্ত অশ্ব এবং তাহারাই এই রথ বহন করে। সাত ভগিনী, এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে সপ্ত গো নিহিত আছে ॥ ৩ ॥ প্রথমজাতকে কে দেখিয়াছিল, যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করিল? ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যায়? ॥ ৪ ॥ আমি অপক্বমতি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সকল সন্দেহপদ দেবতাগণের নিকটও নিগূঢ়। এক বৎসরের গোবৎসকে পরিবেষ্টনার্থ মেধাবিগণ যে সপ্ত তন্তু পাতিয়াছেন তাহা কি? ॥ ৫ ॥ আমি অজ্ঞান, কিছু না জানিয়াই জ্ঞানী মেধাবিগণের নিকট জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, যিনি জন্মরহিতরূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক? ॥ ৬ ॥ গমনশীল, সুন্দর আদিত্যের স্বরূপ অতি নিগূঢ়। তিনি সকলের মস্তকস্বরূপ, তাঁহার রশ্মিগণ ক্ষীর দোহন করে, এবং অতি-বিস্তৃততেজোবিশিষ্ট হইয়া সেই প্রকারেই আবার উদক পান করে। যিনি এই সকল কথা জানেন, তিনি বলুন ॥ ৭ ॥ মাতা পৃথিবী বৃষ্টির জন্য পিতা দ্যুলোককে কর্মদ্বারা ভজনা করেন। তাহার পূর্বেই পিতা, মনে মনে উহার সহিত সংগত হইয়াছিলেন। মাতা গর্ভধারণেচ্ছায় গর্ভরসে নিবিদ্ধ হইয়াছিলেন। এবং বিবিধ শস্য উৎপাদনহেতু পরস্পর কথাবার্তা কহিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ মাতা দ্যুলোক অভিলাষপূরণসমর্থা পৃথিবীর ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত জলরাশি মেঘপংক্তির মধ্যে ছিল। বৎস শব্দ করিল, এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপী গাভীকে দেখিল ॥ ৯ ॥ একমাত্র, আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি হইতেছে না। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে কথা সকলের নিকট পৌঁছে না, কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে ॥ ১০ ॥ সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ-অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে ও কদাচিৎ জরাগ্রস্ত হয় না। হে অগ্নি, এই চক্রে পুত্ররূপ সপ্তশতবিংশতি মিথুন বাস করে॥ ১১॥ পঞ্চপাদ-ও দ্বাদশ-আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী কহে। অপর কেহ কেহ ছয়-অরবিশিষ্ট সপ্ত-চক্রবিশিষ্ট রথে দ্যোতমান্ আদিত্যকে অর্পিত কহে, যখন তিনি দ্যুলোকের অপর অর্ধে অবস্থিত॥ ১২॥ নিয়ত পরিবর্তমান পঞ্চ-অরবিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রহিয়াছে; উহার অক্ষ প্রভূত ভার বহনেও ক্লান্ত হয় না, এবং উহার নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখনও শীর্ণ হয় না॥ ১৩॥ সমাননেমিবিশিষ্ট জরারহিত কালচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে। দশজন একযোগে ঊর্ধ্বদেশে মিলিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করিতেছে। সূর্যের চক্ষুরূপ মণ্ডল বৃষ্টিজলে আবৃত হইল, সমস্ত প্রাণিজগৎ উহাতে অর্পিত হইল॥ ১৪॥ আদিত্যের সহজন্মা ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক; অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হইতে উৎপন্ন। এই ঋতুগণ সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত, এবং রূপভেদে বিবিধ-আকৃতিবিশিষ্ট। উহারা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য পুনঃ পুনঃ ঘুরিতেছে॥ ১৫॥ রশ্মিসমূহকে স্ত্রী হইলেও পুরুষ বলে। যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারাই ইহা দেখিতে পায়, যাহারা স্থূলদৃষ্টি, তাহারা ইহা দেখিতে পায় না। যে পুত্র মেধাবী তিনিই ইহা বুঝিতে পারেন। যিনিই এই সকল কথা বুঝিতে পারেন, তিনিই পিতার পিতা॥ ১৬॥ গাভী বৎসের পশ্চাদ্ভাগ সমুখের পদদ্বারা এবং সম্মুখভাগ পশ্চাতের পদদ্বারা ধারণ করতঃ ঊর্ধ্ব মুখে যাইতেছেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন? কাহার জন্য অর্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন? কোথায় প্রসব করেন? যূথের মধ্যে প্রসব করেন না॥ ১৭॥ যিনি, অধঃস্থিত লোকপালককে ঊর্ধ্বস্থিতের সহিত, এবং ঊর্ধ্বস্থিতকে অধঃস্থিতের সহিত উপাসনা করেন, তাদৃশ পুরুষ মেধাবীর ন্যায় আচরণ করেন। কে এই সকল কথা বলিয়াছেন? কোথা হইতে এই অলৌকিক মন উৎপন্ন হইয়াছে?॥ ১৮॥ বিজ্ঞগণ যাহাকে অধোমুখ বলেন, তাহাদিগকে ঊর্ধ্বমুখও বলেন এবং যাহাকে ঊর্ধ্বমুখ বলেন, তাহাদিগকে অধোমুখও বলেন। হে সোম, তুমি ও ইন্দ্র যে মণ্ডল করিয়াছিলে, তাহা যুগযুক্ত অশ্বাদির ন্যায় বিশ্বের ভার বহন করিতেছে॥ ১৯॥ দুইটি পক্ষী বন্ধুভাবে একবৃক্ষে বাস করে। তাহাদিগের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে; অন্য ভক্ষণ করে না, কেবলমাত্র অবলোকন করে॥ ২০॥ যেস্থলে সুন্দরগতি রশ্মিগণ কর্তব্যবোধে অমৃতের অংশ গ্রহণ করিয়া অনবরত গমন করে, তথায় যিনি ধীরভাবে সমস্ত ভুবনের রক্ষা করেন, আমি অপক্বুদ্ধি হইলেও তিনি আমাকে স্থাপিত করিলেন॥ ২১॥ যে আদিত্যরূপ বৃক্ষে উদকগ্রাহী রশ্মিসকল রাত্রিকালে প্রবেশ করে, এবং জগতের উপরে প্রাতঃকালে আলোক প্রকাশ করে, বিজ্ঞগণ তাহার ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি পিতাকে জানে না, সে ঐ ফল প্রাপ্ত হয় না॥ ২২॥ যাঁহারা পৃথিবীকে অগ্নির স্থান বলিয়া জানেন; যাঁহারা জানেন যে অন্তরীক্ষদেশে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছেন; এবং যাঁহারা দ্যুলোককে আদিত্যের পদ বলিয়া জানেন; তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন॥ ২৩॥ তিনি গায়ত্রীছন্দদ্বারা অর্ক অর্থাৎ অর্চনা-মন্ত্র রচনা করেন, অর্কদ্বারা সাম রচনা করেন; ত্রিষ্টুভদ্বারা বাক্ নির্মাণ করেন; দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্দ্বারা অনুবাক রচনা করেন; এবং তাঁহারা অক্ষরযোজনাদ্বারা সপ্তছন্দ রচনা করেন॥ ২৪॥ তিনি জগতী ছন্দদ্বারা দ্যুলোকে বৃষ্টিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন; রথন্তর মন্ত্রে সূর্যকে দর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বলেন গায়ত্রীর তিন পদ, অতএব গায়ত্রী, মাহাত্ম্য ও ওজস্বিতায় অন্য সকলকে অতিক্রম করে॥ ২৫॥ আমি দুগ্ধবতী এই ধেনুকে আহ্বান করি; দোহনকুশল গোধুক্ উহাকে দোহন করে। সবিতা আমাদিগের সোমের শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করুন, কারণ উহাতে তাঁহার তেজঃ প্রবৃদ্ধ হইবে। এই জন্যই আমি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি॥ ২৬॥ ধনবতী ধেনু মনে মনে বৎসের জন্য ব্যগ্র হইয়া হাম্বারব করতঃ আগমন করিতেছেন। ইনি অশ্বিদ্বয়ের জন্য দুগ্ধ প্রদান করুন, এবং মহা সৌভাগ্য লাভের জন্য প্রবৃদ্ধ হউন॥ ২৭॥ ধেনু নিমীলিতাক্ষ বৎসের জন্য হাম্বারব করিতেছে, উহার মস্তক অবলেহন করিবার জন্য হাম্বারব করিতেছে। বৎসের ওষ্ঠপ্রান্তে ফেন অবলোকন করিয়া ধেনু হাম্বারব করিতেছে, এবং প্রভূতদুগ্ধদানদ্বারা উহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে॥ ২৮॥ বৎস, ধেনুর চতুর্দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিভ্রমণ করিয়া অব্যক্ত শব্দ করে, এবং গোচারণস্থানে অবস্থিত গাভী হাম্বারব করে। ধেনু পশুজ্ঞানদ্বারা মনুষ্যদিগকে লজ্জিত করে, এবং দ্যোতমান্ হইয়া আপনার রূপ প্রকাশ করিতেছে॥ ২৯॥ চঞ্চল, শ্বাসপ্রশ্বাসশীল ও নিজ কার্যসাধনে ব্যগ্র জীব শয়ান থাকিয়া গৃহমধ্যে অবিচলিতভাবে অবস্থিত হইলেন। মর্তের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মর্তের অমরজীব স্বধাভক্ষণ করতঃ চিরকাল বিচরণ করে॥ ৩০॥ আমি এই রক্ষণশীল অবিষণ্ণ আদিত্যকে অন্তরীক্ষে আগমন ও প্রত্যাগমন করিতে দেখি। আদিত্য সহগামী ও সর্বত্রগামী কিরণমালায় আচ্ছাদিত হইয়া, ভুবনসমূহে পুনঃ পুনঃ আবর্তন করিতেছেন॥ ৩১॥ যিনি গর্ভ উৎপাদন করিয়াছেন তিনিও উহার তত্ত্ব জানেন না, যিনি গর্ভ দেখিয়াছেন উহা তাঁহার নিকটও অন্তর্হিত। মাতৃযোনিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেই গর্ভ বহুসন্ততিবান্ এবং কলুষিত হয়॥ ৩২॥ স্বর্গ আমার পিতা; যজ্ঞস্থান আমার বন্ধু; বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। উত্তান পাত্রদ্বয়ের মধ্যে যোনি আছে, তথায় পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন॥ ৩৩॥ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর শেষ অন্ত কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ভূত জগতের নাভি কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেচনশীল অশ্বের রেতঃ কি পদার্থ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত বাক্যের পরম স্থান কোথায়?॥ ৩৪॥ এই বেদিই পৃথিবীর শেষ অন্ত, এই যজ্ঞই জগতের নাভিস্থান, এই সোমই সেচনশীল অশ্বের রেতঃ, এবং এই স্তুতিকারই পরম স্থান॥ ৩৫॥ সপ্তরশ্মি অর্ধ বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া) এবং ভুবনে রেতঃস্বরূপ হইয়া (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রদান করিয়া) বিষ্ণুর কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহা বিপশ্চিৎ ও সর্বতোব্যাপী। উহারা প্রজ্ঞাদ্বারা মনে মনে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে॥ ৩৬॥ আমি এই কিনা, তাহা আমি জানি না। কারণ আমি মূঢ়চিত্ত হইয়া বিচরণ করি। জ্ঞানের যখন প্রথম উন্মেষ হয়, তখনই আমি বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারি॥ ৩৭॥ নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি করে, অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া উহা কখনও অধোদেশে কখনও ঊর্ধ্বদেশে গমন করে। উহারা সর্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, ইহলোকে সর্বত্র একত্র গমন করে, পরলোকেও সর্বদা একত্র গমন করে। লোকে ইহাদিগের একটিকে চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না॥ ৩৮॥ সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে, ঋক্‌দ্বারা সে কি করিবে? এ কথা যাহারা জানে, তাহারা সুখে অবস্থান করে॥ ৩৯॥ হে অহননীয়া গাভী, তুমি শোভন শস্যতৃণাদি ভক্ষণ কর, এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তাহা হইলে আমরাও প্রভূতধনবান্ হইব। সর্বকাল ধরিয়া তৃণ ভক্ষণ কর এবং সর্বত্র গমন করতঃ নির্মল জল পান কর॥ ৪০॥ মেঘগর্জনরূপ অন্তরীক্ষচারিণী বাক্ বৃষ্টিজল সৃজন করতঃ শব্দ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদী, কখন চতুষ্পদী, কখন অষ্টাপদী, কখন নবপদী হন, এবং কখন সহস্রাক্ষরপরিমিত হইয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থাকিয়া শব্দ করেন॥ ৪১॥ তাঁহার নিকট হইতে মেঘসকল বর্ষণ করে, তাঁহা হইতে চতুর্দিক-আশ্রিত ভূতজাত রক্ষা হয়। তাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হয়, জল হইতে সমস্ত জীব প্রাণ ধারণ করে॥ ৪২॥ আমি নাতিদূরে শুষ্ক গোময়সম্ভূত ধূম দেখিলাম। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর অগ্নিকে দেখিলাম। বীরগণ শুক্লবর্ণ বৃষকে পাক করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই অনুষ্ঠানই প্রথম॥ ৪৩॥ কেশবিশিষ্ট তিনজন সংবৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরিদর্শন করে। উহাদিগের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামাইয়া দেন, একজন নিজকর্মদ্বারা পরিদর্শন করেন, আর একজনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয়॥ ৪৪॥ বাক্ চারি প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকেরা তাহা জানেন। উহার মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন॥ ৪৫॥ এই আদিত্যকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দরগমনশীল। ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে॥ ৪৬॥ সুন্দরগতিবিশিষ্ট জলহারী সূর্যরশ্মিসকল কৃষ্ণবর্ণ ও নিয়মিতগতি মেঘকে জলপূর্ণ করতঃ দ্যুলোকে গমন করিতেছে। উহারা বৃষ্টির স্থান হইতে নিম্নমুখে আগমন করে, এবং তদনন্তর পৃথিবীকে জলদ্বারা বিশেষরূপে ক্লিন্ন করে॥ ৪৭॥ দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র ও তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাভি। এ কথা কে জানে? ঐ চক্রে ত্রিশতষষ্টিসংখ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে॥ ৪৮॥ হে সরস্বতী, তোমার দেহে বর্তমান যে গুণ লোকের সুখের কারণ, যাহাদ্বারা সমস্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর, যে গুণ বহুরত্নের আধার, ও সমস্ত ধন লাভ করিয়াছে এবং কল্যাণকর, আমাদিগের পানের জন্য এই সময় তাহা প্রকাশ কর॥ ৪৯॥ দেবগণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন, কারণ উহাই প্রথম ধর্ম। সেই মাহাত্ম্য আকাশে একত্রিত হয়, যথায় সাধনীয় দেবগণ পূর্ব হইতে আছেন॥ ৫০॥ উদক একই প্রকার, কয়েক দিন উপরে গমন করে, কয়েকদিন নিম্নে নামিয়া আসে। প্রীতিকর মেঘগণ ভূমিকে প্রীত করে এবং অগ্নি দ্যুলোককে প্রীত করে॥ ৫২॥ সূর্যদেব স্বর্গীয়, সুন্দর-গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভসমুৎপাদক, এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টিদ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করি॥ ৫২॥

১৬৫ সূক্ত। মরুৎগণসহ ইন্দ্র দেবতা। ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০-১২ ইন্দ্র;
৩, ৫, ৪, ৯ মরুৎগণ; ১৩-১৫ মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
[এই সূক্তে ইন্দ্র, মরুৎ ও অগস্ত্যের কথোপকথন বর্ণিত হইাছে। ইহার তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী ঋক্ মরুৎবাক্য, অতএব মরুৎই ইহাদিগের ঋষি। শেষ তিনটির অগস্ত্য ঋষি। অবশিষ্টের ইন্দ্র ঋষি—রমেশচন্দ্র দত্ত॥]
ইন্দ্র—সমানবয়স্ক, একস্থাননিবাসী মরুৎগণ কোন সর্বসাধারণ দুর্জ্ঞেয় শোভায় শোভাবিশিষ্ট হইয়া পৃথিবী সিঞ্চন করিতেছেন। উঁহারা কি মনে করিয়া কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছেন? এবং আসিয়া জলবর্ষিগণ ধনলাভেচ্ছায় বলের অর্চনা করিতেছেন?॥ ১॥ তরুণবয়স্ক মরুৎগণ কাহার হব্য গ্রহণ করেন? উহারা অন্তরীক্ষগামী শ্যেন-পক্ষীর ন্যায়। কে উহাদিগকে যজ্ঞে নিবৃত্ত করিতে পারে? কি প্রকার মহাস্তোত্রদ্বারা আমরা উহাদিগকে আনন্দিত করিতে পারি?॥ ২॥
মরুৎগণ—হে সাধুপালক পূজনীয় ইন্দ্র, তুমি একাকী কোথায় যাও? তুমি কি এইরূপই? তুমি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে হরিবাহন, আমাদিগের প্রতি যাহা বক্তব্য আছে, তাহা মিষ্ট বাক্যে বল॥ ৩॥
ইন্দ্র—সমস্ত হব্য আমার, সমস্ত স্তুতি আমার সুখকর, অভিষুত সোম আমার। আমার বলবান্ বজ্র ক্ষিপ্ত হইলে অব্যর্থ হয়, যজমানগণ আমাকেই প্রার্থনা করে, উক্থগণ আমারই কামনা করে। এই হরিনামক অশ্বদ্বয় হব্য লাভের জন্য আমাকে বহন করিতেছে॥ ৪॥
মরুৎগণ—এই জন্য আমরা মহাতেজে আত্মশরীর অলংকৃত করিয়া নিকটবর্তী ও বলবান্ অশ্বযুক্ত হইয়া যজ্ঞস্থানে গমনের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি রীতি অনুসারে আমাদের সঙ্গেই থাক॥ ৫॥
ইন্দ্র—হে মরুৎগণ, আমি একাকী অহি হনন করিবার সময়, তোমাদের আমার সঙ্গে থাকার রীতি কোথায় ছিল? আমি উগ্র বলবান্ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট, অতএব আমি সমস্ত শত্রুকে বধদ্বারা অবনত করিয়াছি॥ ৬॥
মরুৎগণ—হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, আমরা সমানপৌরুষযুক্ত, আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তুমি অনেক করিয়াছ। হে বলবত্তম ইন্দ্র, আমরাও প্রচুর কর্ম করিয়াছি। আমরা মরুৎ, অতএব আমরা কর্মদ্বারা বৃষ্টি-আদি কামনা করি॥ ৭॥
ইন্দ্র—হে মরুৎগণ, আমি ক্রোধকালে বিপুলপরাক্রান্ত হইয়া, নিজবাহুবলে বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছি। আমি বজ্রবাহু। আমি মনুষ্যের জন্য সকলের আহ্লাদকর, সুন্দর বৃষ্টি করিয়া থাকি॥ ৮॥
মরুৎগণ—হে মঘবন্, তোমার কিছুই অনুত্তম নহে, তোমার ন্যায় বিদ্বান্ দেবতা নাই। হে অতিবলবান্ ইন্দ্র, তুমি যে সকল কর্তব্যকার্য সমাধা করিয়াছ, জায়মান অথবা জাত কেহই তাহা করিতে পারে না॥ ৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র—আমি একাকী, আমারই বল সর্বত্র ব্যাপ্ত হউক। আমি যাহা মনে ধারণা করি, তাহা যেন শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি। কারণ হে মরুৎগণ, আমি উগ্র ও বিদ্বান্; এবং আমি যে সকল বসু অবগত আছি আমিই সে সকলের অধিপতি ॥ ১০ ॥ হে মরুৎগণ, এই বিষয়ে তোমরা আমার যে প্রসিদ্ধ স্তোত্র করিয়াছ, তাহা আমাকে আনন্দিত করে। আমি ঐশ্বর্যযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, নানারূপবিশিষ্ট ও তোমাদের যোগ্য সখা ॥ ১১ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা সুবর্ণবর্ণ; আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া, দূরস্থিত কীর্তি ও অন্ন ধারণ করতঃ আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ ও তেজোদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছ। আমাকে আচ্ছাদিত কর ॥ ১২ ॥

অগস্ত্য—হে মরুৎগণ, তোমাদিগকে কোন্ মর্ত্য পূজা করিতেছে? তোমরা সকলের সখা, তোমরা সখা যজমানের অভিমুখে আইস। হে বিচিত্র মরুৎগণ, তোমরা মনোহর ধন প্রাপ্তির উপায়ভূত হও, এবং অবিতথ কর্ম অবগত হও। হে মরুৎগণ, স্তোত্রদ্বারা পরিচরণসমর্থ, স্তুতিকুশল মান্য ঋত্বিকের বুদ্ধি তোমাদের পরিচর্যার জন্য আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে। হে মরুৎগণ, আমি মেধাবী, আমার অভিমুখে আগমন কর। তোমার প্রসিদ্ধ কর্মের উদ্দেশে স্তোতা তোমার অর্চনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ হে মরুৎগণ, এই স্তোম, এই স্তুতি, মান্য মান্দার্য কবির। ইহা শরীর পুষ্টির জন্য তোমাদিগের নিকট যাইতেছে। আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ুঃ পাই ॥ ১৫ ॥

১৬৬ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। জগতী; ১৪-১৫ ত্রিষ্টুপ্।

ফলবর্ষী যজ্ঞের সুসম্পাদনার্থ, মরুৎগণের ত্বরান্বিত হইয়া উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ পূর্বমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি। হে প্রভূতধ্বনিযুক্ত, সর্বকার্যক্ষম মরুৎগণ, তোমরা যজ্ঞগমনে প্রস্তুত হওয়ায় সমিধ্ যেমন তেজে আবৃত হয় সেইরূপ তোমরা যেন যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রভূত বল ধারণ কর ॥ ১ ॥ ঔরসপুত্রের ন্যায়, প্রিয় মধুর হব্য ধারণ করিয়া ধর্ষণকারী মরুৎগণ যজ্ঞে প্রমুদিত চিত্তে ক্রীড়া করেন। রুদ্রগণ নমস্কারকারী (যজমানকে) রক্ষাদানার্থ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের বল নিজের অধীন, তাঁহারা যজমানকে কখন ক্লেশ দেন না ॥ ২ ॥ যে হবিঃপ্রদায়ী যজমানের আহুতিতে প্রীত হইয়া, সর্বরক্ষক, মরণরহিত এবং সুখোৎপাদক মরুৎগণ প্রভূত ধন প্রদান করেন, সেই যজমানেরই হিতকারী সখার ন্যায় তোমরা সমস্ত লোক প্রভূত জলে সিক্ত কর ॥ ৩ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের যে অশ্বগণ, নিজ বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে, তাহারা নিজেই রথে যুক্ত হইয়া গমন করে। তোমাদিগের গমন অতীব আশ্চর্য, লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করিলে যেরূপ ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্‌টালিকা, তোমাদিগের গমনকালে সেইরূপ ভীত হয় ॥ ৪ ॥ মরুৎগণের গমন অতি প্রদীপ্ত। তাঁহারা যখন গিরিগহ্বর ধ্বনিত করেন, অথবা মনুষ্যদিগের হিতের জন্য অন্তরীক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের পথে সমস্ত বনস্পতিগণ ভয়ে ব্যাকুল হয়, এবং রথারূঢ়া স্ত্রীর ন্যায় ওষধিসকল একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয় ॥ ৫ ॥ হে উগ্র মরুৎগণ, সুবুদ্ধির সহিত তোমরা অহিংসিত দল হইয়া আমাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান কর। যখন তোমাদিগের বিক্ষেপণশীল দন্তবিশিষ্ট বিদ্যুৎ দংশন করে, তখন সুলক্ষিত হেতির ন্যায় পশুসমূহ নষ্ট করে ॥ ৬ ॥ যাঁহাদিগের দান অবিরত, যাঁহাদিগের ধন ভ্রংশরহিত, যাঁহাদিগের শত্রুবধ পর্যাপ্ত, এবং যাঁহাদিগের স্তুতি সুগীত, এবম্ভূত মরুৎগণ সোমের পানার্থ স্তুতি গাহিতেছেন। কারণ তাঁহারাই ইন্দ্রের প্রথম বীর কীর্তি অবগত আছেন ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যে ব্যক্তিকে কুটিলস্বভাব পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ, হে উগ্র, বলবান্ মরুৎগণ, তোমরা যে লোককে পুত্রাদির পুষ্টি সাধনদ্বারা নিন্দা হইতে রক্ষা করিয়াছ, তাঁহাকে সংখ্যারহিত ভোগ্যবস্তুদ্বারা প্রতিপালন কর ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ তোমাদিগের রথে স্থাপিত আছে। তোমাদিগের স্কন্ধদেশে পরস্পর-স্পর্ধাকারী আয়ুধসকল রহিয়াছে। ভ্রমণকালে তোমাদিগের বাহুতে বলয় শোভা পাইতেছে। তোমাদের চক্রসকল অক্ষের সমীপে আবর্তন করিতেছে ॥ ৯ ॥ মনুষ্যদিগের হিতকর বাহুতে মরুৎগণ প্রভূত কল্যাণসাধনদ্রব্য ধারণ করিতেছেন; বক্ষঃস্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তিযুক্ত, সুস্পষ্টরূপবিশিষ্ট, সুবর্ণের আভরণ ধারণ করিতেছেন ; অংসদেশে শ্বেতবর্ণ মালা ধারণ করিতেছেন ; বজ্র-সদৃশ আয়ুধে ক্ষুর ধারণ করিতেছেন। পক্ষীরা যেরূপ পক্ষ ধারণ করে, সেইরূপ মরুৎগণ শ্রী ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥ যে মরুৎগণ মহান্, মহিমান্বিত, বিভূতিবান্, আকাশস্থ নক্ষত্রের ন্যায় দূরে প্রকাশিত, যাঁহারা প্রমুদিত, যাঁহাদিগের জিহ্বা সুন্দর, যাঁহাদিগের মুখে শব্দ হইতেছে, যাঁহারা ইন্দ্রের সহায়, এবং যাঁহারা স্তুতিযুক্ত, তাঁহারা আমাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করুন ॥ ১১ ॥ হে সুজাত মরুৎগণ, তোমাদিগের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ, তোমাদিগের দান অদিতির ব্রতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। তোমরা সুকৃতিসম্পন্ন যজমানকে যাহা প্রদান কর, ইন্দ্র তাহার প্রতি কৌটিল্য করেন না ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের বন্ধুত্ব প্রসিদ্ধ ও বহুকালব্যাপী। যেহেতু তোমরা অমর হইয়া প্রভূত পরিমাণে আমাদিগের স্তুতি রক্ষা কর ; এবং অনুগ্রহপূর্বক মনুষ্যের জন্য স্তুতি রক্ষা করতঃ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া কর্মদ্বারা সমস্ত অবগত হও ॥ ১৩ ॥ হে বেগবান্ মরুৎগণ, তোমাদিগের মহৎ আগমনে আমরা দীর্ঘ যজ্ঞকর্মকে বর্ধিত করি। উহার দ্বারা মনুষ্য যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই সকল যজ্ঞদ্বারা আমি যেন তোমাদিগের আগমন লাভ করিতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে মরুৎগণ, কবি মান্য মান্দার্যের এই স্তোম তোমাদিগের জন্য, এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাহার শরীরপুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করি ॥ ১৫ ॥

১৬৭ সূক্ত। দেবতা : ১ ইন্দ্র ; ২-১১ মরুৎগণ। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ১০ পুরস্তাজ্জ্যোতি।

হে ইন্দ্র, তুমি সহস্রপ্রকারে রক্ষা কর ; তোমার রক্ষাসকল আমাদিগের নিকট আগমন করুক। হে হরিনামক-অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, তোমার সহস্রপ্রকার প্রশংসনীয় অন্ন আছে ; তাহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুক। হে ইন্দ্র, তোমার সহস্রপ্রকার ধন আছে ; আমাদিগের তৃপ্তিসাধনের জন্য তাহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুক। সহস্র চতুষ্পদ আমাদিগের নিকট আগমন করুক ॥ ১ ॥ মরুৎগণ আশ্রয়দানের নিমিত্ত আমাদিগের নিকট আগমন করুন। সুবুদ্ধি মরুৎগণ প্রশস্ততম ও মহাদীপ্তিযুক্ত ধনের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন। যেহেতু নিযুৎ নামক তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অশ্বসকল সমুদ্রের পরপারেও ধনধারণ করিতেছে ॥ ২ ॥ সুনিহিত, উদকস্রাবী, সুবর্ণবর্ণা বিদ্যুৎ মালার ন্যায়, অথবা নিগূঢ় স্থানে লুক্কায়িত মনুষ্যের পত্নীর ন্যায়, অথবা সভাস্থলে উচ্চারিতা যজ্ঞীয় বাণীর ন্যায় এই মরুৎগণের সহিত মিলিত হয় ॥ ৩ ॥ সাধারণী স্ত্রীর ন্যায় আলিঙ্গনপরায়ণ বিদ্যুতের সহিত শুভ্রবর্ণ, অভিগমনশীল উৎকৃষ্ট মরুৎগণ মিশ্রিত হইতেছে। ভয়ংকর মরুৎগণ, দ্যাবা-পৃথিবীকে অপনোদন করেন না। দেবগণ, সখ্যতাপ্রযুক্ত উহাদিগের সমৃদ্ধি সাধন করেন ॥ ৪ ॥ অসুর মরুৎগণের স্বকীয়া পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্ত মনে মরুৎগণকে সংগমনার্থ সেবা করিতেছে। সূর্যা যেরূপ অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন ; দীপ্তা-বয়বা রোদসী সেইরূপ চঞ্চল মরুৎগণের রথে উঠিয়া শীঘ্র আসিতেছেন ॥ ৫ ॥ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বৃষ্টিদানজন্য তরুণবয়স্ক মরুৎগণ, তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী, নিয়মক্রমে তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। সেই সময় অর্চনমন্ত্রবিশিষ্ট, হব্যপ্রদায়ী, সোমাভিষবকারী যজমান মরুৎগণের পরিচর্যা করতঃ স্তব পাঠ করিতেছে ॥ ৬ ॥ মরুৎগণের মহিমা সকলের প্রশংসনীয় ও অমোঘ ; আমি তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহাদিগের রোদসী বর্ষণাভিলাষিণী, অহংকারবতী, ও অবিনশ্বরা ; ইনি সৌভাগ্যবিশিষ্ট উৎপত্তিশীল প্রজা ধারণ করেন ॥ ৭ ॥ মিত্রাবরুণ ও অর্যমা, এই যজ্ঞকে নিন্দা হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার অপ্রশস্ত পদার্থকে নাশ করেন। হে মরুৎগণ, তোমাদিগের জল প্রদানের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা মেঘমধ্যস্থিত অক্ষরিত জল ক্ষরণ করেন ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, আমাদিগের মধ্যে কেহই, অত্যন্ত দূর হইতেও তোমার বলের অন্ত পায় নাই। মরুৎগণ পরাভিভব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ বলদ্বারা বর্ধমান হইয়া জলরাশির ন্যায় নিজ সামর্থ্যে শত্রুদিগকে অভিভব করিতেছেন ॥ ৯ ॥ আমরা অদ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম হইব ; কল্য যজ্ঞে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিব। আমরা পূর্বে মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছি, এবং প্রতিদিন করিতেছি ; অতএব মহান্ ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের মধ্যে আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন ॥ ১০ ॥ হে মরুৎগণ, কবি মান্য মান্দার্যের এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাঁহার শরীর পুষ্টির জন্য তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করি ॥ ১১ ॥

১৬৮ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। জগতী ; ৮-১০ ত্রিষ্টুপ্।

হে মরুৎগণ, সমস্ত যজ্ঞেই তোমাদিগের আগ্রহ একরূপ। তোমাদের সমস্ত কর্ম, দেবতাগণের নিকট বহনার্থ ধারণ কর, অতএব দ্যাবা-পৃথিবীর উত্তমরূপ রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আমাদিগের অভিমুখে আগমনের জন্য আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ স্বয়ং-উৎপন্ন, স্বাধীনবল, কম্পনশীল, মরুৎগণ যেন মূর্তিমান হইয়া অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধদান করে, জলোর্মির ন্যায় তাঁহারা সেইরূপ উপস্থিত হইয়া জলদান করেন ॥ ২ ॥ সুসংস্কৃতশাখাবিশিষ্ট সোমলতা, অভিষুত ও পীত হইয়া, যেরূপ হৃদয়মধ্যে পরিচারিকার ন্যায় কার্য করে, মরুৎগণও ধ্যায়মান হইলে সেইরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অংস-দেশে আয়ুধসকল যোষিতের ন্যায় আলিঙ্গন করিতেছে, এবং তাঁহাদিগের হস্তে হস্তত্রাণ ও কর্তন রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ পরস্পরমিলিত মরুৎগণ, অনায়াসে স্বর্গলোক হইতে আগমন করিতেছেন। হে মরণরহিত মরুৎগণ, তোমরা আপনারাই বাক্যদ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্ধন কর। পাপরহিত, বহু যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও দীপ্তহেতিবিশিষ্ট মরুৎগণ দৃঢ় পর্বতগণকেও চালিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ হে হেতিসমূহে সুশোভিত মরুৎগণ, জিহ্বা যেমন হনুদ্বয়কে চালিত করে, সেইরূপ তোমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কে তোমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে ? তোমরা আপনিই পরিচালিত হইতেছ। উদকস্রাবী মেঘ যেরূপ পরিচালিত হয়, দিবসে অশ্ব যেরূপ চালিত হয়, বহুফলেচ্ছু যজমান অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদিগকে পরিচালিত করেন ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, যে জলের জন্য তোমরা আগমন কর, সেই প্রকাণ্ড বৃষ্টিজলের আদিই বা কোথায়, এবং অন্তই বা কোথায় ? তোমরা যখন শিথিল তৃণের ন্যায়, রাশীকৃত জল স্বস্থান হইতে বিচ্যুত কর, তখন বজ্রদ্বারা দীপ্তিমান্ মেঘকে বিদীর্ণ কর ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের ধন যেরূপ, দানও সেইরূপ। দানবিষয়ে ইন্দ্র তোমাদিগের সহায় ; উহাতে সুখ ও দীপ্তি আছে। উহার ফল পরিপক্ক, উহাতে কৃষিকার্য ও মঙ্গল হয়। উহা দাতার দক্ষিণার ন্যায় শীঘ্রফলপ্রদায়ী এবং অসূর্যের জয়শীল শক্তির ন্যায় ॥ ৭ ॥ যখন বজ্রগণ মেঘসম্ভূত শব্দ উচ্চারিত করেন, তখন উহাদ্বারা ক্ষরণশীল জল পরিচালিত হয় ; যখন মরুৎগণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশ হয় ॥ ৮ ॥ পৃশ্নি মহাসংগ্রামের জন্য প্রদীপ্তগমনবিশিষ্ট মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছেন। সমানরূপবিশিষ্ট মরুৎগণ জল উৎপন্ন করিয়াছেন, অনন্তর লোকে অভিলষিত অন্নাদি লাভ করিয়াছে ॥ ৯ ॥ হে মরুৎগণ, কবি মান্য মান্দার্যের এই স্তোম তোমাদিগের জন্য, এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, তাঁহার শরীরপুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করি ॥ ১০ ॥

১৬৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ২ চতুষ্পদা বিরাট্।

হে ইন্দ্র, তুমি নিশ্চয়ই মহান্। কারণ তুমি রক্ষক, এবং মহান্ মরুৎগণকে পরিত্যাগ কর নাই। হে মরুৎগণের বিধাতা, তুমি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর, সেই সুখ অতিশয় প্রিয়তম ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ইন্দ্র, সর্বজনবিশিষ্ট, মনুষ্যদিগের জন্য জলসেককারী, বিদ্বান্ মরুৎগণ তোমার সহিত মিলিত হইলেন। মরুৎগণের সেনা, সুখের উপায়ভূত সংগ্রামে জয়লাভের জন্য সর্বদা হর্ষযুক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার প্রসিদ্ধ হেতি, আমাদিগের জন্য মেঘসমীপে গমন করিতেছে। মরুৎগণ চিরসঞ্চিত বারি বর্ষণ করিতেছেন, এবং বিস্তৃত যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রদীপ্ত রহিয়াছে। জল যেমন দ্বীপকে ধারণ করে, সেইরূপ অগ্নি হব্য ধারণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি তোমার দানযোগ্য ধন দান কর। তুমি দাতা, আমরা প্রচুর দক্ষিণাদ্বারা তোমাকে প্রীত করিব। তুমি বায়ু, স্তোতৃগণ তোমার স্তুতি কামনা করিতেছে। মধুর দুগ্ধের জন্য নারীর স্তনকে যেরূপ লোকে পুষ্ট করে, সেইরূপ আমরাও তোমাকে অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার ধন অতিশয় প্রীতিপ্রদ ও যজমানের যজ্ঞনির্বাহকারী। যে মরুৎগণ প্রথমেই যজ্ঞে যাইবার জন্য উৎসাহ করেন, তাঁহারাই আমাদিগকে সুখী করুন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি উদকসেচক, পৌরুষবিশিষ্ট প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে গমন কর; অন্তরীক্ষপ্রদেশে থাকিয়া চেষ্টা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদিগের পৌরুষের ন্যায় মরুৎগণের বিস্তীর্ণপদ অশ্বগণ মেঘদিগকে আক্রমণ করিতেছে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, ভয়ংকর, কৃষ্ণবর্ণ, গমনশীল মরুৎগণের আগমনশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অধম বৈরীকে যেরূপ বিনাশ করে, মনুষ্যের রক্ষার জন্য মরুৎগণ, সেইরূপ প্রহরণদ্বারা সেনাবলসমন্বিত শত্রুদিগকে বিনাশ করেন ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, সমস্ত প্রাণী তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি স্বীয় সম্মানার্থ মরুৎগণের সহিত দুঃখনাশক, উদকধারী মেঘপংক্তিকে বিদীর্ণ কর। হে দেব, স্তূয়মান দেবগণ তোমার স্তব করিতেছে, তুমি আমাদিগকে অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ প্রদান কর ॥ ৮ ॥

১৭০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি: ১,৩,৪ ইন্দ্র; ৪ ইন্দ্র বা অগস্ত্য;
২,৫ মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য। ১ বৃহতী, ২-৪ অনুষ্টুপ্, ৫ ত্রিষ্টুপ।
ইন্দ্র—অদ্যতন বা কল্যতন কিছুই নাই। অদ্ভুত কার্যের কথা কে বলিতে পারে? অন্য লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল, যাহা উত্তমরূপে পাঠ করা যায় তাহাও ভুলিয়া যাওয়া যায় ॥ ১ ॥
অগস্ত্য—হে ইন্দ্র, তুমি কি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর? মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা; উহাদিগের সহিত সুখে যজ্ঞভাগ সেবা কর। যুদ্ধকালে আমাদিগকে বিনাশ করিও না ॥ ২ ॥
ইন্দ্র—হে ভ্রাতঃ অগস্ত্য, তুমি সখা হইয়া কেন আমাদিগকে অপলাপ করিতেছ? আমরা নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা জানি। তুমি আমাদিগকে দিতে ইচ্ছুক নহ ॥ ৩ ॥ ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা বেদি অলংকৃত কর, এবং সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত কর। পরে উহাতে তুমি ও আমি অমৃতের প্রজ্ঞাপক যজ্ঞ বিস্তার করিব ॥ ৪ ॥
অগস্ত্য—হে ধনের ধনপতি, হে মিত্রগণের মিত্রপতি, তুমি ঈশ্বর। তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ; তুমি মরুৎগণের সহিত বল যে, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে, এবং যথাসময়ে অর্পিত হব্য ভক্ষণ কর ॥ ৫ ॥

১৭১ সূক্ত। দেবতা: মরুৎগণ; ৩-৬ মরুৎগণ সহ ইন্দ্র।
মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে মরুৎগণ, আমি নমস্কার করতঃ স্তুতি করতঃ তোমাদিগের নিকট আগমন করিতেছি। হে বেগবান্ মরুৎগণ, তোমাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে মরুৎগণ, স্তুতিদ্বারা আনন্দিত চিত্তে ক্রোধ পরিত্যাগ কর, এবং রথ হইতে অশ্ব বিযোজিত কর ॥ ১ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের এই স্তোমে অন্ন আছে। হে দেবগণ, এই স্তোম তোমাদিগের উদ্দেশে হৃদয় হইতে সম্পাদিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া উহা চিত্তে ধারণ কর। সাদরে উহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করতঃ আগমন কর, তোমরা হব্যরূপ অন্নের বর্ধয়িতা ॥ ২ ॥ মরুৎগণ, স্তুত হইয়া আমাদিগকে সুখী কর। ইন্দ্র স্তুত হইয়া আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা সুখী করুন। হে মরুৎগণ, আমরা যতদিন বাঁচিব, যেন আমাদিগের সে সমস্ত দিন উৎকৃষ্ট, স্পৃহণীয় ও ভোগযোগ্য হয় ॥ ৩ ॥ হে মরুৎগণ, আমরা এই বেগবান্ ইন্দ্রের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করতঃ কাঁপিতেছিলাম। তোমাদিগের জন্য যে হব্য সংস্কৃত করিয়াছিলাম, তাহা দূর করিয়াছি। আমাদিগকে সুখী কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বলস্বরূপ, তোমার মাননীয় রশ্মিগণ, নিত্য নিত্য উষার উদয়কালে প্রাণীদিগকে চৈতন্য দান করে। হে অভীষ্টবর্ষী, উগ্র, বলপ্রদায়ী, পুরাতন ইন্দ্র, তুমি উগ্র মরুৎগণের সহিত অন্ন ধারণ কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, প্রভূতবলশালী নেতৃগণকে (মরুৎগণকে) রক্ষা কর। মরুৎগণের প্রতি অপগতমন্যু হও। মরুৎগণ উত্তমপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, তাঁহাদিগের সহিত শত্রুগণের অভিভবিতা হও, এবং আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করি ॥ ৬ ॥

১৭২ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। গায়ত্রী।

হে মরুৎগণ, তোমাদিগের যজ্ঞে আগমন বিচিত্র হউক। হে দানশীল অহীনদীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণ, তোমাদিগের আগমন আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ১ ॥ হে দানশীল মরুৎগণ, তোমাদিগের দীপ্যমান প্রাণিবধকুশল অস্ত্রসমূহ আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক। তোমরা যে অশ্মনামক অস্ত্র প্রক্ষেপ কর, তাহাও আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক ॥ ২ ॥ হে দানশীল মরুৎগণ, তৃণবৎ নীচ হইলেও আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও, আমাদিগকে উন্নত কর, যেন আমরা বাঁচিতে পারি ॥ ৩ ॥

১৭৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি।

ত্রিষ্টুপ্ ; ৪ বিরাট্ স্থানা বা বিষমপদা।

হে ইন্দ্র, উদ্গাতা এরূপে নভোব্যাপী সামগান করিতেছে যে, তুমি তাহা জানিতে পার। আমরা সেই বর্ধমান ও স্বর্গপ্রদায়ী স্তোত্র অর্চনা করি। হে স্বর্গীয় ইন্দ্র, দুগ্ধবতী, হিংসারহিতা ধেনুগণ, যাহাতে কুশাসনে উপবেশনকালে তোমার পরিচর্যা করে, সেইরূপে অর্চনা করি ॥ ১ ॥ হব্যপ্রদায়ী যজমান হব্যপ্রদায়ী অধ্বর্যু প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্যদ্বারা অর্চনা করেন, ইন্দ্র তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবেন। হে উগ্র ইন্দ্র, মর্ত্য হোতা, স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তবকরতঃ স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতেছেন ॥ ২ ॥ হোমনিষ্পাদক অগ্নি পরিমিত স্থানে চতুর্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং শরৎকালের ও পৃথিবীর গর্ভস্থানীয় অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়া, বৃষভের ন্যায় শব্দ করিয়া, অন্ন লইয়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে দূতস্বরূপ কথা কহিতেছেন ॥ ৩ ॥ আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রভূতব্যাপ্তিশীল হব্য প্রদান করিব। দেবাভিলাষী যজমানগণ দৃঢ়স্তোত্র সম্পন্ন করিতেছেন। দর্শনীয়তেজোবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় অভিগম্য এবং রথে অবস্থিত ইন্দ্র আমাদিগের স্তোত্র সেবা করুন ॥ ৪ ॥ হে হোতা, যে ইন্দ্র প্রভূতবলবিশিষ্ট, যিনি শৌর্যবান্, বলবান্, রথাবস্থিত, সম্মুখ যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বজ্রাদিবিশিষ্ট, ও মেঘাদির বিনাশক, তাঁহাকে স্তব কর ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র স্বীয় মহিমায় কর্মনির্বাহক যজমানগণকে ফলদানে সমর্থ ; দ্যাবা-পৃথিবী তাহার কক্ষপূরণে পর্যাপ্ত নহে। অন্তরীক্ষ যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও নিজ দীপ্তিতে লোকত্রয় ব্যাপ্ত করিতেছেন। বৃষভ যেরূপ অনায়াসে শৃঙ্গ ধারণ করে, অন্নবান্ ইন্দ্র সেইরূপ স্বর্গকে অনায়াসে ধারণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে সাধুগণের বলপ্রদ উৎকৃষ্ট মার্গস্বরূপ ; মরুৎগণ তোমাকে স্বামী করিয়া আনন্দিত হয়। তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার পরিজন, তোমার আনন্দার্থ সকলে সমান আনন্দিত হইয়া তোমাকে ভূষিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন ॥ ৭ ॥ যদি অন্তরীক্ষস্থিত দ্যোতমান উদক প্রজাদিগের নিমিত্ত তোমাকে সুখী করে, যদি সমস্ত স্তোত্রাদি তোমার প্রীতি সমুৎপাদন করে, যদি তুমি বৃষ্টিপ্রদানাদিকর্মদ্বারা স্তোতৃদিগকে কামনা কর, তাহা হইলে তোমার সবন সুখকর হয় ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, যেন আমরা তোমার সখা হইতে পারি এবং স্তুতিদ্বারা রাজগণের ন্যায় তোমার নিকট হইতে অভীষ্ট লাভ করিতে পারি। ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতিকালে উপস্থিত থাকিয়া ত্বরাসহকারে, আমাদের যজ্ঞ, উক্ত স্তুতির সহিত লইয়া যাও ॥ ৯ ॥ স্তুতিদ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে স্পর্ধাকারী ব্যক্তিদিগকে যেরূপ সদয় করা যায়, আমরা ইন্দ্রকে সেইরূপ করিব। ইন্দ্র কেবল আমাদিগেরই হইবেন। হিতৈষিগণ যেমন সুশাসক নগরপতির পূজা করে, সেইরূপ আমাদিগের মধ্যে অবস্থানাভিলাষী অধ্বর্যুগণ হব্য প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিতেছেন ॥ ১০ ॥ যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকে বৃদ্ধি করিতেছে; কুটিলগতি ব্যক্তি মনে মনে চারিদিক চিন্তা করিতেছে। যেমন তীর্থপথে সম্মুখস্থিত জল অবিলম্বে প্রীত করে, কিন্তু দীর্ঘপথপিপাসিত ব্যক্তিকে নিরাশ করে ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যুদ্ধকালে মরুৎগণের সহিত আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। কারণ হে বলবান্ ইন্দ্র, তোমার জন্য যজ্ঞে ভাগ স্বতন্ত্র আছে। আমার ফলযুক্ত স্তুতি মহান্, হবিষ্মান্ ও জলসেচনকারী মরুৎগণকে বন্দনা করে ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, এই স্তোম তোমারই। হে হরিবাহন, এই স্তোত্রদ্বারা তুমি আমাদিগের দেবযজনপথ জানিয়া লও, এবং সুখে আগমনের জন্য আমাদিগের নিকট আইস ॥ ১৩ ॥

১৭৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, যে সকল দেবতা আছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজা। তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর; হে অসুর, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সাধুদিগের পালক, ধনবান্ ও আমাদিগের উদ্ধারকর্তা। তুমি সত্য, বলদাতা ও নিজের তেজে সমস্ত আচ্ছাদন করিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন সাতটি শারদীপুরী ভেদ করিয়াছিলে, তখন প্রজাগণকে সংযতবাক্য করিয়া সুখে দমন করিয়াছিলে। হে অনবদ্য, তুমি চলনশীল জল প্রবর্তিত করিয়াছিলে, তুমি তরুণবয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুদিগের নগরে গমন কর, এবং তথা হইতে, হে পুরুহূত, অনুচরসহিত স্বর্গে গমন কর। তথায় অশোষক, ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে সিংহের ন্যায় রক্ষা কর, যেন উহা নিজগৃহে নিজ কর্তব্য সাধন করিতে পারে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার শত্রুগণ (মেঘগণ) কুলিশের মহিমায় তোমার ক্ষমতা খ্যাপন করতঃ নিজ জন্মস্থানে শীঘ্র শয়ন করুক। তুমি যখন আয়ুধ লইয়া গমন কর, তখন নিম্নমুখে জল প্রেরণ কর, ও হরিগণের উপর আরোহণ কর। তুমি নিজ সামর্থ্যে শস্যাদি প্রবর্ধিত কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে যজ্ঞে কুৎস ঋষিকে কামনা কর, তথায় তোমার বশীভূত, ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ-বেগশালী অশ্বদিগকে চালিত কর। তজ্জন্য সূর্য তাঁহার রথচক্রকে নিকটে আনয়ন করুন, এবং বজ্রবাহু ইন্দ্র সংগ্রামকারী শত্রুদিগের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৫ ॥ হে হরিবাহন ইন্দ্র, তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া দানরহিত ও যজমানগণের বিঘ্নকারীদিগকে বিনাশ করিয়াছ। যাহারা তোমাকে আশ্রয়দাতা বলিয়া দেখিয়াছে, এবং যাহারা হব্য প্রদানের জন্য মিলিত হইয়াছে, তাহারা তোমার নিকট সন্তান লাভ করে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, অর্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি তোমার স্তব করিতেছে, তুমি পৃথিবীকে দাসের শয্যা করিয়া দিয়াছ। মঘবা তিন ভূমিকে দানদ্বারা বিচিত্র করিয়াছেন, এবং দুর্যোণি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করিয়াছ ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, নব্য ঋষিগণ তোমার সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিবারণের জন্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি দেবরহিত বিপক্ষ নগরসকল ভেদ করিয়াছ, এবং দেবরহিত শত্রুর অস্ত্র নত করিয়াছ ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুদিগের হৃৎকম্পোৎপাদক, তজ্জন্যই তুমি প্রবহমাণা সিরানদীর ন্যায় তরঙ্গবিশিষ্ট জল ভূমিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতিত কর। হে শূর, যখন তুমি সমুদ্রকে পরিপূর্ণ কর, তখন তুমি তুর্বসু ও যদুর মঙ্গলার্থ তাহাদিগকে পালন করিয়াছ ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সর্বকালে আমাদিগের শ্রেষ্ঠ রক্ষক হও এবং প্রজাদিগকে পালন কর। তুমি আমাদিগের সৈন্যদিগকে বল প্রদান কর যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ১০ ॥

১৭৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি।
১ স্কন্ধোগ্রীবী বৃহতী ; ২-৫ অনুষ্টুপ্ ; ৬ ত্রিষ্টুপ্।
হে হরিবাহন ইন্দ্র, হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, আহ্লাদকারী, অন্নবান্, এবং অপরিমিতদানবিশিষ্ট ও মহানুভব সোম যেরূপ পাত্রে স্থাপিত হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া পান করিয়া (ধারণ কর), এবং অত্যন্ত হর্ষিত হও ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, তর্পয়িতা, বরণীয়, সহায়বান্ শত্রুসৈন্যবিনাশক, অবিনাশী সোম তোমার নিকট আগমন করুক ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শূর, তুমি দাতা ; আমি মনুষ্য, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি সহায়বান্, অগ্নি যেমন শিখাদ্বারা পাত্রকে দগ্ধ করে, তুমি সেইরূপ ব্রতরহিত দস্যুকে দগ্ধ কর ॥ ৩ ॥ হে মেধাবী ইন্দ্র, তুমি ঈশান, তুমি নিজ সামর্থ্যে সূর্যের একখানি চক্র হরণ করিয়াছ। শুষ্ণকে বধ করিবার জন্য কর্তনসাধন বজ্র লইয়া, বায়ুবৎ-বেগশালী অশ্বের সহিত আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার হর্ষ সর্বাপেক্ষা বলবিশিষ্ট এবং তোমার ক্রতু সর্বাপেক্ষা অন্নবান্। হে বহু-অশ্বদাতা ইন্দ্র, তোমার বৃত্রঘাতী, ধনদায়ী হর্ষ ও ক্রতু অনুমোদন কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রাচীন স্তোতৃদিগের প্রতি, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের ন্যায় হইয়াছিলে, অতএব আমরা বারংবার তোমার স্তুতি করিতেছি। যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৬ ॥

১৭৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ ; ৬ ত্রিষ্টুপ্।
হে সোম, তুমি ধনপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রকে আনন্দিত কর। তুমি অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ কর। তুমি প্রীত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করতঃ ক্রমেই ব্যাপ্ত হও, অতএব নিকটে কোন শত্রুকে আসিতে দাও না ॥ ১ ॥ ইন্দ্র মনুষ্যদিগের এক অধীশ্বর। তিনি রীতি অনুসারে যব-ফসলের ন্যায় আমাদিগের অভীষ্ট সার্থক করেন ॥ ২ ॥ যে ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে পঞ্চক্ষিতির সর্বপ্রকার ধন আছে, সেই ইন্দ্র, যে আমাদিগকে দ্রোহ করে, তাহাকে দিব্য অশনির ন্যায় বিনাশ করুন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যে সকল লোকে সোমাভিষব করে না, এবং যাহাদিগকে নাশ করা দুঃসাধ্য, তাহাদিগকে হত্যা কর, যেহেতু তাহারা তোমার সুখের হেতু নহে। উহাদিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর, তোমার স্তোতাই ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥ হে সোম, যে দ্বিবিধকর্মকারী যজমানের অর্চনসাধনমন্ত্রে তুমি সর্বদা অবস্থিতি কর, তাহাকেই তুমি রক্ষা কর। হে সোম, ইন্দ্রের সংগ্রামে অন্নের জন্য অন্নবান্ ইন্দ্রকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রাচীন স্তোতৃদিগের প্রতি, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের ন্যায় হইয়াছিলে, অতএব আমরা বারংবার তোমার সুখকর, প্রসিদ্ধ স্তুতি করিতেছি। যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৬ ॥

১৭৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
মনুষ্যদিগের প্রীতিপ্রদ, সকল লোকের অভীষ্টবর্ষী, মনুষ্যগণের স্বামী, বহুলোকের আহূত ইন্দ্র আমাদিগের নিকট আগমন করুন। হে ইন্দ্র, আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া যুবা হরিদ্বয়কে রথে যোজনা করতঃ হব্য গ্রহণের জন্য ও রক্ষার্থ আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে যুবা, উৎকৃষ্ট, ও মন্ত্রদ্বারা রথে যোজনীয় এবং বর্ষণকারী রথবিশিষ্ট অশ্ব আছে, তাহাতে আরোহণ কর, এবং তাহাদিগের সহিত আমাদিগের অভি-মুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র, সোমাভিষবে আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অভাষ্টবর্ষী রথে আরোহণ কর। কারণ তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী সোম অভিষুত হইয়াছে ; এবং মধুর ঘৃতাদি প্রস্তুত আছে। হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী হরিদ্বয়কে যোজনা করতঃ যজমানগণের অনুগ্রহার্থ বেগবান্ রথে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, এই যজ্ঞ দেবগণের উদ্দেশে গমন করিতেছে। এই যজ্ঞীয় পশু, এই সকল মন্ত্র, এই সুত সোম ও এই আস্তীর্ণ বহি (তোমারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে)। তুমি শীঘ্র আগমন কর, উপবেশন করতঃ সোম পান কর, যজ্ঞস্থলে হরিদ্বয়কে ছাড়িয়া দাও ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের কর্তৃক সম্যক্ প্রকারে স্তুত হইয়া মাননীয় স্তোতার মন্ত্র উপলক্ষ করিয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। আমরা স্তুতি করতঃ তোমার আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাসস্থান এবং অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিব ॥ ৫ ॥

১৭৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, যাহাদ্বারা তুমি স্তোতৃগণের রক্ষায় সমর্থ হও, তোমার সেই সমৃদ্ধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তুমি আমাদিগের মহৎ করিবার অভিলাষটি নষ্ট করিও না। তোমার যে প্রাপ্তব্য, ভোগ্য বস্তু আছে, সমস্তই যেন প্রাপ্ত হই ॥ ১ ॥ পরস্পর ভগিনীস্বরূপ অহোরাত্রি স্বীয় জন্মস্থানে যে বৃষ্টিরূপ কর্ম করিতেছেন, রাজা ইন্দ্র যেন আমাদিগের সেই কর্ম নাশ না করেন। বলের হেতুভূত হব্য ইন্দ্রের জন্য ব্যাপ্ত হইতেছে, ইন্দ্র আমাদিগকে সখ্য ও অন্ন প্রদান করুন ॥ ২ ॥ বিক্রমশালী ইন্দ্র, যুদ্ধনেতা যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ, অনুগ্রহপ্রার্থী স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন। যখন নিজেই স্তুতিবাক্য স্বীকারে অভিলাষী হয়েন, তখন হব্যপ্রদায়ী যজমানের নিকটে রথ লইয়া যান ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র উত্তম অন্নলাভেচ্ছায় যজমান-প্রদত্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করেন, এবং সহায়বান্ যজমানের শত্রুদিগকে পরাজিত করেন। বিবিধ আহ্বানধ্বনিযুক্ত সংগ্রামে সত্যপালক ইন্দ্র যজমানের কর্ম খ্যাপন করতঃ হব্য স্বীকার করিতেছেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমাকে সহায় লাভ করিয়া, যে শত্রুগণ আপনাদিগকে অবধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তুমি আমাদিগের ত্রাতা এবং তুমি আমাদিগের ধনবর্ধক হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৫ ॥

১৭৯ সূক্ত। রতি দেবতা। ঋষি : ১-২ লোপামুদ্রা ; ৩-৪ মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ;
৫-৬ অগস্ত্যের শিষ্য ব্রহ্মচারী। ত্রিষ্টুপ্, ৫ বৃহতী।

[এই সূক্ত কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত হয় নাই, অগস্ত্য ও তাঁহার স্ত্রী ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাত্র, অতএব তাঁহারাই এই সূক্তের ঋষি। কথোপকথনের বিষয় অনুসারে রতি অর্থাৎ সম্ভোগই ইহার দেবতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে—রমেশচন্দ্র দত্ত]।

লোপামুদ্রা—বহু সংবৎসর অবধি, আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক উষাতে তোমার সেবা করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করিতেছে। এক্ষণে কি ? পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক ॥ ১ ॥ যে সকল পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণ দেবতাগণের সহিত সত্য কথা বলিতেন তাঁহারাও প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, অন্ত পান নাই। পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক ॥ ১ ॥

অগস্ত্য—আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নাই, যেহেতু দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এই জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করিতে পারিব ॥ ৩ ॥ যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি এই কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক আমার প্রণয়ের উদ্রেক হইয়াছে। লোপামুদ্রা সমর্থ পতিতে সংগত হউন, অধীরা যোষিৎ ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক ॥ ৪ ॥

শিষ্য—হৃদয়মধ্যে পীত এই সোমের নিকট একান্ত প্রার্থনা করিতেছি যে সোম আমাকে সুখী করুন। মর্ত্য বহু-কামনাবান্ ॥ ৫ ॥ সেই উগ্রঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া, বহু পুত্র ও বল কামনা করিয়া, প্রণয়সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভোগ এবং তপ-জপ সাধন এই উভয় ধর্মই পোষণ করিয়াছিলেন ; এবং দেবগণের নিকট সত্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

১৮০ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের শোভনগামী অশ্বগণ যখন তোমাদিগকে লইয়া অভিমত প্রদেশে গমন করে, তখন তোমাদিগের হিরণ্ময় রথের নেমিসকল অভিমত প্রদান করে। অতএব তোমরা উষাকালে সোমপানকরতঃ যজ্ঞে আসিয়া মিলিত হও ॥ ১ ॥ হে সর্বস্তত্য অশ্বিদ্বয়, যখন তোমাদিগের ভগিনীস্থানীয় (উষা) প্রস্তুত হয়েন, হে মধুপায়ী অশ্বিদ্বয়, যখন বল ও অন্নের জন্য যজমান তোমাদিগকে স্তব করে, তখন তোমাদিগের সততসঞ্চারী বিচিত্র-গতিবিশিষ্ট, মনুষ্যদিগের হিতকর, ও বিশিষ্টরূপে পূজনীয় রথ নিম্নাভিমুখে প্রেরণ কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ধেনুসমূহে দুগ্ধ স্থাপন করিয়াছ। তোমরা ধেনুগণের উধোদেশে পূর্ববর্তী পরুদুগ্ধ স্থাপিত করিয়াছ। হে সত্যরূপ অশ্বিদ্বয়, বনবৃক্ষসমূহমধ্যে চৌরের ন্যায় (সর্বদা জাগরূক), বিশুদ্ধস্বভাব, হবিষ্মান্ যজমান, হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞে তোমাদিগের স্তুতি করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সাহায্যাভিলাষী অত্রি মুনির জন্য দীপ্ত পয়ঃ ও ঘৃতকে জলপ্রবাহের ন্যায় করিয়াছিলে। অতএব হে নরাকার অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের জন্য অগ্নিতে যাগ করা যাইতেছে, এবং নিম্নপ্রদেশে রথচক্রের ন্যায়, সোমরস তোমাদিগের প্রতি আগমন করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে দস্রদ্বয়, জীর্ণ তুগ্র রাজার পুত্রের ন্যায় আমি স্তুতিসাধনদ্বারা অভিমত লাভের জন্য তোমাকে যাগদেশে আনয়ন করিব। তোমাদিগের মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবী পরস্পর মিলিত হইয়াছে। হে যজনীয় অশ্বিদ্বয়, জরাজীর্ণ এই ঋষি যেন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে ॥ ৫ ॥ হে শোভনদানযুক্ত অশ্বিদ্বয়, যখন তোমরা নিযুৎ অশ্বদিগকে যোজনা কর, তখন অন্নদ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। অতএব স্তোতা বায়ুর ন্যায় শীঘ্র তোমাদিগের দুইজনকে তৃপ্ত ও ব্যাপ্ত করুন। প্রশস্তকর্মবান্ ব্যক্তির ন্যায় স্তোতা আপনার মহত্ত্বের জন্য অন্ন স্বীকার করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমরাও তোমাদিগের স্তোতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিবিধ স্তব করিতেছি। দ্রোণ-কলশ স্থাপিত হইয়াছে, হে অনিন্দনীয় অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়, দেবতাগণের সমীপে সোম পান কর ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, কর্মনির্বাহক লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষি গ্রীষ্মদুঃখনিবারক প্রস্রবণ লাভের জন্য শব্দোৎপাদক শঙ্খাদির ন্যায় সহস্রপরিমিত স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে প্রতি দিবস প্রবোধিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা রথের মহিমায় যজ্ঞ ধারণ কর, হে গমনশীল অশ্বিদ্বয়, যজমানের হোতার ন্যায়, তোমরা গমনাগমন কর, স্তোতৃদিগকে ফল প্রদান কর, উত্তম অশ্বসমূহ প্রদান কর। অতএব হে নাসত্যদ্বয়, আমরা ধন লাভ করিব ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের স্তুতিযোগ্য, নব্য, আকাশবিহারী, অভগ্নচক্র-বিশিষ্ট রথ লাভের জন্য স্তোত্রদ্বারা উহাকে আহ্বান করিতেছি। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ১০ ॥

১৮১ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে প্রিয়তম অশ্বিদ্বয়, তোমরা কবে অন্ন ও ধন উপরিদেশে লইয়া যাইবে যে, যজ্ঞ সমাপন করিবার ইচ্ছা করতঃ জল নিম্নে পাতিত করিতে পারিবে ? হে ধনধারী ও মনুষ্যের আশ্রয়দাতা অশ্বিদ্বয়, এই যজ্ঞে তোমাদিগেরই প্রশংসা করিতেছে ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের দীপ্তিবিশিষ্ট, বৃষ্টিপানকারী, বায়ুবৎ-বেগবিশিষ্ট, স্বর্গীয়, গমনশীল, মনের ন্যায় বেগবান্, তরুণবয়স্ক, ও কমনীয়পৃষ্ঠযুক্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ॥ ২ ॥ হে উন্নতস্থানার্হ ও রথাধিষ্ঠিত অশ্বিদ্বয়, ভূমির ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত, উৎকৃষ্ট বন্ধুরযুক্ত, বর্ষণসমর্থ, মনের ন্যায় বেগশালী, অহংকারবিশিষ্ট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও যজনীয় রথে যজ্ঞে আগমন করুক॥৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা এই এই স্থানে জন্মিয়াছ এবং পাপশূন্য। তোমাদিগের শরীরসৌন্দর্য এবং নামমহিমাহেতু আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদিগের স্তব করিতেছি। তোমাদিগের মধ্যে একজন যজ্ঞপ্রবর্তক হইয়া জগৎ ধারণ করিতেছেন, আর-একজন দ্যুলোকের পুত্রস্থানীয় হইয়া বিবিধ রশ্মি ধারণ করতঃ জগৎ ধারণ করিতেছেন॥৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের মধ্যে একজনের শ্রেষ্ঠ পিশঙ্গবর্ণ রথ ইচ্ছানুসারে আমাদিগের যাগগৃহে গমন করুক। আর একজনের হরিনামক অশ্বদ্বয়কে মনুষ্যেরা মথননিষ্পাদিত খাদ্য ও স্তুতিদ্বারা প্রীত করুক॥৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের মধ্যে একজন মেঘগণকে বিশীর্ণ করেন; তিনি ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুদিগকে নিঃসারিত করতঃ হব্য অভিলাষে বহু অন্নদানের জন্য গমন করেন। অন্যের গমনের জন্য (যজমানগণ) হব্যদ্বারা তাঁহাকে প্রীত করে। তাঁহার প্রেরিতা ব্যাপ্তিমতী, তীরলঙ্ঘিনী নদীগণ আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে॥৬॥ হে বিধাতা অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের স্থিরতা প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত স্থিরা স্তুতি সৃষ্ট হইতেছে। তাহারা তিনপ্রকারে তোমাদিগের নিকট গমন করিতেছে; তোমরা প্রশংসিত হইয়া যাচমান যজমানকে রক্ষা কর; গমন করিয়া অথবা স্থির হইয়া তাহার আহ্বান শ্রবণ কর॥৭॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের দীপ্ত রূপের স্তুতি কুশত্রয়বিশিষ্ট যজ্ঞসাধনে যজমানদিগকে প্রীত করুক। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমাদিগের মেঘ জলবর্ষণ করতঃ উদকসেকের ন্যায় মনুষ্যদিগকে ধনদান করতঃ প্রীত করুক॥৮॥ হে অশ্বিদ্বয়, পূষার ন্যায় বহুপ্রজ্ঞাশালী হবিষ্মান্ যজমান অগ্নি ও উষার ন্যায় তোমাদিগকে স্তব করিতেছে। যখন পরিচর্যারত স্তোতা স্তব করেন, তখন যজমানও স্তব করেন। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি॥৯॥

১৮২ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। জগতী; ৬,৮ ত্রিষ্টুপ্।

হে মনীষী ঋত্বিক্‌গণ, আমাদিগের এইরূপ সংস্কার হইতেছে যে, অশ্বিদ্বয়ের অভীষ্টবর্ষী রথ উপস্থিত। তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন কর, ও তাঁহাদিগকে সম্ভাবনা কর। তাঁহারা সুকৃতকারীর কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারা স্তুতিযোগ্য, তাঁহারা বিশ্‌পলার উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গের নপ্তা, এবং তাঁহাদিগের কর্ম শুচি॥১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ, স্তুতিযোগ্য, মরুৎশ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশক, উৎকৃষ্টকর্মকারী, রথবান্, এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা মধুপূর্ণ, সমন্তাৎ সন্নদ্ধ রথ বহন কর। সেই রথে অনুগ্রহ করিয়া হব্যপ্রদায়ীর নিকট গমন কর॥২॥ হে অশ্বিদ্বয়, এখানে কি করিতেছ? এখানে কেন রহিয়াছ? হব্যশূন্য যে কোন ব্যক্তি পূজনীয় হইয়াছে, তাহাকে পরাভব কর। পণির প্রাণবিনাশ কর। আমি মেধাবী ও তোমার স্তুতি-অভিলাষী, আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান কর॥৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, জঘন্য শব্দকরতঃ কুক্কুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান। তোমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদিগের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর॥৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা তুগ্রনামক রাজার পুত্রের জন্য সমুদ্রজলে প্রসিদ্ধ, দৃঢ়, পক্ষবিশিষ্ট নৌকা নির্মাণ করিয়াছিলে। এই নৌকাদ্বারা দেবগণের মধ্যে তোমরাই অনুগ্রহ করতঃ তাহাকে উত্তোলন করিয়াছিলে এবং অনায়াসে আসিয়া মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে॥৫॥ জলমধ্যে নিম্নমুখে পাতিত তুগ্রপুত্র অবলম্বনরহিত অন্ধকারমধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের প্রেরিত, জলমধ্যে প্রবিষ্ট, চারিখানি নৌকা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল॥৬॥ তুগ্রপুত্র যাচমান হইয়া জলমধ্যে যে নিশ্চল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সে বৃক্ষটি কি? হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা তাহাকে নিরাপদে উত্তোলন করিয়া বিপুল কীর্তি লাভ করিয়াছ॥৭॥ হে নরাকার অশ্বিদ্বয়, তোমাদের পূজাকারীরা যে স্তব করিয়াছে তাহা তোমরা গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। হে অশ্বিদ্বয়, অদ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমযাগসম্পাদক স্তোত্রে প্রীত হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৮ ॥

১৮৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়, যে রথ মনের অপেক্ষাও বেগশালী, যাহার তিনটি বন্ধুর ও তিনখানি চক্র আছে, যাহা অভীষ্টবর্ষী ও ধাতুত্রয়বিশিষ্ট, যে রথে আরোহণ করিয়া, পক্ষী যেরূপ পক্ষবলে গমন করে, সেইরূপ তোমরা সুকৃতকারীর গৃহে গমন কর, সে রথ যোজনা কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সংকল্পবান্ হইয়া হব্যের নিমিত্ত যে রথে আরোহণ কর, তোমাদিগের সুন্দর রূপে আবর্তনকারী সেই রথ দেবযজনভূমির অভিমুখে গমন করিতেছে। তোমাদিগের শরীরের হিতকর স্তুতি তোমাদিগের সহিত মিলিত হউক। তোমরা দ্যুলোকের দুহিতা উষার সহিত সংগত হও ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে রথ হবিষ্মান্ যজমানের কর্ম লক্ষ্য করিয়া গমন করে ; হে নরাকার নাসত্যদ্বয়, তোমরা যে রথে যজ্ঞশালায় যাইতে ইচ্ছা কর, সুন্দররূপে আবর্তনকারী সেই রথে আরোহণ করতঃ যজমানের পুত্রলাভ ও আপনার হিতলাভের জন্য যজ্ঞগৃহে গমন কর ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের অনুগৃহে বৃকগণ ও বৃকীগণ আমাকে যেন ধর্ষণা না করে। তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে দান করিও না। হে অশ্বিদ্বয়, এই তোমাদের হব্যভাগ রহিয়াছে, এই তোমাদের স্তুতি হইতেছে, এই তোমাদের জন্য সোমরসের পাত্র রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ হে দস্রদ্বয়, যেমন পথিক গন্তব্য পথের জন্য পথপ্রদর্শক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, সেইরূপ গৌতম, পুরুমীঢ়, ও অত্রি হব্য গ্রহণ করতঃ তৃপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। হে অশ্বিদ্বয়, আমার আহ্বানের অভিমুখে আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের অনুগ্রহে আমরা তমঃ-পারে উত্তীর্ণ হইব, তোমাদিগের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন কর, তাহা হইলে আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৬ ॥

১৮৪ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
উষা তমোবিনাশ করিতে আগমন করিলে, আমরা অদ্যকার যাগে এবং অপর যাগে তোমাদিগের দুইজনকে আহ্বান করি। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা অসত্যরহিত ও দ্যুলোকের নপ্তা, তোমরা যে কোন স্থানেই থাক, আর্যস্তুতিকারক উক্থমন্ত্রদ্বারা বিশিষ্টদানশীল যজমানের জন্য তোমায় স্তুতি করিতেছে ॥ ১ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়, তোমরা সোমরসে হৃষ্ট হইয়া আমাদিগের তৃপ্তি উৎপাদন কর, এবং পণিগণকে সমূলে বিনাশ কর। হে নেতৃদ্বয়, তোমাদিগকে অভিমুখী করণার্থ, আমি যে তৃপ্তিপ্রদ স্তুতি করিতেছি তাহা শ্রবণ কর, কারণ তোমরা স্তুতির অন্বেষক ও সঞ্চয়কর্তা ॥ ২ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, হে পূষা, তোমরা শ্রেয়োলাভের জন্য তীরের ন্যায় শীঘ্রগামী হইয়া সূর্যতনয়াকে লইয়া যাও। যজ্ঞকালে সম্পাদিত স্তুতি পূর্ব যুগের ন্যায় মহৎ বরুণের তুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগকে স্তব করিতেছে ॥৩॥ হে মধুপাত্রযুক্ত অশ্বিদ্বয়, তোমরা কবি মান্যের স্তুতি স্বীকার কর এবং তোমাদিগের দান আমাদিগের উদ্দেশেই প্রদত্ত হউক। হে শুভফলপ্রদায়ী অশ্বিদ্বয়, মনুষ্যেরা অন্নের ইচ্ছায় এবং বীর্যশালী যজমানের হিতার্থ, তোমাদিগের সহিত হর্ষযুক্ত হউক ॥ ৪ ॥ হে অন্নবান্ অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের জন্য হব্যের সহিত এই পাপবিনাশক স্তোম রচিত হইয়াছে। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা অগস্ত্যের প্রতি তুষ্ট হইয়া যজমানের পুত্রাদি ও আপনার সুখভোগের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের অনুগ্রহে আমরা তমঃপারে উত্তীর্ণ হইব, তোমাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন কর, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৬ ॥

১৮৫ সূক্ত। দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দ্যু ও পৃথিবী ইহাদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন; কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন; হে কবিগণ, এ কথা কে জানে? উঁহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ পাদরহিতা অবিচলা দ্যাবা-পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতা-মাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ২ ॥ আমি অদিতির নিকট পাপরহিত, অক্ষীণ, হিংসারহিত, অন্নবিশিষ্ট স্বর্গতুল্য ধন প্রার্থনা করি। হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা স্তবকারী (যজমানের জন্য) সেই ধন উৎপাদন কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ আমরা দ্যোতমান দিবা ও রাত্রি সম্বন্ধীয় উভয়বিধ ধনের জন্য দুঃখরহিতা ও অন্নের দ্বারা তৃপ্তকারী দ্যাবা-পৃথিবীর যেন অনুগত হইতে পারি; সমস্ত দেবগণ তাঁহাদিগের পুত্র। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে কর ॥ ৪ ॥ পরস্পরসংযুক্ত, সদাতরুণ, সমানসীমাবিশিষ্ট, ভগিনীভূত, বন্ধুসদৃশ দ্যাবা-পৃথিবী, পিতা-মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিস্বরূপ জল ঘ্রাণ করতঃ, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত ও মহানুভব ও শস্যাদিসমুৎপাদক দ্যাবা-পৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আহ্বান করি। ইঁহাদিগের রূপ আশ্চর্য, ইঁহারা জলধারণ করেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥ মহৎ, পৃথু, বহু-আকারবিশিষ্ট ও অনন্ত দ্যাবা-পৃথিবীকে আমি যজ্ঞস্থলে নমস্কারমন্ত্রদ্বারা স্তব করি। হে সৌভাগ্যবতী উদ্ধারকুশলা দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা বিশ্ব ধারণ কর, এবং আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ আমরা দেবতাগণের নিকট সর্বদাই যে সকল অপরাধ করিয়া থাকি, বন্ধু ও জামাতার প্রতি যে সকল অপরাধ করিয়া থাকি, আমাদিগের এই যজ্ঞ সেই সকল পাপ অপনোদন করিতে সমর্থ হউক ॥ ৮ ॥ স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যদিগের হিতকর দ্যাবা-পৃথিবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাতা দ্যাবা-পৃথিবী আশ্রয় দিবার জন্য আমার সহিত মিলিত হউন। হে দেবগণ, আমরা তোমাদিগের স্তোতা; অন্নদ্বারা তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন করতঃ প্রচুর দানার্থ প্রচুর অন্ন ইচ্ছা করি ॥ ৯ ॥ আমি প্রজ্ঞাবান্, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি। পিতা-মাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥ হে পিতঃ, হে মাতঃ, এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে দ্যাবা-পৃথিবী, তাহা সার্থক হউক। আশ্রয়দান-দ্বারা তোমরা স্তোতৃগণের সমীপবর্তী হও; যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ১১ ॥

১৮৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বিশ্বানর সবিতা আমাদিগের স্তুতিহেতু ইলাদিগের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করুন। হে যুবাগণ, আমাদিগের যজ্ঞে ইচ্ছাপূর্বক আগমন করতঃ সমস্ত জগতের ন্যায় আমাদিগকেও হৃষ্ট কর ॥ ১ ॥ শত্রুদিগের আক্রমণকারী মিত্র, বরুণ ও অর্যমা এই সকলে সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া আগমন করুন। সকলে আমাদিগের বধয়িতা হউন এবং শত্রুদিগকে অভিভব করতঃ আমাদিগের অন্ন যাহাতে হীন না হয়, তাহা করুন ॥ ২ ॥ হে দেবগণ, আমি স্তুমান ও তোমাদিগের ন্যায় প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ অতিথি অগ্নিকে স্বস্তিমন্ত্রদ্বারা স্তব করি। উত্তমকীর্তিযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূরী বরুণ আমাদিগেরই হউন, ও শত্রুদিগের প্রতি হুঙ্কার করতঃ আমাদিগকে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥ হে দেবগণ, আমরা দিবারাত্রি নমস্কার করতঃ পাপজয়ের জন্য দোহবতী ধেনুর ন্যায় তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমরা যথাসময়ে একমাত্র উধঃ হইতে উৎপন্ন নানারূপ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আনিয়াছি ॥ ৪ ॥ অহির্বুধ্ন্য আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। সিন্ধু বৎসের ন্যায় আমাদিগকে প্রীত করুন; আমরা জলের জলের নপ্তা (অগ্নিদেবকে) স্তুতি করতঃ প্রাপ্ত হইতেছি। মনের ন্যায় বেগশালী মেঘসকল তাঁহাকে বহন করিতেছে ॥ ৫ ॥ ত্বষ্টা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন। যজ্ঞের নিমিত্ত তিনি স্তোতৃগণের সহিত সমানপ্রীতিযুক্ত হউন। অতিমহান্, বৃত্রঘাতী, মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্র আমাদিগের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হউন ॥ ৬ ॥ ধেনুগণ যেমন বৎসের গাত্র লেহন করে, সেইরূপ অশ্বতুল্য আমাদিগের মন তরুণ ইন্দ্রকে স্তুতি করিতেছে। পত্নীগণ যেরূপ পতিকে প্রাপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব করে, সেইরূপ আমাদিগের স্তুতি অতিশয় যশোযুক্ত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া ফল উৎপন্ন করে ॥ ৭ ॥ অত্যন্ত বলশালী, সমানপ্রীতিযুক্ত, পৃষৎ-নামক অশ্বযুক্ত, অবনতস্বভাব, শত্রুভক্ষক, মরুৎগণ মৈত্রীযুক্ত ঋত্বিক্‌গণের ন্যায় দ্যাবা-পৃথিবীর সকাশ হইতে একত্রে আমাদিগের এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন ॥ ৮ ॥ মরুৎগণের মহিমা প্রসিদ্ধ, যেহেতু তাঁহারা স্তুতির প্রয়োগ অবগত আছেন। অনন্তর, সুদিনে অন্ধকার বিনাশক আলোক যেমন জগৎ ব্যাপ্ত করে সেইরূপ তাঁহাদিগের বৃষ্টিপ্রদ সেনা সমস্ত অনুর্বর দেশকে উৎপাদিকাশক্তি-বিশিষ্ট করে ॥ ৯ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, আমাদিগের রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়কে ও পূষাকে স্তুতি কর। দ্বেষরহিত বিষ্ণু, বায়ু ঋভুক্ষা নামক স্বাধীন বলবিশিষ্ট দেবগণকে স্তব কর। আমি সুখের নিমিত্ত সমস্ত দেবগণকে অভিমুখে আনয়ন করিব ॥ ১০ ॥ যজনীয় দেবগণ, তোমাদিগের প্রসিদ্ধ দীধিতি আমাদিগের প্রাণপ্রদ ও নিবাসপ্রদ হউক। তোমাদিগের বসুমতা দীধিতি দেবগণকে প্রকাশ করুক। যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ১১ ॥

১৮৭ সূক্ত। পিতু (অন্ন) দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি।
১ অনুষ্টুপ্ গর্ভা উষ্ণিক্; ৩,৫-৭,১১ অনুষ্টুপ্; ১১ মতান্তরে বৃহতী;
২,৪,৮-১০ গায়ত্রী।

আমি ত্বরান্বিত হইয়া মহান্, সকলের ধারক ও বলাত্মক পিতুকে স্তব করি। তাঁহারই সামর্থ্যে ত্রিত বৃত্রের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া বধ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে স্বাদু পিতু, হে মধুর পিতু, আমরা তোমায় সেবা করি, তুমি আমাদিগের রক্ষা কর ॥ ২ ॥ হে পিতু, তুমি মঙ্গলময়, তুমি কল্যাণকর আশ্রয়দানদ্বারা আমাদিগের নিকট আগমন করতঃ আমাদিগের সুখ উৎপাদন কর। তোমার রস যেন আমাদিগের অপ্রিয় না হয়, তুমি আমাদিগের সখা ও অদ্বিতীয় সুখকর হও ॥ ৩ ॥ হে পিতু, বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে, সেইরূপ তোমার রস সমস্ত জগতের অনুকূলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ হে স্বাদুতম পিতু, যে সকল লোক তোমাকে প্রর্থনা করে, তাহারা ভোক্তা। হে পিতু, তোমার অনুগ্রহে তাহারা তোমাকে দান করে। তোমার রসাস্বাদী ব্যক্তিগণের গ্রীবা উন্নত হয় ॥ ৫ ॥ হে পিতু, মহৎ দেবগণ তোমাতেই মন নিহিত করিয়াছেন। হে পিতু, তোমার চারু প্রজ্ঞা ও আশ্রয়দ্বারাই অহিকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে পিতু, যখন মেঘগণের প্রসিদ্ধ উদক আগমন করে, তখন হে মধুর পিতু, তুমি আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে ভোজনের জন্য সন্নিহিত হও ॥ ৭ ॥ যেহেতু আমরা প্রভূত জল ও ওষধি ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর, তুমি স্থূল হও ॥ ৮ ॥ হে সোম, তোমার দুগ্ধাদিমিশ্রিত ও যবাদিমিশ্রিত অংশ ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর, তুমি স্থূল হও ॥ ৯ ॥ হে করম্ভ ওষধি, তুমি স্থূলতাসম্পাদক, ও রোগনিবারক ও ইন্দ্রিয়োদ্দীপক হও। হে শরীর, তুমি স্থূল হও ॥ ১০ ॥ হে পিতু, ধেনুগণের নিকট যেরূপ হব্য গৃহীত হয়, সেইরূপ তোমার নিকট আমরা স্তুতিদ্বারা রস গ্রহণ করি। ঐ রস কেবল দেবতাগণের নহে, আমাদিগকেও হৃষ্ট করে ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮৮ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ তনূনপাৎ ;
৩ ইল ; ৪ বর্হি ; ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৬ উষা ও নক্ত ;
৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ; ৮ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী ; ৯ ত্বষ্টা ;
১০ বনস্পতি; ১১ স্বাহাকৃতিগণ। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। গায়ত্রী।
হে অগ্নি, ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক সম্যক্‌রূপে সমিদ্ধনামক অগ্নি হইয়া অদ্য শোভা পাইতেছ। হে সহস্রজিৎ দেব, তুমি কবি ও দূত, তুমি হব্য বহন কর ॥ ১ ॥ পূজনীয় তনূনপাৎ (নামক অগ্নি) সহস্র প্রকার অন্ন ধারণ করতঃ যজমানের জন্য মধুর রসোপেত দ্রব্যে মিলিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ হে ঈড্যনামক অগ্নি, তুমি আমাদিগের কর্তৃক আহুত হইয়া আমাদিগের জন্য যজ্ঞভাক্ দেবগণকে আনয়ন কর। হে অগ্নি, তুমি অপরিমিত ধনদাতা ॥ ৩ ॥ সহস্রবীরবিশিষ্ট, পূর্বাভিমুখে অগ্রভাগযুক্ত যে অগ্নিরূপ বর্হিতে আদিত্যগণ বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রপ্রভাবে আচ্ছাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ যজ্ঞশালার বিরাট্, সম্রাট্, বিভু, প্রভু, বহু, ও ভূয়ান্ (অগ্নিরূপ)-দ্বারা জল ক্ষরণ করিতেছে ॥ ৫ ॥ দীপ্ত-আভরণযুক্ত ও সুন্দররূপবিশিষ্ট (অগ্নিরূপ) উষাদ্বয় অত্যন্ত শোভাশালী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা এই স্থলে উপবেশন করুন ॥ ৬ ॥ এই অতি উৎকৃষ্ট, প্রিয়ভাষী, (অগ্নিরূপ) দৈবহোতা ও দিব্য কবিদ্বয় আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হউন ॥ ৭ ॥ হে (অগ্নিরূপ) ভারতী, সরস্বতী ও ইলা, আমি তোমাদিগের সকলকে আহ্বান করিতেছি, যাহাতে সম্পত্তিশালী হইতে পারি তাহা কর ॥ ৮ ॥ (অগ্নিরূপ) ত্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশুগণের রূপ ব্যক্ত করেন। হে ত্বষ্টা, আমাদিগকে অধিক পরিমাণে পশু প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি, তুমি দেবতাগণের পশুরূপ অন্ন উৎপাদন কর। অগ্নি হব্যসকল স্বাদু করুন ॥ ১০ ॥ দেবগণের অগ্রগামী অগ্নি গায়ত্রীচ্ছন্দে লক্ষিত হইয়া থাকেন, (অগ্নিরূপ) স্বাহা প্রদানের সময় তিনি দীপ্ত হন ॥ ১১ ॥

১৮৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি সকল প্রকার প্রজ্ঞান অবগত আছ ; অতএব আমাদিগকে সুপথে ধনের দিকে লইয়া যাও। তুমি কুটিলকারী পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে লওয়া যাও, আমরা বারংবার তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি নূতন; তুমি আমাদিগকে স্তুতিদ্বারা সমস্ত দুর্গম পাপ হইতে উদ্ধার কর। আমাদিগের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হউক ; আমাদিগের ভূমিও প্রশস্ত হউক ; তুমি আমাদিগের পুত্র ও অপত্যসকলকে সুখ প্রদান কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের নিকট হইতে রোগসকলকে দূর কর; এবং যে সকল মনুষ্যকে অগ্নি রক্ষা করেন না, ও যাহারা আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকেও দূর করিয়া দাও। হে দেব, তুমি আমাদিগকে শোভন ফল দানের জন্য সমস্ত মরণরহিত দেবগণের সহিত যজ্ঞশালায় আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি অজস্র আশ্রয়দানদ্বারা আমাদিগকে পালন কর, আমাদিগের প্রিয় যাগগৃহে সমন্তাৎ দীপ্তিযুক্ত হও। হে যুবা অগ্নি, আমি তোমার স্তোতা, আমার যেন অদ্য ভয় না হয়, অন্যকালেও যেন আমার ভয় না হয় ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে হিংসক, অন্নগ্রাসী, শুভনাশী রিপুর হস্তে সমর্পণ করিও না ; আমাদিগকে দন্তবিশিষ্ট দংশনকারীর হস্তে সমর্পণ করিও না ; দন্তরহিতের হস্তে সমর্পণ করিও না। হে বলবান্ অগ্নি, হিংসকদিগের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না ॥ ৫ ॥ হে যজ্ঞোৎপন্ন অগ্নি, তুমি বরণীয়। শরীর পুষ্টির জন্য স্তব করতঃ লোকে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত হিংসক ও নিন্দাকারী ব্যক্তির হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করে। হে অগ্নি, যাহারা সম্মুখে কুটিলাচরণ করে, তুমি এরূপ শত্রুকে দমন কর ॥ ৬ ॥ হে যজনীয় অগ্নি, তুমি যষ্টা ও অযষ্টা উভয়বিধ লোককে বিশেষরূপে জানিয়া যষ্টাগণকে কামনা কর। হে আক্রমণকারী অগ্নি, পবিত্রতাভিলাষী যজমান যেমন ঋত্বিক্‌গণের শিক্ষণীয় হয়, তুমিও যথাকালে, সেইরূপ মনুষ্য যজমানের শিক্ষণীয় হও ॥ ৭ ॥ মানের পুত্র এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুনাশক অগ্নি সম্বন্ধে এই স্তোত্রবচনসমূহ রচনা করিয়াছেন। আমরা এই অতীন্দ্রিয় প্রকাশক মন্ত্রদ্বারা সহস্র ধন লাভ করিব ; যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৮ ॥

১৯০ সূক্ত। বৃহস্পতি দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে হোতা, অভীষ্টবর্ষী, মিষ্টজিহ্ব ও স্তুতিযোগ্য বৃহস্পতিকে অর্চনা-সাধন মন্ত্রদ্বারা বর্ধিত কর। তিনি স্তোতাকে ত্যাগ করেন না ; দীপ্তিযুক্ত, স্তূয়মান বৃহস্পতিকে গাথাপাঠক দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তব শ্রবণ করাইতেছেন ॥ ১ ॥ ঋতুসম্বন্ধীয় স্তুতিসকল সৃজনকর্তারূপ বৃহস্পতির নিকট গমন করে। তিনি দেবকামিগণকে ফল প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন, তিনি স্বর্গব্যাপী মাতরিশ্বার ন্যায় বরণীয় ফল উৎপাদন করতঃ যজ্ঞের জন্য সম্ভূত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ সবিতা যেরূপ কিরণ প্রকাশ করিতে যত্ন করেন, সেইরূপ বৃহস্পতি যজমানগণের স্তুতি, অন্ন, দান ও মন্ত্রসমূহ স্বীকারার্থ যত্ন করিতেছেন। রাক্ষস-শত্রুশূন্য বৃহস্পতির সামর্থ্যে দিবসকালীন সূর্য ভয়ংকর শ্বাপদের ন্যায় বলশালী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ বৃহস্পতির কীর্তি দ্যুলোক ও ভূলোকে ব্যাপ্ত হইতেছে। বৃহস্পতি সূর্যের ন্যায় পূজিত হব্য ধারণ করেন, প্রাণীদিগের চৈতন্য সমুৎপাদন করেন, ও ফল প্রদান করেন। বৃহস্পতির আয়ুধ মৃগয়াশীলগণের আয়ুধের ন্যায় গমন করে, ও মায়াচারীদিগের অভিমুখে প্রত্যহ ধাবিত হয় ॥ ৪ ॥ হে বৃহস্পতি, যে সকল পাপবুদ্ধি লোক, কল্যাণকর বৃহস্পতিকে জীর্ণ বৃষভ মনে করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বরণীয় ধন প্রদান করিও না। হে বৃহস্পতি, যে সোমযজ্ঞ করে, তাহাকে নিশ্চয় অনুগ্রহ করিয়া থাক ॥ ৫ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি, সুখগামী ও সুখাত্মবিশিষ্ট যজমানের পথস্বরূপ এবং দুষ্টদমনকারী রাজার বন্ধু। যে সকল ব্যক্তি আমাদিগের নিন্দা করে, তাহাদিগকে রক্ষাশূন্য কর ॥ ৬ ॥ মনুষ্য যেরূপ রাজার সহিত মিলিত হয়, কূলদ্বয়ে সীমাবদ্ধ নদী যেরূপ সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ সমস্ত স্তুতি বৃহস্পতিতে মিলিত হয়। তিনি বিদ্বান্ ; আকাশবিচারী পক্ষীর ন্যায় বৃহস্পতি মধ্যে থাকিয়া উভয় জল এবং পার হইবার ঘাট দেখিতে পান ॥ ৭ ॥ এইরূপেই বৃহস্পতি মহান্, বলবান্, অভীষ্টবর্ষী ও দীপ্তিমান্ এবং বহুলোকের উপকারার্থ উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার স্তব করিলে, তিনি আমাদিগকে বীরবিশিষ্ট করুন। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ৮ ॥

১৯১ সূক্ত। জল, তৃণ ও সূর্য (বিষনাশক উপনিষদ্)
দেবতা। মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ ;
১০-১২ মহাপংক্তি ; ১৩ মহাবৃহতী।

অল্পবিষ প্রাণী, মহাবিষ প্রাণী, জলচর অল্পবিষপ্রাণী, দুই প্রকার দাহকর প্রাণী, এবং অদৃশ্যরূপ প্রাণী আমাকে বিষদ্বারা সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত করিয়াছে ॥ ১ ॥ যে ঔষধ আসিতেছে তাহা অদৃশ্যরূপ বিষধর প্রাণীকে নাশ করে, ও প্রত্যাবর্তনকালে তাহাকে নাশ করে। বিনষ্ট হইবার সময় নাশ করে, এবং পিষ্ট হইবার সময় পেষণ করে ॥ ২ ॥ শর, কুশর, দর্ভ, সৈর্য, মুঞ্জ, বীরণ প্রভৃতি অদৃষ্টরূপে অবস্থিত বিষধরগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাকে লিপ্ত করিতেছে ॥ ৩ ॥ যখন ধেনুগণ গোষ্ঠে উপবেশন করিয়া আছে, যখন মৃগসকল নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করিতেছ, যখন মনুষ্যের চৈতন্য অপগত হইয়াছে, তখন অদৃশ্যরূপ বিষধর আমাকে লিপ্ত করিয়াছে ॥ ৪ ॥ তস্করের ন্যায় এইসকলকে রাত্রিকালে দেখা যায়। উহারা নিজে অদৃশ্য হইলেও সমস্ত জগৎ দর্শন করে, অতএব মনুষ্যগণ সাবধান হও ॥ ৫ ॥ স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, সোম ভ্রাতা, অদিতি ভগিনী। অদৃষ্ট সর্বদর্শিগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতি কর, এবং যথাসুখে গমন কর ॥ ৬ ॥ যাহারা স্কন্ধবিশিষ্ট, যাহারা অঙ্গবিশিষ্ট, যাহারা সূচিবিশিষ্ট, যাহারা অত্যন্ত বিষযুক্ত, অদৃষ্টগণ, তোমাদিগের এখানে কি আছে ? তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাও ॥ ৭ ॥ পূর্বদিকে সূর্যদেব উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং অদৃষ্টদিগকে বিনাশ করেন। তিনি সমস্ত অদৃষ্টদিগকে ও যাতুধানীদিগকে বিনাশ করেন ॥ ৮ ॥ সূর্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করতঃ উদয় হইতেছেন। সর্বদর্শী, অদৃশ্যদিগের বিনাশক আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্য উদিত হইতেছেন ॥ ৯ ॥ শৌণ্ডিকগৃহে চর্মময় সুরাপাত্রের ন্যায়, আমি সূর্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি। পূজনীয় সূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ, মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১০ ॥ ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ খাইয়া ফেলিয়াছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করে না, আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ, মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১১ ॥ একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিষের পুষ্টি বিনাশ করুক। তাহারা কখনও প্রাণত্যাগ করে না, তাহাদিগের ন্যায় আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ, মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১২ ॥ আমি সমস্ত বিষনাশক নবনবতিসংখ্যক নদীর নাম কীর্তন করি। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ, মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১২ ॥ রমণীগণ কুম্ভ করিয়া যেরূপ জল লইয়া যায়, হে দেহ, একবিংশতিসংখ্যক ময়ূরী ও সপ্তনরী সেইরূপ তোমার বিষ হরণ করুক ॥ ১৪ ॥ হে দেহ, অতিক্ষুদ্র নকুল তোমার বিষ হরণ করুক ; যদ্যপি না করে, আমি ঐ কুৎসিত (জন্তুকে) লোষ্ট্রদ্বারা আঘাত করিব। বিষ আমার দেহ হইতে দূর হউক এবং দূরদেশে গমন করুক ॥ ১৫ ॥ নকুল যখন পর্বত হইতে আগমন করতঃ বলিল, বৃশ্চিকের বিষ রসশূন্য, হে বৃশ্চিক, তোমার বিষ রসশূন্য ॥ ১৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী।

হে মনুষ্যদিগের নরপতি অগ্নি, তুমি যজ্ঞদিনে উৎপন্ন হও; তুমি দীপ্তিশালী হইয়া উৎপন্ন হও; তুমি শুচি হইয়া উৎপন্ন হও; তুমি জল হইতে উৎপন্ন হও; তুমি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হও; তুমি বন হইতে উৎপন্ন হও; তুমি ওষধি হইতে উৎপন্ন হও॥ ১॥ হে অগ্নি, হোতার কর্ম তোমারই, পোতার কর্ম তোমারই, ঋত্বিকের কর্ম তোমারই, নেষ্টার কর্ম তোমারই। তুমি অগ্নিধ্র, তুমি যখন যজ্ঞ কামনা কর, তখন প্রশাস্তার কর্ম তোমারই। তুমিই অধ্বর্যু, তুমিই ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্, এবং তুমি আমাদিগের গৃহে গৃহপতি॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি সাধুদিগের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কারযোগ্য। হে ধনবান্ স্তুতির অধিপতি, তুমিই ব্রহ্ম, তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর, ও বহুপ্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর॥ ৩॥ হে অগ্নি, তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ। তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য, অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুগণের পালক, অতএব তুমি অর্যমা। অর্যমার দান সর্বব্যাপী। তুমি অংশ, হে দেব, তুমি আমাদিগের যজ্ঞে ফল দান কর॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্যাকারীর বীর্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্যসকল তোমারই, তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদিগকে উত্তম-অন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্যগণের বলস্বরূপ॥ ৫॥ হে অগ্নি, তুমি মহৎ আকাশের অসুর রুদ্র, তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর। তুমি সুখের আধারস্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বায়ুসদৃশ অশ্বে গমন কর। তুমি পুষা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পরিচালক ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর॥ ৬॥ হে অগ্নি, তুমি অলংকারকারী যজমানের পক্ষে স্বর্ণদাতা। তুমি দ্যোতমান সবিতা, রত্নের আধারস্বরূপ। হে নৃপতি, তুমিই ধনদাতা ভগ। যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্যা করে, তুমি তাহাকে পালন কর॥ ৭॥ হে অগ্নি, লোকে নিজ নিজ গৃহে তোমাকে প্রাপ্ত হয়, ও তোমাকে ভূষিত করে। তুমি মনুষ্যগণের পালক, দীপ্তিমান্ ও আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহসম্পন্ন। তোমার সেনা অতি উত্তম, তুমি সমস্ত হব্যের ঈশ্বর, তুমি সহস্র, শত, দশ ফল দান কর॥ ৮॥ হে অগ্নি, লোকে যজ্ঞদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যেহেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভ্রাত্র লাভের জন্য কর্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাহাদিগের শরীর দীপ্ত করিয়া দাও। যে তোমার পরিচর্যা করে তুমি তাহার পুত্র হও। তুমি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হইয়া পালন কর॥ ৯॥ হে অগ্নি, তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষস্তুতিযোগ্য, তুমি সর্বত্রবিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার ছেদনের জন্য ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠাদি দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার কর॥ ১০॥ হে দেব অগ্নি, তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধনপালক, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী॥ ১১॥ হে অগ্নি, উত্তমরূপে পোষিত হইলে তুমিই উত্তম অন্ন। তোমার স্পৃহণীয় এবং উত্তম বর্ণে ঐশ্বর্য অবস্থিতি করে। তুমিই অন্নস্বরূপ, তুমিই ত্রাণ কর, তুমিই বৃহৎ, তুমিই ধনরূপ, তুমি বহুল ও সর্বত্র বিস্তীর্ণ॥ ১২॥ হে অগ্নি, আদিত্যগণ তোমাকে মুখ করিয়াছেন; হে কবি, শুচি দেবগণ তোমাকে জিহ্বা করিয়াছেন। দানকালে সমবেত দেবগণ যজ্ঞে তোমার অপেক্ষা করেন, এবং তোমাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, সমস্ত অমর ও দ্রোহরহিত দেবগণ তোমার মুখে আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন। মর্ত্যগণও তোমার দ্বারা অন্নাদির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। তুমি লতাদির গর্ভরূপ, তুমি শুচি হইয়া জন্মিয়াছ ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলদ্বারা প্রসিদ্ধ দেবগণের সহিত মিলিত হও এবং তাঁহাদিগের হইতে পৃথক্ হও। হে সুজাত দেব, তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা প্রবল হও, কারণ তোমারই মহিমায় এই যজ্ঞস্থিত অন্ন শব্দায়মান দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি, যে মেধাবিগণ স্তোতৃগণকে গো ও অশ্ব প্রভৃতি ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে এবং আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ স্থানে লইয়া চল। আমরা বীরবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে বৃহৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিব ॥ ১৬ ॥

২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী।

অগ্নি দীপ্তিমান্, শোভন-অগ্নিবিশিষ্ট, স্বর্গপ্রাপক, উদ্দীপ্ত, হোমনিষ্পাদক এবং বলপ্রদাতা ; সেই সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞদ্বারা বর্ধিত কর, এবং হব্য ও বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা পূজা কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, দিবাকালে ধেনুগণ যেরূপ বৎসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ যজমানগণ তোমাকে রাত্রে ও দিনে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি, তুমি সংযত হইয়া দ্যুলোকের ন্যায় ব্যাপ্ত, এবং মনুষ্যদিগের সকল সময়ের যজ্ঞে বর্তমান আছ, এবং রাত্রিতে প্রদীপ্ত হও ॥ ২ ॥ অগ্নি সুদর্শন, দ্যাবা-পৃথিবীর ঈশ্বর, ধনপূর্ণ রথের ন্যায়, দীপ্তবর্ণ, শাখাস্বরূপ, ও কার্যসাধক এবং যাগভূমিতে প্রশংসিত। দেবগণ সেই অগ্নিকে জগতের মূলদেশে স্থাপিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ অগ্নি অন্তরীক্ষে বৃষ্টিজলসেচনকারী, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষগামী শিখাদ্বারা লোকের চৈতন্য-উৎপাদক, জলের ন্যায় রক্ষক, এবং সকলের জনয়িত্রী দ্যাবা-পৃথিবীর পরিব্যাপক। সেই অগ্নিকে তাঁহার বিজন গৃহে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ অগ্নি হোমনিষ্পাদক হইয়া সমস্ত যজ্ঞ ব্যাপ্ত করুন। মনুষ্যেরা হব্য ও স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে অলংকৃত করিয়াছেন। দাহকারী হনুবিশিষ্ট অগ্নি প্রবর্ধমান ওষধির মধ্যে প্রজ্বালিত হইয়া, নক্ষত্র যেরূপ অন্তরীক্ষকে দ্যোতিত করে, সেইরূপ দ্যাবা-পৃথিবীকে দ্যোতিত করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য ক্রমাগত বর্ধিত ধন প্রদান করতঃ প্রজ্বালিত হইয়া দেদীপ্যমান হও। হে অগ্নি, দ্যাবা-পৃথিবীতে আমাদিগকে ফলপ্রদ কর, মনুষ্য-প্রদত্ত হব্য দেবগণের ভক্ষণার্থ নীত হউক ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে প্রভূত ও সহস্রসংখ্যক বস্তু দান কর। কীর্তির জন্য অন্ন ও অন্নের দ্বার উন্মোচন কর। দ্যাবা-পৃথিবীকে উৎকৃষ্ট যজ্ঞদ্বারা আমাদিগের অনুকূল কর, উষাগণ তোমাকে আদিত্যের ন্যায় বিদ্যোতিত করিতেছে ॥ ৭ ॥ রমণীয় উষার অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণে দেদীপ্যমান হইতেছেন। মনুষ্যের হোমসাধন, স্তুতিদ্বারা স্তূয়মান, উত্তমযাগবিশিষ্ট, ও প্রজাগণের অধিপতি অগ্নি, যজমানের নিকট প্রিয় অতিথির ন্যায় আগমন করিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রভূত দ্যুতিমান্। দেবগণের পূর্ববর্তী মনুষ্যের স্তুতি তোমাকে আপ্যায়িত করিতেছে। ঐ স্তুতি দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় যজ্ঞস্থিত স্তোতার নিমিত্ত আপনিই অপরিমিত ও বিবিধ প্রকার ধন প্রদান করে ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার প্রদত্ত অশ্ব ও অন্নদ্বারা প্রভূত সামর্থ্য লাভ করতঃ সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া উঠিব ; এবং আমাদিগের অতিপ্রভূত ও অন্যের অপ্রাপ্য ধনরাশি সূর্যের ন্যায় পঞ্চ কৃষ্টির উপরে দীপ্যমান্ হইবে ॥ ১০ ॥ হে শত্রুপরাজয়কারী অগ্নি, তুমি আমাদিগের স্তুতিযোগ্য। তুমি আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ কর ; সুজাত স্তোতাগণ তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করে। হে অগ্নি, ঔরস পুত্র লাভের আশায় হব্যবিশিষ্ট যজমানের যাগগৃহে দীপ্যমান্, যজনীয় অগ্নির উপচর্যা করে ॥ ১১ ॥ হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি, তোমার স্তোতা, ও মেধাবী যজমান, আমরা উভয়ে সুখলাভের আশায় তোমারই হইব। তুমি আমাদিগকে নিবাসহেতু, অতিশয় আহ্লাদপ্রদ, প্রভূত, ভৃত্য- ও পুত্রাদিবিশিষ্ট ধন প্রদান কর ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, যে মেধাবিগণ স্তোতৃগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গো ও অশ্ব প্রভৃতি ধন প্রদান করে তাহাদিগকে এবং আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ স্থানে লইয়া চল। আমরা বীরবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে বৃহৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিব ॥ ১৩ ॥

৩ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি, ২ নরাশংস,
৩ ইল, ৪ বর্হি, ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার, ৬ উষা ও নক্ত ;
৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ; ৮ সরস্বতী, ইলা ও
ভারতী, ৯ ত্বষ্টা, ১০ বনস্পতি, ১১ স্বাহাকৃতিগণ।
ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৭ জগতী।

বেদিভূমিতে নিহিত সমিদ্ধনামক অগ্নি সমস্ত ভুবন অভিমুখে অবস্থিত হইয়াছে। হোমনিষ্পাদক, পবিত্রকারী, পুরাতন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দ্যোতমান ও পূজাযোগ্য অগ্নি দেবগণের পূজা করুন ॥ ১ ॥ নরাশংসনামক অগ্নি সুন্দর-শিখাবিশিষ্ট হইয়া নিজ মহিমায় প্রত্যেক আহুতিস্থান ও দীপ্যমান্ লোকত্রয় ব্যক্ত করতঃ ঘৃতবর্ষণেচ্ছায় হব্য স্নিগ্ধ করিয়া যজ্ঞের মুখভাগে দেবগণকে প্রকাশিত করুন ॥ ২ ॥ হে ইলিতনামক অগ্নি, আমাদিগের প্রতি অনুরক্ত মনে যাগকর্মের যোগ্য হইয়া অদ্য আমাদের জন্য মনুষ্যের পূর্ববর্তী হইয়া দেবগণের যজ্ঞ কর। তুমি মরুৎগণ ও অচ্যুত ইন্দ্রকে সম্বোধন কর। হে ঋত্বিক্‌গণ, কুশোপবিষ্ট ইন্দ্রের যাগ কর ॥ ৩ ॥ হে দেববর্হিস্বরূপ অগ্নি, তুমি আমাদিগের ধনলাভার্থ এই বেদিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হও। তুমি সর্বদা বর্ধমান এবং বীরপ্রদ। হে বসুগণ, হে বিশ্বদেবগণ, হে যজ্ঞার্হ আদিত্যগণ, তোমরা ঘৃতাক্ত বর্হিতে উপবেশন কর ॥ ৪ ॥ হে দেবীদ্বাররূপ অগ্নি, তোমরা উদ্ঘাটিত হও, তোমরা মহান্, লোকে নমস্কার করতঃ তোমাদের হোম করে এবং সুখে তোমাদের নিকট গমন করে। তোমরা ব্যাপ্তিমান্, অহিংসনীয়, এবং বীরবিশিষ্ট, যশোযুক্ত এবং বর্ণনীয় রূপের সম্পাদক। তোমরা বিশেষরূপে প্রখ্যাত হও ॥ ৫ ॥ আমাদিগের সাধু কর্মফলের চিরপ্রদায়ী উষা ও নক্তরূপ অগ্নি, বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সাহায্যার্থ গমন করতঃ যজ্ঞের রূপ নির্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং উদকবিশিষ্ট ॥ ৬ ॥ দৈব্য হোতাদ্বয়রূপ অগ্নি প্রথমেই যজ্ঞার্হ। তাঁহারা সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও বিশালশরীরবিশিষ্ট, তাঁহারা মন্ত্রদ্বারা যথাযথরূপে পূজা করেন, ও যথাকালে দেবগণের উদ্দেশে যাগ করেন, এবং পৃথিবীর নাভিস্বরূপ উন্নত স্থানত্রয়ে গমন করেন ॥ ৭ ॥ আমাদিগের যজ্ঞনিষ্পাদিকা অগ্নিরূপ সরস্বতী, ইলা এবং সর্বব্যাপিকা ভারতীদেবী তিনজনে যাগগৃহ আশ্রয় করতঃ হব্য লাভের জন্য নির্দোষরূপে আমাদের যজ্ঞ পালন করুন ॥ ৮ ॥ অগ্নিরূপ ত্বষ্টার অনুগ্রহে পিশঙ্গরূপ, যাগকারী, অন্নদাতা, ক্ষিপ্রকারী, দেবাভিলাষী, বীরপুত্র উৎপন্ন হউক। ত্বষ্টা আমাদিগকে কুলরক্ষক সন্তান প্রদান করুন, এবং দেবগণের অন্ন আমাদিগের নিকট আগমন করুক ॥ ৯ ॥ বনস্পতিরূপ অগ্নি আমাদিগের কর্ম অবগত হইয়া আমাদিগের নিকট অবস্থিতি করুন। অগ্নি বিশেষরূপ কর্মদ্বারা সম্যকরূপে হব্য পাক করিতেছেন। দৈব্য শমিতা তিন প্রকারে সম্যক্‌রূপে সিক্ত হব্য গ্রহণ করিয়া দেবগণের নিকট লইয়া যাউন ॥ ১০ ॥ আমি অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করি, ঘৃতই তাঁহার জন্মভূমি, ঘৃতই তাঁহার আশ্রয়স্থান, ঘৃতই তাঁহার দীপ্তি। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, তুমি হব্য দিবার সময় দেবগণকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন কর, এবং (অগ্নিরূপ) স্বাহাকারে প্রদত্ত হব্য বহন কর ॥ ১১ ॥

৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র সোমাহুতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে যজমানগণ, আমি তোমাদিগের জন্য অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট, পাপবর্জিত, যজমানগণের অতিথিস্বরূপ, হব্যযুক্ত অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সর্বভূতজ্ঞ ও মনুষ্য হইতে দেব পর্যন্ত সকলের ধারণকর্তা ॥ ১ ॥ ভৃগুগণ অগ্নির পরিচর্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া জলের নিবাসস্থানে অন্তরীক্ষে এবং মনুষ্যের সন্ততিগণের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্রুতগামী-অশ্ববিশিষ্ট এবং দেবগণের ঈশ্বর অগ্নি আমাদের বিরোধী সমস্ত ভূতজাতকে পরাভূত করুন ॥ ২ ॥ দেবগণ স্বর্গগমনকালে মিত্রের ন্যায় অগ্নিকে মনুষ্যগণের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি হব্যপ্রদায়ী যজমানের জন্য তাঁহার যোগ্যগৃহে স্থাপিত হইয়া, যে রাত্রিগণ তাঁহাকে কামনা করে, সেই রাত্রিতে দীপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥ নিজের শরীর পুষ্টিকরণের ন্যায় অগ্নির শরীরপুষ্টিকার্যও রমণীয়। অগ্নি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েন এবং কাষ্ঠ দহন করেন তখন তাঁহার শরীর অতিশয় সুন্দর হয়। রথে অশ্ব যেরূপ পুচ্ছ বারংবার কম্পিত করে, অগ্নিও কাষ্ঠসমূহে সেইরূপ নিজ শিখা কম্পিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ আমার সহযোগী স্তোতাগণ যে অগ্নির মহত্ত্বের স্তুতি করিতেছেন, তিনি আগ্রহবিশিষ্ট ঋত্বিক্‌গণের নিকট স্বীয়রূপ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি রমণীয় হব্যের জন্য বিচিত্র কিরণমালায় প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি জীর্ণ হইয়াও বারংবার তৎক্ষণাৎ যুবা হইতে পারেন ॥ ৫ ॥ যে অগ্নি তৃষিতের ন্যায় বনসমূকে দগ্ধ করেন, জলের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করেন, রথবাহী অশ্বের ন্যায় শব্দ করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ত্মা ও তাপক হইলেও নভোমণ্ডলপরিশোভিত দ্যুলোকের ন্যায় রমণীয় ॥ ৬ ॥ যে অগ্নি বিশ্ব ব্যাপ্ত করেন, যে অগ্নি বিস্তৃত পৃথিবীতে প্রবর্ধমান হয়েন, যে অগ্নি রক্ষকরহিত পশুর ন্যায় স্বেচ্ছায় গমন করিয়া বিচরণ করেন, সেই দীপ্তিমান্ অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষাদি দহন করিয়া ব্যথাকারী (কণ্টকাদিকে) কৃষ্ট করিয়া, প্রচুররূপে রসাস্বাদন করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি পূর্বে প্রথম সবনে যে রক্ষা করিয়াছিলে, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া অদ্যাপি তৃতীয় সবনে মনোহর স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি। হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে বীরবিশিষ্ট, মহান্, কীর্তিমান্ অন্ন এবং সুন্দর অপত্য ও ধন প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, গৃৎসমদ ঋষিগণ তোমাকে রক্ষক পাইয়া ছন্দঃ পাঠ করতঃ গুহায় অবস্থিত উৎকৃষ্ট স্থানে বর্তমান ধনবিশেষ লাভ করিবে। এবং উত্তম পুত্রাদি লাভ করিয়া শত্রুদিগের অভিভব সাধন করিবে। মেধাবী ও স্তুতিকারী যজমানগণকে অতিপ্রভূত ও প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র সোমাহুতি ঋষি। অনুষ্টুপ্।

চৈতন্যস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, হোতা অগ্নি পিতৃদিগের রক্ষার্থ উৎপন্ন হইলেন। আমরাও হব্যবিশিষ্ট হইয়া অত্যন্ত পূজনীয়, জেতব্য ও রক্ষিতব্য ধন লাভ করিতে সমর্থ হইব ॥ ১ ॥ যে যজ্ঞের নেতা অগ্নি সপ্তসংখ্যক রশ্মি ধারণ করেন, দেবগণের পোতাসদৃশ অগ্নি মনুষ্য পোতার ন্যায় সেই যজ্ঞের অষ্টমস্থানীয় হইয়া ব্যাপ্ত হইতেছেন ॥ ২ ॥ অথবা যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণ যে হব্যাদি ধারণ করেন, যে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, ব্রহ্মাস্বরূপ অগ্নি তাহা সমস্তই জানেন। নেমি যেরূপ চক্রকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নি ঋত্বিকের সমস্ত কর্মই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ॥ ৩ ॥ পবিত্র প্রশাস্তা অগ্নি পুণ্য ক্রতুর সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন। লোকে যেরূপ শাখা হইতে শাখান্তরে ফলাহরণার্থ গমন করে, সেইরূপ যজমান অগ্নির যজ্ঞ অবশ্য ফলদায়ী জানিয়া একটির পর অন্যটি অনুষ্ঠান করে ॥ ৪ ॥ যে অঙ্গুলিগণ এই কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারা এই নেষ্টা অগ্নির ধেনুস্বরূপ ও একত্রে তাঁহার বর্ণ সেবা করে ; এবং ভগিনীরূপে তাঁহার গার্হপত্যাদি তিন উৎকৃষ্ট রূপের পরিচর্যা করে ॥ ৫ ॥ যখন জুহূ মাতাস্বরূপ বেদিভূমির নিকটে ভগিনীসদৃশ ঘৃতপূর্ণ হইয়া স্থাপিত হয়, তখন যব যেরূপ বৃষ্টিতে হৃষ্ট হয়, অধ্বর্যুরূপ অগ্নিও সেইরূপ হৃষ্ট হয়েন ॥ ৬ ॥ এই ঋত্বিক্‌রূপ অগ্নি আপনার কর্মের জন্য ঋত্বিকের কর্ম সমাধান করুন। আমরাও তদনন্তর স্তোম ও যজ্ঞ করিব এবং হব্য প্রদান করিব ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তোমার মহিমাভিজ্ঞ যজমান যেরূপ সমস্ত দেবগণের পর্যাপ্তরূপে তৃপ্তি কারতে সমর্থ হয়, তাহা কর। আমরা যে যজ্ঞ নির্বাহ করিব, হে অগ্নি, তাহাও তোমারই ॥ ৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র সোমাহুতি ঋষি। গায়ত্রী।
হে অগ্নি, তুমি আমার এই সমিৎ ও এই আহুতি সম্ভোগ কর, আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর॥ ১॥ হে অগ্নি, আমরা এই আহুতিদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব। হে বলের পৌত্র, হে বিস্তীর্ণযজ্ঞশালী সুজাত অগ্নি, এই স্তোত্রদ্বারা তোমাকে প্রীত করিব॥ ২॥ হে ধনদাতা অগ্নি, তুমি স্তুতিযোগ্য এবং হব্যাভিলাষী। আমরা তোমার পরিচারক। তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব॥ ৩॥ হে অগ্নি, তুমি অন্নবান্, বিদ্বান্, ধনবান্ এবং ধনদাতা, তুমি জাগরিত হও এবং আমাদের শত্রুদিগকে দূর করিয়া দাও॥ ৪॥ সেই অগ্নি আমাদিগের জন্য অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি আমাদিগকে অনল্প বল ও অপরিমিত প্রকার অন্ন প্রদান করুন॥ ৫॥ হে তরুণতম দেবদূত, অতিশয় যজনীয় অগ্নি, আমি স্তুতি করিয়াছি, অতএব তুমি আগমন কর। আমি তোমার পূজয়িতা এবং তোমার আশ্রয় অভিলাষ করি॥ ৬॥ হে মেধাবী অগ্নি, তুমি মনুষ্যদিগের হৃদয় জান, তুমি উভয়রূপ জন্ম জান, তুমি লোকের ও বন্ধুবর্গের হিতকারী দূতরূপ॥ ৭॥ হে অগ্নি, তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর। তুমি চৈতন্যবান্, তুমি যথাক্রমে দেবগণের যজ্ঞ কর এবং কুশোপরি উপবেশন কর॥ ৮॥

৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র সোমাহুতি ঋষি। গায়ত্রী।
হে যুবাতম ব্যাপ্তরূপ ভারত অগ্নি, অতিশয় প্রশংসনীয় দীপ্তিমান্, বহুলোকবাঞ্ছিত ধন আহরণ কর॥ ১॥ হে অগ্নি, দেবতা বা মনুষ্যকৃত শত্রুত্ব যেন আমাদিগকে পরাভব না করে, আমাদিগকে উভয়বিধ শত্রু হইতে রক্ষা কর॥ ২॥ হে অগ্নি, আমরা সমস্ত শত্রুদিগকে জলধারার ন্যায় আপনিই অতিক্রম করিয়া যাইব॥ ৩॥ হে অগ্নি, তুমি শুচি, পাবক ও বন্দনীয়; তুমি ঘৃতদ্বারা আহুত হইয়া অতিশয় দীপ্ত হইয়াছ॥ ৪॥ হে ভারত অগ্নি, তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যাগাভী ও বৃষ ও গর্ভিনী গাভীসকলের দ্বারা আহুত হইয়াছ॥ ৫॥ সমিৎ যাহার অন্ন, যাহাতে সর্পিঃসিক্ত হয়, সেই পুরাতন, হোমনিষ্পাদক, বরণীয়, বলের পুত্র অগ্নি অতি রমণীয়॥ ৬॥

৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। গায়ত্রী; ৬ অনুষ্টুপ্।
হে হোতা, অন্নাভিলাষী পুরুষের ন্যায় প্রভূতযশোবিশিষ্ট অভীষ্টপ্রদ অগ্নির অশ্বসমূহকে স্তুতি কর॥ ১॥ সুনেতা, জরারহিত, এবং মনোহরগতিবিশিষ্ট অগ্নি হবিঃপ্রদায়ী যজমানের শত্রুবিনাশের জন্য আহুত হইয়াছেন॥ ২॥ সুন্দর-শিখাযুক্ত যে অগ্নি গৃহে আগমন করতঃ দিবসে ও রাত্রিতে স্তুত হন, তাঁহার ব্রত কখনও ক্ষীণ হয় না॥ ৩॥ কিরণ-দ্বারা সূর্য যেরূপ প্রকাশিত হয়েন, বিচিত্র অগ্নিও জরারহিত শিখাসমূহদ্বারা চারিদিক প্রকাশিত করিয়া সেইরূপ রশ্মি-সমূহদ্বারা প্রকাশিত হয়েন॥ ৪॥ শত্রুদিগের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থসকল বর্ধিত হইতেছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করিয়াছেন॥ ৫॥ আমরা অগ্নি, ইন্দ্র, সোম ও অন্যান্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমাদের কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না। আমরা শত্রুদিগকে পরাভব করিব॥ ৬॥

৯ সূক্ত: অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
অগ্নি দেবগণের হোতা, বিদ্বান্, প্রজলিত, দীপ্তিমান্, প্রকৃষ্টবলশালী, অপ্রতিহত, অনুগ্রহবিশিষ্ট, নিবাসপ্রদ, সকলের ভরণকর্তা ও পবিত্রশিখাবিশিষ্ট। অগ্নি হোতৃসদনে সুখে উপবেশন করুন॥ ১॥ হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, তুমি আমাদিগের দূত হও। আমাদিগকে আপদ হইতে রক্ষা কর। আমাদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর। তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাদরহিত ও দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ও আমাদিগের পুত্রের রক্ষক হও ও জাগরিত হও ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার উৎকৃষ্ট জন্মস্থানে তোমার পরিচর্যা করিব, তাহার অধঃস্থিত জন্মস্থানে স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব, এবং যে স্থান হইতে তুমি উদ্‌গত হইয়াছ তাহারও পূজা করিব। তথায় তুমি প্রজ্বালিত হইলে অধ্বর্যুগণ তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি হব্যদ্বারা যজ্ঞ কর। তুমি তৎপর হইয়া দেবগণের নিকট আমাদিগের প্রদেয় অন্নের প্রশংসা কর। তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনের পতি। তুমি আমাদিগের দীপ্ত স্তোত্র অবগত হও ॥ ৪ ॥ হে দর্শনীয় অগ্নি, তুমি প্রতিদিন উৎপন্ন হও। তোমার দিব্য ও পার্থিব বসু ক্ষয় হয় না। অতএব তুমি স্তোত্রকারী যজমানকে অন্নবান্ কর এবং সুন্দর-অপত্যযুক্ত ধনের স্বামী কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি আপনার দলের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি দেবগণের যাজক, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞকারী, দেবগণের রক্ষক, ও আমাদিগের পালক ; কেহ তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। তুমি ধনযুক্ত ও কান্তিযুক্ত হইয়া চারিদিকে দেদীপ্যমান হও ॥ ৬ ॥

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার ন্যায়। তিনি মনুষ্য কর্তৃক ইলস্পদে প্রজ্বালিত হইয়াছেন। তিনি দীপ্তিপূর্ণ, মরণরহিত, বিবিধপ্রজ্ঞাবান্, অন্নবান্, ও বলবান্। তিনি সকলের পরিচরণীয় ॥ ১ ॥ মরণরহিত, বিশিষ্ট-প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্রদীপ্তিযুক্ত সেই অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতিযুক্ত আহ্বান শ্রবণ করুন। শ্যামবর্ণ বা রোহিত অথবা অরুণ অশ্বদ্বয় অগ্নির রথ বহন করিতেছে। তিনি নানাস্থানে নীত হইতেছেন ॥ ২ ॥ অধ্বর্যুগণ ঊর্ধ্বমুখে অরণিতে সুপ্রেরিত অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। অগ্নি বহুরূপ ওষধিসমূহমধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত আছেন। রাত্রিকালে উৎকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত অগ্নি মহাদীপ্তিসমন্বিত হইয়া বাস করেন। অন্ধকার তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ সমস্ত ভুবনের অধিষ্ঠাতা, মহান্, সর্বত্রগামী, শরীরবিশিষ্ট, প্রবৃদ্ধ হব্যদ্বারা ব্যাপ্ত, বলবান্ ও সকলের দৃশ্যমান অগ্নিকে হব্যঘৃতদ্বারা অর্চনা করি ॥ ৪ ॥ সর্বব্যাপী ও যজ্ঞাভিমুখে আগমনোৎসুক অগ্নিকে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিতেছি, তিনি নিরুদ্‌বেগ মনে সেই ঘৃত সেবা করুন। মনুষ্যদিগের ভজনীয় ও স্পৃহণীয় বর্ণবিশিষ্ট অগ্নি দীপ্তিতে পূর্ণ হইলে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥ স্বীয় তেজোবলে শত্রুদিগের পরাভব করিবার সময়, হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের সম্ভোগযোগ্য স্তুতি অবগত হও। তোমার আশ্রয় পাইয়া আমরা মনুর ন্যায় স্তব করি। সেই অনূন মধুস্পর্শী ধনপ্রদ অগ্নিকে আমি জুহু ও স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি ॥ ৬ ॥

১১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি।

বিরাট্ স্থানা ; ২১ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি আমার স্তব শ্রবণ কর, অবজ্ঞা করিও না। আমরা তোমার ধনদানের পাত্রস্বরূপ হইব। নদীর ন্যায় প্রবাহবিশিষ্ট এই হব্য যজমানের জন্য ধনকামনা করিতেছে। উহারা তোমাকে বর্ধিত করুক ॥ ১ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি যে জল বর্ধিত করিয়াছ, অহি সেই প্রভূত জল আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি সেই প্রভূত জল ছাড়িয়া দিয়াছ। যে দাস আপনাকে অমর মনে করিয়াছিল, তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত হইয়া তাহাকে নিম্নমুখে পাতিত করিয়াছিলে ॥ ২ ॥ হে শূর ইন্দ্র, যে রুদ্রীয় উক্থ ও স্তোমে তুমি স্তুতি কামনা কর, ও যাহাতে তোমার আনন্দ হয়, সেই সকল শুভ্র দীপ্যমান স্তুতি বায়ুরূপ তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা স্তোত্রদ্বারা তোমার সুখকর বল বর্ধিত করিতেছি এবং তোমার হস্তদ্বয়ে দীপ্ত বজ্র অর্পণ করিতেছি। তুমি বর্ধিত ও তেজোযুক্ত হইয়া দাস লোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগকে দীপ্ত আয়ুধদ্বারা পরাভূত কর ॥ ৪ ॥ হে শূর ইন্দ্র, গুহায় অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত, তিরোহিত, ও জলে অবস্থিত যে মায়াবী অহি নিজ সামর্থ্যে অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছিল, তুমি বজ্রদ্বারা তাহাকে বিনাশ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার পুরাতন মহৎ কীর্তিসমূহের এবং তোমার অধুনাতন কৃতকর্মসমূহের স্তুতি করি। তোমার বাহুদ্বয়ে দীপ্যমান্ বজ্রের স্তুতি করি, তুমি সূর্যাত্মা, তোমার কেতুস্বরূপ হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার শীঘ্রগামী অশ্বদ্বয় জলবর্ষী মেঘধ্বনি করিতেছে। সমতল পৃথিবী (মেঘগর্জন শ্রবণে) প্রীত হইল ; মেঘও ইতস্ততঃ গমন করিয়া শোভা পাইল ॥ ৭ ॥ প্রমাদরহিত মেঘ (অন্তরীক্ষে) নিষণ্ণ হইল ; মাতৃভূত জলের সহিত শব্দকরতঃ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। মরুৎগণ অতি দূরে অন্তরীক্ষে অবস্থিত শব্দ বর্ধিত করতঃ ইন্দ্রপ্রেরিত সেই শব্দ চারিদিকে প্রস্থত করিয়া দিল ॥ ৮ ॥ বলবান্ ইন্দ্র ইতস্ততঃসঞ্চারী মেঘে অবস্থিত, মায়াবী বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন। জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের বজ্রস্তনিত শব্দ হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়া দ্যাবা-পৃথিবী কম্পিত হইল ॥ ৯ ॥ যখন মনুষ্যদিগের হিতকারী ইন্দ্র মনুষ্যদিগের শত্রু বৃত্রকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের বজ্র বারংবার গর্জন করিতে লাগিল। ইন্দ্র অভিষুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবের মায়াসকল নিপাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অভিষুত সোম পান কর। মদকর সোমরস তোমাকে আমোদিত করুক, সোমরস তোমার কুক্ষিদেশ পরিপূর্ণ করতঃ তোমাকে প্রীত করুক। এই প্রকারে উদরপূরক সোমরস ইন্দ্রকে তৃপ্ত করুক ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা মেধাবী, আমরা তোমাতে স্থান প্রাপ্ত হইব ; আমরা কর্মফল কামনায় তোমার পরিচর্যা করতঃ তোমার যাগ করিব। তোমার আশ্রয় লাভের অভিলাষে আমরা তোমার প্রশস্তির ধ্যান করি। আমরা যেন এক্ষণে তোমার ধনদানের পাত্র হইতে পারি ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার আশ্রয়লাভের অভিলাষে যাহারা তোমার হব্য বর্ধিত করে, আমরা যেন তাহাদের ন্যায় তোমার অধীন হইতে পারি। হে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র, আমরা যে ধন কামনা করি, তুমি আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও বীরপুত্র-বিশিষ্ট সেই ধন প্রদান কর ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর ; তুমি আমাদিগকে বন্ধু প্রদান কর ; তুমি আমাদিগকে মরুৎগণের ন্যায় বীর্য প্রদান কর। যে সমানপ্রীতিযুক্ত বায়ুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অগ্রে নীত সোম পান করেন ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, যে মরুৎগণ (তোমার সহায় হইলে) তুমি হৃষ্ট হও, তাঁহারা শীঘ্র সোম পান করুন ; তুমিও আপনাকে দৃঢ় করতঃ তৃপ্তি কর এবং সোম পান কর। হে শত্রুনাশক ইন্দ্র, বলবান্ অর্চনীয় মরুৎগণের সহিত তুমি যুদ্ধে আমাদিগকে বর্ধিত কর এবং দ্যুলোককেও বর্ধিত কর ॥ ১৫ ॥ হে অনিষ্ট-নিবারক ইন্দ্র, তুমি সুখপ্রদ। যে পুরুষেরা উক্থদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে তাহারা শীঘ্রই মহান্ হইয়া উঠে। যাহারা কুশ বিস্তার করতঃ তোমার পরিচর্যা করে তাহারা তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া গৃহের সহিত অন্ন লাভ করে ॥ ১৬ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি উগ্র ত্রিকদ্রুকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সোম পান কর। অনন্তর প্রীত হইয়া তোমার শ্মশ্রুলিপ্ত সোম ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোমপানার্থ হরিনামক অশ্বে আরোহণ করতঃ গমন কর ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, যে বলদ্বারা তুমি দনুর পুত্র বৃত্রকে ঔর্ণনাভির ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলে, সেই বল ধারণ কর। তুমি আর্যের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ, দস্যু তোমার বামে বসিয়াছে ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া সমস্ত গর্বকারী মনুষ্যকে অতিক্রম করে, এবং আর্যদিগের দ্বারা দস্যুদিগকে অতিক্রম করে, আমরা তাহাদিগকে ভজনা করি। তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলে, আমাদিগের জন্যও সেইরূপ কর ॥ ১৯ ॥ এই হর্ষযুক্ত সুবান ত্রিতদ্বারা বর্ধিত হইয়া ইন্দ্র অর্বুদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সূর্য যেরূপ রথচক্র ঘূর্ণিত করেন, সেইরূপ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সাহায্য লাভ করিয়া বজ্র ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন এবং বলকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমতসকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়। আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ২১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে মনুষ্যগণ, যিনি দ্যোতমান্, যিনি জন্মগ্রহণ মাত্রেই দেবগণের প্রধান ও মনুষ্যগণের অগ্রগণ্য হইয়া বীরকর্মদ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীরবলে দ্যাবা-পৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ২ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি বলকর্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৩ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি এই সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৪ ॥ হে মনুষ্যগণ, যে ভয়ংকর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায় ? এবং যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে, তিনি নাই, যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত ধন বিনাশ করেন, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৫ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন, যিনি দরিদ্রকে এবং যাচক ও স্তুতিকারী ঋত্বিক্‌কে ধন প্রদান করেন, যিনি শোভনহনুবিশিষ্ট হইয়া সোমাভিষবকারী ও হস্তে প্রস্তরবিশিষ্ট যজমানের রক্ষক, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৬ ॥ হে মনুষ্যগণ, অশ্বসমূহ, গোসমূহ, গ্রামসমূহ এবং রথসমূহ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য এবং উষা উৎপাদিত করিয়াছেন, যিনি জল প্রেরণ করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৭ ॥ হে মনুষ্যগণ, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সেনাদলে পরস্পর সংগত হইয়া যাঁহাকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম উভয়বিধ শত্রুগণ যাঁহাকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দুইজনই যাঁহাকে নানা-প্রকারে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৮ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, যুদ্ধ-কালে লোকে রক্ষার জন্য যাঁহাকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও যিনি ক্ষয়রহিত পর্বতাদিও ক্ষয় করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ৯ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি বজ্রদ্বারা বহুসংখ্যক মহাপাপী অপূজককে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি গর্বকারী মনুষ্যকে সিদ্ধি প্রদান করেন না, যিনি দস্যুগণের হন্তা, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১০ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি পর্বতে লুক্কায়িত শম্বরকে ৪০ বৎসর অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি বলপ্রকাশকারী অহিনামক শয়ান দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১১ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বলবান্, যিনি সাতটি নদীকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি বজ্রবাহু হইয়া স্বর্গারোহণোদ্যত রৌহিনকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১২ ॥ হে মনুষ্যগণ, দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাকে নমস্কার করে, পর্বতগণ তাঁহার বলে ভীত হয়, যিনি সোমপা, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু, ও বজ্রযুক্ত, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১৩ ॥ হে মনুষ্যগণ, যিনি সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করেন, যিনি পাককারী, স্তুতিপাঠকারী এবং স্তোত্রকারী যজমানকে রক্ষা করেন, স্তোত্র যাঁহার বৃদ্ধিকর, সোম যাঁহার বৃদ্ধিকর এবং আমাদিগের অন্ন যাঁহার বৃদ্ধিকর, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দুর্ধর্ষ হইয়া সোমা-ভিষবকারী, পাককারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর, অতএব তুমিই সত্য। আমরা প্রিয় ও বীরপুত্রপৌত্রাদি-বিশিষ্ট হইয়া চিরকাল তোমার স্তোত্র পাঠ করিব ॥ ১৫ ॥

১৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ১৩ ত্রিষ্টুপ্।
বর্ষা ঋতু সোমের জননী, সোম উৎপন্ন হইয়াই জলের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন বলিয়া তাহাতেই প্রবেশ করেন। যে সোমলতা জলের সারভূত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তিনি অভিষবের উপযুক্ত, সেই সোমলতার পীযূষ ইন্দ্রের প্রশংসনীয় হব্য ॥ ১ ॥ পরস্পরসম্মিলিতা, উদকবাহিনী এইসকল নদী চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছেন এবং সমস্ত জলের আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে ভোজন প্রদান করিতেছেন। নিম্নগামী জলের গন্তব্য পথ একই। হে ইন্দ্র, তুমি পূর্বে এই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল কর্ম করিয়াছ, অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ২ ॥ এক যজমান যাহা দান করেন অন্যে তাহার অনুবাদ করেন। একজন পশু হিংসাকরতঃ হিংসাকারী হইয়া গমন করিতেছেন, একজন সমস্ত কর্মবৈগুণ্যের শোধন করিতেছেন। হে ইন্দ্র, তুমি পূর্বে এইসকল কর্ম করিয়াছ, অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, গৃহস্থগণ অভ্যাগত অতিথিকে যেরূপ প্রচুর ধন প্রদান করে, সেইরূপ ত্বদ্দত্ত ধন প্রজাগণমধ্যে বিভাগকরতঃ বাস করিতেছি। কর্মকারী লোকগণ পিতৃদত্ত ভোজনদন্তদ্বারা ভক্ষণ করে। হে ইন্দ্র, তুমি পূর্বে এইসকল কর্ম করিয়াছ, অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আকাশের জন্য পৃথিবীকে দর্শনীয়া করিয়াছ, তুমি প্রবাহিত নদীসকলের পথ গমনযোগ্য করিয়াছ। হে অহিহন্তা ইন্দ্র, জলদ্বারা যেরূপ অশ্বকে তৃপ্ত করে, সেইরূপ স্তোতাগণ স্তোত্রদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ভোজন এবং বৃদ্ধিকর ধন দান কর, এবং আর্দ্র কাণ্ড হইতে শুষ্ক এবং মধুর-রসবিশিষ্ট শস্যাদি দোহন কর ; তুমি পরিচর্যাকারী যজমানকে ধনসকল প্রদান কর। তুমি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। হে ইন্দ্র, তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কর্মদ্বারা পুষ্প ও ফলবতী ওষধি রক্ষা করিয়াছ, দ্যোতমান সূর্যের নানাপ্রকার দীপ্তি উৎপন্ন করিয়াছ, এবং মহৎ হইয়া চারিদিকে মহৎ প্রাণীদিগকে উৎপন্ন করিয়াছ, তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ৭ ॥ হে বহুকর্মকর্তা ইন্দ্র, তুমি হব্য লাভ ও দাসদিগের নাশের উদ্দেশে নৃমরের পুত্র সহবসুকে বিনাশ করিবার জন্য বলবতী বজ্রধারার নির্মল মুখপ্রদেশে উহাকে প্রদান করিয়াছ, তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এক, তোমার সুখের জন্য দশশত অশ্ব আছে, তুমি দভীতির জন্য রজ্জুরহিত দস্যুদিগের নাশ করিয়াছ। তুমি সকলের সুপ্রাপ্য, অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ৯ ॥ সমস্ত বোধস্বতী নদীগণ ইন্দ্রের বীর্যের অনুবর্তন করে। যজমানগণ ইন্দ্রকে অন্ন প্রদান করে এবং সকল লোকই কর্মকারী ইন্দ্রের জন্য ধন ধারণ করে। তুমি বিস্তীর্ণ ছয় লোককে নিয়মিত করিয়াছ, এবং তুমি পঞ্চজনের পালয়িতা। হে ইন্দ্র, তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বীর্য সকলের শ্লাঘনীয়, তুমি এক কর্মদ্বারা শত্রুদিগের ধন লাভ করিয়াছ, তুমি বলবান্ যাতুষ্টিরকে অন্ন প্রদান করিয়াছ। যেহেতু তুমি এইসকল কর্ম করিয়াছ, অতএব তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি তুর্বীতি ও বয্য যাহাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হইতে পারে তাহার পথ করিয়া দিয়াছ, তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজ্‌কে তল হইতে উদ্ধার করিয়া আপনাকে কীর্তিমান্ করিয়াছ। অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য ॥ ১২ ॥ হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র, আমাদিগকে ভোগের জন্য ধন দাও। তোমার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করিয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করিব ॥ ১৩ ॥

১৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অধ্বর্যুগণ, ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর। বীর ইন্দ্র সর্বদা সোমপানাভিলাষী। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য সোম প্রদান কর, ইন্দ্র উহা কামনা করেন ॥ ১ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বৃত্রকে অশনিদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সোমাভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, ইন্দ্র সোমপানের উপযুক্ত ॥ ২ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র দৃভীককে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি বলকর্তৃক অবরুদ্ধ গাভীসকল উদ্ধার করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত, সেইরূপ সোমকে সর্বত্র ব্যাপ্ত কর। জীর্ণকে যেরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, ইন্দ্রকে সেইরূপ সোম-দ্বারা আচ্ছাদিত কর ॥ ৩ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং অর্বুদকে অধোমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, সোম সম্পাদিত হইলে সেই ইন্দ্রকে প্রীত কর ॥ ৪ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র সুখে অশ্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অশোষণীয় শুষ্ণকে স্কন্ধহীন করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি পিপ্রু, নমুচি ও রুধিক্রাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য অন্ন প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র, প্রস্তরের ন্যায় বজ্রদ্বারা শম্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী ভেদ করিয়াছিলেন এবং যিনি বর্চীর শত সহস্র পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর ॥ ৬ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, শত্রুহননকারী যে ইন্দ্র ভূমির ক্রোড়ে শত সহস্র অসুরকে পাতিত করিয়াছিলেন, এবং যে ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর ॥ ৭ ॥ হে নেতা অধ্বর্যুগণ, তোমরা যাহা কামনা কর, ইন্দ্রকে সোম প্রদান করিলে তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের জন্য হস্তদ্বারা শোধিত সোম আহরণ কর। হে যাজ্ঞিকগণ, ইন্দ্রের জন্য উহা প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, ইন্দ্রের জন্য সুখকর সোম প্রস্তুত কর। সম্ভোগ-যোগ্য জলে শোধিত সোম ঊর্ধ্বে আনয়ন কর। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তোমাদিগের হস্তদ্বারা অভিষুত সোম কামনা করিতেছেন। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর সোম প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, গাভীর ঊধঃ যেরূপ দুগ্ধে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ এই ফলদাতা ইন্দ্রকে সোমদ্বারা পূর্ণ কর। সোমের গূঢ়স্বভাব, ইহা জানি। যজনীয় ইন্দ্র, সোমপ্রদ যজমানকে বিশেষরূপে অবগত আছেন ॥ ১০ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, ইন্দ্র স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষস্থ এবং পৃথিবীস্থ ধনের রাজা। যবদ্বারা যেরূপ শস্য রাখিবার স্থান পূর্ণ করে, ইন্দ্রকে সোমদ্বারা সেইরূপ পূর্ণ কর। সেই কার্য তোমাদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ হউক ॥ ১১ ॥ হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র, আমাদিগকে ভোগের জন্য ধন দাও, তোমার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্র-পৌত্র লাভ করিয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করিব ॥ ১২ ॥

১৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি বলবান্, সত্যসংকল্প ইন্দ্রের যথার্থ ও মহৎ কীর্তিসমূহ বর্ণনা করিব। ইন্দ্র ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে সোম পান করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ জন্মিলে ইন্দ্র অহিকে বধ করিলেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র আকাশে দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে আপনার তেজে পরিপূরিত করিয়াছেন। বিস্তীর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, ও তাহাকে প্রথিত করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তিনি যজ্ঞগৃহের ন্যায় পরিমাণ করতঃ লোকসকলকে প্রাঙ্মুখ করিয়া নির্মাণ করেন, তিনি বজ্রদ্বারা নদীর নির্গমন-দ্বারসকল খুলিয়া দেন, তিনি অনায়াসে দীর্ঘকাল গন্তব্য পথে নদীসকলকে প্রেরণ করেন, সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ যাহারা দভীতিকে বহন করিতেছিল, ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত আয়ুধ দীপ্যমান অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। পরে দভীতিকে বহুসংখ্যক গো, অশ্ব ও রথ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে এইসকল কার্য করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ সেই ইন্দ্র ধুনিনামক মহানদীকে পারগমনার্থ উপশমিত করিয়াছিলেন। অসক্তগণকে নিরাপদে পার করাইয়াছিলেন। তাহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ধন লক্ষ্য করিয়া গমন করিয়াছিল। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিণী করিয়াছেন, বেগবান্ সেনাদ্বারা দুর্বল সেনা ভেদকরতঃ বজ্রের দ্বারায় উষার রথ চূর্ণ করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ কন্যাগণের পলায়ন অবগত হইয়া পরাবৃজ্ ঋষি সকলের প্রত্যক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; পঙ্গু হইলেও কন্যাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। চক্ষুহীন হইলেও দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র সোমপানজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ অঙ্গিরাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পর্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কৃত্রিম রোধসকলও উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি চুমুরি ও ধুনির দীর্ঘ নিদ্রা প্রথিত করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দভীতিনামক রাজর্ষিকে রক্ষা করিয়াছিলে। উহার বেত্রধারী দৌবারিকও শত্রুর হিরণ্য লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এইসকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমতসকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ১০ ॥

১৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ৯ ত্রিষ্টুপ্।

তোমাদের উপকারার্থ দেবগণের জ্যেষ্ঠতম ইন্দ্রের জন্য দীপ্যমান অগ্নিতে হব্য প্রদান করিতেছি। পরে তাঁহার মনোহর স্তুতি করিতেছি। আমাদিগের রক্ষার জন্য স্বয়ং জরারহিত, সমস্ত জগতের জরাপ্রদানকারী, সোমসিক্ত, সনাতন, তরুণবয়স্ক ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ বৃহৎ ইন্দ্র বিনা জগৎ নাই। যে ইন্দ্রে সমস্ত সামর্থ্য সম্ভূত হইয়াছে, সেই ইন্দ্র উদরে সোমরস ধারণ করেন, তাঁহার শরীরে বল ও তেজ আছে, তাঁহার হস্তে বজ্র ও মস্তকে জ্ঞান আছে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করতঃ বহু যোজন গমন কর, তখন দ্যাবা-পৃথিবী তোমার বল পরিভব করিতে পারে না। সমুদ্র ও পর্বত তোমার রথ পরিভব করিতে পারে না, কোনও ব্যক্তি তোমার বজ্র পরিভব করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ সকলে যজনীয়, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষী, সদাসজ্জিত ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতেছে ; তুমি সোমদাতা ও বিদ্বান্, তুমিও ইন্দ্রের জন্য যাগ কর। হে ইন্দ্র, অভীষ্টবর্ষী, দীপ্যমান অগ্নির সহিত সোম পান কর ॥ ৪ ॥ অভীষ্টবর্ষী, মদকর সোমরস অনুষ্ঠাতাগণের উত্তেজক হইয়া বলপ্রদ, অন্নবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছে। সোমরসপ্রদ অধ্বর্যুদ্বয় এবং অভীষ্টবর্ষী অভিষব-প্রস্তরগণ অভীষ্টবর্ষী সোমকে তোমার জন্য অভিষবণ করিতেছে, তুমিও অভীষ্টবর্ষী ॥ ৫ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তোমার বজ্র অভীষ্টবর্ষী, তোমার রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, তোমার আয়ুধসকলও অভীষ্টবর্ষী। তুমিই মদকর, অভীষ্টবর্ষী সোমের অধিকারী। হে ইন্দ্র, অভীষ্টবর্ষী সোমে তুমি তৃপ্ত হও ॥ ৬ ॥ তুমি শত্রুবিনাশক, তুমি সংগ্রামে স্তোত্রাভিলাষী ও নৌকার ন্যায় বিপদ-উদ্ধারক, আমি যজ্ঞকালে স্তোত্র করিতে করিতে তোমার নিকট গমন করিতেছি। ইন্দ্র আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে অবগত হউন। আমরা কূপের ন্যায় দানাধার ইন্দ্রকে সিক্ত করিব ॥ ৭ ॥ তৃণভক্ষণে তৃপ্ত গাভী যেমন বৎসকে পরাবর্তিত করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে অনিষ্ট হইতে অগ্রেই পরাবর্তিত কর। হে শতক্রতু, পত্নীগণ যেরূপ যুবাকে ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ আমরা সুন্দর স্তোত্রদ্বারা একবার তোমাকে ব্যাপ্ত করিব ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমতসকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপোত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ৯ ॥

১৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ৮-৯ ত্রিষ্টুপ্।

হে স্তোতাগণ, তোমরা অঙ্গিরাগণের ন্যায় নূতন স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে উপাসনা কর। যেহেতু ইন্দ্রের শোষক তেজঃ পূর্বকালের ন্যায় উদিত হইতেছে। যেহেতু সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত সমস্ত মেঘরাশি উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র বল প্রকাশ করতঃ প্রথম সোমপানের জন্য আপন মহিমা বর্ধিত করিয়াছেন, যে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্বীয় শরীর পরিবীত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র প্রীত হউন। তিনি স্বীয় মহিমায় আপন মস্তকে দ্যুলোক ধারণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমিও তোমার মহাবীর্য প্রকাশ করিয়াছ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ স্তোত্রদ্বারা প্রীত হইয়া তুমি শত্রুবিনাশক বল প্রকটিত করিয়াছ। অনিষ্টকারিগণ তোমার রথস্থিত হরিনামক অশ্ব কত্ক স্বস্থানবিচ্যুত হইয়া কতক একত্রে ও কতক্ পৃথক্ হইয়া পলায়ন করিয়াছে॥ ৩॥ প্রভূত-অন্নবিশিষ্ট ইন্দ্র নিজ বলে সমস্ত ভুবন অভিভব করতঃ আপনাকে সকলের অধিপতি করিয়া বর্ধিত হইয়াছেন। অনন্তর জগতের বাহক ইন্দ্র নিজ তেজে দ্যাবা-পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছেন এবং দুঃস্থিত তমোরাশি চারিদিকে নিক্ষেপ করতঃ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছেন॥ ৪॥ ইন্দ্র ইতস্ততঃগমনকারী পর্বতসমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে স্বীয় বলে ধারণ করিয়াছেন, এবং প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন॥ ৫॥ ইন্দ্র এই জগতের পক্ষে পর্যাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সকলের রক্ষক। তিনি সর্ব জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্টজ্ঞানবলে নিজ হস্তে জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। বহুকীর্তিমান্ ইন্দ্র এই জ্ঞানদ্বারা ত্রিধিকে বজ্রদ্বারা আঘাত করতঃ পৃথিবীতে শয়ন করিয়া থাকিবার জন্য বিনাশ করিয়াছেন॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপনার পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি। সেই ধন তুমি সকলের নিকট প্রকাশিত কর, এবং সেই ধনের পরিমাণ কর ও তাহা সম্পাদন কর। আমার শরীরের ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর, এই ধনে তুমি স্তোতাগণকে সম্মানিত কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি পালয়িতা; আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি কর্ম ও অন্নের দাতা। তুমি নানা প্রকারে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে অত্যন্ত ধনবান কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমতসকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব॥ ৯॥

১৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

স্তুতিযোগ্য ও বিশুদ্ধ যজ্ঞ প্রাতঃকালে আরব্ধ হইয়াছে; এই যজ্ঞে চারিখানি প্রস্তর, তিনপ্রকার স্বর, সপ্তপ্রকার ছন্দঃ ও দশপ্রকার পাত্র আছে। ইহা মনুষ্যদিগের হিতকর ও স্বর্গদাতা। ইহা মনোহর স্তুতি ও যাগাদিদ্বারা প্রথিত হইবে॥ ১॥ ঐ যজ্ঞ এই ইন্দ্রের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবনে পর্যাপ্ত হইল। ইহা মনুষ্যদিগের জন্য শুভ ফল আনয়ন করে। অন্য ঋত্বিক্‌গণ অন্য প্রসিদ্ধ বাক্যের গর্ভ উৎপাদন করিতেছেন। অভীষ্টবর্ষী জয়শীল যজ্ঞ অন্য দেবগণের সহিত মিলিত হইতেছে॥ ২॥ ইন্দ্রের রথে নূতন স্তোত্রদ্বারা শীঘ্র গমনার্থ হরিনামক অশ্ব যোজনা করি। এই যজ্ঞে বহুসংখ্যক মেধাবী স্তোতা আছেন, অন্য যজমানগণ তোমাকে সম্যক্ তৃপ্ত করিতে পারে না॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি আহূত হইয়া দুই, চারি অথবা ছয় অথবা আট অথবা দশ সংখ্যক হরিনামক অশ্বের সাহায্যে সোমপানার্থ আগমন কর। হে শোভনধনবিশিষ্ট ইন্দ্র, এই সোম তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে, তুমি উহাকে হিংসা করিও না॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি উত্তমগতিবিশিষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি অথবা সপ্ততি সংখ্যক অশ্বের যোগে আমাদের অভিমুখে সোমপানার্থ আগমন কর॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, অশীতি, নবতি বা শত-সংখ্যক অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র, যেহেতু তোমার আনন্দের জন্য, তোমার জন্য পাত্রে সোম পরিষিক্ত হইতেছে॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, আমার স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। জগদ্ব্যাপী অশ্বদ্বয়কে রথের অগ্রভাগে সংযোজিত কর। বহুসংখ্যক যজমান তোমাকে আহ্বান করে। হে শূর, তুমি এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও॥ ৭॥ ইন্দ্রের সহিত আমার সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। এই ইন্দ্রের দক্ষিণা আমাদিগকে অভিমত ফলপ্রদান করুক। আমরা যেন ইন্দ্রের প্রশংসনীয় ও আপদ্‌নিবারক হস্তদ্বয়ের সমীপে অবস্থিতি করি, এবং প্রতিযুদ্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা জয়লাভ করি ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমতসকল প্রদান করে তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্র- ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ৯ ॥

১৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
সোমাভিষবকারী মনীষী যজমানের মদকর অন্ন ইন্দ্র আনন্দের জন্য ভক্ষণ করুন। এই পুরাণ অন্নে বর্ধমান হইয়া ইন্দ্র উহাতে বাস করিয়াছেন। ইন্দ্রের স্তোত্রাভিলাষী ঋত্বিক্‌গণও উহাতে বাস করিয়াছেন ॥ ১ ॥ এই মদকর সোমে আনন্দিত হইয়া, ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করতঃ জলের আবরক অহিকে ছেদন করিয়াছিলেন। তখন প্রীতিকর জলরাশি, পক্ষিগণ যেরূপ কুলায়াভিমুখে গমন করে, সেইরূপ সমুদ্র অভিমুখে গমন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ অহিহন্তা পূজনীয় ইন্দ্র জলপ্রবাহকে সমুদ্রাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তিনি সূর্যকে উৎপাদন করতঃ গোসমূহ লাভ করিলেন। এবং তেজোবলে দিবসসমূহ প্রকাশ করিলেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র হব্যদায়ী মনুষ্য যজমানের জন্য বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ধন দান করিয়াছেন। বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন। তিনি সূর্য লাভের জন্য স্তোতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সে সময়ে সকলের আশ্রয়ভাজন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ (এতশ ঋষি) ইন্দ্রের স্তব করিলে স্তোতমান ইন্দ্র সোমাভিষবকারী মনুষ্য এতশকে সূর্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু পিতা যেরূপ (পুত্রকে) ধন প্রদান করেন, এতশ সেইরূপ যজ্ঞকালে ইন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন ও অমূল্য সোমরস প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ দীপ্তিযুক্ত ইন্দ্র আপনার সারথ্যকারী কুৎস রাজর্ষির জন্য শুষ্ণ, অশুষ, এবং কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এবং দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতি পুরী বিদারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা অন্নাভিলাষে তোমাকে বলবান্ করতঃ তোমার স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা সপ্তপদী সখ্যতা লাভ করি। দেহরহিত পীয়ুর বিরুদ্ধে তোমার বজ্র ক্ষেপণ কর ॥ ৭ ॥ হে বলবান্ ইন্দ্র, গমনাভিলাষী লোক যেরূপ পথ প্রস্তুত করে সেইরূপ গৃৎসমদগণ তোমার জন্য মনোহর স্তুতি রচনা করিতেছে। তুমি সর্বাপেক্ষা নূতন, তোমার স্তোত্রাভিলাষী গৃৎসমদগণ যেন অন্ন, বল, গৃহ ও সুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত-সকল প্রদান করে তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্র- ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ৯ ॥

২০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৩ বিরাড্‌রূপা।
হে ইন্দ্র, অন্নাভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ রথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ আমরাও তোমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করি। তুমি আমাদিগকে ভাল করিয়া জান। আমরা স্তুতিদ্বারা তোমাকে দীপ্যমান করিতেছি। আমরা তোমার ন্যায় লোকের নিকট সুখ যাচ্ঞা করি ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে পালন করতঃ আমাদিগের (রক্ষা কর)। যাহারা তোমাকে কামনা করে, তুমি তাহাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর। তুমি হব্যদাতা যজমানের ঈশ্বর, ও তাহার শত্রুনিবারক। যে তোমায় হব্যদ্বারা পরিচর্যা করে, তাহার জন্য তুমি এইসকল কর্ম করিয়া থাক ॥ ২ ॥ আমরা যজ্ঞকার্য করিতেছি, তরুণবয়স্ক, আহ্বানযোগ্য, সখাতুল্য, সুখকর ইন্দ্র আমাদিগকে পালন করুন। যে স্তোত্র উচ্চারণ করে, ক্রিয়া সমাধান করে, হব্য পাক করে ও স্তুতি করে, ইন্দ্র আশ্রয় দান করিয়া তাহাদিগকে কর্মের পারে লইয়া যান ॥ ৩ ॥ আমি সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি, তাঁহার প্রশংসা করি। তাঁহার স্তোতাগণ পূর্বে বর্ধিত হইয়াছিলেন এবং শত্রুদিগকে হিংসা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করায় ইন্দ্র যেন স্তোত্রাভিলাষী নূতন যজমানের ধনেচ্ছা পূরণ করেন ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গিরাগণের উক্থসমূহে প্রীত হইয়া ইন্দ্র তাহাদিগের (গো আনয়নের) পথ দেখাইয়া দিলেন ও তাহাদিগের স্তোত্র পূর্ণ করিলেন। স্তোতাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র সূর্যদ্বারা উষাকে অপহরণ করতঃ অশ্বের পুরাতন নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ দ্যুতিমান্, কীর্তিমান্, অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন লোক-অনিষ্টকারী দাসের প্রিয়মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করেন ॥ ৬ ॥ বৃত্রহা, পুরনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাসসেনাকে বিনাশ করিয়াছেন, মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেন যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন ॥ ৭ ॥ স্তোতাগণ উদক লাভের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে সতত অনুক্রমে বলবর্ধক অন্ন প্রদান করিয়াছেন; যখন তাঁহার হস্তে বজ্র প্রদত্ত হইয়াছিল তখন তিনি তদ্দ্বারা দস্যুদিগকে হনন করতঃ তাহাদিগের লৌহময় পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত-সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, তুমি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ৯ ॥

২১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী; ৬ ত্রিষ্টুপ্।

ধনজয়ী, স্বর্গজয়ী, সদাজয়ী, মনুষ্যজয়ী, উর্বরাভূমিবিজয়ী, অশ্ববিজয়ী, গোজয়ী, জলবিজয়ী, অতএব সর্ববিজয়ী যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্পৃহণীয় সোম আহরণ কর ॥ ১ ॥ সকলের অভিভবকারী, বিমর্দক, ভোগকারী, অনভি-ভবযোগ্য, সর্বসহ, পূর্ণগ্রীব, সর্ববিধাতা, সর্ববোড়া, অন্যের দুর্ধর্ষ, ও সর্বদা জয়শীল ইন্দ্রের উদ্দেশে নমঃ-শব্দ উচ্চারণ-পূর্বক স্তুতি কর ॥ ২ ॥ বহুলোকের পরাজয়কারী, লোকের ভজনীয়, বলবান্‌গণের পরাভবকারী, শত্রুনিবারক, যোদ্ধা, প্রীতিকরসোমসিক্ত, শত্রুহিংসক, শত্রুগণের অভিভবকারী এবং প্রজাপালক ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট বীরকর্মসকল কীর্তন করি ॥ ৩ ॥ অতুলদানযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, হিংসকদিগের বধকারী, গাম্ভীর্যোপেত, দর্শনীয়, কর্মবিষয়ে অপরিভবনীয়, সমৃদ্ধ লোকের উৎসাহদাতা, শত্রুদিগের কর্তনকারী, দৃঢ়াঙ্গ, জগদ্‌ব্যাপী, সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট ইন্দ্র উষা হইতে সূর্যকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রের স্তুতিকারী, ইন্দ্রাভিলাষী, মনীষী অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা জলপ্রেরক ইন্দ্রের নিকট পথ অবগত হইয়াছেন। পরে রক্ষাভিলাষী ইন্দ্রের স্তুতিকারী অঙ্গিরাগণ স্তোত্র ও পূজাদ্বারা গোধন লাভ করিয়াছিল ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে উত্তম ধন প্রদান কর। আমাদিগকে দক্ষতার সুখ্যাতি প্রদান কর। আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর। আমাদিগের ধন বৃদ্ধি করিয়া দাও। আমাদিগের শরীর রক্ষা কর, কথায় মিষ্টতা প্রদান কর, দিবসকে সুদিন কর ॥ ৬ ॥

২২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি।

১ অষ্টি; ২-৩ অতিশক্করী; ৪ অষ্টি বা অতিশক্করী।

পূজনীয়, বহুবলশালী, তৃপ্তিযুক্ত ইন্দ্র পূর্বে যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রিকদ্রুকে যবমিশ্রিত অভিষুত সোম বিষ্ণুর সহিত পান করুন। মহৎ সোম তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্রকে মহৎকার্য সাধনার্থ হর্ষযুক্ত করিয়াছিল। সত্য ও দীপ্যমান সোম সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক ॥ ১ ॥ পরে দীপ্তিমান্ ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে যুদ্ধদ্বারা অভিভব করিয়াছিলেন, তিনি নিজ তেজোদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে সমন্তাৎ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সোমের বলে বিশেষ-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র একভাগ নিজ জঠরে ধারণ করিয়া অন্য ভাগ দেবগণকে প্রদান করিলেন, সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞের সহিত, বলের সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি সমস্ত বহন করিতে ইচ্ছা কর। তুমি পরাক্রমের সহিত প্রবৃদ্ধ হইয়া হিংসকদিগকে অভিভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছ ; তুমি বিচারক। তুমি স্তুতিকারীকে কর্মসাধক বাঞ্ছনীয় ধন প্রদান কর। সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সকলের নর্তয়িতা। তুমি মনুষ্যদিগের হিতকর যে বিখ্যাত কর্ম পূর্বকালে সম্পাদন করিয়াছিলে তাহা দ্যুলোকে শ্লাঘনীয় হইয়াছে। তুমি নিজ পরাক্রমে দেবের প্রাণ হিংসা করতঃ তন্নিরুদ্ধ জল ছাড়িয়া দিয়াছিলে। ইন্দ্র নিজবলে সমস্ত অদেব অভিভব করেন। শতক্রতু যেন বল অবগত হয়েন, এবং অন্ন অবগত হয়েন।

২৩ সূক্ত। দেবতা : বৃহস্পতি ; ১, ৫, ৯, ১১, ১৭, ১৯ ব্রহ্মণস্পতি।
ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ১৫, ১৯ ত্রিষ্টুপ্।
হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, তোমার অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়দিগের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান করি, তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আশ্রয়প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহে উপবেশন কর ॥ ১ ॥ হে অসুর্য, প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন বৃহস্পতি, দেবগণ তোমার যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যোতিঃদ্বারা পূজনীয় সূর্য যেরূপ কিরণ উৎপাদন করেন, সেইরূপ তুমি সমস্ত মন্ত্র উৎপাদন কর ॥ ২ ॥ হে বৃহস্পতি, চারিদিকে নিন্দকদিগকে এবং অন্ধকারসমূহকে দূরীকৃত করিয়া তুমি জ্যোতির্বিশিষ্ট, যজ্ঞ-প্রাপক, ভয়ানক, শত্রুহিংসক, রাক্ষসনাশক, মেঘভেদক এবং স্বর্গপ্রদায়ক রথে আরোহণ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ হে বৃহস্পতি, যে জন তোমাকে হব্য প্রদান করে, তুমি তাহাকে সৎপথে লইয়া যাও এবং তাহাকে রক্ষা কর, পাপ তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। তুমি মন্ত্রদ্বেষীদিগের সন্তাপক, এবং ক্রোধের হিংসক, তোমার এইরূপ প্রভূত মাহাত্ম্য আছে ॥ ৪ ॥ হে সুরক্ষক ব্রহ্মণস্পতি, তুমি যাহাকে রক্ষা কর দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, দুরিত তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, অরাতিগণ কোন দিকে তাহাকে হিংসা করিতে পারে না, বঞ্চকগণ তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না। তুমি তাহার জন্য সমস্ত হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও ॥ ৫ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি আমাদের রক্ষক, সৎপথ-দাতা, ও বিচক্ষণ। তোমার যজ্ঞের জন্য আমরা স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি কুটিলাচরণ করে, স্বীয় দুর্বুদ্ধি বেগবতী হইয়া তাহাকে শীঘ্র বিনাশ করুক ॥ ৬ ॥ হে বৃহস্পতি, যে গর্বিত এবং সর্বগ্রাসী ব্যক্তি আমাদের অভিমুখে আগমন করতঃ আমাদিগকে হিংসা করে সেই ব্যক্তিকে সুপথ হইতে দূর করিয়া দাও এবং যজ্ঞের জন্য আমাদের পথ সুগম করিয়া দাও ॥ ৭ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি লোকসকলকে উপদ্রব হইতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের পুত্রাদিকে পালন কর, আমাদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ কর, এবং আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা তোমাকে আহ্বান করি, তুমি দেবনিন্দকদিগকে বিনাশ কর, দুর্বুদ্ধিগণ যেন উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে না পারে ॥ ৮ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি আমাদিগকে বর্ধিত করিলে আমরা যেন মনুষ্যগণের নিকট হইতে স্পৃহণীয় ধন প্রাপ্ত হই। দূরে বা নিকটে আমাদের যে সকল শত্রু আমাদিগকে অভিভব করে সেই যজ্ঞহীন শত্রুদিগকে বিনাশ কর ॥ ৯ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি অভিলাষপূরক ও পবিত্র, আমরা তোমার সহায়তা লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট অন্ন লাভ করিব। যে দুরাত্মা আমাদিগকে পরাভব করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাদিগের অধিপতি না হয়, আমরা উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা পুণ্যবান্ হইয়া যেন উন্নতি লাভ করি ॥ ১০ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, তোমার দানের উপমা নাই, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি যুদ্ধে গমন করিয়া শত্রুদিগকে সন্তাপ প্রদান কর, এবং সংগ্রামে তাহাদিগকে বিনাশ কর। তোমার পরাক্রমই সত্য, তুমি ঋণ পরিশোধ কর, তুমি উগ্র, এবং মদোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে দমন কর ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি দেবশূন্য মনে আমাদিগকে হিংসা করে, যে উগ্র আত্মাভিমানী আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, হে বৃহস্পতি, তাহাদের আয়ুধ যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে। আমরা যেন সেই বলবান্ দুষ্ট শত্রুর ক্রোধ নাশ করিতে সমর্থ হই ॥ ১২ ॥ বৃহস্পতি যুদ্ধকালে আহ্বানযোগ্য এবং নমস্কারপূর্বক উপাসনাযোগ্য, তিনি যুদ্ধে গমন করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সর্ব ধন প্রদান করেন। সকলের অধিপতি বৃহস্পতি অভিভবেচ্ছাবিশিষ্ট সমস্ত হিংসক সেনাদিগকে রথের ন্যায় নিহত ও বিধ্বস্ত করেন ॥ ১৩ ॥ হে বৃহস্পতি, অতিশয় তীক্ষ্ণ, সন্তাপপ্রদ অস্ত্রদ্বারা শত্রুদিগকে সন্তাপ প্রদান কর, ঐ রাক্ষসেরা তোমার পরাক্রম প্রভৃত হইলেও তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল। পূর্বকালে তোমার যে প্রশংসনীয় বীর্য ছিল এক্ষণে তাহা আবিষ্কার কর এবং তদ্দ্বারা নিন্দকদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৪ ॥ হে যজ্ঞজাত বৃহস্পতি, যে ধন আর্যগণ পূজা করে, যে দীপ্তিযুক্ত ও ক্রতুযুক্ত ধন লোকের মধ্যে শোভা পায়, যে ধন নিজ তেজে দীপ্তিমান্ হয়, সেই বিচিত্র ধন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১৫ ॥ হে বৃহস্পতি, যে চৌরেরা দ্রোহকার্যে হৃষ্ট হয়, যাহারা শত্রু এবং সর্বদা পরের অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা নিজের হৃদয়ে দেবগণকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে অভিলাষ করে, এবং পরম সামস্তুতি জানে না, তাহাদিগের হস্তে আমাদিগকে অর্পণ করিও না ॥ ১৬ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, স্বষ্টা তোমাকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন, এতএব তুমি সমস্ত সামের উচ্চারক। যজমান যহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন ও সেই ঋণ পরিশোধ করেন, এবং দ্রোহকারীকে বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥ হে অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতি, পর্বত গোসমূহ আবরণ করিয়াছিল। তোমার সম্পদের জন্য যখন তাহা উদ্ঘাটিত হইল এবং তুমি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলে ॥ ১৮ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি এই জগতের নিয়ন্তা, তুমি এই সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর ; দেবগণ যাহা রক্ষা করেন তাহা সম্যক্‌রূপে কল্যাণ কর ; আমরা পুত্র- ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ১৯ ॥

২৪ সূক্ত। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি ; ১,১০ বৃহস্পতি ; ১২ ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি।
ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ১২,১৬ ত্রিষ্টুপ্।

হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত এই স্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাকে এই নূতন মহতী স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিতেছি। তুমি আমাদিগের অভিমত ফল প্রদান কর, যেহেতু, হে বৃহস্পতি, তোমার বন্ধু আমাদের এই স্তুতিকারী, তোমার স্তব করিতেছি ॥ ১ ॥ যে ব্রহ্মণস্পতি স্বীয় বলে অবমাননযোগ্যগণকে অবমানিত করিয়াছিলেন, যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া শম্বরকে বিদারিত করিয়াছিলেন, নিশ্চল জলকে চালিত করিয়াছিলেন, এবং গোধনপূর্ণ পর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ দেবগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দেবতা সেই ব্রহ্মণস্পতির কার্যদ্বারা দৃঢ় পর্বত শ্রথিত হইয়াছিল, ও সংস্তম্ভিত বৃক্ষাদি ভগ্ন হইয়াছিল, তিনি গোসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, মন্ত্রের দ্বারা বলকে ভেদ করিয়াছিলেন, অন্ধকারকে অদৃশ্য করিয়াছিলেন, এবং আদিত্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখবিশিষ্ট, মধুরজলপূর্ণ, নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বলপ্রয়োগদ্বারা বধ করিয়াছিলেন, আদিত্যরশ্মিসকল তাহা পান করিয়াছে। এবং তাহারাই আবার জলধারাময় বৃষ্টিসেক করিয়াছে ॥ ৪ ॥ ঋত্বিক্‌গণ, তোমাদিগের জন্য ব্রহ্মণস্পতির সনাতন ও বিচিত্র প্রজ্ঞান, মাসে মাসে ও বৎসরে বৎসরে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির দ্বারা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ব্রহ্মণস্পতি এই সকল প্রজ্ঞান মন্ত্রবিষয়ক করিয়াছেন। দ্যাবা-পৃথিবী যত্ন ব্যতিরেকে পরস্পরের সুখ বর্ধন করেন ॥ ৫ ॥ বিদ্বান্ অঙ্গিরাগণ চারিদিকে অন্বেষণ করতঃ পণিদিগের দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত পরম ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মায়া দর্শন করিয়া যে স্থান হইতে গমন করিয়াছিলেন, পুনর্বার সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ সত্যবাদী, সর্বজ্ঞ, অঙ্গিরাগণ মায়া দর্শন করিয়া পুনরায় প্রধান পথ দিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা হস্তদ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নি পর্বতে নিক্ষেপ করিলেন, পূর্বে সে ধ্বংসকারী অগ্নি তথায় ছিল না ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মণস্পতি বাণক্ষেপী, সত্যরূপজ্যাবিশিষ্ট ধনুদ্বারা যাহা কিছু কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তিনি যে বাণ নিক্ষেপ করেন, তাহা কার্যসাধনকুশল। সে বাণগুলি দর্শনার্থ উৎপন্ন, এবং কর্ণই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগের উৎপত্তি স্থান ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনি পদার্থসকল একত্রিত ও পৃথক্কৃত করেন, তাঁহাকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হয়েন। সর্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন তখনই সূর্য অনায়াসে দীপ্ত হয়েন ॥ ৯ ॥ বৃষ্টিপ্রদ বৃহস্পতির ধন চারিদিকে ব্যাপ্ত, প্রাপ্তিযোগ্য, প্রভূত এবং উৎকৃষ্ট। কমনীয়, অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি ঐ সকল ধন দান করিয়াছেন। উভয় প্রকার লোকেই এই ধন নিবিষ্টচিত্তে উপভোগ করে ॥ ১০ ॥ সর্বতোব্যাপ্ত, স্তোতব্য ব্রহ্মণস্পতি অতি দুর্বল এবং মহাবল (উভয় প্রকার স্তোতাকেই) নিজবলে রক্ষা করিয়া থাকেন। দানাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবতাগণের প্রতিনিধি বলিয়া সর্বত্র অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং এই জন্য সমস্ত প্রাণিসমূহের অধিপতি হইয়াছেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি, তোমরা ধনবান্। সমস্ত সত্যই তোমাদের। জল তোমাদের ব্রত হিংসা করিতে পারে না। রথে যোজিত অশ্বদ্বয় যেরূপ খাদ্যাভিমুখে ধাবিত হয়, তোমরা সেইরূপ আমাদের হব্যাভিমুখে ধাবিত হও ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মণস্পতির দ্রুতগামী অশ্বগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করিতেছেন। মেধাবী সভ্য অধ্বর্যু মনোহর স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে হব্য প্রদান করিতেছেন। পরাক্রান্তদিগের দমনকারী ব্রহ্মণস্পতি আমাদের নিকট অভিলাষানুসারে ঋণ স্বীকার করুন। অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি যুদ্ধে হব্য গ্রহণ করুন ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মন্ত্র তাঁহার অভিলাষানুসারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য উহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ; গোসমূহ মহা স্রোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক্ পৃথক্ গমন করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, আমরা যেন সকল সময়েই উত্তমনিয়মবিশিষ্ট অন্নযুক্ত ধনের অধিপতি হই। তুমি আমাদের বীরপুত্রের পুত্র উৎপাদন কর, যেহেতু তুমি সকলের ঈশ্বর এবং আমাদের স্তুতি ও অন্ন কামনা কর ॥ ১৫ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি এই জগতের নিয়ন্তা, তুমি এই সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর। দেবগণ যাহা রক্ষা করেন তাহা মঙ্গলময়। আমরা পুত্র-ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ১৬ ॥

২৫ সূক্ত। ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী।

যজমান ব্রহ্মণস্পতির জন্য অগ্নি প্রজ্বালিত করতঃ যেন শত্রুদিগকে হিংসা করিতে পারেন। স্তোত্র উচ্চারণ ও হব্য দান করতঃ তিনি যেন সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি পুত্রেরও পুত্রকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকেন ॥ ১ ॥ যজমান যেন বীরদ্বারা শত্রু বীরগণকে হিংসা করিতে পারেন। তিনি গোধনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত বুঝিতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহার পুত্র এবং পুত্রের পুত্রও সমৃদ্ধি লাভ করে ॥ ২ ॥ নদী যেরূপ কূল ভেদ করে, বৃষ যেরূপ বলীবর্দকে পরাভূত করে, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতির পরিচর্যাপরায়ণ যজমান নিজ-সামর্থ্যে শত্রুগণকে পরাভব করেন। অগ্নিশিখাকে যেরূপ নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাকেও নিবারণ করা যায় না ॥ ৩ ॥ যে যজমানকে ব্রহ্মণস্পতি সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় জল অপ্রতিহত-প্রসব হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে, পরিচর্যাকারীদিগের মধ্যে সকলের পূর্বে তিনিই গোধন লাভ করেন, তাঁহার বল অনিবার্য, তিনি বলদ্বারা শত্রুগণকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, সমস্ত নদী তদভিমুখে প্রবাহিত হয়, তিনি অনবরত নানাসুখ উপভোগ করেন। তিনি সৌভাগ্যশালী ও দেবদত্ত সুখ লাভ করিয়া সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬ সূক্ত। ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃহৎসমদ ঋষি। জগতী।
ব্রহ্মণস্পতির ঋজু স্তোতা যেন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারে। দেবাকাঙ্ক্ষী যেন অদেবাকাঙ্ক্ষীকে পরাভব করিতে পারে। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে উত্তমরূপে তৃপ্ত করেন, তিনি যেন যুদ্ধে দুর্ধর্ষ শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। যজ্ঞপরায়ণ যেন অযজ্বার ধন উপভোগ করে ॥ ১ ॥ হে বীর, তুমি ব্রহ্মণস্পতির স্তুতি কর, অভিমানী শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে মনকে দৃঢ় কর। ব্রহ্মণস্পতির জন্য হব্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে তুমি উত্তম ধন পাইবে। আমরা ব্রহ্মণস্পতির নিকট রক্ষা ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥ যে যজমান শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবগণের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে হব্যদ্বারা পরিচর্যা করেন, তিনি আপনার লোক ও আত্মীয়, আপনার পুত্র এবং অন্যান্য পরিচারকের সহিত অন্ন ও ধন লাভ করেন ॥ ৩ ॥ যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতবিশিষ্টহব্যদ্বারা পরিচর্যা করেন, ব্রহ্মণস্পতি তাঁহাকে প্রাচীন পথে লইয়া যান, তাঁহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, শত্রু হইতে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করেন। আশ্চর্যরূপ ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার মহোপকার সাধন করেন ॥ ৪ ॥

২৭ সূক্ত। আদিত্যগণ দেবতা। গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
আমি জুহুদ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করিতেছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ দীপ্তিমান, বৃষ্টিপুত, অনুগ্রহপরায়ণ, অনিন্দনীয়, হিংসারহিত ও একবিধ কর্মকারী মিত্র, অর্যমা ও বরুণ নামক আদিত্যগণ অদ্য আমার এই স্তোত্র উপভোগ করুন॥ ২ ॥ মহান্, গাম্ভীর্যবিশিষ্ট, দুর্দমনীয়, দমনকারী ও বহুদৃষ্টিযুক্ত আদিত্যগণ প্রাণিগণের অন্তঃকরণ দেখিতে পান। দূরদেশস্থিত পদার্থও আদিত্যগণের পক্ষে নিকট ॥ ৩ ॥ আদিত্যগণ স্থাবর ও জঙ্গমকে অবস্থাপিত করেন, সমস্ত ভুবনকে রক্ষা করেন। তাঁহারা বহুযজ্ঞবিশিষ্ট, ও অসূর্যকে রক্ষা করেন, তাঁহারা সত্যবান্ এবং ঋণ পরিশোধ করেন ॥ ৪ ॥ হে আদিত্যগণ, আমরা যেন তোমাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারি। ভয় উপস্থিত হইলে তোমাদের আশ্রয়সুখ প্রদান কর। হে অর্যমা, হে মিত্র, হে বরুণ, তোমাদিগের অনুসরণ করিয়া আমি যেন গর্তের ন্যায় পাপ-সকল পরিহার করিতে পারি ॥ ৫ ॥ হে অর্যমা, হে মিত্র, হে বরুণ, তোমাদিগের পথ সুগম, কণ্টকরহিত, এবং সুন্দর, হে আদিত্যগণ, সেই পথে তোমরা আমাদিগকে লইয়া যাও, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কর এবং বিনাশরহিত সুখ প্রদান কর ॥ ৬ ॥ রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্য দেশে লইয়া যাউন, অর্যমা সুগম পথে আমাদিগকে লইয়া যাউন। আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হইয়া মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করিব ॥ ৭ ॥ ইহারা তিন ভূমি এবং তিন দ্যুলোক ধারণ করেন, ইহাদিগের যজ্ঞের মধ্যে তিন ব্রত আছে। হে আদিত্যগণ, যজ্ঞদ্বারা তোমাদের মহিমা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হে অর্যমা, মিত্র ও বরুণ, সে মহত্ব অতি চারু ॥ ৮ ॥ স্বর্ণালংকারভূষিত, দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপুত, নিদ্রারহিত, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত, ও সকলের স্তুতিযোগ্য আদিত্যগণ সরলস্বভাব লোকের জন্য তিন প্রকার স্বর্গীয় তেজ ধারণ করেন ॥ ৯ ॥ হে অসুর বরুণ, তুমি, দেবতাই হও বা মনুষ্যই হও, তুমি সকলের রাজা। আমাদিগকে শতবর্ষ অবলোকন করিতে দাও, যেন আমরা প্রাচীনগণের উপযুক্ত আয়ুঃ লাভ করিতে পারি ॥ ১০ ॥ হে বাসপ্রদ-আদিত্যগণ, আমরা দক্ষিণদিকও জানি না, বামদিকও জানি না, সম্মুখও জানি না, পশ্চাৎও জানি না। আমি অপরিপক্কবুদ্ধি ও অতিশয় কাতর। তোমরা আমাকে লইয়া গেলে আমি ভয়রহিত জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিব ॥ ১১ ॥ যজ্ঞের নায়ক ও রাজা আদিত্যগণকে যিনি হব্য প্রদান করেন, নিত্য অনুগ্রহ যাঁহার পুষ্টি বর্ধন করে, সেই ব্যক্তি ধনবান, বিখ্যাত, বদান্য ও প্রশংসিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করেন ॥ ১২ ॥ তিনি দীপ্তিমান্, হিংসারহিত, প্রচুর-অন্নবিশিষ্ট, সুপুত্রযুক্ত হইয়া উত্তম শস্যপ্রদ জলসমীপে বাস করেন। যিনি আদিত্যগণকে অনুসরণ করেন, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী শত্রু তাঁহাকে বধ করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ হে অদিতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে মিত্র, হে বরুণ, আমরা যদি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সদয় হইয়া মার্জনা কর। হে ইন্দ্র, আমরা যেন বিস্তীর্ণ, ভয়রহিত জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারি, দীর্ঘ তমিস্রা যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে ॥ ১৪ ॥ যিনি আদিত্যগণের অনুসরণ করেন, দ্যাবা-পৃথিবী উভয়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার পুষ্টি বর্ধন করে। তিনি সৌভাগ্যবান্, এবং স্বর্গীয় জল প্রাপ্ত হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি যুদ্ধকালে শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া উভয়নিবাসস্থানে গমন করেন। জগতের উভয়াধই তাঁহার মঙ্গলকর হয় ॥ ১৫ ॥ হে যজনীয় আদিত্যগণ, তোমাদের যে মায়া দ্রোহকারীর জন্য নির্মিত হইয়াছে, এবং যে পাশ শত্রুর জন্য গ্রথিত হইয়াছে, আমি যেন অশ্বারোহী পুরুষের ন্যায় তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি। আমরা যেন হিংসারহিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে পারি ॥ ১৬ ॥ হে বরুণ, আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজন্, আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র-ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ১৭ ॥

২৮ সূক্ত। দেবতা : বরুণ (১০ দুঃস্বপ্ননাশিনী)। গৃৎসমদ বা তৎপুত্র কুর্ম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
কবি এবং স্বয়ং শোভমান আদিত্য বরুণের জন্য এই হব্য। তিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা সমস্ত ভূতকে অভিভব করেন। দ্যুতিমান্ স্বামী বরুণ যজমানের হর্ষ উৎপন্ন করেন, আমি তাঁহার স্তুতি যাচ্ঞা করি ॥ ১ ॥ হে বরুণ, আমরা যেন উত্তমরূপে তোমার ধ্যান, স্তুতি, এবং পরিচর্যা করতঃ সৌভাগ্যশালী হইতে পারি। কিরণবিশিষ্ট উষা আগমন করিলে অগ্নির ন্যায় আমরা যেন প্রতিদিন তোমার স্তুতি করতঃ দীপ্তিমান্ হই ॥ ২ ॥ হে জগতের নায়ক বরুণ, তুমি অনেক বীরবিশিষ্ট, বহুলোকে তোমার স্তুতি করে, আমরা যেন তোমার গৃহে বাস করিতে পারি। হে হিংসারহিত দীপ্তিমান্ অদিতিপুত্রগণ, তোমরা আমাদের সখ্যের নিমিত্ত আমাদের অপরাধ মার্জনা কর ॥ ৩ ॥ জগতের ধারক অদিতির পুত্র বরুণ প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে ॥ ৪ ॥ হে বরুণ, আমার পাপ রজ্জুর ন্যায় আমাকে বাঁধিয়াছে, তাহা মোচন কর। আমরা যেন তোমার জলপূর্ণ নদী প্রাপ্ত হই। (যজ্ঞ) বয়নকালে আমাদের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়, যজ্ঞের মাত্রা আমার যেন বিকল না হয় ॥ ৫ ॥ হে বরুণ, আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও, হে সম্রাট্ ও সত্যবান্, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। বৎস হইতে বন্ধন-রজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপ মোচন কর, কারণ তোমা হইতে পৃথক্ হইয়া কেহ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারে না ॥ ৬ ॥ হে অসুর বরুণ, তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে আয়ুধসকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে। আমরা যেন আলোক হইতে নির্বাসিত না হই, আমাদের জীবনের জন্য হিংসককে বিশ্লিষ্ট কর ॥ ৭ ॥ হে বহুস্থানোৎপন্ন বরুণ, আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তোমার উদ্দেশে নমঃ-শব্দ উচ্চারণ করিব, যেহেতু হে অহিংসনীয় বরুণ, পর্বতের ন্যায় তোমাতে অচ্যুত কর্মসকল আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ হে বরুণ, পূর্বপুরুষেরা যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ কর, এবং সম্প্রতি আমিও যে ঋণ করিতেছি, তাহাও পরিশোধ কর। হে বরুণ, আমাকে যেন অন্যের উপার্জিত ধন ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা যেন উদিতই হয় নাই, হে বরুণ, আমরা যেন সেই সকল উষায় জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর ॥ ৯ ॥ হে রাজা বরুণ, আমি ভীরু, আমাকে বন্ধু অথবা জ্ঞাতি, স্বপ্নদৃষ্ট যে ভয়ংকর কথা বলে তাহা হইতে রক্ষা কর। তস্কর বা বৃক আমাকে বধ করিতে চাহে, তাহাদিগের হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥ ১০ ॥ হে বরুণ, আমাকে যেন কোন ধনী ও প্রভূতদানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজন্, আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র-ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। গৃৎসমদ বা তৎপুত্র কুর্ম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ব্রতকারি, শীঘ্রগমনশীল, সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ, গুপ্ত প্রসবিনীর গর্ভের ন্যায় আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ কর। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের মঙ্গলকার্য আমি অবগত হইয়া রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ হে দেবগণ, তোমরা অনুগ্রহকারী ও তোমরাই বল, তোমরা দ্বেষকারী-দিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক্ কর, তোমরা শত্রুহিংসক শত্রুদিগকে পরাভব কর। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে আমাদিগকে সুখী কর ॥ ২ ॥ হে দেবগণ, এক্ষণে অথবা পরে আমরা তোমাদের কি কার্য সাধন করিতে পারি। হে বসুগণ, সনাতন প্রাপ্তব্য কার্যদ্বারা আমরা তোমাদের কি কার্য সাধন করিতে পারি। হে মিত্রাবরুণ, হে অদিতি, হে ইন্দ্র ও মরুৎগণ, তোমরা আমাদের মঙ্গল কর ॥ ৩ ॥ হে দেবগণ, তোমরাই আমাদের বন্ধু, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি সদয় হও। তোমাদের রথ আমাদের যজ্ঞে আসিতে যেন মন্দগতি না হয়। তোমাদের ন্যায় বন্ধু পাইয়া আমরা যেন শ্রান্ত না হই ॥ ৪ ॥ হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে একজন হইয়া আমি অনেক পাপ নষ্ট করিয়াছি। পিতা যেরূপ অপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন, সেইরূপ তোমরা আমাকে উপদেশ দান করিয়াছ। হে দেবগণ, তোমাদের পাশসকল ও পাপসকল দূরে অবস্থিত হউক। ব্যাধ যেরূপ শাবকের সম্মুখে পক্ষীকে হিংসা করে, সেইরূপ আমাকে হিংসা করিও না ॥ ৫ ॥ হে পূজনীয় দেবগণ, অদ্য আমাদের অভিমুখে আগমন কর। আমি ভীত হইয়া তোমাদের হৃদয়াবস্থিত আশ্রয় লাভ করিব। হে দেবগণ, বৃকের হস্তে বধ হইতে আমাদের রক্ষা কর। হে পূজনীয়গণ, যে আমাদিগকে আপদে ফেলিয়া দেয়, তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে বরুণ, আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূতদানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজন্, আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র-ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ৭ ॥

৩০ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৬ ইন্দ্র ও সোম ; ৮ (পূর্বার্ধ) সরস্বতী ; ৯ বৃহস্পতি ; ১১ মরুৎগণ। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১১ জগতী।
বৃষ্টিকারী, দ্যুতিমান্, সকলের প্রেরক, অহিবিনাশক ইন্দ্রের যাগার্থ জল কখনও বিরত হয় না, তাহাদের স্রোত প্রত্যহ চলিতেছে। কোন্ সময় তাহাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল ? ॥ ১ ॥ জননী অদিতি অভিজ্ঞ ইন্দ্রকে, যে ব্যক্তি বৃত্রের উদ্দেশে অন্নপ্রদান করিয়াছিল, তাহার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে নদীসমূহ তাহাদের পথ খনন করিতে করিতে প্রতিদিন সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে ॥ ২ ॥ যেহেতু বৃত্র অন্তরীক্ষে উন্নত হইয়া সমুদয় পদার্থকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, অতএব ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। বৃত্র বৃষ্টিপ্রদ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া ইন্দ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হইল ; তখন তীক্ষ্ণায়ুধধারী ইন্দ্র শত্রুকে জয় করিলেন ॥ ৩ ॥ হে বৃহস্পতি, বজ্রের ন্যায় দীপ্ত অস্ত্রদ্বারা বলবান্ বৃকদ্বয়ের পুত্রদিগকে বিদ্ধ কর। হে ইন্দ্র, পূর্বকালে তুমি যেমন বলদ্বারা শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপ আমাদের শত্রুদিগকে বিনাশ কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ঊর্ধ্বে অবস্থিত, স্তোতাগণ তোমায় স্তব করিলে তুমি যাহাদ্বারা শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে, সেই প্রস্তরবৎ কঠিন বজ্র দ্যুলোক হইতে নিম্নাভিমুখে ক্ষেপণ কর। আমরা যাহাতে প্রভূত পুত্র, পৌত্র ও গোধন লাভ করিতে পারি, তুমি সেইরূপ আমাদিগের সমৃদ্ধি সম্পাদন কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা যাহাকে হিংসা কর, সেই দ্বেষকারীকে উন্মূলিত কর ; তোমরা যজমানদিগকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা আমাকে রক্ষা কর, এই ভয়স্থানে ভয়শূন্যস্থান নির্মাণ কর ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র যেন আমাকে ক্লেশ দান না করেন, শ্রান্ত না করেন, আলস্যযুক্ত না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। আমরা যেন কখন বলি না যে, সোমাভিষব করিও না। ইন্দ্র আমার অভিলাষ পূরণ করেন, অভীষ্ট দান করেন, যজ্ঞ অবগত হয়েন, তিনি গোসমূহ লইয়া অভিষবকারীর নিকট উপস্থিত হয়েন ॥ ৭ ॥ হে সরস্বতী, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, মরুৎগণের সহিত একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা-সহকারে শত্রুদিগের জয় কর। ইন্দ্র শূরাভিমানী স্পর্ধাবান্ শণ্ডিকদিগের প্রধানকে হনন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ হে বৃহস্পতি, যে অন্তর্হিত দেশে লুক্কায়িত হইয়া আমাদিগের প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী, তাহাকে অন্বেষণ করতঃ তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ কর, আয়ুধদ্বারা আমাদের শত্রুদিগকে জয় কর। হে রাজা বৃহস্পতি, দ্রোহকারীর বিরুদ্ধে প্রাণনাশক বজ্র চারিদিকে নিক্ষেপ কর ॥ ৯ ॥ হে শূর ইন্দ্র, আমাদের শত্রুনাশক শূরগণের সহিত তোমার সম্পাদ্য বীরকার্যসকল সম্পন্ন কর। আমাদের শত্রুরা বহুদিন গর্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১০ ॥ হে মরুৎগণ, আমরা সুখাভিলাষে স্তুতি ও নমস্কারদ্বারা তোমাদের দৈব ও প্রাদুর্ভূত ও একীকৃত বলের স্তুতি করি। যেন আমরা তদ্দ্বারা প্রত্যহ-বীরবিশিষ্ট-অপত্যসমন্বিত প্রশংসনীয় ধন উপভোগ করিতে পারি ॥ ১১ ॥

৩১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক
গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ৭ ত্রিষ্টুপ্।
যখন আমাদের রথ অন্নাভিলাষী, মদমত্ত, বননিষণ্ণ পক্ষিগণের ন্যায় নিবাসস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, তখন হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণের সহিত মিলিত হইয়া উহা রক্ষা কর ॥ ১ ॥ হে সমানপ্রীতি-যুক্ত দেবগণ, এক্ষণে আমাদের রথ রক্ষা কর, উহা অন্ন অন্বেষণে জনপদে গমন করিয়াছে। ঐ রথে যোজিত অশ্বসকল পাদক্ষেপদ্বারা পথ অতিক্রম করিতেছে, এবং বিস্তীর্ণ ভূমির উন্নত প্রদেশ আঘাত করিতেছে ॥ ২ ॥ অথবা সর্বদর্শী ইন্দ্র মরুৎগণের পরাক্রমে উক্ত কর্ম সম্পন্ন করতঃ স্বর্গলোক হইতে আগমন করতঃ হিংসারহিত আশ্রয়দান-দ্বারা মহাধন ও অন্নলাভের জন্য আমাদের রথের অনুকূল হউন ॥ ৩ ॥ অথবা ভুবনের সেবনীয় সেই ত্বষ্টাদেব দেব-পত্নীগণের সহিত প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের রথ চালিত করুন। ইলা, মহাদীপ্তি ভগ, দ্যাবা-পৃথিবী, বহুধী পূষা ও সূর্যার দুই স্বামী অশ্বিদ্বয় আমাদের এই রথ চালিত করুন ॥ ৪ ॥ অথবা প্রসিদ্ধা, দ্যুতিমতী, সুভগা, পরস্পর-দর্শিনী ও জীবগণের প্রেরণকর্ত্রী উষা ও নক্ত আমাদের রথ চালিত করুন। হে আকাশ ও পৃথিবী, তোমাদের দুইজনকে নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি, স্থাবর অন্ন প্রদান করিতেছি, আমার তিন প্রকার অন্ন আছে ॥ ৫ ॥ হে দেবগণ, তোমরা আমাদের স্তুতি কামনা কর, আমরা তোমাদের স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। অহির্বুধ্ন্য, অজ একপাৎ, ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতা আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। শীঘ্রগামী জলের নপ্তা আমাদের স্তুতিদ্বারা প্রীত হউন ॥ ৬ ॥ হে যজনীয় বিশ্বদেবগণ, আমি তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করিতে বাসনা করি। তোমরা সর্বাপেক্ষা স্তুতিযোগ্য। অন্ন-ও বলাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাদের জন্য স্তুতি রচনা করিয়াছে। রথের অশ্বের ন্যায় তোমাদের দল আমাদের জন্য আগমন করুক ॥ ৭ ॥

৩২ সূক্ত। দেবতা : ১ দ্যাবা-পৃথিবী ; ২-৩ ইন্দ্র বা ত্বষ্টা ;
৪-৫ রাকা ৬-৭ সিনীবালী ; ৮ ঋক্-উক্ত। ভৃগু-পুত্র শৌনক
গৃৎসমদ ঋষি। জগতা ; ৬-৮ অনুষ্টুপ্।
হে দ্যাবা-পৃথিবী, যে স্তোতা যজ্ঞ করিতে ও তোমাদিগকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, তোমরা তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ হও। তোমাদের অন্ন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দ্যাবা-পৃথিবীকে সকলে স্তব করে, আমি অন্নকাম হইয়া মহাস্তোত্রদ্বারা তোমাদের স্তব করিব ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, শত্রুর গুপ্তমায়া আমাদিগকে যেন দিবসে অথবা রাত্রিতে হিংসা করিতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, আমাদিগকে কষ্টদায়ক শত্রুসেনার বশীভূত করিও না, আমাদিগের বন্ধুতা বিযুক্ত করিও না, মনে মনে আমাদের সুখ আকাঙ্ক্ষা করতঃ আমাদের সখ্যের কথা মনে করিও, আমরা তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করি ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, ক্রোধরহিত মনে সুখকরী, দুগ্ধবতী, স্থূলকলেবরা, দৃঢ়াঙ্গী ধেনুকে লইয়া আইস। হে ইন্দ্র, তোমাকে সকলে আহ্বান করে, তুমি পদব্রজে দ্রুতগামী, এবং দ্রুতভাষী। আমি রাত্রিদিন তোমার স্তব করি ॥ ৩ ॥ আমি উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা আহ্বানযোগ্য রাকাদেবীকে আহ্বান করি। তিনি সুভগা, আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, এবং নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অচ্ছিদ্যমান সূচিদ্বারা আমাদের কর্ম ব্যয়ন করুন, এবং বিক্রান্ত, বহুধন-বিশিষ্ট ও বীর্যবান পুত্র দান করুন ॥ ৪ ॥ হে রাকাদেবী, তোমার যে সুন্দর-অনুগ্রহদ্বারা তুমি হব্যদাতাকে ধন দান কর, অদ্য প্রসন্নমনে সেই অনুগ্রহের সহিত আগমন কর। হে শোভনভাগ্যবতী, তুমি সহস্র প্রকারে আমাদের পুষ্টিবর্ধন করিয়া থাক ॥ ৫ ॥ হে পৃথুজন্মা সিনীবালী, তুমি দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য সেবা কর, এবং আমাদের অপত্য উপচিত কর ॥ ৬ ॥ সিনীবালী সুবাহু, সুন্দর-অঙ্গুলিবিশিষ্ট, সুপ্রসবিনী, এবং বহুপ্রসবিত্রী, সেই লোকপালিকা সিনীবালীর উদ্দেশে হব্য প্রদান কর ॥ ৭ ॥ যিনি গুঙ্গু, যিনি সিনিবালী, যিনি রাকা এবং যিনি সরস্বতী, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। আমি আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং সুখের জন্য বরুণাণীকে আহ্বান করি ॥ ৮ ॥

৩৩ সূক্ত। রুদ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে মরুৎগণের পিতা (রুদ্র), তোমার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক। তুমি সূর্যদর্শন হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিও না, আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুদিগকে অভিভূত করুক। হে রুদ্র, আমরা যেন পুত্র-পৌত্রাদিতে অনেক হইয়া উঠি ॥ ১ ॥ হে রুদ্র, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত কর এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকেও বিদূরিত কর ॥ ২ ॥ হে রুদ্র, তুমি ঐশ্বর্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রবাহু, প্রবৃদ্ধগণের মধ্যে তুমি অতিশয় প্রবৃদ্ধ, তুমি আমাদিগকে পাপের পরতীরে লইয়া যাও, পাপ যেন আমাদের নিকট না যায় ॥ ৩ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, আমরা যেন অন্যায় নমস্কারদ্বারা অথবা অন্যায় স্তুতিদ্বারা অথবা বিসদৃশ দেবগণের সহিত আহ্বানদ্বারা তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধিদ্বারা পরিপুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি তুমি ভিষক্‌গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৪ ॥ যে রুদ্র হব্যসংবলিত আহ্বানদ্বারা আহুত হয়েন, আমি স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে অপগতক্রোধ করিব। কোমলোদর, শোভন-আহ্বানবিশিষ্ট বভ্রুবর্ণ ও সুনাসিক রুদ্র আমাদিগকে যেন তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন ॥ ৫ ॥ আমি প্রার্থনা করিতেছি, অভীষ্টবর্ষী মরুৎবিশিষ্ট রুদ্র আমাকে দীপ্ত অন্নদ্বারা তৃপ্ত করুন। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়া লাভ করে, আমি সেইরূপ পাপশূন্য হইয়া রুদ্রদত্ত সুখ লাভ করিব এবং রুদ্রের পরিচর্যা করিব ॥ ৬ ॥ হে রুদ্র, তোমার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, তুমি দৈব পাপের বিনাশক হইয়া আমাকে শীঘ্রই ক্ষমা কর ॥ ৭ ॥ বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত-আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা, তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কারদ্বারা পূজা কর, আমরা তাঁহার উজ্জ্বল নাম সংকীর্তন করি ॥ ৮ ॥ দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলংকারে শোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্তা, তাঁহার বল পৃথক্‌কৃত হয় না ॥ ৯ ॥ হে অর্চনার্হ, তুমি ধনুর্বাণধারী ; হে অর্চনার্হ, তুমি নানারূপবিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করিয়াছ ; হে অর্চনার্হ, তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ আর কেহ নাই ॥ ১০ ॥ হে স্তোতা, প্রখ্যাত, রথস্থিত, যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ংকর ও শত্রুদিগের বিনাশক উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। হে রুদ্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে সুখী কর, তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক ॥ ১১ ॥ পিতা আশীর্বাদ করিবার সময় পুত্র যেরূপ তাঁহাকে নমস্কার করে, সেইরূপ হে রুদ্র, তুমি আসিবার সময় আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে রুদ্র, তুমি বহুধনদাতা এবং সাধুলোকের পালক, আমরা স্তব করিলে আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর, ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করিয়াছিলেন, রুদ্রের সেই সুখকর, ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥ রুদ্রের হেতি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাউক। দীপ্তরুদ্রের মহতী দুর্মতিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে সেচনসমর্থ রুদ্র, ধনবান্ যজমানগণের প্রতি তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর এবং আমাদের পুত্র ও পৌত্রদিগকে সুখী কর ॥ ১৪ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী, বভ্রুবর্ণ, দীপ্তিমান্, সর্বজ্ঞ ও আমাদের আহ্বান-শ্রবণকারী রুদ্র, তুমি আমাদের সম্বন্ধে এস্থলে এইরূপ বিবেচনা করিও, যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও, এবং আমাদিগকে বিনাশ না কর, আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব ॥ ১৫ ॥

৩৪ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

মরুৎগণ জলধারায় অন্তরীক্ষ আবৃত করেন। তাঁহাদের বল অন্যকে পরাজিত করে, তাঁহারা পশুর ন্যায় ভয়ংকর ও বলদ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন, তাঁহারা বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং জলে পরিপূর্ণ, তাঁহারা ভ্রমণকারী মেঘকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করতঃ জল অপাবৃত করেন ॥ ১ ॥ হে সুবর্ণবক্ষ মরুৎগণ, যেহেতু সেচনসমর্থ রুদ্র পৃশ্নির নির্মল উদরে তোমাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব আকাশ যেরূপ নক্ষত্রে শোভিত হয়, তোমরা সেইরূপ স্বীয় আভরণে শোভিত হও। তোমরা শত্রুভক্ষক ও জলপ্রেরক, তোমরা মেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভিত হও ॥ ২ ॥ যুদ্ধে তুরঙ্গের ন্যায় মরুৎগণ বিশাল ভুবনকে সিক্ত করিতেছেন। তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করতঃ শব্দায়মান (মেঘের) কর্ণের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে গমন করেন। হে মরুৎগণ, তোমরা হিরণ্যসিপ্র ও সমানক্রোধযুক্ত ; তোমরা বৃক্ষাদি কম্পিত করিতেছ, তোমরা পৃষতী মৃগ আরোহণ করিয়া অন্নার্থে গমন কর ॥ ৩ ॥ মরুৎগণ মিত্রের ন্যায় হব্যযুক্ত যজমানের জন্য সর্বদা সমস্ত জল বহন করিতেছেন। তাঁহারা দানশীল, পৃষতীযুক্ত, অক্ষয়, অন্নযুক্ত এবং অকুটিলগামী অশ্বের ন্যায় পথবাহীদিগের অগ্রে গমন করেন ॥ ৪ ॥ হে সমানক্রোধবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্-আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ, হংস যেরূপ নিজ নিবাসস্থানে গমন করে, সেইরূপ তোমরা দীপ্তিমান্মহোধঃবিশিষ্ট ধেনুযুক্ত হইয়া বিঘ্নরহিত পথে মধুর হর্ষ লাভের জন্য আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে সমানক্রোধবিশিষ্ট মরুৎগণ, তোমরা স্তোত্রে যেরূপ আইস সেইরূপ আমাদিগের অভিষুত অন্নের নিকট আগমন কর, অশ্বীর ন্যায় ধেনুর উধঃ পুষ্ট কর এবং যজমানের যজ্ঞ অন্নযুক্ত কর ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগকে অন্নবিশিষ্ট পুত্র প্রদান কর ; সে তোমাদের আগমনসময়ে প্রত্যহ তোমাদের গুণ-কীর্তন করিবে। তোমরা স্তোতৃগণকে অন্ন প্রদান কর এবং যুদ্ধকালে স্তোত্রকারীকে দানশীলতা, যুদ্ধকৌশল, জ্ঞান, এবং অক্ষয় ও অতুল বল প্রদান কর ॥ ৭ ॥ মরুৎগণের বক্ষঃস্থলে দীপ্ত আভরণ আছে, এবং তাঁহাদের দান সকলের সুখকর। তাঁহারা যখনই রথের অগ্রভাগে অশ্ব যোজিত করেন, তখনই ধেনু যেরূপ বৎসের জন্য দুগ্ধদান করে, সেইরূপ তাঁহারা হব্যদায়ী যজমানের জন্য তাঁহার গৃহে প্রচুর অন্ন দান করেন ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, যে মনুষ্য বৃকের ন্যায় আমাদের শত্রুতাচরণ করে, হে বসুগণ, সেই হিংসকের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তাহাকে তাপপ্রদ চক্রদ্বারা চারিদিকে প্রতিনিবর্তিত কর। হে রুদ্রগণ, তোমরা তাহার অস্ত্রসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ কর ॥ ৯ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যখন পৃশ্নির উধঃ দোহন করিয়াছিলে, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করিয়াছিলে, এবং ত্রিতের শত্রুদিগকে বধ করিয়াছিলে, হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ, সে সময়ে তোমাদিগের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জানিয়াছিল ॥ ১০ ॥ হে মহানুভব মরুৎগণ, তোমরা সর্বদা যজ্ঞস্থলে গমন কর। আমরা প্রভূত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনীয় সোম সম্পাদিত হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি, এবং স্তব করতঃ ও স্রুক্ উত্তোলন করিয়া স্বর্ণবর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ স্তুতিযোগ্য মরুৎগণের নিকট প্রশংসনীয় ধন যাচ্ঞা করি ॥ ১১ ॥ সেই দশশ্বগণ প্রথমে যজ্ঞ বহন করিয়াছিলেন। উষা প্রভাত হইলে মরুৎগণ আমাদিগকে প্রবর্তিত করুন। উষা যেরূপ অরুণবর্ণ কিরণজালে কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে অপসারিত করেন, সেইরূপ মরুৎগণ বৃহৎ, দীপ্তিমান্, জলস্রাবী জ্যোতিঃদ্বারা অন্ধকার অপসারিত করেন ॥ ১২ ॥ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ ক্ষোণী এবং অরুণবর্ণ-অলংকার-সমন্বিত হইয়া জলের নিবাসভূত মেঘে বর্ধিত হইয়াছেন। সর্বত্রপ্রভাববিশিষ্ট বলদ্বারা মেঘ হইতে জলাকর্ষণ করতঃ মরুৎগণ প্রীতিকর এবং মনোহর লাবণ্য ধারণ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ আমরা রক্ষার্থ মরুৎগণের নিকট মহৎ বরণীয় ধন যাচ্ঞা করতঃ এই স্তোত্রদ্বারা তাঁহাদের স্তব করিতেছি। ত্রিত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য চক্রদ্বারা সেই মুখ্য পঞ্চহোতৃগণকে আবর্তিত করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যে আশ্রয়দানদ্বারা আরাধনাকারী যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা স্তোতাকে শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত কর, হে মরুৎগণ, তোমাদের সেই আশ্রয় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। তোমাদের অনুগ্রহ হাম্বারবকারিণী ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক ॥ ১৫ ॥

৩৫ সূক্ত। অপাং নপাৎ দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি অন্নাভিলাষে এই স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি। শব্দকারী ও শীঘ্রগামী অপাং নপাৎ-নামক দেবতা আমাদিগকে প্রচুর অন্ন দান করুন, ও সুন্দররূপবিশিষ্ট করুন, আমি তাঁহার স্তুতি করিতেছি, তিনি স্তুতি ভালবাসেন ॥ ১ ॥ আমরা তাঁহার জন্য হৃদয় হইতে সুরচিত এই মন্ত্র উত্তমরূপে উচ্চারণ করিব, তিনি তাহা বারংবার অবগত হউন। স্বামী অপাং নপাৎ নিজবলমহিমায় সমস্ত ভুবনকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ২ ॥ কোন কোন জল একত্র মিলিত হয়, অন্য জল তাহাদের সহিত মিলিত হয়; উহারা সকলে নদী হইয়া অনলকে প্রীত করে। বিশুদ্ধ জলসমূহ নির্মল, দীপ্তিমান্, অপাং নপাৎ-নামক দেবতার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ দর্পরহিতা যুবতী জলসংহতি যুবার ন্যায় অপাং নপাৎ-নামক দেবতাকে অলংকৃত ও পরিবেষ্টিত করেন। ইন্ধনরহিত, ঘৃতপুত অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলমধ্যে নির্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন ॥ ৪ ॥ ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামক দেবীত্রয়, দুঃখরহিত অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্ন ধারণ করেন। তাঁহারা জলমধ্যে উৎপন্ন পদার্থের ন্যায় প্রসারিত হয়েন। সেই অপাং নপাৎ-নামক দেবতা সর্বাগ্রে উৎপন্ন জলের সারভূত সোম পান করেন ॥ ৫ ॥ এই স্থানে অশ্বের জন্ম এবং এই বরণীয়ের জন্ম। হে অপাং নপাৎ-নামক দেব, তুমি অপহর্তা ও হিংসকের সম্পর্ক হইতে স্তোতৃগণকে রক্ষা কর। দানশূন্য ও অসত্যাচারী লোকে অপরিপক্ক অথবা পরিপাকযোগ্য জলে বর্তমান থাকিয়াও এই অহিংসনীয় দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬ ॥ যিনি স্বকীয় গৃহে আছেন, এবং যাঁহার ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাৎ-নামক দেবতা বৃষ্টির জল বর্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হয়েন ॥ ৭ ॥ যে অপাং নপাৎ সত্যবান্, সর্বদা একরূপে বর্তমান, এবং অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, যিনি জলমধ্যে পবিত্র দৈবতেজোদ্বারা প্রকাশ পান, সমস্ত ভূতজাত তাঁহার শাখামাত্র। পুষ্প-ফলাদির সহিত ওষধিসকল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৮ ॥ অপাং নপাৎ কুটিলগতি মেঘের মধ্যে স্বয়ং ঊর্ধ্বভাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুৎ পরিধান করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সর্বত্র কীর্তন করতঃ মহতী হিরণ্যবর্ণা নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৯ ॥ সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি ও হিরণ্যবর্ণ; তিনি হিরণ্ময় স্থানের উপর উপবেশন করতঃ শোভা পান; হিরণ্যদাতাগণ তাঁহাকে অন্ন প্রদান করেন ॥ ১০ ॥ অপাং নপাতের রশ্মিসমূহরূপ শরীর সুন্দর এবং নামও সুন্দর, এবং উভয়ই গূঢ় হইলেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুবতী জলসংহতি, সেই হিরণ্যবর্ণকে অন্তরীক্ষে সম্যক্‌রূপে দীপ্তিযুক্ত করে, কেননা জলই তাঁহার অন্ন ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা যজ্ঞ, হব্য ও নমস্কারদ্বারা বহুদেবতার আদি, আমাদের মিত্র এই অপাং নপাৎকে পরিচর্যা করিব। আমি তাঁহার উন্নত প্রদেশকে সম্যক্‌রূপে অলংকৃত করিব। আমি কাষ্ঠদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করি, অন্নদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করি এবং মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করি॥ ১২॥ সেচনসমর্থ সেই অপাং নপাৎ ঐ সমস্ত জলমধ্যে গর্ভ উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনিই আবার পুত্রস্বরূপ হইয়া জলপান করেন, জলসমূহ তাঁহাকেই লেহন করে। দীপ্তিযুক্ত সেই অপাং নপাৎ এই পৃথিবীতে অন্য শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৩॥ অপাং নপাৎ দেবতা উৎকৃষ্টস্থানে অবস্থিত। তিনি তেজোদ্বারা প্রতিদিবস দীপ্তিযুক্ত। মহৎ জলসমূহ তাঁহার জন্য অন্নবহন করতঃ সতত গতিদ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে॥ ১৪॥ হে অগ্নি, তুমি শোভনীয় নিবাস। আমি পুত্রলাভের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। যজমানের হিতার্থ সুরচিত স্তুতি লইয়া আসিয়াছি। সমুদয় দেবগণ যে সমস্ত কল্যাণ সাধন করেন, সে সমুদয় আমাদের হউক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি॥ ১৫॥

৩৬ সূক্ত। দেবতা : ঋতুগণ ; ১ ইন্দ্র ও মধু ; ২ মরুৎগণ ও মাধব ; ৩ ত্বষ্টা ও শুক্র ;
৪ অগ্নি ও শুচি ; ৫ ইন্দ্র ও নভ ; ৬ মিত্রাবরুণ ও নভ-পুত্র।
ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী।

হে ইন্দ্র, তোমার উদ্দেশে প্রেরিত এই সোম গব্য-ও জলসংযুক্ত। যজ্ঞের নেতাগণ, ঐ সোমকে প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অভিষুত করিয়া মেষলোমময় দশাপবিত্রদ্বারা সংস্কৃত করিতেছেন। হে ইন্দ্র, তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি সমস্ত দেবগণের প্রথমে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ও বষট্‌কারদ্বারা ত্যক্ত সোম, হোতার নিকট হইতে পান কর॥ ১॥ যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত, পৃষতীযোজিত রথে অবস্থিত, স্বকীয় আয়ুধদ্বারা শোভিত, এবং আভরণপ্রিয় ভরতের পুত্র। হে অন্তরীক্ষের নেতা মরুৎগণ, তোমরা কুশে উপবেশন করতঃ পোতার নিকট হইতে সোম পান কর॥ ২॥ হে শোভনাহ্বানযুক্ত দেবগণ, তোমরা আমাদের সহিত আগমন কর, কুশে উপবেশন কর, এবং বিহার কর। অনন্তর হে ত্বষ্টা, তুমি দেব ও দেবপত্নীগণের শোভনীয় দলের সহিত অন্ন সেবা করতঃ তৃপ্তি লাভ কর॥৩॥ হে মেধাবী অগ্নি, তুমি এই যজ্ঞে দেবতাগণকে আহ্বান কর ও তাঁহাদিগের যজ্ঞ কর। হে দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি, তুমি আমাদের হব্য অভিলাষী হইয়া স্থানত্রয়ে উপবেশন কর, সোমাত্মক মধু স্বীকার কর, অগ্নীধ্রের নিকট হইতে সোম পান কর এবং স্বীয় অংশে তৃপ্ত হও॥ ৪॥ হে ধনবান্ ইন্দ্র, তুমি পুরাণ। যে সোমদ্বারা তোমার হস্তে শত্রুর অভিভবক্ষম সামর্থ্য ও বল নিহিত হয়, তাহা তোমার জন্য অভিষুত ও আহুত হইয়াছে। তুমি তৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে এই সোম পান কর॥ ৫॥ হে মিত্রাবরুণ, তোমরা আমার যজ্ঞ সেবা কর। হোতা উপবিষ্ট হইয়া চিরন্তনী স্তুতি উচ্চারণ করিতেছে, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা শোভমান। ঋত্বিক্-পরিবেষ্টিত অন্ন তোমাদের অভিমুখে রহিয়াছে, তোমরা ঐ মধুর সোমরস প্রশাস্তার নিকট হইতে পান কর॥ ৬॥

৩৭ সূক্ত। দেবতা : ১-৪ দ্রবিণোদা ও ঋতুগণ ; ৫ অশ্বিদ্বয় ও ঋতুগণ ;
৬ অগ্নি ও ঋতু। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী।

হে দ্রবিণোদা, তুমি হোতৃকৃত যাগে অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রীত ও হৃষ্ট হও। হে অধ্বর্যুগণ, দ্রবিণোদা পূর্ণাহুতি কামনা করিতেছেন, অতএব তাঁহার জন্য এই সোম প্রদান কর। সোমাভিলাষী দ্রবিণোদা অভীষ্টফলদাতা। হে দ্রবিণোদা, হোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত সোম পান কর॥ ১॥ আমরা পূর্বে যাঁহাকে আহ্বান করিয়াছি, সম্প্রতি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি। তিনিই আহ্বানযোগ্য, কারণ তিনি দাতা ও সকলের অধিপতি। তাঁহার জন্য সোমাত্মক মধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্বর্যুগণ কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। হে দ্রবিণোদা, পোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত সোম পান কর ॥ ২ ॥ হে দ্রবিণোদা, তুমি যে অশ্বে গমন কর তাহারা তৃপ্ত হউক ; হে বনস্পতি, কাহারও হিংসা না করিয়া দৃঢ় হও। হে ধর্ষণকারী, তুমি আগমন করতঃ নেষ্টার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত সোম পান কর ॥ ৩ ॥ হে দ্রবিণোদা, যিনি হোতার যজ্ঞে সোম পান করিয়াছেন, যিনি পোতার যজ্ঞে হৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি নেষ্টার যজ্ঞে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, সেই দ্রবিণোদা সুবর্ণদাতা ঋত্বিকের অশোধিত ও মৃত্যুনিবারক চতুর্থ সোমপাত্র পান করুন ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে রথ শীঘ্রগামী, তোমাদের বাহনস্বরূপ, এবং তোমাদিগকে যথাস্থানে নামাইয়া দেয়, অদ্য সেই রথ এই যজ্ঞে আমাদের অভিমুখে যোজিত কর। আমাদের হব্য সুস্বাদু কর ও আগমন কর ; হে অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, আমাদের সোম পান কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি সমিধে তুষ্ট হও, আহুতিতে তুষ্ট হও, লোকের হিতকর স্তোত্রে তুষ্ট হও, এবং সুন্দর স্তুতিতে তুষ্ট হও। তুমি সকলের আবাসপ্রদ, ও আমাদের হব্য অভিলাষী। তুমি আমাদের হব্য-অভিলাষী সমস্ত মহানুভব দেবগণকে ঋতু ও বিশ্বদেবগণের সহিত সোম পান করাও ॥ ৬ ॥

৩৮ সূক্ত। সবিতা দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দ্যুতিমান্ জগৎবাহক সবিতা জগৎ প্রসবের জন্য প্রতিদিন উদয় হয়েন ; ইহাই তাঁহার কর্ম। তিনি স্তোতাগণকে রত্ন প্রদান করেন এবং সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট যজমানকে মঙ্গলভাগী করেন ॥ ১ ॥ বিস্তীর্ণহস্তবিশিষ্ট দ্যুতিমান্ সবিতা জগতের আনন্দের জন্য উদিত হইয়া বাহু প্রসারিত করেন। তাঁহার কর্মের জন্য অত্যন্ত পাবন জলসমূহ প্রবাহিত হয়, এবং এই বায়ুও সর্বতোব্যাপী অন্তরীক্ষে বিহার করে ॥ ২ ॥ গমন করিতে করিতে সবিতা যখন শীঘ্রগামী রশ্মি কর্তৃক বিমুক্ত হয়েন, তখন তিনি নিরন্তর পথগামী ব্যক্তিকেও গমন হইতে বিরত করেন। যাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করে, তাহাদেরও গমনেচ্ছা নিবৃত্ত করেন। সবিতার কর্মের পর রাত্রি আগমন করেন ॥ ৩ ॥ বস্ত্রব্যয়ন-কারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্বার আলোককে সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করিতেছেন, প্রজ্ঞাবান্ লোক যে কর্ম করিতেছিল, তাহা করিতে সক্ষম হইলেও মধ্যস্থলে রাখিয়া দিতেছে। বিরামরহিত ও ঋতুর বিভাগকর্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনরায় উদিত হয়েন, তখন লোকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে ॥ ৪ ॥ অগ্নির গৃহস্থিত এবং প্রভূত তেজঃ যজমানদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ও সমস্ত অন্নে অধিষ্ঠিত আছে। মাতা উষা সবিতাকর্তৃক প্রেরিত প্রজ্ঞাপক যজ্ঞের শ্রেষ্ঠভাগ পুত্র অগ্নিকে দান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ স্বর্গীয় সবিতার ব্রত সমাপ্ত হইলে জয়াভিলাষী রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেও প্রত্যাবৃত্ত হয়েন ; সমস্ত জঙ্গম পদার্থ গৃহের প্রতি অভিলাষ করে ; সর্বদা কর্মরত ব্যক্তি অর্ধকৃত কর্ম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয় ॥ ৬ ॥ হে সবিতা, তুমি অন্তরীক্ষে যে জলভাগ নিহিত করিয়াছ, জলান্বেষণকারিগণ চতুর্দিকে তাহা প্রাপ্ত হয়। তুমি পক্ষীদিগকে বৃক্ষসমূহ বিভাগ করিয়া দিয়াছ, কেহই সবিতার কর্ম হিংসা করিতে পারে না ॥ ৭ ॥ সবিতা অস্তগত হইলে, সর্বদাগমনশীল বরুণ জঙ্গম পদার্থসকলকে সুখকর, বাঞ্ছনীয় এবং সুগম বাসস্থান প্রদান করেন। সবিতা যখন ভূতজাতকে স্থানে স্থানে পৃথক্ করিয়া দেন, তখন পশুপক্ষীগণ আপন আপন স্থানে গমন করে ॥ ৮ ॥ যাঁহার ব্রত ইন্দ্র হিংসা করেন না, বরুণ, মিত্র, অর্যমা বা রুদ্র হিংসা করেন না, শত্রুরাও হিংসা করে না, সেই দ্যুতিমান্ সবিতাকে কল্যাণের জন্য এই প্রকারে নমস্কারদ্বারা আহ্বান করিতেছি ॥ ৯ ॥ যাঁহাকে মনুষ্যসকলে স্তুতি করে, যিনি দেবপত্নীগণের রক্ষক, সেই সবিতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা ভজনীয়, বহুপ্রজ্ঞ, ধ্যানযোগ্য সবিতাকে বলবান্ করি। আমরা যেন ধন ও পশু উপার্জনে ও সঞ্চয় বিষয়ে সবিতার প্রিয় হইতে পারি ॥ ১০ ॥ হে সবিতা, তুমি আমাদিগকে যে প্রসিদ্ধ কমনীয় ধন প্রদান করিয়াছ, তাহা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক হইতে আমাদের নিকট আগমন করুক। যে ধন স্তোতৃবংশীয়দের পক্ষে শুভকর, আমি অনেক স্তুতি করিতেছি, আমাকে সেই ধন প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৯ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শত্রুর প্রতি প্রেরিত পাষাণখণ্ডদ্বয়ের ন্যায় শত্রুকে বাধা দাও, পক্ষিদ্বয় যেরূপ বৃক্ষে আগমন করে সেইরূপ তোমরা যজমানের নিকট আগমন কর। উক্থ-উচ্চারণকারী ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্‌দ্বয়ের ন্যায় ও জনপদে দূতদ্বয়ের ন্যায় তোমরা বহু পুরুষের আহ্বানযোগ্য॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা প্রাতঃকালে গমনকারী রথিদ্বয়ের ন্যায়, বীর ছাগদ্বয়ের ন্যায়, যমজ নারীদ্বয়ের ন্যায়, সুন্দরশরীরবিশিষ্ট দম্পতির ন্যায় সংগত, এবং জনসকলের কর্মবেত্তা। তোমরা দুইজনে ভক্তের নিকট আগমন কর॥ ২॥ হে দেবগণের প্রথম অশ্বিদ্বয়, তোমরা পশুর শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বা অশ্বাদির খুরদ্বয়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট হইয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে শত্রুচ্ছেদকারী স্বকর্মক্ষম অশ্বিদ্বয়, চক্রবাকদ্বয় যেরূপ দিবসে আইসে, অথবা রথিদ্বয় যেরূপ আইসে, সেইরূপ তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, নৌকার ন্যায় তোমরা আমাদিগকে পার কর। রথের যুগের ন্যায়, রথচক্রের নাভিফলকের ন্যায়, তৎপার্শ্বস্থ ফলকের ন্যায়, চক্রের বাহ্য দেশের বলয়ের ন্যায় আমাদিগকে পার কর। দুইটি কুকুরের ন্যায় তোমরা আমাদের শরীরকে হিংসা হইতে রক্ষা কর। দুইটি বর্মের ন্যায় তোমরা আমাদের জরা হইতে রক্ষা কর॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা বায়ুদ্বয়ের ন্যায় অক্ষয়, নদীদ্বয়ের ন্যায় শীঘ্রগামী, চক্ষুদ্বয়ের ন্যায় দর্শনশক্তিমান্। তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। তোমরা হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের ন্যায় শরীরের সুখকর। তোমরা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধনের অভিমুখে লইয়া যাও॥ ৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় মধুরবাক্য উচ্চারণ কর, স্তনদ্বয়ের ন্যায় আমাদের জীবন ধারণের জন্য পান করাও, নাসিকাদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শরীরের রক্ষক হও, কর্ণদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শ্রোতা হও॥ ৬॥ হে অশ্বিদ্বয়, হস্তদ্বয়ের ন্যায় আমাদিগকে সামর্থ্য প্রদান কর, দ্যাবা-পৃথিবীর ন্যায় আমাদিগকে উদক প্রেরণ কর। হে অশ্বিদ্বয়, এইসকল স্তুতি তোমাদিগকে কামনা করিতেছে, তোমরা শানযন্ত্রদ্বারা অসির ন্যায় উহাদিগকে তীক্ষ্ণ কর॥ ৭॥ হে অশ্বিদ্বয়, গৃৎসমদ ঋষি তোমাদের বৃদ্ধিসাধনার্থ এইসকল মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। তোমরা নেতা ও অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। তোমাদিগের নিকট এই সকল স্তুতি আগমন করুক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি॥ ৮॥

৪০ সূক্ত। দেবতা। সোম ও পূষা; ৬ (শেষার্ধে অদিতি)।
ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে সোম ও পূষা, তোমরা ধনের জনক, দ্যুলোকের জনক, ও পৃথিবীর জনক। তোমরা জন্মিয়াই সমুদয় জগতের রক্ষক হইয়াছ, দেবগণ তোমাদিগকে অমরত্বের হেতুভূত করিয়াছেন॥ ১॥ দ্যুতিমান্ এই সোম ও পূষা জন্মাইলেই দেবগণ ইঁহাদিগকে সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারা অপ্রিয় তমঃ নাশ করেন, এবং ইঁহাদের সহিত ইন্দ্র তরুণী ধেনু-সকলের উধঃপ্রদেশে পক্ব পয়ঃ উৎপাদন করেন॥ ২॥ হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা, তোমরা জগতের পরিচ্ছেদক, সপ্তচক্রবিশিষ্ট, বিশ্বকর্তৃক অপরিচ্ছেদ্য, সর্বত্র বর্তমান, পঞ্চরশ্মিবিশিষ্ট এবং ইচ্ছামাত্রেই যোজিত রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর॥ ৩॥ তোমাদের মধ্যে একজন পূষা উন্নত দ্যুলোকে বাস করেন। অন্য সোম পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করেন। তোমরা দুইজনে আমাদিগকে বহুলোকের বরণীয়, বহুকীর্তিসম্পন্ন, ও আমাদের ভাগের হেতুভূত পশুরূপ ধন প্রদান কর॥ ৪॥ হে সোম ও পূষা, তোমাদের মধ্যে একজন সোম সমস্ত ভূতজাত উৎপন্ন করিয়াছেন; অন্য পূষা সমস্ত জগৎ পর্যবেক্ষণ করিয়া যান। হে সোম ও পূষা, তোমরা আমাদের কর্ম রক্ষা কর, আমরা যেন তোমাদের দ্বারা সমস্ত শত্রুসেনা জয় করিতে পারি॥ ৫॥ জগতের প্রীতিদায়ক পূষা আমাদের কর্মে তৃপ্তি লাভ করুন। ধনপতি সোম আমাদিগকে ধন দান করুন। দ্যুতিমতী, শত্রুরহিতা অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন পুত্র-পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি॥ ৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১ সূক্ত। দেবতা : ১-২ বায়ু ; ৩ ইন্দ্র ও বায়ু ; ৪-৬ মিত্রাবরুণ ;
৭-৯ অশ্বিদ্বয় ; ১০-১২ ইন্দ্র ; ১৩-১৫ বিশ্বদেবগণ ; ১৬-১৮ সরস্বতী ;
১৯-২১ দ্যাবা-পৃথিবী (১৯ তৃতীয়পাদে অগ্নি)। ভৃগু-পুত্র শৌনক
গৃৎসমদ ঋষি। গায়ত্রী ; ১৬-১৭ অনুষ্টুপ্ ; ১৮ বৃহতী।

হে বায়ু, তোমার যে সহস্রসংখ্যক রথ আছে তদ্দ্বারা তুমি নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া সোমপানের জন্য আগমন কর ॥ ১ ॥ হে বায়ু, নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া তুমি আগমন কর। তুমি দীপ্তিমান্ সোম গ্রহণ করিয়াছ, সোমাভিষবকারী যজমানের গৃহে তুমি গমন করিয়া থাক ॥ ২ ॥ হে নেতা ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা অদ্য নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া সোমার্থ আগমন করতঃ গব্যমিশ্রিত সোম পান কর ॥ ৩ ॥ হে মিত্রাবরুণ, তোমাদের জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে, হে সত্যবর্ধক, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট এই স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৫ ॥ সম্রাট্ , ঘৃতান্নভোজী, অদিতির পুত্র, দাতা মিত্রাবরুণ অকুটিলাচারী যজমানকে সেবা করেন ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, হে নাসত্যদ্বয়, হে রুদ্রদ্বয়, যজ্ঞের নেতারা যে সোম পান করিবে, সেই সোম ধেনুযুক্ত ও অশ্বযুক্ত করতঃ তোমরা রথে করিয়া আগমন কর ॥ ৭ ॥ হে ধনবর্ষী অশ্বিদ্বয়, দূরস্থিত বা সমীপবর্তী মন্দভাষী মর্ত্য রিপু যে ধন অপহরণ করিতে পারে না, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে ধিষণার্হ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের নিকট পিশঙ্গসদৃশ এবং ধনপ্রাপক ধন আনয়ন কর ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র অধিক ও অভিভবকারী ভয় দূর করুন, তিনি স্থির ও প্রজ্ঞাবান্ ॥ ১০ ॥ যদি ইন্দ্র আমাদিগকে সুখী করেন, পাপ আমাদের পশ্চাতে আসিবে না, কল্যাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ॥ ১১ ॥ প্রজ্ঞাবান্ শত্রুজেতা ইন্দ্র সকল দিক হইতে আমাদিগকে ভয়রহিত করুন ॥ ১২ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, এই স্থলে আগমন কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, এই কুশোপরি উপবেশন কর ॥ ১৩ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তীব্রমদযুক্ত, রসবান্ , হর্ষকর এই সোম তোমাদের জন্য শুনহোত্রগণের নিকট রহিয়াছে, তোমরা এই কমনীয় সোম পান কর ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র যে মরুৎগণের শ্রেষ্ঠ, পুষা যাহাদের দাতা, সেই দেবগণ আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী, আমরা অসমৃদ্ধের ন্যায় রহিয়াছি। আমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী কর ॥ ১৬ ॥ হে সরস্বতী, তুমি দ্যুতিমতী, অন্ন তোমায় আশ্রয় করিয়াছে। তুমি শুনহোত্রগণের সোম পান করিয়া তৃপ্ত হও। হে দেবি, তুমি আমাদিগকে পুত্র দান কর ॥ ১৭ ॥ হে অন্নবতী ও উদকবতী সরস্বতী, তুমি এই হব্য স্বীকার কর। ইহা মননীয় ও দেবতাগণের প্রিয়, গৃৎসমদগণ তোমাকে ইহা অর্পণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ হে যজ্ঞের সুখসম্পাদক (দ্যাবা-পৃথিবী), তোমরা আগমন কর। আমরা তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। আমরা হব্যবাহন (অগ্নিকেও) প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৯ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী স্বর্গাদির সাধকরূপ, ও দেবগণের অভিমুখে গমনশীল আমাদের এই যজ্ঞ দেবতাগণের নিকট বহন করুন ॥ ২০ ॥ হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবা-পৃথিবী, যজ্ঞার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের সমীপে উপবেশন করুন ॥ ২১ ॥

৪২ সূক্ত। শকুন্ত (কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র) দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বারংবার শব্দায়মান, ভবিষ্যৎ বিষয়ের বক্তা (কপিঞ্জল), কর্ণধার যেরূপ নৌকাকে পরিচালিত করে, সেইরূপ বাক্যকে প্রেরণ করিতেছেন। হে শকুনি, তুমি কল্যাণসূচক হও, কোন দিক্ হইতে যেন কোন অভিভব তোমার নিকট উপস্থিত না হয় ॥ ১ ॥ হে শকুনি, তোমাকে যেন শ্যেনপক্ষী বধ না করে, যেন সুপর্ণ পক্ষীও বধ না করে, এবং বলবান্ বীর ধনুর্ধারী হইয়া যেন তোমাকে না প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ দিকে বারংবার শব্দকরতঃ সুমঙ্গলশংসী হইয়া তুমি আমাদের প্রিয়বাদী হও ॥ ২ ॥ হে শকুন্ত, তুমি সুমঙ্গলসূচক ও প্রিয়বাদী হইয়া গৃহের দক্ষিণ দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ কর। তস্কর যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে, দুষ্ট ব্যক্তিও যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি ॥ ৩ ॥

৪৩ সূক্ত। শকুন্ত (কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র) দেবতা। ভৃগু-পুত্র শৌনক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ; ২ অতিশক্করী বা অষ্টি।

শকুনিগণ কালে কালে অন্ন অন্বেষণ করতঃ স্তোতাদের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিয়া শব্দ করুক। সামগানকারী যেরূপ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুভ উভয় সামই উচ্চারণ করে, সেইরূপ (কপিঞ্জল) উভয় বাক্যই উচ্চারণ করে ও স্তোতাদিগকে অনুরক্ত করে ॥ ১ ॥ হে শকুনি, উদ্‌গাতা যেরূপ সামগান করে সেইরূপ তুমি গান কর। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় তুমি শব্দ কর। সেচনসমর্থ অশ্ব যেরূপ অশ্বীর নিকট গমন করতঃ শব্দ করে, তুমি সেই শব্দ কর। হে শকুনি, তুমি সর্বত্র আমাদের মঙ্গলসূচক শব্দ কর, সর্বত্র আমাদের পুণ্যজনক শব্দ কর ॥ ২ ॥ হে শকুনি, যখন তুমি শব্দ কর, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা কর। যখন তুষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করিয়া থাক, তখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হও। তুমি উড্ডীয়মানকালে কর্করির ন্যায় শব্দ করিয়া থাক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আমাকে সোমের বাহক করিয়াছ, অতএব আমাকে বলবান্ কর। হে অগ্নি, আমি দীপ্যমান হইয়া দেবতাগণের উদ্দেশে অভিষবণের জন্য প্রস্তরখণ্ড গ্রহণ করিতেছি ও স্তব করিতেছি। হে অগ্নি, তুমি আমার শরীর রক্ষা কর॥ ১॥ হে অগ্নি, আমরা সম্যক্‌রূপে যজ্ঞ করিয়াছি, আমাদের স্তুতি বর্ধিত হউক। সমিধ-ও-হব্যদ্বারা অগ্নিকে লোকে পরিচর্যা করুক। (দেবগণ) দ্যুলোক হইতে আসিয়া স্তোতাদিগকে স্তোত্র শিখাইয়াছেন। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য ও প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে স্তব করিতে অভিলাষ করে॥ ২॥ যিনি মেধাবী, বিশুদ্ধবলশালী, জন্মিবামাত্রেই উৎকৃষ্ট বন্ধু, যিনি দ্যুলোক ও পৃথিবীর সুখ বিধান করেন, সেই দর্শনীয় অগ্নিকে দেবগণ যজ্ঞকার্যের জন্য ভগিনীরূপ (নদীসকলের) জলের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৩॥ শোভন-ধনযুক্ত, শুভ্র ও নিজ মাহাত্ম্যে দীপ্তিশালী অগ্নি উৎপন্ন হইলেই সপ্ত মহতী নদী তাঁহাকে বর্ধিত করিয়াছিলেন। অশ্বী যেরূপ নবজাত শিশুর নিকট গমন করে, সেইরূপ নদীসকল নবজাত অগ্নির নিকট গমন করিয়াছিলেন। অগ্নি উৎপন্ন হইলেই তাঁহাকে দেবগণ দীপ্তিমান্ করিয়াছেন॥ ৪॥ অগ্নি শুভ্রবর্ণ তেজোদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করতঃ যজমানকে স্তবনীয় ও পবিত্র তেজোদ্বারা পরিশোধিত করেন; এবং দীপ্তি পরিধান করিয়া যজমানকে অন্ন এবং প্রভূত ও সম্পূর্ণ সম্পত্তি দান করেন॥ ৫॥ অগ্নি জলের চতুর্দিকে গমন করিতেছেন, সে জল অগ্নিকে নির্বাণ করিতেছে না, অথবা অগ্নিদ্বারা শোষিত হইতেছে না। অন্তরীক্ষের অপত্যভূত অগ্নি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত নহেন, অথচ জলবেষ্টিত হওয়ায় উলঙ্গও নহেন। সনাতনী, নিত্যতরুণা ও একস্থান হইতে উৎপন্না সপ্তনদী এক অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করেন॥ ৬॥ জলবর্ষণ হইলে পর উদকের গর্ভস্বরূপ ও অন্তরীক্ষে পুঞ্জীভূত নানাবর্ণ অগ্নির রশ্মিসকল বিদ্যমান থাকে। এই অগ্নিতে জলরূপ পীনা ধেনুসকল সকলের প্রীতিদায়িনী হয়। সুন্দর, মহৎ দ্যাবা-পৃথিবী দর্শনীয় অগ্নির পিতামাতা॥ ৭॥ হে বলের পুত্র, সকলে তোমাকে ধারণ করিলে তুমি উজ্জ্বল ও বেগবান্ রশ্মি ধারণ করতঃ দ্যোতিত হও। যখন অগ্নি যজমানের স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন মধুর জলধারা পতিত হয়॥ ৮॥ অগ্নি জন্মিবামাত্রেই পিতা অন্তরীক্ষের উধঃ, উধঃস্বরূপ জলপ্রদেশ জানিয়াছেন, এবং ঐ উধঃসম্বন্ধিনী ধারা বৃষ্টি ও অন্তরীক্ষচারী শব্দ বজ্র পাতিত করিয়াছিলেন। অগ্নি শুভকারী বন্ধু (বায়ু প্রভৃতির) সহিত অবস্থান করেন, ও অন্তরীক্ষের অপত্যভূত জলের সহিত গুহাতে বর্তমান থাকেন, এই অগ্নিকে কেহই প্রাপ্ত হয় না॥ ৯॥ অগ্নি পিতা অন্তরীক্ষের ও জনয়িতার গর্ভ ধারণ করেন, এক অগ্নি বহুতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওষধি ভক্ষণ করেন। সপত্নী ও মনুষ্যদিগের হিতকারিণী দ্যাবা-পৃথিবী উভয়েই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির বন্ধু। হে অগ্নি, তুমি দ্যাবা-পৃথিবীকে বিশেষরূপে রক্ষা কর॥ ১০॥ মহান্ অগ্নি অসম্বাধ ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে বর্ধিত হয়েন, কারণ বহু অন্নবান্ জল তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে বর্ধিত করে। জলের জন্মস্থানে অন্তরীক্ষে স্থির অগ্নি ভগিনীস্থানীয়া স্রোতস্বিনীগণের জলে প্রশান্তমনে শয়ন করেন॥ ১১॥ যে অগ্নি সমস্ত লোকের জনক, উদকের গর্ভভূত, মনুষ্যদের বিশেষরূপে রক্ষক, মহৎশত্রুর আক্রমণকারী, সংগ্রামে মহৎ স্বীয়সেনাগণের রক্ষক, সকলের দর্শনীয়, এবং স্বীয় দীপ্তিদ্বারা প্রকাশমান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যজমানের জন্য জল উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১২ । সৌভাগ্যযুক্ত অরণি দর্শনীয়, নানারূপবিশিষ্ট, এবং জল ও ওষধিসকলের গর্ভভূত অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন । সমুদয় দেবগণও স্তবনীয়, প্রবৃদ্ধ, সদ্যোজাত অগ্নির নিকট স্তুতিযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, ও তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ দীপ্তিমান্ বিদ্যুৎসদৃশ মহৎ সূর্যগণ অগাধ সমুদ্রমধ্যে অমৃত দোহন করতঃ গুহার ন্যায় স্বকীয় সদনে অন্তরীক্ষে প্রবৃদ্ধ এবং প্রভাদ্বারা দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আশ্রয় করেন ॥ ১৪ ॥ যজমান আমি হব্যদ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছি, ধর্মবিষয়ে বুদ্ধিলাভ করিবার অভিলাষে তোমার সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতেছি । তুমি দেবতাগণের সহিত স্তুতিকারী আমার পশু প্রভৃতি রক্ষা কর, ও দুর্দমনীয় তেজোদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥ হে সুনেতা অগ্নি, আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি, সমস্ত ধন প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম করি, ও হব্য প্রদান করি । আমরা যেন তোমাকে সুবীর্যকর অন্ন প্রদান করিয়া অদেবগণকে ও অনিষ্টকারী শত্রুদিগকে জয় করিতে পারি ॥ ১৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেবগণের স্তবনীয় দূত, তুমি সমস্ত স্তোত্র জান, তুমি মর্ত্যগণকে নিজ নিজ গৃহে বাস করাও, তুমি রথী, তুমি দেবতাগণের কার্যসাধন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর ॥ ১৭ ॥ নিত্য রাজা অগ্নি যজ্ঞ সাধন করতঃ মর্ত্যগণের গৃহে উপবেশন করেন। অগ্নি সমস্ত স্তোত্র জানেন, অগ্নির অবয়ব ঘৃতের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত, বিস্তীর্ণ অগ্নি বিদ্যোতিত হইতেছেন ॥ ১৮ ॥ হে গমনেচ্ছু মহান্ অগ্নি, তুমি মঙ্গলকর সখ্য ও মহৎ রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর, এবং আমাদিগকে বহুল, উপদ্রবশূন্য, শোভনস্তুতিযুক্ত ও কীর্তিযুক্ত ধন প্রদান কর ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি পুরাতন, তোমার উদ্দেশে আমি এইসকল সনাতন ও নূতন স্তোত্র পাঠ করিতেছি । সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে নিহিত আছেন, সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে আমরা এইসকল সবন করিয়াছি ॥ ২০ ॥ সমস্ত মনুষ্যে নিহিত সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি বিশ্বামিত্র কর্তৃক অনবরত প্রদীপ্ত হয়েন । আমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞার্হ অগ্নির অভিলষণীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি ॥ ২১ ॥ হে বলবান্ শোভনকর্মবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি সর্বদা বিহার করিতে করিতে আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট বহন কর । হে দেবগণের আহ্বানকারী, তুমি আমাদিগকে অন্ন দান কর । হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর ॥ ২২ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক । হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক ॥ ২৩ ॥

২ সূক্ত । বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা । গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি । জগতী ।

আমরা যজ্ঞবর্ধক বৈশ্বানরের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় প্রীতিজনক স্তুতি করিব । কুঠার যেরূপ রথকে সংস্কার করে, সেইরূপ মনুষ্য ও ঋত্বিক্‌গণ দেবতাগণের আহ্বানকারী গার্হপত্য ও আহবনীয় দুইপ্রকাররূপবিশিষ্ট অগ্নিকে সংস্কার করে ॥ ১ ॥ তিনি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কেই প্রকাশিত করেন । তিনি পিতা-মাতার প্রশংসার যোগ্য পুত্র হইয়াছিলেন । হব্যবাহী, জরারহিত, অন্নদাতা, অহিংসিত ও প্রভাধন অগ্নি মনুষ্যদের অতিথির ন্যায় পূজ্য হয়েন ॥ ২ ॥ জ্ঞানবান্ দেবগণ বিপদ হইতে উদ্ধারক বলদ্বারা যজ্ঞে অগ্নিকে উৎপাদন করেন । ভারসহ অশ্বের যেরূপ স্তুতি করি, সেইরূপ আমি অন্নাভিলাষী হইয়া দীপ্তিমান্ তেজোদ্বারা প্রকাশমান মহান্ অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি ॥ ৩ ॥ আমরা স্তুতিযোগ্য বৈশ্বানরের শ্রেষ্ঠ, অলজ্জাবহ, প্রশংসনীয় অন্নের অভিলাষী হইয়া ভৃগু ঋষিগণের অভিলাষপ্রদ, অভিলষণীয়, প্রজ্ঞাবান্, এবং স্বর্গীয়দীপ্তিদ্বারা শোভমান অগ্নিকে ভজনা করিতেছি ॥ ৪ ॥ ঋত্বিক্‌গণ সুখলাভের জন্য কুশ বিস্তার করিয়া ও স্রুক্ উত্তোলন করিয়া অন্নদাতা, অত্যন্ত দীপ্তিমান্, সমস্ত দেবগণের হিতকারী, দুঃখনাশক এবং যজমানগণের যজ্ঞসাধক অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করে ॥ ৫ ॥ হে পবিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি, তোমার পরিচর্যাভিলাষী যজমানগণ যজ্ঞে কুশবিস্তার করতঃ তোমার যোগ্য যাগগৃহ সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। তাহাদিগকে ধন দান কর॥ ৬॥ তিনি দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকেও পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। যজমানগণ নবজাত এই অগ্নি ধারণ করিয়াছিলেন; সর্বত্র ব্যাপ্ত অন্নদাতা এই অগ্নি অশ্বের ন্যায় অন্নলাভের জন্য আনীত হয়েন॥ ৭॥ নেতা ও মহৎ যজ্ঞের দর্শক যে অগ্নি দেবতাগণের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিলেন, সেই হব্যদাতা, শোভনযজ্ঞবিশিষ্ট, গৃহের হিতকর, সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে পূজা কর ও তাঁহার পরিচর্যা কর॥ ৮॥ মৃত্যুরহিত দেবগণ অগ্নিকে অভিলাষ করিয়া মহান্ জগৎব্যাপক অগ্নির পার্থিব, বৈদ্যুত, ও সূর্যরূপ তিনটি মূর্তিকে শোধিত করিয়াছেন। তাঁহারা উহাদের মধ্যে জগৎপালিকা পার্থিব মূর্তিকে মর্তলোকে রাখিয়াছেন, অন্য দুইটি অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছে॥ ৯॥ ধনাভিলাষী প্রজাগণ প্রজাগণের প্রভু মেধাবী অগ্নিকে অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সংস্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি উন্নত ও নিম্ন প্রদেশসকল ব্যাপ্ত করিয়া গমন করেন, তিনি সমস্ত ভুবনে গর্ভ ধারণ করেন॥ ১০॥ নবজাত অভীষ্টবর্ষী বৈশ্বানর নানাস্থানে সিংহের ন্যায় শব্দ করতঃ নানা জঠরে বর্ধিত হয়েন। তিনি অত্যন্ত তেজোবিশিষ্ট ও মরণরহিত। তিনি যজমানকে রমণীয় বস্তু প্রদান করেন॥ ১১॥ স্তোতৃগণকর্তৃক স্তূয়মান বৈশ্বানর চিরন্তনের ন্যায় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠভূত স্বর্গে আরোহণ করেন। তিনি পুরাতন ঋষিগণের ন্যায় যজমানগণকেও ধন দান করতঃ জাগরূক হইয়া দেবগণের সাধারণ পথে সূর্যরূপে ভ্রমণ করেন॥ ১২॥ বলবান্, যজ্ঞার্হ, মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে অগ্নিকে মাতরিশ্বা দ্যুলোক হইতে আনয়ন করতঃ পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন, আমরা সেই নানাবিধগমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণকিরণযুক্ত, দীপ্তিমান্ অগ্নির নিকট নূতন ধন যাচ্ঞা করি॥ ১৩॥ দীপ্ত, যজ্ঞে গমনকারী, সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকের কেতুস্বরূপ, সূর্যে অবস্থিত, উষাকালে জাগরূক, অন্নবান্, মহান অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করি॥ ১৪॥ স্তুতিযোগ্য দেবতাগণের আহ্বানকারী, সর্বদা শুদ্ধ, কুটিলতারহিত, দানশীল, শ্রেষ্ঠ, বিশ্বদর্শী, রথের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট, দর্শনীয়াকৃতিসম্পন্ন ও সর্বদা মনুষ্যগণের কল্যাণকারী সেই অগ্নির নিকট আমরা ধন যাচ্ঞা করিতেছি॥ ১৫॥

৩ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। গাথি-পুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী।

মেধাবী স্তোতাগণ সৎপথ লাভের জন্য বহুবলশালী বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে রমণীয় স্তোত্রসকল পাঠ করে। মরণরহিত অগ্নি হব্যপ্রদানদ্বারা দেবতাগণের পরিচর্যা করেন, অতএব কেহ সনাতন যজ্ঞকে দূষিত করিতে পারে না॥ ১॥ দর্শনীয় হোতা অগ্নি দেবগণের দূত হইয়া দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে গমন করেন। দেবগণকর্তৃক প্রেরিত ধীমান্ অগ্নি যজমানের সম্মুখে স্থাপিত ও উপবিষ্ট হইয়া মহৎ যজ্ঞগৃহকে অলংকৃত করেন॥ ২॥ মেধাবিগণ যজ্ঞের কেতুস্বরূপ ও যজ্ঞের সাধনভূত অগ্নিকে স্বীয় স্বীয় কর্মদ্বারা পূজা করেন। স্তোতাগণ যে অগ্নিতে স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠেয় কর্মসকল অর্পণ করে, যজমান সেই অগ্নিতে সুখের আশা করে॥ ৩॥ যজ্ঞের পিতা, স্তোতৃগণের অসুর, ঋত্বিক্গণের জ্ঞানহেতু ও যজ্ঞাদি কর্মের সাধনভূত অগ্নি পার্থিব ও বৈদ্যুতাদি রূপদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত প্রিয়, তেজোবিশিষ্ট অগ্নি যজমানকর্তৃক স্তুত হইতেছেন॥ ৪॥ আহ্লাদকর, ও আহ্লাদজনক-রথবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ, জলমধ্যে নিবাসী, সর্বজ্ঞ, সর্বত্রব্যাপ্ত, শীঘ্রগামী, বলোপেত, ভর্তা, দীপ্তিমান্ বৈশ্বানরকে দেবগণ ইহলোকে স্থাপিত করিয়াছেন॥ ৫॥ যিনি যজ্ঞসাধক দেবগণ ও ঋত্বিক্গণের সহিত কর্মদ্বারা যজমানের নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যিনি নেতা, শীঘ্রগামী, দানশীল এবং শত্রুগণের নাশক, সেই অগ্নি দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে গমন করেন॥ ৬॥ হে অগ্নি, আমরা সুপুত্র ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারিব বলিয়া তুমি দেবগণকে স্তব কর, অন্নদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত কর, আমাদের শস্যের জন্য বৃষ্টিকে সম্যক্রূপে দীপ্ত কর ও অন্ন দান কর। হে সর্বদাজাগরণশীল অগ্নি, তুমি মহান্ যজমানকে অন্ন দান কর, কারণ তুমি সুকর্মা ও দেবগণের প্রিয়॥ ৭॥ মনুষ্যগণের পতি, মহান্, অতিথিভূত, বুদ্ধির নিয়ন্তা, ঋত্বিক্গণের প্রিয়, যজ্ঞের জ্ঞাপক, বেগযুক্ত, সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে নেতাগণ সমৃদ্ধির জন্য নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসা করিতেছে ॥ ৮ ॥ দীপ্তিমান্, স্তূয়মান, কমনীয়, সুন্দররথবিশিষ্ট অগ্নি বলদ্বারা সমস্ত প্রজাদিগকে ব্যাপ্ত করেন। আমরা অনেকের পালয়িতা ও যজ্ঞগৃহে বাসকারী অগ্নির কর্মসকল সুন্দরস্তোত্রদ্বারা প্রকাশ করিব ॥ ৯ ॥ হে বিজ্ঞ বৈশ্বানর, তুমি যে তেজোদ্বারা সর্ববেত্তা হইয়াছ, আমি তোমার সেই তেজকে স্তব করি। তুমি জন্মিবামাত্রই সমস্ত ভূতসমূহে ও দ্যাবা-পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া থাক। হে অগ্নি, তুমি আপনি সমস্ত ভূতজাতকে ব্যাপ্ত করিয়া থাক ॥ ১০ ॥ বৈশ্বানরের সন্তোষজনক কর্ম হইতে মহৎ ধন হয়। কারণ তিনি সুন্দর যজ্ঞাদিকর্মের ইচ্ছায় যজমানগণকে ধন দান করেন। তিনি প্রভূতরেতোবিশিষ্ট, পিতামাতা দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কেই পূজা করতঃ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

৪ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ তনূনপাৎ ; ৩ ইল ; ৪ বর্হি ; ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৬ উষা ও নক্ত ; ৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ; ৮ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী ; ৯ ত্বষ্টা ; ১০ বনস্পতি ; ১১ স্বাহাকৃতিগণ। গাথি-পুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে সমিদ্ধ অগ্নি, অনুকূলমনে জাগরিত হও, তুমি অত্যন্ত প্রসর্পকতেজোযুক্ত হইয়া আমাদিগকে ধনবিষয়ে অনুগ্রহ কর। হে দ্যোতমান অগ্নি, তুমি দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন কর। হে অগ্নি, তুমি দেবগণের সখা, তুমি অনুকূলমনে সখা (দেবতাগণের) যজ্ঞ কর ॥ ১ ॥ বরুণ, মিত্র ও অগ্নি যে তনূনপাৎনামক অগ্নিকে প্রতি দিবস দিনে তিনবার করিয়া যজ্ঞ করেন, সেই তনূনপাৎ উদকের কারণভূত আমাদিগের এই যজ্ঞকে বৃষ্টিপ্রভৃতিফলযুক্ত করুন ॥ ২ ॥ সর্বজনপ্রিয় স্তুতি দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নির নিকট গমন করুক। অগ্নিরূপ ইল প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য প্রধান, অত্যন্ত অভীষ্টবর্ষী, বন্দনাযোগ্য অগ্নির নিকট গমন করুন। যজ্ঞকর্মকুশল অগ্নি আমাদের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ করুন ॥ ৩ ॥ অগ্নি ও বর্হিরূপ অগ্নির জন্য যজ্ঞে একটি উন্নত পথ করা হইয়াছে। দীপ্তিযুক্ত হব্য ঊর্ধ্বে প্রস্থিত হইতেছে। হোতা দীপ্তিমান্ যাগগৃহের নাভিদেশে উপবিষ্ট আছেন। আমরা দেবগণ কর্তৃক ব্যাপ্ত বর্হি বিস্তৃত করিব ॥ ৪ ॥ জলদ্বারা বিশ্বের প্রীতিপ্রদ দেবগণ সপ্ত যজ্ঞে গমন করেন ; অকপট মনে যাচিত হইয়া অগ্নিরূপ যজ্ঞদ্বারদ্বয় প্রত্যক্ষ হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৫ ॥ অগ্নিরূপ রাত্রি ও দিবা পরস্পর সংগত হইয়া অথবা পৃথক্‌রূপে সশরীরে প্রকাশিত হইয়া আগমন করুন। মিত্র, বরুণ অথবা মরুৎযুক্ত ইন্দ্র আমাদের যেরূপে অনুগৃহীত করেন, ইঁহারাও তেজোদীপ্ত হইয়া সেইরূপ করুন ॥ ৬ ॥ দিব্য ও প্রধান অগ্নিরূপ দেবহোতাদ্বয়কে আমি প্রসন্ন করি। যজ্ঞাভিলাষী, সপ্ত, অন্নবান্ ঋত্বিক্‌গণ অগ্নিকে হব্যদ্বারা প্রমত্ত করেন। ব্রতের রক্ষক, দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্‌গণ প্রত্যেক ব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে এই কথা বলেন ॥ ৭ ॥ ভারতীগণের সহিত সংগতা অগ্নিরূপ ভারতী আগমন করুন। দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত অগ্নিরূপ ইলা আগমন করুন। সারস্বত-গণের সহিত অগ্নিরূপ সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে স্থিত এই কুশে উপবেশন করুন ॥ ৮ ॥ হে দেব অগ্নিরূপ ত্বষ্টা, যদ্দ্বারা বীরকর্মকুশল, বলশালী ও সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নিরূপ বনস্পতি, তুমি দেবগণকে সমীপে আনয়ন কর। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি দেবগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবগণের জন্ম জানেন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সহিত একরথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। সুপুত্র-বিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ অগ্নিরূপ স্বাহাকারযুক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
অগ্নি উষাকে জানেন, মেধাবী অগ্নি প্রজ্ঞাবান্‌গণের পথে যাইবার জন্য জাগরিত হইতেছেন। অত্যন্ততেজোবিশিষ্ট অগ্নি দেবাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কর্তৃক প্রদীপ্ত হইয়া অজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন ॥ ১ ॥ পূজ্য অগ্নি স্তোতাদের স্তোত্র, বাক্য ও উক্থদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন। দেবতাগণের দূত অগ্নি বহুযজ্ঞের দীপ্তি লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রাতঃকালে দ্যোতিত হয়েন ॥ ২ ॥ যজমানদের মিত্র, যজ্ঞদ্বারা অভিলাষপূরক, এবং জলের পুত্র অগ্নি মনুষ্য-লোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছেন। অগ্নি স্পৃহণীয় ও যজনীয়, তিনি উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; প্রজ্ঞাবান্ অগ্নি স্তোতাদিগের স্তুতির যোগ্য হইয়াছেন ॥ ৩ ॥ অগ্নি যখন সমিদ্ধ হয়েন, তখন মিত্র হয়েন। সেই মিত্রই হোতা এবং সর্বভূতজ্ঞ বরুণ। সেই মিত্রই অধ্বর্যু ও দানশীল প্রেরক বায়ু, তিনি নদী ও পর্বতসমূহের মিত্র ॥ ৪ ॥ সুন্দর অগ্নি সর্বব্যাপ্ত পৃথিবীর প্রিয় স্থান রক্ষা করেন। মহান্ অগ্নি সূর্যের বিচরণস্থল অন্তরীক্ষ রক্ষা করেন ও তাহার মরুৎগণকে রক্ষা করেন, তিনি দেবতাগণের হর্ষকর যজ্ঞ রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥ মহান্ ও সমস্ত জ্ঞাতব্যের বেত্তা অগ্নি প্রশংসনীয় ও চারু জল উৎপাদন করেন। অগ্নি নিদ্রিত হইলেও তাঁহার রূপ দীপ্তিমান থাকে; সেই অগ্নি অপ্রমত্ত হইয়া উহা রক্ষা করেন ॥ ৬ ॥ দীপ্তিমান বিশেষরূপে স্তুত ও স্বস্থানপ্রিয় অগ্নি অধিরূঢ় হইয়াছেন। দীপ্তিশালী, শুদ্ধ, মহান্ ও পাবক অগ্নি পিতা-মাতা দ্যাবা-পৃথিবীকে পুনঃ পুনঃ নূতনতর করিতেছেন ॥ ৭ ॥ অগ্নি জন্মিবা-মাত্রেই ওষধিসকল কর্তৃক ধৃত হয়েন, তখন পথপ্রবাহিত জলের ন্যায় শোভমান ওষধিসকল জলদ্বারা বর্ধিত হইয়া ফল প্রসব করে। অগ্নি পিতা-মাতা দ্যাবা-পৃথিবীর উৎসঙ্গে বর্ধিত হইয়া আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥ আমাদের কর্তৃক স্তুত ও দীপ্তিদ্বারা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে অর্থাৎ বেদিতে অবস্থান করিয়া অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করিয়াছেন। সকলের মিত্র, স্তুতিযোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হইয়া যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥ যখন মাতরিশ্বা ভৃগুদিগের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহক অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তেজঃপদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট-তম মহান্ অগ্নি স্বর্গকে তেজোদ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হউক ॥ ১১ ॥

৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে যজ্ঞকর্তাগণ, তোমরা দেবাভিলাষী, তোমরা মন্ত্রদ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবার্চনাসাধক স্রুক্ আনয়ন কর। আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণদিকে যাহাকে বহন করা হইতেছে, যাহাতে অন্ন আছে, যাহার অগ্রভাগ পূর্বদিকে রহিয়াছে, যাহা অগ্নির জন্য হব্য ধারণ করিতেছে, সেই ঘৃতযুক্ত স্রুক্ গমন করিতেছে ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি জন্মিবামাত্রই দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। হে যাগযোগ্য, তুমি মহিমাদ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হউক ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি হোতা, যখন দেবাভিলাষী হব্যযুক্ত মনুষ্য-লোক তোমার দীপ্ত তেজের স্তব করে, তখন অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও যজ্ঞার্হ দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তোমার স্তব করেন ॥ ৩ ॥ মহান্ ও যজমানদের প্রিয় অগ্নি দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে মহিমাযুক্ত স্বকীয় স্থানে অচলভাবে উপবিষ্ট আছেন। আক্রমণশীলা, স্বপত্নীভূতা, জরারহিতা, অহিংসিতা, ক্ষীরপ্রসবিনী দ্যাবা-পৃথিবী অত্যন্ত গমনশীল অগ্নির ধেনু ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি সবে াৎকৃষ্ট, তোমার কর্ম মহৎ, তুমি ক্রতুদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছ, তুমি দূত। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, তুমি জন্মিবামাত্রই যজমানের নেতা হও ॥ ৫ ॥ হে দ্যুতিমান্ অগ্নি, প্রশস্তকেশবিশিষ্ট, রজ্জুযুক্ত, ঘৃতস্রাবী, রোহিত নামক অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞের সম্মুখে যোজিত কর। অনন্তর তুমি সমস্ত দেবগণকে আনয়ন কর। হে সব ভূতজ্ঞ, তুমি তাহাদিগকে সুন্দরযজ্ঞযুক্ত কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি যখন বনে জল শোষণ কর, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার দীপ্তি সূর্যের হইতেও অধিক হয়। তুমি বিশেষরূপে প্রকাশমান পুরাতন উষার পশ্চাতে শোভিত হও। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য হোতা অগ্নির স্তব করে ॥ ৭ ॥ বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যে দেবগণ হৃষ্ট রহিয়াছেন, আকাশের দীপ্তিতে যে সকল দেবতা আছেন, উম নামক যজনীয় যে পিতৃগণ উত্তমরূপে আহুত হইয়া আগমন করেন, রথী অগ্নির সে সকল অশ্ব আছে ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি এইসকল দেবগণের সহিত একরথে অথবা নানা রথে আরোহণ করিয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর, যেহেতু তোমার অশ্বগণ সমর্থ। ৩৩ জন দেবতাকে পত্নীগণের সহিত অন্নের জন্য আনয়ন কর ও হৃষ্ট কর ॥ ৯ ॥ বিস্তীর্ণা দ্যাবা-পৃথিবী প্রত্যেক যজ্ঞে সমৃদ্ধির জন্য যে অগ্নির প্রশংসা করে তিনিই দেবগণের হোতা। সুরূপা উদকবতী সত্যস্বরূপা দ্যাবা-পৃথিবী যজ্ঞের ন্যায়, সত্য হইতে জাত হোতা অগ্নির অনুকূল হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক ॥ ১১ ॥

৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

শ্বেতপৃষ্ঠবিশিষ্ট, সকলের ধারক অগ্নির যে রশ্মিসকল প্রকর্ষরূপে উদ্গমন করে, তাহারা পিতৃমাতৃভূত দ্যাবা-পৃথিবীতে চতুর্দিকে প্রবিষ্ট হয়, সপ্ত নদীতেও প্রবিষ্ট হয়। চতুর্দিকে বর্তমান, পিতৃমাতৃভূত দ্যাবা-পৃথিবী সম্যক্‌রূপে প্রস্থত হয়েন, এবং প্রকর্ষরূপে যজ্ঞ করিবার জন্য অগ্নির দীর্ঘ আয়ুঃ সম্পাদন করেন॥ ১ ॥ দ্যুলোকবাসী ধেনুই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির অশ্ব। অগ্নি মধুরজলবাহিনী দ্যুতিমতী নদীসকলে অধিষ্ঠান করেন। তুমি ঋতের সদনে আবাস ইচ্ছা কর এবং জ্বালা প্রেরণ কর, একটি গো তোমাকে সেবা করিতেছে॥ ২ ॥ ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনের স্বামী, জ্ঞানবান্, অধিপতি অগ্নি সুখে সংযমনীয় বড়বা আরোহণ করিলেন। নীলপৃষ্ঠবিশিষ্ট ও চতুর্দিকে প্রস্থত অগ্নি তাহাদিগকে সতত গমন করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৩ ॥ বলকারিণী, বহনশীলা নদীগণ অগ্নিকে ধারণ করে। তিনি মহান্, ত্বষ্টার পুত্র, জরারহিত ও লোকসকলকে ধারণ করিতে অভিলাষী। (পুরুষ যেরূপ) একটি স্ত্রীর নিকট গমন করে, সেইরূপ তিনি জলের সমীপে দীপ্তাঙ্গ হইয়া দ্যাবা-পৃথিবীতে প্রবেশ করেন॥ ৪॥ লোকে অভীষ্টবর্ষী হিংসারহিত অগ্নির আশ্রয়জনিত সুখ জানে, এবং মহৎ অগ্নির আজ্ঞায় রত হয়। যে সকল মনুষ্যের মহৎ স্তুতিরূপ বাক্য গণনীয় হয়, তাঁহারা দ্যুলোকের দীপ্তিকারী ও শোভনদীপ্তিবিশিষ্ট ও দেদীপ্যমান হয়েন ॥ ৫ ॥ মহান্ হইতেও মহত্তর পিতৃমাতৃস্থানীয় দ্যাবা-পৃথিবীর অবগতির পর উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিজনিত সুখ অগ্নির নিকট নীত হয়। জলসেককারী অগ্নি রজনীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত স্বকীয় তেজঃ স্তোতার নিকটে বহন করেন ॥ ৬ ॥ পাঁচজন অধ্বর্যুর সহিত সাতজন হোতা গমনশীল অগ্নির প্রিয়স্থান রক্ষা করিতেছেন। সোমপানের জন্য পূর্বমুখে গমনকারী, জরারহিত, সোমরসবর্ষী স্তোতাগণ হৃষ্ট হইতেছেন। কারণ দেবগণ দেবতুল্য স্তোতার যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ দৈব হোতাদ্বয়স্বরূপ মুখ্য অগ্নিদ্বয়কে আমি অলংকৃত করিতেছি। সাতজন হোতা সোমদ্বারা হৃষ্ট হইতেছেন। স্তোত্রকারী, যজ্ঞরক্ষক, দীপ্তিযুক্ত হোতাগণ যজ্ঞে 'অগ্নিই সত্য' এই কথা বলেন ॥ ৮ ॥ হে দেদীপ্যমান ও দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি, তুমি মহৎ, সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান, নানাবিধবর্ণবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। তোমার জন্য প্রভূত, অত্যন্ত বিস্তৃত ও সর্বত্র ব্যাপ্ত জ্বালাসকল বৃষের ন্যায় আচরণ করিতেছে। তুমি মাদয়িতা ও জ্ঞানী, তুমি পূজ্য দেবগণকে ও দ্যাবা-পৃথিবীকে এই কর্মে আবাহন কর ॥ ৯ ॥ হে সততগমনশীল অগ্নি, যে উষাকালে প্রকর্ষরূপে অন্নদ্বারা যাগ করিতে আরম্ভ করা হয়, যে উষাকাল শোভনবাক্যবিশিষ্ট ও পক্ষী ও মানবগণের শব্দদ্বারা সুচিহ্নিত, সেই উষাকালসকল তোমাদের জন্য ধনযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। হে অগ্নি, তুমি বিস্তীর্ণ মহিমাদ্বারা যজমানের কৃত পাপ নাশ কর ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক ॥ ১১ ॥

৮ সূক্ত। দেবতা : যূপ ; ৮ বিশ্বদেবগণ বা যূপ, ১১ ব্রশ্চন।
গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৩,৭ অনুষ্টুপ্।

হে বনস্পতি, যজ্ঞে দেবতাগণের অভিলাষী অধ্বর্যুগণ দেবসম্বন্ধীয় মধুদ্বারা তোমাকে সিক্ত করিতেছে। তুমি উন্নতভাবেই থাক অথবা মাতৃভূত পৃথিবীর উৎসঙ্গেই শয়ন করিয়া থাক, আমাদিগকে ধন দান কর ॥ ১ ॥ হে যূপ, তুমি সমিদ্ধ আহবনীয়াখ্য অগ্নির পূর্বদিকে বর্তমান হইয়া জরারহিত ও সুন্দর ও অপত্যযুক্ত অন্নদান করতঃ এবং আমাদের পাপ দূরে অপনোদন করতঃ মহৎ সম্পত্তির জন্য উন্নত হও ॥ ২ ॥ হে বনস্পতি, তুমি পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট যজ্ঞপ্রদেশে উন্নত হও। তুমি সুন্দর পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিদ্যমান, তুমি যজ্ঞনির্বাহককে অন্ন দান কর ॥ ৩ ॥ দৃঢ়াঙ্গ ও সুন্দর রসনাযুক্ত ও রসনাদ্বারা পরিবেষ্টিত যূপ আগমন করিতেছে। সেই যূপই সমস্ত বনস্পতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে জাত হয়। প্রাজ্ঞ মেধাবিগণ মনে মনে দেবতা অভিলাষ করিয়া সুন্দর ধ্যানের সহিত ইহাকে উন্নত করেন ॥ ৪ ॥ পৃথিবীতে বৃক্ষরূপে জাত যূপ মনুষ্যগণের সহিত যজ্ঞে শোভমান হইয়া দিবসসমূহকে সুদিন করে। কর্মবান, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অধ্বর্যুগণ যথাবুদ্ধি সেই যূপকে প্রক্ষালনদ্বারা শুদ্ধ করেন। দেবগণের যাগকারী, মেধাবী হোতা বাক্য উচ্চারণ করেন ॥ ৫ ॥ হে যূপসকল, দেবাভিলাষী, কর্মের নেতা অধ্বর্যু প্রভৃতিরা তোমাদিগকে গর্তমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছে, হে বনস্পতি, কুঠার তোমাদিগকে ছেদন করিয়াছে। তোমরা দীপ্তিমান্ ও কাষ্ঠখণ্ডবিশিষ্ট, আমাদিগকে অপত্যের সহিত উত্তম ধন দান কর ॥ ৬ ॥ যাহারা পরশুদ্বারা ভূমিতে ছিন্ন হয়, যাহারা যত ক্রক্ ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক গর্তমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং যাহারা যজ্ঞের সাধক, সেই যূপ সকল দেবতাগণের নিকট আমাদের হব্য লইয়া যাউক ॥ ৭ ॥ সুনেতা আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, দ্যাবা-পৃথিবী ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ সকলে মিলিত হইয়া যজ্ঞ রক্ষা করুন, এবং যজ্ঞের ধ্বজভূত যূপকে উন্নত করুন ॥ ৮ ॥ দীপ্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, হংসের ন্যায় শ্রেণীপূর্বক গমনকারী ও খণ্ডবিশিষ্ট যূপসকল আমাদের নিকট আগমন করুক। মেধাবী অধ্বর্যু প্রভৃতি কর্তৃক যজ্ঞের পূর্বভাগে উন্নীয়মান, ও দীপ্তিমান্ যূপসকল দেবগণের পথ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥ স্বরুবিশিষ্ট এবং মুক্তকণ্টক যূপসকল পৃথিবীতে শৃঙ্গী পশুর শৃঙ্গের ন্যায় সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের স্তুতি শ্রবণকারী যূপসকল যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ হে ছিন্নমূল স্থাণু, তোমাকে এই নিশিতধার পরশু মহৎ সৌভাগ্য লাভ করাইয়াছে, তুমি শতশাখাবিশিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হও। আমরাও যেন সহস্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারি ॥ ১১ ॥

৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী, ৯ ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি, তুমি জলের নপ্তা, সুন্দরধনযুক্ত, দীপ্তিমান্, ও উপদ্রবরহিত, এবং লোকের অধিগম্য। আমরা তোমার মিত্রভূত মর্ত্য, আমরা রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে বরণ করিতেছি ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি বনসকলকে কামনা করিয়া থাক, তুমি মাতৃভূত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্ত হও, তোমার শান্তভাব সহ্য করা যায় না। এই জন্য তুমি দূরে থাকিয়াও আমাদের কাষ্ঠমধ্যে উৎপন্ন হও ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতার অভিলাষ অধিকরূপে বহন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এবং তুমি সন্তুষ্ট মনে থাক। তুমি যে ঋত্বিক্‌গণের সহিত বন্ধুত্বভাবে অবস্থিত থাক, তাহাদের মধ্যে কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ বিশেষরূপে হোম করিবার জন্য গমন করেন, অন্যেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় জলমধ্যে লুক্কায়িত, এবং শত্রু ও বহু সেনার পরাভবকারী অগ্নিকে দ্রোহরহিত চিরন্তন বিশ্বদেবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ পিতা যেরূপ স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে বলপূর্বক আনয়ন করেন, সেইরূপ মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক তিরোহিত ও মন্থনদ্বারা নিষ্পাদিত এই অগ্নিকে দেবতাগণের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ হে মনুষ্যদিগের হিতকারী, সদাতরুণ অগ্নি, তুমি তোমার মাহাত্ম্যদ্বারা সমস্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে পালন কর। অতএব হে হব্যবাহন, মনুষ্যেরা তোমাকে দেবগণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, যেহেতু তুমি সায়ংকালে সমিদ্ধ হইলে তোমার নিকট পশুসকল উপবিষ্ট হয়, অতএব তোমার এই সুন্দর কর্ম বালকের ন্যায় অজ্ঞকেও ফল প্রদান-দ্বারা সন্তুষ্ট করে ॥ ৭ ॥ পাবকদীপ্তিবিশিষ্ট, কাষ্ঠাদি মধ্যে শয়ান ও সুক্রতু অগ্নিকে হোম কর। বহুব্যাপ্ত, দূত-স্বরূপ, ক্ষিপ্রগামী, পুরাতন, স্তুতিযোগ্য ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে সত্বর পূজা কর ॥ ৮ ॥ তিন সহস্র তিন শত ত্রিংশৎ ও নবসংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন, ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য কুশ বিস্তৃত করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহাকে হোতারূপে কুশোপরি উপবেশন করাইয়াছেন ॥ ৯ ॥

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। উষ্ণিক্।

হে অগ্নি, তুমি প্রজাগণের অধিপতি ও দীপ্তিমান্, তোমাকে ধীমান্, মনুষ্যেরা যজ্ঞে উদ্দীপিত করেন ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি হোতা ও ঋত্বিক্, তোমাকে অধ্বর্যুগণ যজ্ঞে স্তব করেন। তুমি যজ্ঞের রক্ষক হইয়া স্বকীয় গৃহে যজ্ঞশালায় দীপ্ত হও ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি জাতবেদা, তোমাকে যে যজমান সমিন্ধনকারী হব্য দান করেন, তিনি সুবীর্য পুত্র ধারণ করেন ও পশু-পুত্রাদিদ্বারা সমিদ্ধ হয়েন ॥ ৩ ॥ যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক সেই অগ্নি সপ্তহোতা কর্তৃক সিক্ত হইয়া যজমানের জন্য দেবগণের সহিত আগমন করুন ॥ ৪ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা মেধাবী ব্যক্তিদিগের তেজঃ ধারণকারী, জগতের বিধানকর্তা, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নির উদ্দেশে মহৎ পুরাতন বাক্য সম্পাদন কর ॥ ৫ ॥ অগ্নি মহৎ অন্ন ও ধনের জন্য দর্শনীয়। তিনি যে বাক্যদ্বারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েন, আমাদের সেই স্তুতিরূপ বাক্য তাঁহাকে বর্ধিত করুক ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে যজমানদিগের জন্য দেবতাগণকে যাগ কর। হে অগ্নি, তুমি হোতা ও যজমানের হর্ষদাতা, তুমি শত্রুদিগকে পরিভূত করিয়া শোভা পাইতেছ ॥ ৭ ॥ হে পাবক, তুমি আমাদিগকে কান্তিযুক্ত ও শোভনসামর্থ্যযুক্ত ধন দান কর, এবং স্তোতাগণের কল্যাণের জন্য তাহাদের অত্যন্ত সমীপবর্তী হও ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যবাহক, মরণরহিত, ও (মথনরূপ) বলদ্বারা বর্ধমান; প্রবুদ্ধ মেধাবী স্তোতাগণ তোমাকে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত করেন ॥ ৯ ॥

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী।

অগ্নি, হোতা পুরোহিত ও যজ্ঞের বিশেষরূপে দ্রষ্টা। তিনি যজ্ঞকে আনুপূর্বিক জানেন ॥ ১ ॥ হব্যবাহক, মরণ-রহিত ও হব্যাভিলাষী এবং দেবগণের দূত, অন্নপ্রিয় অগ্নি প্রজ্ঞাযুক্ত হইতেছেন ॥ ২ ॥ যজ্ঞের কেতুস্বরূপ পুরাতন অগ্নি প্রজ্ঞাবলে সমস্ত জানেন। এই অগ্নির তেজঃ অন্ধকার বিনাশ করে ॥ ৩ ॥ বলের পুত্র, সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, ও জাতবেদা অগ্নিকে দেবগণ হব্যের বাহক করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ মনুষ্যলোকের নেতা, ত্বরাযুক্ত, রথসদৃশ ও সর্বদা নূতন অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না ॥ ৫ ॥ সমস্ত শত্রুসৈন্যের পরাভবকারী, শত্রুকর্তৃক অহিংসিত ও দেবগণের পোষক অগ্নি প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ অন্নযুক্ত আছেন ॥ ৬ ॥ হব্যদাতা মনুষ্য হব্যবাহক অগ্নিকর্তৃক অন্ন-সকল প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রকারক দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নির সকাশ হইতে গৃহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ মেধাবিগণ অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা যেন জাতবেদা অগ্নির সম্বন্ধীয় স্তোত্রদ্বারা সমস্ত অভিলষিত ধন লাভ করিতে পারি ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, আমরা যেন সমস্ত অভিলষণীয় ধন লাভ করিতে পারি। দেবগণ তোমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

১২ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী।
হে ইন্দ্রাগ্নি, তোমরা স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া স্বর্গ হইতে অভিষুত ও বরণীয় এই সোমের উদ্দেশে আগমন কর। আমাদের ভক্তিহেতু আগত হইয়া এই সোম পান কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নি, স্তোতার সহায়ভূত, যজ্ঞের সাধনভূত, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর সোম গমন করিতেছে, তোমরা এই অভিষুত সোম পান কর ॥ ২ ॥ আমি যজ্ঞের সাধনভূত সোম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্তোতাগণের উপচ্ছন্দক ইন্দ্র ও অগ্নিকে ভজনা করিতেছি, তাঁহারা এই যজ্ঞে সোম পান দ্বারা তৃপ্ত হউন ॥ ৩ ॥ আমি শত্রুনাশক, বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত ও প্রচুরপরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রাগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নি, উক্থবিশিষ্ট হোতাগণ তোমাদিগকে অর্চনা করে। স্তোত্রাভিজ্ঞ স্তোতাগণ তোমাদিগকে অর্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য তোমাদের পূজা করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নি, তোমরা এক উদ্যোগদ্বারাই দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নি, স্তোতাগণ যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য করিয়া আমাদের কর্মের চতুর্দিকে উপাগত হইতেছে ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নি, তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দুইজনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে, এবং বৃষ্টিপ্রেরণরূপ কার্য তোমাদের দুইজনেতেই নিহিত আছে ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নি, তোমরা স্বর্গের প্রকাশক, তোমরা সংগ্রামে সর্বত্র অলংকৃত হও। তোমাদের সামর্থ্য সেই সংগ্রাম-বিজয়কে বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ৯ ॥

১৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র ঋষভ ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে অধ্বর্যুগণ, অগ্নিদেবের উদ্দেশে প্রভূত স্তুতি উচ্চারণ কর। তিনি দেবগণের সহিত আমাদের নিকটে আগমন করুন, এবং যাজকশ্রেষ্ঠ অগ্নি কুশে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী যাঁহার অধীন, দেবগণ যাঁহার বল সেবা করে, তাঁহার সংকল্প ব্যর্থ হয় না। হব্যবিশিষ্ট যজমানগণ ধনলাভে অভিলাষী হইয়া রক্ষার জন্য তাঁহাকে স্তুতি করে ॥ ২ ॥ মেধাবী সেই অগ্নি এইসকল যজমানের প্রবর্তক, তিনি যজ্ঞের প্রবর্তক, এবং সকলের প্রবর্তক, অগ্নি কর্মফলদাতা ও ধনদাতা; তোমরা সেই অগ্নির পরিচর্যা কর ॥ ৩ ॥ সেই অগ্নি আমাদের ভোগের জন্য অতিশয় সুখকর গৃহ প্রদান করুন। সমিদ্ধিবিশিষ্ট, পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গলোকের ধন অগ্নির নিকট হইতে আমাদের নিকট আগমন করে ॥ ৪ ॥ স্তোতাগণ দীপ্তিমান, প্রতিক্ষণে নূতন, দেবগণের আহ্বানকারী, ও প্রজাগণের পালক অগ্নিকে প্রশস্ত স্তুতিদ্বারা উদ্দীপিত করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, স্তোত্রকালে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি দেবগণের প্রবান আহ্বানকারী, তুমি উক্থকালে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সহস্রধনদাতা, মরুৎগণ তোমাকে বর্ধিত করে, তুমি আমাদের সুখ বৃদ্ধি কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে পুত্রবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, দীপ্তিমান্, সামর্থ্যবিশিষ্ট, অতি প্রভূত ও অক্ষয় সহস্রসংখ্যক ধন দান কর ॥ ৭ ॥

১৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র ঋষভ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
দেবগণের আহ্বানকারী, স্তোতৃগণের আনন্দবর্ধক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যজ্ঞকারী, অত্যন্ত মেধাবী ও জগতের বিধাতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞে অবস্থিতি করেন। তাঁহার রথ দ্যুতিমান্, শিখা তাঁহার কেশ, তিনি বলের পুত্র, তিনি পৃথিবীতে প্রভা বিকাশ করেন ॥ ১ ॥ হে যজ্ঞবান্ অগ্নি, তোমার উদ্দেশে নমস্কারবাক্য উচ্চারণ করি, তুমি বলবান্ এবং কর্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজ্ঞাপক, তোমার উদ্দেশে নমস্কারবাক্য উচ্চারিত হইতেছে, তুমি গ্রহণ কর। হে যজনীয়, তুমি বিদ্বান্, বিদ্বান্‌গণকে আনয়ন কর, আমাদিগকে আশ্রয় দানের জন্য কুশমধ্যে উপবেশন কর ॥ ২ ॥ অন্নসম্পাদিকা উষাদ্বয়, তোমার উদ্দেশে অভিগমন করিতেছে। হে অগ্নি, তুমি বায়ুর পথে তাহাদের অভিমুখে গমন কর, যেহেতু ঋত্বিক্‌গণ পুরাতন অগ্নিকে হব্যদ্বারা সর্বতোভাবে সিক্ত করে। যুগদ্বয়ের ন্যায় (পরস্পরসংসক্ত, উষা ও নক্ত) আমাদিগের গৃহে বারংবার আগমন করিয়া অবস্থিতি করুক ॥ ৩ ॥ হে বলবান্ অগ্নি, মিত্র, বরুণ ও সমস্ত দেবগণ তোমার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে। যেহেতু হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমিই সূর্য, তুমি মনুষ্যদিগের পথপ্রদর্শকস্বরূপ আপন রশ্মিসকল বিস্তার করতঃ দীপ্তিতে সমান হইয়া রহিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, আমরা হস্ত উত্তোলন করতঃ অদ্য তোমায় কমনীয় হব্য প্রদান করিব। তুমি মেধাবী, তুমি নমস্কারে প্রসন্ন হইয়া মনে মনে যাগাভিলাষ করতঃ প্রভূত স্তোত্রদ্বারা দেবগণের পূজা কর ॥ ৫ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তোমার নিকট হইতে প্রভূত রক্ষা যজমানের নিকট গমন করিতেছে, অন্নও গমন করিতেছে। তুমি আমাদিগকে প্রিয় বচনদ্বারা অচল, সহস্রসংখ্যক ধন দান কর ॥ ৬ ॥ হে সামর্থ্যবিশিষ্ট, সর্বজ্ঞ, দীপ্তিমান্ অগ্নি, আমরা মর্ত্য, আমরা তোমার উদ্দেশে যজ্ঞে এই যে হব্য ত্যাগ করিতেছি, হে অমর, তুমি সমস্ত যজমানগণকে রক্ষা করিবার জন্য জাগরিত হও এবং সেই সমস্ত হব্য আস্বাদন কর ॥ ৭ ॥

১৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কত-পুত্র উৎকীল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি বিস্তীর্ণ তেজোদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান্ এবং উত্তম আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাকিব ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি, এই উষা প্রকাশিত হইলে এবং সূর্য উদিত হইলে, আমাদের রক্ষকভাবে জাগরিত হও। শরীরের সহিত সুজাত হইয়াছ; পিতা যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ কর ॥ ২ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, তুমি মনুষ্যদের দর্শনকারী, তুমি অন্ধকার রাত্রে অধিকতর দীপ্তিমান্। তুমি বহুতর জ্বালা বিস্তার কর। হে নিরাসয়িতা, আমাদিগকে কর্মফল প্রদান কর, আমাদের পাপ নিবারণ কর। হে যুবা অগ্নি, তুমি আমাদিগকে ধনাভিলাষী কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, শত্রুরা তোমাকে পরাজিত করিতে পারে না, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি সমস্ত শত্রুপুরী ও ধন জয় করিয়া প্রদীপ্ত হও। হে সুপ্রণীত, জাতবেদা অগ্নি, তুমি মহান্, আশ্রয়প্রদ, ও প্রথম যজ্ঞের নির্বাহক হও ॥ ৪ ॥ হে জগৎজীর্ণকারী অগ্নি, তুমি সুমেধা ও দীপ্তিমান্। তুমি দেবগণের জন্য সমস্ত কর্ম অচ্ছিদ্র কর। হে অগ্নি, তুমি এইখানেই নিরুদ্ধ থাকিয়া রথের ন্যায় দেবগণের উদ্দেশে আমাদের হব্য বহন কর। তুমি এই দ্যাবা-পৃথিবীকে উত্তমরূপবিশিষ্ট কর ॥ ৫ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, তুমি আমাদিগকে বর্ধিত কর, আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর। হে দেব, তুমি সুন্দরদীপ্তিদ্বারা শোভমান হইয়া দেবগণের সহিত আমাদের এই দ্যাবা-পৃথিবীকে দোহনযোগ্য কর। মর্ত্যগণের দুর্মতি যেন আমাদের নিকট আসিতে না পারে ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক ॥ ৭ ॥

১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কত-পুত্র উৎকীল ঋষি। ১,৩,৫ বৃহতী; ২,৪,৬ সতোবৃহতী।

এই অগ্নি উৎকৃষ্টসামর্থ্যবিশিষ্ট, মহা সৌভাগ্যের ঈশ্বর, গবাদিবিশিষ্ট ও অপত্যবিশিষ্ট ধনের ঈশ্বর, এবং বৃত্রহন্তাদিগের ঈশ্বর ॥ ১ ॥ হে নেতা মরুৎগণ, তোমরা সৌভাগ্যবর্ধক অগ্নির সহিত মিলিত হও, অগ্নিতে সুখবর্ধক ধন আছে। মরুৎগণ সেনাবিশিষ্ট সংগ্রামে শত্রুদিগকে অভিভব করেন ও সর্বদাই শত্রুদিগকে হিংসা করেন ॥ ২ ॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুধনযুক্ত অভিষ্টবর্ষী অগ্নি, তুমি আমাদিগকে প্রভূত, প্রজাবিশিষ্ট, আরোগ্য, বল ও সামর্থ্যের হেতুভূত ধন দান করিয়া তীক্ষ্ণ কর ॥ ৩ ॥ যে অগ্নি জগতের কর্তা, তিনি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন। কর্তা অগ্নি ভার সহ্য করিয়া দেবগণের নিকট হব্য আনয়ন করিতেছেন। অগ্নি স্তোতৃগণের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, যজ্ঞনেতাগণের স্তোত্রে আগমন করিতেছেন, এবং মনুষ্যগণের যুদ্ধে আগমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি আমাদিগকে শত্রুগ্রস্ত বা বীরশূন্য বা পশুহীন বা নিন্দার্হ করিও না। আমাদের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ কর ॥ ৫ ॥ হে সুভগ অগ্নি, তুমি যজ্ঞে প্রভূত, অপত্যবিশিষ্ট অন্নের ঈশ্বর। হে মহাধন, তুমি আমাদিগকে প্রভূত, সুখকর, যশস্কর ধন দান কর ॥ ৬ ॥

১৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র কত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি ধর্মধারক, জ্বালারূপকেশবিশিষ্ট, সকলের বরণীয়, দীপ্তিরূপ, পাবক ও সুক্রতু। তিনি যজ্ঞের আরম্ভে ক্রমে প্রজ্বালিত হইয়া দেবগণের যজ্ঞের জন্য ঘৃতাদিদ্বারা সিক্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীর হব্য যেমন প্রদান করিয়াছিলে, হে জাতবেদা, তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি দ্যুলোকের হব্য যেমন প্রদান করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের হব্যদ্বারা দেবগণকে যাগ কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় অদ্য আমাদের এই যজ্ঞ পূর্ণ কর ॥ ২ ॥ হে জাতবেদা, তোমার অন্ন তিন প্রকার। হে অগ্নি, তিন উষা তোমার মাতা; তুমি তাঁহাদিগের সহিত দেবগণকে হব্যদান কর। তুমি বিদ্বান্, তুমি যজমানের সুখহেতু ও কল্যাণহেতু হও ॥ ৩ ॥ হে জাতবেদা, তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, সুদর্শন ও স্তুতিযোগ্য অগ্নি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। দেবগণ তোমাকে আসক্তিশূন্য হব্যবাহক দূত করিয়াছেন, অমৃতের নাভি করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তোমা হইতেও পূর্বকালবর্তী ও অধিকযাগকারী যে হোতা মধ্যম ও উত্তম এই দুই স্থানে স্বধার সহিত উপবিষ্ট হইয়া সুখকারী হইয়াছিলেন; হে সর্বজ্ঞ অগ্নি, তাঁহার ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষরূপে যাগ কর। অনন্তর হে অগ্নি, দেবগণের প্রীতির জন্য আমাদের এই যজ্ঞ ধারণ কর ॥ ৫ ॥

১৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র কত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, আমাদের অভিমুখে আগমনবিষয়ে অনুকূল হইয়া সখা যেরূপ সখার প্রতি ও পিতামাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, সেইরূপ হিতকারী হও। মনুষ্যগণ মনুষ্যের দ্রোহকারী, অতএব তুমি প্রতিকূলাচারী শত্রুদিগকে ভস্মসাৎ কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, অভিভবকারী শত্রুদিগকে উত্তমরূপে বাধা দাও, যে সকল শত্রু হব্য দান করে না তাহাদের অভিলাষ ব্যর্থ কর। হে নিবাসপ্রদ, সর্বজ্ঞ অগ্নি, তুমি অস্থিরচিত্ত লোকদিগকে সন্তপ্ত কর। অতএব তোমার রশ্মিসকল জরারহিত ও প্রতিবন্ধকরহিত হউক ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, আমি ধনাভিলাষী হইয়া তোমার বেগ ও বলের জন্য সমিধ্ ও ঘৃতের সহিত হব্য প্রদান করি। স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করতঃ আমি যতক্ষণ বহিতে পারি, ততক্ষণ ধন দাও। তুমি এই স্তুতিকে অপরিমিত ধনদানের জন্য দীপ্ত কর ॥ ৩ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি তুমি আপনার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হও। তুমি স্তুত হইয়া প্রশংসাকারী বিশ্বামিত্রবংশীয়গণকে ধনযুক্ত কর, প্রভূত অন্ন প্রদান কর এবং আরোগ্য ও অভয় প্রদান কর। হে কর্মকর্তা, তোমার শরীর আমরা বারংবার মার্জনা করিব ॥ ৪ ॥ হে দাতা অগ্নি, তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর, তুমি যখন সমিদ্ধ হও তখন সেইরূপ ধনদাতা হও। তুমি ভাগ্যবান স্তোতার গৃহের দিকে তোমার রূপবৎ বাহুদ্বয় ধন প্রদানার্থ প্রসৃত কর ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কুশিক-পুত্র গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
দেবগণের স্তুতিকারী, মেধাবী, সর্বজ্ঞ, অমূঢ় অগ্নিকে এই যজ্ঞে হোতারূপে বরণ করিতেছি। সেই অগ্নি সর্বাপেক্ষা অধিক যাগশীল হইয়া আমাদের জন্য দেবগণের যাগ করুন। তিনি ধন ও অন্নের জন্য আমাদের হব্য গ্রহণ করুন॥ ১॥ হে অগ্নি, আমি হব্যযুক্ত, তেজোবিশিষ্ট, হব্যদায়ী, ঘৃতান্বিত জুহূ তোমার অভিমুখে প্রদান করিতেছি। দেবগণের বহুমানকারী অগ্নি আমাদিগকে দেয় ধনের সহিত প্রদক্ষিণ করিয়া যজ্ঞে সংগত হউন॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহার মন অত্যন্ত তেজস্বী হয়, তাহাকে উত্তম-অপত্যবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। হে ফল-দানেচ্ছু অগ্নি, তুমি অত্যন্ত ধনদাতা, আমরা তোমার মহিমায় রক্ষিত হইব, এবং তোমার স্তুতি করতঃ ধনের অধিপতি হইব॥ ৩॥ হে দ্যুতিমান্ অগ্নি, যজ্ঞকারিগণ তোমাতে প্রভূত দীপ্তি বিধান করিয়াছেন। হে যুবতম অগ্নি, যেহেতু এই যজ্ঞে স্বর্গীয় তেজের পূজা করিতেছ, অতএব দেবগণকে আবাহন কর॥ ৪॥ হে অগ্নি, যেহেতু যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট, দীপ্তিশালী ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে তোমাকে হোতা বলিয়া সিক্ত করিতেছে, অতএব তুমি আমাদের পালনার্থ জাগরিত হও, আমাদের পুত্রগণকে অধিক পরিমাণে অন্ন দান কর॥ ৫॥

২০ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ১, ৫ বিশ্বদেবগণ। কুশিক-পুত্র গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হব্যবাহী উষা অন্ধকার অপসারিত হইবার সময়ে অগ্নি, উষা, অশ্বিদ্বয় ও দধিক্রাকে উক্থদ্বারা আহ্বান করিতেছেন। সুন্দর দ্যুতিমান্ ও পরস্পরমিলিত দেবগণ আমাদের যজ্ঞ কামনা করিয়া উহা শ্রবণ করুন॥ ১॥ হে অগ্নি, তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞসম্পাদক অগ্নি, তোমার দেবতাগণের উদরপূরক তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত ; তুমি প্রমাদরহিত হইয়া সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর॥ ২॥ হে দ্যোতমান, জাতবেদা, মরণরহিত, অন্নবান অগ্নি, দেবতাগণ তোমাকে অনেক তেজঃ প্রদান করিয়াছেন। হে বিশ্বের তৃপ্তিকারী, প্রার্থিতফলদায়ী অগ্নি, মায়াবীগণের যে সকল মায়া দেবতারা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন সে সমস্ত তোমাতেই আছে॥ ৩॥ ঋতুকারী সূর্যের ন্যায় যে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, যে অগ্নি সত্যকারী, বৃত্রহন্তা, সনাতন, সর্বজ্ঞ ও দ্যুতিমান্, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করাইয়া পারে লইয়া যাউন॥ ৪॥ আমি দধিক্রা, অগ্নি, দেবী উষা, বৃহস্পতি, দ্যুতিমান্ সবিতা, অশ্বিদ্বয়, ভগ, বসু, রুদ্র ও আদিত্যদিগকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি॥ ৫॥

২১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কুশিক-পুত্র গাথী ঋষি। ১ ত্রিষ্টুপ্, ২-৩ অনুষ্টুপ্,
৪ বিরাড্‌রূপা, ৫ সতোবৃহতী।
হে জাতবেদা অগ্নি, আমাদের এই যজ্ঞ অমরগণের নিকট সমর্পণ কর, আমাদের হব্য সেবা কর। হে হোতা, উপবিষ্ট হইয়া সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষরূপে ভক্ষণ কর॥ ১॥ হে পাবক, এই সাঙ্গ যজ্ঞে ঘৃতবিশিষ্ট মেদোবিন্দুসকল তোমার ও দেবগণের পানার্থ ক্ষরিত হইতেছে, অতএব আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ধন দান কর॥ ২॥ হে ভজনীয় অগ্নি, তুমি মেধাবী, ঘৃতস্রাবী বিন্দুসকল তোমার জন্য ; তুমি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রজ্বলিত হইতেছ। তুমি যজ্ঞের পালক হও॥ ৩॥ হে সততগমনশীল ও শক্তিমান্, তোমার জন্য মেদোরূপ হব্যের বিন্দুসকল ক্ষরিত হইতেছে। কবিরা তোমার স্তব করে, মহাতেজের সহিত আগমন কর, হে মেধাবী, আমাদের হব্য সেবা কর॥ ৪॥ হে অগ্নি, আমরা মধ্য হইতে অতিশয় সারযুক্ত মেদ পশুর মধ্যভাগ হইতে উত্তোলন করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি, চর্মের উপর যে বিন্দুসকল তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে, তাহা দেবতাদের প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া দাও॥ ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৪ পুরী-স্থিত অগ্নিগণ।
কুশিক-পুত্র গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৪ অনুষ্টুপ্।
সোমাভিলাষী ইন্দ্র যে অগ্নিতে অভিষুত সোম আপন উদরে রাখিয়াছিলেন, এ সেই অগ্নি। হে সর্বজ্ঞ অগ্নি, যে হব্য নানারূপ ও অশ্বের ন্যায় বেগশালী, তুমি তাহা সেবা কর ; লোকে তোমার স্তব করে॥ ১॥ হে যজনীয় অগ্নি, তোমার যে তেজঃ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, ওষধিসমূহে ও জলে রহিয়াছে, যাহা দ্বারা তুমি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছ, সে তেজঃ উজ্জ্বল, ও সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মনুষ্যগণের দর্শনকারী॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি দ্যুলোকের জলের অভিমুখে গমন করিতেছ, ধিষ্ণ দেবগণকে একত্র করিতেছ, সূর্যের উপরিস্থিত রোচনলোকে এবং সূর্যলোকের নীচে যে জল আছে তাহাদের উভয়কেই প্রেরণ করিতেছ॥ ৩॥ পুরীষ্য অগ্নি অস্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া এই যাগ সেবা করুন, এবং দ্রোহরহিত রোগাদিবর্জিত মহৎ অন্ন আমাদিগকে দান করুন॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহু-কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক। হে অগ্নি, আমাদিগের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক॥ ৫॥

২৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভরত-পুত্র দেবশ্রবা ও দেববাত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৩ সতোবৃহতী।
যে অগ্নি নির্মথিত ও যজমানগৃহে স্থাপিত, যিনি যুবা, সর্বজ্ঞ, যজ্ঞের প্রণেতা, জাতবেদা এবং মহারণ্য নাশ করিয়াও স্বয়ং অজর, সেই অগ্নি এই যজ্ঞে অমৃত ধারণ করেন॥ ১॥ ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেববাত সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থনদ্বারা উৎপন্ন করিতেছে। হে অগ্নি, তুমি প্রভূত ধনের সহিত আমাদের দিকে দেখ এবং প্রত্যহ আমাদের অন্ন আনয়ন কর॥ ২॥ দশ অঙ্গুলি এই পুরাতন কমনীয় অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছে। হে দেবশ্রবা, অরণিরূপ মাতৃগণের মধ্যে সুজাত ও প্রিয় ও দেববাত কতৃক উৎপাদিত অগ্নিকে স্তুতি কর ; সেই অগ্নি লোকের বশবর্তী হয়েন॥ ৩॥ হে অগ্নি, সুদিন লাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি, তুমি দৃষদ্বতী, আপযা, ও সরস্বতী-তীরস্থিত মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হউক। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক॥ ৫॥

২৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী, ১ অনুষ্টুপ্।
হে অগ্নি, তুমি শত্রুসেনাকে পরাভব কর, বিঘ্নকারীদিগকে দূর করিয়া দাও। তোমাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তুমি শত্রুদিগকে জয় করিয়া যজমানকে অন্ন দান কর॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞে প্রীতিমান্ ও মরণরহিত। তোমাকে উত্তরবেদিতে প্রজ্বালিত করে। তুমি আমাদের যজ্ঞকে সুন্দররূপে সেবা কর॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি আপনার তেজে সর্বদা জাগরিত আছ, তুমি বলের পুত্র। আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার এই কুশে উপবেশন কর॥ ৩॥ হে অগ্নি, যাহারা পূজক তাহাদের যজ্ঞে সমস্ত দ্যুতিমান্ অগ্নির সহিত স্তুতির সম্মান রক্ষা কর॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যদায়ীকে বীর্যযুক্ত প্রভূত ধন দান কর। আমরা পুত্র-পৌত্রবান্, আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর॥ ৫॥

২৫ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৪ অগ্নি ও ইন্দ্র। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। বিরাট্।
হে অগ্নি, তুমি সর্বজ্ঞ ও চিত্তবান্, তুমি দ্যুদেবতার পুত্র ও পৃথিবীর তনয়। হে চেতনাবান্ অগ্নি, তুমি দেবগণের এই যজ্ঞে পৃথক পৃথক যাগ কর॥ ১॥ বিদ্বান্ অগ্নি সামর্থ্য প্রদান করেন। অগ্নি আপনাকে ভূষিত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরগণকে অন্ন প্রদান করেন। হে বহুবিধ-অন্নবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি দেবগণকে আমাদের জন্য এই যজ্ঞে আনয়ন কর ॥ ২ ॥ সর্বজ্ঞ, জগৎপতি, বহুদীপ্তিযুক্ত, বল- ও অন্নবিশিষ্ট অগ্নি, জগতের জননী দ্যুতিমতী, মরণরহিতা, দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রকাশিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি ও ইন্দ্র যজ্ঞ হিংসা না করিয়া অভিষবপ্রদায়ীর এই গৃহে সোমপানের জন্য আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে বলের পুত্র, নিত্য, সবজ্ঞ অগ্নি, তুমি আশ্রয়দানদ্বারা জীবলোক-সকলকে অলংকৃত করতঃ জলের স্থানভূত অন্তরীক্ষে শোভা পাইতেছ ॥ ৫ ॥

২৬ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ বৈশ্বানর অগ্নি, ৪-৬ মরুৎগণ, ৭-৮ আত্মা বা অগ্নি, ৯ উপাধ্যায় বিশ্বামিত্র। ঋষি : গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র, ৭ আত্মা।
১-৬ জগতী, ৭-৯ ত্রিষ্টুপ্।

আমরা কুশিকগোত্রোৎপন্ন, আমরা ধনাভিলাষে হব্য সংগ্রহ করতঃ মনে মনে বৈশ্বানর-নামক অগ্নিকে অবগত হইয়া স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি সত্যদ্বারা অনুগত, স্বর্গের বিষয় জানেন ও যজ্ঞের ফলদান করেন; তাঁহার রথ আছে, তিনি যজ্ঞে আগমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ আমরা আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য এবং যজমানের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, উক্থযোগ্য যজ্ঞপতি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি, ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥ ২ ॥ হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জননী কর্তৃক বর্ধিত হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর প্রতিদিন কৌশিকগণ কর্তৃক বর্ধিত হইতেছেন। অমরগণের মধ্যে জাগরূক অগ্নি আমাদিগকে উত্তম অশ্ব, উত্তম বীর্য ও উত্তম ধন প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ অগ্নিরূপ অশ্বসকল গমন করুন, বলবান্ মরুৎগণের সহিত জলে মিলিত হইয়া পৃষতী-নামক বাহনদিগকে সংযুক্ত করুন। সবজ্ঞ, অহিংসনীয় মরুৎগণ, প্রভূত জলশালী পর্বতসদৃশ মেঘকে কম্পিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ মরুৎগণ অগ্নির আশ্রিত ও জগতের আকর্ষক, সেই মরুৎগণের দীপ্ত এবং উগ্র আশ্রয় আমরা সম্যক্‌রূপে যাচ্ঞা করি। বর্ষণরূপধারী, হ্রেষারবকারী, ও সিংহের ন্যায় শব্দকারী রুদ্রপুত্র মরুৎগণ বিশেষরূপে জল দান করেন ॥ ৫ ॥ আমরা দলে দলে এবং গণে গণে স্তুতিমন্ত্রদ্বারা অগ্নির তেজ ও মরুতের বল যাচ্ঞা করি। বিন্দুচিহ্নিতবাহনবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত ধীর মরুৎগণ যজ্ঞে হব্যের উদ্দেশে গমন করিতেন ॥ ৬ ॥ আমি অগ্নি, জন্ম হইতেই জাতবেদা, ঘৃত আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে, আমার প্রাণ ত্রিবিধ, আমি অন্তরীক্ষের পরিমাণ-কারী, আমি অক্ষয়-উত্তাপ, আমি হব্যস্বরূপ ॥ ৭ ॥ অগ্নি অন্তঃকরণদ্বারা মনোহর জ্যোতিঃ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তিন পবিত্র রূপদ্বারা অর্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। অগ্নি স্বীয় রূপসমূহদ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন করিয়াছিলেন, এবং পরক্ষণেই দ্যাবা-পৃথিবীকে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ শতধারা উৎসের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহবিশিষ্ট, এবং বিপশ্চিৎ, পালক, বাক্যের মেলক, ও পিতামাতার ক্রোড়ে হর্ষযুক্ত, এবং সত্যবাদীকে, হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা পূর্ণ কর ॥ ৯ ॥

২৭ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি; ১ অগ্নি বা ঋতুগণ। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী।

তোমার স্বর্গাভিমুখ, হবিষ্মান্, ঘৃতস্পৃষ্টশিখাস্বরূপ অশ্বগণ সুখ কামনায় দেবগণের নিকট যাইতেছে ॥ ১ ॥ মেধাবী, যজ্ঞনির্বাহক, বেগবান্, ধনবান্ অগ্নিকে স্তুতিবাক্যদ্বারা পূজা করি ॥ ২ ॥ হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, আমরা হব্য প্রস্তুত করতঃ তোমাকে এইখানে রাখিতে সমর্থ হইব, এবং পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩ ॥ যজ্ঞকালে প্রজ্বালিত, জ্বালারূপ-কেশবিশিষ্ট, পাবক ও পূজনীয় অগ্নির নিকট আমরা অভিলষিত ফল যাচ্ঞা করি ॥ ৪ ॥ প্রভূততেজোবিশিষ্ট, মরণরহিত, ঘৃতশোধনকারী ও সম্যক্‌পূজিত অগ্নি যজ্ঞের হব্য বহন করেন ॥ ৫ ॥ যজ্ঞবিঘ্ননাশক হব্যযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্রুক্ সংযত করিয়া আশ্রয় লাভের জন্য এই প্রকার স্তুতিদ্বারা সেই অগ্নিকে আপনাদের অভিমুখ করিয়াছিল ॥ ৬ ॥ হোমনিষ্পাদক, মরণরহিত, দ্যুতিমান্ অগ্নি যজ্ঞকার্যে লোককে উত্তেজিত করতঃ যজ্ঞকার্যের অভিজ্ঞতাসহকারে অগ্রগামী হইতেছেন ॥ ৭ ॥ বলবান্ অগ্নি যুদ্ধে অগ্রভাগে স্থাপিত হয়েন, যজ্ঞকালে যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়েন। তিনি মেধাবী ও যজ্ঞসম্পাদক ॥ ৮ ॥ যে অগ্নি কর্মদ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত, ও পিতাস্বরূপ, দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন ॥ ৯ ॥ হে বলসম্পাদিত অগ্নি, তুমি উত্তমদীপ্তিযুক্ত, হব্যাভিলাষী ও বরণীয়। তোমাকে দক্ষের কন্যা ইলা ধারণ করিতেছে ॥ ১০ ॥ মেধাবী ভক্তগণ জগতের নিয়ন্তা ও জলের প্রেরক অগ্নিকে যজ্ঞসম্পাদনার্থে অন্নদ্বারা সম্যক্‌রূপে উদ্দীপ্ত করিতেছেন ॥ ১১ ॥ অন্নের নপ্তা, অন্তরীক্ষের সমীপে দীপ্যমান ও সর্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করিতেছি ॥ ১২ ॥ পূজনীয়, নমস্কারযোগ্য, দর্শনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নি অন্ধকার দূর করতঃ প্রজ্বলিত হইতেছেন ॥ ১৩ ॥ অভীষ্টবর্ষী এবং অশ্বের ন্যায় দেবগণের হব্যবাহক অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন্। হবিষ্মান্ অগ্নিকে পূজা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, আমরা ঘৃতাদি সেক করি। তুমি জল সেক কর, আমরা তোমাকে দীপ্ত করিতেছি, তুমি দীপ্তিমান্ ও বৃহৎ ॥ ১৫ ॥

২৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি।
১-২, ৬ গায়ত্রী ; ৩ উষ্ণিক্ ; ৪ ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ জগতী।
হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার স্তোত্রই ধনপ্রদায়ক। তুমি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ ও হব্য সেবা কর ॥ ১ ॥ হে যুবতম অগ্নি, তোমার জন্য পুরোডাশ পাক করা হইয়াছে ও সংস্কৃত করা হইয়াছে, তুমি তাহা সেবা কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, দিবসের শেষে সম্যক্‌প্রদত্ত পুরোডাশ ভক্ষণ কর। তুমি বলের পুত্র ও তুমি যজ্ঞে নিহিত হও। হে জাতবেদা, মেধাবী অগ্নি, এই মাধ্যন্দিন সবনে পুরোডাশ সেবা কর। ধীর অধ্বর্যুগণ যজ্ঞে তোমার ভাগ নষ্ট করে না, তুমি মহান্ ॥ ৪ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তৃতীয় সবনে প্রদত্ত পুরোডাশ তুমি বাঞ্ছা কর। অনন্তর অবিনাশী ও রত্নবান্ ও জাগরণকারী সোমকে স্তুতির সহিত মরণরহিত দেবগণের নিকট স্থাপন কর ॥ ৫ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি দিবসের শেষে পুরোডাশরূপ আহুতি সেবা কর ॥ ৬ ॥

২৯ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৫ অগ্নি বা ঋত্বিক্‌গণ। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ১,৪,১০,১২ অনুষ্টুপ্ ; ৬,১১,১৪,১৫ জগতী।
এই মন্থনের উপকরণ, এই অগ্নি উৎপত্তির উপকরণ, লোকের পালয়িত্রী অরণিকে আহরণ কর, আমরা পূর্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিব ॥ ১ ॥ গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অরণিদ্বয়ে নিহিত আছেন। অগ্নি স্বকর্মে জাগরূক হবিযুক্ত মনুষ্যদিগের প্রতিদিন পূজনীয় ॥ ২ ॥ হে জ্ঞানবান্ অধ্বর্যু, তুমি ঊর্ধ্বমুখ অরণিতে অধোমুখ অরণি ধারণ কর। তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি অভীষ্টবর্ষী অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। অগ্নির দাহক তাহাতে রহিল। উজ্জ্বলতেজোবিশিষ্ট ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইলেন ॥ ৩ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, আমরা তোমাকে পৃথিবীর উপরে উত্তর বেদির নাভিস্থলে হব্য বহন করিবার জন্য স্থাপন করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে নেতা অধ্বর্যুগণ, কবি, দ্বিধারহিত প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্, মরণরহিত ও সুন্দরশরীরবিশিষ্ট অগ্নিকে মন্থনদ্বারা উৎপন্ন কর। হে নেতা অধ্বর্যুগণ, যজ্ঞের সূচক, প্রথম ও সুখকর অগ্নিকে কর্মের প্রারম্ভে উৎপন্ন কর ॥ ৫ ॥ যখন হস্তদ্বারা মন্থন করা যায়, তখন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি অশ্বের ন্যায় শোভমান হইয়া ও দ্রুতগামী অশ্বিদ্বয়ের বিচিত্র রথের ন্যায় শীঘ্রগমনশীল হইয়া শোভা পান। কেহ তাঁহার গমন রোধ করিতে পারে না। তিনি তৃণ ও উপল দগ্ধ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ॥ ৬ ॥ জাত অগ্নিও সর্বজ্ঞ, অপ্রতিহতগমন, কর্মকুশল, অতএব মেধাবীরা তাঁহার স্তব করে। তিনি কর্মফল প্রদান করিয়া শোভা পাইতেছেন। দেবগণ পূজনীয়, সর্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে হব্যবাহক করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ হে হোম-নিষ্পাদক অগ্নি, তুমি স্বস্থানে উপবেশন কর। তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি যজমানকে পুণ্যলোকে স্থাপন কর। তুমি দেবগণের রক্ষক, হব্যদ্বারা দেবগণের পূজা কর। আমি যজ্ঞ করিতেছি, আমাকে প্রভূত অন্ন প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, তোমরা অভীষ্টবর্ষী ধূম উৎপন্ন কর, তোমরা ক্ষীণ না হইয়া যুদ্ধের অভিমুখে গমন কর। এই অগ্নি বীরপ্রধান ও সেনাবিজয়ী, ইঁহার সাহায্যেই দেবগণ দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, ঋতুকাষ্ঠসম্পন্ন এই অরণি তোমার উৎপত্তিস্থান, ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি শোভা পাও। তুমি তাহা জানিয়া উপবেশন কর, আমাদের স্তুতি বর্ধিত কর ॥ ১০ ॥ গর্ভস্থ অগ্নিকে তনূনপাৎ বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয়েন, তখন তিনি আসুর নরাশংস হয়েন, যখন অন্তরীক্ষে তেজোবিকাশ করেন তখন মাতরিশ্বা হয়েন। অগ্নি প্রসৃত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয় ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, তুমি মেধাবী ও মন্থনদ্বারা উৎপন্ন, তোমাকে অতি উত্তমস্থানে স্থাপন করিয়াছে। তুমি আমাদের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন কর এবং দেবাভিলাষীর জন্য দেবগণকে পূজা কর ॥ ১২ ॥ মর্ত্য ঋত্বিক্‌গণ মরণরহিত, ক্ষয়-রহিত, দৃঢ়দন্তবিশিষ্ট, পাপতারক অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছে। পুত্রসন্তানের ন্যায় উৎপন্ন অগ্নির উদ্দেশে দশ ভগিনীরূপ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া আনন্দসূচক শব্দ করিতেছে ॥ ১৩ ॥ অগ্নি সনাতন, যখন সাতজনে তাঁহার হোম করে তখন তিনি শোভা পান। যখন তিনি মাতার স্তনে ও ক্রোড়ে শোভা পান, তখন তিনি দেখিতে সুন্দর হয়েন। তিনি প্রতিদিন উন্মেষিত থাকেন, যেহেতু তিনি অসুরের জঠর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥ মরুৎগণের ন্যায় শত্রুর সহিত যুদ্ধকারী ও মন্ত্র হইতে প্রথম উৎপন্ন, কুশিকগোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ নিশ্চয়ই সমস্ত জগৎ জানেন। তাঁহারা অগ্নির উদ্দেশে হব্যযুক্ত স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ হে হোমনিষ্পাদক বিদ্বান্ সর্বজ্ঞ অগ্নি, প্রবর্তিত যজ্ঞে তোমাকে বরণ করিতেছি। অতএব তুমি এই যজ্ঞে দেবগণকে হব্য প্রদান কর ; এবং নিত্য স্তব কর, সোমের বিষয় অবগত হইয়া উহার নিকট আগমন কর ॥ ১৬ ॥

৩০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, সোমার্হ ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সখাগণ তোমার জন্য সোম অভিষবণ করিতেছেন, অন্যান্য হব্য ধারণ করিতেছেন, শত্রুলোকদিগের হিংসা সহ্য করিতেছেন। কে তোমা অপেক্ষা জগতে অধিক প্রখ্যাত আছে ? ॥ ১ ॥ হে হরিবর্ণ-অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, দূরবর্তী স্থানসকলও তোমার পক্ষে দূর নহে, তুমি হরিবর্ণ-অশ্বযুক্ত হইয়া শীঘ্র আগমন কর। তুমি দৃঢ়চিত্ত ও অভীষ্টবর্ষী। তোমার উদ্দেশে এইসকল সবন করা হইয়াছে, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে পর সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরখণ্ডসকল প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তুমি পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন, তোমার শিপ্র সুন্দর, তুমি ধনবান্, জেতা, মহান্ মরুৎগণসম্পন্ন, ও সংগ্রামে নানাবিধ কর্মকারী, এবং শত্রুহিংসক, ও ভয়ংকর। তুমি সংগ্রামে বাধা পাইয়া মর্ত্যদিগের প্রতি যে বীর্য ধারণ করিয়াছিলে, তোমার সে বীর্য কোথায় ? ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি একাকীই দৃঢ়মূল রাক্ষসগণকে স্বস্থান হইতে পাতিত করিয়াছ, বৃত্রসকলকে হিংসা করিয়াছ। তোমার আজ্ঞায় দ্যাবা-পৃথিবী এবং পর্বতসকল নিশ্চলের ন্যায় রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বহুলোকের আহূত ও বীর্যযুক্ত, তুমি একাকী বৃত্রকে বধ করিয়া দেবতাগণকে যে অভয়বাক্য দান করিয়াছিলে, তাহা সত্য। হে মঘবন্, তুমি অপার দ্যাবা-পৃথিবীকে সংযোজিত করিতেছ। তোমার এই মহিমা প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার অশ্বযুক্ত রথ শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নপথে শীঘ্র আগমন করুক, তোমার বজ্র শত্রুকে বধ করিতে করিতে আগমন করুক। তোমার সম্মুখে আগমনকারী শত্রুদিগকে বধ কর, অনুগমনকারী শত্রুদিগকে বধ কর, পলায়নপর শত্রুদিগকে বধ কর, জগৎকে সত্যভূতযজ্ঞবিশিষ্ট কর। এই প্রকার সামর্থ্য তোমাতে নিবিষ্ট হউক ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি নিরন্তর ঐশ্বর্য ধারণ করিতেছ, তুমি যে মনুষ্যকে দান কর, সে পূর্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলব্ধ গৃহসম্বন্ধীয় পশু সুবর্ণ প্রভৃতি ধন প্রাপ্ত হয়। হে বহুলোকের আহূত, তোমার অনুগ্রহ ঘৃতাদিহব্যযুক্ত হইয়া কল্যাণকর হয়, তোমার ধনদানশক্তি অপরিমিত ॥ ৭ ॥ হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র, তুমি দানবীর সহিত বর্তমান, বাধাজনক গর্জনশীল বৃত্রকে হস্তহীন করতঃ বিচূর্ণিত করিয়া ফেল। হে ইন্দ্র, তুমি বর্ধমান, হিংস্র বৃত্রকে পাদহীন করতঃ বলদ্বারা বিনাশ করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহতী, অনন্ত, চলা পৃথিবীকে সমভাবাপন্ন করিয়া স্বস্থানে নিবেশিত করিয়াছিলে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ যাহাতে পতিত না হয়, এরূপে ধারণ করিয়াছেন। হে ইন্দ্র, তোমার প্রেরিত জল পৃথিবীতে আগমন করুক ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, বলনামক গোব্রজ বজ্রপ্রহারের পূর্বেই ভীত হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল। ইন্দ্র, গাভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করিয়াছিলেন, রমণীয় শব্দায়মান জলসকল, বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের অভিমুখে আগমন করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ এক ইন্দ্রই পৃথিবী ও দ্যুলোক এই দুইকে পরস্পর সংগত ও ধনযুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়াছেন। হে শূর, তুমি রথবান, তুমি আমাদের সমীপে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইয়া যোজিত অশ্বগণকে অন্তরীক্ষ হইতে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর ॥ ১১ ॥ সূর্য, ইন্দ্রপ্রেরিত, এবং তাঁহার গমনার্থে প্রকাশিত দিক্‌সকলকে প্রতিদিবস অনুসরণ করেন। যখন তিনি অশ্বদ্বারা পথগমন শেষ করেন, তখন অশ্বদিগকে ছাড়িয়া দেন, ইহাও ইন্দ্রের জন্য ॥ ১২ ॥ গমনশীল রাত্রির পর উষা গত হইলে, সকলে মহৎ, চিত্র, সৌর তেজঃ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে। যখন উষাকাল বিগত হয়, সকলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম কর্তব্য বলিয়া বোধ করে। ইন্দ্রের সৎকার্য অনেক ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র নদীসকলে মহৎ তেজোযুক্ত জল স্থাপিত করিয়াছেন। ইন্দ্র জল অপেক্ষা স্বাদুতর দধিঘৃতক্ষীরাদি ভোজনের জন্য গাভীতে স্থাপন করিয়াছেন। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধ ধারণ করতঃ বিচরণ করে ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দৃঢ় হও, শত্রুগণ পথ রোধ করিয়াছে। তুমি যজ্ঞকারী, স্তুতিকারী ও সখাদিগকে অভীষ্ট ফল দান কর। রিপুগণকে বধ করা উচিত। তাহারা মন্দভাবে অস্ত্র প্রক্ষেপ করে, মন্দভাবে গমন করে, তাহারা হত্যাকারী ও তূণীরবিশিষ্ট ॥ ১৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা সমীপস্থ শত্রুগণ কর্তৃক উৎসৃষ্ট অশনিশব্দ শুনিতে পাইতেছি। অত্যন্ত সন্তাপকর ঐসকল অশনিকে এইসকল শত্রুদিগের অভিমুখেই স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে বধ কর, সমূলে ছেদন কর, বিশেষরূপে বাধা দাও, ও অভিভূত কর। হে মঘবন্, রাক্ষসদিগকে বধ কর, তৎপরে যজ্ঞ সম্পন্ন কর ॥ ১৬ ॥ হে ইন্দ্র, রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটন কর, মধ্যভাগ ছেদন কর, অগ্রভাগ বিনাশ কর। গমনশীল রাক্ষসকে দূর কর, যজ্ঞবিদ্বেষীর প্রতি সন্তাপপ্রদ অস্ত্র প্রক্ষেপ কর ॥ ১৭ ॥ হে জগতের নির্বাহক, আমাদিগকে অশ্বযুক্ত কর ও অবিনাশী কর। তুমি যখন আমাদের নিকট থাক, আমরা মহৎ অন্ন ও প্রভূত ধন ভোগ করতঃ বড় হইতে পারিব। আমাদের পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন হউক ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের জন্য দীপ্তিযুক্ত ধন আনয়ন কর। তুমি দানশীল, আমরা তোমার দানের পাত্র, আমাদের অভিলাষ বড়বানলের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হে ধনপতি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ১৯ ॥ আমাদের এই অভিলাষ, গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধনদ্বারা পূর্ণ কর, এবং উহা দ্বারা আমাদিগকে বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র, স্বর্গাদিসুখাভিলাষী কর্মকুশল কুশিকনন্দনগণ মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তোত্র করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ হে স্বর্গাধিপতি, মেঘ বিদীর্ণ করতঃ আমাদিকে জল দান কর, উপভোগযোগ্য অন্ন আমাদের নিকট আগমন করুক। হে অভীষ্টবর্ষী, তুমি দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। হে সত্যবল মঘবন্, তুমি আমাদিগকে গো দান কর ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবুদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২২ ॥

৩১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। এষীরথ-পুত্র কুশিক বা গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতাজাত পৌত্র প্রাপ্ত হয়েন। অপুত্র পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্নমনে শরীর ধারণ করেন ॥ ১ ॥ ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি উহাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতামাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম করেন এবং অন্যজন সম্মানিত হয়েন॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি দীপ্তিযুক্ত, তোমার যজ্ঞের জন্য জ্বালাদ্বারা কম্পমান অগ্নি প্রভৃত পুত্ররূপ (রশ্মিসকলকে) উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল রশ্মির জলরূপ গর্ভ মহান্, ওষধিরূপ জন্ম মহান্। হে হর্যশ্ব, তোমার সোমাহুতিপ্রযুক্ত এই সকল রশ্মির প্রবৃত্তি মহতী ॥ ৩॥ জয়শীল মরুৎগণ বৃত্রের সহিত যুদ্ধকারী ইন্দ্রের সহিত সংগত হইয়াছিলেন। সূর্যাখ্য মহৎ তেজঃ তমোরূপ বৃত্র হইতে নির্গত হইতেছে, মরুৎগণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উষাগণ, ইন্দ্রকে সূর্য বলিয়া জানিয়া তদভিমুখে গমন করিয়াছিল। এক ইন্দ্র রশ্মিসকলের পতি হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ ধীমান্, মেধাবী সপ্তসংখ্যক অঙ্গিরাগণ দস্যু-পর্বতে নিরুদ্ধ গাভীসকলকে অন্বেষণ করিয়া অপাবৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞপথে সমস্ত গাভীগণকে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এইসকল জানিয়া নমস্কারদ্বারা অঙ্গিরাগণকে সম্ভাষণ করতঃ পর্বতমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৫॥ যখন সরমা, পর্বতের ভগ্ন দ্বার প্রাপ্ত হইল, তখন ইন্দ্র পূর্বে প্রতিজ্ঞাত প্রচুর অন্ন অন্যান্য সামগ্রার সহিত তাহাকে দিলেন। উত্তমপাদযুক্ত সরমা শব্দ চিনিতে পারিয়া তদভিমুখে গমন করতঃ অক্ষয় গোসমূহের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৬ ॥ অতিশয় মেধাবী ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সখ্যাভিলাষে গমন করিলেন। পর্বত মহাযোদ্ধার জন্য গর্ভস্থিত গোধন বাহির করিয়া দিল। শত্রুহন্তা ইন্দ্র তরুণবয়স্ক মরুৎগণের সহিত তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্গিরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পূজা করিলেন॥ ৭ ॥ যে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি, যিনি যুদ্ধে অগ্রগামী, যিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, যিনি শুষ্ণকে বধ করিয়াছেন, সেই দূরদর্শী গোধন-অভিলাষী ইন্দ্র দ্যুলোক হইতে সম্মান করতঃ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥ অঙ্গিরাগণ মনেমনে গোধন লাভের ইচ্ছা করিয়া স্তোত্রদ্বারা অমরত্ব লাভের উপায় করতঃ যজ্ঞকার্যে সমাসীন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের এই যজ্ঞে উপবেশন প্রভৃত, ইঁহারা সত্যভূত এই যজ্ঞের দ্বারা মাসসকল সংভক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন॥ ৯ ॥ অঙ্গিরাগণ স্বকীয় গোধন লক্ষ্য করিয়া সন্দর্শন করতঃ পুরাজাত পুত্রের ধারণার্থ দুগ্ধ দোহন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আনন্দধ্বনি দ্যাবা-পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তাঁহারা জগতে পূর্বের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, গাভীগণের রক্ষার্থ বীরপুরুষদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন॥ ১০ ॥ ইন্দ্র সাহায্যার্থ জাত মরুৎগণের সহিত বৃত্রকে বধ করেন। তিনিই অর্চনীয়, হোমার্হ, মরুৎগণের সহিত গোসকল যজ্ঞের জন্য দান করিয়াছিলেন। ঘৃতযুক্তমনোহারিণী, প্রভূত হব্যদায়িনী, প্রশস্তা গাভী ইঁহার জন্য স্বাদুতর ক্ষীরাদি দোহন করিয়াছিলেন॥ ১১॥ অঙ্গিরাগণ পালক ইন্দ্রের জন্য মহৎ, দীপ্তিমান্ স্থানসংস্কার করিয়াছিলেন। সুকর্মশালী অঙ্গিরাগণ ইন্দ্রের উপযুক্ত ঐ স্থানটিকে বিশেষরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করিয়া জনয়িত্রী দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তম্ভরূপ অন্তরীক্ষদ্বারা স্তম্ভন করতঃ বেগবান্ ইন্দ্রকে দ্যুলোকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন॥ ১২ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী পরস্পর বিশিষ্ট হইলে যদি মহতী স্তুতি ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ধারণক্ষম করে, তবে ইন্দ্রের প্রতি শুদ্ধস্তুতি সংগত করা হয়। সুতরাং ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বভাবসিদ্ধ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার মহৎ সখ্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। তুমি বৃত্রহন্তা, তোমার নিকট অনেক অশ্ব বহন করিবার জন্য আগমন করে। তুমি বিদ্বান্, আমরা তোমাকে মহৎ সখ্য স্তোত্র ও হব্য প্রদান করি। হে মঘবন্, তুমি আমাদের পালক, ইহা জানিও ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র বিশেষরূপে অবগত থাকিয়া মহৎ ক্ষেত্র ও প্রভূত হিরণ্য সখাদিগকে দান করিয়াছেন, অনন্তর তাহাদিগকে গবাদিও দান করিয়াছেন। তিনি দীপ্তিমান্; নেতা মরুৎগণের সহিত তিনি, সূর্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন॥ ১৫॥ অনন্তমনা এই ইন্দ্র বিস্তীর্ণ, পরস্পর সংগত, ও বিশ্বের আনন্দকর, জলসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা মাধুর্যযুক্ত সোমসমূহকে পবিত্রদ্বারা শোধিত করিয়া, ও সমস্ত জগৎকে প্রীত করিয়া, রাত্রি দিন জগৎকে স্বস্ব ব্যাপারে প্রেরণ করিতেছে॥ ১৬ ॥ সূর্যের মহিমায় সর্বপদার্থধারণকারী ও যজ্ঞার্হ অহোরাত্রি উভয়ে ক্রমান্বয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবর্তন করিতেছে। ঋজুগতি, মিত্রভূত, কমনীয় মরুৎগণ, শত্রুর পরাভবের জন্য তোমার সামর্থ্য অনুসরণ করিতে সক্ষম ॥ ১৭ ॥ হে বৃত্রহন্, তুমি অবিনাশী, অভীষ্টবর্ষী ও অন্নদাতা ; তুমি আমাদের প্রিয়তম স্তুতির স্বামী হও। তুমি মহান্, তুমি যজ্ঞে গমন করিতে অভিলাষী। তুমি মহৎ আশ্রয় ও কল্যাণকর সখ্যের সহিত আমাদের অভিমুখে আগমন কর ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি পুরাতন, অঙ্গিরাগণের ন্যায় আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমি তোমাকে ভজনা করিবার জন্য নূতন করিতেছি। তুমি দেবশূন্য বহু দ্রোহকারীদিগকে মারিয়া ফেল। হে মঘবন্, আমাদিগকে উপভোগ্য ধন দান কর ॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র, পাবক জলসমূহ সর্বত্র প্রসৃত হইয়াছে, আমাদের জন্য এই অবিনাশী জলসমূহের তীর জলদ্বারা পূর্ণ কর। তুমি রথবান্, আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে অতি শীঘ্র গাভীসমূহের জেতা কর ॥ ২০ ॥ বৃত্রহন্তা ও গাভীগণের স্বামী ইন্দ্র আমাদিগকে গাভী দান করুন, কৃষ্ণদিগকে দীপ্তিযুক্ত তেজোদ্বারা বিনাশ করুন। তিনি সত্যবাক্যে অঙ্গিরাগণকে প্রিয়তম গাভীসকল দান করতঃ সমস্ত দ্বার বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২২ ॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে সোমপতি ইন্দ্র, এই মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর, যেহেতু ইহা তোমার প্রিয়। হে ধনবান্ ঋজীষ-সোমপায়ী ইন্দ্র, অশ্বদ্বয়কে রথ হইতে খুলিয়া দিয়া, তাহাদের হনুদ্বয়কে খাদ্যে পূর্ণ করিয়া এই যজ্ঞে তাহাদিগকে হৃষ্ট কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, গব্যমিশ্রিত, মন্থসংযুক্ত, অভিনব সোম পান কর, তোমার হর্ষের জন্য আমরা দান করিতেছি। তুমি স্তোত্রকারী মরুৎগণ ও রুদ্রগণের সহিত তৃপ্তি পর্যন্ত পান কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, যে মরুৎগণ তোমার শত্রুশোষক তেজঃ বর্ধিত করে, যে মরুৎগণ তোমার বল বর্ধিত করে, সেই মরুৎগণ স্তব করতঃ তোমার যুদ্ধসামর্থ্য বর্ধিত করে। হে বজ্রহস্ত, শোভনহনুযুক্ত ইন্দ্র, রুদ্রগণের সহিত মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর ॥ ৩ ॥ মরুৎগণ ইন্দ্রের বলভূত হইয়াছিলেন। আমার মর্মস্থান কেহ জানে না, বৃত্র এইরূপ অভিমান করাতে, ইন্দ্র মরুৎগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃত্রের মর্মস্থান জানিয়াছিলেন। সেই মরুৎগণ তোমাকে শীঘ্র মাধুর্যযুক্ত উৎসাহবাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমার এই যজ্ঞ সেবা করতঃ শাশ্বত বলের জন্য সোম পান কর। হে হর্যশ্ব, তুমি যজ্ঞার্হ মরুৎগণের সহিত আগমন কর, গমনশীল মরুৎগণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে জল প্রেরণ কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তুমি দীপ্তিমান্ জলের আবরণকারী, দীপ্তিরহিত ও শয়ান বৃত্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ, অতএব তুমি যুদ্ধকালে অশ্বের ন্যায় জল ছাড়িয়া দিয়াছ ॥ ৬ ॥ অতএব আমরা হব্যদ্বারা প্রবৃদ্ধ ও মহান্, জরারহিত ও নিত্যতরুণ, স্তোতব্য ইন্দ্রের পূজা করি। পরিমাণরহিতা দ্যাবা-পৃথিবী যজ্ঞার্হ ইন্দ্রের মহিমা পরিচ্ছেদ করিতে পারে না ॥ ৭ ॥ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের কর্ম সুকৃত ও বহুতর যজ্ঞাদি হিংসা করিতে পারে না। এই ইন্দ্র ভূলোক, দ্যুলোক ও এই অন্তরীক্ষলোক ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কর্ম রমণীয়, তিনি সূর্য ও উষাকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে দৌরাত্ম্যরহিত ইন্দ্র, তোমার মহিমাই যথার্থ মহিমা। যেহেতু তুমি উৎপন্ন হইয়াই সোম পান কর। তুমি বলবান্, স্বর্গাদিলোক তোমার তেজঃ নিবারণ করিতে পারে না। দিন, মাস ও বৎসরও নিবারণ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জাতমাত্র সর্বোচ্চ স্বর্গপ্রদেশে থাকিয়াই সদ্যঃ আনন্দের জন্য সোম পান করিয়াছ। যখন তুমি দ্যাবা-পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ তখনই তুমি পুরাতন সৃষ্টি-বিধাতা হইয়াছ ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, অনেকে তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে অহি আপনাকে বলবান্ মনে করিয়া জল পরিবেষ্টন করতঃ অবস্থিতি করিতেছিল, সেই অহিকে তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া বিনাশ করিয়াছ। কিন্তু যখন তুমি এক কটিতে পৃথিবীকে লুক্কায়িত করতঃ অবস্থিতি কর, তখন স্বর্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে না ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের যজ্ঞ তোমার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। যে কার্যে সোম অভিষুত হয় তাহা তোমার প্রিয়। হে যজ্ঞযোগ্য, তুমি যজ্ঞহেতু তোমার যজমানকে রক্ষা কর। এই যজ্ঞ অহিকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার বজ্রকে দৃঢ় করুক ॥ ১২ ॥ পুরাতন, মধ্যতন ও অধুনাতন স্তোমদ্বারা যে ইন্দ্র বর্ধিত হয়েন, যজমান রক্ষাকর যজ্ঞদ্বারা সেই ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনিতেছে, নূতন ধনের জন্য তাঁহাকে আবর্তিত করিতেছে ॥ ১৩ ॥ যখনই আমি মনে মনে ইন্দ্রকে স্তব করিবার ইচ্ছা করি, তখনই আমি স্তুতি করি। আমি দূরবর্তী অশুভ দিবসের পূর্বেই ইন্দ্রকে স্তব করি, তিনি যেন আমাদিগকে দুঃখের পারে লইয়া যান। এই জন্য উভয়কূলবর্তী লোকসকল নৌকারোহীকে যেরূপ আহ্বান করে, সেইরূপ আমরা উভয়কূলবর্তী লোকসকল ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রের কলস পূর্ণ হইয়াছে, পানার্থ স্বাহাশব্দ উচ্চারিত হইয়াছে। সেক্তা যেমন জলপাত্রে জলসেক করে, আমি সেইরূপ সোম সেচন করিতেছি। সুস্বাদু সোম ইন্দ্রের অভিমুখে প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহার হর্ষের জন্য গমন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ হে বহুলোকের আহুত ইন্দ্র, গভীর সিন্ধু তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, তাহার চতুর্দিকে বর্তমান অদ্রিসকল তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না। যেহেতু বন্ধুগণ কর্তৃক এইপ্রকারে প্রার্থিত হইয়া অতি প্রবল, গব্য উর্বকে নিবারণ করিয়াছ ॥ ১৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবুদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১৭ ॥

৩৩ সূক্ত। দেবতা : নদীগণ ; ৪,৮,১০ বিশ্বামিত্র ;
৬,৭ ইন্দ্র। ঋষি : গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ; ৪,৬,৮,১০ নদীগণ। ত্রিষ্টুপ্ ; ১৩ অনুষ্টুপ্।

জলপ্রবাহবতী বিপাশ্ ও শুতুদ্রী নদীদ্বয় পর্বতের উৎসঙ্গ প্রদেশ হইতে সাগরসংগমাভিলাষিণী হইয়া মন্দুরাবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্ধা করতঃ গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমানা হইয়া বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করিতেছে ॥ ১ ॥ হে নদীদ্বয়, ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রার্থনা রক্ষা করিতেছ, ও রথিদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গদ্বারা বর্ধিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট গমন করতঃ শোভা পাইতেছ ॥ ২ ॥ মাতৃসদৃশী শুতুদ্রী নদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশ্ নদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইঁহারা উভয়ে বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুর ন্যায় এক স্থানাভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৩ ॥ নদীদ্বয়—আমরা এই জলদ্বারা স্ফীত হইয়া দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করিতেছি। আমাদের গমনের উদ্যোগ নিবৃত্ত হইবার নহে। কি জন্য এই বিপ্র বারংবার নদীগণকে আহ্বান করিতেছে ? ॥ ৪ ॥ বিশ্বামিত্র—হে জলবতী নদীদ্বয়, আমার সোমসম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের জন্য গমন হইতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতীস্তুতিদ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥ নদীদ্বয়—নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিয়াছেন। জগৎপ্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি ॥ ৬ ॥ বিশ্বামিত্র—ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীরকর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন অর্থাৎ অবরোধকারীদিগকে বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষী জলসমূহ আগমন করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ নদীদ্বয়—হে স্তোতা, তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হইও না ; ভবিষ্যৎ যজ্ঞদিবসে তুমি উক্থ রচনা করিয়া আমাদিগকে সেবা করিও। আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আমাদিগকে পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভ করিও না ॥ ৮ ॥ বিশ্বামিত্র—হে ভগিনীভূত নদীদ্বয়, আমি স্তব করিতেছি। আমাকে শ্রবণ কর। আমি দূরদেশ হইতে রথ ও অশ্ব লইয়া আসিতেছি। তোমরা অবনত হও, যাহাতে সুখে পার হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে। হে নদীদ্বয়, তোমরা স্রোতের জল লইয়া রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে গমন কর॥ ৯॥ নদীদ্বয়—হে স্তোতা, আমরা তোমার এইসকল বাক্য শ্রবণ করিলাম, তুমি দূর হইতে আসিয়াছ, অতএব রথ ও শকটের সহিত গমন কর। মাতা যেমন পুত্রকে স্তন পান করাইবার জন্য এবং যুবতী যেরূপ মনুষ্যকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য অবনত হয়, সেইরূপ আমরা তোমার জন্য অবনত হইতেছি॥ ১০॥ বিশ্বামিত্র—হে নদীদ্বয়, যেহেতু ভারতগণ তোমাদিগকে পার হইবে, যেহেতু পার হইতে অভিলাষী ভরতবংশীয়েরা ইন্দ্র কতৃক প্রেরিত ও তোমাদের কতৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পার হইবে, ও পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে ও অনুমতি পাইয়াছে, অতএব আমি সর্বত্র তোমাদের স্তুতি করিব। তোমরা যজ্ঞার্হ॥ ১১॥ গোধন-অভিলাষী ভারতগণ পার হইয়া গেলেন, বিপ্র নদীগণের সুন্দর স্তুতি করিতেছেন। তোমরা অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলকে তৃপ্ত কর ও পরিপূর্ণ কর এবং শীঘ্র গমন কর॥ ১২॥ হে নদীদ্বয়, তোমাদের তরঙ্গ এরূপভাবে প্রবাহিত হউক, যে যুগকীল তাহার উপরে থাকুক, তোমরা রজ্জু স্পর্শ করিও না। পাপরহিতা, কল্যাণকারিণী, অনিন্দনীয়া বিপাশ্ ও শুতুদ্রী যেন এক্ষণে বর্ধিতা না হয়॥ ১৩॥

৩৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

পুরভেদী, মহিমাসূচকধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ তেজোদ্বারা দাসকে জয় করিয়াছেন। স্তোত্রদ্বারা আকৃষ্ট, বর্ধিতশরীর ও বহু-অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন॥ ১॥ হে ইন্দ্র, তুমি পূজনীয় ও বলবান্, তোমাকে অলংকৃত করতঃ অন্নের জন্য তোমার প্রেরিত স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি। তুমি মনুষ্যগণের এবং দেবগণের অগ্রগামী॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তোমার কর্ম প্রসিদ্ধ, তুমি বৃত্রকে অবরোধ করিয়াছিলে। শত্রুদের আক্রমণ-নিবারক ইন্দ্র মায়াবীদিগকে বিশেষরূপে বধ করিয়াছেন। শত্রুবধাভিলাষী ইন্দ্র বনে লুক্কায়িত স্কন্ধহীন শত্রুকে বিনাশ করিয়াছেন, রাত্র্যদিগের গাভীসকল আবিষ্কৃত করিয়াছেন॥ ৩॥ স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র দিবস উৎপন্ন করিয়া যুদ্ধাভিলাষী অঙ্গিরাগণের সহিত পরকীয় সেনা অভিভব করতঃ জয় করিলেন। মনুষ্যের জন্য দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্যকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইল॥ ৪॥ ইন্দ্র বহু ধন গ্রহণ করিয়া বাধাদায়িনী ও বর্ধমানা শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্তোতার জন্য উষাকে চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন এবং উহাদের শুভ্রবর্ণ তেজঃ বর্ধিত করিয়াছেন॥ ৫॥ ইন্দ্র মহান্, উপাসকেরা তাঁহার প্রভূত সৎকার্যের প্রশংসা করিতেছে। তিনি বলদ্বারা বলবান্দিগকে চূর্ণ করিতেছেন। পরাভবকারীতে জ্যাযুক্ত ইন্দ্র দস্যুদিগকে মায়াদ্বারা চূর্ণ করিয়াছেন॥ ৬॥ দেবপতি ও মনুষ্যদের বরপ্রদ ইন্দ্র মহাযুদ্ধে ধন লাভ করিয়া স্তোতাগণকে দান করিলেন। মেধাবী স্তোতাগণ যজমানের গৃহে উক্থদ্বারা ইন্দ্রের কীর্তিসকল স্তব করিতেছেন॥ ৭॥ স্তোতাগণ সকলের জেতা, বরণীয়, বলপ্রদ, স্বর্গ এবং স্বর্গীয় জলের স্বামী ইন্দ্রের আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। ইন্দ্র পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ দান করিয়াছেন॥ ৮॥ ইন্দ্র অশ্ব দান করিয়াছেন, সূর্য দান করিয়াছেন, বহুলোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করিয়াছেন, সুবর্ণময় ধন দান করিয়াছেন, দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন॥ ৯॥ ইন্দ্র ওষধি প্রদান করিয়াছেন, দিবস প্রদান করিয়াছেন, বনস্পতি ও অন্তরীক্ষদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি মেঘ ভেদ করিয়াছেন, বিরুদ্ধবাদীদিগকে বধ করিয়াছেন, যাহারা অভিমুখে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহাদের বধ করিয়াছেন॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি॥ ১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, হরিনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজিত হইতেছে। তুমি তাহাদের জন্য, বায়ু যেরূপ নিযুতের জন্য অপেক্ষা করে, সেইরূপ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। আমাদের প্রদত্ত সোম পান কর, আমরা স্বাহা-শব্দ উচ্চারণ করতঃ তোমার আনন্দের জন্য সোম পান করিতেছি॥ ১॥ বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের শীঘ্র গমনার্থ রথের অগ্রভাগে দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় সংযোজিত করিতেছি। অশ্বদ্বয় সর্বতোভাবে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞের প্রতি ইন্দ্রকে শীঘ্র আনয়ন করুক॥ ২॥ হে অভীষ্টবর্ষী অন্নবান্ ইন্দ্র, তোমার বীর্যবান্ শত্রুভয়ত্রাতা অশ্বদ্বয়কে আমাদের নিকট আনয়ন কর, তুমি এই যজমানকে রক্ষা কর। রক্তবর্ণ অশ্বদ্বয়কে এই দেবযজনে ছাড়িয়া দাও, তাহারা ভক্ষণ করুক। তুমি সমানরূপবিশিষ্ট উপযুক্ত ধান্য ভক্ষণ কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে অশ্বদ্বয় মন্ত্রদ্বারা যোজিত হয়, এবং যুদ্ধে যাহাদের সমান প্রসিদ্ধি, মন্ত্রবলে সেই অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। হে ইন্দ্র, তুমি বিদ্বান্, তুমি জানিয়া সুদৃঢ় এবং সুখকর রথে আরোহণ করতঃ সোমের নিকট আগমন কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, অন্য যজমানগণ যেন তোমার বীর্যবান্ ও কমনীয়পৃষ্ঠবিশিষ্ট হরিদ্বয়কে আনন্দিত না করে। আমরা অভিষুত সোমদ্বারা তোমার পর্যাপ্তরূপে তৃপ্তিসাধন করিব, তুমি বহুতর যজমানকে অতিক্রম করিয়া শীঘ্র আগমন কর॥ ৫॥ এই সোম তোমার, তুমি ইহার অভিমুখে আগমন কর। প্রীতমনে এই প্রভূত সোম পান কর। হে ইন্দ্র, এই যজ্ঞে কুশোপরি উপবেশন করতঃ এই সোমকে জঠরে স্থাপন কর। ৬॥ হে ইন্দ্র, তোমার জন্য কুশ বিস্তৃত করা হইয়াছে; সোম অভিষুত হইয়াছে, তোমার অশ্বদ্বয়ের ভোজনের জন্য ধান্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুশ তোমার আসন, অনেকে তোমার স্তব করে, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মরুৎ সেনা আছে, তোমার জন্য হব্যসকল বিস্তৃত হইয়াছে॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তোমার জন্য অধ্বর্যুগণ প্রস্তর ও জল এই সোম দুগ্ধকে মধুররসবিশিষ্ট করিয়াছে। হে দর্শনীয় ও বিদ্বান্ ইন্দ্র, তুমি প্রসন্নমনে আপন হিতকর স্তুতি অবগত হইয়া সোম পান কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, সোমপানকালে যে মরুৎগণকে সম্ভাবিত কর, যাহারা যুদ্ধে তোমাকে বর্ধিত করে ও তোমার সহায় হয়, সেই সকল মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া সোমপানাভিলাষী হইয়া অগ্নির জিহ্বাদ্বারা পান কর॥ ৯॥ হে যজনীয় ইন্দ্র, স্বধাদ্বারা অথবা অগ্নির জিহ্বাদ্বারা অভিষুত সোম পান কর। হে শক্র, অধ্বর্যুর হস্তদ্বারা প্রদত্ত সোম অথবা হোতার যজনীয় হব্য সেবা কর॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ; তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি॥ ১১॥

৩৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি: গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র; ১০ অঙ্গিরাপুত্র ঘোর। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, মরুৎগণের সহিত সর্বদা আগমন করিয়া বিশেষরূপে প্রস্তুত সোম ধনদানের জন্য ধারণ কর। যে ইন্দ্র বৃহৎ কর্মদ্বারা প্রখ্যাত হইয়াছেন, তিনি প্রত্যেক সোমাভিষবে পুষ্টিসাধক হব্যদ্বারা বর্ধিত হইয়াছেন॥ ১॥ পূর্বকালে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদত্ত হইয়াছে, যদ্দ্বারা তিনি কালাত্মক, দীপ্ত ও মহান্ হইয়াছেন। হে ইন্দ্র, তুমি এই প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর, এবং স্বর্গাদিফলপ্রদ প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম পান কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, পান কর ও পরিপুষ্ট হও। তোমার জন্য প্রাচীন ও নূতন সোম অভিষুত হইয়াছে। হে ইন্দ্র, তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি পুরাতন সোম যেরূপ পান করিয়াছিলে সেইরূপ এক্ষণে নূতন সোম পান কর॥ ৬॥ যে ইন্দ্র অতিশয় সামর্থ্যবান্, যুদ্ধে শত্রুদিগের অভিভবিতা, এবং শত্রুদিগের আহ্বানকারী, সেই ইন্দ্রের উগ্রবল ও দুর্ধর্ষ তেজঃ সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। যখন সোমরস হর্ষ্যশ্ব ইন্দ্রকে হৃষ্ট করে, তখন পৃথিবী এবং স্বর্গও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না॥ ৪॥ বলবান্, উগ্র, অভীষ্টবর্ষী ও দাতা ইন্দ্র, বীরকীর্তির জন্য প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইন্দ্রের গোসকল ক্ষীরপ্রদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রের দান প্রভূত ॥ ৫ ॥ নদীগণ যখন প্রসব অনুসরণ করিয়া দূরবর্তী সমুদ্রে গমন করে, তখন জল রথীর ন্যায় গমন করে। সেইরূপ বরীয়ান্ ইন্দ্র এই অন্তরীক্ষ হইতে অভিষুত লতাখণ্ডরূপ অন্ন সোমের দিকে ধাবিত হয়েন ॥ ৬ ॥ সমুদ্রসংগমাভিলাষী নদীগণ যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ করে, সেইরূপ অধ্বর্যুগণ ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোম সম্পাদন করতঃ হস্তদ্বারা লতা দোহন করে ও পবিত্রদ্বারা ধারারূপ মধুর সোমরস শোধন করে ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রের উদর হ্রদের ন্যায় সোমের আধার। তিনি বহু যজ্ঞ একবারে ব্যাপ্ত করেন। যেহেতু ইন্দ্র প্রথম ভক্ষণীয় সোমাদি ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে বৃত্রকে নিহত করিয়া দেবগণকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, শীঘ্র ধন প্রদান কর। তোমার এই ধন কে বন্ধ করিতে পারে ? আমরা তোমাকে ধনের স্বামী বলিয়া জানি। তোমার যে মহনীয় ধন আছে, হে ইন্দ্র, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে মঘবন্, হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি সকলের বরণীয় প্রভূত ধন দান কর, আমাদের জীবনের জন্য শতবৎসর প্রদান কর। হে সুন্দরহনুবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমাদের বহু বীরপুত্র প্রদান কর ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১১ ॥

৩৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি ॥ গায়ত্রী ; ১১ অনুষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, বৃত্রবিনাশকর বল লাভের জন্য ও শত্রুসেনার অভিভবের জন্য তোমাকে প্রবর্তিত করিতেছি ॥ ১ ॥ হে শতক্রতু, স্তোতাগণ তোমার মন ও চক্ষু প্রীত করিয়া আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুক ॥ ২ ॥ হে শতক্রতু, আমরা গর্বিত শত্রুদের অভিভবকর যুদ্ধে সমস্ত স্তুতিদ্বারা তোমার নাম কীর্তন করিব ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র সকলের স্তুতিযোগ্য, অপরিমিততেজোবিশিষ্ট, এবং মনুষ্যদের স্বামী, আমরা তাঁহার স্তুতি করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য এবং যুদ্ধে ধনলাভের জন্য বহু লোকের আহূত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে শতক্রতু, তুমি যুদ্ধে শত্রুদের অভিভবকারী হও, বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, যাহারা ধনে, যুদ্ধে, বীরসমূহে ও বলে আমাদিগের অভিমানী শত্রু, তাহাদিগকে পরাজয় কর ॥ ৭ ॥ হে শতক্রতু, আমাদের আশ্রয় দানের জন্য অতিশয় বলবান্, দীপ্তিযুক্ত, স্বপ্ননিবারক সোম পান কর ॥ ৮ ॥ হে শতক্রতু, পঞ্চজনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে আমি সেইগুলি তোমারই বলিয়া জানি ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, প্রভূত অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, শত্রুদের দুর্ধর্ষ ধন আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা তোমার উৎকৃষ্ট বল বর্ধিত করিব ॥ ১০ ॥ হে শত্রু, নিকট অথবা দূরদেশ হইতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তোমার যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে সেখান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর ॥ ১১ ॥

৩৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র প্রজাপতি বা বাক্-পুত্র প্রজাপতি বা ইঁহারা উভয়ে বা গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে স্তোতা, ত্বষ্টার ন্যায় ইন্দ্রের স্তুতি প্রদীপ্ত কর। উৎকৃষ্ট ভারবাহী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের প্রিয়কর্ম বিষয়ে চিন্তা করতঃ আমি মেধাবান্ হইয়া স্বর্গগত কবিগণকে দেখাইবার ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, কবিগণের জন্মবিষয়ে গুরুগণকে জিজ্ঞাসা কর, যাঁহারা মনঃসংযম ও পুণ্য কার্যদ্বারা স্বর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে এই যজ্ঞে তোমার জন্য প্রণীত স্তুতিসমূহ বর্ধমান হইয়া মনের ন্যায় বেগে যেন গমন করে ॥ ২ ॥ কবিগণ এই ভূলোকের সর্বত্র গূঢ় কর্ম নিধান করিয়া পৃথিবী ও স্বর্গকে বল লাভের জন্য অলংকৃত করিয়াছেন। উহারা মাত্রাদ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গের পরিমাণ করিয়াছেন। পরস্পরসংগতা বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবা-পৃথিবীকে মিলিত করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে ধারণার্থ অন্তরীক্ষকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ সমস্ত কবিগণ, রথস্থিত ইন্দ্রকে পরিভূষিত করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ দীপ্তিমান্ ইন্দ্র দীপ্তিতে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছেন। অভীষ্টবর্ষী ও অসুর ইন্দ্রের কীর্তি অদ্ভুত। তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমৃতে অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৪ ॥ অভীষ্টবর্ষী সনাতন সর্বজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র জল সৃষ্টি করিলেন। এই প্রভূত জল তাঁহার পিপাসা রোধ করিল। স্বর্গের পৌত্রস্বরূপ শোভমান ইন্দ্র ও বরুণ দ্যোতমান যজ্ঞকারীর স্তুতিদ্বারা লাভযোগ্য ধন আমাদের জন্য ধারণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ, পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ সবনত্রয়কে এই যজ্ঞে অলংকৃত কর। হে ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞে গমন করিয়াছ, যেহেতু আমি এই যজ্ঞে বায়ুবৎকেশবিশিষ্ট গন্ধর্বগণকে মনে মনে দেখিয়াছি ॥ ৫ ॥ যে যজমানগণ অভিমতফলপ্রদ ইন্দ্রের জন্য গোসমূহের ভোগার্হ হব্য শীঘ্র দোহন করে, যাহাদের অনেক নাম আছে, তাহারা নূতন অসুর্য বল ধারণ করতঃ ও মায়া বিকাশ করতঃ আপন আপন রূপ ইন্দ্রে সমর্পণ করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ অতএব সবিতার সুবর্ণময়ী দীপ্তিকে কেহই ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই দীপ্তিকে যিনি আশ্রয় করেন, তিনি উত্তমস্তুতিদ্বারা স্তুত হইয়া, মাতা যেরূপ সন্তানকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ সর্বব্যাপক দ্যাবা-পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা দুইজনে প্রাচীন স্তোতার শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর ; অর্থাৎ তাহাকে স্বর্গীয় মঙ্গলরূপ শ্রেয়ঃ প্রদান কর, আমাদিগকে চারিদিক হইতে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জিহ্বা সকলকে অভয় দান করে এবং ইন্দ্র স্থিরতর। সমস্ত মায়াবিগণ তাঁহার নানাবিধ কীর্তি দর্শন করিতেছে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১০ ॥

৩৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি জগৎপতি ; হৃদয় হইতে উচ্চারিত ও স্তোতৃসম্পাদিত স্তোত্র তোমার অভিমুখে গমন করিতেছে। যে স্তুতি তোমাকে জাগরিত করিয়া যজ্ঞে উচ্চারিত হইতেছে, এবং আমা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তুমি তাহা জান ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, সূর্য হইতেও পূর্বকালে উৎপন্ন যে স্তুতি যজ্ঞে উচ্চারিত হইয়া তোমাকে জাগরিত করে, সেই স্তুতি কল্যাণকর শুক্ল বস্ত্র পরিধান করতঃ আমাদিগেরই পিতৃগণের নিকট হইতে আগত ও পুরাতন ॥ ২ ॥ যমক পুত্রের মাতা যমক পুত্রদ্বয় অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিল। তাহাদের প্রশংসা করিবার জন্য আমার জিহ্বার অগ্রভাগ চঞ্চল হইয়াছে। অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের যে পিতৃগণ গোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কেহ তাহাদিগের নিন্দক নাই। মহিমান্বিত, কীর্তিমান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সমিদ্ধ গোবৃন্দ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ নবগ্ব অঙ্গিরাগণের সখা ইন্দ্র যখন জানুর উপরে ভর করিয়া গোধনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তখন দশগ্ব অঙ্গিরাগণের সহিত অন্ধকারমধ্যে লুক্কায়িত সূর্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র ক্ষীরপ্রসবিনী গাভীতে মধু সঞ্চিত করিয়াছেন, পরে পাদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত ধন আনয়ন করিলেন। ঔদার্যবান্ ইন্দ্র গুহামধ্যে স্থিত, প্রচ্ছন্ন, অন্তরীক্ষে লুক্কায়িত মায়াবীকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র রাত্রি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিলেন। আমরা পাপ হইতে দূরে ভয়রহিত স্থানে থাকিব। হে সোমপা ও সোমপুষ্ট ইন্দ্র, বহুশত্রুবিনাশক স্তোত্রকারীর এই স্তুতি সেবা কর ॥ ৭ ॥ সূর্য যজ্ঞের জন্য দ্যাবা-পৃথিবী প্রকাশিত করুক, আমরা প্রভূত পাপ হইতে দূরে অবস্থিতি করিব। হে বসুগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে অভিমুখ করিতে পারা যায়, তোমরা অতি প্রভূত ও সমৃদ্ধ ধন প্রভূতদানশীল মর্ত্যকে প্রদান কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি-শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি॥ ৯॥

৪০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমরা তোমাকে অভিযুত সোম পানের জন্য আহ্বান করিতেছি। তুমি হর্ষকর সোম পান কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, প্রজ্ঞাপ্রদ অভিষুত সোম পান করিতে অভিলাষী হও। হে বহুজনস্তুত, তৃপ্তিকর সোম পান কর, জঠরে সেক কর॥ ২॥ হে স্তূয়মান, মরুৎগণপতি ইন্দ্র, তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত আমাদের হব্যযুক্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে বর্ধিত কর॥ ৩॥ হে সৎপতি ইন্দ্র, আহ্লাদক, দীপ্ত, অভিযুত এইসকল সোমরস তোমার জঠরে গমন করিতেছে॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, বরণীয়, অভিযুত সোম জঠরে ধারণ কর। দীপ্ত এইসকল সোমরস তোমার সহিত দ্যুলোকে বাস করে॥ ৫॥ হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র, তুমি আমাদের অভিষুত সোম পান কর, যেহেতু তুমি মদকর সোমের ধারাদ্বারা সিক্ত হইয়া থাক। হে ইন্দ্র, অন্ন তোমাকর্তৃক শোধিত হয়॥ ৬॥ যজমানের দ্যুতিমান্, ক্ষয়রহিত সোম প্রভৃতি হব্য ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে, ইন্দ্র সোম পান করিয়া বর্ধিত হয়েন॥ ৭॥ হে বৃত্রহন্, সমীপদেশ অথবা দূরদেশ হইতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তুমি যদিও দূরদেশে, সমীপবর্তী দেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হইয়া থাক, তথাপি ঐ স্থান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর॥ ৯॥

৪১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী।

হে বজ্রী ইন্দ্র, তুমি আহূত হইতেছ, তুমি আমার অভিমুখে আমাদের যজ্ঞে সোম পানের জন্য শীঘ্র আগমন কর॥ ১॥ আমাদের যজ্ঞে হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন, কুশসকল পরস্পরসংসক্ত করতঃ বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, প্রাতঃসবনে সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরসকল পরস্পরসংসক্ত করা হইয়াছে॥ ২॥ হে স্তোত্রবাহক, তোমাকে আমরা এইসকল স্তুতি করিতেছি, কুশোপরি উপবেশন কর। হে শূর, পুরোডাশ ভক্ষণ কর॥ ৩॥ হে স্তুতিভাজন বৃত্রহা ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের সবনত্রয়ে উচ্চার্যমান স্তোম ও উক্থসকলে অনুরক্ত হও॥ ৪॥ ধেনুগণ যেরূপ বৎসকে লেহন করে, সেইরূপ স্তুতিসকল মহান্, সোমপা, বলপতি ইন্দ্রকে লেহন করিতেছে॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রভূত ধনদানের জন্য সোমদ্বারা শরীরে হৃষ্ট হও, স্তোতাকে নিন্দার পাত্র করিও না॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমাকে কামনা করতঃ হব্যযুক্ত হইয়া স্তুতি করিতেছি। হে নিরাসয়িতা, তুমিও আমাদিগের হবিঃ স্বীকারের জন্য অভিলাষী হও॥ ৭॥ হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র, আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অশ্ব মোচন করিও না, আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমবান্ ইন্দ্র, এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, শ্রমজলযুক্ত, লম্বমানকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় উপবেশনযোগ্য কুশাভিমুখে তোমাকে সুখকর রথে করিয়া আমাদের নিকট আনয়ন করুক॥ ৯॥

৪২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের গব্যমিশ্রিত, অভিষুত সোমের সমীপে আগমন কর। যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদিগকে কামনা করিতেছে॥ ১॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত, কুশোপরিস্থিত সোমের নিকট আগমন কর, প্রচুর পরিমাণে সোম পান করিয়া শীঘ্র তৃপ্ত হও॥ ২॥ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এই স্তুতি ইন্দ্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমপানার্থ আনয়ন করিবার জন্য এই যজ্ঞপ্রদেশ হইতে ইন্দ্রের নিকট গমন করুক ॥ ৩ ॥ আমরা এই যজ্ঞে স্তোম এবং উক্থদ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি। বহুবার আহূত ইন্দ্র আগমন করুন ॥ ৪ ॥ হে শতক্রতু ইন্দ্র, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, হে অন্নধন, ইহা জঠরে ধারণ কর ॥ ৫ ॥ হে কবি, আমরা তোমাকে যুদ্ধে অভিভবিতা ও ধনজেতা বলিয়া জানি। অতএব আমরা তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের গব্যমিশ্রিত, যবমিশ্রিত, গ্রীবাদ্বারা অভিষুত এই সোম আসিয়া পান কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার পানার্থেই, আমি এই অভিষুত সোম তোমার স্বীয় জঠরে প্রেরণ করিতেছি। উহা তোমার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হউক ॥ ৮ ॥ হে পুরাতন ইন্দ্র, আমরা কুশিকবংশোৎপন্ন। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে সোমপানে আহ্বান করিতেছি ॥ ৯ ॥

৪৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি রথে করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর, সোমপান প্রাচীন কাল হইতে তোমারই। তোমার প্রিয়তম সখিভূত অশ্বদ্বয়কে কুশের সমীপে বিমোচন কর, এইসকল ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে আহ্বান করিতেছে ॥ ১ ॥ হে স্বামী ইন্দ্র, তুমি সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া আগমন কর, আমরা প্রার্থনা করিতেছি, অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন কর। যেহেতু স্তোতৃগণকৃত এই স্তুতিসমূহ সখ্যাভিলাষী হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে ॥ ২ ॥ হে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র, অশ্বগণের ন্যায় আনন্দিত হইয়া আমাদের এই অন্নবর্ধক যজ্ঞে শীঘ্র আগমন কর, আমি ঘৃতবিশিষ্টঅন্নযুক্ত হইয়া সোমগৃহে স্তুতিদ্বারা তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, অভীষ্টবর্ষী, সুন্দরমধুবিশিষ্ট, সুন্দরশরীরযুক্ত, সখিভূত অশ্বদ্বয় তোমাকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুক। ভৃষ্টযবযুক্ত যজ্ঞসেবাকারী সখা ইন্দ্র স্তোতার বন্দনা শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমাকে লোকের রক্ষক কর। হে মঘবা সোমবান্ ইন্দ্র, আমাকে সকলের স্বামী কর, ঋষি কর, অভিষুত সোমের পানকর্তাও কর ; এবং ক্ষয়রহিত ধন প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, মহান্, ও রথে যোজিত অশ্বগণ একযোগে প্রমত্ত হইয়া তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক। উহারা অভীষ্টবর্ষী, ইন্দ্রের শত্রুগণের বিনাশক, ইন্দ্র উহাদের পৃষ্ঠদেশ সংস্পৃষ্ট করিলে, উহারা নভোদেশ হইতে আগমন করতঃ দিকসকলকে দ্বিধা করতঃ গমন করে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত অভিমতফল-সেচক সোমরস পান কর। শ্যেনপক্ষী তোমার জন্য উহা আহরণ করিয়াছে। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে তুমি শত্রুভূত মনুষ্যদিগকে পাতিত কর, এবং সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে তুমি মেঘসকল অপাবৃত কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৮ ॥

৪৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী।

হে ইন্দ্র, প্রস্তরদ্বারা অভিষুত, কমনীয়, প্রীতিকর এই সোম তোমার হউক। তুমি অশ্বযুক্ত হরিৎবর্ণ রথে আরোহণ কর, আমাদের অভিমুখে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সোমাভিলাষে উষাকে পূজা করিয়া থাক। তুমি সোমাভিলাষে সূর্যকে প্রদীপ্ত করিয়া থাক। হে হর্যশ্ব, তুমি বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্, তুমি আমাদের সমস্ত সম্পদ বর্ধিত করিতেছ ॥ ২ ॥ ইন্দ্র হরিৎবর্ণরশ্মিবিশিষ্ট দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছেন, ওষধিদ্বারা হরিৎবর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। হরিৎবর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের প্রভূত খাদ্য আছে, ইন্দ্র ঐ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন ॥ ৩ ॥ অভীষ্টবর্ষী, হরিৎবর্ণোপেত ইন্দ্র জন্মিবামাত্রেই সমস্ত দীপ্তিমান্ লোককে প্রকাশিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হর্যশ্ব বাহুদ্বয়ে হরিৎবর্ণোপেত অস্ত্র ধারণ করেন, শত্রুদের প্রাণনাশক বজ্র ধারণ করেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র কমনীয়, শুভ্র, শুভ্রস্ফীরাদিদ্বারা ব্যাপ্ত, বেগবান্ ও প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম অপাবৃত করিয়াছেন। তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসকল বাহির করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

৪৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী।
হে ইন্দ্র, তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর। ব্যাধ যেরূপ পক্ষীকে বাধা দেয়, সেইরূপ তোমাকে যেন কেহ বাধা না দেয়। পথিক যেরূপ মরুদেশ অতিক্রম করিয়া গমন করে, সেইরূপ তুমি শীঘ্র ঐসকল বাধা অতিক্রম করিয়া আগমন কর ॥ ১ ॥ ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করিবার জন্য রথে আরোহণ করেন, তিনি বলবান্ শত্রুদিগকেও ভগ্ন করেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, সাধু গোপালক যেরূপ গাভীসকলকে পরিপুষ্ট করে, তুমি যেরূপ সমুদ্রকে নদীদ্বারা পরিপুষ্ট কর, সেইরূপ তুমি যজ্ঞকর্তাকে পুষ্ট করিয়া থাক। ধেনুগণ যেরূপ তৃণাদি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি সোমরস প্রাপ্ত হইয়া থাক, সরিৎ যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সোমরস তোমাকে ব্যাপ্ত করে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, পিতা যেরূপ ব্যবহারজ্ঞ পুত্রকে ধনের অংশ দান করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে শত্রুর বাধাকারী ধনরূপ পুত্র দান কর। আঁকুশি যেরূপ পক্ব ফলের জন্য বৃক্ষকে চালিত করে, সেইরূপ তুমি আমাদের অভিলাষপূরক ধন চালিত কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ধনবান্, তুমি স্বর্গের রাজা, তোমার বাক্য সাধু, তোমার কীর্তি প্রভূত। হে বহুজনস্তুত ইন্দ্র, তুমি বলদ্বারা বর্ধিত হইয়া আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় অন্নদাতা হও ॥ ৫ ॥

৪৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, তুমি যুদ্ধশীল, অভীষ্টবর্ষী, ধনাধিপতি, উগ্র, নিত্যতরুণ, চিরন্তন, শত্রুধর্ষক, জরারহিত, বজ্রধারী, প্রসিদ্ধ ও মহান্। তোমার বীর্য মহৎ ॥ ১ ॥ হে পূজনীয় উগ্র ইন্দ্র, তুমি মহান্, তুমি ধনকে পারে লইয়া যাও, তুমি বীর্যদ্বারা শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া থাক। তুমি সমস্ত ভুবনের একমাত্র রাজা, তুমি শত্রুদিগকে প্রহার কর, ও সাধু ব্যক্তিদিগকে স্বস্থানে স্থাপিত কর ॥ ২ ॥ দ্যুতিমান্ ও সর্বপ্রকারে অপরিমিত ইন্দ্র সোমপান করতঃ পর্বত হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন, বলে দেবতাগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়েন, দ্যাবা-পৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র মহান্, গম্ভীর, স্বভাবতঃ উগ্র, বিশ্বব্যাপ্ত ও স্তোতাগণের রক্ষক। নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ পূর্বকাল হইতে অভিষুত সোম ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, মাতা যেরূপ গর্ভ ধারণ করে, সেইরূপ দ্যাবা-পৃথিবী তোমার জন্য সোম ধারণ করে। হে অভীষ্টবর্ষী, অধ্বর্যুগণ সেই সোমকে তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে ও তোমার পানের জন্য শোধিত করিতেছে ॥ ৫ ॥

৪৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণযুক্ত। তুমি রণে হর্ষের জন্য রীতি অনুসারে সোম পান কর, হর্ষকর বহু সোমরস জঠরে বিশেষরূপে সেক কর। যেহেতু তুমি পুরাকাল হইতে অভিষুত সোমের রাজা ॥ ১ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি দেবগণদ্বারা সংগত, মরুৎগণযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান্। তুমি সোম পান কর, শত্রুগণকে বধ কর, হিংসকদিগকে দূর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দাও। অনন্তর আমাদিগকে সর্বপ্রকারে অভয় দান কর ॥ ২ ॥ হে ঋতুপা ইন্দ্র, তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাহাদিগকে যুদ্ধে সাহায্যার্থ গ্রহণ করিয়াছিলে, যাহারা তোমাকে আনুকূল্য করায় তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, সেই মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে মঘবা ইন্দ্র, যাঁহারা বৃত্রবধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, হে অশ্ববান, যাঁহারা শম্বরবধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সেই মরুৎগণের সহিত সোম পান কর ॥ ৪ ॥ আমরা মরুৎগণযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভূতশক্রবিশিষ্ট, দিব্য, শাসনকর্তা, বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥

৪৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় ইন্দ্র অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহীতাকে রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র, তুমি ইচ্ছা হইলেই সাধু গব্যমিশ্রিত সোমরস প্রথমে পান কর ॥ ১ ॥ যেদিন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দিনেই সোম পানের ইচ্ছা হইলে তুমি পর্বতস্থ সোমলতার রস পান করিয়াছিলে। যেহেতু তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে স্তন্যদানের পূর্বে তোমায় সোম দান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র মাতার নিকট আগমন করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শক্রদিগকে চালিত করিয়া বিচরণ করেন, তিনি বহুপ্রকারে অঙ্গবিক্ষেপ করতঃ মহৎ কার্যসকল সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ তিনি উগ্র, শীঘ্র-অভিভবিতা, এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হইয়া শরীরকে নানাবিধরূপবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থ্যদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শক্রবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥

৪৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মহান ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি রক্ষক হইলে সমস্ত মনুষ্য সোম পান করতঃ অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবা-পৃথিবী ও দেবগণ সেই সুক্রতু ইন্দ্রকে শক্রদিগের পক্ষে বিভবনির্মিত মুদ্গররূপে জন্ম দিয়াছেন ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত, ও নেতৃতম, যিনি সেনাকে দ্বিধাভেদ করিলে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেই উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত গমন করতঃ বলদ্বারা তীব্রবেগে শক্রর আয়ুঃ নাশ করেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বলবান্, বলবান্ অশ্বের ন্যায় সংগ্রামবিজয়ী ও ধনবান্, ইন্দ্রকে যজ্ঞে ভগের ন্যায় হোম করা উচিত, তিনি স্তোতাগণের পিতাস্বরূপ, তিনি কমনীয়, আহ্বানযুক্ত ও অন্নদাতা ॥ ৩ ॥ তিনি দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের ধারক, তিনি ঊর্ধ্বগামী রথের ন্যায় এবং বসুগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া নিযুৎযুক্ত বায়ুর ন্যায়। তিনি রাত্রির আচ্ছাদক, সূর্যের জনয়িতা। ধনীর বাক্য যেমন ধন বিভাগ করে, তিনিও সেইরূপ অন্নের বিভাগকর্তা ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শক্রবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ইন্দ্র স্বাহাকৃত এই সোম পান করুন। এই সোম তাঁহারই; তিনি শত্রুহিংসক, অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণে যুক্ত এবং প্রভূতব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়া এই অন্নদ্বারা প্রীত হউন, হব্য তাঁহার শরীরের অভিলাষ পূর্ণ করুক॥১॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার আগমনের জন্য পরিচারক অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি পুরাতন, তুমি উহাদের বেগ অনুগমন করিয়া থাক। হে শোভনহনু, অশ্বগণ তোমাকে এই যজ্ঞে ধারণ করুক, তুমি এই সুন্দররূপে অভিষুত কমনীয় সোম শীঘ্র পান কর॥ ২॥ ঋত্বিক্‌গণ ফলদানেচ্ছু ও স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্ব ও দীর্ঘায়ুঃ লাভের জন্য গোসমূহদ্বারা ধারণ করেন। হে সোমবান্, তুমি সোম পান করতঃ হৃষ্ট হইয়া স্তোতাগণকে বহুবিধ গাভী প্রেরণ কর॥ ৩॥ আমাদের এই অভিলাষ গো, অশ্ব-ও দীপ্তিযুক্ত ধনদ্বারা পূর্ণ কর, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগকে বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র, স্বর্গাদি-সুখাভিলাষী কর্মকুশল কুশিকনন্দন মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহ-দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি॥ ৫॥

৫১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি।

ত্রিষ্টুপ্; ১-৩ জগতী; ১০-১২ গায়ত্রী।

ইন্দ্র মনুষ্যদের পোষক, ধনবান্, উক্‌থদ্বারা প্রশংসনীয়, বর্ধমান্, বহুবার আহূত, মরণরহিত ও সুন্দরস্তুতিদ্বারা প্রত্যহ স্তূয়মান। ইন্দ্রকে প্রভূত স্তুতিবাক্যে সর্বতোভাবে স্তব করুক॥১॥ ইন্দ্র শতযজ্ঞবিশিষ্ট, জলবান্, মরুৎগণযুক্ত, নেতা, অন্নদাতা, শত্রুগণের পুরীভেদক, যুদ্ধে শীঘ্রগামী, জলপ্রেরক, ধনদাতা, অভিভবিতা ও স্বর্গদাতা; ইন্দ্রের নিকট আমার স্তুতিবাক্য সর্বতোভাবে গমন করুক॥ ২॥ শত্রুগণের বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধে স্তূত হয়েন, তিনি পাপরহিত স্তুতিসকলকে সম্মানিত করেন, তিনি যজমানের গৃহে প্রীত হয়েন। হে বিশ্বামিত্র, মরুৎগণের সহিত অভিভবিতা ও শত্রুহন্তা ইন্দ্রকে স্তব কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি মনুষ্যগণের নেতা ও বীর, বাধাপ্রাপ্ত ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা ও উক্‌থদ্বারা বিশেষরূপে অর্চনা করে। বহুকর্মবিশিষ্ট ইন্দ্র বলের জন্য গমনোদ্যম করেন, পুরাতন একমাত্র ইন্দ্র এই অন্নের ঈশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার॥ ৪॥ মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রের অনুশাসন নানাপ্রকার, ইন্দ্রের অনুশাসনক্রমে পৃথিবী বহু ধন ধারণ করে; দ্যুলোক, ওষধি, জল, মনুষ্য, বন ও বৃক্ষ ধন রক্ষা করে॥ ৫॥ হে অশ্ববান্ ইন্দ্র, ঋত্বিক্‌গণ তোমার জন্য স্তোত্র, তোমার জন্য শস্ত্র যথার্থই ধারণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ কর। হে নিরাময়িতা সখিভূত ইন্দ্র, তুমি ব্যাপ্ত, তুমি নূতন অন্ন গ্রহণ কর, স্তোতাকে অন্ন দান কর॥ ৬॥ হে মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র, তুমি যেরূপ শর্যাতির পুত্রের অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, সেইরূপ এই যজ্ঞে সোম পান কর। হে শূর, তোমার নির্বাধ স্থানে স্থিত সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট কবিগণ হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে॥ ৭॥. হে ইন্দ্র, তুমি সোমাভিলাষী, তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের এই যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর। হে পুরুহূত, তুমি জন্মগ্রহণ করিলেই তোমাকে সমস্ত দেবগণ মহৎ যুদ্ধের জন্য অলংকৃত করিয়াছিলেন॥৮॥ হে মরুৎগণ, ইনি জলপ্রেরণবিষয়ে তোমাদের সখা। বলদাতা মরুৎগণ ইন্দ্রকে হৃষ্ট করিয়াছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁহাদের সহিত যজমানের গৃহে অভিষুত সোম পান করুন॥ ৯॥ হে ধনপতি স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র, তুমি এই উদ্দেশানুক্রমে বলদ্বারা অভিষুত সোম শীঘ্র পান কর॥১০॥ হে ইন্দ্র, তোমার অন্নের জন্য যে সোম অভিষুত হইয়াছে, সেই অভিষুত সোমে শরীর নিমগ্ন কর। তুমি সোমার্হ, সোম তোমাকে হৃষ্ট করুক॥ ১১॥ হে ইন্দ্র, উহা তোমার কুক্ষিদ্বয়ে ব্যাপ্ত হউক, উহা স্তোত্রের সহিত তোমার শরীরে ব্যাপ্ত হউক। হে শূর, ধন দানের জন্য উহা তোমার বাহুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হউক॥ ১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১-৪ গায়ত্রী, ৬ জগতী।
হে ইন্দ্র, ভৃষ্টযবযুক্ত, দধিমিশ্রিত, সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উক্থবিশিষ্ট আমাদের সোম প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, পক্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর, ভক্ষণে উদ্যম কর, তোমার উদ্দেশে হব্যসকল গমন করিতেছে॥ ২॥ তুমি আমাদের পুরোডাশ ভক্ষণ কর এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ যুবতীকে সেবা করে, সেইরূপ তুমি আমাদের স্তুতি সেবা কর॥ ৩॥ হে প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র, তুমি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ গ্রহণ কর, কারণ তোমার কর্ম মহৎ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, যে সময়ে পরিচর্যাকারী, চঞ্চলগতি, অতএব বৃষের ন্যায় আচরণকারী স্তোতা মন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রকর্ষরূপে স্তুতি করে, সেই মাধ্যন্দিন সবনের ভৃষ্টযব ও কমনীয় পুরোডাশ এই যজ্ঞে ভক্ষণ দ্বারা সংস্কৃত কর॥ ৫॥ হে বহুস্তোতৃগণস্তুত ইন্দ্র, তৃতীয় সবনে আমাদের হুত ভৃষ্টযব ও পুরোডাশ ভক্ষণদ্বারা সম্মানিত কর। আমরা হব্যবিশিষ্ট হইয়া ঋভুযুক্ত ও বাজযুক্ত হইয়া কবি ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব॥৬॥ আমরা পুষার সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রের জন্য দধিমিশ্রিত সক্তু প্রস্তুত করিয়াছি। আমরা অশ্বযুক্ত ইন্দ্রের জন্য ভৃষ্টযব প্রস্তুত করিয়াছি। হে ইন্দ্র, মরুৎগণের সহিত যুক্ত হইয়া পিষ্টক ভক্ষণ কর। হে শূর, বৃত্রহন্তা, বিদ্বান্ ইন্দ্র, তুমি সোম পান কর॥৭॥ ইঁহাকে শীঘ্র ভৃষ্টযব প্রদান কর। ইনি নেতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, ইঁহাকে পুরোডাশ প্রদান কর। হে অভিভবিতা ইন্দ্র, তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ একবিধ স্তুতি করা হইয়া থাকে, উহা সোম পানের জন্য তোমাকে প্রোৎসাহিত করুক॥ ৮॥

৫৩ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১ ইন্দ্র ও পর্বত ; ১৫-৬ বাক্, ১৭-২০ রথাঙ্গসমূহ ; ২১-২৪ অভিশাপ। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১০,১৬ জগতী ; ১৩ গায়ত্রী ; ১২,২০,২২ অনুষ্টুপ্ ; ১৮ বৃহতী।
হে ইন্দ্র ও পর্জন্য, তোমরা বৃহৎ রথে মনোহর, সুন্দরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন আনয়ন কর। হে দ্যোতমান্, তোমরা যজ্ঞে হব্য ভক্ষণ কর, হব্যদ্বারা হৃষ্ট হইয়া স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হও॥ ১॥ হে মঘবন্, এই যজ্ঞে কিছুকাল সুখে অবস্থান কর, চলিয়া যাইও না। যেহেতু সুন্দররূপে অভিষুত সোমদ্বারা আমি তোমার যাগ করিতেছি। হে শক্তিমান, পুত্র যেরূপ মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করে, আমি সেইরূপ সুমধুর স্তুতিদ্বারা তোমার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করিতেছি॥ ২॥ হে অধ্বর্যু, আমরা দুইজনে স্তুতি করিব, তুমি আমাকে উত্তর দান কর, আমরা দুইজনে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত স্তোত্র করিব। তুমি যজমানের কুশোপরি উপবেশন কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে উক্থ প্রশস্ত হউক॥৩॥ হে মঘবন্, জায়াই গৃহ, জায়াই সন্তানোৎপাদয়িত্রী। যোজিত অশ্বদ্বয় তোমাকে তথায় লইয়া যাউক। আমরা যে কোন সময়ে সোম অভিষুত করিব, সেই সময়েই যেন দূত অগ্নি তোমার নিকট গমন করে॥ ৪॥ হে মঘবন্, স্বগৃহে চলিয়া যাও অথবা এই যজ্ঞে আগমন কর। হে ভ্রাতা, উভয় স্থলেই তোমার প্রয়োজন আছে। গৃহ গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা হ্রেষারবকারী অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর॥৫॥ হে ইন্দ্র, সোমপান কর, তৎপরে গৃহে গমন কর, তোমার গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া ও সুন্দর ধ্বনি আছে, গৃহ গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর॥৬॥ এই ভোজগণ, বিরূপ অঙ্গিরাগণ অপেক্ষা অসুর আকাশের বীর পুত্রগণ বিশ্বামিত্রকে সহস্র সুযজ্ঞে ধন দান করতঃ তাঁহার জীবন বর্ধিত করুন॥ ৭॥ মঘবা স্বকীয় শরীর হইতে মায়া করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তিনি ঋতবান্ হইলেও অঋতুতে সোম পান করেন। তিনি স্বকীয় স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া স্বর্গলোক হইতে মুহূর্তমধ্যে সবনত্রয়ে গমন করেন॥ ৮॥ বিশ্বামিত্র মহান্ ও ঋষি, তিনি দেবের জনয়িতা, ও দেবকৃত ক আকৃষ্ট এবং নেতৃগণের উপদেশক ; তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সুদাস্ রাজাকে তাড়না করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রকে কুশিকবংশীয়দের প্রিয় করিয়াছিলেন॥৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে মেধাবী, নেতৃগণের উপদেশক কুশিকগণ, প্রস্তরদ্বারা সোম অভিষুত হইলে পর তোমরা স্তুতিদ্বারা দেবগণকে হৃষ্ট করতঃ শব্দায়মান হংসের ন্যায় মন্ত্র উচ্চারণ কর, দেবগণের সহিত মধুর সোমরস পান কর ॥ ১০ ॥ হে কুশিকগণ, তোমরা অশ্বের সমীপে গমন কর, অশ্বকে উত্তেজিত কর, ধনের জন্য সুদাসের অশ্বকে ছাড়িয়া দাও। রাজা ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করিয়াছেন, অতএব সুদাস রাজা পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করুন ॥ ১১ ॥ আমি দ্যাবা-পৃথিবীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করাইয়াছি, বিশ্বামিত্রের এই স্তোত্র ভারতলোকদিগকে রক্ষা করুক ॥ ১২ ॥ বিশ্বামিত্রবংশীয়েরা বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছে, তিনি আমাদিগকে ধনাঢ্য করুন ॥ ১৩ ॥ কীকটসমূহের মধ্যে গাভীসকল তোমার কি করিবে ? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধপ্রদানদ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। উহাদিগকে আমাদের নিকট আনয়ন কর, প্রমগন্দের ধন আনয়ন কর। হে মঘবন্, নীচবংশীয়দিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১৪ ॥ জমদগ্নি দত্তা সসর্পরী অজ্ঞানকে বাধাদান করতঃ আকাশে প্রভূত শব্দ করিতেছেন। সূর্যের দুহিতা দেবগণের নিকট ক্ষয়রহিত অমৃতরূপ অন্ন বিস্তার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ পঞ্চশ্রেণী লোকের মধ্যে যে অন্ন আছে, সসর্পরী শীঘ্র তাহা আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করুন। বৃদ্ধ জমদগ্নিগণ আমাদিগকে যে পক্ষ্যা দান করিয়াছেন, সেই সূর্যদুহিতা নূতন অন্ন দান করুন ॥ ১৬ ॥ গোদ্বয় স্থির হউক, অক্ষ দৃঢ় হউক। দণ্ড যেন বিনষ্ট না হয়, যুগ যেন বিশীর্ণ না হয়। ইন্দ্র কীলকদ্বয়কে বিশীর্ণ হইবার পূর্বে ধারণ করুন, হে অহিংসিত নেমিবিশিষ্ট রথ, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের শরীরে বল দান কর, আমাদের বলীবর্দগণকে বল দান কর। আমাদের পুত্রপৌত্রগণকে চিরজীবী হইবার জন্য বল দান কর। কারণ তুমি বলপ্রদ ॥ ১৮ ॥ রথের খদিরকাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর, রথের শিংশপাকাষ্ঠকে দৃঢ় কর। হে দৃঢ় ও আমাদের কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত অক্ষ, দৃঢ় হও, এই রথ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়া দিও না ॥ ১৯ ॥ বনস্পতি এই রথ আমাদিগকে যেন ফেলিয়া না দেয়, যেন আঘাত না করে। আমাদের গৃহগমন পর্যন্ত মঙ্গল হউক, রথের বেগের অবসান পর্যন্ত মঙ্গল হউক, অশ্বগণের বিমোচন পর্যন্ত মঙ্গল হউক ॥ ২০ ॥ হে শূর ধনবান্, আমরা শত্রুহিংসক। আমাদিগকে প্রভূত ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দানদ্বারা প্রীত কর। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হইয়া পতিত হউক, আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, প্রাণবায়ু তাহাকে পরিত্যাগ করুক ॥ ২১ ॥ পরশুদ্বারা বৃক্ষ যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শত্রু তাপ প্রাপ্ত হউক, শিমুল ফুল যেরূপ অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ শত্রু বিচ্ছিন্নশরীর হউক। প্রহত, জলস্রাবী পাকস্থলী যেরূপ ফেন উদ্গীরণ করে, সেইরূপ শত্রু মুখ হইতে ফেন উদ্গারণ করুক ॥ ২২ ॥ হে জনগণ, তোমরা অবসানকারী বিশ্বামিত্রকে জান না, তপঃফল লুব্ধকে পশুবৎ মনে করিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না, অশ্বের সম্মুখে গর্দভকে লইয়া যায় না ॥ ২৩ ॥ হে ইন্দ্র, ভারতগণ বশিষ্টগণের সহিত পার্থক্যই জানে, একতা জানে না। সংগ্রামে তাহাদের প্রতি সহজ শত্রুর ন্যায় অশ্ব প্রেরণ করে, ধনুক ধারণ করে ॥ ২৪ ॥

৫৪ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র প্রজাপতি অথবা বাক্-এর পুত্র প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মহান্, যজ্ঞে নিষ্পাদ্যমান ও স্তুতিযোগ্য অগ্নির উদ্দেশে সুখকর এই স্তোম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছে। অগ্নি দমনকুশল তেজোযুক্ত হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, নিরন্তর দিব্যতেজোযুক্ত হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ মহতী দ্যাবা-পৃথিবীর মাহাত্ম্য জানিয়া তাঁহাদিগকে অর্চনা কর। আমার মনোরথ তাঁহাদিগের অভিলাষে বিচরণ করিতেছে। পূজাভিলাষী দেবগণ সকল মনুষ্যের যজ্ঞে দ্যাবা-পৃথিবীর স্তোত্রে মত্ত হয়েন ॥ ২ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমাদের ঋত যথার্থ হউক। তোমরা আমাদের মহৎ যজ্ঞসমাপ্তিকার্যে সমর্থ হও। হে অগ্নি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্যুলোক ও পৃথিবীকে নমস্কার। আমি হব্যদ্বারা পরিচর্যা করিতেছি, আমি উত্তম ধন প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে সত্যযুক্ত দ্যাবা-পৃথিবী, পুরাতন সত্যবাদী মহর্ষিগণ তোমাদিগের নিকট হইতে অভিলষিত লাভ করিয়াছিল। হে পৃথিবী, মনুষ্যগণ শূরপরিভবকর যুদ্ধে তোমাদের মাহাত্ম্য জানিয়া তোমাদিগের স্তব করে ॥ ৪ ॥ কে সত্যকে জানে? কে উহা বলে? কোন্ পথ দেবতাদিগের নিকট লইয়া যায়? দেবগণের অধঃস্থান অর্থাৎ দ্যুলোকস্থিত নক্ষত্রাদি দেখা যায়, তাহা উৎকৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় ব্রতে অবস্থিতি করে ॥ ৫ ॥ কবি, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা সূর্য, এই দ্যাবা-পৃথিবীকে সর্বতোভাবে দর্শন করেন। জলের উৎপত্তিস্থান অন্তরীক্ষে হর্ষকারিণী, রসবতী, ও সমানকর্মদ্বারা ঐক্য-ভাবাপন্না দ্যাবা-পৃথিবী পক্ষীর কুলায়ের ন্যায় নানাস্থান অধিকার করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ সমানকর্মবিশিষ্টা, বিযুক্তা, দূরসীমাযুক্তা, ও বিনাশরহিত দ্যাবা-পৃথিবী জাগরণশীল হইয়া অবিনাশীপদে অন্তরীক্ষে নিত্যতরুণা ভগিনীদ্বয়ের ন্যায় রহিয়াছেন। তাঁহারা দুইজনে পরস্পরকে মিথুন নামে ডাকিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ তাঁহারা সমস্ত ভূতজাতকে বিভক্ত করিয়া রাখেন, এবং মহৎ দেবগণকে ধারণ করিয়াও ব্যথা পান না। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকলেই এক আধারে অবস্থিতি করে, সমস্ত পশুপক্ষী তথায় রহিয়াছে ॥ ৮ ॥ আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি। তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন ॥ ৯ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমি এই স্তোম উচ্চারণ করিতেছি। কোমলোদর, অগ্নিজিহ্বাবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্, নিত্যতরুণ, কবি ও স্বকর্মকীর্তনকারী মিত্র, বরুণ প্রভৃতি অদিতিপুত্রগণ শ্রবণ করুন ॥ ১০ ॥ সুবর্ণপাণি, সুবাক্ সবিতা আকাশ হইতে যজ্ঞে সবনত্রয়ে আগমন করেন। হে সবিতা, তুমি স্তোতাগণের স্তোত্র গ্রহণ কর, তৎপরে আমাদিগকে সমস্ত অভিলষিত দান কর ॥ ১১ ॥ সুকৃৎ, সুপাণি, ধনবান্, সত্যসংকল্প ত্বষ্টাদেব আশ্রয়দানের জন্য আমাদিগকে সেই সকল অভিলষিত দান করুন। হে ঋভুগণ, তোমরা পুষার সহিত যুক্ত হইয়া আমাদিগকে হৃষ্ট কর, যেহেতু ঋত্বিক্-গণ প্রস্তর উত্তোলন করতঃ যজ্ঞ করিতেছেন ॥ ১২ ॥ বিদ্যুৎরথযুক্ত, আয়ুধবান্, দীপ্তিমান্, বিনাশক, যজ্ঞোৎপন্ন, সততগমনশীল ও যজ্ঞার্হ মরুৎগণ ও সরস্বতী আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে ত্বরান্বিত মরুৎগণ, তোমরা পুত্রবিশিষ্ট ধন দান কর ॥ ১৩ ॥ ধনের হেতুভূত এই স্তোত্র এবং শস্ত্রসকল এই যজ্ঞে বহুকর্মা বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। তিনি উরুবিক্রমী। পূর্বকালীনা, যুবতী মাতাস্বরূপ দিকসকল তাঁহাকে লঙ্ঘন করে না ॥ ১৪ ॥ সর্বসামর্থ্যসম্পন্ন ইন্দ্র দ্যাবা-পৃথিবী, উভয়কেই, মহিমাদ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। হে ইন্দ্র, তুমি পুরভেদী, বৃত্রহন্তা ও শত্রুজয়শীলসেনাযুক্ত; তুমি পশু সংগ্রহ করতঃ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর ॥ ১৫ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা বন্ধুদিগের অভিলষিত জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, তোমরা আমার পালক হও। অশ্বিদ্বয়ের মিলন কমনীয়। তোমরা আমাদিগকে উত্তম ধন দান কর। তোমরা অতিরস্কৃত, তোমরা হব্যদাতাকে অনিন্দনীয় কর্মদ্বারা রক্ষা কর ॥ ১৬ ॥ হে কবি দেবগণ, তোমাদের সেই মহৎ কর্ম মনোহর, যে কর্মদ্বারা তোমরা সকলে ইন্দ্রলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে পুরুহূত ইন্দ্র, তুমি ঋভুগণের সহিত সখ্যভাবাপন্ন। তোমরা এই স্তুতি আমাদের ধন লাভের জন্য স্বীকার কর ॥ ১৭ ॥ অর্যমা, অদিতি, যজ্ঞার্হ দেবগণ এবং অহিংসিতকর্মা বরুণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদের মার্গ হইতে পুত্রগণের অকল্যাণ দূর করুন। আমাদের গৃহ পশুযুক্ত ও অপত্যবিশিষ্ট হউক ॥ ১৮ ॥ বহুস্থানে বিহিত ও দেবগণের দূত অগ্নি আমাদিগকে সর্বত্র নিরপরাধী বলুন। পৃথিবী, দ্যুলোক, জলসমূহ, সূর্য, ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥ অভীষ্টবর্ষী মরুৎগণ এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আমাদিগকে কল্যাণকর সুখ দান করুন ॥ ২০ ॥ আমাদের পথ সর্বদা সুগম ও অন্নযুক্ত হউক; হে দেবগণ, তোমরা জলদ্বারা ওষধিগণকে সংসিক্ত কর। হে অগ্নি, তুমি সখা হইলে আমার ধন যেন বিনষ্ট না হয়, আমি যেন ধন ও বহুল-অন্নযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই ॥ ২১ ॥ হে অগ্নি, হব্য আস্বাদন কর, অন্ন সম্যক্‌রূপে প্রকাশ কর, অন্ন আমাদের অভিমুখীন কর, সংগ্রামে সেই সমস্ত শত্রুগণকে জয় কর, প্রফুল্ল মনে আমাদের দিনসকল প্রকাশ কর ॥ ২২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র প্রজাপতি বা বাক্-এর পুত্র প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

উষা যখন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী, মহান্ সূর্য জলের স্থানে উৎপন্ন হয়েন, যজমান দেবগণের সমীপে শীঘ্র ব্রতসকল উপস্থিত করেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, দেবপদভাক্ পূর্বপুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, কেতু সূর্য পুরাতন দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে উদিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ২ ॥ আমার বিবিধ অভিলাষ বিবিধ দিকে গমন করিতেছে, আমি যজ্ঞের উদ্দেশে পুরাতন স্তোত্রসকল প্রদীপ্ত করিতেছি, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে পর, আমরা কেবল সত্যই বলিব। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৩ ॥ সর্বসাধারণের রাজা বহু প্রদেশে স্থাপিত হয়েন, তিনি বেদিতে শয়ন করেন, বনমধ্যে বিভক্ত হন। অন্য দ্যুলোক বৎসভূত সোম বা অগ্নিকে বৃষ্টিদ্বারা পোষণ করেন, মাতা পৃথিবী ধারণ করেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৪ ॥ অগ্নি অথবা সূর্য জীর্ণ ওষধিসকলের মধ্যে বর্তমান থাকিয়া, নব্যা ওষধিসকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পরে তরুণী ওষধিসকলের মধ্যে বাস করেন। অজাতগর্ভা ওষধিগণ গর্ভবতী হইয়া ফল প্রসব করে। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৫ ॥ দ্বিমাতা সূর্য পশ্চিমদিকে শয়ন করেন, কিন্তু উদয়কালে সেই বৎস সূর্য অপ্রতিবদ্ধগতিতে বিচরণ করেন। এই সকল মিত্র ও বরুণের কর্ম। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৬ ॥ দ্বিমাতা, যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট্ অগ্নি অগ্রে আকাশে সূর্যরূপে বিচরণ করেন। তিনি সকলের মূলভূত হইয়া ভূমিতে বাস করেন। রমণীয় বাক্‌যুক্ত স্তোতাগণ রমণীয় স্তোত্র করিতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৭ ॥ যুদ্ধকারী শূরব্যক্তির অভিমুখে আগমনকারী শত্রুসৈন্যকে যেরূপ পরাঙ্‌মুখ হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সমীপবর্তী অগ্নির অভিমুখে আগমনকারী ভূতজাতকে পরাঙ্‌মুখ হইতে দেখা যায়। অগ্নির মধ্যে জলের বিনাশক দীপ্তি আছে। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৮ ॥ পালয়িতা দূত অগ্নি ঐসকল ওষধিমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তিনি মহান্, তিনি সূর্যের সহিত দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে দর্শন করেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ৯ ॥ রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম, অক্ষয় তেজঃ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১০ ॥ মিথুনভূত অহঃ ও রাত্রি নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণবর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাঁহাদের এক জন দীপ্তিশালিনী ও অন্য জন কৃষ্ণবর্ণা। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১১ ॥ মাতা পৃথিবী ও দুহিতা দ্যুলোক স্বরূপ ক্ষীরদায়িনী ধেনুদ্বয়, যে অন্তরীক্ষে পরস্পর সংগত হইয়া পরস্পরকে রস পান করাইতেছেন, জলের স্থানভূত সেই অন্তরীক্ষের মধ্যস্থিত দ্যাবা-পৃথিবীকে আমি স্তব করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১২ ॥ দ্যুলোক পৃথিবীর বৎস অগ্নিকে লেহন করতঃ ধ্বনি করে। দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলশূন্য করিয়া স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে, সেই পৃথিবী আদিত্যের জলদ্বারা সিক্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৩ ॥ পৃথিবী নানাবিধ শরীর পরিধান করেন, তিনি উন্নত হইয়া সার্ধ সংবৎসর বয়সের বৎসকে লেহন করতঃ অবস্থান করেন। আমি সূর্যের স্থান জানিয়া পরিচর্যা করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৪ ॥ পদদ্বয়ের ন্যায় দর্শনীয় অহোরাত্রি দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন গূঢ় আর একজন আবির্ভূত। ইহাদের পরস্পর মিলনপথকাল পুণ্যকারী ও অপুণ্যকারী উভয়কেই প্রাপ্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৫ ॥ শিশুরহিতা নভঃপ্রদেশে শয়ানা, অক্ষীণরসা, ক্ষীরপ্রসবিনী যুবতী ও সর্বদা নূতনা মেঘসকল কম্পিত হউক। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৬ ॥ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র কোন কোন দিকে অত্যন্ত মেঘের শব্দ করেন, অন্যান্য দিকসমূহে জল বর্ষণ করেন। তিনি জলক্ষেপণবান্, তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা, দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৭ ॥ হে জনসকল, আমরা শূর ইন্দ্রের সুন্দর অশ্বসমূহের কথা বলিতেছি। দেবগণ উহা জানেন। তাঁহারা ছয়টি অথবা পাঁচটি করিয়া যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৮ ॥ সকলের প্রেরক, নানাবিধরূপবিশিষ্ট ত্বষ্টৃদেব বহু প্রকারে পুত্র উৎপাদন ও পালন করেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ভুবন তাঁহার। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ১৯ ॥ তিনি মহতী পরস্পরসংগত দ্যাবা-পৃথিবীকে পশুপক্ষিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে ইন্দ্রের তেজোদ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি বীর, তিনি শত্রুর ধন গ্রহণে বিখ্যাত। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ২০ ॥ বিশ্বধাতা আমাদের রাজা ইন্দ্র এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের ন্যায় বাস করেন। বীর মরুৎগণ ইন্দ্রের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধে গমন করেন এবং তাঁহার গৃহে বাস করেন। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, ওষধিসকল তোমাকর্তৃক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল তোমা হইতে নির্গত হয়। পৃথিবী তোমার জন্য ধন ধারণ করেন। আমরা তোমার সখা। আমরা যেন তোমার ধনের ভাগী হইতে পারি। দেবগণের মহৎ বল একই ॥ ২২ ॥

৫৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র প্রজাপতি বা
বাক্-এর পুত্র প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মায়াবিগণ দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রথম স্থির কর্মসকলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না, ধীরগণও পারে না। দ্রোহরহিত দ্যাবা-পৃথিবী প্রজাগণের সহিত তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। অচল পর্বতগণকে অবনত করিতে পারা যায় না ॥ ১ ॥ একটি স্থায়ী বৎসর ছয়টি ভার ঋতু ধারণ করে। গাভীসকল, রশ্মিসকল সত্য ও প্রবৃদ্ধ আদিত্যাত্মক সংবৎসরে মিলিত হয়। চঞ্চল লোকত্রয় উপরি উপরি বর্তমান রহিয়াছে, দুইটি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ গুহায় নিহিত, একটি পৃথিবী দেখিতে পারা যায় ॥ ২ ॥ তিন-বক্ষোবিশিষ্ট, তিন-উধোবিশিষ্ট বিশ্বরূপ, বহু প্রকার ও প্রজাবান্ এবং ত্রিগুণযুক্ত মহিমাবান্ বৃষভ আসিতেছে। সেই বৃষভ সকলের জন্য রস ধারণ করে ॥ ৩ ॥ সংবৎসর এইসকল ওষধির সমীপে ইহাদিগের পদবীস্বরূপ জাগরিত হইয়াছে। আমি আদিত্যগণের মনোহর নাম উচ্চারণ করিতেছি। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিত, দ্যুতিমান্ জলসমূহ উহাকে প্রীত করে, আবার পরিত্যাগ করে ॥ ৪ ॥ হে নদীগণ, কবিগণের অর্থাৎ দেবগণের ত্রিগুণিত ত্রিসংখ্যক স্থান আছে। ত্রিমাতা সংবৎসর যজ্ঞের সম্রাট্। জলবতী অন্তরীক্ষচারিণী তিন যোষিৎ যজ্ঞে দিবসে তিনবার অর্থাৎ তিন সবনে আগমন করেন ॥ ৫ ॥ হে সবিতা, দ্যুলোক হইতে আগমন করতঃ প্রত্যহ তিনবার করিয়া আমাদিগকে বরণীয় ধন প্রদান কর। হে ত্রাতা ভগ, আমাদিগকে দিবসের মধ্যে তিনবার তিন ধাতুর ধন ও গোধন প্রদান কর। হে ধিষণা, আমাদিগের যাহাতে ধন লাভ হয় তাহা কর ॥ ৬ ॥ সবিতা যেন দিনে তিনবার ধন প্রদান করেন। কল্যাণপাণি রাজা মিত্রাবরুণ, দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ইঁহারা সকলে সবিতার বদান্যতা হইতেই রত্নলাভের আশা করেন ॥ ৭ ॥ উত্তম, বিনাশরহিত, ও দীপ্তিমান্ স্থানের সংখ্যা তিন। অসুরের তিন পুত্র শোভা পাইতেছেন। যজ্ঞবান্, শীঘ্রগামী, অহিংসনীয় দেবগণ দিনে তিনবার যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

৫৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বিবেকশালী (ইন্দ্র) গোপহীনা, একাকিনী, (গোষ্ঠে) বিহারিণী ধেনুর ন্যায় আমার এই স্তুতি অবগত হউন। উহাকে (ইচ্ছা করিলে) তৎক্ষণাৎ প্রভূত অন্ন দোহন করা যায়। অতএব ইন্দ্র ও অগ্নি উহার প্রশংসা করুন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র, পূষা এবং অভীষ্টবর্ষী কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ প্রীত হইয়া সম্প্রতি অন্তরীক্ষশায়ী মেঘকে অন্তরীক্ষ হইতেই দোহন করিতেছেন। হে নিবাসপ্রদ বিশ্বদেবগণ, তোমরা এই বেদিতে বিহার কর, আমরা যেন তোমাদের প্রদত্ত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ২ ॥ যে জামিগণ জলবর্ষী ইন্দ্রের শক্তি বাঞ্ছা করে, তাহারা নম্র হইয়া ইন্দ্রের গর্ভাধানশক্তি অবগত হয়। ফলাভিলাষী ধেনুগণ অর্থাৎ ওষধিসকল, নানারূপধারী পুত্রের অর্থাৎ যবাদি শস্যের অভিমুখে বিচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ॥ ৩ ॥ যজ্ঞে প্রস্তর ধারণ করিয়া আমি সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তুতিদ্বারা প্রীত করিতেছি। হে অগ্নি, তোমার অতিশয় কমনীয়, বরণীয় দীপ্তিসকল মনুষ্যদের জন্য ঊর্ধ্ব মুখ হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে মধুমতী প্রজ্ঞাশালিনী জিহ্বা অত্যন্ত-ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়া দেবগণের প্রতি প্রেরিত হয়, তাহাদ্বারা তুমি সমস্ত যজনীয় দেবগণকে আমাদের রক্ষার জন্য এইখানে উপবেশন করাও এবং তাহাদিগকে হর্ষকর সোম পান করাও ॥ ৫ ॥ হে দ্যুতিমান্ অগ্নি, তোমার যে অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না, সেই অনুগ্রহবুদ্ধি মেঘের ধারার ন্যায় আমাদিগকে আপ্যায়িত করুক। হে নিবাসপ্রদ জাতবেদা, আমাদিগকে সেই অনুগ্রহবুদ্ধি প্রদান কর, বিশ্বজনের হিতকর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৬ ॥

৫৮ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ধেনু উষা পুরাতন অগ্নির জন্য কমনীয় দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। দক্ষিণার পুত্র সূর্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, পরে শুভ্রদীপ্তি দিবস দ্যোতমান সূর্যকে বহন করিয়া আনিতেছে। অশ্বিদ্বয়ের স্তোতা উষার পূর্বে জাগরিত হইতেছে ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বয় সত্যরূপ রথে তোমাদিগকে বহন করিতেছে। পুত্র পিতার জন্য যেরূপ উন্মুখ হয়, যজ্ঞগণ সেইরূপ তোমাদের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের নিকট হইতে পণির বুদ্ধি বিশেষরূপে নাশ কর। আমরা তোমাদের জন্য হবিঃ প্রস্তুত করিতেছি। তোমরা আগমন কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সুন্দরচক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ করতঃ উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া তোমরা স্তুতিকারীর এই শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয়, পুরাতন মেধাবিগণ কি বলেন নাই যে, তোমরা বৃত্তিহানির বিরুদ্ধে গমন কর ? ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার স্তুতি অবগত হও এবং অশ্বগণের সহিত আগমন কর। সমস্ত লোক তোমাদের আহ্বান করিতেছে, তাহারা বন্ধুর ন্যায় তোমাদিগকে দুগ্ধমিশ্রিত হর্ষকর সোম প্রদান করিতেছে। সূর্য অগ্রে উদয় হইতেছেন ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, নানাদেশকে তিরস্কৃত করিয়া দেবযানপথে এই স্থলে আগমন কর। তোমরা ধনবান্, তোমাদের স্তোত্র উদ্‌ঘোষিত হইতেছে, তোমাদের জন্য মধুর আধারসকল সজ্জিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলকর। হে নেতৃদ্বয়, জহ্লাবীতে তোমাদের ধন আছে। তোমাদের সুখকর সখ্য পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি। আমরা হর্ষকর সোমদ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করিব ॥ ৬ ॥ অক্ষীণ, সোমপায়ী, সুদক্ষ, নিত্যতরুণ, ও অসত্যরহিত এবং সুদানশীল অশ্বিদ্বয় বায়ু ও নিযুতগণের সহিত মিলিত হইয়া দিবসের শেষে সোম পান করুন ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, প্রচুর হবিঃ তোমাদের নিকট গমন করিতেছে, দোষশূন্য কর্মকুশল স্তোতৃগণ স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করিতেছে। স্তোতৃগণ কর্তৃক আকৃষ্ট, জলপ্রদ রথ সত্য দ্যাবা-পৃথিবীর অভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অত্যন্তমধুর রসবিশিষ্ট সোম মিশ্রিত হইয়াছে, পান কর, ও যজ্ঞশালায় প্রবেশ কর। তোমাদের পুনঃ পুনঃ ধনদানকারী রথ সোমাভিষবকারীর সংস্কৃত গৃহে আগমন করিতেছে ॥ ৯ ॥

৫৯ সূক্ত। মিত্র দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬-৯ গায়ত্রী।

মিত্র স্তুত হইয়া লোকসকলকে কার্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন, মিত্র অনিমেষনেত্রে লোকসকলের দিকে চাহিয়া আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে আদিত্য মিত্র, যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান্ হউক। তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে বা অভিভব করিতে পারে না। পাপ দূর হইতে অথবা নিকট হইতে সে ব্যক্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২ ॥ আমরা রোগবর্জিত ও অন্নলাভে হৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু পাতিয়া সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন ॥ ৩ ॥ এই মিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দরমুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্তবলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা। ইনি যজ্ঞার্হ, আমরা যেন ইঁহার অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য লাভ করিতে পারি ॥ ৪ ॥ আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্তক, নমস্কারদ্বারা তাঁহার উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এই হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর ॥ ৫ ॥ মনুষ্যগণের পালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনীয় ধন অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ॥ ৬ ॥ যে মিত্র নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনি কীর্তিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে প্রচুর-অন্নবিশিষ্টা করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ পঞ্চজন শত্রুজয়ক্ষম, বলবিশিষ্ট মিত্রের উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণকে ধারণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥ মিত্র, দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কুশচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাকে কল্যাণকর অন্ন প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

৬০ সূক্ত। দেবতা : ঋভুগণ ; ৫-৭ ইন্দ্র ও ঋভুগণ।
গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী।
হে ঋভুগণ, তোমাদের কর্ম সকলেই জানে, হে মনুষ্যগণ, তোমরা সুধন্বার পুত্র, তোমরা যে সকল কর্মদ্বারা শত্রু-পরাভবোপযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছ, যজ্ঞভাগ কামনা কালে তোমরা সেইসকল কর্ম জানিতে পারিয়াছিলে ॥ ১ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা যে শক্তিদ্বারা চমসকে বিভক্ত করিয়াছিলে, যে প্রজ্ঞাবলে গোশরীরে চর্ম যোজনা করিয়াছিলে, যে মনীষাদ্বারা ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়কে নির্মাণ করিয়াছিলে, সেই সকলের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২ ॥ মনুষ্যের নপ্তা ঋভুগণ যাগাদিকর্ম করিয়া ইন্দ্রের সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। সুধন্বার পুণ্যকার্যকারী পুত্রগণ কর্মবলে ও যজ্ঞাদিবলে ব্যাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা ইন্দ্রের সহিত একরথে সোমাভিষবস্থানে গমন কর। পরে মনুষ্যগণের স্তুতি গ্রহণ কর। হে ফলবাহক সুধন্বার পুত্রগণ, তোমাদের সুকৃত কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে ঋভুগণ, তোমাদের বীর্যও কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বাজবিশিষ্ট ঋভুগণের সহিত সম্যক্‌রূপে জলদ্বারা সিক্ত অভিষুত সোম দুই হাতে গ্রহণ করিয়া পান কর। হে মঘবন্, তুমি স্তুতিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজমানের গৃহে সুধন্বার পুত্রগণের সহিত উল্লাসিত হও ॥ ৫ ॥ হে বহুলোকস্তুত ইন্দ্র, তুমি ঋভু ও বাজের সমভিব্যাহারে আমাদিগের এই যজ্ঞে আনন্দিত হও। হে ইন্দ্র, দিনসকল তোমার জন্য নিয়ত হইয়াছে। দেবগণের ব্রত ও মনুষ্যগণের কর্মের সহিত দিনসকল তোমার জন্য নিয়ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তোতার অন্ন সম্পাদনকরতঃ বাজযুক্ত ঋভুগণের সহিত এই যজ্ঞে স্তোতার স্তোত্র অভিমুখে আগমন কর। মরুৎগণও শতসংখ্যক গমনকুশল অশ্বের সহিত যজমানের সহস্র প্রকারে প্রণীত অধ্বরের অভিমুখে আগমন কর ॥ ৭ ॥

৬১ সূক্ত। উষা দেবতা। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ।
হে অন্নবতী ধনবতী উষা, আমি স্তব করিতেছি, তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানবতী হইয়া আমার স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের বরণীয়া, পুরাতনী যুবতীর ন্যায় শোভমানা ও বহুস্তোত্রবতী উষা, তুমি যজ্ঞকর্মাভিমুখে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে মরণরহিতা চন্দ্ররথা সুনৃতবাক্যোচ্চারণশীলা উষা, তুমি শোভমানা হও। যে সকল প্রভূতবলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাহাদিগকে সুখে রথে যোজিত করিতে পারা যায়। তাহারা তোমাকে আবাহন করুক ॥ ২ ॥ হে উষা, তুমি মরণধর্মরহিত সূর্যের কেতুস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনাভিমুখে আগমনশীলা। তুমি আকাশে উন্নতা হইয়া রহিয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে নবতরা উষা, তুমি এক পথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চক্রের ন্যায় পুনরাবৃত্ত হও ॥ ৩ ॥ যে উষা বস্ত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ অন্ধকার ক্ষয়িত করতঃ সূর্যের পত্নী হইয়া গমন করেন, সেই সৌভাগ্যবতী সৎকার্যশালিনী উষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্ত হইতে প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ৪ ॥ হে স্তোতৃগণ, উষাদেবী তোমাদের অভিমুখে শোভা পাইতেছেন। তোমরা নমস্কার করতঃ উত্তমরূপে তাঁহার স্তুতি কর। মধুধা উষা আকাশে ঊর্ধ্বাভিমুখে তেজের আশ্রয় করিতেছেন। দীপ্তিমতী রমণীয়দর্শনা উষা অতিশয় দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৫ ॥ সত্যবতী যে উষার তেজঃপ্রভাবে সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে, ধনবতী যে উষা বিচিত্রভাবে দ্যাবা-পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, হে অগ্নি, যখন সেই শোভমানা উষা তোমার অভিমুখে আগমন করেন, তখন প্রার্থনা করিলে তুমি মনোহর ধন প্রাপ্ত হও॥৬॥ অভীষ্টবর্ষী আদিত্য সত্যভূত দিবসের মূলে উষাকে প্রেরণ করতঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বিস্তীর্ণা উষা মিত্র ও বরুণের প্রভাস্বরূপ হইয়া নানাস্থানে আপনার শোভা বিকীর্ণ করিলেন ॥ ৭ ॥

৬২ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ ইন্দ্র ও বরুণ ; ৪-৬ বৃহস্পতি ; ৭-৯ পূষা ; ১০-১২ সবিতা ;
১৩-১৫ সোম ; ১৬-১৮ মিত্রাবরুণ। গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি ;
১৬-১৮ মতান্তরে জমদগ্নি। গায়ত্রী ; ১-৩ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্রাবরুণ, অভিমন্যমান ও ভ্রমণশীল তোমাদিগের এই প্রজাগণ যেন তরুণবয়স্ক শত্রুকর্তৃক হিংসিত না হয়। তোমরা যে যশোদ্বারা বন্ধুবর্গ আমাদিগের জন্য অন্ন সম্পাদন করিয়াছ, তোমাদিগের জন্য অন্ন সম্পাদন করিয়াছ, তোমাদিগের তাদৃশ যশঃ আর কোথায় আছে ?॥ ১ ॥ হে ইন্দ্রাবরুণ, ধনলাভের অভিলাষে এই মহান্ যজমান আশ্রয় লাভের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা দ্যুলোক, পৃথিবী এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্রাবরুণ, সেই ধন আমাদিগের হউক। হে মরুৎগণ, সর্বকর্মসমর্থ ধন আমাদের হউক। সকলের ভজনীয়া দেবপত্নীগণ শরণদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন। হোত্রাভারতী দক্ষিণাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন ॥ ৩ ॥ হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি, আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর। হব্য-প্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর ॥ ৪ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা যজ্ঞসমূহে স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্যা কর। আমি তাঁহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি ॥৫॥ মনুষ্যগণের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট অভিমত ফল কামনা করি ॥ ৬ ॥ হে দীপ্তিমান্ পূষা, এই নূতন স্তুতি তোমারই জন্য। এই স্তুতি আমরা তোমার জন্য উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৭ ॥ হে পূষা, আমার সেই স্তুতি গ্রহণ কর। স্ত্রীপ্রিয় ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর অভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ তুমি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে আগমন কর ॥ ৮ ॥ যে পূষা বিশ্বজগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন, সেই পূষা আমাদের রক্ষক হউন ॥৯॥ যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি ॥ ১০ ॥ আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া স্তুতি করতঃ সবিতাদেবের ও ভগদেবের ধনদান যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ১১ ॥ কর্মরতা মেধাবী অধ্বর্যুগণ বুদ্ধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্রদ্বারা সবিতা দেবতাকে পূজা করেন ॥ ১২ ॥ পথজ্ঞ সোম গমন করিতেছেন। উপবেশনকারী দেবগণের জন্য সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে গমন করিতেছেন ॥১৩॥ সোম আমাদিগের জন্য এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদিগের জন্য রোগশূন্য অন্ন প্রদান করুন ॥১৪॥ সোম আমাদিগের আয়ুঃ বর্ধিত করতঃ এবং শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন ॥ ১৫ ॥ হে শোভনকর্মকারী মিত্রাবরুণ, আমাদিগের গোষ্ঠ দুগ্ধপূর্ণ কর ; আমাদের আবাসস্থান মধুর-রসপূর্ণ কর ॥ ১৬ ॥ হে শুচিব্রত, তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনাদ্বারা বর্ধমান। তোমরা দীর্ঘস্তুতিযুক্ত হইয়া বলমাহাত্ম্যে বিরাজ রক॥ ১৭ ॥ তোমরা জমদগ্নিকর্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর। তোমরাই যজ্ঞবর্ধয়িতা, তোমরা সোম পান কর ॥ ১৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ মণ্ডল

১ সূক্ত। দেবতা অগ্নি ; ২-৫ অগ্নি ও বরুণ। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ১ অষ্টি, ২ অতিজগতী, ৩ ধৃতি।

হে অগ্নি, তুমি দ্যোতমান ও শীঘ্রগামী। স্পর্ধাবান্ দেবগণ তোমাকে সর্বদাই যুদ্ধে প্রেরণ করেন। অতএব যজমানগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে প্রেরণ করে। হে যজনীয় অগ্নি, তুমি অমরদ্যুতিমান্ এবং উৎকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট। মর্ত্যগণ যাগ করিলে তাহাদের মধ্যে আগমনার্থ দেবগণ তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তুমি কর্মাভিজ্ঞ, তাঁহারা তোমাকে সমস্ত যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন॥ ১॥ হে অগ্নি, তোমার ভ্রাতা বরুণ হব্যভাজন, যজ্ঞভোক্তা, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, জলবান্ অদিতির পুত্র ও মনুষ্যগণের ধারক। সুবুদ্ধিপ্রযুক্ত এবং মনুষ্যগণকর্তৃক সমাদৃত বরুণকে স্তোতৃগণের অভিমুখে আনয়ন কর॥ ২॥ হে সখা দর্শনীয় অগ্নি, গমনকুশলরথযোজিত অশ্বদ্বয় যেমন শীঘ্রগামী চক্রকে লক্ষ্য দেশাভিমুখে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমি তোমার সখা বরুণকে লইয়া আইস। হে অগ্নি, তোমার সহায় বরুণের জন্য সুখকর হব্য লাভ করিয়াছ, সর্বতঃ তেজোশালী মরুৎগণের জন্যও লাভ করিয়াছ। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রের মঙ্গল কর। হে দর্শনীয় অগ্নি, তুমি আমাদেরও মঙ্গল কর॥ ৩॥ হে অগ্নি, তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের প্রতি দ্যোতমান বরুণের ক্রোধ অপনোদন কর। তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক যাজ্ঞিক, তুমি সর্বাপেক্ষা হবির্বাহী ও অতিশয় দীপ্তিমান্, তুমি আমাদিগকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত কর॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি আশ্রয়দানদ্বারা আমাদিগের প্রত্যাসন্ন হও। প্রাতঃকালে অন্ধকার নিবারিত হইলে তুমি আমাদের নিকটস্থ হও। তুমি আমাদিগের জন্য বরুণকে অর্চিত কর। তুমি যজমানগণের অত্যন্ত ফলপ্রদ, তুমি এই সুখকর হব্য ভক্ষণ কর। আমরা তোমাকে উত্তমরূপে আহ্বান করিতেছি, আমাদিগের নিকট আগমন কর॥ ৫॥ যেরূপ গাভীর তেজোযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় এবং যেরূপ পয়স্বিনী গাভী মনুষ্যের ভজনীয় হয়, সেইরূপ উত্তমরূপে ভজনীয় অগ্নি দেবতার প্রশংসনীয়, অনুগ্রাহ্য মনুষ্যগণের ভজনীয় ও স্পৃহণীয় হইয়াছে॥ ৬॥ অগ্নিদেবতার তিন প্রসিদ্ধ, উত্তম ও সত্যভূত জন্ম সকলের স্পৃহণীয় হইয়াছে। অনন্ত আকাশমধ্যে আপনার তেজোদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকলের শোধক, দীপ্তিযুক্ত স্বামী অগ্নি যজ্ঞে আগমন করুন॥ ৭॥ সেই দূত, দেবগণের আহ্বানকারী, সুবর্ণময়রথোপেত, শিখারূপ রমণীয়জিহ্বাবিশিষ্ট অগ্নি সমস্ত যজ্ঞগৃহ কামনা করেন। রোহিত তাঁহার অশ্ব, তিনি রূপবান্, কান্তিযুক্ত এবং অন্নদ্বারা সমৃদ্ধ গৃহের ন্যায় রমণীয়॥ ৮॥ অগ্নি যজ্ঞে বিনিযুক্ত থাকেন, তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত মনুষ্যগণকে জানেন। অধ্বর্যুগণ স্তুতিরূপ মহতী রশনাদ্বারা তাঁহাকে প্রণয়ন করে। তিনি মনুষ্যগণের গৃহে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতঃ বাস করেন। তিনি ধনীর সহিত একত্র বাস করেন॥ ৯॥ অগ্নির স্তোতাগণের ভজনীয় যে উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সর্বজ্ঞ অগ্নি, সেই রত্নাভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ করুন। সমস্ত অমর দেবগণ যজ্ঞের জন্য তাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন, দ্যুলোক তাঁহার পালয়িত্রী ও জনয়িত্রী। সেই সত্যভূত অগ্নিকে সকলে সিঞ্চন করিতেছে॥ ১০॥ তিনিই প্রথম, তিনি যজমানগৃহে ও মহান্ অন্তরীক্ষের মূল স্থানে উৎপন্ন হয়েন। তিনি পাদরহিত, তিনি মস্তক-বর্জিত, তিনি শরীরের অন্তর্ভাগসকল গোপন করতঃ জলবর্ষী মেঘের নীড়ে আপনাকে ধূমাকারে যোজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তুতিযুক্ত উদকের উৎপত্তিস্থানে মেঘের নীড়ে বর্তমান। তেজঃ তোমার নিকট সর্বপ্রথমে উপস্থিত হয়। যে অগ্নি স্পৃহণীয়, নিত্যতরুণ, কমনীয় ও দীপ্তিমান্, সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে সপ্তহোতা স্তব করিতেছেন ॥ ১২ ॥ এই লোকে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যজ্ঞ করণার্থ অগ্নির অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উষাদেবীকে আহ্বান করতঃ পর্বতপরিবৃত অন্ধকারমধ্যে অবস্থিত দোহবতী ধেনুসকলকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ তাঁহারা পর্বতবিদারণসময়ে অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছিলেন। অন্য ঋষিগণ সর্বত্র তাঁহাদের সেই কর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পশু নির্গমনার্থ উপায় ছিল। তাঁহারা অভিমত-ফলপ্রদ অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন, পরে জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধিবলে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ তাঁহারা কর্মনেতা এবং অগ্নিকাম। তাঁহারা মনে মনে গো-লাভ ইচ্ছা করিয়া দ্বারনিরোধক, দৃঢ়বদ্ধ, সুদৃঢ়, গাভী-গণের অবরোধক এবং সর্বতোব্যাপ্ত গোপূর্ণ গোষ্ঠরূপ পর্বতকে অগ্নিবিষয়ক স্তুতিদ্বারা উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি, তাঁহারা প্রথমে ধেনুর নাম জানিলেন। মাতার একবিংশতিসংখ্যক উৎকৃষ্ট রূপ জানিলেন। অনন্তর যে উষা এইসকল অবগত ছিলেন, তাঁহাকে স্তব করিলেন এবং অরুণবর্ণা উষা গোর মাহাত্ম্যের সহিত আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ অন্ধকার প্রেরিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল, অন্তরীক্ষ প্রকাশ হইল। উষাদেবীর প্রভা উদ্‌গত হইল। সূর্য মনুষ্যগণের সৎ ও অসৎ কর্ম অবলোকন করতঃ অজর পর্বতের উপরে আরোহণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর তাঁহারা গোসমূহকে অবগত হইয়া পশ্চাৎভাগে তাহাদিগকে দর্শন করিলেন এবং দীপ্তিযুক্ত ধন ধারণ করিলেন। ইঁহাদের সমস্ত গৃহে বিশ্বদেবগণ আগমন করিলেন। হে মিত্র, হে বরুণ, যে তোমাকে উপাসনা করে, তাহার সত্যফল লাভ হউক ॥ ১৮ ॥ অত্যন্ত দীপ্তিমান্, দেবগণের আহ্বাতা, বিশ্বপোষক ও সর্বাপেক্ষাযাগশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তব করি। যজমান গোসমূহের উধঃ হইতে শুচি দুগ্ধ দোহন করেন নাই, সোমলতাসম্বন্ধীয় শোধিত অন্ন গৃহে প্রক্ষেপ করেন নাই ॥ ১৯ ॥ অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পোষক হউন, সমস্ত মনুষ্যগণের অতিথিস্বরূপ হউন। স্তোতৃগণের অন্নভোজী জাতবেদা অগ্নি স্তোতৃগণের সুখকর হউন ॥ ২০ ॥

২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে অমর অগ্নি মর্ত্যগণমধ্যে সত্যবান্ বলিয়া নীত হইয়াছেন, যে দীপ্তিশীল অগ্নি দেবগণের মধ্যে শত্রুগণের পরাভবকারী, সেই অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা ও সর্বাপেক্ষা অধিক যজ্ঞকারী। তিনি নিজ মহিমায় প্রদীপ্ত হইবার জন্য এবং হব্যদ্বারা যজমানকে স্বর্গে প্রেরণের জন্য উত্তর বেদিতে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি অদ্য আমাদের এই কর্মে সংস্কৃত হইয়াছ। হে দর্শনীয় অগ্নি, তুমি ঋজু, মাংসল, দীপ্তিমান্ ও বলবান অশ্ব রথে যোজন করিয়া দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে দূত হইয়া গমন করিতেছ ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি সত্যভূত, তোমার রোহিত-নামক অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করি। তাহারা মনের অপেক্ষা বেগবান্, এবং অন্ন ও জল ক্ষরণ করে। তুমি দীপ্তিমান্ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করিয়া দেবগণের ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার অশ্ব উত্তম, রথ উত্তম, এবং ধন উত্তম। তুমি এই মর্ত্যগণের মধ্যে যে যজমানের হব্য উত্তম, তাহার উদ্দেশে অর্যমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্রাবিষ্ণু, মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আনয়ন কর ॥ ৪ ॥ হে অসুর অগ্নি, আমার এই যজ্ঞ গোবিশিষ্ট, মেষ-বিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট হউক। যে যজ্ঞে যজমানেরা অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিক্‌বিশিষ্ট, সে যজ্ঞ সর্বদা অপ্রধৃষ্য হব্যবিশিষ্ট পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত হউক এবং অবিচ্ছিন্ন, ধনসম্পন্ন ও বিস্তীর্ণমূলবিশিষ্ট এবং সভাযুক্ত হউক ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, যে ব্যক্তি তোমার জন্য ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া ইন্ধনভার আহরণ করে, যে তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় আপন মস্তক কাষ্ঠভার বহিয়া উত্তপ্ত করে, তুমি তাহার ধনবিশিষ্ট রক্ষক হও। তুমি তাহাকে পালন কর। যে কেহ তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করে, তাহাদের সকলের হস্ত হইতেই তাহাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি অন্ন ইচ্ছা করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তোমাকে দিবার জন্য ধারণ করে, যে তোমাকে হর্ষকর সোম প্রদান করে, যে অতিথিরূপে তোমাকে প্রণয়ন করে এবং যে ব্যক্তি দেবত্ব ইচ্ছা করিয়া আপন গৃহে তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহার পুত্র নিশ্চল ও ঔদার্যবিশিষ্ট হউক ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ও যে ব্যক্তি উষাকালে তোমার স্তুতি করে, যে ব্যক্তি প্রিয়হব্যবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে প্রীত করে, তুমি নিজগৃহে সুবর্ণনির্মিতসজ্জাবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায় বিচরণ করতঃ সেই যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি অমর, যে তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত করিয়া তোমার পরিচর্যা করে, সেই স্তোত্রকারী যেন ধনশূন্য না হয়, অনিষ্টেচ্ছু ব্যক্তির অনিষ্ট যেন তাহাকে পরিবৃত করিতে না পারে ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি আনন্দযুক্ত ও দীপ্তিমান্; তুমি যে মনুষ্যের সুসম্পাদিত, হিংসারহিত অন্ন ভক্ষণ কর, হে যুবতম, সেই হোতা নিশ্চয়ই প্রীত হয়েন। অগ্নির পরিচর্যাকারী যে যজমানের হোতাগণ যজ্ঞবর্ধক, আমরা তাঁহারই হইব ॥ ১০ ॥ অশ্বপালক যেরূপ অশ্বগণের কান্ত এবং দুর্বহ পৃষ্ঠসমূহ পৃথক করিতে পারে, বিদ্বান্ অগ্নি সেইরূপ পাপ ও পুণ্যকে পৃথক করুন। যাহাতে আমাদিগের সুপুত্রবিশিষ্ট ধন হয় তাহা করুন। তুমি দিতি ও অদিতিকে ধন দান কর এবং রক্ষা কর ॥ ১১ ॥ মনুষ্যগৃহে নিবাসকারী অতিরস্কৃত মেধাবিগণ মেধাবী অগ্নিকে হোতা হইতে আদেশ করিয়াছেন। হে অগ্নি, তুমি মেধাবী, তুমি যজ্ঞস্বামী, অতএব তুমি দর্শনীয় অদ্ভুত দেবগণকে চঞ্চল তেজোবলে অবলোকন কর ॥ ১২ ॥ হে যুবতম দীপ্তিমান্ অগ্নি, তুমি মনুষ্যগণের অভিলাষপূরক এবং প্রণয়ন-যোগ্য। যে যজমান সোম অভিষব করে, তোমার স্তুতি করে, এবং তোমার পরিচর্যা করে, তাহার রক্ষার্থে প্রভূত আহ্লাদকর উত্তম ধন দান কর ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, যেহেতু আমরাও তোমার কামনায় হস্ত পদ ও শরীর দ্বারা কার্য করি, অতএব শিল্পিগণ যেরূপ রথ নির্মাণ করে সেইরূপ যজ্ঞরত শোভনকর্মা লোকে বাহুদ্বারা কাষ্ঠ মন্থন করতঃ তোমাকে উৎপন্ন করিলেন ॥ ১৪ ॥ আমরা সাতজন প্রথম মেধাবী মাতা উষা হইতে বেধা অগ্নির নেতৃগণকে জন্ম দিয়াছি। আমরা আকাশের পুত্র অঙ্গিরা, আমরা দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া ধনবিশিষ্ট অদ্রিকে অর্থাৎ জলবিশিষ্ট মেঘকে ভেদ করিব ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি, আমাদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, নিয়তযজ্ঞরত পিতৃপুরুষগণ বিশুদ্ধ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উক্থ উচ্চারণ করিয়া ও তমোবিনাশ করিয়া অরুণবর্ণ গোসমূহকে অপাবৃত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞাদিকর্মরত দীপ্তিযুক্ত, দেবাভিলাষী স্তোতাগণ লৌহের ন্যায় আপনাদিগের জন্ম নির্মল করিয়াছেন, তাঁহারা অগ্নিকে দীপ্ত ও ইন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ করতঃ চারিদিকে উপবেশন করতঃ মহান গোসমূহকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ হে তেজস্বী অগ্নি, যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশুসমূহ থাকে, সেইরূপ অঙ্গিরাগণ দেবগণকে গোসমূহ সন্নিকটে আছে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। মর্ত্যগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হইয়াছিলেন, আর্য অপত্যবৃদ্ধি ও মনুষ্যপোষণে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার পরিচর্যা করিয়াছি। তাহাতে আমরা শোভন-কর্মা হইয়াছি। তমোনিবারিকা উষা সকল তেজঃ ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ ও বহুধা আহ্লাদকর অগ্নিকে ধারণ করিতেছেন। তুমি দ্যোতমান, আমরা তোমার মনোহর তেজের পরিচর্যা করিতেছি ॥ ১৯ ॥ হে বিধাতা অগ্নি, তুমি মেধাবী, আমরা তোমার উদ্দেশে এইসকল উক্থ উচ্চারণ করিতেছি। তুমি এইগুলি গ্রহণ কর, উদ্দীপ্ত হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে ধনবান্ কর। তুমি অনেকের বরণীয়, তুমি আমাদিগকে অনেক ধন প্রদান কর ॥ ২০ ॥

৩ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ১ রুদ্র। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ঋত্বিক্‌গণ, যজ্ঞের অধিপতি, দেবগণের আহ্বাতা, দ্যাবা-পৃথিবীর অন্নদাতা, সুবর্ণপ্রভ রুদ্র অগ্নিকে তোমরা রক্ষার জন্য বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্বেই সেবা কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, পতিকামা সুবস্ত্রাচ্ছাদিতা জায়া যেমন পতির জন্য স্থান প্রস্তুত করে, সেইরূপ আমরা এই যে উত্তর বেদিরূপ স্থান করিতেছি, ইহাই তোমার স্থান। হে সুকর্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি, তুমি তেজোদ্বারা পরিবৃত হইয়া আমাদের অভিমুখে উপবেশন কর, এইসকল স্তুতি তোমার অভিমুখে উপবেশন করুক ॥ ২ ॥ হে স্তোতা, স্তোত্রশ্রবণপরায়ণ, অপ্রমত্ত, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা, সুখকর ও অমর অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ কর। প্রস্তরের ন্যায় সোমাভিষবকারী যজমান অগ্নিকে স্তব করিতেছে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের এই কর্মের দেবতা হও। হে সত্যজ্ঞ অগ্নি, তুমি সুকর্মা, তুমি আমাদের স্তোত্র অবগত হও। তোমার উন্মাদকর স্তোত্রসকল কখন উচ্চারিত হইবে? তোমার সহিত আমাদের গৃহে কখন সখ্য জন্মিবে? ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের পাপের জন্য কেন বরুণের নিকট নিন্দা করিয়াছ? সূর্যের নিকটই বা কেন নিন্দা করিয়াছ? আমাদের কি অপরাধ আছে? অভীষ্টবর্ষী মিত্র ও পৃথিবীকে কেন বলিয়াছ? অর্যমাকে কেন বলিয়াছ? ভগকে কেন বলিয়াছ? ॥ ৫ ॥ যখন যজ্ঞে বর্ধমান হও, তখন কেন সে কথা বল? প্রকৃষ্টবলযুক্ত, শুভপ্রদ, সর্বত্রগামী, সত্যের নেতা, বায়ুকে কেন বল? পৃথিবীকে কেন বল? মনুষ্যের বিনাশক রুদ্রকে কেন বল? ॥ ৬ ॥ মহান্, পুষ্টিপ্রদ পূষাকে কেন বল? যজ্ঞভাজন হবিঃপ্রদ রুদ্রকে কেন বল? বহুস্তুতিভাজন বিষ্ণুকে পাপের কথা কেন বল? বৃহৎ শরুকে কেন সে কথা বল? ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, সত্যভূত মরুৎগণকে কেন সে কথা বল? জিজ্ঞাসা করিলে মহান্ সূর্যকে কেন সে কথা বল? অদিতিকে ও ত্বরিতগমন বায়ুকে কেন বল? হে সর্বজ্ঞ জাতবেদা, তুমি দ্যুলোকের কার্য সাধন কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, আমি যজ্ঞের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ দুগ্ধ গাভীর নিকট যাচ্ঞা করি। তিনি অপক্ব হইলেও মধুর পক্ব দুগ্ধ ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইলেও শুভ্র, পুষ্টিকর, প্রাণধারক দুগ্ধদ্বারা মনুষ্যগণকে পোষণ করেন ॥ ৯ ॥ অভীষ্টবর্ষী পুমান্ অগ্নি সত্যভূত পুষ্টিকর দুগ্ধদ্বারা সিক্ত হইতেছেন। অন্নদ অগ্নি একত্র অবস্থিত হইয়া সর্বত্র গমন করিতেছেন। জলবর্ষক পৃশ্নি উধঃ হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছেন ॥ ১০ ॥ অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা গোনিরোধক পর্বতকে বিদীর্ণ করতঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ও গোসমূহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কর্মনেতৃগণ সুখে উষাকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে অগ্নি সঞ্জাত হইলে পর সূর্য আবির্ভূত হইলেন ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, মরণরহিতা, বিঘ্নশূন্যা, মধুরজলযুক্তা নদীদেবীগণ যজ্ঞদ্বারা প্রেরিত হইয়া গমনার্থ প্রোৎসাহিত অশ্বের ন্যায় সর্বদা প্রবাহিত হইতেছেন ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, যে কেহ আমাদের হিংসা করে, তাহার যজ্ঞে কখনও যাইও না, কোন দুষ্টবুদ্ধি প্রতিবাসীর যজ্ঞে যাইও না, অন্য বন্ধুর যজ্ঞে যাইও না। তুমি কুটিলচিত্ত ভ্রাতার ঋণ গ্রহণ করিও না। আমরা বন্ধুর শত্রুদত্ত ধন ভোগ করিব না ॥ ১৩ ॥ হে সুযজ্ঞ অগ্নি, তুমি আমাদিগের রক্ষাকারী। তুমি হব্যদ্বারা প্রীত হইয়া আশ্রয়দানদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে প্রদীপ্ত কর, আমাদিগের দৃঢ় পাপ বিনাশ কর, মহান্ ও বর্ধমান রাক্ষসকে বিনাশ কর ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, আমার এই অর্চনমন্ত্রে তোমার মন প্রীত হউক, হে শূর, স্তোত্রের সহিত আমাদিগের অন্ন গ্রহণ কর। হে অঙ্গিরা অগ্নি, মন্ত্র গ্রহণ কর, দেবগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতি তোমাকে বর্ধিত করুক ॥ ১৫ ॥ হে বিধাতা অগ্নি, তুমি বিদ্বান্ ও কবি। আমি প্রাজ্ঞ, আমি তোমার উদ্দেশে ফলপ্রাপক, গূঢ়, নিশ্চয় বক্তব্য ও কবিগ্রথিত এই সমস্ত বাক্য স্তোত্র ও শস্ত্রের সহিত উচ্চারণ করি ॥ ১৬ ॥

৪ সূক্ত। রাক্ষস-বিনাশক অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, ব্যাধের বিস্তীর্ণ জালের ন্যায় তোমার তেজঃসমূহ প্রকাশ কর। রাজা যেরূপ অমাত্যের সহিত হস্তীর উপর গমন করেন, সেইরূপ তুমি ভয়শূন্য তেজঃসমূহের সহিত গমন কর। তুমি ক্ষিপ্রগামী সেনার অনুগমন করতঃ পরসৈন্য বিনাশ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ কর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা রাক্ষসগণকে ভেদ কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তোমার ভ্রমণকারী শীঘ্রগামী রশ্মিসকল প্রসৃত হইতেছে। তুমি দীপ্তিমান্, তুমি অভিভবকারী তেজো-রশ্মিদ্বারা শত্রুদিগকে দগ্ধ কর। শত্রুরা তোমাকে নিরোধ করিতে পারে না, তুমি জুহুদ্বারা তাপপ্রদ তেজঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্ফুলিঙ্গ ও উল্কা বিকীর্ণ কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি অতিশয় ত্বরাবান্, তুমি রশ্মিসমূহকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। কেহ তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। যে সকল লোক দূর হইতে আমাদের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, অথবা যাহারা নিকটে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে এইসকল প্রজাকে রক্ষা কর। আমরা তোমারই, কোন শত্রু যেন আমাদিগকে পরিভব করিতে না পারে ॥ ৩ ॥ হে তীক্ষ্ণজ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি, প্রস্তুত হও, শিখা বিস্তার কর, শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ কর। হে সমিদ্ধ অগ্নি, যে ব্যক্তি আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দগ্ধ করিয়া ফেল ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রস্তুত হও, আমাদের অপেক্ষা বলবান্ শত্রুকে প্রত্যেককে দূর করিয়া দাও, তোমার দৈব তেজঃ আবিষ্কার কর, যাতুজনদিগের দৃঢ় ধনুঃ জ্যা-শূন্য কর এবং পূর্বে পরাজিত ও অপরাজিত শত্রুগণকে বিনাশ কর ॥ ৫ ॥ হে যুবতম অগ্নি, তোমার আগমন শুভকর এবং তুমি প্রধান। যে তোমাকে স্তুতি করে, সে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। তুমি যজ্ঞস্বামী, তুমি তাহার জন্য সমস্ত সুদিন, সমস্ত ধন, সমস্ত রত্নাদি দান কর এবং তাহার গৃহের অভিমুখে দ্যোতিত হও ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি নিত্যসংকল্পিত হব্যদ্বারা অথবা উক্থমন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, সে সৌভাগ্যবান্ ও সুদাতা হউক। আপনার কষ্টলভ্য আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক। সমস্ত সুদিন তাহার জন্য হউক। সে যজ্ঞফলসাধনসমর্থ হউক ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তোমার অনুগ্রহবুদ্ধির পূজা করি। তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত বাক্য প্রতিধ্বনিত হইয়া তোমার স্তুতি করুক। আমরা উত্তম-রথ ও উত্তম-অশ্ববিশিষ্ট হইয়া তোমার পরিচর্যা করিব। তুমি প্রত্যহ আমাদিগের ধন ধারণ করিবে ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হইতেছ। এখানে লোকে প্রত্যহ আপনি তোমার সমীপে তোমার প্রচুর পরিচর্যা করিতেছে। আমরাও শত্রুগণের ধন আত্মসাৎ করতঃ বিহার করিয়া প্রসন্নমতে তোমার পরিচর্যা করিতেছি ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, সুন্দর-অশ্ব ও হিরণ্যবিশিষ্ট, যে ব্যক্তি ধনপূর্ণ রথের সহিত তোমার সমীপে আগমন করে, তুমি তাহার রক্ষক হও। যে ব্যক্তি তোমাকে যথাক্রমে অতিথিযোগ্য পূজা প্রদান করে, তুমি তাহার সখা হও ॥ ১০ ॥ হে হোতা, যুবতম, প্রজ্ঞাবান্ অগ্নি, স্তোত্রদ্বারা যে বন্ধুতা উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমি মহান্ শত্রুদিগকে ভঙ্গ করি। এইসকল বাক্য পিতা গোতমের নিকট হইতে আমার নিকট আসিয়াছে। তুমি শত্রুবিনাশক, আমাদিগের এই বাক্য অবগত হও ॥ ১১ ॥ হে সর্বজ্ঞ অগ্নি, তোমার রশ্মিসকল সর্বদা জাগরূক, সর্বদা গমনস্বভাব, সুখান্বিত, অনলস, শুভকর, অশ্রান্ত, পরস্পর সংগত, ও রক্ষণক্ষম। তাহারা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, তোমার যে রক্ষণক্ষম রশ্মিসকল কৃপা করিয়া মমতার পুত্র চক্ষুহীন দীর্ঘতমাকে শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তুমি সর্বপ্রজ্ঞাবান্, তুমি সেই উত্তম হিতকর রশ্মিসকলকে বিশেষরূপে পালন করিতেছ। তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াও বিনাশ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি গমনে লজ্জাশূন্য। আমরা তোমার অনুগ্রহে সমানধনবিশিষ্ট ও তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমার অনুজ্ঞায় অন্ন লাভ করি। হে সত্যবিস্তারক পাপনাশক, উভয়বিধ শত্রুকে বিনাশ কর, যথাক্রমে সমস্ত কার্য কর ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, এই প্রদীপ্তস্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্যা করি। তুমি আমাদের কথা মান, এই স্তোত্র গ্রহণ কর, স্তুতিবিহীন রাক্ষসদিগকে ভস্মসাৎ কর। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি, শত্রু ও নিন্দকদিগের পরিবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥

৫ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমরা কি প্রকারে সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া বৈশ্বানর-নামক অভীষ্টবর্ষী, মহান্ দীপ্তিমান্ অগ্নিকে হব্য প্রদান করিব? স্তম্ভ যেরূপ ছাদকে ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সম্পূর্ণ এবং বৃহৎ শরীরদ্বারা দ্যুলোক ধারণ করেন ॥ ১ ॥ যে অগ্নিদেব হব্যযুক্ত হইয়া পরিপক্কবুদ্ধিবিশিষ্ট মর্ত্যকে এই ধন দান করিয়াছেন, তাঁহাকে নিন্দা করিও না। তিনি মেধাবী, অমর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রজ্ঞাবান্, তিনি বৈশ্বানর, নেতৃশ্রেষ্ঠ এবং মহান্ ॥ ২ ॥ মধ্যম- ও উত্তম স্থান-পরিব্যাপী, তীক্ষ্ণতেজোবিশিষ্ট, প্রভূতসারবান্, অভীষ্টবর্ষী, ধনবান্ অগ্নি গাভীর পদচিহ্নের ন্যায় অত্যন্ত গূঢ়। তিনি জ্ঞাতব্য, মহৎ স্তোত্র বিশেষ-রূপে অবগত হইয়া আমাদিগকে বলুন ॥ ৩ ॥ বিদ্বান্ মিত্র ও বরুণের প্রিয় এবং ধ্রুব কর্মে যাহারা বাধা দেয়, সুন্দরধনবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণদন্ত অগ্নি অত্যন্ত সন্তাপকর তেজোদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করুন ॥ ৪ ॥ ভ্রাতৃরহিতা, বিপথ-গামিনী যোষিতের ন্যায়, পতিবিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্যার ন্যায়, পাপী অনৃত, অসত্য লোকে এই গভীর পদ উৎপাদন করিয়াছে ॥ ৫ ॥ হে পাবক অগ্নি, আমি তোমার কর্ম পরিত্যাগ করি না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গুরুভারের ন্যায় তুমি আমাকে প্রভূত ধন দান কর। সে ধন শত্রুধর্ষক, অন্নযুক্ত, অন্যের অনবগাহনীয়, মহৎ, স্পর্শনযোগ্য এবং সপ্তপ্রকার ॥ ৬ ॥ এই সুযোগ্যা এবং শোধয়িত্রী স্তুতি উপযুক্ত পূজাবিধির সহিত সকলের প্রতি সমান সেই বৈশ্বানরের নিকট শীঘ্র গমন করুক। সেই বৈশ্বানরের আরোহণকারী দীপ্ত মণ্ডল অর্থাৎ সূর্য, পৃথিবীর নিকট হইতে অচল দ্যুলোকের উপরে বিচরণ করিবার জন্য পূর্বদিকে আরোপিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ লোকে বলে যে দোগ্ধাগণ জলের ন্যায় যে দুগ্ধ দোহন করে, সেই দুগ্ধ বৈশ্বানর গুহাতে লুকাইয়া রাখেন এবং তিনি বিস্তীর্ণা পৃথিবীর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ স্থান রক্ষা করেন। আমার এই বাক্যের পর আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে ?॥ ৮ ॥ ক্ষীরপ্রসবিনী গাভী অগ্নিহোত্রাদি কর্মে যাঁহাকে সেবা করে, যিনি অন্তরীক্ষে অত্যন্ত দীপ্তি পান, যিনি গুহাতে নিহিত এবং যিনি শীঘ্রস্যন্দমান ও শীঘ্রগমনকারী, আমি সেই পূজ্য মহান্ দেবসমূহকে জানিতে পারিয়াছি ॥ ৯ ॥ অনন্তর পিতামাতা-স্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবীমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া দীপ্তিমান্ বৈশ্বানর গাভীর উধোদেশে নিগূঢ় রমণীয় দুগ্ধ মুখের দ্বারা পান করিবার জন্য প্রবোধিত হয়েন। অভীষ্টবর্ষী, দীপ্ত এবং প্রযত বৈশ্বানরের জিহ্বা মাতা গাভীর উধঃপ্রদেশরূপ উৎকৃষ্ট স্থানের সমীপে বিদ্যমান আছে ॥ ১০ ॥ আমি নমস্কারপূর্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য বলিতেছি। হে জাতবেদা, তোমাকে স্তুতি করিয়া যদি এই ধন লাভ করি তুমি ইহার স্বামী। তুমি সমস্ত ধনের স্বামী, পৃথিবীতে যে ধন আছে, এবং দ্যুলোকে যে ধন আছে, তুমি সে সমুদয়ের স্বামী ॥ ১১ ॥ এই ধনের সাধনভূত ধন কি ? ইহার হিতকর ধন কি ? হে জাতবেদা, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি আমাদিগকে বল। তুমি আমাদিগকে এই ধনপ্রাপ্তি-মার্গের গূঢ় এবং উৎকৃষ্ট উপায় বল। আমরা যেন নিন্দনীয় হইয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হই ॥ ১২ ॥ পূর্ব প্রভৃতি সীমা কি ? পদার্থজ্ঞান কি ? অভিলষণীয় পদার্থসমূহ বা কি ? শীঘ্রগামী অশ্ব যেরূপ সংগ্রামাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ আমরা এইসকল অভিগত হইব। দ্যুতিমতী, মরণরহিতা আদিত্যের পত্নী, প্রসবিত্রী উষা, কোন্ সময়ে আমাদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়া ব্যাপ্ত হইবেন ? ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, লোকে অন্নরহিত উক্থমন্ত্রে এবং আরোপণীয় অল্পাক্ষর বাক্যে তৃপ্ত না হইয়া এখানে তোমাকে কি বলিতেছে ? হবিঃপ্রভৃতিসাধনরহিত ব্যক্তিগণ দুঃখপ্রাপ্ত হউক ॥ ১৪ ॥ সমিদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী এবং নিবাসপ্রদ অগ্নির তেজসমূহ মঙ্গলের জন্য যজ্ঞগৃহে দীপ্তি পাইতেছে। তিনি দীপ্ত তেজকে পরিধান করেন, অতএব তাঁহার রূপ দর্শনীয়, তিনি অনেক যজমান কর্তৃক স্তুত হইয়া বনদ্বারা রাজার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে যজ্ঞের হোতা অগ্নি, তুমি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে আমাদিগের ঊর্ধ্বে অবস্থান কর। তুমি শত্রুগণের ধন জয় কর, তুমি স্তোতার স্তুতি প্রবর্ধিত কর ॥ ১ ॥ বিজ্ঞ, হোতা, হর্ষয়িতা, প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট অগ্নি যজ্ঞে প্রজাগণের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি ঊর্ধ্বে দীপ্তি আশ্রয় করেন এবং স্তম্ভের ন্যায় দ্যুলোকের উপরে ধূম ধারণ করেন ॥ ২ ॥ সংযত ও পুরাতন জুহু ঘৃতপূর্ণ হইতেছে। যজ্ঞবিস্তারকারী অধ্বর্যু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নবজাত যূপ উন্নত হইতেছেন, আক্রমণকারী সুদীপ্ত কুঠার পশুর নিকট গমন করিতেছে ॥ ৩ ॥ কুশ বিস্তৃত হইলে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অধ্বর্যু দেবগণকে প্রীত করিবার জন্য উত্থিত হয়েন। হোতা পুরাতন অগ্নি অল্প হব্যকে বহু করিয়া পশুপালকের ন্যায় পশুর চতুর্দিকে তিনবার গমন করেন॥ ৪॥ হোতা, হর্ষদাতা, মিষ্টভাষী এবং যজ্ঞবান্ অগ্নি পরিমিতগতি হইয়া পশুর চতুর্দিকে গমন করেন, অগ্নির দীপ্তিসমূহ অশ্বের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবিত হয়, অগ্নি যখন প্রদীপ্ত হয়েন, তখন সমস্ত ভূতজাত ভীত হয়॥ ৫॥ হে সুন্দরশিখাবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি ভীতিজনক এবং সর্বব্যাপ্ত। তোমার মনোহর এবং কল্যাণী মূর্তি সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। রাত্রি অন্ধকারের দ্বারা তোমার দীপ্তি নিবারণ করিতে পারে না এবং ধ্বংসকগণ তোমার শরীরে পাপ জন্মাইতে পারে না॥ ৬॥ যে জনয়িতা বৈশ্বানরের দান কেহ নিবারণ করিতে পারে না, এবং মাতা পিতা দ্যাবা-পৃথিবী যাঁহাকে প্রেরণ করিতে শীঘ্র সক্ষম হন না, সেই সুতৃপ্ত এবং পাবক অগ্নি মনুষ্যলোকের মধ্যে সখার ন্যায় দীপ্তি পান॥ ৭॥ মনুষ্যলোকদিগের মধ্যে দশটি ভগিনী অর্থাৎ অঙ্গুলি নারীদিগের ন্যায় অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছে। সেই অগ্নি উষাকালে বুধ্যমান্, হব্যভোজী, দীপ্তিমান্, সুন্দরবদন এবং তীক্ষ্ণ কুঠারের ন্যায় শত্রুহন্তা॥ ৮॥ হে অগ্নি, তোমার সেই অশ্বগণ যজ্ঞাভিমুখে আহূত হইতেছে। তাহাদিগের নাসা হইতে ফেন নির্গত হয়, তাহারা রোহিত, ঋজুগামী, সুন্দরগামী, দীপ্তিমান্, যুবা, সুগঠিত এবং দর্শনীয়॥ ৯॥ হে অগ্নি, তোমার সেই অভিভবকারী, গমনশীল, দীপ্ত এবং পূজনীয় রশ্মিসমূহ মরুৎগণের ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করতঃ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় গন্তব্য স্থানে গমন করে॥ ১০॥ হে সমিদ্ধ অগ্নি, তোমার জন্য স্তোত্র করা হইয়াছে, হোতা উক্থ উচ্চারণ করিতেছে এবং যজমান যজ্ঞ করিতেছে। অতএব তুমি আমাদিগকে দান কর। মনুষ্যগণ ধন অভিলাষ করতঃ মনুষ্যগণের প্রশংসাযোগ্য হোতা অগ্নিকে পূজা করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছে॥ ১১॥

৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১ জগতী, ২-৬ অনুষ্টুপ্।

অপ্নবান্-আদি ভৃগুবংশীয়গণ বনমধ্যে বিচিত্রদর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি যজ্ঞকারিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছেন॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিমান্ এবং মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য, তোমার দীপ্তি কখন প্রস্থত হইবে? মর্ত্যগণ তোমাকে গ্রহণ করিতেছে॥ ২॥ মায়ারহিত, বিজ্ঞ, নক্ষত্রপরিবৃত দ্যুলোকসদৃশ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৃদ্ধিকারক অগ্নিকে মনুষ্যগণ দর্শন করতঃ প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে গ্রহণ করে॥ ৩॥ যে অগ্নি সমস্ত প্রজাগণকে অভিভূত করেন, সেই শীঘ্রগামী যজমানের দূত, কেতুস্বরূপ ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে মনুষ্যগণ সমস্ত প্রজাগণের জন্য আনয়ন করিয়াছেন॥ ৪॥ সেই হোতা, বিদ্বান্ অগ্নিকে মনুষ্যগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। তিনি রমণীয়, পবিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ এবং সপ্ততেজোযুক্ত॥ ৫॥ মাতৃস্বরূপ জলসমূহে এবং বৃক্ষসমূহে বিদ্যমান, কমনীয়, অসেবিত, বিচিত্র, গুহানিহত, বিজ্ঞ এবং সর্বত্রহব্যগ্রাহী সেই অগ্নিকে উপবিষ্ট করাইয়াছেন॥ ৬॥ দেবগণ নিদ্রা হইতে বিযুক্ত হইয়া, যে অগ্নিকে জলের স্থানস্বরূপ সমস্ত যজ্ঞে প্রীত করেন, সেই মহান্, সত্যবান্ অগ্নি নমস্কারপূর্বক দত্ত হব্য গ্রহণ করিয়া সর্বদাই যজ্ঞ অবগত হয়েন॥ ৭॥ হে অগ্নি, তুমি বিদ্বান্, তুমি যজ্ঞের দূতকার্য জান। তুমি দ্যাবা-পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে স্থিত অন্তরীক্ষকে জান, তুমি পুরাতন, তুমি অল্প হব্যকে বহু করিয়া থাক, তুমি বিদ্বান্, শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণের দূত। তুমি স্বর্গের আরোহণযোগ্য স্থানে গমন করিয়া থাক॥ ৮॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিমান্। তোমার বর্ত্ম কৃষ্ণবর্ণ এবং তোমার দীপ্তি পুরোবর্তিনী। তোমার সঞ্চরণশীল তেজঃ সকল তেজঃপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে না পাইয়া যজমানগণ তোমার উৎপত্তির হেতুভূত কাষ্ঠদ্বয়রূপ গর্ভ ধারণ করে। তুমি উৎপন্ন হইয়া সদ্যই দূত হইয়া থাক॥ ৯॥ সদ্যোজাত অগ্নির তেজঃ দৃষ্ট হয়। যখন বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন অগ্নি বৃক্ষসমূহে তীক্ষ্ণ শিখা সংযুক্ত করেন এবং স্থির অন্নরূপ কাষ্ঠাদিকে তেজোদ্বারা বিখণ্ডিত করেন॥ ১০॥ অগ্নি অন্নভূত কাষ্ঠাদিকে ক্ষিপ্রগামী রশ্মিসমূহদ্বারা শীঘ্র দগ্ধ করেন। মহান্ অগ্নি, আপনাকে ক্ষিপ্রগামী দূত করেন, তিনি কাষ্ঠসমূহকে বিশেষরূপে দগ্ধ করতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুর বলের সহিত সংগত হয়েন, অশ্বসাদী যেরূপ অশ্বকে বলবান্ করে ও প্রেরণ করে, সেইরূপ গমনশীল অগ্নি স্বীয় রশ্মিকে বলবান্ করেন ও প্রেরণ করেন ॥ ১১ ॥

৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।
হে অগ্নি, আমি স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করি। তুমি দূত, সর্ববিৎ, হব্যবাহী, অমর এবং যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥ তিনি ধন দান করিতে জানেন, তিনি মহান্, তিনি দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য স্থান জানেন। তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ॥ ২ ॥ তিনি দ্যুতিমান্, তিনি যজমানগণকে দেবগণের নিকট নমস্কার করাইতে জানেন। তিনি যজ্ঞগৃহে যজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তিকে অভীষ্ট ধন দান করেন ॥ ৩ ॥ তিনি হোতা, তিনিই দূতকার্য অবগত হইয়া এবং দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য স্থান বিদিত হইয়া দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে গমন করেন ॥ ৪ ॥ যাহারা অগ্নিকে হব্য দান করিয়া প্রীত করে, যাহারা তাঁহাকে পুষ্ট করতঃ কাষ্ঠদ্বারা প্রদীপ্ত করে, আমরা যেন সেইরূপ যজমান হইতে পারি ॥ ৫ ॥ যাহারা অগ্নির পরিচর্যা করে, তাহারা অগ্নিকে ভজনা করিয়া ধনদ্বারা এবং পুত্রপৌত্রাদিদ্বারা বিখ্যাত হয় ॥ ৬ ॥ অনেকের স্পৃহণীয় ধন আমাদিগের নিকট প্রতিদিন আগমন করুক, অন্ন আমাদিগকে কার্যে প্রবর্তিত করুক ॥ ৭ ॥ তিনি মেধাবী, তিনি বলদ্বারা মনুষ্যগণের বিনাশযোগ্য শত্রু বিশেষরূপে নাশ করুন ॥ ৮ ॥

৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।
হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সুখী কর। তুমি মহান্, তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তির নিকট কুশে উপবেশন করিবার জন্য আগমন কর ॥ ১ ॥ অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তিনি মনুষ্যলোকদিগের মধ্যে প্রকর্ষরূপে গমন করেন এবং অমর। তিনি সমস্ত দেবগণের দূত হউন ॥ ২ ॥ তিনি যজ্ঞগৃহে নীত হয়েন। তিনি যজ্ঞসমূহে স্তুতিযোগ্য হইয়া হোতা হয়েন, অথবা পোতা হইয়া উপবেশন করেন ॥ ৩ ॥ অথবা অগ্নি যজ্ঞে গৃহিণী হয়েন অথবা যজ্ঞগৃহে গৃহপতি হয়েন, অথবা ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্ হইয়া উপবেশন করেন ॥ ৪ ॥ তুমি যজ্ঞাভিলাষীগণের উপবক্তা। তুমি মনুষ্যজনের হব্য কামনা করিয়া থাক ॥ ৫ ॥ তুমি হব্য বহন করিবার জন্য যে মনুষ্যের যজ্ঞ সেবা কর, তাহার দৌত্যকার্য কামনা কর ॥ ৬ ॥ হে অঙ্গিরা, তুমি আমাদিগের অধ্বর সেবা কর, আমাদিগের যজ্ঞ সেবা কর, এবং আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ তুমি যে রথদ্বারা সমস্ত দিকে গমন করিয়া হব্যপ্রদাতাকে রক্ষা কর, তোমার সেই অহিংসনীয় রথ আমাদিগের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হউক ॥ ৮ ॥

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। পদপংক্তি ;
৪,৬,৭ পদপংক্তি বা উষ্ণিক্ ; ৫ মহাপদপংক্তি ; ৮ উষ্ণিক্।
হে অগ্নি, আমরা অদ্য দেবপ্রাপক স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করিব। তুমি অশ্বের ন্যায় হব্যবাহক এবং ক্রতুর ন্যায় উপকারী। তুমি ভদ্র এবং হৃদয়গ্রাহী ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি এক্ষণেই ভজনীয়, প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টফলসাধক, সত্যভূত ও মহান্ যজ্ঞের নেতা হইয়াছ ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি জ্যোতিষ্মান সূর্যের ন্যায় সমস্ত তেজোযুক্ত এবং প্রসন্নান্তঃকরণ। তুমি আমাদিগের এই স্তোত্রদ্বারা নীত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, অদ্য আমরা বাক্যদ্বারা তোমাকে স্তুতি করতঃ হব্য দান করিব। আকাশের রশ্মিসদৃশ তোমার শোধক শিখাসমূহ শব্দ করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তোমার প্রিয়তমা দীপ্তি দিবারাত্র অলংকারের ন্যায় পদার্থসমূহকে শোভিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য তাহাদের সমীপে শোভা পাইতেছে ॥ ৫ ॥ হে অন্নবান্ অগ্নি, তোমার মূর্তি শোভিত ঘৃতের ন্যায় পাপরহিত। তোমার শুদ্ধ হিরণ্যরূপ তেজঃ অলংকারের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৬ ॥ হে সত্যবান্ অগ্নি, তুমি যজমানকৃত চিরন্তন পাপ মর্ত্য যজমান হইতে নিশ্চয়ই দূর করিয়া থাক ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তোমরা দ্যুতিমান্, তোমাদিগের প্রতি আমাদিগের সখ্য এবং ভ্রাতৃভাব মঙ্গলজনক হউক। দেবগণের স্থানে সমস্ত যজ্ঞে উহা আমাদিগের নাভিস্বরূপ ॥ ৮ ॥

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বলবান্ অগ্নি, তোমার মঙ্গলকর তেজঃ সূর্যের সমীপভূত দিবসে দীপ্তি পায়, তোমার দীপ্তিশালী এবং দর্শনীয় তেজঃ রাত্রিতেও দৃষ্ট হয়। তুমি রূপবান্, তোমার উদ্দেশে স্নিগ্ধ এবং দর্শনীয় অন্ন হুত হয় ॥ ১ ॥ হে বহুজন্মা অগ্নি, তুমি যজ্ঞে স্তুত হইয়া স্তুতিকারীর জন্য স্বর্গদ্বার বিমুক্ত কর। হে সুন্দরতেজোবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি দেবগণের যজমানকে যে ধন দান করিয়া থাক, আমাদিগকে সেই প্রভূত এবং অভিলষণীয় ধন দান কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, কর্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, স্তুতিসমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আরাধনযোগ্য উক্থসমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। সত্যকর্মা ও হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বীর্যযুক্ত রূপ এবং ধন তোমা হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, বলবান্, হব্যবাহক, মহান্, যজ্ঞকারী ও সত্যবলবিশিষ্ট পুত্র তোমা হইতে উৎপন্ন হয়; দেবগণকর্তৃক প্রেরিত সুখপ্রদ ধন তোমা হইতে উৎপন্ন হয়; অপ্রতিহতগতিবিশিষ্ট বেগগামী অশ্ব তোমা হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥ হে অমর অগ্নি, দেবাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করে। তুমি দেবগণের প্রথম এবং দীপ্তিমান্, তোমার জিহ্বা দেবগণকে হৃষ্ট করে। তুমি পাপসকল পৃথক করিয়া থাক, এবং রাক্ষসসকলকে দমন করিতে মানস করিয়া থাক। তুমি গৃহপতি এবং অমূঢ় ॥ ৫ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি রাত্রিতে মঙ্গলজনক এবং দ্যুতিমান্ হইয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সেবা করিয়া থাক। যেহেতু তুমি যজমানগণকে বিশেষরূপে পালন করিয়া থাক, অতএব তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অমতি দূর কর, আমাদিগের নিকট হইতে পাপ দূর কর এবং আমাদিগের নিকট হইতে সমস্ত দুর্মতি দূর কর ॥ ৬ ॥

১২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত করিয়া তোমাকে প্রদীপ্ত করে, যে ব্যক্তি তোমাকে প্রতিদিবস তিনবার করিয়া হব্য দান করে, হে জাতবেদা, সেই ব্যক্তি তোমার তৃপ্তিকর কার্যদ্বারা তোমার প্রসহমান তেজঃ অবগত হইয়া ধনদ্বারা শত্রুদিগকে পরাভব করে ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যে ব্যক্তি তোমার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, হে মহান্ অগ্নি, যে ব্যক্তি কাষ্ঠ অন্বেষণে শ্রান্ত হইয়া তোমার তেজের পরিচর্যা করতঃ রাত্রিকালে এবং দিবাকালে তোমাকে প্রদীপ্ত করে, সেই ব্যক্তি পুষ্টিলাভ করতঃ এবং শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ ধন লাভ করে ॥ ২ ॥ অগ্নি মহৎ বলের স্বামী, অগ্নি উৎকৃষ্ট অন্নের এবং ধনের স্বামী। যুবতম, অন্নবান্ অগ্নি পরিচর্যাকারী মনুষ্যকে রত্নযুক্ত করেন ॥ ৩ ॥ হে যুবতম অগ্নি, যদ্যপি তোমার পরিচারকগণের মধ্যে আমরা অজ্ঞানবশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে পৃথিবীর নিকট সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ করিয়া দাও। হে অগ্নি, আমাদিগের সর্বত্র বিদ্যমান পাপসকল শ্লথ করিয়া দাও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার সখা, আমরা দেবগণের এবং মনুষ্যগণের নিকট যে পাপ করিয়াছি, সেই মহৎ এবং বিস্তৃত পাপ হইতে যেন আমরা সর্বদা বিঘ্ন না পাই। তুমি আমাদিগের পুত্র এবং পৌত্রকে পাপের শাস্তি ও পুণ্যজনিত সুখ দান কর ॥ ৫ ॥ হে পূজার্হ বসুসমূহ, তুমি যেরূপে সেই বসুপদ গৌরী গাভীকে বিমুক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর। হে অগ্নি, তোমাকর্তৃক প্রবৃদ্ধ আমাদের আয়ুকে প্রবৃদ্ধ কর ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা—অথবা যে-ঋক্-এ যে-দেবতার নাম উল্লেখ আছে,
সেই ঋক্-এর সেই দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
শোভনান্তঃকরণ অগ্নি তমোনিবারিণী উষার পূর্ববর্তী রত্নপ্রকাশক কালে প্রবুদ্ধ হইতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যজমানের গৃহে গমন কর। সূর্যদেব জ্যোতির সহিত উদিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ সবিতাদেব উন্মুখ কিরণ বিকাশ করিতেছেন। যখন রশ্মিসমূহ সূর্যকে দ্যুলোকে আরোহণ করান, বলবান্ বৃষভ যেরূপ গাভীকে কামনা করতঃ ধূলি বিকীর্ণ করিয়া তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ তখন বরুণ, মিত্র এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ কর্মের অনুগমন করেন ॥ ২ ॥ স্থিরনিবাস দেবগণ কার্য পরিত্যাগ না করিয়া সর্বতোভাবে অন্ধকার দূর করিবার জন্য যে সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মহান্, সপ্তসংখ্যক অশ্বগণ সমস্ত প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা সেই সূর্যকে বহন করে ॥ ৩ ॥ হে দ্যুতিমান্ সূর্য, তুমি তন্তুরূপ রশ্মিসমূহ বিস্তার করতঃ কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে তিরোহিত করিয়া, অত্যন্তবহনসমর্থ অশ্বে আরোহণপূর্বক গমন করিতেছ। কম্পনযুক্ত সূর্যরশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষমধ্যে চর্মের ন্যায় স্থিত অন্ধকার দূর করে ॥ ৪ ॥ কেহ এই অদূরবর্তী সূর্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। ইনি যখন অধোমুখে থাকেন, কেহ ইঁহাকে কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্ধ্বমুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে যে, দ্যুলোকে সমবেত স্তম্ভস্বরূপ সূর্য স্বর্গকে ধারণ করেন? ॥ ৫ ॥

১৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা—অথবা যে-ঋক্-এ যে-দেবতার নাম উল্লেখ আছে,
সেই ঋক্-এর সেই দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
জাতবেদা অগ্নিদেব তেজে দীপ্যমান উষাসময়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন। হে প্রভূতগমনশালী অশ্বিদ্বয়, তোমরা রথযোগে আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর ॥ ১ ॥ সবিতাদেব সমস্ত ভুবনকে আলোকযুক্ত করতঃ উন্মুখ কিরণ আশ্রয় করিতেছেন। সর্বদর্শী সূর্য স্বকীয় কিরণে দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ধনধারিণী, অরুণবর্ণা, জ্যোতিঃশালিনী, মহতী, রশ্মিবিচিত্রিতা, বিদুষী উষা আগমন করিয়াছেন। উষাদেবী প্রাণিগণকে জাগরিত করতঃ সুখদানের জন্য সুযোজিত রথে গমন করেন ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, উষা প্রকাশিত হইলে পর, অত্যন্ত বহনক্ষম গমনশীল সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, এই সোম তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সোমপানে হৃষ্ট করুক ॥ ৪ ॥ কেহ এই অদূরবর্তী সূর্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। ইনি যখন অধোমুখে থাকেন, কেহ ইঁহাকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্ধ্ব মুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে যে, দ্যুলোকের সমবেত স্তম্ভস্বরূপ সূর্য স্বর্গকে ধারণ করেন? ॥ ৫ ॥

১৫ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৭-৮ সহদেবের পুত্র সোমক ; ৯-১০ অশ্বিদ্বয়।
গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।
হোতা এবং দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান্ এবং যজ্ঞার্হ অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে অশ্বের ন্যায় পরিণীত হয়েন ॥ ১ ॥ অগ্নি দেবগণের জন্য অন্ন ধারণ করতঃ যজ্ঞে প্রতিদিবস তিনবার রথীর ন্যায় পরিগমন করেন ॥ ২ ॥ রত্নদানকারী অগ্নি অন্নপতি, কবি এবং হব্যদাতাকে হব্যের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করেন ॥ ৩ ॥ যে অগ্নি দেবরাতের পুত্র সৃঞ্জয়ের জন্য পূর্বদিকে স্থিত উত্তর বেদিতে সমিদ্ধ হয়েন, শত্রুনাশকারী সেই অগ্নি দীপ্তিযুক্ত হয়েন ॥ ৪ ॥ বীর মনুষ্য তীক্ষ্ণতেজাঃ, অভীষ্টবর্ষী এবং গমনশীল অগ্নির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন ॥ ৫ ॥ অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী এবং দ্যুলোকের পুত্রভূত সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সংভজনীয় অগ্নিকে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পরিচর্যা করেন। ৬ ॥ সহদেবের পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমার সোমকরাজা যখন আমাকে দুইটি অশ্ব দিবেন বলিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার নিকট আহূত হইয়া অশ্ব না লইয়া ফিরিয়া আসি নাই ॥ ৭ ॥ সহদেবের পুত্র কুমার সোমকরাজার নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ সেই পূজনীয় এবং প্রযত অশ্ব দুইটি গ্রহণ করিয়াছিলাম ॥ ৮ ॥ হে দেব অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের তৃপ্তিকারক সহদেব-পুত্র কুমার সোমক দীর্ঘায়ুঃ হউন ॥ ৯ ॥ হে দেব অশ্বিদ্বয়, তোমরা সহদেব-পুত্র কুমার সোমককে দীর্ঘায়ুঃ কর ॥ ১০ ॥

১৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ঋজীষী সোমপায়ী, এবং সত্যবান্ মঘবা আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইঁহার অশ্বগণ আমাদিগের নিকট আগমন করুক। আমরা এই যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশে এই সারবিশিষ্ট অন্নরূপ সোম অভিষব করিব। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করুন ॥ ১ ॥ হে শূর, লোকে যেরূপ অশ্বগণকে পদপ্রান্তে ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে বিমুক্ত কর, যেন এই সবনে তোমাকে হৃষ্ট করিতে পারি। তুমি সর্ববিৎ এবং অসুর্য, যজমান উশনার ন্যায় তোমার উদ্দেশে মনোহর উক্থ উচ্চারণ করিতেছে ॥ ২ ॥ কবি যেরূপ গূঢ় অর্থ সম্পাদন করে, সেইরূপ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র কার্যসমূহ সম্পাদন করতঃ যখন সেচনযোগ্য সোম অধিক পরিমাণে পান করিয়া হৃষ্ট হয়েন, তখন দ্যুলোক হইতে যথার্থই সপ্তসংখ্যক রশ্মি উৎপাদিত হয়। স্তূয়মান রশ্মিসমূহ দিবাভাগেও মনুষ্যের জ্ঞান সম্পাদন করে ॥ ৩ ॥ যখন প্রভূত জ্যোতিঃস্বরূপ দ্যুলোক রশ্মিসমূহদ্বারা সুদর্শনীয়রূপে দৃষ্ট হয়েন, তখন দেবগণ স্বর্গে বাস করেন বলিয়া দীপ্তিযুক্ত হয়েন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সূর্য আগমন করতঃ, মনুষ্যগণ জগৎ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া, নিবিড় অন্ধকার নাশ করেন ॥ ৪ ॥ ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র অমিত মহিমা ধারণ করেন ; তিনি স্বীয় মহিমা-বলে দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কেই পরিপূর্ণ করিয়াছেন। যিনি সমস্ত ভুবন অভিভূত করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা এই সমস্ত ভুবন হইতেও অধিক হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র মনুষ্যগণের হিতকর কার্যসমূহ জানেন, তিনি অভিলাষকারী ও মিত্রভূত মরুৎগণের জন্য জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বাক্‌রূপধ্বনিদ্বারা পর্বতকেও বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই মরুৎগণ ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া গাভীপূর্ণ গোশালা উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার লোকপালক বজ্র জলাবরক বৃত্রকে হত করিয়াছে। চেতনাবতী ভূমি তোমার সহিত সংগত হইয়াছে। হে শূর এবং ধৃষ্ণু ইন্দ্র, তুমি আপন বিক্রমে লোকপালক হইয়া নভঃস্থিত জল প্রেরণ করিয়া থাক ॥ ৭ ॥ হে বহুলোককর্তৃক আহূত, তুমি যখন অদ্রিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার পূর্বে সরমা গোধন আবিষ্কার করিয়াছিল। অঙ্গিরাগণ তোমার স্তব করিলে, তুমি অভ্রভেদ করতঃ আমাদিগকে প্রভূত অন্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ ॥ ৮ ॥ হে ধনবান্ ইন্দ্র, মনুষ্যগণ তোমাকে সম্মানিত করে। তুমি ধন প্রদানের জন্য কবি কুৎসের অভিমুখে গমন করিয়াছিলে এবং তিনি প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রয়দানদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে। মায়াবান্ ঋত্বিক্‌শূন্য দস্যু ধনলাভার্থ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলে, কুৎসও তোমার সখ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। তোমরা দুইজনে আপন স্থানে উপবেশন করিয়াছিলে এবং তোমার সত্যদর্শিনী স্ত্রী তোমাদের দুইজনের সমানরূপ দেখিয়া সংশয়ান্বিতা হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ যে দিবস কবি কুৎস গ্রহণীয় অন্নের ন্যায় ঋজুগামী অশ্বদ্বয়কে আপন রথে যোজিত করিয়া আপদ হইতে উদ্ধৃত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই দিবসে, হে ইন্দ্র, তুমি কুৎসকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সহিত এক রথে গমন করিয়াছিলে। তুমি শত্রুনাশক এবং বায়ুসদৃশ অশ্বের অধিপতি ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কুৎসের জন্য সুখরহিত শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে, দিবসের প্রারম্ভে কুযবকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং বহুজনপরিবৃত হইয়া সেই সময়েই বজ্রদ্বারা দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে। তুমি সংগ্রামে সূর্যের চক্র ছিন্ন করিয়াছিলে ॥ ১২ ॥ তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি সকলকে বিদথার পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করিয়াছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ-সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলে। জরা যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ বিনাশ করে, তুমি সেইরূপ শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলে ॥ ১৩ ॥ তুমি মরণরহিত, তুমি যখন সূর্যের সমীপে আপন শরীর ধারণ কর, তখন তোমার রূপ প্রকাশিত হয়। তুমি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত, তুমি শত্রুগণের বল দগ্ধ করতঃ এবং আয়ুঃ ধারণ করতঃ সিংহের ন্যায় ভয়ংকর হইয়া থাক ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রাভিলাষী ধনলাভেচ্ছু স্তোতাগণ যুদ্ধের ন্যায় যজ্ঞে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া এবং অন্নাভিলাষে উক্থদ্বারা তাঁহাকে স্তুতি করতঃ তাঁহার নিকট গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগের আবাসস্থানসদৃশ এবং রমণীয় ও দর্শনীয় পুষ্টিস্বরূপ ॥ ১৫ ॥ যিনি মনুষ্যগণের হিতকর বহুতর প্রসিদ্ধ কর্ম করিয়াছেন, যিনি স্পৃহণীয়ধনবিশিষ্ট, যিনি মৎসদৃশ স্তোতার জন্য শীঘ্র গ্রহণীয় অন্ন আহরণ করেন, হে স্তোতাগণ, তোমাদিগের জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে সুন্দররূপে আহ্বান করিব ॥ ১৬ ॥ হে শূর, যখন মনুষ্যগণের কোনও যুদ্ধে তাহাদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণ অশনিপাত হয়, হে স্বামিন্, যখন শত্রুদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন তুমি আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া বিদিত হও ॥ ১৭ ॥ তুমি বামদেবের যজ্ঞকার্যের রক্ষক হও। তুমি হিংসারহিত, তুমি যুদ্ধে আমাদিগের সুহৃৎ হও। তুমি মতিমান্, আমরা তোমার নিকট গমন করি। তুমি সর্বদা স্তোত্রকারীর প্রভূত প্রশংসাকারী হও ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা সমস্ত যুদ্ধে তোমাকে অভিলাষ করি ; ধনী যেরূপ ধনদ্বারা দীপ্তিমান্ হয়, আমরা সেইরূপ হব্যযুক্ত এই মনুষ্যগণের সহিত দীপ্তিমান্ হইয়া শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ সমস্ত রাত্রি ও বহু সংবৎসর তোমাকে স্তুতি করিব ॥ ১৯ ॥ যাহাতে আমাদিগের সখ্য বিযুক্ত না হয়, যাহাতে উগ্র এবং শরীররক্ষক ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষক হয়েন, আমরা সেইপ্রকার আচরণ করিব। ভৃগুগণ যেরূপ রথ নির্মাণ করে, সেইরূপ অভীষ্টবর্ষী এবং নিত্যতরুণ ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তোত্র রচনা করিব ॥ ২০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ২১ ॥

১৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গৌতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১৫ একপদা বিরাট্।

হে ইন্দ্র, তুমি মহান্। পৃথিবী মহত্ত্বযুক্ত হইয়া তোমার বল অনুমোদন করিয়াছেন, দ্যুলোকও তোমার বল অনুমোদন করিয়াছেন। তুমি বলদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছ। অহি যে সকল নদীকে গ্রাস করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছ ॥ ১ ॥ তুমি দীপ্তিমান্, তোমার জন্ম হইলে পর দ্যুলোক ত্বদীয় কোপভয়ে কম্পিত হইয়াছিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ঐ বৃহৎ মেঘসমূহ আবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ মেঘসমূহ প্রাণিগণের পিপাসা বিনাশ করিয়াছিল এবং মরুপ্রদেশে জল প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ২ ॥ শত্রুদিগের অভিভবকর ইন্দ্র তেজঃ প্রকাশ করতঃ বজ্র প্রেরণ করিয়া বলদ্বারা পর্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট হইয়া বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং বৃত্র হত হইলে জল বেগে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অতিশয় স্তুত্য, উত্তমবজ্রবিশিষ্ট, স্বর্গ হইতে অনপচ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে যিনি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের জনয়িতা দ্যৌঃ আপনাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত শোভনকর্মা হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ সমস্ত প্রজাগণের রাজা, অনেকের স্তুত, একমাত্র ইন্দ্রই শত্রু হইতে উৎপন্ন ভয় বিনাশ করেন। সমস্ত যজমানগণ ধনবান্, দ্যোতমান ও স্তুতিকারীর বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যই স্তুতি করে ॥ ৫ ॥ সমস্ত সোম সত্যই ইন্দ্রের। সত্যই হর্ষকর সোম মহাবল ইন্দ্রের অত্যন্ত হর্ষজনক। হে ইন্দ্র, তুমি ধনপতি, তুমি সত্যই সমস্ত ধনের পতি। তুমি ধনের নিমিত্ত সত্যই সমস্ত প্রজা ধারণ করিয়াছ ॥ ৬ ॥ তুমি প্রথমেই উৎপন্ন হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে ধারণ করিয়াছ। হে ধনবান্ ইন্দ্র, তুমি জলবিশিষ্ট দেশসমূহকে লক্ষ্য করিয়া, যে অহি শয়ন করিয়াছিল, তাহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করিয়াছ ॥ ৭ ॥ বহুলোকের বিনাশক, অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, শত্রুদিগের প্রেরক, মহান্, পরিমাণরহিত, অভীষ্টবর্ষী, উত্তমবজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা স্তব করি। যে ইন্দ্র বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অন্নদাতা এবং শোভনধনযুক্ত, যিনি ধন দান করেন, আমরা তাঁহাকে স্তব করি॥ ৮॥ যে ধনবান্ ইন্দ্র যুদ্ধে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রথিত আছেন, তিনি মিলিত ও বিস্তৃত শত্রুসেনা বিনাশ করেন। তিনি যে অন্ন দান করেন, সেই অন্ন ধারণ করেন। আমরা ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতায় তাঁহার প্রিয় হইব॥ ৯॥ তিনি শত্রুবিজয়ী ও শত্রুঘাতী বলিয়া সর্বত্র প্রথিত আছেন। তিনি যুদ্ধদ্বারা পশু আহরণ করেন। ইন্দ্র যখন সত্যই কোপ করেন, তখন স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ভীত হয়॥ ১০॥ যে ধনবান্ ইন্দ্র গাভী জয় করিয়াছিলেন, হিরণ্য জয় করিয়াছিলেন, অশ্বসমুদয় জয় করিয়াছিলেন, বহুতর শত্রুসেনা জয় করিয়াছিলেন, সামর্থ্যদ্বারা সকলের সেই প্রধান নেতা এই স্তোতৃগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া ঐ ধনের বিভক্তা এবং বসুর সংভক্তা হউন॥ ১১॥ ইন্দ্র জননীর নিকট কিয়ৎ পরিমাণে বল প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতার নিকট কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি আপন জনয়িতা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহা হইতেই মুহুর্মুহুঃ জগতে বল প্রেরণ করিতেছেন, গর্জনশীল মেঘকর্তৃক প্রেরিত বায়ুর ন্যায় সেই ইন্দ্র আহূত হইতেছেন॥ ১২॥ ধনবান্ ইন্দ্র একজন ক্ষুণ্ণ ব্যক্তিকে অক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। বজ্রযুক্ত অন্তরীক্ষের ন্যায় শত্রুবিনাশক ইন্দ্র সঞ্জাত পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাকে ধন প্রদান করেন॥ ১৩॥ এই ইন্দ্র সূর্যের চক্র নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং যুদ্ধগামী এতশকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। কুটিলগতি, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনিস্বরূপ অন্তরীক্ষে অবস্থিত ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছেন॥ ১৪॥ যেমন যজমান রাত্রিকালে অগ্নিকে সোমদ্বারা অভিষিক্ত করেন॥ ১৫॥ আমরা স্তোতা। আমরা গবাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী, অন্নাভিলাষী, এবং স্ত্রী-অভিলাষী হইয়া সখ্যের জন্য, অভীষ্টবর্ষী ভার্যাপ্রদ ও রক্ষাকার্যে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রকে, কূপে যেরূপ জলপাত্র অবনমিত করে, সেইরূপ অবনমিত করিব॥ ১৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের আপ্ত, তুমি সকলকে রক্ষকরূপে দর্শন করিয়া থাক, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি অভিদ্রষ্টা, সুখয়িতা, সোমার্হ ও সখা, তুমি পালক, পালকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালক এবং স্রষ্টা। তুমি স্বর্গাভিলাষী স্তোতার প্রতি অন্নপ্রদ হও॥ ১৭॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখ্যাভিলাষী, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি স্তুত হইতেছ, তুমি আমাদিগের সখা হও। তুমি স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। হে ইন্দ্র, আমরা বাধাযুক্ত হইয়াও এই স্তুতিরূপ কর্মের দ্বারা পূজা করতঃ তোমাকে আহ্বান করিতেছি॥ ১৮॥ যখন ধনবান্ ইন্দ্র স্তুত হয়েন, তখন তিনি একা বহু অভিগন্তা শত্রু নাশ করেন। যাঁহার আশ্রিত স্তোতাকে দেবগণ বারণ করেন না, মনুষ্যগণ বারণ করেন না, স্তুতিকারী ব্যক্তি সেই ইন্দ্রের প্রিয়॥ ১৯॥ বিবিধশব্দবান্, সমস্ত প্রজাগণের ধারক, শত্রুরহিত ও ধনবান্ ইন্দ্র এই প্রকারে স্তুত হইয়া আমাদিগের সত্যরূপ অভিলষিত সম্পাদন করুন। হে ইন্দ্র, তুমি সমস্ত জন্মবান্‌দিগের রাজা। স্তোতা যে মহিমা-যুক্ত যশঃ প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই যশঃ আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান কর॥ ২০॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি॥ ২১॥

১৮ সূক্ত। দেবতা : ১,৪ (উত্তরার্ধ), ৮-১৩ ইন্দ্র; ৭ অদিতি;
১,২-৪ (পূর্বার্ধ), ৭ বামদেব। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
[এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় ইঁহারা তিনজনে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা।—রমেশচন্দ্র দত্ত]
ইন্দ্র বলিতেছেন—এই পথ অনাদি এবং পুর্বাপরলব্ধ, সমস্ত দেবগণ এই পথে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া এই পথ দিয়া জাত হও, তোমার মাতার পতন সাধন করিও না॥ ১॥ বামদেব বলিতেছেন—আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পথ দিয়া বহির্গত হইব না, ইহা অতি দুর্গম, আমি পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হই। আমাকে অন্যের অকৃত অনেক কর্ম করিতে হইবে, আমাকে একের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, একের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বলিয়াছেন যে, আমার মাতা মৃত হইবেন ; তথাপি পুরাতন পথ অনুগমন করিব না, শীঘ্র বহির্গত হইব। ইন্দ্র অভিষবকারী ত্বষ্টার গৃহে বলপূর্বক সোমাভিষবফলদ্বয়ে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন। সে সোম শত ধনের দ্বারা ক্রীত ॥ ৩ ॥ অদিতি যে ইন্দ্রকে সহস্র মাস ও বহুতর সংবৎসর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র কেন বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন ? ॥ ৪ ॥ অদিতি বলিতেছেন—যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের সহিত ইন্দ্রের তুলনা নাই। গুহাজাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে করিয়া মাতা উহাকে বীর্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উৎপাদ্যমান ইন্দ্র তেজোধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৫ ॥ 'অ-ল-লা' এইরূপ শব্দ করিতে করিতে এই জলবতী নদীগণ হর্ষসূচক শব্দ করতঃ গমন করিতেছে। হে ঋষি, তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, উহারা কি বলিতেছে। জলসমূহ কিরূপে আবরক মেঘকে ভেদ করে ? ॥ ৬ ॥ নিবিৎরূপ মন্ত্রসমূহ ইঁহাকে কি বলে ? জলসমূহ ইন্দ্রের কি স্তুতি করে ? আমার পুত্র মহৎ বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, অনন্তর এই নদীগণকে বিসৃষ্ট করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ বামদেব বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, যুবতী অদিতি প্রমত্তা হইয়া তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, কুযবা প্রমত্তা হইয়া তোমাকে গ্রাস করিয়াছিল। জলসমূহ প্রমত্ত হইয়া, শিশু তোমাকে, সুখ প্রদান করিয়াছিল। ইন্দ্র প্রমত্ত হইয়া স্বীয় বীর্যপ্রভাবে উত্থান করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ হে ধনবান্ ইন্দ্র, ব্যংশ প্রমত্ত হইয়া তোমার হনুদ্বয় বিদ্ধ করতঃ অপহত করিয়াছিল। অনন্তর তুমি অধিক বলশালী হইয়াছিলে এবং সেই দাসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ সকৃৎপ্রসূতা গাভী যেরূপ বৎস প্রসব করে, সেইরূপ ইন্দ্রের মাতা স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চরণ করিবার জন্য স্থবির, প্রভূতবলশালী, অনভিভবনীয়, অভীষ্টবর্ষী, প্রেরক, অনভিভূত, স্বয়ংগমনক্ষম ও শরীরাভিলাষী ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রের মাতা মহান্ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র, দেবগণ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে ? ইন্দ্র বলিলেন, হে সখা বিষ্ণু, তুমি বৃত্রকে বধ করিতে যদি অভিলাষী, তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হও ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে ? তুমি যখন শয়ান থাক অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ? কোন্ দেবতা সুখদান-বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড় ? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ ॥ ১২ ॥ আমি জীবনোপায়-অভাবে কুক্কুরের অন্ত্রসমূহ পাক করিয়াছিলাম। আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র ব্যতিরিক্ত সুখয়িতা পাই নাই। আমি আমার ভার্যাকে অসম্মানিতা হইতে দেখিয়াছি। অনন্তর শ্যেন ইন্দ্র আমার জন্য মধুর জল আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

১৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, সুন্দর-আহ্বানযুক্ত রক্ষক বিশ্বদেবগণ এবং দ্যাবা-পৃথিবী উভয়ে এই যজ্ঞে একমাত্র তোমাকেই বৃত্র বধের জন্য বরণ করে। তুমি মহান্, প্রবৃদ্ধ এবং দর্শনীয় ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, বৃদ্ধেরা যেরূপ যুবা পুত্রগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ দেবগণ তোমাকে শত্রুবধের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তুমি সমস্ত লোকের অধীশ্বর হইয়াছ। তুমি সত্যের নিবাসস্বরূপ, তুমি জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করিয়াছ, সকলের প্রীতিদায়িকা নদী-সকল খনন করিয়াছ ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অতৃপ্ত, শিথিলাঙ্গ, অজ্ঞান, অজ্ঞানভাবাপন্ন, সুপ্ত ও গমনশীল জলকে আচ্ছাদন করতঃ শয়ান বৃত্রকে পৌর্ণমাসীর দিবসে বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ বায়ু যেরূপ বলদ্বারা জল ক্ষোভিত করে, সেইরূপ ইন্দ্র বলদ্বারা অন্তরীক্ষকে ক্ষীণজল করতঃ পেষণ করিয়াছিলেন। বলাভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় মেঘসকল ভগ্ন করিয়াছিলেন, পর্বতসকলের কুকুভ ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, জননীগণ যেরূপ পুত্রের নিকট গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, সেইরূপ মরুৎগণ তোমার নিকট গমন করিয়াছিল। তাহারা রথের ন্যায় তোমার সহিত বৃত্রবধে গমন করিয়াছিল। তুমি নদীগণকে পরিপূর্ণ করিয়াছ, মেঘকে ভগ্ন করিয়াছ, বৃত্রকর্তৃক আবৃত জলকে প্রেরণ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ তুমি মহতী, সকলের প্রীতিদায়িকা, তুর্বীতি ও বয্যের অভীষ্টপ্রদা পৃথিবীকে অন্ন ও জলদ্বারা প্রীত করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র, তুমি জলকে সুখে পারের যোগ্য করিয়াছ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র শত্রুহিংসক সৈন্যের ন্যায় কুলসমূহের ধ্বংসকারিণী, যুবতী অন্নজনয়িত্রী নদীসকল পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি নির্জল প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, পিপাসাতুর পথিকদিগকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি দস্যুদিগের অধিকৃতা প্রসবনিবৃত্তা গাভীসকলকে দোহন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করতঃ তমিস্রাদ্বারা আচ্ছাদিত বহু উষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করিয়াছেন এবং জল বিমুক্ত করিয়াছেন। তিনি পরিব্যাপ্ত, বর্ধিত নদীগণকে বিমুক্ত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে হরিবান্, তুমি বভ্রীকর্তৃক ভক্ষিত অগ্রুর পুত্রকে গৃহ হইতে বাহিরে আনয়ন করিয়াছিলে। বাহিরে আনয়ন করিবার সময়, সে অন্ধ হইলেও অহিকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে নির্গত হইলে পর, তাহার বভ্রীকর্তৃক ছিন্ন গ্রন্থিদেশসকল সংযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ হে রাজা প্রাজ্ঞ ইন্দ্র, তুমি সর্ববেত্তা। বর্ষণস্বরূপ ও স্বয়ংসম্পন্ন মনুষ্যের হিতকর কর্মসকল যে যে প্রকারে সম্পাদন করিয়াছে, বামদেব সেইসকল পুরাতন কর্ম জানিয়া কীর্তন করিতেছে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ১১ ॥

২০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অভীষ্টপ্রদ তেজস্বী ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য দূর হইতে আগমন করুন, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য নিকট হইতে আগমন করুন। তিনি সংগ্রামে সংগত হইলে শত্রুগণকে বধ করেন। তিনি বজ্রবাহু, মনুষ্যগণের পালক এবং তেজস্বী-মরুৎগণযুক্ত ॥ ১ ॥ অভিমুখবর্তী ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় ও ধন দানের জন্য আমাদের নিকট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন। বজ্রী, ধনবান্, মহান্ ইন্দ্র যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, আমাদের এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে পুরঃসর করতঃ আমাদের এই ক্রিয়মান যজ্ঞ ভজনা কর। হে বজ্রী, আমরা তোমার স্তোতা ; ব্যাধ যেরূপ মৃগ শিকার করে, সেইরূপ আমরা তোমার দ্বারা ধন লাভের জন্য যুদ্ধে যেন জয় লাভ করিতে পারি ॥ ৩ ॥ হে অন্নবান্ ইন্দ্র, তুমি প্রসন্ন মনে আমাদের সমীপে আগমন করতঃ আমাদিগকে কামনা করিয়া উত্তমরূপে অভিষুত, সম্ভৃত, মাদক সোমরস শীঘ্র পান কর এবং পৃষ্ঠ্যসোমদ্বারা হৃষ্ট হও ॥ ৪ ॥ যিনি পক্বফলবৃক্ষের ন্যায় এবং আয়ুধকুশল বিজয়ী ব্যক্তির ন্যায় নূতন ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ প্রকারে স্তুত হয়েন, আমি সেই পুরুহূত ইন্দ্রের উদ্দেশে, স্ত্রীর অভিমানী মনুষ্য যেরূপ স্ত্রীর প্রশংসা করে, সেইরূপ স্তুতি করিতেছি ॥ ৫ ॥ যিনি পর্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান্, যিনি তেজস্বী, যিনি শত্রুর অভিভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র জলদ্বারা পূর্ণ জলপাত্রের ন্যায় তেজোদ্বারা পূর্ণ বৃহৎ বজ্রকে আদৃত করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রের জন্ম হইতেই নিবারক নাই, তাঁহার যজ্ঞাদিকর্মসাধক ধনের বিনাশক নাই। হে বলশালী, তেজস্বী পুরুহূত, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি আমাদিগকে ধন দান কর ॥ ৭ ॥ তুমি প্রজাগণের ধন ও গৃহ পর্যবেক্ষণ করিয়া থাক, গোসমূহকে মোচন করিয়া থাক। তুমি শিক্ষাবিষয়ে নেতা ও যুদ্ধে আয়ুধবান্, তুমি প্রভূত ধনরাশি দান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥ অতিশয় প্রাজ্ঞ ইন্দ্র কোন্ প্রজ্ঞাবলে বিশ্রুত হইয়াছেন ? মহান্ ইন্দ্র যে প্রজ্ঞাবলে কর্মসমূহ সম্পাদন করেন, তদ্দ্বারা বিশ্রুত আছেন। তিনি যজমানের বহুল পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাগণকে ধন দান করেন ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে পোষণ কর। তোমার যে ধন হব্যদাতাকে দান করিবার জন্য আছে, তাহা আমাদিগকে দান কর। আমরা তোমার স্তুতি করতঃ, এই নূতন দানযোগ্য ও প্রশস্ত উক্থে তোমার মহিমা বিশেষরূপে কীর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ১১ ॥

২১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি ॥ ত্রিষ্টুপ্।

যাঁহার বল প্রভূত, যিনি আকাশের ন্যায় অভিভবসমর্থ বল পোষণ করেন, সেই ইন্দ্র আশ্রয়দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন করুন। শূর, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদের সহিত হৃষ্ট হউন ॥ ১ ॥ হে স্তোতাগণ, যাঁহার অভিভবকর ও ত্রাণকর কর্মযজ্ঞই সম্রাটের ন্যায় লোকদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রভূতযশাঃ ও বহুধনশালী ইন্দ্রের বলভূত নেতা মরুৎগণকে তোমরা এই যজ্ঞে স্তুতি কর ॥ ২ ॥ ইন্দ্র আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য মরুৎগণের সহিত স্বর্গলোক হইতে, ভূলোক হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, জল হইতে, আদিত্যলোক হইতে, দূরদেশ হইতে এবং জলের স্থান হইতে আগমন করুন ॥ ৩ ॥ যিনি স্থূল এবং মহৎ ধনের অধিপতি, যিনি প্রাণরূপ বলদ্বারা শত্রুসেনা জয় করেন, যিনি প্রগল্‌ভ, যিনি স্তোতৃগণকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করেন, আমরা যজ্ঞস্থলে সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব ॥ ৪ ॥ যিনি লোকসকল স্তম্ভন করতঃ যজ্ঞার্থে বজ্ররূপ বাক্য উৎপাদন করেন, এবং হব্য প্রাপ্ত হইলে বৃষ্টিরূপ অন্ন দান করেন, যিনি প্রসাধনের যোগ্য এবং উক্থদ্বারা স্তুতিযোগ্য, সেই ইন্দ্রকে হোতা যজ্ঞগৃহে আহ্বান করুন ॥ ৫ ॥ যখন ইন্দ্রের স্তুতি-অভিলাষী যজমানের গৃহে নিবাসকারী স্তোতাগণ স্তুতির সহিত ইন্দ্রের নিকট উপাগত হয়েন, তখন ইন্দ্র আগমন করুন। তিনি যুদ্ধে আমাদিগের সহায়তা করেন, তিনি যজমানের হোতা, তাঁহার ক্রোধ দুস্তর ॥ ৬ ॥ ভার্বরের পুত্র অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের এই বল সত্যই যজমানকে সেবা করে। উহা সত্যই যজমানের ভরণার্থ গুহাতে, গৃহে ও কর্মে অবস্থান করে, যজমানের অভীষ্টলাভ ও হর্ষ উৎপন্ন করে ॥ ৭ ॥ যেহেতু ইন্দ্র মেঘের দ্বার অপাবৃত করিয়াছেন, এবং জলের বেগ জলসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, অতএব যখন সুকর্মা যজমান ইন্দ্রকে অন্ন দান করেন, তখন তিনি গৃহে গৌর ও গবয় লাভ করেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কল্যাণকর হস্তদ্বয় সৎকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তোমার হস্তদ্বয় যজমানকে ধন দান করে। কেন তোমার বিলম্ব হইতেছে? কেন তুমি আমাদিগকে হৃষ্ট করিতেছ না? কেন তুমি আমাদিগকে ধন দান করিতে হৃষ্ট হইতেছ না? ॥ ৯ ॥ এই প্রকারে স্তুত হইয়া সত্যবান্, ধনেশ্বর, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মনুষ্যকে ধন দান করেন। হে বহুস্তুত, তুমি আমাদিগকে স্তুতির জন্য ধন দান কর, আমি যেন দিব্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পাই ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ১১ ॥

২২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যেহেতু মহান্, বলবান্ ইন্দ্র আমাদের হব্য সেবা করেন এবং অভিলাষ করেন, অতএব যিনি ধনবান্ এবং যিনি বলদ্বারা বজ্র ধারণ করতঃ আগমন করেন, সেই ইন্দ্র হব্য, স্তোম, সোম ও উক্থ স্বীকার করুন ॥ ১ ॥ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে বৃষ্টিকারী চতুর্ধারাবিশিষ্ট বজ্র ক্ষেপণ করতঃ উগ্র, নেতৃশ্রেষ্ঠ ও কর্মবান্ হইয়া আচ্ছাদনকারিণী পরুষ্ণী নদীকে আশ্রয়দানার্থ সেবা করিতেছেন, উহার ভিন্ন ভিন্ন পরিসর প্রদেশকে আপনার সখ্যভাবহেতু সংবৃত করিতেছেন ॥ ২ ॥ যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দাতাশ্রেষ্ঠ, যিনি জাতমাত্রেই প্রভূত অন্ন ও মহৎ বলের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে কাময়মান বজ্র ধারণ করতঃ বলদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহান্ ইন্দ্রের জন্ম হইলে পর সমস্ত পর্বত, অনেক সমুদ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। বলবান্ ইন্দ্র গতিশীল সূর্যের মাতা-পিতা দ্যাবা-পৃথিবীকে ধারণ করেন। বায়ু অন্তরীক্ষে মনুষ্যগণের ন্যায় শব্দ করে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহান্, তোমার কর্ম মহৎ এবং সমস্ত সবনে স্তুতিযোগ্য। হে প্রগল্‌ভ শূর, তুমি লোকসকলকে ধারণ করতঃ ধর্ষণশীল বজ্রদ্বারা বলপূর্বক অহিকে বিনাশ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে বলশালী ইন্দ্র, তোমার এইসকল কর্ম নিশ্চয়ই সত্য। হে ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার প্রভাবে ধেনুগণ উধঃ হইতে ক্ষীর ক্ষরণ করে। হে বর্ষণশীল, নদীগণ তোমার ভয়ে বেগে প্রবাহিত হয় ॥ ৬ ॥ হে হরিবান্ ইন্দ্র, যখন তুমি বদ্ধ এই নদীগণকে বহুকাল অবরোধের পর প্রবাহিত হইবার জন্য মোচন করিয়াছিলে, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ দ্যুতিমতী ভগিনীগণ তোমার আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে স্তুতি করিলেন ॥ ৭ ॥ হর্ষজনক সোম নিষ্পাড়িত হইয়াছে, স্যন্দমান হইয়া তোমার নিকট আগমন করুক। শীঘ্রগামী আরোহী গমনশীল অশ্বের দৃঢ়বল্‌গা ধারণ করিয়া যেরূপ অশ্বকে প্রেরণ করে, সেইরূপ তুমি দীপ্তিমান্ স্তোতার স্তুতি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর ॥ ৮ ॥ হে সহনশীল ইন্দ্র, তুমি সর্বদা আমাদিগকে অভিভবকর, প্রবৃদ্ধ, প্রশস্ত বল দান কর, বধযোগ্য শত্রুদিগকে আমাদিগের বশীভূত কর, হিংসক মনুষ্যের অস্ত্র নষ্ট কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর, আমাদিগকে বিবিধপ্রকার অন্ন দান কর এবং আমাদিগকে সমস্ত বুদ্ধি প্রেরণ কর। হে মঘবা, আমাদিগের গাভীদাতা হও ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথ্‌বান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ১১ ॥

২৩ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৮-১০ ইন্দ্র বা ঋত। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমাদের স্তুতি মহান্ ইন্দ্রকে কি প্রকারে বর্ধিত করিবে ? তিনি কোন্ হোতার যজ্ঞে প্রীত হইয়া আগমন করেন ? মহান্ ইন্দ্র সোমরস ও অন্ন আস্বাদন-কামনা ও সেবা করতঃ কাহাকে দিবার জন্য প্রদীপ্ত ধন বহন করেন ? ॥ ১ ॥ কোন্ বীর ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিতে পায় ? কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে ? কখন ইঁহার বিচিত্র ধন বিতরিত হয় ? কখন তিনি স্তোতা যজমানকে বর্ধিত করিবার জন্য রক্ষাযুক্ত হয়েন ? ॥ ২ ॥ ইন্দ্র হোতাকে কি প্রকারে শ্রবণ করেন ? শুনিয়া তাহার প্রয়োজন কি প্রকারে জানিতে পারেন ? ইন্দ্রের পুরাতন দান কি কি ? ঐসকল দান ইন্দ্রকে স্তোতার অভীষ্টপূরক বলে কেন ? ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে স্তুতি করেন ও যজ্ঞদ্বারা দীপ্তিযুক্ত হয়েন, তিনি কি প্রকারে বাধা পাইয়াও ইন্দ্রের ধন প্রাপ্ত হয়েন ? যখন দ্যুতিমান্ ইন্দ্র হব্য গ্রহণ করতঃ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তখন তিনি আমার স্তোত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়েন ॥ ৪ ॥ কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র উষার প্রারম্ভে মনুষ্যের বন্ধুত্ব স্বীকার করেন ? যাঁহারা ইঁহার উদ্দেশে সুযোগ্য ও কমনীয় হব্য বিস্তার করেন, কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে সেই বন্ধুগণের প্রতি ইঁহার বন্ধুত্ব প্রদর্শিত হইবে ? ॥ ৫ ॥ আমরা কি তোমার অভিভবকর সখ্য সখাদিগের নিকট প্রচার করিব ? কখন আমরা তোমার ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিব ? সুদর্শন ইন্দ্রের উদ্যোগসমূহ কল্যাণকর। সূর্যের ন্যায় গতিশীল ইন্দ্রের দর্শনীয় শরীর সকলে অভিলাষ করে ॥ ৬ ॥ দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী এবং ইন্দ্রবিহীনাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া, ইন্দ্র তীক্ষ্ণ আয়ুধসকলকে যথার্থ তীক্ষ্ণ করিতেছেন। যে সকল ঋণ উষাকালে আমাদিগকে ক্লেশ দেয়, ঋণবিনাশক, উগ্র ইন্দ্র সেই সকল উষাকে দূরে অজ্ঞাতভাবে পীড়া প্রদান করতঃ রাখিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ঋতদেবের অনেক জল আছে। ঋতদেবের স্তুতি পাপ নাশ করে। ঋতদেবের বোধযোগ্য ও দীপ্তিমান্ স্তুতিবাক্য মনুষ্যের বধির কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করে ॥ ৮ ॥ বপুষ্মান্ ঋতদেবের অনেক দৃঢ়, ধারক, আহ্লাদকর রূপ আছে। স্তোতাগণ ঋতদেবের নিকট প্রভূত অন্ন ইচ্ছা করে। ধেনুগণ ঋতদেবের দ্বারা দক্ষিণারূপে যজ্ঞে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥ স্তোতাগণ ঋতদেবকে বশীভূত করিবার জন্য ভজনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। ঋতদেবের বল শীঘ্র জল কামনা করে। বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা দ্যাবা-পৃথিবী ঋতদেবের। প্রীতিদায়িকা উৎকৃষ্টা দ্যাবা-পৃথিবী ঋতদেবের জন্য দুগ্ধ দোহন করেন ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ১১ ॥

২৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১০ অনুষ্টুপ্।

কিরূপ সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে ধনদানার্থ আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে? হে যজমানগণ, বীর গোপতি ইন্দ্র আমাদিগকে শত্রুগণের ধন দান করেন, আমরা তাঁহার স্তব করি ॥ ১ ॥ বৃত্রবধের জন্য যুদ্ধে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়। তিনি স্তুতির যোগ্য। তিনি সুন্দররূপে স্তুত হইয়া যজমানগণকে দান করিবার জন্য সত্যধন-বিশিষ্ট হয়েন। ধনবান্ সেই ইন্দ্র স্তোত্রাভিলাষী সোমাভিষবকারী মনুষ্যকে ধন দান করেন ॥ ২ ॥ মনুষ্যেরা যুদ্ধে তাঁহাকেই আহ্বান করে। শরীর রিক্ত করিয়া তাঁহাকে ত্রাণকর্তা করেন। মনুষ্যগণ উভয়ে অর্থাৎ যজমানগণ ও স্তোতা পরস্পর সংগত হইয়া পুত্র ও পৌত্র লাভের জন্য দানশীল ইন্দ্রের নিকট গমন করে ॥ ৩ ॥ হে উগ্র ইন্দ্র, চতুর্দিকে ব্যাপ্ত মনুষ্যগণ জললাভের জন্য একত্রিত হইয়া যজ্ঞ করে। যখন যুদ্ধকারী লোকসকল যুদ্ধে একত্রিত হয়, তখন কেহ কেহ ইন্দ্রকে অভিলাষ করে ॥ ৪ ॥ তখন কেহ কেহ বলবান্ ইন্দ্রকে পূজা করে। তখন কেহ কেহ পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ তাঁহাকে দান করে। তখন তিনি, যে সোম অভিষুত করে, এবং যে সোম অভিষুত করে না, তাঁহাদিগকে পৃথক্ করেন। তখন কেহ কেহ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করে ॥ ৫ ॥ যিনি সোমাভিলাষী স্বর্গলোকস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষব করেন, ইন্দ্র তাঁহাকে ধন দান করেন। ইন্দ্র একান্তচিত্তে ইন্দ্রাভিলাষী সোমাভিষবকারীকে সংগ্রামে তাঁহার সখা করেন ॥ ৬ ॥ যিনি অদ্য ইন্দ্রের জন্য সোমাভিষব করিতেছেন, যিনি পুরোডাশ প্রস্তুত করিতেছেন, যিনি যব ভাজিতেছেন, ইন্দ্র স্তুতিকারীর স্তোত্র স্বীকার করতঃ সেই যজমানের অভিলাষপূরক বল ধারণ করেন ॥ ৭ ॥ যখন শত্রুগণের হিংসক আর্য শত্রুগণকে জানিতে পারেন এবং দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকেন, তখন পত্নী সোমাভিষবকারিগণের কর্তৃক তীক্ষ্ণীকৃত অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন ॥ ৮ ॥ কেহ অনেক পণ্যের দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে ক্রেতার নিকট গমন করতঃ, আমি বিক্রয় করি নাই, বলিয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা অনেক দিয়াছি বলিয়া অল্প মূল্য অতিক্রম করিতে পারে না। সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, বিক্রয়কালে যে কথা বলে তাহাই থাকিয়া যায় ॥ ৯ ॥ কে আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনুর দ্বারা ক্রয় করিবে? যখন ইন্দ্র শত্রুদিগকে বধ করিবেন, তখন তাঁহাকে পুনর্বার আমায় প্রদান করিবে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি ॥ ১১ ॥

২৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অদ্য কোন্ মনুষ্যহিতকর, দেবতাভিলাষী, কাময়মান ব্যক্তি ইন্দ্রের সখ্য প্রাপ্ত হইয়াছে? সোমাভিষবকারী কোন্ ব্যক্তি সমিদ্ধ অগ্নিতে মহৎ ও পারগামী আশ্রয় লাভের জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে? ॥ ১ ॥ কে স্তুতিবাক্যদ্বারা সোমার্হ ইন্দ্রের নিকট অবনত হইতেছে? কে ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করিতেছে? কে ইন্দ্রের দত্ত গাভী ধারণ করিতেছে? কে ইন্দ্রের সাহায্য ইচ্ছা করিতেছে? কে ইন্দ্রের সখ্য ইচ্ছা করিতেছে? কে ইন্দ্রের ভ্রাতৃভাব ইচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে ? কে কবি ইন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে ? ॥ ২ ॥ কে অন্য দেবগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে ? কে আদিত্য, অদিতি ও জ্যোতিঃকে স্তব করিতেছে ? অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নি স্তুতিতে প্রীত হইয়া কোন্ যজমানের অভিষুত সোম যথেচ্ছা পান করেন ? ॥ ৩ ॥ যে যজমান বলেন, নেতা মনুষ্যের বন্ধু এবং নেতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্রের জন্য অভিষব করিব, হব্যবাহক অগ্নি তাঁহাকে সুখ দান করুন এবং চিরকাল নবোদিত সূর্য দর্শন করুন ॥ ৪ ॥ অল্প অথবা বহু শত্রুগণ সেই যজমানকে যেন হিংসা না করে। অদিতি তাঁহাকে প্রভূত সুখ দান করুন। সুকর্মা ব্যক্তি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। যিনি ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। যিনি ইন্দ্রের নিকট সাধুভাবে গমন করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। সোমাভিষবকারী ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট গমন করে ও সোমাভিষব করে, শীঘ্রঅভিভবকারী বীর ইন্দ্র তাহার পাককার্য স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি সোমাভিষব করে না, ইন্দ্র তাহার আপ্ত ব্যক্তি নহেন, সখা নহেন এবং জামি নহেন। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করে না ও তাঁহার স্তুতি করে না, তিনি তাহাকে হিংসা করেন ॥ ৬ ॥ অভিষুতসোমপায়ী ইন্দ্র সোমাভিষবকর্মরহিত, ধনবান্ পণির সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন না। তিনি উহার বিফল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন। তিনি সোমাভিষবকারী ও হব্যপাককারীর অনন্যসাধারণ বন্ধু হয়েন ॥ ৭ ॥ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, মধ্যবিৎ লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে। গমনকারী লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, উপবিষ্ট লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে। গৃহে নিবাসিগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, যোদ্ধাগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, অন্নেচ্ছু মনুষ্যগণও ইন্দ্রকে আহ্বান করে ॥ ৮ ॥

২৬ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ ইন্দ্র বা আত্মা ; ৪-৭ শ্যেন।
ঋষি : গোতম-পুত্র বামদেব ; ১-৩ মতান্তরে ইন্দ্র। ত্রিষ্টুপ্।
[প্রথম তিনটি ঋক্-দ্বারা ইন্দ্র আপনার কীর্তি বর্ণনা করিতেছেন। অবশিষ্ট ঋকে বামদেব শ্যেনপক্ষীদ্বারা সোম আনয়নের কথা বলিতেছেন—রমেশচন্দ্র দত্ত।]
আমি মনু, আমি সূর্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলংকৃত করিয়াছি, আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর ॥ ১ ॥ আমি আর্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি। আমি হব্যদাতা মনুষ্যকে বৃষ্টি দান করিয়াছি। আমি শব্দায়মান জল আনয়ন করিয়াছি। দেবগণ আমার সংকল্প অনুগমন করেন ॥ ২ ॥ আমি সোম-পানে মত্ত হইয়া শম্বরের নবনবতিসংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করিয়াছি। আমি যখন অতিথিত্ব দিবোদাসকে যজ্ঞে পালন করিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥ হে মরুৎগণ, শ্যেনপক্ষী পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান হউক, অন্য শ্যেনদিগের অপেক্ষা শীঘ্রগামী শ্যেন প্রধান হউক। যেহেতু সে চক্ররহিত রথদ্বারা দেবগণকর্তৃক সেবিত সোমরূপ হব্য মনুর জন্য আনয়ন করিয়াছে ॥ ৪ ॥ যখন পক্ষী তথা হইতে ভীতি প্রদর্শন করতঃ সোম আনয়ন করিয়াছিল, তখন সে বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষমার্গে মনের ন্যায় বেগে উড্ডীন হইয়াছিল এবং সোমাত্মক মধুর সহিত শীঘ্র আগমন করিয়াছিল। এই জগতে শ্যেন যশোলাভ করিয়াছে ॥ ৫ ॥ ঋজুগামী শ্যেনপক্ষী দূর হইতে সোম ধারণ করিয়া, দেবগণের সহিত স্তুতিযোগ্য মদকর সোমকে ঐ উন্নত দ্যুলোক হইতে গ্রহণ করতঃ দৃঢ়ভাবে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ৬ ॥ শ্যেন সহস্র ও অযুত যজ্ঞের সহিত সোমকে গ্রহণ করতঃ আনয়ন করিয়াছিল। উহা আনীত হইলে বহুকর্মবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ ইন্দ্র সোমের মত্ততায় মূঢ় শত্রুদিগকে বধ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ সূক্ত। দেবতা : শ্যেন, ৫ মতান্তরে ইন্দ্র। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ শক্করী।
আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই এইসকল দেবগণের জন্ম যথাক্রমে জ্ঞাত হইয়াছি। শতলৌহময় শরীর আমাকে ধারণ করিয়াছিল, অধুনা আমি শ্যেন, বেগে নির্গত হইয়াছি॥ ১॥ সেই গর্ভ আমাকে পর্যাপ্তরূপে অপহরণ করিতে পারে নাই, আমি উহাকে তীক্ষ্ণবীর্যদ্বারা পরাভব করিয়াছি। সোম শক্রদিগকে বধ করিয়াছেন; এবং বর্ধমান হইয়া বায়ুগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন॥ ২॥ যখন শ্যেন দ্যুলোক হইতে অধোমুখ হইয়া শব্দ করিয়াছিল, যখন তাহারা ইহার নিকট হইতে সোম লইয়া বহন করিয়াছিল, যখন শরপ্রক্ষেপক কৃশানু মনের ন্যায় বেগে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া জ্যাক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং উহার প্রতি শর ক্ষেপণ করিয়াছিলেন॥ ৩॥ অশ্বিদ্বয় যেরূপ ইন্দ্রবান্ দেশ হইতে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিল, সেইরূপ ঋজুগামী শ্যেন বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল। তখন যুদ্ধে প্রহত এই পক্ষীর মধ্যস্থিত একটি পতনশীল পক্ষ্ম পড়িয়া গিয়াছিল॥ ৪॥ এক্ষণে শুভ্র, পাত্রস্থিতগব্যমিশ্রিত, তৃপ্তিকর সারোপেত এবং অধ্বর্যুগণ কর্তৃক দত্ত সোম শূর ধনবান্ ইন্দ্র হর্ষের জন্য পান করুন। মধুর সোমরস অগ্রে হর্ষের জন্য পান করুন॥ ৫॥

২৮ সূক্ত। ইন্দ্র বা ইন্দ্র ও সোম দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে সোম, ইন্দ্রের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হইলে পর, ইন্দ্র তোমার সাহায্যে মনুষ্যদের জন্য জল প্রবাহিত করিয়াছেন, বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, সপ্ত সিন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং বন্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন॥ ১॥ হে সোম, ইন্দ্র তোমার সাহায্যে ক্ষণমধ্যে সূর্যের রথের উপরিস্থিত বৃহৎ অন্তরীক্ষে বর্তমান চক্র বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভূতদ্রোহকারী সূর্যের সর্বতোগামী চক্র অপহৃত হইয়াছিল॥ ২॥ হে সোম, ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্বে সংগ্রামে দস্যুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং অগ্নি কতকগুলিকে দগ্ধ করিয়াছেন। চোর যেরূপ কার্যবশতঃ রক্ষাশূন্য দুর্গম স্থানে গমনকারী ব্যক্তিকে বধ করে, সেইরূপ ইন্দ্র বহু সহস্র দস্যুদিগের সকলকে বধ করিয়াছিলেন॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি এইসকল দস্যুদিগকে সমস্ত সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ। হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা শক্রদিগকে বাধা দান কর ও বধ কর। তাহাদের বধের জন্য লোকের নিকট পূজা গ্রহণ কর॥ ৪॥ হে সোম ও ইন্দ্র, তোমরা মহান্ অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করিয়াছ, লুক্কায়িত গোবৃন্দ ও ভূমি বলদ্বারা বিমুক্ত করিয়াছ। হে ধনযুক্ত ইন্দ্র ও সোম, তোমরা শক্রগণের হিংসক, তোমাদের এইসকল কার্য সত্য॥ ৫॥

২৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ।
হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত হইয়া আমাদিগকে আশ্রয় দান করিবার জন্য আমাদিগের অন্নযুক্ত অনেক যজ্ঞে অশ্বগণের সহিত আগমন কর। তুমি হর্ষযুক্ত ও আর্য, তুমি স্তোত্রদ্বারা স্তূয়মান ও সত্যধন॥ ১॥ মনুষ্যগণের হিতকারী, সর্ববেত্তা ইন্দ্র সোমাভিষবকারিগণ কর্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞের উদ্দেশে আগমন করুন। তিনি সুন্দর-অশ্বযুক্ত, তিনি নির্ভয়, তিনি সোমাভিষবকারী কর্তৃক স্তুত হয়েন, এবং বীর মরুৎগণের সহিত হৃষ্ট হয়েন॥ ২॥ হে স্তোতা, তুমি ইন্দ্রের কর্ণদ্বয়ে তাঁহাকে বলশালী করিবার জন্য ও সর্বস্থানে হৃষ্ট করিবার জন্য স্তোত্র শ্রবণ করাও। সোমরসে সিক্ত, বলবান্ ইন্দ্র আমাদিগের ধনের জন্য সুতীর্থসকল ভয়শূন্যও করুন॥ ৩॥ বজ্রবাহু ইন্দ্র তাঁহার বশীভূত সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক শীঘ্রগামী অশ্বগণকে রথবহনপ্রদেশে সংস্থাপন করতঃ যাচক, মেধাবী, আহ্বানকারী এবং স্তবকারী যজমানের অভিমুখে আশ্রয় প্রদানের জন্য গমন করেন॥ ৪॥ হে ধনবান্ ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তোতা, আমরা তোমাকতৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষিত, মেধাবী ও স্তুতিকারী। তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট ; স্তুতিযোগ্য ও অন্নবিশিষ্ট ধনের দানকালে আমরা যেন তোমাকে ভজনা করিতে পারি ॥ ৫ ॥

৩০ সূক্ত। দেবতা: ইন্দ্র ; ৯-১১ ইন্দ্র ও উষা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ; ৮,২৪ অনুষ্টুপ্ ।

হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র, তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা প্রশস্যতর কেহ নাই, তুমি যেরূপ, সেরূপ কেহই নহে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, সমস্ত চক্র যেরূপ শকটকে অনুবর্তন করে, সেইরূপ লোকে তোমাকে অনুবর্তন করে। তুমি সত্যই মহান্ ও প্রখ্যাত ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, সমস্ত দেবগণ তোমাকে বলস্বরূপে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু তুমি দিবারাত্রি শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যে যুদ্ধে তুমি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তাহার সহকারিগণের জন্য সূর্যের রথচক্র অপহরণ করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, যে যুদ্ধে তুমি একাকী দেবগণের বাধাকারী সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে এবং হিংসকদিগকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যে যুদ্ধে তুমি মনুষ্যের জন্য সূর্যকে হিংসা করিয়াছিলে এবং যুদ্ধকর্মদ্বারা এতশকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে বৃত্রহন্তা মঘবা, তৎপরে তুমি কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে ? তুমি এই অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এইপ্রকার বীর্যশালী বল প্রদর্শন করিয়াছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে মহান্ ইন্দ্র, তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া উষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যখন উষার শকট ভগ্ন করিয়াছিলেন, তখন উষা ভীতা হইয়া ভগ্ন শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ উষাদেবীর চূর্ণীকৃত শকট বিপাশ নদীর তীরে পড়িয়া রহিল, তিনি দূরদেশে অপসৃত হইলেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সম্পূর্ণজলা তিষ্ঠনা সিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রজ্ঞাদ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছিলে ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বর্ষণকারী। যখন তুমি শুষ্ণের নগরসকল সংপিষ্ট করিয়াছিলে, তখন তুমি তাহার ধন লুণ্ঠন করিয়াছিলে ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছিলে ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, চক্রের চতুর্দিকস্থিত শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির চতুর্দিকস্থিত পঞ্চশতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অনুচরদিগকে তুমি বিশেষরূপে বধ করিয়াছিলে ॥ ১৫ ॥ শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরাবৃত্তকে স্তোত্রভাগী করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞপতি বিদ্বান্ ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি তৎক্ষণাৎ সরযূ নদীর পারে আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলে ॥ ১৮ ॥ হে বৃত্রহন্তা, তুমি বন্ধুগণ কর্তৃক ত্যক্ত, অন্ধ ও পঙ্গুকে অনুনীত করিয়াছিলে, তোমার দত্ত সুখ কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণনির্মিত শতসংখ্যক পুরী প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ইন্দ্র দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎসহস্রসংখ্যক দাসকে হনন করিয়া প্রসুপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এই সমস্ত শত্রুদিগকে প্রচ্যুত করিয়াছ। হে বৃত্রহন্তা, তুমি গাভীসকলের পালক, তুমি সকল যজমানের নিকট সমান ॥ ২২ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তুমি তোমার বলকে সামর্থ্যযুক্ত করিয়াছিলে, অতএব অধুনাতন কোনও ব্যক্তি উহাকে হিংসা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥ হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র, অর্যমাদেব তোমার সেই মনোহর ধন দান করুন, পূষা সেই মনোহর ধন দান করুন, ভগ সেই মনোহর ধন দান করুন। কল্পলতীদেব সেই মনোহর ধন দান করুন ॥ ২৪ ॥

৩১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ; ৩ পাদনিচৃৎ।

সর্বদা বর্ধমান, পূজনীয় ও মিত্রভূত ইন্দ্র কোন্ তর্পণদ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন ? কোন্ প্রজ্ঞাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কর্মদ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন ? ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, পূজনীয়, সত্যভূত, হর্ষকর সোমরসের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ সোমরস শত্রুগণের ধন নষ্ট করিবার জন্য তোমাকে হৃষ্ট করিবে ? ॥ ২ ॥ তুমি সখা, স্তোতাগণের রক্ষক, তুমি শত রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৩ ॥ আমরা তোমার উপগন্তা। তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিতে প্রীত হইয়া আমাদের নিকট বৃত্তাকার চক্রের ন্যায় প্রত্যাগত হও ॥ ৪ ॥ তুমি যজ্ঞের প্রবণ প্রদেশে নিজের স্থান মনে করিয়া আগমন করিয়া থাক। আমি সূর্যের সহিত তোমাকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যখন স্তুতি ও কর্মসকল তোমার অনুমত হয়, তখন উহারা প্রথমে তোমার হয়, তৎপর সূর্যের হয় ॥ ৬ ॥ হে কর্মপালক ইন্দ্র, তোমাকে মঘবা, দাতা ও দীপ্তিবিশিষ্ট বলে ॥ ৭ ॥ তুমি ক্ষণমাত্রেই স্তুতিকারী সোমাভিষবকারীকে বহু ধন দান কর ॥ ৮ ॥ বাধাকারিগণ তোমার শতপরিমিত ধন বারণ করিতে পারে না। তুমি শত্রুগণকে হিংসা কর, তাহারা তোমার বল ধারণ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥ তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমার সহস্র-সংখ্যক রক্ষা আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমার সমস্ত অভিলষিত আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ১০ ॥ তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগকে তোমার সখ্যের, স্বস্তির ও মহান্‌দীপ্তিযুক্ত ধনের ভাগী কর ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রত্যহ আমাদিগকে মহৎ ধনদ্বারা রক্ষা কর, সমস্ত রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শূরের ন্যায় নূতন রক্ষাদ্বারা আমাদিগের জন্য গাভীবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গোনিবাসসকল উদ্‌ঘাটন কর ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রুধর্ষক, দীপ্তিমান্, বিনাশরহিত, গাভীযুক্ত ও অশ্বযুক্ত রথ সর্বত্র গমন করুক ॥ ১৪ ॥ হে সূর্য, তুমি যেরূপ সেচনসমর্থ দ্যুলোককে উপরে স্থাপন করিয়াছ, সেইরূপ দেবগণের মধ্যে আমাদের যশঃ উৎকৃষ্ট কর ॥ ১৫ ॥

৩২ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ২৩-২৪ ইন্দ্র ও অশ্ব। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।

হে বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র, তুমি শীঘ্র আমাদিগের নিকট আগমন কর। তুমি মহান্, তুমি মহতী রক্ষার সহিত আমাদের সমীপে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে পূজনীয় ইন্দ্র, তুমি ভ্রমণশীল এবং আমাদের অভীষ্টদাতা। তুমি চিত্রকর্মযুক্ত লোককে রক্ষার্থে ধন দান কর ॥ ২ ॥ যাহারা তোমার সহিত সংগত হয়, তাহারা সামান্য হইলেও তুমি সেই সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎপ্লবমান মহান্ শত্রুদিগকে বলদ্বারা বিনাশ কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সহিত সংগত, আমরা তোমাকে অধিক পরিমাণে স্তুতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের সকলকে বিশেষরূপে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ হে বজ্রধারী, তুমি মনোহর, অনিন্দিত ও অনাক্রমণীয় রক্ষাসমূহের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা ত্বৎসদৃশ গোযুক্ত দেবতার সখা। আমরা প্রভূত অন্নের জন্য তোমার সহিত সংযুক্ত হইতেছি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমিই গোযুক্ত অন্নের স্বামী, অতএব তুমি আমাদিগকে প্রভূত অন্ন দান কর ॥ ৭ ॥ হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, যখন তুমি স্তুত হইয়া স্তোতাগণকে ধন দান করিতে ইচ্ছা কর, তখন কেহই অন্যথা করিতে পারে না ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, গোতমগণ ধন ও প্রভূত অন্নের জন্য তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তুতি করিতেছে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া দাসগণের নগরসকলের বিরুদ্ধে গমন করতঃ উহাদিগকে ভগ্ন করিয়াছিলে। আমরা তোমার সেই বীর্য কীর্তন করি ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি যে সকল বীর্য প্রদর্শন করিয়াছ, সোম অভিষুত হইলে প্রাজ্ঞগণ তোমার সেই সকল বীর্য কীর্তন করে ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, স্তোত্রবাহক গোতমগণ, তোমাকে স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত করিতেছে। তুমি ইহাদিগকে পুত্রপৌত্রযুক্ত অন্ন দান কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, যদিও তুমি সকলের সাধারণ দেবতা, তথাপি আমরা তোমাকেই আহ্বান করিতেছি ॥ ১৩ ॥ হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমপা, তুমি সোমরূপ অন্নদ্বারা হৃষ্ট হও ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তোতা, আমাদিগের স্তোত্র তোমাকে আমাদিগের নিকট আনয়ন করুক। তুমি অশ্বদ্বয়কে আমাদিগের অভিমুখে পরিবর্তিত কর ॥ ১৫ ॥ তুমি আমাদিগের পুরোডাশরূপ অন্ন ভক্ষণ কর। স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর বাক্য সেবা করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য সেবা কর ॥ ১৬ ॥ আমরা ইন্দ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট শিক্ষিত, শীঘ্রগামী সহস্রসংখ্যক অশ্ব যাচ্ঞা করিতেছি, শতসংখ্যক সোমের কলশ যাচ্ঞা করিতেছি॥ ১৭॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক গাভী গ্রহণ করিব, আমাদিগের ধন তোমার নিকট হইতে আগমন করুক॥ ১৮॥ আমরা যেন তোমার নিকট হইতে দশটি হিরণ্যপুর্ণ কলশ লাভ করিতে পারি। হে বৃত্রবিনাশক, তুমি বহুপ্রদ॥ ১৯॥ হে ইন্দ্র, তুমি বহুপ্রদ, তুমি আমাদিগকে বহু ধন দান কর, অল্প ধন দান করিও না। তুমি প্রভূত ধন আনয়ন কর, কারণ তুমি প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক॥ ২০॥ হে বৃত্রবিনাশক শুর, তুমি বহুপ্রদ বলিয়া বহু যজমানগণের নিকট বিখ্যাত আছ। তুমি আমাদিগকে ধনের ভাগী কর॥ ২১॥ হে প্রাজ্ঞ, আমি তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয়ের প্রশংসা করিতেছি। হে গাভীপ্রদ, তুমি স্তোতাগণকে বিনাশ করিও না, তুমি এই অশ্বদ্বয়দ্বারা আমাদিগের গাভীগণকে বিনাশ করিও না॥ ২২॥ দৃঢ়, নব ও ক্ষুদ্র দ্রুপদে স্থিত পুত্তলিকাদ্বয়ের ন্যায় তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় যজ্ঞে শোভা পায়॥ ২৩॥ আমি যখন বৃষভযুক্ত রথে গমন করি, অথবা যখন পদদ্বারা গমন করি, তখন তোমার অহিংসক পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় আমার পর্যাপ্তকারী হউক॥ ২৪॥

৩৩ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি ঋভুগণের নিকট দূতের ন্যায় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছি। আমি তাঁহাদিগের নিকট সোম উপস্তরণের জন্য পয়োযুক্তা ধেনু যাচ্ঞা করিতেছি। ঋভুগণ বায়ুগতি এবং জগতের উপকারজনক-কর্মকারী। তাঁহারা বেগগামী অশ্বদ্বারা ক্ষণমাত্রে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করেন॥ ১॥ যখন ঋভুগণ মাতা-পিতাকে পরিচর্যা ও যুবা করিয়া এবং চমস-নির্মাণাদি অন্য কার্য করিয়া অলংকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সময়েই দেবগণের সখ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধীর ঋভুগণ প্রকৃষ্টমনস্ক যজমানের জন্য পুষ্টি ধারণ করেন॥ ২॥ ঋভুগণ যূপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতা-পিতাকে নিত্য তরুণ করিয়াছিলেন। বাজ, বিব্‌ভা এবং ঋভু, ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করতঃ আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন॥ ৩॥ ঋভুগণ মৃতা গাভীকে সংবৎসর পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋভুগণ উক্ত গাভীর মাংসকে সংবৎসর পর্যন্ত অবয়বযুক্ত করিয়াছিলেন এবং উহার শরীরসৌন্দর্য সংবৎসর পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইসকল কার্যদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৪॥ জ্যেষ্ঠ ঋভু বলিলেন, এক চমস দুই করিব। তাঁহারা অবরজ বিব্‌ভা বলিলেন, তিন করিব। কনিষ্ঠ বাজ বলিলেন, চতুর্ধা করিব। হে ঋভুগণ, ত্বষ্টা এই চতুষ্করণের প্রশংসা করিয়াছিলেন॥ ৫॥ মনুষ্যরূপ ঋভুগণ সত্য বলিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা উহা করিয়াছিলেন। তৎপরে ঋভুগণ এই স্বধার ভাগী হইয়াছিলেন। ত্বষ্টা দিবসের ন্যায় দীপ্তিমান্ চমস্ চারিটি দেখিয়া কামনা করিয়াছিলেন॥ ৬॥ যখন ঋভুগণ অগোপনীয় সূর্যের আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস সুখে অবস্থান করতঃ বিহার করেন, তখন তাঁহারা ক্ষেত্রসকল শস্যসম্পন্ন করেন, নদীসকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধিসকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জলব্যাপ্ত হয়॥ ৭॥ যাঁহারা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই সুকর্মা সুন্দর-অন্নযুক্ত সুহস্ত ঋভুগণ আমাদিগের ধন নিষ্পাদন করুন॥ ৮॥ দেবগণ কর্মদ্বারা এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণদ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া ইঁহাদিগের কর্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। সুকর্মা বাজ সমস্ত দেবতাগণের হইয়াছিলেন, ঋভু ইন্দ্রের হইয়াছিলেন। বিব্‌ভা বরুণের হইয়াছিলেন॥ ৯॥ যাঁহারা অশ্বদ্বয়কে প্রজ্ঞা ও স্তুতিদ্বারা হৃষ্ট করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইন্দ্রের জন্য সুখে যোজিত অশ্বদ্বয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই ঋভুগণ আমাদিগকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের ন্যায় ধনপুষ্টি ও দ্রবিণ দান করুন॥ ১০॥ অনন্তর দেবগণ তৃতীয় সবনে তোমাদিগকে সোম পান ও তজ্জনিত হর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্নের সখা হয়েন না। হে ঋভুগণ, তোমরা আমাদিগকে তৃতীয় সবনে নিশ্চয়ই ধন দান কর॥ ১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ঋভু, বিব্‌ভা, বাজ এবং ইন্দ্র, তোমরা রত্ন দানের জন্য আমাদের এই যজ্ঞে আগমন কর। কারণ ধিষণাদেবী এইমাত্র তোমাদিগকে দিবসের সোমজনিত প্রীতি দান করিয়াছেন। অতএব সোমজনিত হর্ষ তোমাদিগের সহিত সংগত হউক ॥ ১ ॥ হে অন্নদ্বারা শোভমান ঋভুগণ, তোমরা দেবজন্ম বিদিত হইয়া ঋভুগণের সহিত হৃষ্ট হও। হর্ষকর সোম ও স্তুতি তোমাদের জন্য একত্রিত হইয়াছে, তোমরা আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন প্রেরণ কর ॥ ২ ॥ হে ঋভুগণ, তোমাদের জন্য এই যজ্ঞ করা হইয়াছে, তোমরা মনুষ্যবৎ দীপ্তিশালী হইয়া ইহা ধারণ কর। সেবমান সোম তোমাদের নিকট রহিয়াছে। হে বাজগণ, তোমরা প্রথমে উপাস্য ॥ ৩ ॥ হে নেতৃগণ, এক্ষণে তোমাদিগের অনুগ্রহে দানযোগ্য রত্ন পরিচর্যাকারী হব্যদাতা মনুষ্যের হউক। হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, তোমরা পান কর, আমি হর্ষের জন্য তৃতীয় সবনের প্রভূত সোম তোমাদিগকে দান করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে বাজগণ, হে ঋভুক্ষাগণ, তোমরা নেতা। তোমরা মহৎ ধনকে স্তুতি করতঃ আমাদিগের নিকট আগমন কর। দিবসের সমাপ্তিতে নবপ্রসবা গাভীগণ যেরূপ গৃহে আগমন করে, সেইরূপ এই সোমরসের পান তোমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে বলের পুত্রগণ, তোমরা স্তোত্রদ্বারা আহূত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন কর। তোমরা ইন্দ্রের সহিত সংগত এবং মেধাবী, কারণ তোমরা ইন্দ্রের। তোমরা ইন্দ্রের সহিত রত্ন দান করতঃ মধুর সোম পান কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বরুণের সহিত সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া সোম পান কর। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, তুমি মরুৎগণের সহিত সংগত হইয়া সোম পান কর। তুমি প্রথম পানকারী ঋতুপাগণের সহিত এবং রত্নদাত্রী দেবপত্নী-গণের সহিত সোম পান কর ॥ ৭ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা আদিত্যের সহিত সংগত হইয়া হৃষ্ট হও, পর্বতগণের সহিত সংগত হইয়া হৃষ্ট হও, দেবগণের হিতকর সবিতাদেবের সহিত সংগত হইয়া হৃষ্ট হও, রত্নদাতা নদী-দেবগণের সহিত সংগত হইয়া হৃষ্ট হও ॥ ৮ ॥ যাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে রথনির্মাণাদিকার্যদ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন, যাঁহারা জীর্ণ পিতা-মাতাকে যুবা করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনু ও অশ্ব নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা দেবগণের জন্য অংসত্রা কবচ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা দ্যাবা-পৃথিবীকে পৃথক করিয়াছিলেন, যাঁহারা ব্যাপ্ত এবং নেতা, যাঁহারা সুন্দর-অপত্যবিশিষ্ট কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ যাঁহারা গোবিশিষ্ট, অন্নবিশিষ্ট, পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট, গৃহযুক্ত, বহু ও অন্নযুক্ত ধন ধারণ করেন, এবং যাঁহারা ধনের প্রশংসা করেন, সেই অগ্রে পানকারী ঋভুগণ হৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে ধন দান করুন ॥ ১০ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা চলিয়া যাইও না, আমরাও তোমাদিগকে তৃষ্ণার্ত করিব না। হে দেবগণ, তোমরা অনিন্দিত হইয়া রমণীয় ধন দানের জন্য এই যজ্ঞে ইন্দ্রের সহিত হৃষ্ট হও, মরুৎগণের সহিত হৃষ্ট হও, দীপ্তিমান্ অন্যান্য দেবগণের সহিত হৃষ্ট হও ॥ ১১ ॥

৩৫ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ, তোমরা এখানে আগমন কর, তোমরা অপগত হইও না। এই সবনে মদকর সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরে তোমাদের নিকট গমন করুক ॥ ১ ॥ ঋভুগণের রত্নদান আমাদিগের নিকট এই যজ্ঞে আগমন করুক। যেহেতু তাঁহারা শোভনহস্তব্যাপারদ্বারা ও কর্মের ইচ্ছাদ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলেন এবং অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে, হে সখা অগ্নি, অনুগ্রহ কর। হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, তোমরা কুশলহস্ত, তোমরা অমরত্বপথে গমন কর ॥ ৩ ॥ যাহাকে কৌশল পূর্বক চারিটি করা হইয়াছিল, সেই চমস কি প্রকারের? হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা হর্ষের জন্য সোম অভিষব কর। হে ঋভুগণ, তোমরা মধুর সোমরস পান কর ॥ ৪ ॥ হে রমণীয় সোমান্নযুক্ত ঋভুগণ, তোমরা কর্মদ্বারা মাতা-পিতাকে যুবা করিয়াছিলে, কর্মদ্বারা চমস দেবপানের যোগ্য করিয়াছিলে, কর্মদ্বারা শীঘ্রগামী ইন্দ্রের বাহক অশ্বদ্বয় সম্পাদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা অন্নবান্। যে তোমাদিগের উদ্দেশে হর্ষের জন্য দিবাবসানে তীব্র সোম অভিষবণ করে, হে ফলবর্ষী ঋভুগণ, তোমরা হৃষ্ট হইয়া তাহার জন্য বহুপুত্রযুক্ত ধন সম্পাদন কর ॥ ৬ ॥ হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি প্রাতঃ সবনে অভিষুত সোম পান কর, মাধ্যন্দিন সবন কেবল তোমারই। হে ইন্দ্র, তুমি সুকর্মদ্বারা যাঁহাদিগকে সখা করিয়াছ, সেই রত্নদাতা ঋভুগণের সহিত তৃতীয় সবনে পান কর ॥ ৭ ॥ তোমরা সুকর্মদ্বারা দেবতা হইয়াছিলে। হে বলের পুত্রগণ, তোমরা শ্যেনের ন্যায় দ্যুলোকে নিষণ্ণ আছ, তোমরা ধন দান কর। হে সুধন্বার পুত্রগণ, তোমরা অমর হইয়াছ ॥ ৮ ॥ হে সুহস্ত ঋভুগণ, যেহেতু তোমরা রমণীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্মেচ্ছা প্রযুক্ত প্রসাধিত করিয়াছ, অতএব তোমরা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিষুত সোম পান কর ॥ ৯ ॥

৩৬ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। জগতী ; ৯ ত্রিষ্টুপ।

হে ঋভুগণ, তোমাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্র রথ অশ্ব ব্যতিরেকে ও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। যদ্দ্বারা তোমরা দ্যাবা-পৃথিবী পোষণ করিতেছ, সেই রথনির্মাণরূপ মহৎ কর্ম তোমাদিগের দেবত্ব প্রখ্যাত করিতেছে ॥ ১ ॥ হে সুন্দরান্তঃকরণ ঋভুগণ, তোমরা মানসিক ধ্যানদ্বারা সুব্রত ও অকুটিলগামী রথ নির্মাণ করিয়াছিলে। হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, আমরা তোমাদিগকে সোম পানের জন্য আবেদন করিতেছি ॥ ২ ॥ হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, হে বিভুগণ, তোমরা যে বৃদ্ধ ও জীর্ণ পিতা-মাতাকে নিত্য-তরুণ ও সর্বদাবিচরণক্ষম করিয়াছ, তোমাদের সেই মাহাত্ম্য দেবগণের মধ্যে প্রখ্যাত আছে ॥ ৩ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ, কর্মদ্বারা গাভীকে চর্মে পরিবৃত করিয়াছ, অতএব তোমরা দেবগণের মধ্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছ। হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, তোমাদিগের এই কর্ম প্রশংসাযোগ্য ॥ ৪ ॥ বাজগণের সহিত বিখ্যাত নেতা ঋভুগণ যে ধন উৎপাদন করিয়াছেন, প্রধান ও প্রভূত-অন্নবিশিষ্ট সেই ধন ঋভুগণের নিকট হইতে আমাদের নিকট আগমন করুক। যজ্ঞে ঋভুগণকর্তৃক সম্পন্ন রথ বিশেষরূপে প্রশংসার্হ। হে দীপ্তিবিশিষ্ট ঋভুগণ, তোমরা যাহা রক্ষা কর তাহা দর্শনযোগ্য ॥ ৫ ॥ বাজ, বিভ্বা, ও ঋভুগণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনি বলবান্ হইয়া রণকুশল হয়েন, তিনি ঋষি হইয়া স্তুতিযোগ্য হয়েন, তিনি শূর হইয়া শত্রুগণের প্রক্ষেপক হয়েন, তিনি যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হয়েন, তিনি ধনপুষ্টি ধারণ করেন ও পুত্রপৌত্রাদি ধারণ করেন ॥ ৬ ॥ তোমরা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ। হে বাজগণ ও ঋভুগণ, এই স্তোম তোমাদিগের, তোমরা উহা সেবা কর। তোমরা ধীমান্, কবি ও জ্ঞানবান্, আমরা তোমাদিগকে এই স্তোত্রদ্বারা আবেদন করিতেছি ॥ ৭ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা আমাদিগের স্তুতির জন্য মনুষ্যগণের হিতকর সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিদিত হইয়া তাহা সম্পাদন কর এবং আমাদিগের জন্য দীপ্তিমান্ বলকারক ও বলবান্ শত্রুর শোষক ধন ও অন্ন সম্পাদন কর ॥ ৮ ॥ আমাদিগের এই যজ্ঞে প্রীত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি সম্পাদন কর, এই যজ্ঞে ধন সম্পাদন কর, এই যজ্ঞে ভৃত্যাদিযুক্ত যশঃ সম্পাদন কর। হে ঋভুগণ, আমরা যদ্দ্বারা অন্যকে অতিক্রম করিতে পারিব, আমাদিগকে সেইরূপ রমণীয় অন্ন দান কর ॥ ৯ ॥

৩৭ সূক্ত। ঋভুগণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৫-৮ অনুষ্টুপ্।

হে রমণীয় ঋভুগণ, তোমরা যেরূপ দিবাসমূহকে সুদিন করিবার জন্য মনুষ্যলোকের যজ্ঞ ধারণ করিয়া থাক, হে বাজগণ, হে ঋভুদেবগণ, তোমরা সেইরূপে আমাদের যজ্ঞে আগমন কর ॥ ১ ॥ অদ্য এই যজ্ঞসকল তোমার হৃদয় ও মনের প্রীতিদায়ক হউক। ঘৃতমিশ্রিত পর্যাপ্ত সোমরস তোমাতে গমন করুক। চমসপূর্ণ সোমরস তোমাকে কামনা করিতেছে, উহা উৎসাহার্থ পীত হইয়া তোমাকে সুকর্মের জন্য হৃষ্ট করুক ॥ ২ ॥ হে বাজগণ, হে ঋভুক্ষাগণ, যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক, সবনত্রয়োপেত দেবগণের হিতকর সোম তোমাদিগের উদ্দেশে ধারণ করিতেছে, অথবা তোমাদিগের উদ্দেশে স্তোম ধারণ করিতেছে, সেই সমবেত প্রজাগণের মধ্যে আমি মনুর ন্যায় প্রভূতদীপ্তিযুক্ত। আমি তোমাদের উদ্দেশে সোম প্রদান করি ॥ ৩ ॥ তোমাদের অশ্বসকল পীন, তোমাদের রথ দীপ্তিশালী, তোমাদের হনুদ্বয় লৌহের ন্যায় সারবান্, তোমরা অন্নবান ও শোভননিষ্কসম্পন্ন। হে ইন্দ্রপুত্রগণ, বলের পুত্রগণ, তোমাদের হর্ষের জন্য এই প্রথম সবন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ হে ঋভুক্ষাগণ, আমরা ঋভুস্বরূপ ধন প্রার্থনা করি, সংগ্রামে যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ সহায়কে আহ্বান করি, সর্বদা দানশীল ইন্দ্রবান্ অশ্বীকে আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ হে ঋভুগণ, তোমরা এবং ইন্দ্র যে মর্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি কর্মদ্বারা ধনভাগী হউন। এবং যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হউন ॥ ৬ ॥ হে বাজগণ, হে ঋভুক্ষাগণ, আমাদিগকে যজ্ঞপথ প্রজ্ঞাপিত কর, কারণ হে মেধাবিগণ, তোমরা স্তুত হইলে সমস্ত দিক্ উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হও ॥ ৭ ॥ হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, হে ইন্দ্র, হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা ধনদানার্থ মনুষ্যগণের জন্য প্রভূত ধন ও অশ্ব দানের আজ্ঞা কর ॥ ৮ ॥

৩৮ সূক্ত। দেবতা : দধিক্রা ; ১ দ্যাবা-পৃথিবী।
গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দ্যাবা-পৃথিবী, দাতা ত্রসদস্যু রাজা তোমাদের নিকট হইতে অনেক ধন পাইয়া প্রার্থীদিগকে দান করিয়াছেন। তোমরা উর্বরাক্ষেত্রযুক্ত ধন দান করিয়াছ এবং দস্যুদিগের বধার্থ অভিভবকর ও উগ্র অস্ত্র দান করিয়াছ ॥ ১ ॥ গমনশীল অনেক শত্রুগণের নিষেধক, সমস্ত লোকের রক্ষক, সরলগতি, সুন্দরগমন, দীপ্তিবিশিষ্ট, শীঘ্রগামী, এবং বলবান্ রাজার ন্যায় শত্রুবিনাশক দধিক্রা দেবকে তোমরা দুইজনে দান করিয়াছ ॥ ২ ॥ নিম্নগামী জলের ন্যায় গমনশীল, সংগ্রামাভিলাষী শূরের ন্যায় পদদ্বারা দিক্‌লঙ্ঘনাভিলাষী এবং রথগামী ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী সেই দধিক্রাদেবকে সকলে হৃষ্ট হইয়া স্তুতি করে ॥ ৩ ॥ যিনি সংগ্রামে একত্রীভূত পদার্থসমূহকে নিরোধ করতঃ অত্যন্ত ভোগবাসনায় সমস্ত দিকে গমন করিয়া বেগে বিচরণ করেন, যাঁহার শক্তি আবির্ভূত রহিয়াছে, যিনি জ্ঞাতব্যসমূহ অবগত হইয়া স্তুতিকারী যজমানের শত্রুগণকে তিরস্কার করেন ॥ ৪ ॥ লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে দেখিয়া চীৎকার করে, সেইরূপ সংগ্রামে শত্রুগণ ইঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করে। পক্ষিগণ যেরূপ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ লোকে অন্ন ও পশুযূথের উদ্দেশে গমনকারী এই দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করে ॥ ৫ ॥ তিনি যুদ্ধগমনে অভিলাষ করিয়া রথশ্রেণীতে যুক্ত হইয়া গমন করেন। তিনি অলংকৃত এবং লোকের হিতকর অশ্বের ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধূলি লেহন করেন ॥ ৬ ॥ সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান্ এবং সমরে স্বশরীরদ্বারা কার্যসাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। শত্রু-সেনামধ্যে বেগে গমন করেন। তিনি ধূলি উত্থিত করতঃ ভদ্রদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন ॥ ৭ ॥ যুদ্ধাভিলাষিগণ দীপ্তিমান্ অশনির ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্বার হইয়া উঠেন ॥ ৮ ॥ লোকে মনুষ্যগণের অভিলাষপূরক এবং বেগবান্ এই দধিক্রাদেবের অভিভবকর বেগের স্তুতি করে এবং বলে যে শত্রুসকল পরাভূত হইবে, দধিক্রা সহস্র সৈন্যের সহিত গমন করিতেছেন ॥ ৯ ॥ সূর্য যেরূপ তেজোদ্বারা জল দান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বলদ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে বিস্তৃত করিয়াছেন। শতসহস্রদাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতিবাক্য মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত করুন ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৯ সূক্ত। দধিক্রা দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬ অনুষ্টুপ্।
আমরা শীঘ্রগামী সেই দধিক্রাকে স্তুতি করিব, দ্যাবা-পৃথিবী হইতে তাঁহার সম্মুখে ঘাস বিক্ষেপ করিব। তমোনিবারণী উষাদেবী আমার জন্য সুফল রক্ষা করুন এবং আমাকে সমস্ত দুরিত হইতে পার করুন ॥ ১ ॥ আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ, দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় স্থিত এবং ত্রাণকর্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মনুষ্যগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি সেই মহান্, অনেকের সম্মানযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী, দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করিব ॥ ২ ॥ যিনি উষা প্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন, অদিতি মিত্র ও বরুণের সহিত তাঁহাকে নিষ্পাপ করুন ॥ ৩ ॥ আমরা অন্নসাধক, বলসাধক, মহান্ ও স্তোতাগণের কল্যাণকর দধিক্রার নাম স্তুতি করি। আমরা মঙ্গলের জন্য বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও বজ্রবাহু ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ যাঁহারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন। হে মিত্রাবরুণ, তোমরা মনুষ্যের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ কর ॥ ৫ ॥ আমি জয়শীল ও বেগবান্ অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ুঃ বর্ধিত করুন ॥ ৬ ॥

৪০ সূক্ত। দেবতা : দধিক্রা ; ৫ সূর্য। গোতম-পুত্র
বামদেব ঋষি। জগতী ; ১ ত্রিষ্টুপ্।
আমরা বারংবার দধিক্রাবার স্তুতি করিব। উষাসমূহ আমাকে কর্মে প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, উষা, সূর্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন জিষ্ণুর স্তুতি করিব ॥ ১ ॥ গমনশীল, পোষক, গাভীপ্রেরক, এবং পরিচারকগণের সহিত নিবাসকারী দধিক্রাবা অভিলষণীয় উষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। শীঘ্রগামী, সত্যগমনশীল, বেগবান্ এবং লম্ফদ্বারা গমনশীল দধিক্রা অন্ন, বল ও স্বর্গ উৎপাদন করুন ॥ ২ ॥ পক্ষিগণ যেরূপ পক্ষীর গতি অনুসরণ করে, সেইরূপ সকলে গমনশীল, ত্বরাযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাবান দধিক্রাবার গতি অনুসরণ করিতেছে। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতগামী এবং ত্রাণকারী দধিক্রাবার বক্ষঃপ্রদেশের চতুর্দিকে সকলে একত্র হইয়া গমন করে ॥ ৩ ॥ সেই অশ্ব গ্রীবাদেশে, কক্ষপ্রদেশে ও মুখপ্রদেশে বদ্ধ হইয়া, পাদবিক্ষেপানুসারে ত্বরাপূর্বক গমন করিতেছেন। দধিক্রা অধিকতর বলশালী হইয়া যজ্ঞাভিমুখে পথের বক্রপ্রদেশসমূহ অনুসরণ করতঃ সর্বদা গমন করেন ॥ ৪ ॥ হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থিতি করে, বসু অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করে, হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে, অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে, বরণীয় স্থানে অবস্থান করে, যজ্ঞস্থলে অবস্থান করে, অন্তরীক্ষস্থলে অবস্থান করে ; জলে জন্মিয়াছে, কিরণে জন্মিয়াছে, সত্যে জন্মিয়াছে এবং পর্বতে জন্মিয়াছে ॥ ৫ ॥

৪১ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র ও বরুণ, অমর হোতা অগ্নির ন্যায় হব্যযুক্ত কোন্ স্তোত্র তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করে ? হে ইন্দ্র ও বরুণ, উহা তোমাদের কর্তৃক উক্ত হইয়া এবং ক্রতু-ও-হব্যযুক্ত হইয়া তোমাদের হৃদয়গ্রাহী হউক ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণদেব, যে মনুষ্য অন্নবান্ হইয়া সখ্যের জন্য তোমাদিগকে বন্ধু করেন, তিনি পাপ নাশ করেন, সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করেন এবং মহতী রক্ষাদ্বারা বিখ্যাত হয়েন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, যদি পরস্পরসখিভূত, তোমরা দুইজনে সখ্যপ্রযুক্ত অভিষুত সোমদ্বারা অন্নশালী হইয়া হৃষ্ট হও, তাহা হইলে তোমরা এই প্রকারে স্তুতিকারী মনুষ্যগণকে রত্ন দান কর ॥ ৩ ॥ হে উগ্র ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা এই শত্রুর প্রতি দীপ্ত ও অতিশয় তেজোবিশিষ্ট বজ্র প্রক্ষেপ কর। যে শত্রু আমাদের দুর্দমনীয়, অত্যন্ত অদাতা ও হিংসক, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিভবকর বল প্রয়োগ কর ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ইন্দ্র ও বরুণ, বৃষভ যেরূপ ধেনুকে প্রীত করে, সেইরূপ তোমরা এই স্তুতিকে প্রীত কর। তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া সহস্রধারা মহতী গাভী যেরূপ দুগ্ধ দোহন করে, সেইরূপ স্তুতিরূপ ধেনু আমাদিগের অভিলাষ দোহন করুন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা রাত্রিতে রক্ষাযুক্ত হইয়া শত্রুগণকে হিংসা করতঃ অবস্থান কর। যেন আমরা পুত্র, পৌত্র ও উর্বরা ভূমি লাভ করিতে পারি এবং বহুকাল সূর্য দেখিতে পাই ও সন্তানোৎপাদনশক্তি প্রাপ্ত হই ॥ ৬ ॥ আমরা ধেনুলাভের অভিলাষে তোমাদিগের নিকট পুরাতন রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা ক্ষমতাশালী, বন্ধুস্বরূপ, শূর এবং অতিশয় পূজ্য। আমরা তোমাদিগের নিকট সুখদায়ক পিতার ন্যায় সখ্য ও স্নেহ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৭ ॥ হে সুফলদাতৃদ্বয়, সেনাগণ যেরূপ সংগ্রাম কামনা করে, সেইরূপ আমাদিগের রত্নাভিলাষী স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে কামনা করতঃ রক্ষা লাভের জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করিতেছে। দধি প্রভৃতিদ্বারা শোধন করিবার জন্য গাভীসকল যেরূপ সোমের নিকট থাকে, সেইরূপ আমাদের আন্তরিক স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে ॥ ৮ ॥ সেবকগণ যেরূপ ধন লাভের জন্য ধনীর নিকট গমন করে, সেইরূপ আমার স্তুতিসমূহ দ্রবিণ লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে। ভিক্ষুক স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্ন ভিক্ষা করতঃ ইন্দ্রের নিকট গমন করে ॥ ৯ ॥ আমরা প্রযত্নব্যতিরেকে অশ্বসমূহ, রথসমূহ, পুষ্টি এবং নিত্য ধনের স্বামী হইব। তাঁহারা আগমন করুন এবং নূতন রক্ষার সহিত আমাদের অভিমুখে অশ্ব ও ধন নিযুক্ত করুন ॥ ১০ ॥ হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা মহতী রক্ষার সহিত আগমন কর। যে যুদ্ধে শত্রুসেনার আয়ুধসকল ক্রীড়া করে, আমরা যেন সেই যুদ্ধে তোমাদিগের অনুগ্রহে জয়লাভ করিতে পারি ॥ ১১ ॥

৪২ সূক্ত। দেবতা : ত্রসদস্যু ; ৭-১০ ইন্দ্র ও বরুণ।
পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যু ঋষি। ত্রিষ্টুপ।
আমি বলবান্ ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমরগণ আমার। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা ॥ ১ ॥ আমি রাজা বরুণ, দেবগণ আমার জন্যই অসূর্য শ্রেষ্ঠ বল ধারণ করিয়াছেন। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা ॥ ২ ॥ আমি ইন্দ্র ও বরুণ। আমি মহিমাতে বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা, সুরূপা দ্যাবা-পৃথিবী। আমি বিদ্বান্। আমি ত্বষ্টার ন্যায় সমস্ত ভূতজাতকে চৈতন্য দান করি এবং দ্যাবা-পৃথিবীকে ধারণ করি ॥ ৩ ॥ আমি সেচক, জলকে সেচন করিয়াছি, জলের স্থানে দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছি। আমি ত্রিপ্রকার আকাশকে বিশেষরূপে প্রথিত করতঃ জলদ্বারা অদিতির পুত্র ঋতাবা হইয়াছি ॥ ৪ ॥ সুন্দর-অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধাগণ আমাকে অনুগমন করে। তাহারা বৃত হইয়া সংগ্রামে আমাকে আহ্বান করে। আমি ধনবান্ ইন্দ্র হইয়া যুদ্ধ করি। আমি অভিভবকরবলশালী, আমি সংগ্রামে ধূলি উত্থিত করি ॥ ৫ ॥ আমি এই সমস্ত কর্ম করিয়াছি। আমি অপ্রতিহত, দৈববলযুক্ত, কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারে না। যখন সোমরস আমাকে হৃষ্ট করে এবং উক্থসমূহ আমাকে হৃষ্ট করে, তখন অপার দ্যাবা-পৃথিবী উভয়েই চালিত হয় ॥ ৬ ॥ হে বরুণ, সমস্ত ভূতজাত তোমাকে জানে। হে স্তোতা, বরুণকে স্তব কর। হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুগণকে বধ করিয়াছ বলিয়া বিখ্যাত আছ। তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করিয়াছ ॥ ৭ ॥ দুর্গহের পুত্র বন্দী হইলে পর সপ্ত ঋষিগণ এই দেশে পিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক এবং অর্ধ দেব ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, পুরুকুৎসপত্নী তোমাদিগকে হব্য ও স্তুতিদ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে শত্রুনাশক অর্ধ দেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদিগের স্তুতি করতঃ ধনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইব। দেবগণ হব্যে তৃপ্ত হউন, গাভীগণ তৃণাদিতে পরিতৃপ্ত হউক। হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা বিশ্বের হন্তা, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে সেই অহিংসিত ধন দান কর॥ ১০॥

৪৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের পুত্রদ্বয় পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দেবগণের মধ্যে কে শ্রবণ করিবেন? কোন্ দেবতা স্তোত্র সেবা করিবেন? দেবগণের মধ্যে কাহার হৃদয়ে এই প্রিয়তরা দ্যুতিমতী হব্যযুক্তা সুস্তুতি সংশ্লিষ্ট করিব?॥ ১॥ কোন্ দেবতা আমাদিগকে সুখী করিবেন? কোন্ দেবতা আমাদিগের যজ্ঞে সর্বাপেক্ষা অধিক আগমন করেন? দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী করিবেন? কোন্ রথ বেগবান্-অশ্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী? সূর্যের দুহিতা যে রথ বরণ করিয়াছিলেন॥ ২॥ রাত্রি অতীত হইলে, ইন্দ্র যেরূপ শক্তি প্রদর্শন করেন, হে গমনশীল অশ্বিদ্বয়, তোমরা সেইরূপ অভিষবণকালে গমন কর। তোমরা দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়াছ, তোমরা দিব্য- ও সুন্দর-গতিবিশিষ্ট, তোমাদিগের কর্মসমূহের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?॥ ৩॥ কোন্ স্তুতি তোমাদিগের সমতুল্য হইতে পারে? কোন্ স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া তোমরা আমাদিগের নিকট আগমন কর? কে তোমাদিগের মহান্ ক্রোধ সহ্য করিতে পারে? হে মধুর জলের সৃষ্টিকর্তা দস্রদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে আশ্রয়দ্বারা রক্ষা কর॥ ৪॥ তোমাদের রথ দ্যুলোকের চতুর্দিকে বিস্তৃতভাবে গমন করিতেছে, উহা সমুদ্র হইতে তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। তোমাদিগের সোমরসসমূহ পক্ক যবের সহিত সংযোজিত হইতেছে। হে মধুর জলের সৃষ্টিকর্তৃদ্বয়, অধ্বর্যুগণ দুগ্ধের সহিত সোমরস মিশ্রিত করিতেছে॥ ৫॥ সিন্ধু রসদ্বারা তোমাদিগের অশ্বগণকে সেক করিয়াছে। পক্ষিসদৃশ অশ্বগণ দীপ্তিদ্বারা দীপ্যমান হইয়া গমন করিতেছে। যে রথদ্বারা তোমরা সূর্যের পতি হইয়াছিলে, তোমাদের সেই ক্ষিপ্রগামী রথ বিখ্যাত॥ ৬॥ তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এই স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সংযোজিত করিতেছি, সেই স্তুতি আমাদিগকে ফল প্রদান করুক। হে রমণীয়-অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়, আমাদিগের অভিলাষ তোমাদিগের অভিমুখে গমন করতঃ পূর্ণ হইয়াছে॥ ৭॥

৪৪ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের পুত্রদ্বয় পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, আমরা অদ্য তোমাদিগের বেগবান এবং গোপ্রদ রথ আহ্বান করিতেছি। উহা সূর্যকে বহন করে, উহা বন্ধুরবিশিষ্ট, স্তুতিবাহক, প্রভূত ও ধনবান্॥ ১॥ হে দ্যুলোকের নপ্তা অশ্বিদেবদ্বয়, তোমরা কর্মদ্বারা প্রসিদ্ধ শোভা সম্ভোগ করিতেছ। সোমরস তোমাদিগের শরীরকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং মহান্ অশ্বসমূহ তোমাদিগকে রথে বহন করে॥ ২॥ কোন্ হব্যদাতা অদ্য রক্ষা, সোমপান, অথবা পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মন্ত্রদ্বারা তোমাদিগের স্তুতি করিতেছে? হে অশ্বিদ্বয়, কোন্ নমস্কারকারী যজ্ঞাভিমুখে আবর্তন করিতেছে?॥ ৩॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা অনেক হইয়া থাক। তোমরা হিরণ্ময় রথে করিয়া এই যজ্ঞে আগমন কর, মধুর সোমরস পান কর এবং পরিচর্যাকারীকে রত্ন দান কর॥ ৪॥ তোমরা দ্যুলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিরণ্ময় সুব্রত রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। অন্য দেবাভিলাষিগণ যেন তোমাদিগকে না রাখে, যেহেতু আমরা পূর্বেই স্তুতি অর্পণ করিয়াছি॥ ৫॥ হে দস্রদ্বয়, তোমরা আমাদিগের উভয়কে শীঘ্র বহুপুত্রযুক্ত ও প্রভূত ধন দান কর। হে অশ্বিদ্বয়, ঋত্বিক্ (পুরুমীল্হ)-গণ তোমাদিগের স্তোত্র করিয়াছে এবং অজমীল্হগণের স্তুতি তাহার সহিত সংগত হইয়াছে॥ ৬॥ তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এই স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সংযোজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি, সেই স্তুতি আমাদিগকে ফল প্রদান করুক। হে রমণীয়-অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়, আমাদিগের অভিলাষ তোমাদিগের অভিমুখে গমন করতঃ পূর্ণ হইয়াছে ॥ ৭ ॥

৪৫ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। গৌতম-পুত্র বামদেব ঋষি ॥ জগতী ; ৭ ত্রিষ্টুপ্।
এই ভানু উদিত হইতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের রথ চতুর্দিকে গমন করতঃ দ্যুতিমান্ আদিত্যের সহিত সানুপ্রদেশে মিলিত হইতেছে। এই রথের উপরিভাগে মিথুনীভূত ত্রিবিধ অন্ন আছে এবং সোমরসপূর্ণ চর্মময় পাত্র চতুর্থরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ১ ॥ তোমাদিগের অন্নবান্, সোমরসোপেত, অশ্বযুক্ত রথ উষার আরম্ভে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত অন্ধকার দূর করতঃ ও সূর্যের ন্যায় দীপ্ত তেজঃ বিস্তার করতঃ উর্ধ্বে গমন করে ॥ ২ ॥ তোমরা সোমপানার্হ, মুখদ্বারা সোমরস পান কর, সোমলাভের জন্য প্রিয় রথ যোজনা কর এবং যজমানের গৃহে আগমন কর। তোমরা পথসমূহ সোমদ্বারা প্রীত কর। তোমরা সোমপূর্ণ চর্মময় পাত্র ধারণ কর ॥৩॥ তোমাদিগের শীঘ্রগামী, মাধুর্যযুক্ত, দ্রোহরহিত, হিরণ্ময়পক্ষবিশিষ্ট, বহনশীল, উষাকালে জাগরণকারী এবং জলপ্রেরক, হর্ষযুক্ত ও সোমস্পর্শী যে অশ্ব আছে, তোমরা তাহাদিগের সহিত মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুর নিকট গমন করে, সেইরূপ আমাদিগের সবনে আগমন কর ॥ ৪ ॥ যখন যজ্ঞসম্পাদক বিচক্ষণ অধ্বর্যু হস্ত প্রক্ষালন করতঃ প্রস্তরখণ্ডদ্বারা মধুযুক্ত সোম অভিষুত করেন, তখন যজ্ঞের সাধনভূত, সোমবান্ অগ্নিসমূহ একত্র নিবাসকারী অশ্বিদ্বয়কে প্রত্যহ স্তুতি করে ॥ ৫ ॥ অন্তিকে অগ্রসর রশ্মিসমূহ দিবসদ্বারা অন্ধকার ধ্বংস করতঃ সূর্যের ন্যায় দীপ্ত তেজঃ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য অশ্ব যোজনা করতঃ উদিত হইতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সোমরসের সহিত তাঁহাকে অনুগমন করিয়া সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমরা যজ্ঞ করিয়া তোমাদিগকে স্তুতি করি। তোমাদিগের সুন্দর-অশ্বযুক্ত, নিত্যতরুণ যে রথ আছে এবং যে রথদ্বারা তোমরা ক্ষণমাত্রে লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সেই রথে করিয়া হব্যযুক্ত, শীঘ্র-অতিবাহী এবং ভোগপ্রদ এই যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৭ ॥

৪৬ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ও বায়ু ; ১ বায়ু। গৌতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।
হে বায়ু, তুমি স্বর্গলাভকর যজ্ঞে অগ্রে অভিষুত সোমরস পান কর। যেহেতু তুমি পূর্বপা ॥ ১ ॥ হে বায়ু, তুমি নিযুৎযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি অপরিমিত অভিলাষ পূরণের জন্য আগমন কর। তুমি অভিষুত সোম পান কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমাদিগের সহস্র অশ্বগণ অন্নের জন্য সত্বর হইয়া তোমাদিগকে সোমপানার্থে আনয়ন করুক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা হিরণ্ময়বন্ধুরযুক্ত, দ্যুলোকস্পর্শী, শোভনযজ্ঞশালী রথে আরোহণ কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন রথে হব্যদাতার নিকট আগমন কর, এই যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, এই সোম অভিষুত হইয়াছে। তুমি দেবগণের সহিত সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া হব্যদাতার যজ্ঞশালায় উহা পান কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, এই যজ্ঞে তোমাদের আগমন হউক, এই যজ্ঞে তোমাদিগের সোমপানের জন্য অশ্বগণ বিমুক্ত হউক ॥ ৭ ॥

৪৭ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ও বায়ু ; ১ বায়ু। গৌতম-পুত্র বামদেব ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে বায়ু, আমি পবিত্র হইয়া স্বর্গাভিলাষে তোমার নিকট প্রথমে সোমরস আনয়ন করিতেছি। হে দেব, তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোমপানের জন্য নিযুৎ অশ্বে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা সোম পান করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য। কারণ, জলসমূহ যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ সোমরস তোমাদের অভিমুখে গমন করে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা বলের স্বামী, তোমরা পরাক্রমশালী ও নিযুৎগণযুক্ত। তোমরা এক রথে করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য সোমপানার্থে আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে নেতা যজ্ঞবাহক ইন্দ্র ও বায়ু, আমরা তোমাদিগকে হব্য দান করি, তোমাদিগের যে বহুলোকের স্পৃহণীয় নিযুৎগণ আছে, তাহা আমাদিগকে দান কর ॥ ৪ ॥

৪৮ সূক্ত। বায়ু দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে বায়ু, শত্রুগণের প্রকম্পক রাজার ন্যায় তুমি পূর্বে অন্যদ্বারা অপীত সোম পান কর এবং স্তোতার ধন সম্পাদন কর, তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে বায়ু, তুমি অশস্তি নিয়োগ কর। তুমি নিযুৎগণযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর ॥ ২ ॥ হে বায়ু, কৃষ্ণবর্ণা, বসুসমূহের ধাত্রী, বিশ্বরূপা দ্যাবা-পৃথিবী তোমার অনুগমন করে। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে বায়ু, মনের ন্যায় বেগবান্, পরস্পরসংযুক্ত, নবনবতিসংখ্যক অশ্ব তোমাকে আনয়ন করুক। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে বায়ু, তুমি পোষ্য শত অশ্ব অথবা সহস্রসংখ্যক অশ্ব যোজনা কর। তোমার রথ বেগে আগমন করুক ॥ ৫

৪৯ সূক্ত। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।
হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, আমি তোমাদের মুখে এই প্রিয় সোম প্রক্ষেপ করি, আমি তোমাদিগকে উক্থ ও মদজনক সোমরস প্রদান করি ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, তোমাদিগের মুখে পানের জন্য ও হর্ষের জন্য মনোহর সোম প্রদত্ত হয় ॥ ২ ॥ হে সোমপা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, তোমরা সোমপানার্থে আমাদের গৃহে আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, তোমরা আমাদিগকে শতগাভীযুক্ত ও সহস্রসংখ্যকঅশ্বযুক্ত ধন দান কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, সোম অভিষুত হইলে পর আমরা তোমাদিগকে এই সোমপানার্থে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, তোমরা হব্যদাতার গৃহে সোম পান কর এবং তাঁহার গৃহে নিবাস করিয়া হৃষ্ট হও ॥ ৬ ॥

৫০ সূক্ত। দেবতা : বৃহস্পতি ; ১০-১১ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি।
গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১০ জগতী।
যিনি বলপূর্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং যিনি শব্দদ্বারা স্থানত্রয়ে বর্তমান আছেন, সেই আহ্লাদকজিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতিদেবকে পুরাতন দ্যুতিমান্ মেধাবিগণ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে প্রভূতপ্রজ্ঞাবান্ বৃহস্পতি, যাঁহাদিগের গতি শত্রুগণকে কম্পিত করে, যাঁহারা তোমাকে হৃষ্ট করেন এবং যাঁহারা তোমাকে স্তুতি করেন, তুমি তাঁহাদিগের ফলপ্রদ, বর্ধনশীল, অহিংসিত ও বিস্তীর্ণ যজ্ঞ রক্ষা কর ॥ ২ ॥ হে বৃহস্পতি, যে অত্যন্ত দূরবর্তী স্বর্গনামক পরমস্থান আছে, ঐ স্থান হইতে তোমার সেই অশ্বগণ যজ্ঞে আগমন করতঃ নিষণ্ণ আছে। খাত কূপের চতুর্দিকে যেরূপ জলস্রাব হয়, সেইরূপ তোমার চতুর্দিকে স্তুতির সহিত প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম মধুক্ষরণ করিতেছে ॥ ৩ ॥ বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্তমুখবিশিষ্ট, বহুপ্রকারে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীলতেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী অঙ্গিরাগণের সহিত শব্দদ্বারা বলকে নাশ করিয়াছিলেন। তিনি শব্দ করিয়া ভোগপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণকে বাহির করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ আমরা, এই প্রকারে পিতা, সর্বদেবতাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষী বৃহস্পতিকে যজ্ঞদ্বারা, হব্যদ্বারা ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব। হে বৃহস্পতি, আমরা যেন সুপুত্রবান্ বীর্যশালী ও ধনের স্বামী হইতে পারি ॥ ৬ ॥ যিনি বৃহস্পতিকে সুন্দররূপে পোষণ করেন এবং তাঁহাকে প্রথম-হব্যগ্রাহী বলিয়া স্তুতি করেন ও নমস্কার করেন, সেই রাজা স্বীয় বীর্যদ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করিয়া অবস্থিতি করেন ॥ ৭ ॥ যে রাজার নিকট ব্রহ্মণস্পতি প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হইয়া স্বকীয় গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তাঁহার জন্য সর্বকালে ফল প্রসব করেন, প্রজাগণ আপনারাই তাঁহার নিকট প্রণত থাকে ॥ ৮ ॥ যে রাজা রক্ষণকুশল ব্রহ্মণস্পতিকে ধন দান করেন, তিনি অপ্রতিহতরূপে শত্রুর ও প্রজাসমূহের ধন জয় করেন। দেবগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন ॥ ৯ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি এবং ইন্দ্র এই যজ্ঞে হৃষ্ট হইয়া যজমানগণকে ধন দান করতঃ সোম পান কর। সর্বব্যাপক সোম তোমাদের শরীরে প্রবেশ করুক। তোমরা আমাদিগকে সমস্ত পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর ॥ ১০ ॥ হে বৃহস্পতি, হে ইন্দ্র, তোমরা আমাদিগকে বর্ধিত কর। আমাদিগের প্রতি তোমাদিগের অনুগ্রহ যুগপৎ প্রযুক্ত হউক। আমাদিগের যজ্ঞ রক্ষা কর, আমাদিগের স্তুতিতে জাগরিত হও। তোমরা স্তোতাগণের শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১১ ॥

৫১ সূক্ত। উষা দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই প্রসিদ্ধ, অত্যন্ত প্রভূত, কান্তিশালী জ্যোতিঃ পূর্বদিকে অন্ধকার হইতে উত্থিত হইতেছে। আদিত্যদুহিতা দীপ্তিমতী উষাসমূহ সত্যই লোককে গমনকার্যে সক্ষম করেন ॥ ১ ॥ বিচিত্র উষা, যজ্ঞে খাত যূপকাষ্ঠের ন্যায় শোভমান হইয়া পূর্বদিকে রহিয়াছেন। তাঁহারা বাধাজনক অন্ধকারের দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ দীপ্ত ও পবিত্র হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ অদ্য তমোনিবারিকা ধনবতী উষা ভোজ্যদাতাকে ধন প্রদানের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছেন। পণিগণ অপ্রীতিকর অন্ধকারমধ্যে অপ্রবুদ্ধভাবে নিদ্রা যাউক ॥ ৩ ॥ হে ধনবতী উষাসমূহ, যে রথদ্বারা তোমরা সপ্তমুখ নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণকে ধনশালিরূপে প্রদীপ্ত করিয়াছ; হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ, তোমাদিগের সেই পুরাতন অথবা নূতন রথ অদ্য বহুবার আগমন করুক ॥ ৪ ॥ হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ, তোমরা নিদ্রিত দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগকে স্ব-স্ব কার্যে প্রবোধিত করতঃ যজ্ঞে গমনশীল অশ্বগণের সহিত ভুবনসমূহ ক্ষণমাত্রে পরিভ্রমণ কর ॥ ৫ ॥ যে উষায় ঋভুগণ চমসাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই পুরাতনী উষা কোথায় আছেন? দীপ্ত, নিত্যনূতন, সমান-রূপবিশিষ্ট, উষাসমূহ যখন দীপ্তি প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না ॥ ৬ ॥ যে উষায় যজ্ঞ-কারিগণ উক্থদ্বারা স্তুতি করতঃ এবং স্তোত্র ও শাস্ত্র উচ্চারণ করতঃ শীঘ্র ধন লাভ করেন, সেই কল্যাণকারী উষা-সমূহ পুরাকাল হইতে অভিগমন করিয়াই ধন দান করেন। তাঁহারা যজ্ঞের জন্য জাত হইয়াছেন এবং সত্য ফল প্রদান করেন ॥ ৭ ॥ একরূপবিশিষ্ট ও সমানবিখ্যাত উষাসমূহ পূর্বদিকে একমাত্র দেশ হইতে বিচরণ করেন। দ্যুতিমতী উষাসমূহ যজ্ঞগৃহকে প্রবোধিত করতঃ জলসৃষ্টিকারী রশ্মিসমূহের ন্যায় স্তুত হয়েন ॥ ৮ ॥ উষাসমূহ সমান, একরূপবিশিষ্ট ও অপরিমিতবর্ণযুক্ত, দীপ্ত, শুদ্ধ এবং কান্তিপূর্ণ শরীরের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত। তাঁহারা অতি মহান্ অন্ধকারকে গোপন করতঃ বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥ হে কান্তিমতী আদিত্যদুহিতাগণ, তোমরা আমাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর। হে দেবীগণ, আমরা সুখলাভের জন্য তোমাদিগকে প্রতিবোধিত করিতেছি, আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধনের পতি হইতে পারি ॥ ১০ ॥ হে কান্তিমতী আদিত্যদুহিতাগণ, আমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন লোকমধ্যে কীর্তি ও অন্নের স্বামী হইতে পারি। দ্যুলোক এবং দ্যুতিমতী পৃথিবী উক্ত যশঃ ধারণ করুন ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫২ সূক্ত। উষা দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। গায়ত্রী।
সেই আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি প্রাণিগণের নেত্রী ও সুফলের উৎপাদয়িত্রী। তিনি ভগিনী রাত্রির পর্যবসানকালে অন্ধকার বিনাশ করেন ॥ ১ ॥ অশ্বিনীর ন্যায় মনোহরা, দীপ্তিমতী ও রথিসমূহের মাতা যজ্ঞবতী উষা অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু হয়েন ॥ ২ ॥ তুমি অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু এবং রশ্মিসমূহের মাতা। হে উষা, তুমি ধনের ঈশ্বরী ॥ ৩ ॥ হে সুনৃতা উষা, তুমি শত্রুগণকে দূর করিয়া দিয়া থাক, তুমি সংজ্ঞা দান করিয়া থাক, আমরা তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রবোধিত করিতেছি ॥ ৪ ॥ স্তুতিযোগ্য রশ্মিসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। উষা বর্ষার ধারার ন্যায় জগৎকে মহৎ তেজে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ হে কান্তিমতী উষা, তুমি তেজোদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ কর, তেজোদ্বারা অন্ধকার দূর কর, তৎপরে নিয়মানুসারে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে উষা, তুমি দীপ্ততেজোযুক্ত হইয়া রশ্মিদ্বারা দ্যুলোককে ব্যাপ্ত কর এবং বিস্তীর্ণ ও প্রিয় অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত কর ॥ ৭ ॥

৫৩ সূক্ত। সবিতা দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। জগতী।
আমরা অসুর ও বুদ্ধিমান্ সবিতাদেবের সেই বরণীয় এবং মহৎ ধন প্রার্থনা করি। তিনি হব্যদাতাকে স্বেচ্ছাপূর্বক যাহা দান করেন ; মহান্ সবিতাদেব আমাদিগকে সেই ধন প্রতিদিবস দান করুন ॥ ১ ॥ দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক, প্রজাপতি কবি সবিতাদেব পিশঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করেন। বিচক্ষণ সবিতা প্রখ্যাত হইয়াও জগৎ তেজে পরিপূর্ণ করিয়া প্রভূতস্তুতিযোগ্য সুখ উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ২ ॥ সবিতাদেব তেজোদ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীলোককে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বীয় কার্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিবস জগৎকে স্ব-স্ব কার্যে স্থাপন ও প্রেরণ করতঃ সৃজনকার্যে বাহু প্রসারিত করেন ॥ ৩ ॥ সবিতাদেব অহিংসিত হইয়া ভুবনকে প্রদীপ্ত করতঃ ব্রতসমূহ রক্ষা করেন। তিনি ভুবনস্থ প্রজাগণের জন্য বাহু প্রসারণ করেন। ধৃতব্রত সবিতাদেব মহৎ জগতের ঈশ্বর ॥ ৪ ॥ সবিতাদেব মহিমাদ্বারা পরিভব করতঃ অন্তরীক্ষত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি দীপ্তিমান্ এই তিনজনকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন ব্রতদ্বারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে পরিপালন করেন ॥ ৫ ॥ যাঁহার প্রভূত ধন আছে, যিনি কর্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি সকলের গন্তব্য, এবং যিনি স্থাবর-জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন, সেই সবিতাদেব, আমাদিগের পাপক্ষয়ের জন্য আমাদিগকে লোকত্রয়স্থিত সুখ দান করেন ॥ ৬ ॥ সবিতাদেব ঋতুগণের সহিত আগমন করুন, আমাদিগের গৃহ বর্ধিত করুন, আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান করুন। তিনি দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগের প্রতি প্রীত হউন। তিনি আমাদিগকে অপত্যযুক্ত ধন দান করুন ॥ ৭ ॥

৫৪ সূক্ত। সবিতা দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। জগতী ; ৬ ত্রিষ্টুপ্।
সবিতাদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে শীঘ্রই বন্দনা করিব। তিনি এক্ষণে এবং তৃতীয় সবনে হোতাগণ কর্তৃক স্তুত হয়েন। যিনি মানবগণকে রত্ন দান করেন, সেই সবিতাদেব আমাদিগকে এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন ॥ ১ ॥ তুমি প্রথমে যজ্ঞার্হ দেবগণের জন্য অমরত্বের সাধনভূত সোমরূপ উৎকৃষ্টতম ভাগ উৎপাদন করিয়া থাক। তৎপরে হে সবিতা, তুমি হব্যদাতাকে প্রকাশিত করিয়া থাক এবং পিতা, পুত্র ও পৌত্রাদি ক্রমে জীবনদান করিয়া থাক ॥ ২ ॥ হে সবিতাদেব, আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা দুর্বল বা বলশালী লোকদিগের প্রমাদ বশতঃ, অথবা ঐশ্বর্যের গর্ব বা পরিজনের গর্ব বশতঃ, তোমার প্রতি, দেব ও মনুষ্যগণের প্রতি, যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি তাহা হইতে এই যজ্ঞে আমাদিগকে নিষ্পাপ কর ॥ ৩ ॥ সবিতাদেবের কর্ম হিংসা করা উচিত নহে, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বভুবন ধারণ করেন। তিনি সুন্দর-অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে বিস্তীর্ণা হইতে আজ্ঞা করেন এবং দ্যুলোককেও বিস্তীর্ণ হইতে আজ্ঞা করেন। তাঁহার এই কর্ম সত্য ॥ ৪ ॥ হে সবিতা, ইন্দ্র আমাদিগের মধ্যে পূজ্য। তুমি আমাদিগকে বৃহৎ পর্বতগণের অপেক্ষাও উন্নত কর, এইসকল যজমানগণকে গৃহবিশিষ্ট নিবাস প্রদান কর। তাহারা গমনকালে যেরূপ তোমাকর্তৃক নিয়ত হয়, সেইরূপ তোমার আজ্ঞানুসারেই অবস্থিতি করে ॥ ৫ ॥ হে সবিতা, আমরা তোমার উদ্দেশে প্রতিদিবস তিনবার করিয়া সৌভাগ্যজনক সোম অভিষব করি ; ইন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, জলবিশিষ্টা সিন্ধুদেবতা এবং আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদিগকে সুখ দান করুন ॥ ৬ ॥

৫৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৮-১০ গায়ত্রী।

হে বসুগণ, তোমাদিগের মধ্যে কে ত্রাণকর্তা ? কে দুঃখের নিবারক ? হে অখণ্ডনীয়া দ্যাবা-পৃথিবী, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে বরুণ, হে মিত্র, তোমরা অভিভবকর মনুষ্য হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে দেবগণ, যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে কে ধন দান করে ? ॥ ১ ॥ যাঁহারা স্তোতাগণকে পুরাতন স্থান প্রদান করেন, যাঁহারা দুঃখের অমিশ্রয়িতা এবং অমূঢ়, যাঁহারা অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই বিধাতা নিত্য দেবগণ অভীষ্ট প্রদান করেন। তাঁহারা সত্যকর্মবিশিষ্ট ও দর্শনীয় হইয়া শোভা পান ॥ ২ ॥ আমি সকলের গন্তব্য অদিতি, সিন্ধু ও স্বস্তি দেবীকে সখ্যের জন্য মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করি। যাহাতে দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে বিশেষরূপে পালন করেন, তজ্জন্য আমি স্তুতি করি। উষা ও নক্ত অভিমত সম্পাদন করুন ॥ ৩ ॥ অর্যমা ও বরুণ পথ দেখাইয়া দিন। অন্নের পতি অগ্নি সুখকর পথ দেখাইয়া দিন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সুন্দররূপে স্তুত হইয়া আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ও বলযুক্ত বরণীয় সুখ দান করুন ॥ ৪ ॥ আমি, পর্জন্য, মরুৎগণ ও রক্ষক ভগদেবের আশ্রয় যাচ্ঞা করি। পতি বরুণ আমাদিগকে জনসম্বন্ধীয় পাপ হইতে রক্ষা করুন, মিত্র মিত্রভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী দেবীদ্বয়, যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্রমধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে সেইরূপ আমি অভিলষিত কার্য লাভের জন্য অহিবুধ্ন্যনামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি। সেই দেবগণ দীপ্তধ্বনিযুক্ত নদীসকলকে অপাবৃত করুক ॥ ৬ ॥ অদিতিদেবী দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন, ত্রাতা ইন্দ্র অপ্রমত্ত হইয়া আমাদিগকে পালন করুন। আমরা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির সমুচ্ছ্রিত অন্ন হিংসা করিতে পারি না ॥ ৭ ॥ অগ্নি ধনের ঈশ্বর এবং মহৎ সৌভাগ্যের ঈশ্বর। অতএব তিনি আমাদিগকে ঐসকল দান করুন ॥ ৮ ॥ হে ধনবতী, সুনৃতা, অন্নবতী উষা, আমাদিগকে বহু বরণীয় ধন দান কর ॥ ৯ ॥ যে ধনের সহিত সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও ইন্দ্র আগমন করেন, তাঁহারা সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

৫৬ সূক্ত। দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৫-৭ গায়ত্রী।

মহতী শ্রেষ্ঠা দ্যাবা-পৃথিবী এই যজ্ঞে দীপ্তিকরমন্ত্রবিশিষ্ট হইয়া দীপ্তিযুক্ত হউন। যেহেতু সেচনকারী পর্জন্য বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করতঃ প্রথমান ও গমনশীল মরুৎগণের সহিত সর্বত্র শব্দ করিতেছে ॥ ১ ॥ যাগযোগ্য, অহিংসক, অভীষ্টবর্ষী, সত্যশীল, দ্রোহরহিত এবং দেবগণের উৎপাদক ও যজ্ঞের নির্বাহক দ্যাবা-পৃথিবী দেবীদ্বয়, দেবগণের সহিত দীপ্তিকরমন্ত্রযুক্ত হউক ॥ ২ ॥ যিনি এই দ্যাবা-পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, যে ধীমান্ বিস্তীর্ণা, অবিচলা, সুরূপা, আধাররহিতা দ্যাবা-পৃথিবীকে কর্মবলে সম্যক্‌রূপে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি ভুবনসমূহের মধ্যে সুন্দরকর্মবিশিষ্ট ॥ ৩ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা আমাদিগের অন্নদানে অভিলাষিণী, পরস্পর-সংগতা, বিস্তীর্ণা, ব্যাপ্তা এবং যাগযোগ্যা হইয়া আমাদিগের পত্নীযুক্ত বৃহৎ গৃহসমূহে আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষা কর। আমরা কর্মবলে রথ ও দাস লাভ করি ॥ ৪ ॥ হে দ্যুতিমতী দ্যাবা-পৃথিবী, আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করিব। তোমরা বিশুদ্ধা, আমরা প্রশংসা করিবার জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করি ॥ ৫ ॥ তোমরা স্বকীয় মূর্তি ও বলদ্বারা পরস্পরকে শোধিত করতঃ শোভা পাও এবং সর্বদা যজ্ঞ বহন কর ॥ ৬ ॥ হে মহতী দ্যাবা-পৃথিবী, তোমাদের মিত্রের স্তোতার অভীষ্ট সাধন কর এবং অন্ন বিভাগ ও পূর্ণ করতঃ যজ্ঞোপরি উপবেশন কর ॥ ৭ ॥

৫৭ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ ক্ষেত্রপতি ; ৪ কুকুরগণ ; ৫,৮ শুনাসীরদ্বয় ; ৬-৭ সীতা।
গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। অনুষ্টুপ ; ৫ পুরউষ্ণিক্ ; ২,৩,৮ ত্রিষ্টুপ্।
আমরা, বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করিব, তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন ॥ ১ ॥ হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য, মাধুর্যোপেত, ও প্রভূত জল দান কর। যজ্ঞের স্বামিগণ আমাদিগকে সুখী করুন ॥ ২ ॥ ওষধিসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক। দ্যুলোকসমূহ, জলসমূহ, ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক। ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা শক্রকর্তৃক অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব ॥ ৩ ॥ বলীবর্দসমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর ॥ ৪ ॥ হে শুন, হে সীর, তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর ॥ ৫ ॥ হে সৌভাগ্যবতী সীতা, তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর, ও সুফল প্রদান কর ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পুষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন ॥ ৭ ॥ ফালসকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুন, সীর, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ॥ ৮ ॥

৫৮ সূক্ত। অগ্নি বা সূর্য বা জল বা গো বা ঘৃত দেবতা।
গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১১ জগতী।
সমুদ্র হইতে মধুমান্ ঊর্মি হয়। মনুষ্য কিরণদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে, উহা দেবগণের জিহ্বা এবং অমৃতের নাভি ॥ ১ ॥ আমরা ঘৃতের নাম স্তব করিব, এই যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা উহা ধারণ করিব। ব্রহ্মণস্পতি এই স্তব শ্রবণ করুন। শৃঙ্গচতুষ্টয়বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ দেবতা এই জগৎ নির্বাহ করিতেছেন ॥ ২ ॥ ইঁহার চারিটি শৃঙ্গ। ইঁহার তিনটি পাদ, দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত শব্দ করিতেছেন। মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ পণিগণ, গোসমূহে তিন প্রকার দীপ্ত পদার্থ গোপনে নিহিত করিয়াছিল। দেবগণ তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সূর্য একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। দেবগণ বেণ হইতে অন্নদ্বারা আর-একটি পদার্থ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ অপরিমিতগতিবিশিষ্ট এই জল হৃদয়প্রীতিকর অন্তরীক্ষ হইতে অধোদেশে পতিত হইতেছে। রিপু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেইসকল ঘৃতধারা আমি দেখিতে পাইতেছি, ইহাদের মধ্যে হিরণ্ময় বেতসকে অর্থাৎ অগ্নিকে দেখিতে পাইতেছি ॥ ৫ ॥ ঘৃতের ধারা প্রীতিপ্রদ নদীর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে। এইসকল জল হৃদয়মধ্যগত মানসের দ্বারা পূত হইয়াছে। ঘৃতের ঊর্মি প্রবাহিত হইতেছে, যেন ব্যাধের নিকট হইতে মৃগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পলাইতেছে ॥ ৬ ॥ নদীর জল যেরূপ নিম্নদেশাভিমুখে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ বায়ুবৎ বেগশালী মহৎ ঘৃতধারা দ্রুত গমন করিতেছে। এই ঘৃতরাশি পরিধি ভেদ করতঃ ঊর্মিদ্বারা বর্ধিত হইয়া মদভরে অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে ॥ ৭ ॥ কল্যাণী ও হাস্যবদনা যোষিৎগণ যেমন সকলে একচিত্তে পতির প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ ঘৃতধারা অগ্নির প্রতি গমন করে। উহারা সম্যক্ দীপ্তিপ্রদ হইয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। জাতবেদা প্রীত হইয়া এই ধারাসকল কামনা করিতেছেন ॥ ৮ ॥ কন্যা যেমন পতির নিকট গমনার্থ বেশবিন্যাস করে, আমি দেখিতেছি এই ঘৃতধারাসকল সেইরূপ করিতেছে। যে স্থলে সোম অভিষুত হয়, অথবা যে স্থলে যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়, উহারা সেই দিকে গমন করিতেছে ॥ ৯ ॥ গোসমূহের নিকট গমন কর, উহাদিগের স্তুতি কর। আমাদিগকে স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর। আমাদিগের এই যজ্ঞকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও। ঘৃতের ধারা মধুরভাবে গমন করিতেছে ॥ ১০ ॥ তোমার তেজঃ সমুদ্রমধ্যেই থাকুক, হৃদয়মধ্যেই থাকুক, আয়ুঃতেই থাকুক, জলসমূহেই থাকুক, আর সংগ্রামেই থাকুক, সমস্ত বিশ্ব উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাতে যে রস স্থাপিত হইয়াছে সেই মধুর রস আমরা ব্যাপ্ত করিব ॥ ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র বুধ ও গবিষ্টির ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী উষা উপস্থিত হইলে অগ্নি অধ্বর্যুগণের কাষ্ঠদ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শিখাসমূহ মহান্ এবং শাখাবিস্তারকারী বৃক্ষের ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হইতেছে ॥ ১ ॥ হোতা অগ্নি দেবগণের যাগ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্নমনে উর্দ্ধে উত্থিত হয়েন। সমিদ্ধ অগ্নির দীপ্তিমান্ বল দৃষ্ট হইতেছে। মহান্ দেব অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ যখন অগ্নি একত্রিত জগতের রজ্জুরূপ অন্ধকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রদীপ্ত হইয়া দীপ্তরশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্নাভিলাষী ঘৃতধারার সহিত যুক্ত হয়েন এবং উন্নত হইয়া উপরে বিস্তৃত সেই ধারাকে জুহুদ্বারা পান করেন ॥ ৩ ॥ প্রাণিগণের চক্ষুঃ যেরূপ সূর্যের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ যজমানগণের মানস অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করে। যখন বিরূপা দ্যাবা-পৃথিবী উষার সহিত অগ্নিকে উৎপাদন করেন, তখন তিনি অগ্রে শ্বেত বাজীরূপে উৎপন্ন হয়েন ॥ ৪ ॥ উৎপাদনীয় অগ্নি উদয়কালে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং দীপ্তিযুক্ত হইয়া বন্ধুভূত বলসমূহে স্থাপিত হয়েন। পরে তিনি সপ্ত রমণীয় শিখা ধারণকরতঃ হোতা ও যাগযোগ্য হইয়া প্রত্যেক গৃহে উপবেশন করেন ॥ ৫ ॥ অগ্নি হোতা ও যাগযোগ্য হইয়া মাতা পৃথিবীর ক্রোড়োপরি সুগন্ধযুক্ত বেদিরূপ স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যুবা, কবি, বহুস্থানবিশিষ্ট, যজ্ঞবান্ ও সকলের ধারক। তিনি যজমানগণের মধ্যে সমিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ যিনি দ্যাবা-পৃথিবীকে জলদ্বারা ব্যাপ্ত করেন, যজমানগণ সেই মেধাবী ও যজ্ঞে ফলসাধক হোতা অগ্নিকে শীঘ্র স্তুতিদ্বারা পূজা করেন, অগ্নি অন্নবান্, যজমানগণ ঘৃতদ্বারা নিত্য তাঁহার পরিচর্যা করেন ॥ ৭ ॥ অর্চনীয় অগ্নি স্বকীয় স্থানে পূজিত হয়েন। তিনি প্রশান্তমনা, কবিগণ তাঁহার স্তুতি করে, তিনি আমাদের অতিথি ও সুখকর। তাঁহার অপরিমিত শিখা আছে, তিনি অভীষ্টবর্ষী ও প্রসিদ্ধ বলশালী। হে অগ্নি, তুমি নিজ ভিন্ন অন্য সমস্তকে বলদ্বারা পরিভূত করিয়া থাক ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞভূমিতে যাহার নিকট চারুতমরূপে আবির্ভূত হও, শীঘ্রই তাহার নিকট হইতে অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিয়া থাক। তুমি স্তুতিযোগ্য, দীপ্তিকর এবং বিশিষ্ট দীপ্তিমান্। তুমি প্রাণিগণের প্রিয় ও মনুষ্যগণের অতিথি ॥ ৯ ॥ হে যুবতম অগ্নি, মনুষ্যগণ নিকট হইতে ও দূর হইতে তোমার পূজা করে। যে তোমাকে অধিক স্তুতি করে, তাহার স্তুতি গ্রহণ কর। হে অগ্নি, তোমার প্রদত্ত সুখ বৃহৎ, মহৎ ও স্তুতিযোগ্য ॥ ১০ ॥ হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, তুমি অদ্য দীপ্তিমান্ ও সমীচীনপ্রান্তযুক্ত রথে দেবগণের সহিত আরোহণ কর। তুমি পথ অবগত আছ, তুমি প্রভূত অন্তরীক্ষপ্রদেশ দিয়া দেবগণকে হব্য ভক্ষণের জন্য এখানে আবাহন কর ॥ ১১ ॥ আমরা, কবি, পবিত্র, অভীষ্টবর্ষী ও যুবা অগ্নির উদ্দেশে বন্দনাযোগ্য স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি। গবিষ্টির ঋষি আকাশে দীপ্যমান্, বিস্তীর্ণগতিবিশিষ্ট আদিত্যের সদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কারযুক্ত স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র কুমার বা জর-পুত্র
বৃশ, বা উভয়েই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১২ শক্করী।

যুবতী মাতা কুমারকে নিহত দেখিয়া গুহামধ্যে ধারণ করিলেন, পিতার নিকট প্রদান করিলেন না। জনগণ উহার হিংসিত রূপ দেখিতে পাইল না, কিন্তু অরণিস্থানে স্থাপিত হইলে, উহা দেখিতে পাইলেন ॥ ১ ॥ হে যুবতী, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিশাচী হইয়া কোন্ কুমারকে ধারণ করিতেছ ? মহতী অরণি ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। গর্ভ অনেক বৎসর ধরিয়া বর্ধিত হইয়াছে, তাহার পর মাতা অরণি যে পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন তাহা দেখিলাম ॥ ২ ॥ আমি সমীপবর্তী প্রদেশ হইতে হিরণ্যদন্ত, প্রদীপ্তবর্ণ ও আয়ুধতুল্য জ্বালানির্মাণকারী অগ্নিকে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে সর্বতোব্যাপ্ত অমৃত দান করি, যাহারা ইন্দ্র মানে না এবং তাঁহার স্তুতি করে না, তাহারা আমার কি করিবে ? ॥ ৩ ॥ আমি গোসমূহের ন্যায় ক্ষেত্রে নিগূঢ়ভাবে সঞ্চরণকারী এবং স্বয়ং বহু প্রকারে শোভমান অগ্নিকে দেখিয়াছি। লোকে পূর্বকালের সেই জ্বালা গ্রহণ করেন নাই, তিনি পুনর্বার উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার বৃদ্ধা জ্বালা যুবতী হইয়াছে ॥ ৪ ॥ কে আমাদিগের লোকসমূহকে গাভীগণের সহিত বিযুক্ত করিয়াছে ? তাঁহাদিগের কি রক্ষক ছিল না ? যাহারা আমাদিগের লোকসমূহকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হউক। অগ্নি আমাদিগের অভিলাষ জানেন, তিনি আমাদিগের পশুর নিকট গমন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ প্রাণিগণের স্বামী ও জনগণের আবাসভূত অগ্নিকে শত্রুগণ লোকসমূহের মধ্যে গোপন করিয়াছে। অত্রির স্তোত্র তাঁহাকে মুক্ত করুক, নিন্দকগণ নিন্দনীয় হউক ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষিকে সহস্র যূপ হইতে মুক্ত করিয়াছ, কারণ তিনি স্তব করিয়াছিলেন। হে হোতা বিদ্বান্ অগ্নি, তুমি এই বেদিতে উপবেশন করতঃ এই প্রকারে আমাদিগের পাশসকল মুক্ত কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি যখন ক্রুদ্ধ হও, তখন আমাদিগের নিকট হইতে অপগত হও। দেবগণের ব্রতপালক ইন্দ্র আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান্, তিনি তোমাকে দর্শন করিয়াছেন। আমি তৎকর্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ৮ ॥ অগ্নি মহৎ তেজোদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি মহিমাবলে পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করেন। তিনি দুঃখজনক অদেবী মায়া পরিভব করেন এবং রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করেন ॥ ৯ ॥ অগ্নির শব্দকারী শিখা তীক্ষ্ণ আয়ুধের ন্যায় রাক্ষস-বিনাশের জন্য দ্যুলোকে প্রাদুর্ভূত হউক। হর্ষ উৎপন্ন হইলে পর, অগ্নির দীপ্তিসমূহ রাক্ষসগণকে পীড়া দেয়। বাধাদায়িকা অদেবী সেনা তাঁহাকে বাধা দেয় না ॥ ১০ ॥ হে বহুভাবপ্রাপ্ত অগ্নি, আমি তোমার স্তোতা। ধীর কর্মকুশল ব্যক্তি যেরূপ রথ নির্মাণ করে, সেইরূপ আমি তোমার জন্য স্তোত্র নির্মাণ করিয়াছি। হে অগ্নিদেব, যদি তুমি ইহা গ্রহণ কর তাহা হইলে আমরা বহুব্যাপ্ত জল লাভ করিব ॥ ১১ ॥ বহুশিখাবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী, বর্ধমান অগ্নি নিষ্কণ্টকে শত্রুর ধন সংগ্রহ করিতেছেন। দেবগণ অগ্নিকে এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি যজ্ঞকারী মনুষ্যগণকে সুখ দান করুন এবং হব্যদায়ী মনুষ্যকে সুখ দান করুন ॥ ১২ ॥

৩ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৩ অগ্নি ও মরুৎগণ।
অত্রি-পুত্র বসুশ্রুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১ বিরাট্।

হে অগ্নি, তুমি জাত হইয়া বরুণ হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হইয়া থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে অবস্থিত থাকেন। হে বলের পুত্র, তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র ॥ ১ ॥ তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্যমা হও। হে হব্যবান্ অগ্নি, তুমি গোপনীয় নাম ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতিকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুর ন্যায় গব্যদ্বারা সিক্ত করে ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ অন্তরীক্ষকে মার্জন করিতেছেন। হে রুদ্র, তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি উদকের গুহ্য নাম পালন কর ॥ ৩ ॥ হে দেব, দেবগণ তোমার সমৃদ্ধিদ্বারা দর্শনীয় হইয়াছেন, তাঁহারা তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ধারণ করতঃ অমৃত স্পর্শ করেন না। ঋত্বিক্‌গণ ফলাভিলাষী যজমানের জন্য হব্য বিতরণ করতঃ হোতা অগ্নির পরিচর্যা করেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি ভিন্ন অন্য হোতা নাই, যজ্ঞকারী নাই এবং পুরাতন কেহ নাই। হে অন্নবান্, ভবিষ্যৎ কালেও তোমা অপেক্ষা কেহ স্তুতিযোগ্য হইবে না। হে দেব, তুমি যে লোকের অতিথি হও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যজ্ঞদ্বারা শত্রু মনুষ্যগণকে বিনাশ করেন ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া শত্রুগণকে পীড়া দান করিব। আমরা ধনাভিলাষী, আমরা তোমাকে হব্যদ্বারা প্রবৃদ্ধ করিতেছি। আমরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ করি এবং প্রতিদিবস যজ্ঞে বল প্রাপ্ত হই। হে বলের পুত্র, আমরা যেন ধনের সহিত পুত্র লাভ করি ॥ ৬ ॥ যে আমাদিগের প্রতি অপরাধ বা পাপ করে, সেই পাপকারী ব্যক্তির প্রতি অগ্নি পাপাচরণ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি, যে আমাদিগকে অপরাধ ও পাপ এই দুইয়ের দ্বারা বাধা দেয়, সেই পাপকারীকে বিনাশ কর ॥ ৭ ॥ হে দেব, পুরাতন যজমানগণ তোমাকে দেবগণের দূত করিয়া উষাকালে হব্যদ্বারা যাগ করে। হে অগ্নি, হব্য সংগ্রহ হইলে পর, তুমি দ্যুতিমান্ হইয়াও নিবাসপ্রদ মনুষ্যগণকর্তৃক সমিদ্ধ হইয়া গমন কর ॥ ৮ ॥ হে বলের পুত্র, তুমি পিতা; যে বিদ্বান্ পুত্র তোমার জন্য হব্য বহন করে, তাহাকে তুমি পার কর ও পাপ হইতে পৃথক্ কর। হে বিদ্বান্ অগ্নি, কখন তুমি আমাদিগকে দর্শন কর? হে যজ্ঞের প্রেরক, কখন তুমি সন্মার্গে প্রেরণ কর? ॥ ৯ ॥ হে পিতা ও নিবাসপ্রদ অগ্নি, যদি তুমি সেই হবিঃ সেবা কর, তাহা হইলে পুত্র তোমার বন্দনা করিয়া প্রভূত হব্য ধারণ করে। যজমানের বহু হব্য-অভিলাষী ও প্রবর্ধিত অগ্নি বলযুক্ত হইয়া সুখদান করেন ॥ ১০ ॥ হে স্বামী, যুবতম অগ্নি, তুমি স্তোতাকে সমস্ত দুরিত হইতে পার করিয়া থাক। তস্করগণ দৃষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞাত দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট শত্রুলোকেরা আমাদিগের কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ এই স্তোমসকল তোমার অভিমুখে প্রেরিত হইতেছে। অথবা আমি নিবাসপ্রদ অগ্নির নিকট সেই যাচ্ঞারূপ অপরাধ উচ্চারণ করিয়াছি। অগ্নি আমাদিগের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হইয়া যেন আমাদিগকে নিন্দকের অথবা হিংসকের হস্তে প্রদান না করেন ॥ ১২ ॥

৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র বসুশ্রুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে রাজা ও ধনসমূহের স্বামী অগ্নি, আমরা যজ্ঞে তোমার উদ্দেশে স্তুতি করি। আমরা অন্নাভিলাষী, আমরা তোমাদ্বারা অন্ন লাভ করিব এবং মনুষ্যসেনা অভিভব করিব ॥ ১ ॥ হব্যবাহক অগ্নি জরারহিত হইয়া আমাদিগের পিতা হউন। তিনি আমাদিগের নিকট সর্বব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্ ও দর্শনীয় হউন। হে অগ্নি, তুমি সুন্দর গার্হপত্যযুক্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর, তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন দান কর ॥ ২ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা মনুষ্যগণের স্বামী, কবি, শুচি, পাবক, ঘৃতপৃষ্ঠ হোতা এবং সর্ববিৎ অগ্নিকে ধারণ কর। তিনি দেবগণের মধ্যে বরণীয় ধন সংভক্ত করেন ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, ইলার সহিত সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া এবং সূর্যের রশ্মিসমূহদ্বারা যতমান হইয়া স্তুতি সেবা কর। হে জাতবেদা, আমাদিগের সমিধ্ সেবা কর, হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর এবং হব্য বহন কর ॥ ৪ ॥ তুমি পর্যাপ্ত, দানমনা ও গৃহাগত অতিথির ন্যায় পূজ্য হইয়া আমাদিগের এই যজ্ঞে আগমন কর। হে বিদ্বান্ অগ্নি, তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ শত্রুতাচরণকারিগণের ধন আহরণ কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি আর্যরূপ স্বীয় পুত্রকে অন্ন দান করতঃ অস্ত্রদ্বারা দস্যুকে বিনাশ কর। হে বলের পুত্র, যেহেতু তুমি দেবগণকে তৃপ্ত কর, অতএব হে নেতৃশ্রেষ্ঠ অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, আমরা শস্ত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব, আমরা হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব। হে পাবক, এবং কল্যাণকর-দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন দান কর, আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞ সেবা কর। হে বলের পুত্র, ত্রিলোকস্থিত অগ্নি, হব্য সেবা কর। আমরা দেবগণের মধ্যে সুকর্মকারী হইব। তুমি আমাদিগকে তিনপ্রকার রক্ষিত সুখদ্বারা রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ হে জাতবেদা, নাবিক নৌকাদ্বারা যেরূপ নদী পার করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের সমস্ত দুঃসহ দুরিত পার কর। হে অগ্নি, অত্রির ন্যায় আমাদিগের স্তোত্রদ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, আমি মর্ত্য, তুমি অমর্ত্য। আমি স্তুতিযুক্ত হৃদয়ে স্তব করতঃ তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। হে জাতবেদা, আমাদিগকে সন্তান দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। হে অগ্নি, আমি যেন সন্তানসমূহদ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি ॥ ১০ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি যে সুকর্মকৃৎ ব্যক্তির প্রতি কৃপাবলোকন কর, সেই যজমান অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, বীর্যযুক্ত ও গোযুক্ত অক্ষয় ধন লাভ করে ॥ ১১ ॥

৫ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ নরাশংস ; ৩ ইল ;
৪ বর্হি ; ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৬ উষা ও নক্ত ; ৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ;
৮ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী ; ৯ ত্বষ্টা ; ১০ বনস্পতি ;
১১ স্বাহাকৃতিগণ। অত্রি-পুত্র বসুশ্রুত ঋষি। গায়ত্রী।

অগ্নি, জাতবেদা এবং দীপ্তিমান্ সুসমিদ্ধনামক অগ্নিকে প্রভূত ঘৃত হোম কর ॥ ১ ॥ নরাশংসনামক অগ্নি এই যজ্ঞ প্রদীপ্ত করুন। তিনি অহিংসনীয়, কবি এবং মধুরহস্তবিশিষ্ট ॥ ২ ॥ হে ঈলিত অগ্নি, আমাদিগের রক্ষার জন্য বিচিত্র এবং প্রিয় ইন্দ্রকে সুখকর রথে করিয়া এই যজ্ঞে আনয়ন কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নিরূপ বর্হিঃ, তুমি উর্ণার ন্যায় মৃদুভাবে বিস্তৃত হও। স্তোতাগণ স্তুতি করিতেছে। হে দীপ্ত বর্হিঃ, তুমি আমাদিগের ধনপ্রদ হও ॥ ৪ ॥ হে সুগমনসাধক অগ্নিরূপ দেবীদ্বার, তোমরা উদ্ঘাটিত হও। আমাদিগের রক্ষার জন্য যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর ॥ ৫ ॥ আমরা সুরূপা, অন্নবর্ধয়িত্রী, মহতী ও যজ্ঞের মাতৃস্বরূপা অগ্নিরূপ উষা ও নক্তকে স্তুতি করি ॥ ৬ ॥ হে অগ্নিরূপ দৈব হোতৃদ্বয়, তোমরা স্তুত হইয়া বায়ুপথে গমন করতঃ আমাদিগের যজমানের এই যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৭ ॥ অগ্নিরূপ ইলা, সরস্বতী, ও মহী দেবীত্রয় সুখ উৎপন্ন করেন, তাঁহারা হিংসাশূন্য হইয়া কুশোপরি উপবেশন করুন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নিরূপ ত্বষ্টাদেব, তুমি পুষ্টিকরণে ব্যাপ্ত। তুমি সুখকর হইয়া এই যজ্ঞে আগমন কর। অনন্তর তুমি নিজে প্রত্যেক যজ্ঞে আমাদিগকে উৎকৃষ্টরূপে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নিরূপ বৃহস্পতি, তুমি যেখানে দেবগণের গুহ্যরূপ আছে বলিয়া জান, সেইখানে হব্য প্রেরণ কর ॥ ১০ ॥ এই হব্য অগ্নিকে ও বরুণকে স্বাহা-প্রদত্ত ; ইন্দ্র ও মরুৎগণকে স্বাহাপ্রদত্ত ; দেবগণকে স্বাহাপ্রদত্ত ॥ ১১ ॥

৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র বসুশ্রুত ঋষি। পংক্তি।

যিনি নিবাসপ্রদ এবং যাঁহাকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণ ও নিত্যপ্রবৃত্ত হব্যদাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অগ্নি, স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ১ ॥ যিনি নিবাসপ্রদ বলিয়া স্তুত হয়েন, যাঁহার নিকট ধেনুগণ সমাগত হয়, দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয় এবং সুজাত মেধাবিগণ সমাগত হয়, তিনি অগ্নি। হে অগ্নি, স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ২ ॥ সকলের দর্শক অগ্নি যজমানকে অন্নযুক্ত পুত্র দান করেন, অগ্নি প্রীত হইয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয় ধন দানের জন্য গমন করেন। হে অগ্নি, স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ৩ ॥ হে দেব অগ্নি, তুমি দীপ্তিমান্ ও জরারহিত। তুমি আমার, তোমাকে সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত করি। তোমার সেই মহতী দীপ্তি দ্যুলোকে প্রদীপ্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ৪ ॥ হে দীপ্তি-সমূহের স্বামী, আহ্লাদক ও শত্রুগণের বিনাশক, প্রজাপালক হব্যবাহক অগ্নি, তুমি দীপ্ত, তোমার উদ্দেশে মন্ত্রের সহিত হব্য প্রদত্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ৫ ॥ এই সকল অগ্নি গার্হপত্যাদি অগ্নিতে সমস্ত বরণীয় ধন পোষণ করে। ইহারা প্রীতি দান করে, ইহারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহারা অনবরত অন্ন ইচ্ছা করে। হে অগ্নি, স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তোমার সেই রশ্মিসমূহ অত্যন্ত অধিক অন্নযুক্ত হইয়া বর্ধিত হউক, তাহারা পতনের দ্বারা ক্ষুরযুক্ত গোযূথসমূহ ইচ্ছা করে। হে অগ্নি, স্তোতাগণের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ন আহরণ কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার স্তোতা। তুমি আমাদিগকে নূতন গৃহযুক্ত অন্ন দান কর। আমরা যেন তোমাকে প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে অর্চনা করতঃ তোমাকে দূতরূপে লাভ করিতে পারি। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ৮ ॥ হে প্রীতিদায়ক অগ্নি, তুমি ঘৃতপূর্ণ দর্বীদ্বয় মুখে গ্রহণ করিতেছ। হে বলের পতি, তুমি যজ্ঞে আমাদিগকে ফলদ্বারা পূর্ণ কর। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ৯ ॥ এই প্রকারে লোকে ক্রমান্বয়ে স্তুতি ও যজ্ঞের সহিত অগ্নির নিকট গমন করে এবং তাঁহাকে স্থাপন করে। তিনি আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদি এবং দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন। হে অগ্নি, স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর ॥ ১০ ॥

৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র ইষ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ১০ পংক্তিঃ।

হে সখা ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা যজমানগণের জন্য অত্যন্ত প্রবুদ্ধ, বলের পুত্র এবং বলশালী অগ্নির উদ্দেশে অর্চনাযোগ্য অন্ন ও স্তুতি প্রদান কর ॥ ১ ঋত্বিক্‌গণ যাঁহাকে লাভ করিয়া প্রীত হয়েন, যজ্ঞগৃহে যাঁহাকে পূজা করতঃ প্রদীপ্ত করেন এবং যাঁহার জন্য জন্তুসব উৎপাদন করেন, সেই অগ্নি কোথায় ? ॥ ২ ॥ যখন আমরা অগ্নিকে অন্ন প্রদান করি এবং যখন তিনি হব্য সে ' করেন, তখন তিনি দীপ্তিমান্ বলে যজ্ঞের রশ্মি গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥ যখন পাবক, জরারহিত অগ্নি বনস্পতিসমূহকে দগ্ধ করেন, তখন তিনি রাত্রিকালেও দূরস্থিত ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাপিত করেন ॥ ৪ ॥ অগ্নির পরিচর্যাকার্যে লোকে ক্ষরিত ঘৃতসকল শিখাসমূহে প্রক্ষেপ করে এবং পুত্র যেরূপ পিতার অঙ্কে আরোহণ করে, সেইরূপ ঘৃতধারা ইহার উপর আরোহণ করে ॥ ৫ ॥ যজমান অগ্নিকে অনেকের স্পৃহণীয় ও সকলের ধারক, অন্নের আস্বাদক ও যজমানের নিবাসপ্রদ বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥ তিনি তৃণচ্ছেদক পশুর ন্যায় নির্জল এবং তৃণপূর্ণ প্রদেশ ছেদন করেন। তিনি সুবর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট, উজ্জ্বলদন্ত, মহান্ এবং অপ্রতিহতবলসম্পন্ন ॥ ৭ ॥ যাঁহার নিকট লোকে অত্রির ন্যায় গমন করে, যিনি কুঠারের ন্যায় বৃক্ষাদি নাশ করেন, সেই অগ্নি দীপ্ত। যিনি অন্ন গ্রহণ করেন এবং যিনি জগতের উপকারক, মাতা অরুণি সেই অগ্নিকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে হব্যভোজী অগ্নি, তুমি সকলের ধারক। আমাদিগের স্তুতি হইতে তোমার সুখ হয়। তুমি স্তোতাগণকে ধন দান কর, অন্ন দান কর, এবং অন্তঃকরণ দান কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, এই প্রকারে অন্যের-অকৃত-স্তোত্র-উচ্চারণকারী ঋষি তোমার দত্ত পশু গ্রহণ করে। যাহারা অগ্নিকে হব্য দান করে না, সেই দস্যুদিগকে অত্রি পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন, বিরোধীদিগকে পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন ॥ ১০ ॥

৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র ইষ ঋষি। জগতী।

হে বলকর্তা অগ্নি, তুমি পুরাতন। পুরাতন যজ্ঞকারিগণ আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত করে। তুমি অত্যন্ত প্রীতিদায়ক, যাগযোগ্য, বহু-অন্নবিশিষ্ট, দানমনা, গৃহপতি এবং বরণীয় ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যজমানগণ তোমাকে গৃহস্বামিরূপে স্থাপিত করেন। তুমি অতিথির ন্যায় পূজ্য, পুরাতন, দীপ্তশিখাবিশিষ্ট, প্রভূতকেতুবিশিষ্ট, বহুরূপ, ধনদাতা, সুখপ্রদ, সুরক্ষক এবং জীর্ণ বৃক্ষসমূহের ধ্বংসকারী ॥ ২ ॥ হে সুন্দরধনবিশিষ্ট অগ্নি, মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতি করে। তুমি হোমবিৎ, বিবেচক, রত্নদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুহাস্থিত, সকলের দর্শনযোগ্য, প্রভূতধ্বনিযুক্ত, যজ্ঞকারী এবং ঘৃতগ্রাহক ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি সকলের ধারক। আমরা বহুপ্রকার স্তোত্র ও নমস্কারদ্বারা স্তুতি করতঃ তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান করিয়া প্রীত কর। হে অঙ্গিরার পুত্র অগ্নিদেব, তুমি সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইয়া শিখার সহিত যজমানের অন্নের দ্বারা প্রীত হও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি বহুরূপযুক্ত হইয়া সমস্ত যজমানকে পুরাকালের ন্যায় অন্ন দান করিতেছ। হে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তুমি স্বীয়বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভূত অন্নের স্বামী। তুমি দীপ্তিমান্, তোমার দীপ্তি অন্যের অধৃষ্য ॥ ৫ ॥ হে যুবতম অগ্নি, তুমি সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইলে দেবগণ তোমাকে হব্যবাহক দূত করিয়াছিলেন। দেবগণ ও মনুষ্যগণ প্রভূতবেগশালী, ঘৃতযোনি, আহুত অগ্নিকে বুদ্ধিপ্রেরক, দীপ্ত চক্ষুস্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি আহুত হইলে পুরাতন সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ তোমাকে সুন্দর কাষ্ঠদ্বারা প্রদীপ্ত করে। তুমি বর্ধিত ও ওষধিসমূহে সিক্ত হইয়া পার্থিব অন্ন ব্যক্ত করতঃ অবস্থান কর ॥ ৭ ॥

৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র গয় ঋষি। অনুষ্টুপ্, ৫,৭ পংক্তিঃ।

হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিমান্, মর্ত্যগণ হোমসাধনদ্রব্য লইয়া তোমার স্তব করে। তুমি সর্বভূতজ্ঞ, আমিও তোমার স্তব করিতেছি। তুমি নিরন্তর হোমসাধন হব্য বহন কর ॥ ১ ॥ যজ্ঞসকল যে অগ্নির সহিত অবস্থান করে, যজমানের কীর্তিবিধায়ক হব্যসকল যে অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি হব্যদাতা কুণচ্ছেদক যজমানের যাগার্থ দেবগণকে আহ্বান করেন ॥ ২ ॥ মনুষ্যলোকের পোষণকারী ও যজ্ঞশোভাবিধানকারী যে অগ্নিকে নব শিশুর ন্যায় অরণিদ্বয় উৎপাদন করিয়াছে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, বক্রগতি অশ্বশাবকের ন্যায় তোমাকে কষ্টে ধারণ করা যায়, তৃণমধ্যে পরিত্যক্ত পশু যেরূপ তৃণ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সমগ্র বনসকল দগ্ধ কর ॥ ৪ ॥ ধূমবান অগ্নির শিখাসকল সর্বত্রসুন্দররূপে ব্যাপ্ত হয়। কর্মকার অস্ত্রাদিদ্বারা অগ্নিকে যেরূপ সংবর্ধিত করে, সেইরূপ ত্রিত যখন অন্তরীক্ষে অগ্নিকে বর্ধিত করে, তখন অগ্নি কর্মকারদ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি সকলের মিত্রস্বরূপ, তোমার রক্ষাদ্বারা এবং তোমাকে স্তব করিয়া মর্ত্যগণের শত্রুস্বরূপ পাপসকল হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলবান্ এবং হব্যবাহক, আমাদিগের নিকটে প্রসিদ্ধ ধন আহরণ কর; আমাদিগের শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া আমাদিগকে পোষণ কর ও অন্ন প্রদান কর, এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর ॥ ৭ ॥

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র গয় ঋষি। অনুষ্টুপ্, ৪,৭ পংক্তিঃ।

হে অগ্নি, আমাদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর; তুমি অপ্রতিহতগতি, তুমি আমাদিগকে দিগন্তব্যাপ্ত ধন প্রদান কর এবং অন্নলাভের নিমিত্ত আমাদিগের পথ পরিষ্কার কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তোমার শক্তি অতি আশ্চর্য, তুমি আমাদিগের যাগাদিক্রিয়ায় প্রীত হইয়া আমাদিগকে দক্ষের বল প্রদান কর; তোমার অসুর্য বল আছে, তুমি মিত্রের ন্যায় যজ্ঞকার্য সম্পাদন কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, প্রসিদ্ধ স্তবকারী মনুষ্যগণ তোমার স্তব করিয়া উৎকৃষ্ট ধন লাভ করিয়াছেন; আমরাও তোমার স্তব করিতেছি, আমাদিগের ধন ও পুষ্টি বর্ধিত কর ॥ ৩ ॥ হে আনন্দদায়ক অগ্নি, যে সকল লোক সুন্দররূপে তোমার স্তব করেন, তাঁহারা অশ্বধন লাভ করেন, বলশালী হইয়া স্বকীয় বলদ্বারা শত্রু বিনাশ করেন, এবং স্বর্গ হইতেও মহতী সুকীর্তি লাভ করেন; গয় ঋষি স্বয়ং তোমাকে জাগরিত করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তোমার উদ্ধত দীপ্তিমান্ শিখাসকল দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের ন্যায়, শব্দায়মান রথের ন্যায় এবং অন্নার্থীর ন্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা কর, ধন দান করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ দূর কর; আমাদিগের পুত্রমিত্রাদিগণ তোমার স্তব করিয়া পূর্ণকাম হউন ॥ ৬ ॥ হে অঙ্গিরা, লোকে পূর্বকালে তোমার স্তব করিয়াছে এবং এক্ষণে স্তব করিতেছে, লোকে যে ধনবশতঃ মহদ্ব্যক্তিগণকেও পরিভূত করে, আমাদিগের জন্য সেই ধন আহরণ কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী, আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে স্তবসামর্থ্য প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র সুতংভর ঋষি। জগতী।
লোকরক্ষক সদাপ্রবুদ্ধ সমধিকবলশালী অগ্নি, লোকদিগের নূতনতর মঙ্গল বিধানার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আহুতি প্রদান করিলে পবিত্র অগ্নি অভ্রভেদী শিখাদ্বারা চতুর্দিক প্রদীপ্ত করিয়া ঋত্বিক্‌গণের জন্য প্রকাশিত হয়েন॥১॥ অগ্নি যজ্ঞের কেতুস্বরূপ, যজমানগণ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেন, অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের সমকক্ষ; ঋত্বিক্‌গণ সর্বাগ্রে তিনস্থানে অগ্নিতে হোম করিয়াছিলেন। শোভনকর্মা দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি কুশযুক্ত সেই স্থানে যজ্ঞার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন॥২॥ হে অগ্নি, তুমি নির্বিঘ্নে জননীস্বরূপ অরণিদ্বয় হইতে জন্মগ্রহণ কর; তুমি পবিত্র, স্তুত্য ও মেধাবী; তুমি যজমান হইতে উদিত হইয়াছ; পূর্ব মহর্ষিগণ ঘৃতদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করিয়াছিলেন। হে হব্যবাহক, গগনব্যাপী ধূম তোমার কেতুস্বরূপ॥৩॥ সাধক অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন; মানবগণ প্রতিগৃহে অগ্নি সংস্থাপন করেন; হব্যবাহক অগ্নি দেবগণের দূতস্বরূপ; তিনি যজ্ঞসম্পাদক বলিয়া লোকে অগ্নির পূজা করিয়া থাকেন॥৪॥ হে অগ্নি, তোমার উদ্দেশে এই সুমধুর বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে; এই স্তব তোমার হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক; মহানদীসকল যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ ও সবল করে, সেইরূপ স্তুতিসকল তোমাকে পূর্ণ ও সবল করিতেছে॥৫॥ হে অগ্নি, তুমি গুহামধ্যে নিগূঢ় হইয়া এবং বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলে, অঙ্গিরাগণ তোমাকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন। হে অঙ্গিরা, তুমি বিশেষ বলের সহিত মথিত হইয়া উৎপন্ন হও বলিয়া লোকে বলের পুত্র কহে॥৬॥

১২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র সুতংভর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
অগ্নি সুমহান্, পূজনীয়, জলবর্ষণকারী, অসুর এবং পুরুষার্থপ্রদায়ক; যজ্ঞস্থলে অগ্নিমুখে হুত পরম পবিত্র ঘৃতের ন্যায় আমাকর্তৃক প্রযুক্ত এই স্তব অগ্নির প্রীতিকর হউক॥১॥ হে অগ্নি, আমি এই স্তব করিতেছি; তুমি ইহা অবগত হও এবং ইহার অনুমোদন কর; প্রচুর বারিবর্ষণার্থে অনুকূল হও; আমি বলপূর্বক যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করিতে অথবা অবৈধ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি না; তুমি দীপ্তিমান্, কামনাপূরক, তোমারই স্তব করিতেছি॥২॥ হে জলবর্ষণকারী অগ্নি, তুমি স্তুতিযোগ্য, আমাদিগের কোন্ সত্যকার্যদ্বারা তুমি আমাদের স্তব অবগত হইবে? -ঋভুগণের রক্ষাকারী দীপ্তিমান্ অগ্নি আমাকে অবগত হউন, ধনপতি অগ্নির দান প্রাপ্ত হই নাই॥৩॥ হে অগ্নি, কাহারা শত্রুবন্ধনকারী? কাহারা লোকরক্ষক, দীপ্তিমান্, ও দানশীল? কাহারা অসত্যপালকদিগের আশ্রয়দাতা? কাহারাই বা অভিসম্পাতাদি দুষ্ট বাক্যের উৎসাহদাতা?॥৪॥ হে অগ্নি, সর্বত্র ব্যাপ্ত তোমার এই বন্ধুসকল পূর্বে তোমার উপাসনা ত্যাগ করিয়া অসুখী হইয়াছিল, পশ্চাৎ তোমার আরাধনা করিয়া আবার সৌভাগ্যশালী হয়। আমি সরলাচরণ করিলেও যাহারা অসাধুভাবে আমাকে কুটিলাচারী বলে, তাহারা যেন আপনারাই আপনাদিগের অনিষ্ট উৎপাদন করে॥৫॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিমান্ ও অভীষ্টপূরক, যিনি হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করেন ও তোমার জন্য যজ্ঞ রক্ষা করেন, তাঁহার গৃহ বিস্তীর্ণ হউক, এবং যিনি যত্নপূর্বক তোমার পূজা করেন, তাঁহার সাধু পুত্র হউক॥৬॥

১৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র সুতংভর ঋষি। গায়ত্রী।
হে অগ্নি, আমরা তোমাকে পূজা করিয়া আহ্বান করিতেছি এবং আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজ্বালিত করিতেছি॥১॥ অদ্য আমরা ধনার্থী হইয়া দীপ্তিমান্, আকাশস্পর্শী অগ্নির সেই সকল স্তব পাঠ করিতেছি, যদ্দ্বারা মনুষ্যগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়॥২॥ যে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেবগণের আহ্বান করেন, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি আমাদিগের স্তবসকল গ্রহণ করুন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত দেবগণের সমক্ষে বহন করুন ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি সর্বদা প্রীতচিত্ত, হোমকারী এবং লোকের বরণীয় হইরা স্থূলভাবে অবস্থান কর, যজমানগণ তোমাকে লাভ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি অন্নদাতা ও স্তুতিযোগ্য, জ্ঞানী উপাসকগণ তোমার সমুচিত স্তব করেন, তুমি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, নেমি যেরূপ চক্রের অরসকলকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তুমি দেবগণকে ব্যাপ্ত করিয়া আছ ; তুমি আমাদিগকে নানাবিধ ধন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

১৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র সুতংভর ঋষি। গায়ত্রী।

হে যজমানগণ, তুমি অবিনশ্বর অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা প্রবোধিত কর ; অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, তিনি দেবগণের সমক্ষে আমাদিগের হব্য বহন করিবেন ॥ ১ ॥ মনুষ্যগণ মর্তলোকের পরমারাধ্য দীপ্তিমান্, সেই অবিনশ্বর অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ অসংখ্য উপাসক যজ্ঞস্থলে দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থ ঘৃতপ্রক্ষেপপাত্র হইতে ঘৃত সেচন করিয়া, দীপ্তিমান অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ অগ্নি জন্মগ্রহণমাত্র নিজ তেজঃপ্রভাবে অন্ধকার এবং যজ্ঞবিঘাতক দস্যুগণকে নষ্ট করিয়া প্রদীপ্ত হন ; গাভী, জল ও সূর্য, অগ্নি হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ হে মনুষ্যগণ, তোমরা সেই জ্ঞানী এবং আরাধ্য অগ্নির পূজা কর, যে অগ্নির উর্ধ্বভাগ ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ; অগ্নি যেন আমার এই আহ্বান শ্রবণ করেন এবং অবগত হন ॥ ৫ ॥ ঋত্বিক্‌গণ স্তোত্রপ্রিয় এবং ধ্যানগম্য অমরবর্গের সহিত আজ্য ও স্তোত্রদ্বারা সর্বদর্শী অগ্নির সংবর্ধনা করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

১৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বরুণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি, হব্য প্রদান করিলে তৃপ্তিলাভ করেন ; তিনি অসুর, সুখদাতা, ধনাধিপতি, হব্যবাহক, গৃহদাতা, সৃষ্টিকর্তা, দূরদর্শী, আরাধ্য, যশস্বী এবং শ্রেষ্ঠ ; আমি তাঁহার স্তব করিতেছি ॥ ১ ॥ যে সকল যজমান স্বর্গের আশ্রয়ভূত যজ্ঞস্থলে আসীন, নেতা ও অজাত দেবগণকে জাত মনুষ্যগণের দ্বারা সমবেত করেন, তাঁহারা হব্যবাহক, সত্যস্বরূপ অগ্নিকে যাগার্থ উৎকৃষ্ট বেদির উপর স্থাপন করেন ॥ ২ ॥ যাঁহারা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে দুস্তর হব্যরূপ মহাখাদ্য প্রদান করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ দেহ ধারণ করেন ; নবজাত সেই অগ্নি সমবেত শত্রুগণকে দূরীভূত করুন, মৃগগণ কুপিত সিংহ হইতে যেরূপ দূরে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমার চতুষ্পার্শ্ববর্তী শত্রুগণ আমা হইতে দূরে অবস্থান করুক ॥ ৩ ॥ যৎকালে তুমি সর্বত্র প্রবল হও, তৎকালে তুমি জননীর ন্যায় সকল লোককে পালন কর এবং তাহারা দর্শনার্থ ও রক্ষণার্থ তোমাকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। যখন তুমি ধৃত হও, তখন সর্বপ্রকার অন্ন জীর্ণ কর ; অতএব হে বিশ্বরূপ অগ্নি, সমস্ত বিশ্ব তোমারই অন্তর্ভূত ॥ ৪ ॥ হে প্রদীপ্ত অগ্নি, সুমহৎ কামনাপূরক অর্থোৎপাদক হব্য তোমার প্রকৃষ্ট বল বিধান করুক ; তস্কর যেরূপ গুহামধ্যে অপহৃত দ্রব্য গোপনে রক্ষা করে, তদ্রূপ তুমি প্রচুর ধন লাভার্থ উৎকৃষ্ট পথ প্রকাশিত করিয়া অত্রি মুনির প্রতি দয়া প্রকাশ কর ॥ ৫ ॥

১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র পুরু ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৫ পংক্তিঃ।

মনুষ্যগণ প্রকৃষ্ট স্তব করিয়া বন্ধুর ন্যায় যে অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করে, দীপ্তিমান্ সেই অগ্নিকে প্রচুর হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর ॥ ১ ॥ যে অগ্নি দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন, বাহুবলের দীপ্তিদ্বারা মণ্ডিত সেই অগ্নি যজমানগণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন এবং সূর্যের ন্যায় বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন ॥ ২ ॥ সমস্ত যজমানগণের হব্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্রদ্বারা যে সামর্থ্যযুক্ত এবং শব্দায়মান অগ্নির বলাধান করিয়া থাকে, আমরা অতিতেজস্বী ধনাধিপতি সেই অগ্নির স্তব করিব ও তাঁহার সহিত মিত্রতা করিব ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমরা এইসকল উপাসকগণকে সর্বোৎকৃষ্ট বল প্রদান কর, স্বর্গ এবং পৃথিবী সূর্যের ন্যায় সেই অগ্নিকে জ্যোতিঃপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার পূজা এবং স্তব করিতেছি, হব্য প্রদান করিয়া তোমার সংবর্ধনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আগমনপূর্বক আমাদিগকে অভিলষিত ধন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর ॥ ৫ ॥

১৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র পুরু ঋষি ॥ অনুষ্টুপ্ ; ৫ পংক্তিঃ।

হে দীপ্তিশীল অগ্নি, তুমি তেজস্বী। যজমান এইরূপে তোমাকে তর্পণ করিবার নিমিত্ত স্তবোচ্চারণপূর্বক আহ্বান করিতেছে; পুরু যজ্ঞসম্পাদনকালে রক্ষার জন্য অগ্নির স্তব করিতেছে ॥ ১ ॥ হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যশস্বিপ্রবর, যে অগ্নির দুঃখ নাই, যাঁহার তেজঃ অতি বিচিত্র, যিনি স্তবার্হ এবং বুদ্ধিবিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি বাক্যদ্বারা সেই অগ্নির স্তব করিতেছ ॥ ২ ॥ যে অগ্নি বলশালী, লোকে যে অগ্নির স্তব করিয়া থাকে, সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশীল যে অগ্নির প্রভাসকল প্রকাশিত হয়, সেই অগ্নির তেজঃপ্রভাবে সূর্য প্রভান্বিত হয়েন ॥ ৩ ॥ সুবুদ্ধি ঋত্বিক্‌গণ সৌম্যমূর্তি অগ্নিকে পূজা করিয়া আপনাদিগের রথ ধনদ্বারা পূর্ণ করেন; উৎপত্তিমাত্রেই তাবৎ লোক আরাধ্য অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, ধার্মিকগণ তোমার স্তব করিয়া যে ধন লাভ করেন, শীঘ্র আমাদিগকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। হে শক্তিপুত্র, আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ কর ; আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগের মঙ্গলবিধানে তৎপর হও এবং যুদ্ধে আমাদিগকে বিজয়ী কর ॥ ৫ ॥

১৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র দ্বিত ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৫ পংক্তিঃ।

অগ্নি অনেকের প্রিয়, মনুষ্যের অতিথি এবং স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়াও নশ্বর মানবগণের নিকট হব্য কামনা করেন ; যজমানগণ প্রাতঃকালে অগ্নির স্তব করে ॥ ১ ॥ হে অবিনশ্বর অগ্নি, দ্বিত বিশুদ্ধ হব্য বহন করিতেছে, তোমার স্তব করিতেছে এবং নিরন্তর তোমার নিকট সোমরস আনয়ন করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে তোমার নিজ বল প্রদান কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি অতিশয় দীপ্তিশীল, তুমি অশ্ব দান কর। আমি ধনিগণের জন্য তোমাকে স্তব করিয়া আহ্বান করিতেছি, তাহাদিগের রথ যেন যুদ্ধে অপ্রতিহতভাবে গমন করে ॥ ৩ ॥ যে সকল ঋত্বিক্ বিবিধ যজ্ঞকার্য সম্পাদন করে, যাহারা পঠনদ্বারা উক্থসকল রক্ষা করে, সেই সকল ঋত্বিক্ মনুষ্যের স্বর্গসাধনের উপায়ভূত যজ্ঞে কুশের উপর হব্য স্থাপন করে ॥ ৪ ॥ হে অবিনশ্বর অগ্নি, আমি তোমার স্তব করায়, যে সকল ধনী আমাকে পঞ্চাশটি অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে দীপ্তিশীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচারকবর্গ প্রদান কর ॥ ৫ ॥

১৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র বভ্রি ঋষি। গায়ত্রী ; ৩-৪ অনুষ্টুপ্ ; ৫ বিরাড্‌রূপা।

যে অগ্নি জননী পৃথিবীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তাবৎ বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই হব্যগ্রাহী অগ্নি, বভ্রি অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত, ইহা অবগত হউন ॥ ১ ॥ যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রভাব অবগত হইয়া নিরন্তর তোমাকে আহ্বান করে এবং হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার বল রক্ষা করে, তাঁহারা যে পুরীতে বাস করেন, তাহা শত্রুগণের দুর্গম্য ॥ ২ ॥ স্তোত্রকুশল অন্নার্থী জীবিত মনুষ্যগণ কণ্ঠে নিষ্ক ধারণপূর্বক স্তোত্রদ্বারা অন্তরীক্ষবর্তী বৈদ্যুত অগ্নির প্রদীপ্ত বল বর্ধিত করে ॥ ৩ ॥ মিশ্রিত হব্যের ন্যায় যে অগ্নির উদর অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ, যে অগ্নি স্বয়ং শত্রুগণের অজেয় হইয়া নিরন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুনাশ করিতেছেন, স্বর্গ ও মর্তের সহায়ভূত সেই অগ্নি দুগ্ধের ন্যায় কমনীয় নির্দোষ এই স্তব শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ হে প্রদীপ্ত অগ্নি, তুমি বনে ভস্মদ্বারা ক্রীড়া কর এবং বায়ুদ্বারা প্রকাশিত হও, তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও এবং তোমার শত্রুনাশক শিখাসকল তোমার এই উপাসকের নিকট সুকোমল হউক ॥ ৫ ॥

২০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র প্রযস্বৎগণ ঋষি। অনুষ্টুপ ; ৪ পংক্তিঃ।
হে অন্নদাতা অগ্নি, যে হব্যরূপ ধন তোমার অভিমত; তুমি আমাদিগের স্তুতির সহিত সেই হব্যধন দেবগণের সমীপে বহন কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যে সকল ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তোমাকে হব্য প্রদান করে না, তাহারা নিরতিশয় বলহীন হয়। এবং যাহারা বৈদিক ভিন্ন অন্যরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহারা তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার নিকট দণ্ডনীয় হয় ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি হোতা ও শক্তির সাধন, আমরা অন্ন আনিয়া তোমাকে বরণ করিতেছি, যজ্ঞস্থলে আমরা সর্বাগ্রে তোমার স্তব করি॥ ৩ ॥ হে বলসম্পন্ন অগ্নি, যাহাতে আমরা প্রতিদিন তোমার রক্ষা প্রাপ্ত হই, তুমি সেইরূপ উপায় কর। হে সুকর্মকারক, আমরা যেন যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ধন লাভ করি এবং গো ও পুত্র লাভ করিয়া সুখী হই ॥ ৪ ॥

২১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র সস ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৪ পংক্তিঃ।
হে অগ্নি, মনুর ন্যায় আমরা তোমাকে ধ্যান ও প্রজ্বালিত করিতেছি ; হে অঙ্গিরা, তুমি মনুর ন্যায় যজমানের জন্য দেবগণের পূজা কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া মনুষ্যলোকে দীপ্তি প্রকাশ কর। হে সুজন্মা, ঘৃতপূর্ণ হব্যপাত্র নিরন্তর ত্বদুদ্দেশে উত্থাপিত হয় ॥ ২ ॥ হে জ্ঞানসম্পন্ন অগ্নি, সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া তোমাকে দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞস্থলে যজমানগণ দীপ্তিশীল তোমাকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, দেবগণের নিকট হব্য বহন করিবার জন্য লোকে তোমার স্তব করে ; হে উজ্জ্বল অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত হও এবং অকপট সসের আবাসে বিদ্যমান থাক ॥ ৪ ॥

২২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র বিশ্বসামা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৪ পংক্তিঃ।
হে বিশ্বসামন্, যাঁহার দীপ্তি পবিত্রতা বিধান করে, যজমানগণ যাঁহার স্তব করে, যিনি দেবগণের আহ্বানকারী এবং মানবগণের পূজ্যতম, তুমি অত্রির ন্যায় সেই অগ্নির স্তব কর ॥ ১ ॥ হে যজমানগণ, তোমরা জাতবেদা, দীপ্তিশীল, যাগনির্বাহক অগ্নিকে সংস্থাপিত কর ; অদ্য যেন দেবগণের অভিলষিত যাগসাধন হব্য নিরন্তর তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥ হে দীপ্তিশীল অগ্নি, তোমার হৃদয় জ্ঞানসম্পন্ন ; তুমি রক্ষা করিবে বলিয়া লোকে তোমার নিকট উপস্থিত হয় ; তুমি বরণীয়, আমরা রক্ষণার্থ তোমার স্তব করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে শক্তিপুত্র অগ্নি, তুমি আমাদিগের এই স্তব অবগত হও ; হে গৃহপতি, তোমার হনু অতি সুদৃশ্য ; অত্রিপুত্রগণ স্তবদ্বারা তোমাকে বর্ধিত এবং বাক্যদ্বারা অলংকৃত করিতেছে ॥ ৪ ॥

২৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র দ্যুম্ন ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৪ পংক্তিঃ।
হে অগ্নি, যে পুত্র পরাক্রমদ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত করিয়া গৌরব লাভ করিবে, তুমি দ্যুম্নকে এরূপ একটি শত্রুবিজয়ী পুত্র প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে পরাক্রান্ত অগ্নি, তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, গোদাতা ও অন্নদাতা ; তুমি এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র সৈন্যপরাজয়ে সমর্থ ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ও সকলের প্রীতিদায়ক, সমবেত ঋত্বিক্‌গণ প্রীতচিত্তে কুশচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞগৃহে তোমার নিকট বিবিধ বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়ভূত সেই ঋষি শত্রুনাশক বল লাভ করুন। হে দীপ্তিমান্, তুমি আমাদিগের গৃহে এরূপ দীপ্তি প্রদান কর, যেন সেগুলি প্রচুর ধনে পূর্ণ হয়। হে পাপনাশক, তুমি চতুর্দিকে দীপ্তি বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হও ॥ ৪ ॥

২৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ঋষি : গৌপায়ন এবং লৌপায়ন ; অথবা বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু। দ্বিপদা বিরাট্।

হে বরণীয় অগ্নি, তুমি রক্ষক-ও উপকারকস্বরূপ আমাদিগের নিকট উপস্থিত হও। হে গৃহদাতা এবং অন্নদাতা, তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর ॥ ১—২ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে অবগত হও, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর, সমস্ত দুষ্ট লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে প্রদীপ্ত অগ্নি, আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩—৪ ॥

২৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র বসুযুগণ ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে বসুযুগণ, তোমরা রক্ষার্থ দীপ্তিমান্ অগ্নির স্তব কর, যজমানগৃহে অধিষ্ঠানকারী অগ্নি আমাদিগকে বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করুন, ঋষিগণের দ্বারা উৎপাদিত, সত্যবান্ অগ্নি আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ প্রাচীন মহর্ষিগণ ও দেবগণ যে অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, যাঁহার জিহ্বা হব্য প্রদান করিলে তৃপ্তিলাভ করে, স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল ও দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি সত্যপ্রতিজ্ঞ ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার স্তব করিতেছি ; তুমি আমাদিগের পরিচর্যা ও সুবুদ্ধিদ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ অগ্নি দেবগণের মধ্যে বিরাজমান, মনুষ্যগণের মধ্যে বর্তমান এবং আমাদিগের হব্য বহন করেন ; হে যজমানগণ, তোমরা স্তব করিয়া অগ্নির সেবা কর ॥ ৪ ॥ অগ্নি হব্যদাতাকে এরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র প্রচুর-অন্নসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ শত্রুগণের অজেয় ও নিজকর্মদ্বারা পিতৃলোকগণের খ্যাতি বিস্তার করিবে ॥ ৫ ॥ অগ্নি সাধুগণের রক্ষাকারী ও যুদ্ধে অনুচরবর্গের সহিত জয়লাভকারী একটি পুত্র দান করুন। বিজয়ী অথচ স্বয়ং অজেয় একটি অশ্ব প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম স্তোত্র উচ্চারিত হয় ; হে তেজঃসম্পন্ন, আমাদিগকে প্রচুর ধন দান কর ; কারণ তোমা হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয় ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তোমার দীপ্তিসকল অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি সোমলতাপেষক প্রস্তরের ন্যায় বলশালী, তোমাকে সকলে স্তব করে, তুমি স্বয়ং দীপ্তিমান্ ; তোমার ধ্বনি মেঘগর্জনের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হয় ॥ ৮ ॥ এইরূপে আমরা বসুযুগণ বলবান্ অগ্নির স্তব করিতেছি, যেরূপ আমরা নৌকাদ্বারা নদী পার হই, শোভনকর্মা অগ্নি আমাদিগকে সেইরূপে সমস্ত শত্রু হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ করুন ॥ ৯ ॥

২৬ সূক্ত। দেবতা অগ্নি ; ১ বিশ্বদেবগণ। অত্রি-পুত্র বসুযুগণ ঋষি। গায়ত্রী।

হে দীপ্তিমান্ পবিত্রতাবিধায়ক অগ্নি, তুমি নিজ দীপ্তি ও প্রীতিকারী জিহ্বাদ্বারা দেবগণকে এস্থানে আময়ন কর এবং পূজা কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি ঘৃত হইতে উৎপন্ন হও, তোমার দীপ্তিসকল অতি বিচিত্র, তুমি স্বর্গদর্শী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি জ্ঞানসম্পন্ন, হব্যভোজী, দীপ্তিমান্ ও মহৎ, আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্বালিত করি ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত যজমানের নিকট উপস্থিত হও, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞস্থলে স্নাত যজমানকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং দেবগণের সহিত কুশের উপর উপবেশন কর॥ ৫ ॥ হে সহস্রবিজয়ী অগ্নি, হব্যদ্বারা প্রজ্বালিত হইয়া তুমি দেবগণের পূজিত দূতস্বরূপ আমাদিগের যজ্ঞকার্যের সহায়তা কর॥ ৬ ॥ হে যজমানগণ, তোমরা জাতবেদা, হব্যবাহক ও দেবগণের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্ অগ্নিকে সংস্থাপিত কর॥ ৭ ॥ অদ্য যজমানকর্তৃক প্রদত্ত হব্য নিরন্তর দেবগণের নিকট উপস্থিত হউক ; হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা তাঁহাদিগের উপবেশনের জন্য কুশসকল বিস্তৃত কর॥ ৮ ॥ মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ নিজ পরিজনবর্গের সহিত এই কুশের উপর উপবেশন করুন॥ ৯ ॥

২৭ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৬ ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : ত্রিবৃষ্ণ-পুত্র ত্র্যরুণ, পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যু, ভরত-পুত্র অশ্বমেধ ঋষি। (মতান্তরে অত্রি ঋষি)। ত্রিষ্টুপ্ ; ৪-৬ অনুষ্টুপ্।

হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর, সাধুগণের রক্ষক, জ্ঞানবান্, অসুর এবং ধনবান্, ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণনামক রাজর্ষি আমাকে শকটসংযুক্ত গোদ্বয় এবং দশ সহস্র সুবর্ণ প্রদান করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন॥ ১ ॥ হে মনুষ্যগণের নায়ক অগ্নি, যে ত্র্যরুণ আমাকে শত সুবর্ণ, বিংশতি গো এবং শকটবহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তোমার স্তব ও পূজা করিতেছি, তুমি সেই ত্র্যরুণকে সুখী কর॥ ২ ॥ হে অগ্নি, যেরূপ ত্র্যরুণ বহুপুত্র-কন্যাসম্পন্ন, আমার স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া আমাকে দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রসদস্যুও তোমাকে স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া আমাকে দান করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যখন একজন যাচক তোমার স্তোত্র সঙ্গে লইয়া দাতা অশ্বমেধের নিকট গমনপূর্বক আমাকে ধন দাও বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত অর্থীকে ধন দিয়াছিলেন ; অশ্বমেধ যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে যজ্ঞবিষয়ে বুদ্ধি প্রদান কর॥ ৪ ॥ যাঁহার কর্তৃক প্রদত্ত বলবান্ একশত বলীবর্দ আমার আনন্দ বিধান করিতেছে, হে অগ্নি, তিনদ্রব্যমিশ্রিত সোমের ন্যায় তাঁহার সেই সকল বলীবর্দ তোমার প্রীতি বিধান করুক॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তোমরা অপরিমিতধনদাতা, অশ্বমেধকে আকাশস্থিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান্ সুবৃহৎ অক্ষয় ধন প্রদান কর॥ ৬ ॥

২৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রি-কন্যা বিশ্ববারা ঋষি।
১,৩ ত্রিষ্টুপ্ ; ২ জগতী ; ৪ অনুষ্টুপ ; ৫-৬ গায়ত্রী।

অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন, এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হয়েন ; বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণপূর্বক হব্যপাত্র লইয়া অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছে॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সম্যক্‌রূপে প্রজ্বালিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য কর, তুমি হব্যদাতার কল্যাণবিধানার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাক ; তুমি যে যজমানের নিকট বর্তমান থাক, তিনি সমস্ত ধন লাভ করেন এবং তোমার সম্মুখে অতিথিযোগ্য হব্য প্রদান করেন॥ ২ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর; তোমার দীপ্তিসকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্যসম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যখন তুমি প্রজ্বালিত ও দীপ্তিমান্ হও, আমি তোমার দীপ্তির স্তব করি। তুমি দীপ্তিমান্, তুমি কামনা পূরণ কর, যজ্ঞস্থলে যথাযোগ্যরূপে প্রজ্বালিত হও॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, যজমানগণ তোমাকে প্রজ্বালিত ও আহ্বান করিতেছেন, তুমি যজ্ঞস্থলে দেবগণের পূজা কর, কারণ তুমি হব্যদাতা॥ ৫ ॥ আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর এবং দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থ তাঁহাকে বরণ কর॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯ সূক্ত। দেবতা ইন্দ্র ; ৯ (প্রথম পাদ) ইন্দ্র অথবা উশনা। শক্তি-পুত্র গৌরিবীতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মনুকৃত দেবযজ্ঞে তিনটি তেজের আবির্ভাব হয় ; মরুৎগণ, অন্তরীক্ষে সূর্য, বায়ু, অগ্নিরূপ তিনটি জ্যোতিক ধারণ করেন। হে ইন্দ্র, বিশুদ্ধবলসম্পন্ন মরুৎগণ তোমার স্তব করেন, কারণ তুমি সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এইসকল মরুৎকে দর্শন কর ॥ ১ ॥ যৎকালে মরুৎগণ সোম পান করিয়া উল্লাসিত ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন, তখন তিনি বজ্রগ্রহণপূর্বক বৃত্রকে সংহার করিলেন এবং প্রকাণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছানুসারে প্রবাহিত করিলেন ॥ ২ ॥ হে বলশালী মরুৎগণ, হে ইন্দ্র, তোমরা এই সোমরস পান কর, আমি প্রচুর পরিমাণে তোমাদিগকে অর্পণ করিতেছি। তোমরা ইহা পান করিলে যজমান ধেনু লাভ করিবেন এবং ইহা পান করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র সোম পান করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে অবিচলিতভাবে স্থাপিত করিলেন এবং দৃঢ় সংকল্পের সহিত গমন করিয়া মৃগবৎ বৃত্রকে ভয়াভিভূত করিলেন। দানব লুক্কায়িত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া ভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল ; ইন্দ্র তাহাকে আচ্ছাদন বিমোচনপূর্বক সংহার করিলেন ॥ ৪ ॥ হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্র, তোমার এই বীরত্ব-নিবন্ধন সমস্ত দেবতা ক্রমানুসারে তোমাকে পানার্থ সোমরস প্রদান করিয়াছেন ; তুমি এতশের জন্য সম্মুখবর্তী সূর্যাশ্বগণের গতি রোধ করিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ যখন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র বজ্রদ্বারা একবারে সেই শম্বরের নবনবতিসংখ্যক নগর নষ্ট করিলেন, তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে স্তব করায়, তিনি ঐ উদ্দীপ্ত অসুরকে পীড়িত করিলেন ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয়মিত্র ইন্দ্রের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিনশত মহিষ পাক করিলেন ; এবং ইন্দ্র বৃত্র-বধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিনপাত্র সোমরস এককালে পান করিলেন ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, যখন তুমি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে ; যখন ঐশ্বর্যসম্পন্ন তুমি তিনপাত্র সোমরস পান করিয়াছিলে ; যখন তিনি বৃত্র সংহার করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভৃত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, যখন তুমি এবং উশনা বলবান্ ও দ্রুতগামী অশ্বগণের সহিত কুৎসের গৃহে গিয়াছিলে, তখন তুমি শত্রুসংহার করিয়া কুৎস ও দেবগণের সহিত একরথে গমন করিয়াছিলে এবং তুমিই শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি পূর্বে সূর্যের একখানি রথচক্র ছেদন করিয়াছিলে ; অপর একখানি ধনলাভের জন্য কুৎসকে প্রদান করিয়াছিলে ; তুমি বজ্রদ্বারা বাক্‌শক্তিহীন দস্যুগণকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, গৌরিবীতির স্তবসকল তোমাকে বর্ধিত করুক ; তুমি বিদথিনের পুত্র ঋজিশ্বের জন্য পিপ্রুকে বশীভূত করিয়াছিলে ; ঋজিশ্বা তোমার সহিত বন্ধুত্বলাভের জন্য পুরোডাশাদি পাক করিয়া তোমাকে সম্মুখে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তুমি তাঁহার সোমরস পান করিয়াছিলে ॥ ১১ ॥ নবগ্ব ও দশগ্বগণ স্তবদ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেন, ইন্দ্রের প্রধান উপাসক তাঁহার স্তব করিয়া যে গুহার মধ্যে গোসমূহ সুগুপ্ত ছিল তাহা উন্মুক্ত করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ হে ধনবান্ ইন্দ্র, তুমি যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, যদিও আমি তাহা অবগত আছি, তথাপি আমি কিরূপে সেই সকল বীরত্বের যথাযোগ্য স্তব করিব ; হে মহাবলসম্পন্ন ইন্দ্র, তুমি যে সকল নূতন বীরত্ব প্রকাশ করিবে, আমরা যজ্ঞে তৎসমুদয়ের কীর্তন করিব ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, শত্রুগণ তোমার সমকক্ষ নহে ; তুমি স্বাভাবিক বীর্যদ্বারা এই সমস্ত বীরত্ব সম্পাদন করিয়াছ। হে বজ্রধারী, তুমি শত্রুনাশক, তুমি যে কোন কার্য কর, এরূপ কেহ নাই যে তোমার বলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে ॥ ১৪ ॥ হে নিরতিশয়বলশালী ইন্দ্র, আমরা যে সকল নূতন স্তব পাঠ করিলাম, তুমি আমাদিগের সেই সকল স্তব গ্রহণ কর ; আমরা সৎকার্যকারী ও ধনার্থী হইয়া ধীরভাবে এই সকল স্তব বস্ত্র এবং রথের ন্যায় তোমার সমক্ষে অর্পণ করিয়াছি ॥ ১৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১২-১৫ ঋণঞ্জয় ও ইন্দ্র। অত্রি-পুত্র বভ্রু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
যাঁহাকে বহু লোকে আহ্বান করে, যিনি সোমপানেচ্ছু হইয়া রক্ষা করিবার জন্য ধনের সহিত যজমানের গৃহে গমন করেন, পরাক্রমশালী সেই বজ্রধারী ইন্দ্র কোথায় আছেন ? অশ্বদ্বয়াকৃষ্ট সুখকর রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রকে গমন করিতে কে দেখিয়াছেন ? ॥ ১ ॥ আমি তাঁহার গুপ্ত এবং ভয়ানক বাসস্থান দর্শন করিয়াছি ; আমি অন্বেষণার্থ নিজ আধারভূত সেই ইন্দ্রের আবাসে গমন করিয়াছি ; আমি অন্য লোকের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান লইয়াছি ; যজ্ঞানুষ্ঠানকারী জ্ঞানলাভেচ্ছুগণ আমাকে এই কথা বলেন, 'আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি' ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা সোমরস প্রদান করিয়া তোমার বীরত্বসকল বর্ণন করি ; তুমি আমাদিগের জন্য যে সকল কর্ম করিয়াছ, ইতিপূর্বে যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা অবগত হউন ; যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অন্যের নিকট প্রকাশ করুন ; ঐশ্বর্যশালী এই ইন্দ্র সৈন্যগণের সহিত অশ্বারোহণপূর্বক গমন করেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জাতমাত্রই হৃদয়ে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছ; তুমি একাকী বহু শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছ; তুমি বলদ্বারা পর্বত বিদারণ করিয়াছ এবং দুগ্ধপ্রদ ধেনুবর্গের উদ্ধার করিয়াছ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সর্বপ্রধান ও উৎকৃষ্টতম, যখন তুমি সুপ্রসিদ্ধ নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তখন দেবগণ ইন্দ্র হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র দাসস্বরূপ বৃত্রের পত্নী বারিসমূহকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ এই স্তুতিপাঠক মরুৎগণ উৎকৃষ্ট স্তবদ্বারা তোমার অর্চনা করিতেছে এবং তোমাকে হব্য প্রদান করিতেছে ; যে বৃত্র সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়া নিদ্রিত ছিল, ইন্দ্র নিজশক্তিদ্বারা সেই মায়াবী দেবপীড়ক বৃত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তব করিতেছি ; তুমি দেবপীড়ক বৃত্রকে বজ্রদ্বারা পীড়িত করিয়া তোমার আজন্ম শত্রুদিগকে সংহার করিয়াছ ; তুমি এই যুদ্ধে মনুষ্যের সুখোৎপাদনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শব্দায়মান ঘূর্ণিত মেঘের ন্যায় দাস নমুচির মস্তক বিচূর্ণিত করিয়া আমার প্রতি বন্ধুত্ব সম্পাদন করিয়াছ ; তৎকালে স্বর্গ এবং পৃথিবী দুইখানি চক্রের ন্যায় মরুৎপ্রভাবে ঘূর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ দাস নমুচি স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্রস্বরূপ করিয়াছিল ; ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে ? এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্র তাহার দুইটি প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ যখন ধেনুগণ বৎস হইতে বিযুক্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিল। কিন্তু যখন যথাবিধি প্রদত্ত সোমরস ইন্দ্রকে প্রীত করিয়াছিল, তখন তিনি বলবান্ মরুৎসকলের সহিত ধেনুগণকে পুনর্বার বৎসের সহিত যোজিত করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ যখন বভ্রু সোমরস প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করিলেন, তখন অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র যুদ্ধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন ; পুরনাশক ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া পুনর্বার বভ্রুকে দুগ্ধপ্রদ ধেনুসকল অর্পণ করিলেন ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, রুশমগণ আমাকে চারিসহস্র ধেনু প্রদান করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছে ; নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্জয়কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধনসকল আমরা গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, রুশমগণ আমাকে একটি সুন্দর গৃহ এবং সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করিয়াছে ; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হইলে উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লাসিত করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥ রুশমগণের অধিপতি ঋণঞ্জয় উপস্থিত হইবামাত্র তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হইল; বভ্রু আহূত হইয়া বেগগামী অশ্বের ন্যায় গমনপূর্বক চারিসহস্র ধেনু লাভ করিলেন ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, আমরা রুশমগণের নিকট চারিসহস্র ধেনু লাভ করিয়াছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যাগার্থ প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহকলসও গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৫ ॥

৩১ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৮ (তৃতীয় পাদ) ইন্দ্র বা কুৎস ; ৮ (চতুর্থ পাদ) ইন্দ্র বা উশনা ; ৯ ইন্দ্র ও কুৎস। অত্রি-পুত্র অবস্যু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র হব্যকামনায় স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া রথচালনা করেন। গো-পালক যেরূপ পশুপাল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, সেইরূপ দেবাগ্রগণ্য ইন্দ্র শত্রুদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া শত্রুধন কামনা করিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে গমন করেন ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অশ্ববান্ ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের সম্মুখীন হও এবং আমাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিও না; হে বিবিধধনদাতা, আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও, কারণ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নাই; তুমি পত্নীহীন ব্যক্তিগণকে পত্নী প্রদান করিয়াছ॥ ২॥ যখন সূর্যের কিরণ উষার দীপ্তিকে অভিভূত করে, তখন ইন্দ্র সর্বপ্রকার ধন প্রদান করেন। তিনি রোধকারী পর্বতের মধ্য হইতে দুগ্ধপ্রদ ধেনুসকলকে মুক্ত করিয়াছেন এবং সর্বব্যাপী অন্ধকারকে প্রভাদ্বারা দূরীভূত করেন॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে; মানবগণ তোমার রথকে অশ্ববাহ্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে; ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান্ বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন; অঙ্গিরাগণ বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রের স্তব করিয়া তাঁহার বল বর্ধিত করিয়াছেন॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী; যখন কল্যাণবর্ষী মরুৎগণ স্তবদ্বারা তোমার পূজা করিয়াছিলেন এবং পাষাণসকল সোম চূর্ণ করিতে আনন্দিত হইয়াছিল, তখন অশ্বহীন ও রথহীন ইন্দ্র প্রেরিত মরুৎগণ গমন করিয়া দস্যুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার প্রাচীন ও নূতন বীরত্বের ঘোষণা করিতেছি; হে বজ্রধারী, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী জয় করিয়া মনুষ্যগণকে অদ্ভুত কল্যাণকর জল প্রদান করিয়াছ॥ ৬॥ হে মনোহরমূর্তি, জ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্র, ইহা তোমারই কার্য, যে বৃত্রকে সংহার করিয়া তুমি জগতে নিজবল প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যুদ্ধ করিয়া শুষ্ণের কপটতা এবং দস্যুগণকে নষ্ট করিয়াছ॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি নদীপারে অবস্থান করিয়া যদু এবং তুর্বসুকে উর্বরতাবিধায়ক জলদ্বারা প্রীত করিয়াছ। হে ইন্দ্র, তুমি ভয়ানক শুষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছ এবং তাহাকে বধ করিয়া কুৎসকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছ। এজন্য উশনা ও দেবগণ তোমাদিগের উভয়ের সম্মান করিয়াছেন॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, হে কুৎস, এক রথে আরূঢ় তোমাদিগকে অশ্বগণ যজমানের নিকট আনয়ন করুক; তোমরা শুষ্ণকে তাহার আবাসভূত জল হইতে দূরীভূত করিয়াছ; তোমার ধনবান্ যজমানের হৃদয় হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়াছ॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, জ্ঞানী অবস্যু বায়ুর ন্যায় বেগগামী শান্তপ্রকৃতি অশ্বসকল লাভ করিয়াছেন। অবস্যুর মিত্রভূত সমস্ত স্তবকারিগণ স্তবদ্বারা ত্বদীয় বলের সংবর্ধনা করেন॥ ১০॥ পূর্বে এতশের সহিত সূর্যের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র দ্রুতগামী সূর্যরথের গতি রোধ করিয়াছিলেন; ইন্দ্র পূর্বে দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করিয়াছিলেন; সেই চক্রদ্বারা ইন্দ্র শত্রু নাশ করেন; ইন্দ্র আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে পুরস্কার প্রদান করুন॥ ১১॥ হে মানবগণ, ইন্দ্র সোমরসপ্রদানকারী মিত্রভূত যজমানকে দেখিবার আশায় তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন; যজমানগণ যে সোমচূর্ণকারী শব্দায়মান প্রস্তরের জন্য ত্বরা করেন, সেই প্রস্তর বেদির উপর সংস্থাপিত হউক॥ ১২॥ হে অমর ইন্দ্র, যে সকল লোক ধনলাভার্থ ব্যগ্রতার সহিত তোমাকে কামনা করে, তাহারা যেন পাপে পতিত না হয়; তুমি যজমানগণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং যাহাদিগের মধ্যে আমরা স্তবকারী হইয়া তোমার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছি, সেই সকল ব্যক্তিকে বল প্রদান কর॥ ১৩॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অত্রি-পুত্র গাতু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গমমার্গ উন্মুক্ত করিয়াছ; তুমি রুদ্ধজলসকলকে মুক্ত করিয়াছ; তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বৃষ্টিধারা পাতিত করিয়াছ এবং দনুর পুত্র বৃত্রকে সংহার করিয়াছ॥ ১॥ হে বজ্রধারী, তুমি বর্ষাকালে নিরুদ্ধ মেঘসকলকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ; তুমি মেঘের বল বর্ধিত করিয়াছ; হে ভীষণ ইন্দ্র, তুমি জলে সুপ্ত বলবান্ বৃত্রকে বিনাশ করিয়া নিজ বীরত্বের খ্যাতি সংস্থাপিত করিয়াছ॥ ২॥ ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা বিপুলকায় মৃগের ন্যায় বেগগামী সেই বৃত্রের অস্ত্র সর্বতোভাবে নষ্ট করিয়াছিলেন; বৃত্র হইতে অধিকতর বলশালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি দানব আবির্ভূত হইয়াছিল॥ ৩॥ জলপূর্ণ মেঘের বিদারণকারী বজ্রধর ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বলবান্ শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলেন; শুষ্ণ বৃত্রাসুরের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিত, বারিপূর্ণ মেঘকে রক্ষা করিত এবং এইসকল জীবিত প্রাণিগণের খাদ্য আত্মসাৎ করিয়া উল্লাসিত হইত॥ ৪॥ হে বলবান্ ইন্দ্র, যখন সোমরস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পানে হৃষ্ট হইয়া তুমি অন্ধকারমধ্যে যুদ্ধপ্রদানে উদ্যত বৃত্রের সন্ধান পাইয়াছিলে, যদিও সে আপনাকে অবধ্য বোধ করিয়াছিল, তথাপি তুমি তাহার কার্যদ্বারা তাহার মর্মস্থান জানিতে পারিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ বৃত্র অন্তরীক্ষে শিশির-সম্ভোগপূর্বক জলমধ্যে শয়ন করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লাসিত ছিল। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরসপানে হৃষ্ট হইয়া বজ্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন ॥ ৬ ॥ যখন ইন্দ্র সেই প্রকাণ্ড দানবের প্রতি বজ্র উদ্যত করিলেন; যখন তিনি তাহার প্রতি বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন, তখন সে প্রাণিগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ৭ ॥ সেই প্রকাণ্ড জলরক্ষক গমনশীল বৃত্র শত্রুসংহারপূর্বক সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া যৎকালে অবস্থান করিতেছিল, তখন ভীষণ ইন্দ্র তাহাকে ধারণ করিলেন এবং চলৎশক্তিবিহীন, বাক্‌শক্তিরহিত, সেই অপরিমেয় দানবকে নিজ প্রকাণ্ড বজ্রদ্বারা সংহার করিলেন ॥ ৮ ॥ কে ইন্দ্রের শত্রুনাশক বল সহ্য করিতে সমর্থ হয়? অপ্রতিহতপ্রভাবসম্পন্ন সেই ইন্দ্র একাকী শত্রুগণের ধন হরণ করেন; এই দুই স্বর্গীয় জীব স্বর্গ ও পৃথিবী বেগবান্ ইন্দ্রের পরাক্রমভয়ে দ্রুত গমন করিতেছে ॥ ৯ ॥ দীপ্তিমান্ স্বাধারভূত স্বর্গ ইন্দ্রের নিকট নীচভাবে গমন করে, গমনশীলা পৃথিবী অভিলাষিণী স্ত্রীর ন্যায় ইন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে; যখন ইন্দ্র নিজ বল সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন, তখন মনুষ্যগণ ক্রমানুসারে বলবান্ ইন্দ্রকে প্রণাম করে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, আমি শুনিয়াছি তুমি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান, সাধুগণের রক্ষক, পঞ্চজনের হিতকরণার্থ জাত এবং যশস্বী। আমার সন্ততিগণ যেন ইন্দ্রের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার স্তব কীর্তন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করে ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, আমি শুনিয়াছি, তুমি কালে কালে ধর্মপ্রবৃত্তি উৎপাদন কর এবং উপাসকগণকে ধন প্রদান কর; তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত স্বদীয় বন্ধুগণ কি লাভ করেন? ॥ ১২ ॥

৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। প্রজাপতি-পুত্র সংবরণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি দুর্বল হইয়াও, মাদৃশ মনুষ্যগণকে বলপ্রদান করিবেন এই অভিপ্রায়ে মহাবলশালী ইন্দ্রের স্তব করিতেছি; অন্নলাভের নিমিত্ত স্তব করিলে ইন্দ্র মর্ত্যগণের সহিত এই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কামনা পূর্ণ কর; তুমি আমাদিগের প্রতি চিন্তা করিয়া এবং যে সকল স্তবে তোমার যথোচিত প্রীতি জন্মে সেই সকল স্তবদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তোমার অশ্বগণের বন্ধনরজ্জু বন্ধন কর এবং আমাদিগের শত্রুদিগকে পরাজিত কর ॥ ২ ॥ হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র, যাহারা আমাদিগের হইতে বিভিন্ন এবং যাহারা তোমার সংশ্রবে থাকে না, শ্রদ্ধার অভাবহেতু তাহারা তোমার নহে। অতএব হে দীপ্তিমান্ বজ্রধর, তোমার উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, তুমি আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য রথে আরোহণ করিয়া রথের রশ্মি স্বয়ং চালিত কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তোমার অনেক স্তোত্র আছে, অতএব তুমি উর্বরা ভূমির উপর জল বর্ষণ করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়া বিঘ্নকারিগণকে সংহার করিয়াছ। হে কামনাপূরক, তুমি সূর্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ দাসের সহিত স্বদীয় গৃহে যুদ্ধ করিয়া তাহার নাম পর্যন্ত নষ্ট করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার, কারণ আমরা যাগ করিতেছি, তোমার বল বর্ধিত করিতেছি এবং হোম করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে ইন্দ্র, তোমার বল সর্বব্যাপী; রণস্থলে ভগের ন্যায় প্রশংসনীয় ও বিশ্বস্ত অনুচর যেন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বল পূজনীয়; তুমি অবিনশ্বর ও বিশ্বব্যাপী, তুমি উল্লাসিত হইয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্য এবং উজ্জ্বল ধন প্রদান কর; আমি ঐশ্বর্যশালী দাতার দানের প্রশংসা করিব ॥ ৬ ॥ হে বীর ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তব ও উপাসনা করিতেছি, তুমি আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর এবং যথাবিধি অভিষুত মনোজ্ঞ সোমরস পান করিয়া প্রসন্ন হও; সেই সোমরসদ্বারা লোকে রণস্থলে নিজ নিজ রূপ প্রচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৭ ॥ গিরিক্ষিতগোত্রজাত পুরুকুৎসের পুত্র কাঞ্চনসম্পন্ন ধার্মিক ত্রসদস্যু আমাকে যে দশটি অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আমাকে যজ্ঞস্থলে বহন করুক এবং আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন শীঘ্র যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত হই ॥ ৮ ॥ মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ আমাকে রক্তবর্ণ ও কর্মকুশল যে সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আমাকে বহন করুক ; তিনি পূজনীয় আমাকে যে সহস্র সহস্র ধন ও দেহের অলংকার প্রদান করিয়াছেন, সেগুলি যাগের উপযোগী হউক ॥ ৯ ॥ লক্ষণের পুত্র ধন্য আমাকে যে সকল দীপ্তিমান্ কর্মক্ষম অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আমাকে বহন করুক ; ধেনুগণ যেরূপ গোচারণস্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহাকর্তৃক প্রদত্ত সুমহৎ ধনসকল সম্বরণ ঋষির গৃহে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

৩৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। প্রজাপতি-পুত্র সংবরণ ঋষি। জগতী ; ৯ ত্রিষ্টুপ্।

যিনি অজাতশত্রু ও শত্রু দমন করেন, অক্ষয়, স্বর্গপ্রদ হব্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা হব্য বর্ষণ কর, পিষ্টকাদি পাক কর এবং যিনি স্তব স্বীকার করেন ও সকলে যাঁহার স্তব করিয়া থাকে, তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন কর ॥ ১ ॥ ইন্দ্র সোমরসদ্বারা নিজ উদর পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন এবং সুমধুর রস পানে উল্লাসিত হইয়াছিলেন। অনন্তর মৃগনামক শত্রুকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া অপরিমিতবলশালী মহাবজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ যে যজমান অহোরাত্র সেই ইন্দ্রকে সোম বর্ষণ করেন, তিনি দীপ্তিশালী হন। যে যজ্ঞ না করিয়া নিজ সন্ততি ও রূপের গর্ব করে ও ধনবান্ হইয়া নীচ ব্যক্তিগণের সহায়তা করে, ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন ॥ ৩ ॥ যে পিতা ও মাতা ও ভ্রাতাকে স্বয়ং বধ করিয়াছে, ইন্দ্র সে ব্যক্তির নিকট হইতেও দূরে গমন করেন না ; স্বদত্ত হব্যও তিনি কামনা করেন। শাসনকারী ধনাধিপতি ইন্দ্র পাপ হইতেও বিচলিত হয়েন না ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র শত্রুবধার্থ পঞ্চ বা দশ ব্যক্তির সহায়তা ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি হব্য দান করে না ও বন্ধুপোষণকারী নহে, ইন্দ্র তাহার সহবাসে থাকেন না ; কম্পনকারী ইন্দ্র তাহাকে শাস্তি দেন বা বধ করেন। তিনি যাগকারীকে গোবিশিষ্ট গোষ্ঠে স্থাপন করেন ॥ ৫ ॥ সংগ্রামে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্র নিজ রথচক্রের বেগ বর্ধিত করিয়া অভিষবরহিত ব্যক্তি হইতে দূরে গমন করেন এবং অভিষবকারীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। বিশ্বের দমনকারী, ভীষণ আর্য ইন্দ্র দাসকে বংশের ন্যায় লইয়া যান ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন অপহরণ করিতে গমন করেন এবং মনুষ্যের শোভা-বিধানকারী সেই ধন যজমানকে প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি বলবান্ ইন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে, তাহারা মহাবিপদে পতিত হয় ॥ ৭ ॥ ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র যখন দুইজন ধনাঢ্য ও উৎসাহবান্ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ধেনুর জন্য পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখেন, তিনি তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে নিজ সঙ্গী করেন ; কম্পনবিধায়ী ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে ধেনুসমূহ প্রদান করেন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, আমি অগ্নিবেশের পুত্র, অপরিমিতধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রিনামক রাজর্ষির স্তব করিতেছি ; প্রচুর বারিরাশি তাঁহার সমৃদ্ধি বিধান করুক এবং তাঁহার ধন, বল ও গৌরব হউক ॥ ৯ ॥

৩৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র প্রভূবসু ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৮ পংক্তিঃ।

হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত তোমার নিরতিশয়কার্যসাধক, সর্ববিজয়ী, পবিত্র ও রণস্থলে অজেয় কর্মসমূহ সম্পাদন কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে চারিপ্রকার রক্ষাকার্য আছে, হে বীর, তোমার যে তিনপ্রকার রক্ষাকার্য আছে, অথবা যে পাঁচপ্রকার রক্ষা পঞ্চক্ষিতিতে সমর্পিত আছে, তুমি সম্যক্‌রূপে সেই সমস্ত রক্ষা আমা-দিগকে প্রদান কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সর্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অভিলষিত ফল বর্ষণ কর, বৃষ্টি প্রদান কর ও শীঘ্র শত্রু বিনাশ কর ; আমরা তোমার সেই অভিলষিত রক্ষা আহ্বান করিতেছি, যাহা তুমি সর্বব্যাপী মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী এবং ধন প্রদানের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ কর ; তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল ফল বর্ষণ করে ; স্বাভাবিকবলসম্পন্ন তোমার চিত্ত শত্রুগণের দমন করে এবং তোমার পৌরুষজনতা নষ্ট করে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বজ্রধারী ; তোমার রথ সর্বত্র অপ্রতিহতগতি ; তুমি শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও বলের অধিপতি ; যে মানব তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে, তুমি তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা কর ॥ ৫ ॥ হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র, মনুষ্যগণ যুদ্ধে সাহায্যার্থ তোমাকেই আহ্বান করে, কারণ তুমি ভীষণ ও সর্বপ্রধান ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের দুর্নিবার্য, রণসঙ্কুল রথ নিরন্তর অনুচরবর্গের সহিত গমন করিয়া সর্বপ্রকার ধনের জন্য সংগ্রামোদ্যত হইতেছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের নিকট আত্মীয়স্বরূপ আগমন কর এবং নিজ উৎকৃষ্টবুদ্ধিদ্বারা আমাদিগের রথ রক্ষা কর। তুমি নিরতিশয়বলশালী ও দীপ্তিমান্, আমরা তোমাতে সমস্ত অভিলষিত বল অনুমান করি এবং তোমার স্তব করি ॥ ৮ ॥

৩৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র প্রভূবসু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৩ জগতী।

ধনদাতা ইন্দ্র কিরূপে ধন প্রদান করিতে হয় তাহা অবগত আছেন ; তিনি ধানুষ্কের ন্যায় সাহসভরে আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং অতীব তৃষ্ণার্ত হইয়া আগ্রহসহকারে সমর্পিত সোমরস পান করুন ॥ ১ ॥ হে অশ্বদ্বয়-সম্পন্ন বীর ইন্দ্র, সোমরস পর্বতশিখরের ন্যায় স্বদীয় সংহারক হনুপ্রদেশে আরোহণ করুক। তুমি বিরাজিত হইতেছ ; তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে ; তৃণদ্বারা অশ্বগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়, আমরা যেন স্তবদ্বারা সেইরূপ তোমার প্রীতি বিধান করিতে পারি ॥ ২ ॥ হে বজ্রধারী ইন্দ্র, বহু লোকে তোমাকে আহ্বান করে ; ভূমিস্থিত চক্রের ন্যায় আমার হৃদয় দারিদ্র্যভয়ে কম্পিত হইতেছে। তুমি ঐশ্বর্যশালী ও সদাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ; অতএব তোমার স্তবকারী পুরুবসু শীঘ্র বিস্তৃতভাবে রথারূঢ় তোমার স্তব করিবে ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার এই স্তবকারী মহাফল সম্ভোগ করিয়া সোমপেষক প্রস্তরের ন্যায় তোমাকে স্তব প্রদান করিতেছে ; তোমার ধন ও অশ্ব আছে ; তুমি বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধন বিতরণ কর ; তুমি আমার মনোরথ বিফল করিও না ॥ ৪ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, এই অভীষ্টবর্ষী আকাশ তোমাকে সংবর্ধিত করুক ; তুমি জলবর্ষী এবং বর্ষণসমর্থ, অশ্বগণ তোমাকে যজ্ঞস্থলে বহন করে। হে বর্ষণকারী বজ্রধর ইন্দ্র, তোমার হনু অতি সুন্দর ও তোমার রথ কল্যাণ বর্ষণ করে ; তুমি রণস্থলে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, যে তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতরথ রাজা আমাদিগকে দুইটি লোহিতবর্ণ অশ্ব ও তিনশত ধেনু প্রদান করিয়াছেন, তাবৎ লোক যেন তাঁহার পরিচর্যার্থ তাঁহাকে প্রণাম করে ॥ ৬ ॥

৩৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যথাবিধি আহুত হব্য প্রদান করিলে ইহা প্রদীপ্ত হইয়া সূর্যরশ্মির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ; যে যজমান ইন্দ্রের হোম করে, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, উষাসকল যেন তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া উদিত হয় ॥ ১ ॥ যে যজমানের অগ্নি প্রজ্জ্বালন ও কুশাস্তরণ সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি পূজা করিতেছেন ; যিনি পাষাণোত্তোলনপূর্বক সোমরস নিঃসৃত করিয়াছেন, তিনি স্তব করিতেছেন, যাঁহার পাষাণসকল হইতে সুমধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে, তিনি হব্য লইয়া নদীতে অবগাহন করিতেছেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্রের পত্নী পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া যজ্ঞে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন ; ইন্দ্র এইরূপে অনুগামিনী মহিষীকে স্বসমভিব্যহারে আনয়ন করিতেছেন ; ইন্দ্রের রথ আমাদিগের নিকট প্রচুর অন্ন বহন করুক ; ইহা উচ্চ ধ্বনি করুক এবং চতুর্দিকে সহস্র ধন নিক্ষেপ করুক ॥ ৩ ॥ যাঁহার রাজ্যে ইন্দ্র দুগ্ধমিশ্রিত তীব্র সোমরস পান করেন, সে রাজার কোন কষ্ট হয় না, তিনি অনুচরবর্গের সহিত সর্বত্র গমন করেন, শত্রু সংহার করেন, প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং সুখ সম্ভোগ করিয়া ইন্দ্রের নাম পোষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ॥ ৪ ॥ যিনি সোমরস নিঃস্থত করিয়া ইন্দ্রকে সমর্পণ করেন, তিনি বন্ধুবর্গের পোষণ করেন ; তিনি প্রাপ্ত ধনের রক্ষণে ও অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তিবিষয়ে সমর্থ হয়েন, তিনি বর্তমান ও নিয়ত অহোরাত্রকে জয় করেন ; তিনি সূর্য ও অগ্নি উভয়েরই প্রিয়পাত্র ॥ ৫ ॥

৩৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমার অসীম বীরত্ব ; তুমি বদান্যভাবে প্রভূত ধন দান কর ; তুমি সর্বদর্শী ও উৎকৃষ্ট ধনের অধিকারী ; অতএব তুমি আমাদিগকে ঐশ্বর্য প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে মহাবলশালী হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র, যদিও তুমি সুপ্রসিদ্ধ প্রচুর অন্নের অধিপতি, তথাপি ইহা নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া সর্বত্র কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ হে বজ্রধর ইন্দ্র, পূজনীয় এবং বিখ্যাতকর্মা মরুৎগণ তোমার বলস্বরূপ। তুমি ও তাঁহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর স্বেচ্ছাবিহারী হইয়া শাসন করিতেছ ॥ ৩ ॥ হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র, আমরা তোমার উপাসনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে যে কোন ক্ষমতাশালীর ধন আনিয়া দাও, কারণ তুমি আমাদিগকে ধনাঢ্য করিতে অভিলাষী আছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ ; আমরা যেন এইসকল স্তব করিয়া শীঘ্র তোমার সুখের অংশভাগী হই ; আমরা যেন তোমাদ্বারা সুরক্ষিত হই ; হে বীর, তুমি আমাদিগকে যত্নপূর্বক রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

৩৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ ; ৫ পংক্তিঃ।

হে বজ্রধর ইন্দ্র, তোমার রূপ অতি বিচিত্র ; হে ধনাধিপতি, মহামূল্য ধন তোমারই দেয়, অতএব তুমি ইহা উভয় হস্তে আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর ; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই ॥ ২ ॥ হে বজ্রধর ইন্দ্র, তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র ধনসম্পন্ন, তোমাদিগের নিরতিশয় পূজনীয়, তিনি মানবগণের অধিপতি ; উপাসকগণ প্রাচীন স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥ এই ইন্দ্রের নিকটেই কাব্য এবং বাক্য এবং উক্থসমূহ উচ্চার্য, কারণ তিনি স্তোত্রবাহক ; অত্রিপুত্রগণ তাঁহারই নিকটে স্তোত্রসকল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও উদ্দীপিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৪০ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৫ সূর্য, ৬-৯ অত্রি।

ভৌম অত্রি ঋষি। ১-৩ উষ্ণিক্ ; ৫,৯ অনুষ্টুপ্ ; ৪,৬-৮ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও। হে সোমের অধিপতি, তুমি পাষাণপিষ্ট সোমরস পান কর, তুমি মনোরথ পূর্ণ কর ও শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটন কর। তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সহিত আইস ॥ ১ ॥ সোম-পেষক প্রস্তরগুলি বর্ষণকারী ; সোমজনিত হর্ষও বর্ষণকারী ; নিঃস্থত সোমরসও বর্ষণকারী। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র, তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সাহত উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা ॥ ২ ॥ হে বজ্রধর ইন্দ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার বিচিত্র রক্ষার নিমিত্ত আমি সোমরস ঘর্ষণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র, তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সহিত উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র ঋজীষ সোমরস স্বীকার করেন, বজ্র ধারণ করেন, কামনা পূর্ণ করেন ও দ্রুত শত্রুদিগকে আক্রমণ করেন। তিনি বলবান্, অধীশ্বর, বৃত্রসংহারক ও সোমরসপায়ী ; তিনি যেন রথে অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন করেন ও মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াউ ল্লাসিত হন ॥ ৪ ॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য, যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল ; নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয় তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া-অন্ধকার দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক অন্ধকারদ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিলেন ॥ ৬ ॥ সূর্য বলিতেছেন, হে অত্রি, আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকারদ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ ; তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ তখন সেই ঋত্বিক্ অত্রি সূর্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া, মন্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন ; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন ॥ ৮ ॥ আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারদ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে, অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হয় নাই ॥ ৯ ॥

৪১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ১৬-১৭ অতিজগতী ; ২০ একপদা বিরাট্ ।

হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদিগের যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া কে ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় ? তোমরা স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের যে কোন স্থানে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর এবং যজমান ও হব্যদাতাকে পশু ও ধন প্রদান কর ॥ ১ ॥ মিত্র, বরুণ, অর্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা ও মরুৎগণ, এই সমস্ত দেবগণের মনোহর পাপবর্জিত স্তোত্র অতি প্রিয়। তাঁহারা রুদ্রের সহিত আনন্দের অংশভাগী হইয়া অস্মদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করুন ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দমনকারী; আমি তোমাদিগের রথ বায়ুবেগদ্বারা বেগবান্ করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা যজ্ঞসাধক আকাশের অসুর রুদ্রকে স্তব ও হব্য প্রদান কর ॥ ৩ ॥ মুনিগণ যাঁহাকে আহ্বান করেন, সেই স্বর্গীয় হব্যবাহক ত্রিত ও বায়ু ও অগ্নি, স্বর্গের অধিপতি অর্থাৎ সূর্যের সহিত তুল্যরূপে আনন্দভাগী হইয়া এবং পূষা ও ভগ ও যাঁহারা বিশ্বের রক্ষাকর্তা ইঁহারা সকলে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, যেরূপ বেগবান্ অশ্বগণ সংগ্রামে বেগে ধাবিত হয় ॥ ৪ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা অশ্বগণের সহিত ধন আহরণ কর ; জ্ঞানী লোক ধন লাভ ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাদিগের স্তব করেন ; উশিজের পুত্র কক্ষীবানের হোতা অত্রি যেন সেই সকল বেগবান্ অশ্বলাভে সুখী হয়েন, যেগুলি বেগগামী এবং তোমাদেরই ॥ ৫ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা দীপ্তিমান্, বিপ্র, পূজ্য বায়ুকে এরূপে স্তব কর, যাহাতে তিনি রথ যোজনা করিয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন ; ক্ষিপ্রগমনা, পূজাগ্রহণকারিণী, রূপসম্পন্না ও প্রশংসনীয়া দেবপত্নীগণ আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৬ ॥ হে পরাক্রমশালী দিবা ও রাত্রি, পূজনীয় স্বর্গস্থ দেবগণের সহিত আমি তোমাদিগকে সুখদায়ক ও অন্তরীক্ষ মন্ত্রসকলের সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। তোমরা যেন সমস্ত অবগত হইয়া যাগার্থ যজমানের নিকট ইহা আনয়ন কর ॥ ৭ ॥ হে বাস্তুপতি ত্বষ্টা, হে ধনপ্রদায়িনী ও অন্যান্য দেবগণের সহিত প্রীতিভাগিনী ধীষণা, হে বনস্পতিবর্গ, হে ওষধিগণ, আমি ধন লাভের জন্য তোহাদিগের প্রীতিসাধনপূর্বক স্তব করিতেছি। তোমরা যাগাদিকার্যের নায়ক ও বহুলোকের পোষক ॥ ৮ ॥ বীরগণের ন্যায় জগতের সংস্থাপক মেঘ বিস্তৃত দান বিষয়ে আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন ; যিনি মানবগণের হিতকারী ও পূজিত, আপ্ত্য আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া সর্বদা আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান করুন ॥ ৯ ॥ আমি বর্ষণকারী, অন্তরীক্ষের গর্ভস্বরূপ এবং জলের নপ্তৃস্বরূপ ত্রিতকে মনোহর স্তুতিদ্বারা স্তব করি। যৎকালে আমি গমন করি, তৎকালে অগ্নি সুখকর শিখা ধারণ করেন, আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রদীপ্তরশ্মি হইয়া বনসকল দগ্ধ করেন ॥ ১০ ॥ আমরা কিরূপে বলবান্, রুদ্রপুত্রগণের স্তব করিব, ধনলাভের জন্য সর্বজ্ঞ ভগকেই বা কোন্ স্তব অর্পণ করিব, বারিসমূহ, ওষধিবর্গ, স্বর্গ, বনসকল ও বৃক্ষসকল যাহাদিগের কেশস্বরূপ, সেই সমস্ত পর্বত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥ আকাশগামী, সর্বব্যাপী বলের অধিপতি বায়ু, আমাদিগের স্তব শ্রবণ করুন; নগরের ন্যায় সমুজ্জ্বল, মহাপর্বতের চতুর্দিকে প্রবাহিত বারিরাশি আমাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করুন ॥ ১২ ॥ হে পরাক্রমশালী, সুন্দর মরুৎগণ, অভিলষিত হব্য গ্রহণ করিয়া আমরা তোমাদিগের যে সকল স্তব পাঠ করিতে আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; মরুৎগণ অনুকূলভাবে আগমন করিয়া এবং ক্ষোভদ্বারা অভিভূত প্রতিকূলবর্তী মনুষ্যগণকে অস্ত্রদ্বারা বধ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হউন ॥ ১৩ ॥ আমি স্বর্গজ ও পৃথিবীজাত জল লাভ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞার্হ মরুৎগণের উপাসনা করিতেছি। আমার স্তোত্রসকল সমৃদ্ধিশালী হউক; প্রীতিদায়ক স্বর্গসকল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হউক; মরুৎসমূহদ্বারা পরিপুষ্ট নদীসকল যেন বারিপূর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥ আমি নিরন্তর স্তব করিতেছি, যাহা বরুত্রীরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন; সকলের জননীস্বরূপ পূজনীয়া মহী আমাদিগের স্তব গ্রহণ করুন, প্রশস্ত ও বিচক্ষণ উপাসকগণের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং অনুকূলহস্ত হইয়া আমাদিগকে কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥ আমরা কিরূপে দানশীল মরুৎগণের সমুচিত স্তব করিব? কিরূপে বর্তমান স্তবদ্বারা মরুৎগণের যথাযোগ্য উপাসনা করিব? বর্তমান স্তবদ্বারা সেই গৌরবশালী মরুৎগণের স্তব কিরূপে সম্ভবিবে? দেব অহিরুধ্ন্য যেন আমাদিগের অনিষ্ট না করিয়া শত্রুদিগকে সংহার করেন ॥ ১৬ ॥ হে দেবগণ, মনুষ্য, সন্ততি ও পশু সকলের জন্য এইরূপে নিয়ত তোমাদিগের উপাসনা করে; হে দেবগণ, মনুষ্য তোমাদিগের উপাসনা করে। এই যজ্ঞে নির্ঋতি পাপ দেবতা কল্যাণকর খাদ্যদ্বারা আমার দেহ পোষণ করুন ও জরা দূর করুন ॥ ১৭ ॥ হে দীপ্তিমান্ বসুগণ, আমরা যেন তোমাদিগের সেই সুমতি ধেনু হইতে বলকর ও হৃদয়পোষক খাদ্য লাভ করি। সেই দানশীলা ও সুখদায়িনী দেবতা যেন আমাদিগের সুখের জন্য সত্বর আগমন করেন ॥ ১৮ ॥ গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্বশী নদীগণের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন; নিরতিশয়দীপ্তিশালিনী উর্বশী আমাদিগের যাগাদিক্রিয়ার প্রশংসা করিয়া এবং যজ্ঞমানকে দীপ্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত হউন ॥ ১৯ ॥ তিনি পোষণকারী ঊর্জব্য রাজার অনুচর আমাদিগকে পোষণ করুণ ॥ ২০

৪২ সূক্ত। দেবতা: বিশ্বদেবগণ; ১১ রুদ্র।
ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১৭ একপদা বিরাট্।
প্রদত্ত হব্যের সহিত নিরতিশয় সুখদায়ক আমাদিগের স্তোত্র বরুণ, মিত্র, ভগ ও অদিতির নিকট উপস্থিত হউক; যিনি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাধক, যিনি বিবিধ বর্ণে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন; যাঁহার গতি অপ্রতিহত, যিনি অসুর ও সুখদাতা, সেই বায়ু আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ জননী যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করেন, অদিতি সেইরূপ আন্তরিক ও সুখদায়ক মদীয় স্তোত্র গ্রহণ করুন; আমি বরুণ ও মিত্রকে উদ্দেশ করিয়া মনোহর, আনন্দদায়ক ও দেবগ্রাহ্য স্তোত্র প্রদান করিতেছি ॥ ২ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা সর্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এই সম্মুখস্থিত অগ্নি বা সূর্যের স্তোত্রদ্বারা প্রীতি বর্ধন কর; মধুর সোমরস ও ঘৃতদ্বারা ইহাকে অভিষিক্ত কর; সেই সূর্যদেব আমাদিগকে পবিত্র, হিতকর ও আনন্দদায়ক ধন প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে আন্তরিক ইচ্ছার সহিত ধেনু প্রদান করিতেছ; তুমি অশ্বদ্বয়াধিপতি, তুমি আমাদিগকে জ্ঞানসম্পন্নপুত্রসমৃদ্ধি, দেবগ্রাহ্য অন্ন ও যাগার্হ দেবগণের অনুগ্রহ প্রদান কর ॥ ৪ ॥ দীপ্তিমান্ ভগ, ধনাধিপতি সূর্য ও বৃত্রনাশক ইন্দ্র, সমস্ত ধনবিজয়ী ঋভুক্ষা, বাজ ও পুরন্ধি, এই সমস্ত অমর সত্বর উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ আমরা ইন্দ্রের বীরত্ব কীর্তন করিতেছি; তাঁহার জরা নাই, তিনি যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠভঙ্গ দেন না, অথচ জয়লাভ করেন; হে ইন্দ্র, প্রাচীনগণ, তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্তিগণ বা কোনও নব্য লোক তদীয় বীরত্বলাভে সমর্থ হয় নাই ॥ ৬ ॥ প্রধান রত্নদাতা বৃহস্পতির স্তব কর; তিনি ধনসকল বিভাগ করিয়া প্রদান করেন, তিনি স্তবকারীকে মহাসুখ প্রদান করেন ও ধনরাশি পূর্ণ হইয়া আহ্বানকারীর নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হয়েন ॥ ৭ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা করিলে, শত্রুসকল তাহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদিগের ধনলাভ ও উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ হয়। যে সকল ধনাঢ্য লোক অশ্ব, গো ও বস্ত্র দান করেন, তাঁহাদিগের ধন লাভ হউক ॥ ৮ ॥ যাহারা স্বয়ং সুখভোগ করে, অথচ স্তোত্রদ্বারা সুখ প্রদান না করে, তাহাদিগের ধন ক্ষয় কর ; যাহারা যাগাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া মন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করে, হে ব্রহ্মণস্পতি, তাহারা সন্ততি-সম্পন্ন হইলেও তুমি তাহাদিগকে সূর্য হইতে পৃথক কর অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন কর ॥ ৯ ॥ হে মরুৎগণ, যে ব্যক্তি রাক্ষসগণকে দেবযজ্ঞে আহ্বান করে, তোমরা চক্রহীন রথদ্বারা তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ কর ; যে ব্যক্তি তুচ্ছ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ঘর্মাক্ত হয় ও তোমাদিগের উপাসক আমার নিন্দা করে, তাহাকেও সেইরূপ কর ॥ ১০ ॥ যাঁহার ধনুর্বাণ অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত ঔষধের অধিপতি, সেই রুদ্রের স্তব কর, বিশিষ্টচিত্ত শান্তির জন্য রুদ্রের উপাসনা কর ; নমস্কারদ্বারা সেই দীপ্তিমান্ অসুরের পূজা কর ॥ ১১ ॥ বশীকৃতচিত্ত, লঘুহস্ত ঋভুগণ ও বিভুদ্বারা কৃত, বর্ষণকারী ইন্দ্রের পত্নীস্বরূপ নদীসকল ও সরস্বতী ও দীপ্তিমতী রাকা সকলে সমুজ্জ্বল ও অভীষ্টবর্ষী, আমাদিগকে ধন প্রদান করিতে অভিলাষ করুন ॥ ১২ ॥ আমি মহান্ ও রক্ষাকারী ইন্দ্রকে হৃদয়ের সহিত নূতন ও সদ্যোজাত স্তব প্রদান করিতেছি। ইন্দ্র বর্ষণকারী ; তিনি কন্যাস্বরূপ পৃথিবীর হিতের নিমিত্ত নদীসকলের রূপ বিধান করিয়া, এই জল আমাদিগের ব্যবহারার্থ সম্পাদন করুন ॥ ১৩ ॥ হে উপাসক, ত্বদীয় উৎকৃষ্ট স্তব সেই শব্দায়-মান গর্জনকারী ইলপতি পর্জন্যের নিকট নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হউক ; তিনি মেঘসকল ধারণ করেন ; তিনি বারিবর্ষণ করিয়াও স্বর্গ ও পৃথিবীকে বৈদ্যুতালোকে আলোকিত করিয়া গমন করেন ॥ ১৪ ॥ রুদ্রের তরুণ পুত্র মরুৎগণের বলসমীপে এই মদীয় স্তোত্র সমধিকরূপে উপস্থিত হউক ; ধনেচ্ছা আমাকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে; বিবিধবর্ণে অশ্ব আরোহণ করিয়া যাঁহারা যজ্ঞে গমন করেন, তাঁহাদিগের স্তব কর ॥ ১৫ ॥ ধনের নিমিত্ত এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হউক ; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই ; মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহবুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন ॥ ১৬ ॥ হে দেবগণ, আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ ভোগ করি ॥ ১৭ ॥ আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্বে কেহ কখনও অনুভব করে নাই, যাহা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য, বীর পুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

৪৩ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১৬ একপদা বিরাট্।

দ্রুতগামী নদীসকল কোন অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া, মধুর রসের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন, জ্ঞানী উপাসক বিপুল ধনের নিমিত্ত আনন্দদায়ক সপ্ত মহানদীকে আহ্বান করেন ॥ ১ ॥ আমি অন্নলাভের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট স্তব ও হব্যদ্বারা হিংসারহিত স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; সুপ্রসিদ্ধ পিতৃভূত স্বর্গ ও মাতৃস্বরূপ প্রিয়বাদিনী মুক্তহস্তা পৃথিবী আমাদিগকে প্রতি যুদ্ধে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা মধুর হব্য প্রস্তুত করিয়া সর্বাগ্রে বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে প্রীত কর, দীপ্ত সোমরস প্রদান কর; হে দীপ্তিমান্ বায়ু, তুমি উল্লাসিত হইবে বলিয়া আমরা সুমিষ্ট সোমরস প্রদান করিতেছি, তুমি হোতার ন্যায় অন্যান্য দেবগণের পূর্বে ইহা আমাদিগের কল্যাণ নিমিত্ত পান কর ॥ ৩ ॥ ঋত্বিকের দশটি সোমপেষক অঙ্গুলি ও সোমরস-নিঃসারণপটু দুইটি বাহু পাষাণ গ্রহণ করিতেছে ; কুশলাঙ্গুলিযুক্ত ঋত্বিক্ আনন্দিত হইয়া মধুর সোম হইতে শৈলজ রস দোহন করিতেছেন এবং সোম হইতে নির্মল রস নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সেবার্থ কার্যে, তোমার বল বিধানার্থ ও তোমার মহোল্লাসের জন্য সোমরস সমর্পিত হইয়াছে ; অতএব আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি প্রিয় সুশিক্ষিত ও বিনম্র ত্বদীয় অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্ন হইয়া, সুমধুর সোমপানে উল্লাসিত হইবার নিমিত্ত দেবগন্তব্যপথদ্বারা আমাদিগের নিকট গ্না দেবীকে আনয়ন কর ; সেই বলশালিনী দেবী সর্বত্র গমন করেন ও সমস্ত যজ্ঞ অবগত হয়েন ; স্তোত্রের সহিত এই দেবীকে হব্য সমর্পিত হয় ॥ ৬ ॥ জ্ঞানী ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞকামনায় পিতৃক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অগ্নির উপর হব্যপাত্র স্থাপন করিয়াছেন ; বোধ হইতেছে যেন তাঁহারা একটি স্থূলকায় পশু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ পূজনীয়, মহান্ ও সুখদায়ক এই স্তব অশ্বিদ্বয়কে এস্থানে আহ্বান করিবার নিমিত্ত দূতের ন্যায় গমন করুক ; হে সুখদায়ক অশ্বিদ্বয়, তোমরা এক-রথে আরোহণ করিয়া অর্পিত সোমসমীপে আগমন কর, কারণ রথচক্রে কীল যেরূপ প্রয়োজনীয়, তোমরা সেইরূপ ॥ ৮ ॥ আমি বলবান্ ও বেগগামী পূষা ও বায়ুর স্তব করিতেছি ; ইঁহারা উভয়েই ধন ও অন্নের নিমিত্ত লোকের বুদ্ধি উত্তেজিত করেন এবং উভয়েই ধন প্রদান করেন ॥ ৯ ॥ হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি, আমরা তোমার আহ্বান করিতেছি, তুমি বিবিধনামধারী ও বিভিন্নাকৃতি মরুৎগণকে এস্থানে আনয়ন কর। হে অখিল মরুৎগণ, তোমরা রক্ষার সহিত যজমানের যজ্ঞে, স্তোত্রে ও পূজায় উপস্থিত হও॥ ১০ ॥ দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়া ও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগের এই-সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥ বলবান্, সৃষ্টিকারক, স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কর, তিনি গৃহমধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্বত্র প্রভা বিস্তৃত করিতেছেন ; তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্ ; আমরা তাঁহার পূজা করি ॥ ১২ ॥ অগ্নি সকলের ধারণকর্তা, অতি দীপ্তিশালী, অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ওষধিসমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত ; তিনি অপ্রতিহতগতি, এবং লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্ত। তিনি বর্ষণকারী ও অন্নদাতা। আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন ॥ ১৩ ॥ যজমানের হোতা প্রভৃতি হব্যপাত্র-ধারী ঋত্বিক্‌গণ, জননীস্বরূপ পৃথিবীর উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট স্থানে উত্তর বেদিতে গমন করিয়াছেন ; লোকে জীবন বৃদ্ধির জন্য, শিশুর অঙ্গসকল যেরূপ ঘর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা সদ্যোজাত কোমলপ্রকৃতি অগ্নিকে স্তোত্রের সহিত হব্যপ্রদানপূর্বক পোষণ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলশালী, পরিণীত দম্পতী ধর্মকর্মদ্বারা জীর্ণ হইয়া একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান কয়িতেছে ; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই ; তাঁহারা যেন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধবুদ্ধি ধারণ না করেন॥ ১৫ ॥ হে দেবগণ, আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ সম্ভোগ করি ॥ ১৬ ॥ আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্বে কেহ কখনও অনুভব করে নাই, যাহা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য, বীরপুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর ॥ ১৭ ॥

৪৪ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ঋষি : কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ; (১০ ক্ষত্র, মনস, এবাবদ, যজত, সধ্রি ও অবৎসার ; ১১ বিশ্ববার, যজত, মায়ী ও অবৎসার ; ১২ সদাপৃণ, যজত, বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিৎ, তর্য ও অবৎসার ; ১৩ সুতংভর ও অবৎসার)। জগতী ; ১৪-১৫ ত্রিষ্টুপ্।

প্রাচীন যজমানগণ, আমাদিগের পূর্ববর্তিগণ, সমস্ত প্রাণী ও আধুনিকগণ, যেরূপ ইন্দ্রের স্তব করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও তাঁহার স্তব করিয়া পূর্ণকাম হও ; তিনি দেবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, কুশাসীন, সর্বজ্ঞ, আমাদিগের সম্মুখবর্তী, বলশালী, বেগবান্ ও জয়শীল ; এইরূপ স্তবদ্বারা তুমি তাঁহার সংবর্ধনা করিতে পারিবে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্বর্গে প্রভা বিস্তার করিয়া মানবগণের হিতের জন্য সমস্ত দিকে অবর্ষণকারী মেঘের মধ্যে যে সুন্দর জলরাশি আছে, তৎসমস্ত বর্ষণ কর, তুমি সৎকর্মদ্বারা মানবগণকে রক্ষা কর, কিন্তু হিংসা কর না, তুমি শত্রুর মায়া অতিক্রম কর, তোমার নাম সত্যলোকে বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥ তিনি অগ্নি নিত্য, ফলসাধক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বধারক হব্য বহন করেন ; তিনি অপ্রতিহতগতি, হোমনির্বাহক ও বলবিধায়ক। তিনি প্রধানতঃ কুশের উপর দিয়া গমন করেন ; তিনি ফলবর্ষণকারী, শিশু, তরুণ, জরারহিত এবং ওষধিগণের মধ্যে স্থাপিত ॥ ৩ ॥ যজমানের জন্য যাগবৃদ্ধিকারী এইসকল সূর্যকিরণ পরস্পর উত্তমরূপে সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞভূমিতে গমন করিবার অভিলাষে অবতীর্ণ হইতেছে ; বেগগামী ও সর্বনিয়ন্তা এই সমস্ত কিরণদ্বারা কার্য করিয়া আদিত্য বারিরাশিকে নিম্ন দেশে প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তোমার স্তোত্র অতি মনোহর, যখন নিঃসৃত সোমরস কাষ্ঠময় পাত্রে গৃহীত হয় এবং তুমি সেই রস গ্রহণ করিয়া মনোহর স্তব শ্রবণে উল্লাসিত হও, তৎকালে উপাসকগণের মধ্যে তোমার বিশেষ শোভা হয় ; হে জীবনদাতা, যজ্ঞে তোমার রক্ষাকারী শিখাসকল বর্ধিত কর ॥ ৫ ॥ দেবতা যেরূপ দৃষ্ট হয়েন, সেইরূপই বর্ণিত হয়েন, তাঁহারা জলমধ্যে সমবেত দীপ্তিসহকারে নিজরূপ ধারণ করেন ; তাঁহারা আমাদিগকে পূজ্য ও প্রভূত ধন, মহাবেগ, অসংখ্য বীর্যশালী পুত্র ও অক্ষয় বল প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ এই সর্বদর্শী অগ্রগামী সূর্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পত্নী উষা সমভিব্যাহারে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতেছেন ; ধন তাঁহারই আয়ত্তাধীন ; তিনি আমাদিগকে উজ্জ্বল ও সর্বত্র রক্ষাকারী গৃহ ও পূর্ণ সুখ প্রদান করুন ॥ ৭ ॥ হে দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য বা অগ্নি, যজমান তোমার নিকট গমন করেন ; তুমি উদয়াদিলক্ষণদ্বারা পরিজ্ঞাত হও ; ঋষিগণ তোমার সেই সকল স্তব করেন, যদ্দ্বারা তোমার নাম বর্ধিত হয়। তিনি যে কোন বিষয়ে কামনা করেন, কার্যদ্বারা তাহাই লাভ করেন এবং যিনি স্বেচ্ছাবশতঃ পূজা করেন তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥ আমাদিগের এই সমস্ত স্তবের মধ্যে প্রধান স্তোত্রগুলি সমুদ্রতুল্য সূর্যের নিকট উপস্থিত হয়। যে যজ্ঞগৃহে তাঁহার স্তোত্রসকল বিস্তীর্ণ হয় তাহার ক্ষয় হয় না। যে স্থানে পবিত্র সূর্যের প্রতি চিত্ত সমর্পিত হয়, তথায় উপাসকের হৃদয়গত অভিলাষ বিফল হয় না ॥ ৯ ॥ তিনি নিশ্চয় সকলের স্তুত্য। আইস আমরা ক্ষত্র, মনস, অবদ, যজত, সধ্রি ও অবৎসার নামক ঋষিগণ জ্ঞানিভোগ্য বলকর অন্ন, মনোহর চিন্তাদ্বারা পূর্ণ করি ॥ ১০ ॥ বিশ্ববার, যজত ও মায়ী এই তিন ঋষির সোমরস-জনিত মত্ততা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, অদিতির ন্যায় বিস্তৃত এবং কক্ষ্যপূরক। তাঁহারা সোমপান করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করিতেছেন ও প্রচুর পান করিয়া অতিরিক্ত মত্ততা লাভ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ সদাপূর্ণ, যজত, বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিৎ ও তর্য এই পঞ্চঋষি তোমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুসংহার করুন। ঋষি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শ্রেষ্ঠ কামনাসকল লাভ করিয়া দীপ্তিমান্ হন, কারণ তিনি সুমিশ্রিত হব্য ও স্তোত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণের উপাসনা করেন ॥ ১২ ॥ সুতংভর যজ্ঞের যজমানের হোতা হইয়া সমস্ত যজ্ঞকার্য ঊর্ধ্বে উন্নীত করিতেছেন। ধেনু সুরস দুগ্ধ প্রদান করিতেছে ; ঐ দুগ্ধ বিতরিত হইতেছে ; এই সমস্ত ক্রমানুসারে ঘোষণা করিয়া অবৎসার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক অধ্যয়ন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন, ঋক্সকল তাঁহাকে কামনা করে। যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন, সামগানসকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন, এই সোম তাঁহাকে এই কথা বলে। হে অগ্নি, আমি যেন নিয়ত তোমার সহবাসে থাকি ॥ ১৪ ॥ অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন, ও ঋক্সকল তাঁহাকে কামনা করে, অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও সামগানসকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও এই সোম তাঁহাকে এই কথা বলে। হে দেব, আমি যেন নিরন্তর তোমার সহবাসে থাকি ॥ ১৫

৪৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র সদাপৃণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৯ পুরস্তাজ্জ্যোতিঃ।

অঙ্গিরাগণ স্তব করাতে ইন্দ্র স্বর্গ হইতে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নিগূঢ় ধেনুগণের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আগামিনী উষার রশ্মিসকল সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। সূর্যদেব রাশীকৃত তমোনাশ করিয়া উদিত হইয়াছেন এবং মানবগণের গৃহের দ্বারসকল উন্মুক্ত করিয়াছেন ॥ ১ ॥ পদার্থসকল যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, সূর্য সেই প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন। কিরণজালের জননীস্বরূপ উষা সূর্যের আগমন উৎপ্রেক্ষা করিয়া বিস্তৃত অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। কুলক্ষয়া নদীসকল প্রবহমান বারিরাশির সহিত প্রবাহিত হইতেছে। সুঘটিত স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে ॥ ২ ॥ মহাস্তুতিসকলের প্রাচীন রচয়িতার ন্যায় যৎকালে আমি স্তব করিতেছি, মেঘের গর্ভস্থিত বারিরাশি আমার উপর পতিত হইতেছে, মেঘ হইতে জল পতিত হইতেছে, আকাশ নিজ কার্য সাধন করিতেছে। যত্নসহকারে উপাসনাকারী অঙ্গিরাগণ ধর্মকর্মানুষ্ঠান করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, আমি পরিত্রাণের জন্য দেবসেব্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, মরুৎগণের ন্যায় কর্মতৎপর, পরিচর্যাকারী জ্ঞানিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥ অদ্য শীঘ্র আগমন কর ; আমরা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করি ; শত্রুগণের উন্মূলন করি ; প্রচ্ছন্ন শত্রুদিগকে দূরীভূত করি এবং সত্বর যজমানের অভিমুখে গমন করি ॥ ৫ ॥ হে বন্ধুগণ, আইস আমরা সেই স্তোত্র পাঠ করি, যদ্দ্বারা অপহৃত ধেনুগণের গোষ্ঠ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা মনু বিশিশিপ্রকে জয় করিয়াছিলেন ; যদ্দ্বারা বণিকের ন্যায় কক্ষীবান্ জলেচ্ছায় বনে যাইয়া জল লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ এই যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের হস্তদ্বারা সঞ্চালিত পাষাণখণ্ড হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে, যদ্দ্বারা নবগ্ব ও দশগ্বগণ ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন ; যৎকালে সরমা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ধেনুগণকে দেখিতে পাইলেন এবং অঙ্গিরার সমস্ত স্তবাদিকর্ম সফল হইল ॥ ৭ ॥ এই পূজনীয় উষার উদয়ে যখন অঙ্গিরাগণ লব্ধ ধেনুগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সেই উৎকৃষ্ট যজ্ঞসভার উপযুক্ত দুগ্ধস্রাব হইতে লাগিল ; কারণ সরমা ধেনুগণকে সত্যপথে দেখিতে পাইলেন ॥ ৮ ॥ সপ্ত অশ্বের অধিপতি সূর্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হউন, কারণ তাঁহাকে আয়াসসাধ্য পথদ্বারা একটি সুদূরবর্তী গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, তিনি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হইয়া প্রদত্ত হব্যের উদ্দেশে অবতরণ করিতেছেন, স্থিরযৌবন ও দূরদর্শী সেই দেব নিজরশ্মিমধ্যে অবস্থান করিয়া প্রভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৯ ॥ সূর্য উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করিয়াছেন ; তিনি উজ্জ্বলপৃষ্ঠ অশ্বগণের উপর আরোহণ করিবামাত্র জ্ঞানী উপাসকগণ পোতের ন্যায় তাঁহাকে জলের উপর দিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। বারিরাশি তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া অবনত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ হে দেবগণ, আমি জলের জন্য তোমাদিগের সর্বদায়ক স্তোত্র পাঠ করিতেছি, যদ্দ্বারা নবগ্বগণ দশমাসসাধ্য যাগ সম্পাদন করিয়াছেন, আমরা যেন এই স্তব পাঠ করিয়া দেবগণের রক্ষণীয় হই এবং পাপের সীমা অতিক্রম করি ॥ ১১ ॥

৪৬ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ ; ৭-৮ দেবপত্নীগণ।
অত্রি-পুত্র প্রতিক্ষত্র ঋষি। জগতী, ২-৮ ত্রিষ্টুপ্।

জ্ঞানী প্রতিক্ষত্র শকটে অশ্বের ন্যায় আপনাকে যজ্ঞভারে নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি হোতা সেই অলৌকিক, রক্ষাবিধায়ক ভার বহন করিতেছি। আমি এই ভারবহন হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না। বারংবার এই ভার আমার প্রতি সমর্পিত হয় এরূপও অভিলাষ করি না। মার্গাভিজ্ঞ বিদ্বান্‌ই অগ্রসর হইয়া সরল পথ দিয়া মনুষ্যগণকে লইয়া যান ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র দেবগণ, তোমরা আমাদিগকে বল প্রদান কর। অথবা মরুৎগণ বা বিষ্ণু ইহা প্রদান করুন ; নাসত্যদ্বয়, রুদ্র, দেবগণের পত্নীগণ, পূষা, ভগ ও সরস্বতী যেন আমাদিগের পূজায় প্রসন্ন হয়েন ॥ ২ ॥ আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য, পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎগণ, মেঘসকল, বারিরাশি, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৩ ॥ বিষ্ণু অথবা অহিংসাকারী বায়ু বা ধনদাতা সোম আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন এবং ঋভুগণ, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা কিংবা বিভ্‌বা আমাদিগকে ঐশ্বর্য প্রদান করিতে অনুকূল হউন ॥ ৪ ॥ পূজনীয়, স্বর্গনিবাসী মরুৎগণ কুশের উপর উপবেশন করিবার নিমিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং বৃহস্পতি, পূষা, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদিগকে সমস্ত গৃহস্থ সুখ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥ উৎকৃষ্ট স্তবার্হ পর্বতসকল ও দানশীল নদীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, ধনদাতা দেব ভগ অন্ন ও রক্ষার সহিত আগমন করুন ; সর্বব্যাপিনী অদিতি যেন আমার এই স্তব শ্রবণ করেন ॥ ৬ ॥ দেবপত্নীগণ আমাদিগের স্তব কামনা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ; তাঁহারা আমাদিগকে এরূপ রক্ষা করুন, যেন আমরা বলবান্ পুত্র ও প্রচুর অন্ন লাভ করিতে পারি। হে দেবীগণ, তোমরা পৃথিবীতে থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থাকিয়া জলের উপর তত্ত্বাবধান কর, আমরা তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ॥ ৭ ॥ দেবগণের ভার্যা দেবীগণ হব্য ভোজন করুন ; ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রোদসী, বরুণানী ইঁহারা প্রত্যেকে আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন ; দেবীগণ হব্য ভোজন করুন ; দেবপত্নীগণের মধ্যে যাঁহারা ঋতুসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহারা স্তোত্র শ্রবণ ও হব্য ভক্ষণ করুন ॥ ৮ ॥

৪৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র প্রতিরথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

পরিচর্যাকারিণী, নিত্যতরুণী, পূজনীয়া ও পূজিতা উষা আহূত হইয়া শক্তিমতী জননীর ন্যায় কন্যাস্বরূপ পৃথিবীর চৈতন্যবিধানপূর্বক মানবগণকে কার্যে প্রবর্তিত করিয়া স্বর্গ হইতে রক্ষাকারী দেবগণের সহিত যাগগৃহে আগমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ অসীম ও সর্বব্যাপী রশ্মিসকল প্রকাশনরূপ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া অমর সূর্যমণ্ডলের সহিত একত্র অবস্থানপূর্বক স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥ জলবর্ষণকারী, দেবগণের আনন্দবিধায়ক, দীপ্তিমান্ ও দ্রুতগামী রথ জনকস্বরূপ পূর্বদিকে প্রবেশ করিয়াছে ; পশ্চাৎ স্বর্গমধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ ও সর্বব্যাপী সূর্য অন্তরীক্ষের উভয় প্রান্তে অগ্রসর হইতেছেন এবং জগৎ রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩ ॥ চারিজন ঋত্বিক্ নিজ কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার পুষ্টিসাধন করিতেছেন ; দশ দিক্ নিজ গর্ভজাত তাঁহাকে দৈনিক গতিসম্পাদনার্থ প্রেরণ করিতেছে ; তাঁহার ত্রিবিধ রশ্মি অন্তরীক্ষের সীমাসকল দ্রুত পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, এই সম্মুখস্থিত সূর্যমণ্ডল অতিশয় স্তবার্হ, ইহা হইতেই নদীসকল প্রবাহিত হয় এবং ইহাতেই বারিরাশি অবস্থান করে। ইহাকে অন্তরীক্ষ ও তুল্যবল ও পরস্পরসম্বদ্ধ দিবা ও রাত্রি উভয়ে এবং ইহা হইতে উৎপন্ন অন্যান্য ঋতুগণ সর্বত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫ ॥ ইঁহারই জন্য যজমানগণ স্তোত্র ও যজ্ঞ বিস্তার করেন, পুত্রস্বরূপ ইঁহারই নিমিত্ত মাতৃগণ উষা বা দিক্‌সকল বস্ত্ররূপ কিরণ প্রস্তুত করেন ; বর্ষণকারী সূর্যের সম্পর্কে হৃষ্ট হইয়া পত্নীস্বরূপ রশ্মিসমূহ আকাশপথ দিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৬ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, এই স্তোত্র গ্রহণ কর, হে অগ্নি, আমাদিগের বিমিশ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ সুখের উপায়ভূত এই স্তব গ্রহণ কর, আমরা যেন স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করি। দীপ্তিমান্, শক্তিমান্ ও জগতের আশ্রয়ভূত সূর্যকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

৪৮ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র প্রতিভানু ঋষি। জগতী।

কখন আমরা সকলের প্রিয় ও পূজনীয় সেই বৈদ্যুত তেজের পূজা করিব ? যাহা স্বাধীনবল ও যাহা নিজ অন্নে অন্নবান্ ? যখন আচ্ছাদনকারী আগ্নেয় শক্তি অপরিমেয় হইয়া পরিমাণযোগ্য অন্তরীক্ষে মেঘসকলের উপর বারিবর্ষণ করে ॥ ১ ॥ এই সমস্ত উষা ঋত্বিক্‌গণের গ্রহণীয় জ্ঞান বিস্তার করিতেছে এবং অখিল জগৎকে একপ্রকার ব্যাপক দীপ্তিদ্বারা ব্যাপ্ত করিতেছে। ধার্মিক লোক অতীত ও ভবিষ্যৎ উষাসকলকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরোবর্তী উষাসকলদ্বারা স্বীয় বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতেছেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র অহোরাত্র প্রদত্ত হব্যদ্বারা উত্তেজিত হইয়া মায়াবী বৃত্রের নিমিত্ত নিজ মহাবজ্র সুতীক্ষ্ণ করিতেছেন ; ইন্দ্ররূপী আদিত্যের শত রশ্মি দিনসকলকে নিবর্তিত ও প্রবর্তিত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজগৃহস্বরূপ আকাশে বিচরণ করিতেছে ॥ ৩ ॥ আমি পরশুর ন্যায় অগ্নির ব্যবহার দেখিতেছি ; আমি তোগার্থে সেই রূপবান্ আদিত্যের কিরণসমূহ কীর্তন করিতেছি ; কারণ সেই দেব সহায় হইয়া যজ্ঞস্থলে আহ্বানকারী যজমানকে অন্নপূর্ণ গৃহ ও রত্ন প্রদান করেন ॥ ৪ ॥ সেই অগ্নি রমণীয় তেজঃ ধারণপূর্বক অন্ধকার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধন করিয়া চতুর্দিকে জিহ্বার ন্যায় শিখা বিস্তার করিয়া যজ্ঞে গমন করেন। আমরা তাঁহার পুরুষত্ব অবগত নহি ; কারণ এই ভগ, সবিতা বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

৪৯ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ঋষি : অত্রি-পুত্র প্রতিপ্রভ ; ৫ তৃণপাণি। ত্রিষ্টুপ্।

হে যজমানগণ, অদ্য আমি তোমাদিগের জন্য মানবগণের মধ্যে ধনবিতরণকারী দেব সবিতা ও ভগের সম্মুখবর্তী হইয়াছি। হে অধিনায়কভূত বহুভোগকারী অশ্বিদ্বয়, আমি বন্ধুত্ব কামনা করিয়া প্রত্যহ তোমাদিগের উপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১ ॥ অসুর সবিতার উপস্থিতি অবগত হইয়া পবিত্র স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা কর। তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন বিতরণ করেন, ইহা ঘোষণা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্তব কর ॥ ২ ॥ পূষা ও ভগ ও অদিতি বরণীয় অন্ন দান করেন। উগ্র সূর্য তেজোদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিতেছেন। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি সুখদায়ক দিবসের উৎপত্তি বিধান করেন ॥ ৩ ॥ অনিন্দনীয় সবিতা আমাদিগকে অভিমত ধন প্রদান করুন, প্রবাহিত নদীসকল আমাদিগের নিকট ইহা আনয়ন করিবার নিমিত্ত বেগবতী হউক। সেই জন্য যজ্ঞের হোতা হইয়া আমি এই সমস্ত স্তোত্র পাঠ করিতেছি। আমরা যেন অন্ন ও বিবিধ ধনের অধিপতি হই ॥ ৪ ॥ যাঁহারা বসুগণের নিকট অন্নস্বরূপ পশু বলি প্রদান করিয়াছেন ও যাঁহারা মিত্র ও বরুণের স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের যেন অতুল ঐশ্বর্য হয়। হে দেবগণ, তাঁহাদিগকে প্রচুর সুখ প্রদান কর এবং আমরা যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর রক্ষা লাভ করিয়া আনন্দিত হই ॥ ৫ ॥

৫০ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র স্বস্তি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৫ পংক্তিঃ।

প্রত্যেক মনুষ্য দীপ্তিমান্ ও নেতা, সূর্যের সখ্য প্রার্থনা করুন। প্রত্যেক মনুষ্য তাঁহার নিকট ধন কামনা করুন। তিনি যেন পুত্রপৌত্রাদির পোষণার্থ ধন কামনা করেন ॥ ১ ॥ হে দীপ্তিমান্ নেতা, এইসকল পূজক ও যাঁহারা অন্য দেবগণের পূজা করেন, সকলেই তোমার উপাসক। আমাদিগের সকলেরই যেন ঐশ্বর্য ও সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ২ ॥ অতএব আমাদিগের অতিথি নেতা দেবগণকে এবং দেবপত্নীগণকে পূজা কর। দীপ্তিমান্ পৃথক্‌কর্তা দেবগণ যেন আমাদিগের বিদ্বেষকারী ও শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন ॥ ৩ ॥ যখন যজ্ঞে যাগবহনকারী যূপার্হ পশু যূপকাষ্ঠের নিকট নীত হয়, সবিতা যজমানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর ন্যায় গৃহ, অপত্য ও ধন প্রদান করেন ॥ ৪ ॥ হে নেতা দীপ্তিমান্ সবিতা, তোমার এই ধনপূর্ণ রক্ষাকারী রথ আমাদিগের সুখ বিধান করুক। পূজিত সবিতার উপাসক আমরা ধন, সুখ ও কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার স্তব করিতেছি। দেবগণের উপাসক আমরা তাঁহাদিগের স্তব করিতেছি ॥ ৫ ॥

৫১ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ ; ৪, ৬,৭ ইন্দ্র ও বায়ু ; ৫ বায়ু। অত্রি-পুত্র স্বস্তি ঋষি।
১-৪ গায়ত্রী ; ৫-১০ উষ্ণিক্ ; ১১-১৩ জগতী বা ত্রিষ্টুপ্ ; ১৪-১৫ অনুষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি সোমপান করিবার নিমিত্ত অখিলরক্ষাকারী দেবগণের সহিত যজমানের নিকট আগমন কর ॥ ১ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত, সত্যধারক দেবগণ, তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর এবং অগ্নির জিহ্বাদ্বারা হব্য পান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ॥ ২ ॥ হে জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নি, তুমি জ্ঞানী ও প্রাতরুত্থানশীল দেবগণের সহিত সোমপানার্থ আগমন কর ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র ও বায়ুর প্রিয়পাত্রের উপর নিঃসৃত এই সোমরসদ্বারা পাত্র পরিপূর্ণ হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে বায়ু, তুমি হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া হব্য ভোজন ও নিষিক্ত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, হে বায়ু, তোমাদিগের এই নিষিক্ত সোমরস পান করা কর্তব্য ; হে সদয় দেবগণ, অনুগ্রহপূর্বক ইহা পান কর এবং হব্যের উদ্দেশে আগমন কর ॥ ৬ ॥ দধিমিশ্রিত সোমরসসকল ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে সমর্পিত হইয়াছে। নদীসকল যেরূপ নিম্নদেশে গমন করে, তদ্রূপ প্রদত্ত সোমরসও তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, অখিল দেবগণ, অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ নিষিক্ত সোম পান করিয়া আনন্দিত হও ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সোম ও বিষ্ণুর সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হও ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, আদিত্য, বসুগণ, ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হও ॥ ১০ ॥ অশ্বিদ্বয় আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। ভগ ও দেবী অদিতি আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। অপ্রতিহতপ্রভাব অসুর পূষা আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। বিশিষ্টজ্ঞানসম্পন্ন দ্যাবা-পৃথিবী মঙ্গল করুন ॥ ১১ ॥ আমরা কল্যাণ কামনা করিয়া বায়ু ও জগৎরক্ষক সোমের স্তব করিতেছি। আমরা মঙ্গলকামনায় সমস্ত দেবগণের সহিত বৃহস্পতির স্তব করিতেছি। আদিত্যগণ আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন ॥ ১২ ॥ অদ্য সমস্ত দেবগণ কল্যাণবিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, মানবগণের হিতকারী গৃহদাতা অগ্নি কল্যাণবিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন। দীপ্তিমান্ ঋভুগণ কল্যাণবিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন ; রুদ্র কল্যাণবিধানার্থ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, আমাদিগের মঙ্গল কর। হে পথ্যা রেবতী, আমাদিগের মঙ্গল কর। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, আমাদিগের মঙ্গল কর। হে অদিতি, আমাদিগের মঙ্গল কর ॥ ১৪ ॥ আমরা যেন সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্বিঘ্নে আমাদিগের পথে বিচরণ করি। আমরা যেন উপকারপরিশোধকারী, কৃতজ্ঞ ও অসন্দিগ্ধচিত্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হই ॥ ১৫ ॥

৫২ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৬,১৬,১৭ পংক্তিঃ।

হে শ্যাবাশ্ব, তুমি অধ্যবসায়সহকারে স্তবার্হ মরুৎগণের পূজা কর ; তাঁহারা পূজনীয় এবং প্রত্যহ প্রদত্ত নির্দোষ হব্য লাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন ॥ ১ ॥ তাঁহারা সুদৃঢ় শক্তির অবিচলিত বন্ধু, তাঁহারা দৃঢ় সংকল্পের সহিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগের অসংখ্য পুত্রভৃত্যাদিকে রক্ষা করেন ॥ ২ ॥ গমনশীল ও জলবর্ষণকারী মরুৎগণ রাত্রিসকল অতিক্রম করিয়া সর্বত্র বিচরণ করেন। অতএব সম্প্রতি আমরা মরুৎগণের স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রকাশিত শক্তির স্তব করিতেছি ॥ ৩ ॥ অধ্যবসায় সহকারে মরুৎগণের স্তব কর ও তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর ; কারণ তাঁহারা সমস্ত মর্তযুগে নশ্বর উপাসককে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন ॥ ৪ ॥ পূজনীয়, দানশীল, যজ্ঞের নেতা ও ও সমধিক বলশালী, স্বর্গীয় মরুৎগণকে যজ্ঞসাধন হব্য প্রদান কর ॥ ৫ ॥ বৃষ্টির নেতা ও বলশালী মরুৎগণ সমুজ্জ্বল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন এবং বিদ্যুৎরূপ ঋষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ; তড়িৎগণও গর্জনকারী বারিরাশির ন্যায় প্রত্যহ তাঁহাদিগকে অনুসরণ করে। দীপ্তিমান্ মরুৎগণের প্রভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বেগে নিঃসৃত হয় ॥ ৬ ॥ মরুৎগণ, পৃথিবী ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা নদীবেগে ও বিস্তৃত স্বর্গসমষ্টিতে বৃদ্ধিলাভ করেন ॥ ৭ ॥ সত্যবল ও অতিপ্রবৃদ্ধ মরুৎশক্তির স্তব কর, বারিবর্ষণকারী মরুৎগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে আমাদিগের হিতার্থ শ্রম স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥ মরুৎগণ পরুষ্ণীনামক নদীতে অবস্থান করেন ও সকলের পবিত্রতা বিধান করিয়া দীপ্তিদ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেন। তাঁহারা বলপূর্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথচক্রদ্বারা অদ্রিসকলকে বিদীর্ণ করেন ॥ ৯ ॥ যে সকল মরুৎ আমাদিগের অভিমুখবর্তী পথে বিচরণ করেন, অথবা যাঁহারা নানাদিকে গমন করেন, কিংবা যাঁহারা গিরিগুহামধ্যে অবস্থান করেন, বা যাঁহারা অনুকূলপথগামী, সেই সকল মরুৎ বিস্তৃত হইয়া আমার কল্যাণার্থ হব্য স্বীকার করেন ॥ ১০ ॥ কখন নেতাগণ জগৎ রক্ষা করিতেছেন ; কখন একত্র মিলিত হইয়া তাঁহারা জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ; কখন বা তাঁহারা দূরদেশবর্তী হইয়া গ্রহতারামেঘাদিকে ধারণ করেন ; এই প্রকারে তাঁহাদিগের বিবিধ মূর্তি প্রকাশিত হউক ॥ ১১ ॥ ছন্দোবন্ধে স্তবকারিগণ জলার্থী হইয়া মরুৎগণের স্তব করিয়া গোতমের পানার্থ একটি কূপ প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে কতকগুলি মরুৎ তস্করের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি প্রাণরূপে শরীরের দীপ্তি-সাধন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ হে ঋষি শ্যাবাশ্ব, তুমি মনোহর বাক্যে সেই মরুৎগণের স্তব কর ; তাঁহারা দর্শনীয়, অস্ত্র-সংসর্গে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানসম্পন্ন ও তাবৎ পদার্থের সৃষ্টিকারক ॥ ১৩ ॥ হে ঋষি, তুমি হব্য ও স্তোত্র সহকারে আদিত্যের ন্যায় মরুৎগণের নিকট উপস্থিত হও। শক্তিদ্বারা বিশ্বের পরাভবকারী মরুৎগণ, তোমরা স্বর্গ বা অন্য কোন প্রদেশ হইতে আগমন কর, আমরা তোমাদের স্তব করিতেছি ॥ ১৪ ॥ উপাসক যেন ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহাদিগের স্তব করিয়া ও অন্য দেবতাকে নিজ সম্মুখে আনয়ন করিতে অভিলাষী না হইয়া, সেই জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণের নিকট আপনাদিগের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করেন। কারণ দ্রুতগমনের জন্য প্রসিদ্ধ সেই মরুৎগণ পুরস্কার বিতরণ করেন ॥ ১৫ ॥ আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী মরুৎগণ আমাকে এই উত্তর দিয়াছেন ; তাঁহারা বলিয়াছেন পৃশ্নি তাঁহাদিগের জননী, বলশালী মরুৎগণ বলিয়াছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁহাদিগের জনক ॥ ১৬ ॥ সপ্ত সপ্ত জন শক্তিমান্ মরুৎ, এক এক জনে আমাকে একশত করিয়া প্রদান করুন ; আমি যেন যমুনা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি ; আমি যেন অশ্বধন লাভ করি ॥ ১৭ ॥

৫৩ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি।
১,৫, ১০,১১,১৫ ককুপ্ ; ২ বৃহতী ; ৩ অনুষ্টুপ্ ; ৪ পুরউষ্ণিক্ ;
৬,৭,৯,১৩,১৪, ১৬ সতোবৃহতী ; ৮, ১২ গায়ত্রী।

পূর্বে যখন মরুৎগণ পৃষতীগণকে রথে যোজনা করিয়াছিলেন, তখন কে ইঁহাদিগের উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিল ? কে বা ইঁহাদিগের সুখের অংশভাগী ছিল ? ॥ ১ ॥ তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন ? রথারূঢ় মরুৎগণকে তদ্বিষয় বলিতে কে শুনিয়াছেন ? কোন্ দানশীল উপাসকের উপর তাঁহাদিগের মিত্রভূত বৃষ্টিসকল বিবিধ অন্নের সহিত অবতরণ করিবে ? ॥ ২ ॥ যাঁহারা দীপ্তিমান্ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট হর্ষবিধায়ক সোমরস পান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সকল মরুৎ আমাকে বলিয়াছেন। যখন আমি সেই মূর্তিহীন, যজ্ঞকার্যের নেতা ও মনুষ্যগণের হিতকারকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তখন তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, হে ঋষি, আমা-দিগের স্তব কর ॥ ৩ ॥ হে মরুৎগণ, যে সকল দীপ্তি তোমাদিগের আভরণে, অস্ত্রে, মাল্যে ও বক্ষের সুবর্ণ আভরণে ও পদের আভরণে শোভা পাইতেছে এবং রথ ও শরাসন আশ্রয় করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, আমরা তৎসমুদয়ের স্তব করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে দানশীল মরুৎগণ, বৃষ্টিকালে সর্বত্রসঞ্চারিণী দীপ্তির ন্যায় তোমাদিগের রথ দর্শন করিয়া আমি আনন্দ অনুভব করি ॥ ৫ ॥ বৃষ্টির নেতা ও দানশীল মরুৎগণ হব্যদাতার নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে জলের ভাণ্ডারস্বরূপ মেঘসকলকে বর্ষণ করেন ; তাঁহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্য বারিপূর্ণ মেঘসকল শিথিল করেন, পশ্চাৎ জলবর্ষণকারী মরুৎগণ প্রচুর জলের সহিত সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েন ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, মেঘ হইতে বারিরাশি নিঃসৃত করিলে দুগ্ধ-স্রাবিণী ধেনুগণের ন্যায় সেই জল অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং অধ্বগমনার্থ, বিমুক্ত, দ্রুতগামী অশ্বগণের ন্যায় নদীসকল মহাবেগে সর্বত্র প্রধাবিত হয় ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা স্বর্গ হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা এই পৃথিবী হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগমন কর ; দূরে অবস্থান করিও না ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, রসা, অনিতভা ও কুভা নামক নদীসকল এবং সর্বত্র গমনশীল সিন্ধু নদী তোমাদিগের যেন বিলম্ব উৎপাদন না করে। জলময়ী সরযূ যেন তোমাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া না রাখে; আমরা যেন তোমাদিগের আগমনজনিত সুখ লাভ করি ॥ ৯ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা দীপ্তিমান্ ও সর্বত্র গমনশীল, বৃষ্টিসকল তোমাদিগের অনুগমন করে। আমি তোমাদিগের স্তব করিতেছি ॥ ১০ ॥ হে মরুৎগণ, আমরা যেন উৎকৃষ্ট স্তোত্র ও যজ্ঞসহকারে তোমাদিগের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন দল ও প্রত্যেক দলের অনুসরণ করি ॥ ১১ ॥ অদ্য মরুৎগণ এই রথে আরোহণ করিয়া কোন্ সুজাত হব্যদাতার নিকট গমন করিবেন ? ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যেরূপ সদয়চিত্তে পুত্র ও পৌত্রকে অক্ষয় ধান্যবীজ প্রদান কর, আমাদিগকেও ইহা সেইরূপ সদয়চিত্তে প্রদান কর, কারণ আমরা তোমাদিগের নিকট জীবনপোষক ও সৌভাগ্যজনক ঐশ্বর্য প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥ হে মরুৎগণ, আমরা যেন সৎকর্মদ্বারা পাপ হইতে অন্তরে থাকিয়া আমাদিগের গূঢ় ও নিন্দাকারী শত্রুগণের উপর জয়লাভ করি, তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করিলে আমরা যেন বিমিশ্র সুখ, ধেনুসমূহ ও ঔষধসকল লাভ করি ॥ ১৪ ॥ হে পূজিত ও নেতা মরুৎগণ, তোমরা যাঁহাকে রক্ষা কর তিনি দেবগণের অনুগৃহীত ও প্রশস্তপুত্রাদিসম্পন্ন হয়েন ; আমরা যেন সেই ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারি ॥ ১৫ ॥ হে ঋষি, তুমি স্তবকারী এই যজমানের যজ্ঞে দানশীল মরুৎ-গণের স্তব কর ; তৃণাদি ভক্ষণার্থ গমনকারী ধেনুগণের ন্যায় তাঁহারা আনন্দিত হউন ; গমনকারী মরুৎগণকে পুরাতন বন্ধুর ন্যায় আহ্বান কর ; স্তবাভিলাষী মরুৎগণের উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা স্তব কর ॥ ১৬

৫৪ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ১৪ ত্রিষ্টুপ্।

এই স্তুতিদ্বারা মরুৎ-বলের প্রশংসা কর ; মরুৎগণ নিজবলে বলীয়ান্, পর্বতগণের উৎপাটনকারী, উত্তাপনাশক, স্বর্গ হইতে আগত, পরিচিতযজ্ঞ ও প্রচুর অন্নদাতা ; তাঁহাদিগকে প্রচুর হব্য প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা দীপ্তিমান্, বারিবর্ষক ও অন্নবর্ধক ; তোমরা রথে অশ্ব যোজনা করিয়া সর্বত্র গমন কর ও বিদ্যুতের সহিত মিলিত হও; তৎকালে ত্রিত গর্জন করেন এবং সর্বব্যাপিণী বারিধারা ধরাতলে পতিত হয় ॥ ২ ॥ প্রখরদীপ্তিশালী, বারিবর্ষক, অস্ত্রব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্, পর্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী, সমবেত গর্জনকারী উদ্যোগশালী ও সমধিক বল-সম্পন্ন মরুৎগণ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে রুদ্রপুত্রগণ, তোমরা দিবা ও রাত্রি প্রবর্তিত কর। হে শক্তিসম্পন্নগণ, তোমরা অন্তরীক্ষ ও জগৎসমুদয় বিক্ষিপ্ত কর। হে কম্পনবিধায়িগণ, তোমরা সমুদ্রগর্ভস্থ নৌকার ন্যায় মেঘসকলকে বিধূনিত কর। তোমরা শত্রুদিগের দুর্গসকল বিধ্বস্ত কর, অথচ হে মরুৎগণ, তোমরা হিংসা কর না ॥ ৪ ॥ হে মরুৎগণ, সূর্য যেরূপ বহুদূরে নিজ দীপ্তি বিস্তার করেন, অথবা বিচিত্রবর্ণ দেবগণের অশ্বসকল যেরূপ দূরগামী হয়, তদ্রূপ তোমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ বীর্য, তোমাদিগের গৌরব সুদূরব্যাপ্ত করিয়াছে। হে অসীমদীপ্তিশালী মরুৎগণ, তোমরা বারিবর্ষণে প্রতিবন্ধক মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে বৃষ্টিবর্ষণকারী মরুৎগণ, যৎকালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃষ্টিপাত কর, তৎকালে তোমাদিগের বল প্রকাশিত হয়। নেত্র যেরূপ পথপ্রদর্শক হয় তদ্রূপ তোমরা সকলে পরস্পরসমবেত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পথ প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকে সুগমপথদ্বারা ঐশ্বর্যসমীপে লইয়া যাও ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, যে ঋষি বা রাজাকে তোমরা প্রবর্তিত কর, তিনি পরাজিত বা নিহত হয়েন না। তাঁহার ক্ষয়, যন্ত্রণা ও ক্ষতি হয় না ; তাঁহার ধন বা নিরাপত্তার হ্রাস হয় না ॥ ৭ ॥ নিযুৎনামক অশ্বগণের অধিপতি, পদার্থসসকলের সংশ্লেষনাশক, যাগাদিকার্যের নেতা ও আদিত্যগণের ন্যায় দীপ্তিশালী মরুৎগণ বারিরাশি প্রদান করেন। যখন তাঁহারা একাধিপত্য লাভ করেন, তৎকালে তাঁহারা মেঘকে জলপূর্ণক রেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিয়া তাঁহারা সুমধুর সারভূত জলদ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন ॥ ৮ ॥ এই পৃথিবী মরুৎগণের জন্য সুবিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বিস্তৃত স্বর্গ প্রবহমাণ বায়ুর জন্য অবস্থিত আছে। অন্তরীক্ষস্থিত পথসকল তাঁহাদিগের গতির নিমিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তৃত রহিয়াছে। তাঁহাদিগেরই জন্য বিস্তৃত মেঘসকল সত্বর বারিবর্ষণ করে॥ ৯॥ হে বলশালী নেতা স্বর্গের পথপ্রদর্শক মরুৎগণ, সূর্য উদিত হইলে যখন তোমরা সোমরস পানার্থ উল্লাসিত হও, তৎকালে তোমাদিগের অশ্বগণ গমনে শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তোমরাও এই অখিল ত্রিভুবনমার্গের পারে উত্তীর্ণ হও॥ ১০॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের স্কন্ধদেশে অস্ত্রসকল, পাদদেশে কটক। বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ এবং রথোপরি শোভমান দীপ্তি রহিয়াছে। তোমাদিগের হস্তদ্বয়ে অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎসকল শোভা পায় এবং মস্তকোপরি কনকময় উষ্ণীষসকল বিস্তৃত থাকে॥ ১১॥ হে মরুৎগণ, যৎকালে তোমরা গমন কর, তৎকালে অপ্রতিহতদীপ্তিশালী স্বর্গ ও সমুজ্জ্বল বারিরাশি বিচলিত হইতে থাকে। যখন তোমরা অস্মদ্দত্ত হব্য ভোজন করিয়া বলশালী হও ও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ কর এবং যখন তোমরা বারিবর্ষণ করিতে অভিপ্রায় কর, তৎকালে তোমরা ভীষণরূপে গর্জন করিতে থাক॥ ১২॥ হে জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ, রথের অধিপতি আমরা যেন ত্বদ্দত্ত অন্নরূপ ধনের অধিকারী হই; সূর্যের যেরূপ আকাশ হইতে লয় নাই তদ্রূপ সে ধনের বিলয় নাই। অতএব হে মরুৎগণ, আমাদিগকে অপরিমিত ধনদ্বারা আনন্দিত কর॥ ১৩॥ হে মরুৎগণ, তোমরা ধন ও বাঞ্ছনীয় পুত্রভৃত্যাদি প্রদান কর; তোমরা সামগায়ক ঋষিকে রক্ষা কর। আমি দেবগণের হোম করিতেছি, তোমরা আমাকে অশ্ব ও অন্ন দান কর; তোমরা রাজাকে সমৃদ্ধিশালী কর॥ ১৪॥ হে মরুৎগণ, তোমরা রক্ষা করণে তৎপর বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। সূর্য যেরূপ নিজ রশ্মি বহুদূরে বিস্তৃত করেন, তদ্রূপ সেই ধনদ্বারা আমরা পুত্রভৃত্যাদিগণকে সুদূরব্যাপ্ত করিতে পারিব। হে মরুৎগণ, তোমরা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হও যেন এই স্তোত্রবলে আমরা শত হেমন্ত অতিক্রম করিব অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকিব॥ ১৫॥

৫৫ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

পূজনীয় মরুৎগণ সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণআভরণধারী, তাঁহারা প্রভূত বল ধারণ করেন। বিনীত, দ্রুতগামী অশ্বগণ তাঁহাদিগকে বহন করিতেছে। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করিতেছে॥ ১॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যেরূপ উচিত বোধ কর, স্বয়ং সেইরূপ বল ধারণ কর। তোমরা অসীম ও বলবান্‌রূপে শোভা পাও ও বলদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ২॥ বলবান্ মরুৎগণ এককালে জন্মিয়াছেন ও এককালে বর্ষণ করেন। তাঁহারা শোভাসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্যরশ্মির ন্যায় যাগাদিক্রিয়ার অধিনায়ক ও দীপ্তিমান্। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ৩॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের মহত্ত্ব স্তবার্হ ও সূর্যমূর্তির ন্যায় দর্শনীয়। তোমরা আমাদিগের স্বর্গসাধনবিষয়ে সহায়তা কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ৪॥ হে মরুৎগণ, তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে বারি বর্ষণ কর। হে জলসম্পন্ন, তোমরা বৃষ্টিপাত কর। হে শত্রুনাশকগণ, তোমাদিগের ধেনুগণ অর্থাৎ মেঘসকল কখনও শুষ্ক হয় না। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ৫॥ হে মরুৎগণ, যৎকালে তোমরা রথাগ্রভাগে পৃশতী অশ্বিসকলকে যোজনা কর, তৎকালে তোমরা কনকময় কবচ উন্মুক্ত কর। এইরূপে তোমরা সমস্ত সংগ্রাম জয় কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ৬॥ হে মরুৎগণ, পর্বত বা নদীসকল তোমাদিগের গতিরোধ না করুক। তোমরা যে কোন স্থানে যাইতে অভিপ্রায় কর, তথায় গমন কর এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ৭॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের উদ্দেশে যে কোন যাগাদি পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও অধুনা হইতেছে; হে বসুগণ, যে কোন মন্ত্র গীত হইতেছে ও যে কোন স্তোত্র পঠিত হইতেছে, তোমরা তৎসমস্ত অবগত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করে॥ ৮॥ হে মরুৎগণ, তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের অনিষ্ট বিধান না করিয়া সুখ বিধান কর। সখ্যদ্বারা আমাদিগের স্তোত্রের পুরস্কার কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথসকলও পশ্চাৎ গমন করিতেছে॥ ৯॥ হে মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্যাভিমুখে লইয়া যাও, আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। হে পূজনীয় মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত হব্য গ্রহণ কর, আমরা যেন নানাবিধ ধনের অধিপতি হই॥ ১০॥

৫৬ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। বৃহতী; ৩,৭ সতবৃহতী।

হে অগ্নি, উজ্জ্বলাভরণভূষিত বিজয়ী মরুৎগণকে আহ্বান কর; দীপ্তিমান্ স্বর্গ হইতে আমাদিগের অভিমুখে আসিবার নিমিত্ত অদ্য আমি মরুৎগণকে আহ্বান করিতেছি॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমি মনোমধ্যে যে কোনরূপে মরুৎগণের পূজা কর, তাঁহারা যেন আমার নিকট উপকারকভাবে আগমন করেন; যাঁহারা তোমার আহ্বান শ্রবণমাত্র আগমন করেন, ভীষণমূর্তি সেই সমস্ত মরুতের হব্য প্রদান করিয়া তৃপ্তি বর্ধন কর॥ ২॥ পৃথিবীস্থিত লোক অদ্য ব্যক্তিদ্বারা উৎপীড়িত হইলে আশ্রয়লাভার্থ যেরূপ আপনাদিগের প্রবল প্রভুর নিকট গমন করে, তদ্রূপ মরুৎসেনা উল্লাসিত হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছে। হে মরুৎগণ, তোমরা অগ্নির ন্যায় কর্মক্ষম ও ভীষণের ন্যায় দুর্ধর্ষ॥ ৩॥ দুর্দম্য গোসকলের ন্যায় যে মরুৎ নিজবলে অক্লেশে শত্রুসংহার করেন না, তাঁহারা নিজ সঞ্চয়দ্বারা প্রকাণ্ড, শব্দায়মান, জলপূর্ণ মেঘ প্রেরণ করেন॥ ৪॥ হে মরুৎগণ, তোমরা উত্থিত হও; আমি এইসকল স্তোত্রদ্বারা বারিরাশির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, বলসম্পন্ন, অপূর্ব মরুৎগণের আহ্বান করিতেছি॥ ৫॥ হে মরুৎগণ, তোমরা রথে অরুষীগণকে যোজনা কর, রথসমূহে রোহিতগণকে যোজনা কর; ভারবহনাথ দ্রুতগামী হরিদ্বয়কে যোজনা কর; যাহারা বহনকার্যে সুদক্ষ, ভারবহনাথ তাহাদিগকে যোজনা কর॥ ৬॥ হে মরুৎগণ, রথে নিয়োজিত, দীপ্তিমান্, উচ্চরবকারী ও মনোজ্ঞ সেই অশ্ব তোমাদিগের যাত্রাবিষয়ে যেন বিলম্ব না করে। তোমরা রথস্থ সেই অশ্বকে এরূপে প্রেরণ কর যাহাতে বিলম্ব না হয়॥ ৭॥ আমরা মরুৎগণের সেই অন্নপূর্ণ রথ আহ্বান করিতেছি, যাহার উপর রোদসী সুস্বাদু বারি ধারণপূব ক রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন॥ ৮॥ হে মরুৎগণ, আমি তোমাদিগের সেই রথ-শোভাকারী, দীপ্তিমান্ ও স্তবার্হ দলকে আহ্বান করিতেছি, যন্মধ্যে সুজাত ও সৌভাগ্যশালিনী মীলহুষী মরুৎগণের সহিত পূজিত হয়েন॥ ৯॥

৫৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী; ৭-৮ ত্রিষ্টুপ।

হে পরস্পরসদয়চিত্ত, সুবর্ণময়রথারূঢ়, ইন্দ্রের অনুচর রুদ্রপুত্রগণ, তোমরা সুগম্য যজ্ঞে আগমন কর; আমরা তোমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিতেছি। তোমরা তৃষ্ণার্ত ও জলাভিলাষী গোতমের জন্য স্বর্গ হইতে জল লইয়া যেরূপ আসিয়াছিলে আমাদিগের নিকটও সেইরূপ আগমন কর॥ ১॥ হে সুবুদ্ধি মরুৎগণ, তোমাদিগের বাশী ও ঋষ্টি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তূণীর, শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে। তোমরা অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত হও। হে পৃশ্নিপুত্রগণ, আমাদিগের কল্যাণবিধানার্থ আগমন কর॥ ২॥ হে মরুৎগণ, তোমরা অন্তরীক্ষে মেঘসকলকে বিক্ষিপ্ত কর ও হব্যদাতাকে ধন প্রদান কর, তোমাদিগের আগমনভয়ে বনসকল বিকম্পিত হয়। হে পৃশ্নিপুত্রগণ, যৎকালে প্রচণ্ডমূর্তিতে তোমরা বারিবর্ষণার্থ তোমাদিগের অশ্বগণকে রথে যোজনা কর, তৎকালে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ হয়॥ ৩॥ মরুৎগণ দীপ্তিমান্, বৃষ্টিশোধক, যমজের ন্যায় তুল্যরূপে মনোজ্ঞমূর্তি, শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ, অশ্বগণের অধিপতি, নিষ্পাপ ও শত্রুক্ষয়কারী এবং আয়তনে আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ॥ ৪॥ প্রচুরবারিবর্ষণকারী, আবরণধারী, দানশীল, উজ্জ্বলমূর্তি, অক্ষয়ধনসম্পন্ন, সুজন্মা ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ-আভরণধারী এবং পূজনীয় মরুৎগণ স্বর্গ হইতে আগমন পূর্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতময় হব্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের স্কন্ধদেশে ঋষ্টিসকল, বাহুদ্বয়ে শত্রুনাশক বল, শিরোদেশে সুবর্ণময় উষ্ণীষ, রথোপরি অস্ত্রসকল এবং অঙ্গসকলে শোভা সমস্ত অবস্থিত আছে ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগকে বহু গো, অশ্ব, রথ, প্রশস্ত পুত্র ও হিরণ্যের সহিত অন্ন প্রদান কর, হে রুদ্রপুত্রগণ, তোমরা আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর। আমি যেন তোমাদিগের স্বর্গীয় রক্ষা ভোগ করি ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও; তোমরা নেতা, অতুল-ঐশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন, প্রসিদ্ধ, জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুরস্তুতিযুক্ত এবং প্রচুরবর্ষণকারী ॥ ৮ ॥

৫৮ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অদ্য আমি দীপ্তিমান্ স্তবার্হ মরুৎগণের স্তব করিতেছি; মরুৎগণ বেগগামী অশ্বগণের অধিপতি, বলপূর্বক সর্বত্র গতিশীল, জলের অধিপতি ও নিজপ্রভাদ্বারা প্রভান্বিত ॥ ১ ॥ হে হোতা, তুমি দীপ্তিমান্, বলশালী, বলয়মণ্ডিত-হস্ত, কম্পনবিধায়ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও ধনদাতা মরুৎগণের পূজা কর; যাঁহারা সুখদাতা, যাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই, অতুলৈশ্বর্যসম্পন্ন নেতা সেইসকল মরুতের বন্দনা কর ॥ ২ ॥ যে সমস্ত বিশ্বব্যাপী মরুৎ বৃষ্টি উৎপাদন করেন, তাঁহারা বারিবহন করিয়া অদ্য তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন; হে তরুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ, তোমাদিগের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তোমরা তদ্দ্বারা প্রীতি লাভ কর ॥ ৩ ॥ হে পূজনীয় মরুৎগণ, তোমরা যজমানকে দীপ্তিমান্ শত্রুসংহারক ও বিভ্বদ্বারা গঠিত একটি পুত্র প্রদান কর। হে মরুৎগণ, তোমাদিগের হইতেই দৃঢ়মুষ্টি, ভুজবলদ্বারা শত্রুনাশক ও অসংখ্য অশ্বের অধিপতি পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥ রথস্থিত শত্রুর ন্যায় তোমরা কেহই কাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহ, কিন্তু দিবসসমূহের ন্যায় সকলেই পরস্পর সমান। পৃশ্নির পুত্রগণ সকলেই সমানরূপে জাত, কেহই দীপ্তিবিষয়ে নিকৃষ্ট নহেন; বেগগামী মরুৎগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে বারিবর্ষণ করেন ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, যৎকালে তোমরা পৃষতী অশ্বদ্বারা আকৃষ্ট দৃঢ়চক্র রথে আরোহণ পূর্বক আগমন কর, তৎকালে বারিরাশি পতিত হয়, বনসকল বেগবশতঃ ভগ্ন হয় এবং সূর্যকিরণসংপৃক্ত বারিবর্ষণকারী পর্জন্য অধোমুখ হইয়া বৃষ্টির জন্য শব্দ করিতে থাকে ॥ ৬ ॥ এইসকল মরুতের আগমনে পৃথিবী উর্বরতা প্রাপ্ত হয়; পতি যেরূপ ভার্যার গর্ভ উৎপাদন করে তদ্রূপ মরুৎগণ পৃথিবীর উপর গর্ভস্থানীয় সলিল স্থাপিত করেন, রুদ্রপুত্রগণ বেগগামী অশ্বগণকে রথের অগ্র-ভাগে যোজিত করিয়া ঘর্মবৃষ্টি নিঃসৃত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও; তোমরা নেতা, বিপুলৈশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন, প্রসিদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুরস্তুতিযুক্ত এবং প্রচুরবর্ষণকারী ॥ ৮ ॥

৫৯ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী; ৮ ত্রিষ্টুপ্।

হে মরুৎগণ, হব্যদাতার কল্যাণবিধানার্থ হোতা সম্যক্‌রূপে তোমাদিগের স্তব করিতেছেন। হে হোতা, তুমি দ্যুর স্তব কর, আমি পৃথিবীর স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি। মরুৎগণ সর্বব্যাপী বৃষ্টি পাতিত করিতেছেন; তাঁহারা অন্তরীক্ষের সর্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন এবং মেঘসকলের সহিত নিজ তেজঃ একত্রিত করিতেছেন ॥ ১ ॥ জনাকীর্ণ নৌকা জলমধ্য দিয়া যেরূপ কম্পিতভাবে গমন করে, তদ্রূপ মরুৎগণের আগমনে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। তাঁহারা দূর হইতে দৃষ্ট হইয়াও গতিদ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন; নেতা মরুৎগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সমধিক হব্য ভক্ষণার্থ চেষ্টা করেন ॥ ২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা শোভার্থ গোশৃঙ্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট কিরীট ধারণ কর, দিবসের নেত্রভূত সূর্য যেরূপ নিজ রশ্মিসকল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ তোমরা বৃষ্টিমোচনার্থ সর্বপ্রকাশক তেজঃ ধারণ কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা অশ্বগণের ন্যায় বেগবান্ ও মনোহর। হে নেতা মরুৎগণ, তোমরা যজমানগণের মঙ্গল বিবেচনা কর ॥ ৩ ॥ হে মরুৎগণ, পূজনীয় তোমাদিগের পূজা কে করিতে পারিবে? কে তোমাদিগের যথাযোগ্য স্তোত্র পাঠে সমর্থ হইবে? কে তোমাদিগের বীরত্ব ঘোষণা করিতে পারিবে? কারণ তোমরা উর্বরতা-বিধানার্থ বৃষ্টিপাত করিলে ধরিত্রী কিরণবৎ কম্পিত হইতে থাকে ॥ ৪ ॥ অশ্বগণের ন্যায় বেগগামী, দীপ্তিমান্, পরস্পর স্নেহসূত্রে বদ্ধ, মরুৎগণ বীরগণের ন্যায় যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত আছেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন মানবগণের ন্যায় নেতা মরুৎগণ সমধিক শক্তিশালী হইয়া বৃষ্টিদ্বারা সূর্যের চক্ষু আবৃত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ মরুৎগণের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নহে। শত্রুসংহারক মরুৎগণের মধ্যে কেহ মধ্যম নহে, সকলেই প্রভাববিষয়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে সুজন্মা, মানবগণের হিতকারী পৃশ্নিপুত্র মরুৎগণ, তোমরা স্বর্গ হইতে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর ॥ ৬ ॥ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীন পক্ষিগণের ন্যায় তাঁহারা বলপূর্বক বিস্তীর্ণ সমুন্নত নভোমণ্ডলের উপরি-ভাগ দিয়া অন্তরীক্ষের পর্যন্তভাগে গমন করেন। তাঁহাদিগের অশ্বগণ মেঘ হইতে বৃষ্টি পাতিত করে, ইহা দেব ও মনুষ্য উভয়েই অবগত আছেন ॥ ৭ ॥ স্বর্গ এবং পৃথিবী আমাদিগের পোষণার্থ বৃষ্টি উৎপাদন করুন। নিরতিশয় দানশীল উষাসকল আমাদিগের কল্যাণবিধানার্থ যত্ন করুন। হে ঋষি, এই সমস্ত রুদ্রপুত্র তোমার স্তবে প্রীত হইয়া স্বর্গীয় বৃষ্টি বর্ষণ করুক ॥ ৮ ॥

৬০ সূক্ত। দেবতা : মরুৎগণ বা অগ্নি ও মরুৎগণ।
অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৭-৮ জগতী।

আমি স্তোত্রদ্বারা রক্ষাকারী অগ্নির স্তব করিতেছি। তিনি সম্প্রতি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ও প্রসন্ন হইয়া সেই স্তোত্র অবগত হউন। আমি অন্নকামনায় গন্তব্যস্থানের অভিমুখবর্তী রথসকলের ন্যায় স্তোত্রসকলদ্বারা নিজ অভিমত সম্পাদন করিতেছি। আমি প্রদক্ষিণ করিয়া যেন মরুৎগণের স্তোত্র বর্ধন করিতে পারি ॥ ১ ॥ হে ভীষণ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, তোমরা প্রসিদ্ধ অশ্বগণদ্বারা আকৃষ্ট, শোভন, অক্ষসমন্বিত রথে আরূঢ় হইয়া গমন কর। তোমাদিগের আগমনে বনসকল ভয়ে সংকুচিত হয় এবং পৃথিবী ও পর্বত ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে ॥ ২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের শব্দে উত্তুঙ্গ মহাপর্বতও ভীত হয় এবং অন্তরীক্ষের সমুন্নত প্রদেশও কম্পিত হয়। হে অস্ত্রধারী মরুৎগণ, যৎকালে তোমরা ক্রীড়া কর তৎকালে তোমরা বারিরাশির ন্যায় সকলে সমবেত হইয়া বেগে প্রধাবিত হও ॥ ৩ ॥ ঐশ্বর্যশালী বর যেরূপ সুবর্ণময় অলংকার ও সলিল দ্বারা আপনাদিগের দেহ ভূষিত করে, তদ্রূপ এই সকল শ্রেষ্ঠ ও বলশালী মরুৎগণ রথোপরি সমবেত হইয়া আপনাদিগের দেহের শোভা সম্পাদনার্থ সমধিক আয়োজন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ এই সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাববর্জিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধিসহকারে বর্ধিত হইয়াছেন। নিত্যতরুণ, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী মরুৎগণের পিতা রুদ্র ও (জননী) দোহন-যোগ্যা পৃশ্নি মরুৎগণের নিমিত্ত দিনসকল অনুকূল করুন ॥ ৫ ॥ হে সৌভাগ্যশালী মরুৎগণ, তোমরা স্বর্গের ঊর্ধ্ব, মধ্য, বা অধোদেশে অবস্থান কর, হে রুদ্রগণ, তথা হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে অগ্নি, অদ্য আমরা যে হব্য প্রদান করিতেছি তাহা তুমি অবগত হও ॥ ৬ ॥ হে সর্বজ্ঞ মরুৎগণ, যেহেতু তোমরা ও অগ্নি স্বর্গের ঊর্ধ্ব দেশে ও উপরিভাগে অবস্থান কর, অতএব তোমরা আমাদিগের স্তব ও হব্যে প্রীত হইয়া শত্রুগণকে কম্পিত ও বিনষ্ট করিয়া হব্যদাতা যজমানকে অভিলষিত ধন প্রদান কর ॥ ৭ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, তুমি প্রাচীন কেতুস্বরূপ শিখাসমূহ ধারণ করিয়া শোভমান, পূজনীয়, সমবেত পবিত্রতাবিধায়ক, প্রীতিদায়ক ও দীর্ঘজীবী মরুৎগণের সহিত উল্লাসিত হইয়া সোম পান কর ॥ ৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬১ সূক্ত। দেবতা : ১-৪, ১১-১৬ মরুৎগণ ; ৫-৮ তরন্তমহিষী শশীয়সী ; ৯ বিদদশ্ব-পুত্র পুরুমীল্হ ; ১০ বিদদশ্ব-পুত্র তরন্ত ; ১৭-১৯ দর্ভ-পুত্র রথবীতি। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী ; ৩ নিচৃৎ ; ৫ অনুষ্টুপ্ ; ৯ সতোবৃহতী।

হে শ্রেষ্ঠতম নেতাগণ, কে তোমরা সুদূরবর্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ ? ॥ ১ ॥ তোমাদিগের অশ্বগণ কোথায় ? বল্গা কোথায় ? কিরূপ সামর্থ্য ? কিরূপেই বা গমন করিতেছ ? অশ্বগণের পৃষ্ঠদেশে আস্তরণ ও নাসিকাদ্বয়ে বন্ধনরজ্জু লক্ষিত হইতেছে ॥ ২ ॥ অশ্বগণের জঘনদেশে কশাঘাত হইতেছে, তাহারা যন্তৃতাড়িত হইয়া প্রসবোন্মুখী নারীর ন্যায় উরু বিবৃত করিতেছে। হে মর্ত্যগণের হিতকারী সুজন্মা, শত্রুনাশক বীরগণ, তোমরা অগ্নিসন্তপ্ত তাম্রাদির ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতেছ ॥ ৪ ॥ শ্যাবাশ্ব যাঁহার স্তব করিয়াছেন, সেই বীর তরন্তকে যিনি ভুজপাশে বন্ধন করিয়াছেন, সেই তরন্তের মহিষী শশীয়সী আমাকে অশ্ব, গো ও শতমেষাত্মক পশুযূথ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ যে পুরুষ দেবগণের আরাধনা ও ধন দান না করে, শশীয়সী তাদৃশ পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥ কারণ তিনি ব্যথিত, তৃষ্ণার্ত ও ধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের প্রতি মনোযোগী হয়েন এবং দেবগণের প্রতি নিজ চিত্ত সমর্পণ করেন ॥ ৭ ॥ আমি শশীয়সীর অর্ধাঙ্গভূত পুরুষ তরন্তের স্তব করিলেও বলিতেছি, যে তাঁহার সমুচিত স্তব হইতেছে না, কারণ তিনি দানবিষয়ে সকল সময়েই একবিধ ॥ ৮ ॥ যুবতী শশীয়সী উল্লাসিত চিত্তে আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দত্ত দুইটি লোহিতবর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী, বিজ্ঞ পুরুমীল্হের নিকট বহন করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীল্হ আমাকে ধেনুশত ও তরন্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ যে সকল মরুৎ বেগগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া হর্ষবিধায়ক সোমরস পান করিতে করিতে এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সম্প্রতি এস্থলে বিবিধ স্তব গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ যে সকল মরুতের দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহারা উপরিস্থিত স্বর্গে প্রদীপ্ত রথোপরি বিশেষরূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ১২ ॥ সেই মরুৎগণ নিত্যতরুণ, সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, অনিন্দ্য শোভনরূপে গমনকারী ও অপ্রতিহত-গতি ॥ ১৩ ॥ জলবর্ষণার্থ জাত, নিষ্পাপ, শত্রুগণের কম্পনবিধায়ক, মরুৎগণ যে স্থানে উল্লাসিত হয়েন, মরুৎগণের সেই স্থান কোন্ ব্যক্তি অবগত আছে ? ॥ ১৪ ॥ হে স্তবপ্রিয় মরুৎগণ, যে ব্যক্তি ঈদৃশ স্তুতিকর্মদ্বারা তোমাদিগকে প্রসন্ন করে, তোমরা সেই ব্যক্তিকে অভিমত স্বর্গাদিস্থানে পথপ্রদর্শন করিয়া লইয়া যাও। যজ্ঞে আহ্বান করিলে তোমরা সেই আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ হে শত্রুসংহারক, পূজনীয়, অতুলৈশ্বর্যশালী মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর ॥ ১৬ ॥ হে রাত্রি, তুমি আমার নিকট হইতে দর্ভ-পুত্র রথবীতির নিকট মরুৎকৃত এই সমস্ত মরুৎস্তুতি বহন কর। হে দেবী, রথী যেরূপ রথোপরি বিবিধ বস্তু স্থাপন করিয়া গন্তব্য স্থানে তৎসমুদয় বহন করে, তদ্রূপ তুমি আমার এইসকল স্তব বহন কর ॥ ১৭ ॥ সোমযাগ সম্পন্ন হইলে, তুমি আমার হইয়া রথবীতিকে ইহা নিবেদন করিও যে, তাঁহার কন্যার প্রতি আমার প্রণয় কিছু বিচলিত হয় নাই ॥ ১৮ ॥ এই ঐশ্বর্যশালী রথবীতি গোমতীতীরে বাস করেন এবং পর্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত আছে ॥ ১৯ ॥

৬২ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্রুতবিৎ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি তোমাদিগের আবাসভূত, ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত, ধ্রুব ও ঋত সূর্যমণ্ডল দর্শন করিয়াছি। সেইস্থানে অবস্থিত অশ্বগণকে উপাসকগণ স্তোত্রদ্বারা বিমুক্ত করেন। সেইস্থানে সহস্রসংখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে। দেবমূর্তিসমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মূর্তি আমি দেখিয়াছি ॥ ১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদিগের এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যদ্দ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য দৈনিকগতি সাহায্যে বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা স্বয়ং ভ্রমণকারী সূর্যের প্রীতিদায়ক দীপ্তিসকল বর্ধিত করিতেছ। তোমাদিগের উভয়ের একমাত্র রথ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, স্তোতৃগণ তোমাদিগের অনুগ্রহে রাজপদ লাভ করে। তোমরা নিজ সামর্থ্যদ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে ক্ষিপ্রদানকারিগণ, তোমরা ওষধিসকল ও ধেনুগণকে বর্ধিত কর এবং বৃষ্টিবর্ষণ কর ॥ ৩ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, অনায়াসে রথে যোজিত তোমাদিগের অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক ও রশ্মিদ্বারা সুসংযত হইয়া অবতরণ করুক। বারিরাশি মূর্তিধারণ করিয়া তোমাদিগের অনুসরণ করিতেছে এবং প্রাচীন নদীসকল তোমাদিগের অনুগ্রহে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে অন্নসম্পন্ন ও বলশালী মিত্র ও বরুণ, তোমরা সুপ্রসিদ্ধ শরীরদীপ্তি বর্ধিত করিয়া এবং মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ রক্ষিত হয় তদ্রূপ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া, যজ্ঞভূমির মধ্যস্থিত রথের উপর আরোহণ কর ॥ ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা যজ্ঞভূমিতে যে যজমানকে রক্ষা কর, শোভনস্তুতিকারী সেই যজমানের প্রতি দানশীল হও ও তাহাকে রক্ষা কর। কারণ তোমরা উভয়ে রাজা ও ক্রোধবিহীন হইয়া ধন ও সহস্রস্তম্ভসমন্বিত সৌধ ধারণ কর ॥ ৬ ॥ ইঁহাদিগের রথ সুবর্ণনির্মিত ও কীলকাদি হেমময়। এই রথ বিদ্যুতের ন্যায় অন্তরীক্ষে শোভা পায়। আমরা যেন কল্যাণকর স্থানে অথবা যূপযষ্টিসমন্বিত যজ্ঞভূমিতে রথোপরি সোমরস স্থাপন করিতে পারি ॥ ৭ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা প্রত্যুষে সূর্যোদয় হইলে লৌহকীলকসমন্বিত সুবর্ণঘটিত রথে আরোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর ॥ ৮ ॥ হে দানশীল ও বিশ্বরক্ষক মিত্র ও বরুণ, যে সুখের কোন ব্যাঘাত নাই তাদৃশ নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ তোমরাই প্রদান করিতে সমর্থ; তোমরা আমাদিগকে তাদৃশ সুখ প্রদান কর, আমরা যেন অভিলক্ষিত ধন লাভ করি ও শত্রুবিজয়ী হই ॥ ৯ ॥

৬৩ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র অর্চনানা ঋষি। জগতী।

হে বারিরক্ষক, সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ, তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর। এই যজ্ঞে তোমরা যে যজমানকে রক্ষা করিতেছ, বৃষ্টি স্বর্গ হইতে তাঁহার উদ্দেশে সুমধুর বারিবর্ষণ করে ॥ ১ ॥ হে স্বর্গদ্রষ্টা মিত্র ও বরুণ, তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে সমধিক দীপ্তিশালী হইয়া ভুবন শাসন করিতেছ। আমরা তোমাদিগের নিকট বৃষ্টিরূপ ধন এবং অমরত্ব প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদিগের বিস্তৃত রশ্মিসকল স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে ॥ ২ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা সমধিকদীপ্তিসম্পন্ন, প্রচণ্ডবলশালী, বারিবর্ষণকারী, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং সর্বদ্রষ্টা, তোমরা বিচিত্র মেঘবৃন্দের সহিত স্তোত্র শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আগমন কর এবং অসুরের মায়াদ্বারা স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পাতিত কর ॥ ৩ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, যখন তোমাদিগের অস্ত্রভূত জ্যোতির্ময় সূর্য অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করেন, স্বর্গে তোমাদিগের সামর্থ্য তৎকালে প্রকটিত হয়। তোমরা মেঘ ও বৃষ্টিদ্বারা অন্তরীক্ষে সূর্যের রক্ষা বিধান কর। হে পর্জন্য, তাঁহাদিগের ইচ্ছাক্রমে তোমা হইতে সুমধুর বারিবিন্দুসকল পতিত হয় ॥ ৪ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, বীর যেরূপ যুদ্ধার্থ নিজ রথ সজ্জিত করেন তদ্রূপ মরুৎগণ তোমাদিগেরই অনুগ্রহে বৃষ্টির জন্য সুখকর রথ সজ্জিত করেন। বারিবর্ষণার্থ মরুৎগণ বিভিন্ন লোকে সঞ্চরণ করেন; অতএব হে অধিপতিগণ, তোমরা মরুৎগণের সহিত স্বর্গ হইতে আমাদিগের উপর বারিবর্ষণ কর ॥ ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদিগেরই অনুগ্রহে মেঘ অন্নসাধক, প্রভাব্যঞ্জক, বিচিত্র গর্জনধ্বনি করিতে থাকে; মরুৎগণ নিজ প্রজ্ঞাবলে মেঘসকলকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগের সহিত তোমরা উভয়ে অরুণবর্ণ ও নিষ্পাপ আকাশ হইতে বৃষ্টি পাতিত কর ॥ ৬ ॥ হে বিচক্ষণ মিত্র ও বরুণ, তোমরা জগতের উপকারক বৃষ্ট্যাদিকার্যদ্বারা যজ্ঞ রক্ষা কর। তোমরা অসুরের মায়াদ্বারা বারিবর্ষণে সমস্ত ভূতজাতকে আলোকিত কর এবং পূজনীয় রথের ন্যায় সূর্যকে অন্তরীক্ষে ধারণ কর ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৪ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র অর্চনানা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৭ পংক্তিঃ।
হে মিত্র ও বরুণ, আমি এই মন্ত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, গোপাল যেরূপ বাহুবলদ্বারা গোযূথকে সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ তোমরা উভয়েই শত্রুদিগকে অপসারিত কর ও স্বর্গের পথ প্রদর্শন কর॥ ১॥ তোমরা উভয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্নহস্তদ্বারা স্তবকারী আমাকে অভিমত সুখ প্রদান কর, কারণ তোমাদিগের প্রদত্ত বাঞ্ছিত সুখ সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছে॥ ২॥ যেন আমি সদ্গতি লাভ করি, যেন আমি মিত্রপ্রদর্শিত পথে গমন করি। সেই হিংসাবর্জিত প্রিয় দেবের কল্যাণ যেন আমরা প্রাপ্ত হই॥ ৩॥ হে মিত্র ও বরুণ, আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া যেন এরূপ ধন লাভ করি যে, ধনিগণের ও স্তোতৃবর্গের গৃহে ঈর্ষার উদয় হইবে॥ ৪॥ হে মিত্র, হে বরুণ, তোমরা দীপ্তি-সহকারে আমাদিগেব যজ্ঞে উপস্থিত হও এবং ঐশ্বর্যশালী যজমানগণের ও তোমাদিগের মিত্রগণের স্ব-স্ব গৃহে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর॥ ৫॥ হে মিত্র ও বরুণ, আমরা যে সকল স্তব উচ্চারণ করিতেছি, তজ্জন্য আমাদিগকে বল ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তোমরা অন্ন ও ধন এবং কল্যাণ বিষয়ে আমাদিগের প্রতি বিশেষরূপে বদান্য হও॥ ৬॥ প্রত্যুষে সূর্যরশ্মি প্রথম প্রকটিত হইলে যাহাদিগকে দেবযজনে পূজা করিতে হয়, হে মিত্র ও বরুণ, সেই তোমরা আমাকতৃ ক অভিষুত সোমরস অবলোকন কর। হে যজ্ঞের অধিনায়কগণ, তোমরা অর্চনানার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপুর্বক সত্বর আগমন কর॥ ৭॥

৬৫ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র রাতহব্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৬ পংক্তিঃ।
দেবগণের মধ্যে তোমাদিগের স্তব যিনি অবগত আছেন, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী। মনোজ্ঞমূর্তি মিত্র ও বরুণ যাঁহার স্তব গ্রহণ করেন, তিনি যেন আমাদিগকে স্তুতিবিষয়ে উপদেশ দেন॥ ১॥ নিরতিশয়দীপ্তিশালী সেই দুই অধিপতি সুদুর হইতে আহ্বান করিলেও শ্রবণ করিয়া থাকেন। যজমানগণের অধীশ্বর ও যজ্ঞের বর্ধয়িতা সেই দুয়ের প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণবিধানার্থে বিচরণ করিতেছেন॥ ২॥ তোমরা পুরাতন দেব, আমি তোমাদিগের দুইজনের নিকটবর্তী হইয়া রক্ষার্থে উভয়কে প্রার্থনা করিতেছি। উৎকৃষ্ট অশ্বের অধিকারী হইয়া আমরা অন্নপ্রদানার্থ তোমাদিগের স্তব করিতেছি, কারণ তোমাদিগের জ্ঞান অতি প্রশস্ত॥ ৩॥ মিত্র পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও বিশাল গৃহে গমনের উপায় প্রদান করেন ; হিংসাকারী সেবক ও দেব মিত্রের অনুগ্রহ লাভ করে॥ ৪॥ আমরা যেন সর্বদা মিত্রের প্রশস্ত রক্ষার ভাজন হই। হে মিত্র, আমরা তোমাকর্তৃক রক্ষিত ও নিষ্পাপ হইয়া যেন যুগপৎ বরুণের পুত্রস্বরূপ হই॥ ৫॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা স্তবকারী এই ব্যক্তির নিকট আগমন কর এবং ইহাকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করাও। আমরা অন্নসম্পন্ন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। ঋষিগণের অর্থাৎ আমাদিগের পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিও না, কিন্তু সুতসোম যজ্ঞে আমাদিগকে রক্ষা করিও॥ ৬॥

৬৬ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র রাতহব্য ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য, তুমি সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ও শত্রুসংহারক দেবদ্বয়কে আহ্বান কর ; সত্যরূপ পূজনীয় হব্য-গৃহিতা বরুণকে হব্য প্রদান কর॥ ১॥ তোমরা উভয়ে অপ্রতিহত ও আসুরীয় বলের অধিকারী বলিয়া, সূর্য যেরূপ অন্তরীক্ষে স্থাপিত হইয়াছেন, তদ্রূপ মনুষ্যগণের মধ্যে তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ সংস্থাপিত হইয়াছে॥ ২॥ তোমরা রাতহব্যের প্রকৃষ্ট স্তবে শত্রুপরাভবকারী বল লাভ করিয়া আমাদিগের এই রথের সম্মুখে বহু দুরে গমন করিবে বলিয়া আমরা তোমাদের উভয়ের স্তব করিতেছি॥ ৩॥ পূজনীয় ও আশ্চর্যভুত দেবদ্বয়, তোমাদিগের বল অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ ; আমি স্তোত্রকুশল, তোমরা আমার স্তবে প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে যজমানগণের স্তোত্র অবগত হও ॥ ৪ ॥ হে দেবী পৃথিবী, ঋষিগণের প্রয়োজনসাধনার্থ তোমাতে প্রভূত জল অবস্থিত আছে। গমনশীল দেবদ্বয় আপনাদিগের গতিবিধিদ্বারা অতি প্রচুর পরিমাণে বারিরাশি বর্ষণ করেন ॥ ৫ ॥ হে দূরদর্শী মিত্র ও বরুণ, স্তোতৃবর্গ ও আমরা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আমরা যেন তোমাদিগের সুবিস্তীর্ণ ও বহুলোকের গন্তব্য রাজ্যে গমন করিতে পারি ॥ ৬ ॥

৬৭ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র যজত ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে দীপ্তিমান্ অদিতির পুত্র, মিত্র, বরুণ ও অর্যমা, তোমরা সম্প্রতি সম্পূর্ণ, পূজ্য, অতিমহৎ ও প্রবৃদ্ধ বল ধারণ করিতেছ ॥ ১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, যখন তোমরা আনন্দজনক যজ্ঞভূমিতে আগমন কর, হে মানবগণের রক্ষাকারী, শত্রুসংহারকগণ, তখন তোমরা আমাদিগের সুখ বিধান কর ॥ ২ ॥ সর্বজ্ঞ মিত্র, বরুণ ও অর্যমা স্ব-স্ব পদের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞকার্যে সমবেত হয়েন এবং মর্ত্যকে হিংসাকারী হইতে রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥ তাঁহারা সত্যদর্শী, জলবর্ষী ও যজ্ঞরক্ষক। তাঁহারা প্রত্যেক যজমানকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও প্রচুর দান করেন। এমন কি তাঁহারা পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও প্রভূত দান করেন ॥ ৪ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের মধ্যে কাহাকে সকলে স্তব না করে, আমরা অল্পবুদ্ধি, আমরা তোমাদিগের স্তব করি। অত্রি-গোত্রজগণ তোমাদিগের স্তব করেন ॥ ৫ ॥

৬৮ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র যজত ঋষি। গায়ত্রী।

হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক্ স্তব কর। হে প্রভূতবলশালী মিত্র ও বরুণ, তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও ॥ ১ ॥ যে মিত্র ও বরুণ, উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান্ ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ ॥ ২ ॥ তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন প্রদান করিতে সমর্থ। হে দেবদ্বয়, দেবগণের মধ্যে তোমাদিগের বল অতি মহৎ ॥ ৩ ॥ তাঁহারা বৃষ্টিদ্বারা যজ্ঞের উপকার সাধন করিয়া সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী যজমানের পুরস্কার করেন। হে সদাশয় দেবদ্বয়, তোমরা সমৃদ্ধি লাভ কর ॥ ৪ ॥ স্বর্গ হইতে বারি-বর্ষণকারী, অভীষ্টপূরক, অন্নের অধিপতি ও বদান্য, হব্যদাতার প্রতি অনুকূল দেবদ্বয় আপনাদিগের বিস্তীর্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬৯ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র উরুচক্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা বলশালী যজমানের বল বৃদ্ধি করিয়া এবং অবিরত যজ্ঞ রক্ষা করিয়া, দীপ্তিমান্ তিন লোক, তিন দ্যুলোক ও তিনটি জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছ ॥ ১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদিগের আজ্ঞাক্রমে ধেনুগণ দুগ্ধবতী হয়, নদীসকল সুমধুর বারি প্রদান করে এবং দীপ্তিমান্ তিনটি বারিবাহক ও বারিবর্ষক অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য স্ব-স্ব উচিত তিন স্থানে অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অবস্থান করিতেছে ॥ ২ ॥ আমি প্রত্যূষে ও যৎকালে সূর্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েন, সেই মধ্যাহ্নসময়ে, দেবী অদিতিকে আহ্বান করি। হে মিত্র ও বরুণ, আমি ধন, পুত্র, পৌত্র, কল্যাণ ও সুখের জন্য সকল সময়ে তোমাদিগের স্তব করি ॥ ৩ ॥ হে স্বর্গীয় আদিত্যদ্বয়, তোমরা স্বর্লোক ও ভূলোকের ধারণকারী, আমি তোমাদিগের উভয়কে পূজা করিতেছি। হে মিত্র ও বরুণ, অমর দেবগণও তোমাদিগের স্থায়ী কার্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭০ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র উরুচক্রি ঋষি। গায়ত্রী।
হে মিত্র ও বরুণ, আমি যেন তোমাদিগের অনুগ্রহভাজন হই, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বিশেষরূপে রক্ষাকারী॥ ১॥ হে হিংসাবর্জিত দেবদ্বয়, আমরা যেন তোমাদিগের নিকট হইতে ভোজনার্থ অন্ন লাভ করি। হে রুদ্রগণ, আমরা যেন তোমাদিগেরই হই॥ ২॥ তোমাদিগের রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ও উৎকৃষ্ট ত্রাণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। আমরা যেন আমাদিগের পুত্রাদিগণের সহিত দস্যুগণকে পরাজিত করি॥ ৩॥ হে অদ্ভুত-কর্মকারিগণ, আমরা যেন নিজ দেহে অথবা পুত্রপৌত্রাদিগণের সহিত কখনও তোমরা ব্যতীত অন্যের বদান্যতার উপর নির্ভর না করি॥ ৪॥

৭১ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র বাহ্নবৃক্ত ঋষি। গায়ত্রী।
হে অরিনিরসনকারী, শত্রুহন্তা মিত্র ও বরুণ, তোমরা আমাদিগের এই হিংসাবর্জিত যজ্ঞে আগমন কর॥ ১॥ হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ, তোমরা বিশ্বের উপর আধিপত্য করিতেছ। তোমরা ফল প্রদান করিয়া আমাদিগের কার্যসকল সমৃদ্ধ কর॥ ২॥ হে মিত্র, হে বরুণ, আমি হব্যদাতা, আমাকর্তৃক অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত তোমরা উপস্থিত হও॥ ৩॥

৭২ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রি-পুত্র বাহ্নবৃক্ত ঋষি। উষ্ণিক্।
হে মিত্র ও বরুণ, আমরা আমাদিগের গোত্র-প্রবর্তক অত্রির ন্যায় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। অতএব তোমরা সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর॥ ১॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা নিজ কর্ম হইতে কখনও চ্যুত হও না। মনুষ্যগণ তোমাদিগকে যজ্ঞ প্রদান করে, অতএব তোমরা সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর॥ ২॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা প্রীতিসহকারে আমাদিগের যজ্ঞ স্বীকার কর এবং আগমন করিয়া সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর॥ ৩॥

৭৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি-পুত্র পৌর ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে বহুযজ্ঞে ভোজনশীল অশ্বিদ্বয়, সম্প্রতি তোমরা বহু দূরে বা নিকটে, বহু প্রদেশে বা অন্তরীক্ষে থাক, এস্থানে আগমন কর॥ ১॥ তোমরা বহু যজমানের উৎসাহদাতা, বিবিধ বীরোচিতকর্মকারী, বরণীয়, অপ্রতিহতগতি ও অনিরুদ্ধকর্মা; আমি তোমাদিগকে এস্থানে আহ্বান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি। তোমরা প্রভূতবলশালী, তোমরা আমাকে রক্ষা করিবে বলিয়া আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সূর্যের মূর্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগের রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত করিয়াছ, অন্য চক্রদ্বারা নিজ তেজঃ-প্রভাবে মনুষ্যগণের কাল নিরূপিত করিবার নিমিত্ত ভুবনসকল পরিভ্রমণ কর॥ ৩॥ হে ব্যাপক দেবদ্বয়, আমি যে স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের স্তব করিতেছি, তোমাদিগের সেই স্তোত্র এই ব্যক্তি, পৌরকর্তৃক সুসম্পাদিত হউক। হে পৃথক্‌ভাবে জাত ও নিষ্পাপ দেবদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন প্রদান কর॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, যৎকালে তোমাদিগের পত্নী সূর্যা তোমাদিগের সর্বদা দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, তৎকালে দীপ্তিশালী সমুজ্জ্বল আতপসকল তোমাদিগের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়॥ ৫॥ হে নেতা অশ্বিদ্বয়, আমাদিগের পিতা অত্রি তোমাদিগের স্তব করিয়া যৎকালে অগ্নির উত্তাপ সুখসেব্য বোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অগ্নিদাহোপশমরূপ সুখহেতু কৃতজ্ঞ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তে তোমাদিগের উপকার স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ তোমাদিগের দৃঢ়, উন্নত, গমনশীল, সতত বিঘূর্ণিত রথ, যজ্ঞসকলে সুপ্রসিদ্ধ আছে। হে নেতা অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগেরই কার্যদ্বারা অত্রি পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ হে মধুরসোমরসমিশ্রণকারী রুদ্রগণ, আমাদিগের পুষ্টিকরী স্তুতি তোমাদিগের উপর মধুর রস সেক করিতেছে; তোমরা অন্তরীক্ষের সীমা অতিক্রম করিতেছ; সুপক্ব হব্য তোমাদিগকে পোষণ করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, পণ্ডিতগণ তোমাদিগকে যে সুখদাতা বলেন এ কথা যথার্থ। আমাদিগের যজ্ঞে তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিলে, তোমরা সেইরূপ অর্থাৎ বিশেষরূপ সুখদাতা হও ॥ ৯ ॥ শিল্পী যেরূপ রথসকল প্রস্তুত করে, তদ্রূপ আমরা অশ্বিদ্বয়ের সংবর্ধনার জন্য যেসকল স্তুতি প্রস্তুত করিতেছি, সেগুলি যেন তাঁহাদিগের প্রীতিকর হয় ॥ ১০ ॥

৭৪ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি-পুত্র পৌর ঋষি। অনুষ্টুপ্; ৮ নিচৃৎ।

হে স্তুতিধন, ধনবর্ষণকারী দেবদ্বয়, অদ্য তোমরা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবস্থানপূর্বক, সেই স্তোত্র শ্রবণ কর, যাহা অত্রি সর্বদা তোমাদিগের উদ্দেশে পাঠ করেন ॥ ১ ॥ দীপ্তিমান্ সেই নাসত্যদ্বয় কোথায় আছেন? অদ্য তাঁহারা স্বর্গের কোন্ স্থানে শ্রুত হইতেছেন? হে দেবদ্বয়, তোমরা কোন্ যজমানের নিকট আগমন কর? কে তোমাদিগের স্তুতিসহায় হইবেন? ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা কাহার নিকট গমন কর? কাহার সহিত মিলিত হও? কাহার অভিমুখবর্তী হইবার নিমিত্ত রথে অশ্ব যোজনা কর? কাহার স্তবে প্রীতি লাভ কর? আমরা তোমাদিগকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি ॥ ৩ ॥ হে পৌরদ্বয়, তোমরা পৌরের নিকট পৌরকে অর্থাৎ বারিবর্ষক মেঘ প্রেরণ কর। অরণ্যে ব্যাধগণ যেরূপ সিংহকে তাড়িত করে, তদ্রূপ যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত পৌরের নিকট তোমরা ইহাকে তাড়িত কর ॥ ৪ ॥ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্য পুরাতন রূপ কবচের ন্যায় মোচন করিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনর্বার যুবা করিলে, তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মূর্তি লাভ করিলেন ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই স্থানে তোমাদিগের স্তবকারী বিদ্যমান আছে। আমরা যেন সমৃদ্ধির জন্য তোমাদের দৃষ্টিপথে অবস্থান করি। অদ্য তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অন্নরূপ ধনে ধনবান্, তোমরা রক্ষাসমভিব্যাহারে এখানে আগমন কর ॥ ৬ ॥ হে অন্নরূপ ধনে ধনবান্ অশ্বিদ্বয়, অসংখ্য মর্ত্যগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করিয়াছে? হে জ্ঞানিগণবন্দিত অশ্বিদ্বয়, কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করিয়াছে? কোন্ যজমানই বা যজ্ঞদ্বারা তোমাদিগের সমধিক তৃপ্তিবিধান করিয়াছে? ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, রথসমূহমধ্যে সর্বাপেক্ষা বেগগামী ও অসংখ্যশত্রুসংহারকারী ও মনুষ্যগণপূজিত তোমাদিগের রথ আমাদিগের হিত কামনা করিয়া এস্থানে আগমন করুক ॥ ৮ ॥ হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত স্তোত্র আমাদিগের সুখোৎপাদক হউক। হে বিশিষ্টজ্ঞানসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুইটি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সর্বত্র গমনশীল অশ্বে আরূঢ় হইয়া শীঘ্র আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদিগের নিকট গমন করিতে অভিলাষী এই সমস্ত উৎকৃষ্ট হব্য যেন তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ১০ ॥

৭৫ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি-পুত্র অবস্যু ঋষি। পংক্তিঃ।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের স্তবকারী ঋষি স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের ফলবর্ষণকারী ও ধনপূর্ণ রথ অলংকৃত করিতেছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অন্যান্য যজমানকে অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে আমি সর্বদা সমস্ত শত্রুকে পরাভব করিতে পারিব। হে শত্রু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহারকারী, সুবর্ণময়রথারূঢ়, প্রশস্তধনসম্পন্ন ও নদীসকলের বেগপ্রবর্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদিগের জন্য রত্ন লইয়া আগমন কর। হে সৌবর্ণ-রথারূঢ়, অন্নরূপ ধনে ধনবান্, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ হে ধনবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের স্তবকারীর অর্থাৎ আমার স্তোত্র তোমাদিগের রথের উদ্দেশে উচ্চারিত হইয়াছে। তোমরা প্রসিদ্ধ, মূর্তিমান এই যজমান একাগ্রচিত্ত হইয়া তোমাদিগকে হব্য প্রদান করিতেছে। অতএব হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা নিবিষ্টচিত্ত, রথারূঢ় ও দ্রুতগামী হইয়া স্তোত্র শ্রবণপূর্বক শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া কপটতাবিহীন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ হে নেতা অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের সুশিক্ষিত, বিচিত্র-মূর্তি, দ্রুতগামী অশ্বসকল সোমরস পান করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্যসহকারে তোমাদিগকে এস্থানে আনয়ন করুক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা এস্থানে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা প্রতিকূল হইও না। হে অজেয় প্রভু, তোমরা প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে আমাদিগের যজ্ঞগৃহে আগমন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ হে জলের অধিপতি অজেয় অশ্বিদ্বয়, এই যজ্ঞে তোমাদিগের স্তবকারী অবস্যুকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ উষা বিকাশিত হইয়াছে। সমুজ্জ্বলকিরণসম্পন্ন অগ্নি (বেদির উপর) সংস্থাপিত হইয়াছে। হে ধনবর্ষণকারী, শত্রুসংহারক অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের অক্ষয় রথে অশ্ব যোজিত হউক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

৭৬ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি উষাসকলের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করিতেছে। মেধাবী স্তোতৃবর্গের স্তোত্রসকল দেবোদ্দেশে উদ্গীত হইতেছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়, তোমরা অদ্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সোমপূর্ণ এই সমৃদ্ধ যজ্ঞে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা করিও না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞসমীপে আগমনপূর্বক স্তুতিভাজন হও। যাহাতে অন্নাভাব না হয়, তজ্জন্য দিবসের প্রারম্ভে রক্ষাসমভিব্যাহারে আগমন কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করিতে তৎপর হও ॥ ২ ॥ তোমরা রাত্রিশেষে, গোদোহনসময়ে, প্রত্যুষে অথবা সূর্য যৎকালে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়েন, সেই মধ্যাহ্নসময়ে, কিংবা দিবসে, বা রাত্রিকালে, যে কোন সময়ে উপস্থিত হইবে, সুখকর রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করিও ; কারণ অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবগণ সোমরসপানে প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই উত্তর বেদি তোমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদিগের এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগের আলয়। তোমরা বারিপূর্ণ মেঘসমাকীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে অন্ন ও বল সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট আগমন কর ॥ ৪ ॥ আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও সুখদায়ক শুভাগমন বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত সংগত হই। হে অমরদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর ॥ ৫ ॥

৭৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ঋত্বিক্‌গণ, অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালে সমস্ত দেবের অগ্রে উপস্থিত হয়েন, তোমরা তাঁহাদিগের পূজা কর। তাঁহারা লোভী, নিরোধকারিগণের পূর্বেই হব্য পান করুন। তাঁহারা প্রাতঃকালীন যজ্ঞ সেবন করেন ; প্রাচীন কবিগণ প্রাতঃকালে তাঁহাদিগের স্তব করিয়াছেন ॥ ১ ॥ প্রত্যুষে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর। তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সায়ংকালীন হব্য দেবগম্য হয় না ; দেবগণ তৎকালে ইহা গ্রহণ করেন না। আমরা অথবা অন্য যে কেহ তাঁহাদিগের যাগ ও তর্পণ করি, সমস্ত যজমানের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে তাঁহাদিগের আরাধনা করে, সেই ব্যক্তিই তাঁহাদিগের সমধিক অভিমত ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের সুবর্ণাবৃত, মনোহরবর্ণ, জলবর্ষী, অমৃতপূর্ণ মন ও বায়ুর ন্যায় বেগগামী রথ আগমন করিতেছে ; সেই রথে আরোহণ করিয়া তোমরা সমস্ত দুর্গম পথ অতিক্রম কর ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি যজ্ঞীয় হব্য বিভাগকালে নাসত্যগণকে প্রচুর হব্যাংশ ও অন্ন প্রদান করেন, তিনি উক্ত কার্যদ্বারা নিজ পুত্রের কল্যাণ বিধান করেন, এবং যাহারা যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বালিত না করে, তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করেন ॥ ৪ ॥ আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও শুভাগমননিবন্ধন তাঁহাদিগের সহিত সংগত হই। হে অমরদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর ॥ ৫ ॥

৭৮ সূক্ত। দেবতা : অশ্বিদ্বয় (৫-৯ গর্ভস্রাবিণী উপনিষদ্)। অত্রি-পুত্র সপ্তবধ্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ১-৩ উষ্ণিক্, ৪ ত্রিষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা স্পৃহাশূন্য হইও না ; হংসদ্বয়ের ন্যায় তোমরা অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, হরিণদ্বয় ও গৌরমৃগদ্বয়, যেরূপ ঘাসের উপর পতিত হয়, তদ্রূপ তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর ॥ ২ ॥ হে অন্নরূপ ধনে ধনবান্ অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্বেচ্ছানুসারে যজ্ঞীয়কর্মদ্বারা প্রসন্ন হও। তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর ॥ ৩ ॥ অত্রি তোমাদিগের সাহায্যে তুষাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পতিপ্রণয়-প্রার্থনাকারিণী রমণীর ন্যায় তোমাদিগের প্রীতিসাধন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন, অতএব তোমরা শ্যেনপক্ষীর নবজাত বেগসহকারে কল্যাণকর রথে আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে বনস্পতি, তুমি প্রসবোন্মুখী রমণীর ঊরুবৎ বিবৃত হও, হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর, সপ্তবধ্রিকে মুক্ত কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ভীত, প্রার্থনা-কারী ঋষি সপ্তবধ্রির উদ্ধারার্থ মায়াদ্বারা পেটিকা সংগত ও বিভক্ত কর ॥ ৬ ॥ বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে, তদ্রূপ ত্বদীয় গর্ভ সঞ্চালিত হউক এবং দশমাস পর গর্ভস্থ জীব নির্গত হউক ॥ ৭ ॥ বায়ু, বন ও সমুদ্র যেরূপ কম্পিত হয়, তদ্রূপ দশমাস যাবৎ গর্ভস্থিত জীব জরায়ুবেষ্টিত হইয়া পতিত হউক ॥ ৮ ॥ দশমাস যাবৎ জননীজঠরে অবস্থিত জীব জীবিত ও অক্ষত ভাবে জীবিতা জননী হইতে নির্গত হউক ॥ ৯ ॥

৭৯ সূক্ত। উষা দেবতা। অত্রি-পুত্র সত্যশ্রবা ঋষি। পংক্তিঃ।

হে দীপ্তিমতী উষা, তুমি পূর্ব কালে আমাদিগকে যেরূপ প্রবোধিত করিয়াছিলে, অদ্য প্রচুর ধন প্রাপ্তির জন্য আমা-দিগকে সেইরূপ প্রবোধিত কর। হে সুজাতা দেবী, অশ্ব-লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমাকে স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্য-পুত্র সত্যশ্রবার প্রতি অনুগ্রহ কর ॥ ১ ॥ হে স্বর্গতনয়া উষা, তুমি শুচদ্রথের পুত্র সুনখির অন্ধকার দূর করিয়াছিলে। হে সুজাতা দেবী, অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্য-পুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ কর ॥ ২ ॥ হে স্বর্গতনয়া, ধনাহরণকারিণী উষা, তুমি সেইরূপ অদ্য আমাদিগের অন্ধকার দূর কর। হে সুজাতা অশ্বার্থ সম্যক্ স্তুতা দেবী, তুমি বয্য-পুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ করিয়াছিলে ॥ ৩ ॥ হে দীপ্তিমতী উষা, যে সকল ঋত্বিক্ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন, তাঁহারা ঐশ্বর্যদ্বারা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও দানশীল হয়েন। হে ধনশালিনী সুজাতা উষা, লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ হে উষা, ধনপ্রদানার্থ তোমার সম্মুখে সমবেত এই সমস্ত উপাসক অক্ষয় হব্যরূপ ধন প্রদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। হে সুজাতা দেবী, লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ হে ধনশালিনী উষা, তোমার এই সমস্ত স্তোতৃবর্গকে সন্ততি ও অন্ন প্রদান কর, কারণ তাহা হইলে তাহারা ঐশ্বর্যশালী হইয়া প্রচুর পরিমাণে আমাদিগকে ধন প্রদান করিবেন। হে সুজাতা দেবী, লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ হে ধনশালিনী উষা, যাঁহারা আমাদিগকে অশ্ব ও ধেনুগণের সহিত ধন প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত দাতাকে ধন ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর। হে সুজাতা দেবী, লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ হে স্বর্গকন্যা, তুমি সূর্যের পবিত্র রশ্মি এবং প্রজ্বলিত অগ্নির প্রদীপ্ত জ্বালাসহকারে আমাদিগের নিকট অন্ন ও ধেনুসমূহ আনয়ন কর। হে সুজাতা দেবী, লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ হে স্বর্গনন্দিনী উষা, তুমি প্রকাশিত হও, আমাদিগের কার্যে বিলম্ব বিধান করিও না ; রাজা যেরূপ চৌরের শাস্তিবিধান করেন অথবা শত্রু জয় করেন, তদ্রূপ সূর্য যেন রশ্মিদ্বারা তোমাকে সন্তপ্ত না করেন। হে সুজাতা দেবী, লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ হে উষা, যাহা প্রার্থিত হইয়াছে এবং যাহা প্রার্থিত হয় নাই, তুমি তৎসমুদয়ই আমাদিগকে প্রদান করিতে সমর্থ। কারণ হে দীপ্তিশালিনী, তুমি স্তোতৃবর্গের তমোনাশ কর, অথচ তাহাদিগকে হিংসা কর না। হে সুজাতা দেবী, লোকে অশ্ব লাভের জন্য সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

৮০ সূক্ত। উষা দেবতা। অত্রি-পুত্র সত্যশ্রবা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

জ্ঞানী ঋত্বিক্‌গণ স্তোত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়া, সর্বব্যাপিনী, যজ্ঞে সম্যক্ পূজিতা, অরুণবর্ণা, সূর্যের পুরোবর্তিনী, দীপ্তিমতী উষার স্তব করিতেছেন ॥ ১ ॥ মনোহারিণী উষা মনুষ্যকে প্রবোধিত ও পথসকল সুগম করিয়া বিস্তৃত রথে আরোহণপূর্বক সূর্যের অগ্রে গমন করিতেছেন। মহতী বিশ্বব্যাপিনী উষা দিবসের আরম্ভে দীপ্তি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২ ॥ রথে অরুণবর্ণ বলীবর্দ যোজনা করিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ধনসকল অবিচলিত করিতেছেন। সর্ব-পূজিত, বিশ্ববাঞ্ছিত, দীপ্তিমতী উষা সন্মার্গসকল প্রকাশিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ দুই প্রদেশে, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও মধ্য অন্তরীক্ষে, অবস্থান করিয়া এবং পূর্বদিক হইতে নিজমূর্তি প্রকাশিত করিয়া নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি উষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করিয়া সম্যক্‌রূপে আদিত্যের অনুসরণ করিতেছেন, এবং দিক্‌সকলের কোন হিংসা করিতেছেন না ॥ ৪ ॥ তিনি সুবেশা রমণীর ন্যায় নিজ মূর্তি প্রকাশিত করিয়া এবং যেন স্নান হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের নেত্রসমীপে উদিত হইতেছেন। স্বর্গকন্যা উষা দ্বেষভাজন তমোরাশি বিদূরিত করিয়া দীপ্তিসহকারে আগমন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ স্বর্গকন্যা উষা পশ্চিমাভিমুখী হইয়া হব্যদাতাকে বাঞ্ছিত ধন প্রদানপূর্বক সুবেশা কামিনীর ন্যায় নিজ সৌন্দর্য বিস্তার করিতেছেন। স্থিরযৌবনা উষা পূর্বকালের ন্যায় নিজ দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৮১ সূক্ত। সবিতা দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী।

জ্ঞানী ঋত্বিক্‌গণ মনোনিবেশ করিতেছেন। তাঁহারা জ্ঞানী, সুমহান্ ও পূজনীয় সবিতার আজ্ঞাক্রমে যাগকার্যে অভিনিবিষ্ট হইতেছেন। তিনি হোতৃবর্গের কার্য অবগত হইয়া তাহাদিগকে কার্যে প্রেরিত করিতেছেন। দেব সবিতার মহিমা স্তুতির অগোচর ॥ ১ ॥ জ্ঞানী সবিতা স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিতেছেন। পূজনীয় দেব সবিতা স্বর্গকে সুপ্রকাশ করিয়াছেন এবং উষার পশ্চাৎ উদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন ॥ ২ ॥ অন্যান্য দেবগণ যে দীপ্তিমান্ সবিতার গতির পশ্চাৎ মহিমা ও শক্তি লাভ করেন ; যিনি নিজ মাহাত্ম্যে পৃথিব্যাদি লোকের পরিমাণ করেন, সেই দেব সবিতা দীপ্তিসহকারে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সবিতা, তুমি তিন দীপ্ত ভুবন পরিভ্রমণ কর। অথবা সূর্যের রশ্মিদ্বারা সংগত হও। কিংবা তুমি উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়া গমন কর। অথবা হে দেব, তুমি তোমার কার্যদ্বারা মিত্র হও ॥ ৪ ॥ হে দেব, তুমিই সমস্ত জীবের কার্য শাসন কর। তুমিই গতিদ্বারা পূষা হও। তুমি এই সমগ্র ভুবনের ধারণবিষয়ে সমর্থ। হে দেব সবিতা, শ্যাবাশ্ব তোমার স্তুতি ঘোষণা করিতেছে ॥ ৫ ॥

৮২ সূক্ত। সবিতা দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী ; ১ অনুষ্টুপ্।

আমরা দেব সবিতার নিকট প্রসিদ্ধ ভোগার্হ ধন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা যেন ভগের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ব-ভোগপ্রদ, শত্রুসংহারক ধন লাভ করি ॥ ১ ॥ এই সবিতার সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বপ্রিয় ঐশ্বর্য কেহই নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥ সেই সবিতা, ভগ, হব্যদাতাকে রমণীয় ধন প্রদান করেন, আমরা সেই ভজনীয় দেবের নিকট বরণীয় ধন প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে দেব সবিতা, অদ্য আমাদিগকে সন্ততি ও ধন প্রদান কর এবং আমাদিগের দুঃস্বপ্ন দূর কর ॥ ৪ ॥ হে দেব সবিতা, তুমি আমাদিগের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর কর এবং যাহা কল্যাণকর তাহা আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ কর ॥ ৫ ॥ আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞাক্রমে অদিতির নিকট নিরপরাধ হই ; আমরা যেন সমস্ত বাঞ্ছিত ধনের অধিকারী হই ॥ ৬ ॥ অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা বিশ্বদেবস্বরূপ সাধুগণের পালনকারী, সত্যরক্ষক দেব সবিতার উপাসনা করিতেছি ॥ ৭ ॥ যে দেব সবিতা সম্যক্‌রূপে ধ্যানযোগ্য ও যিনি নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে রাত্রি ও দিবসের পুরোগামী, অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছি ॥ ৮ ॥ যে দেব সবিতা সমস্ত প্রাণিবর্গের নিকট নিজ গৌরব ঘোষণা করিতেছেন ও তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিতেছেন, অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছি ॥ ৯ ॥

৮৩ সূক্ত। পর্জন্য দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ২-৪ জগতী ; ৯ অনুষ্টুপ্।

হে স্তোতা, তুমি বলশালী পর্জন্যের অভিমুখবর্তী হইয়া প্রার্থনা কর। এইসকল স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তব কর এবং হব্যদ্বারা তাঁহার পরিচর্যা কর। গর্জনকারী, জলবর্ষী, ও দানশীল পর্জন্য বৃষ্টিপাতদ্বারা ওষধিসকলের গর্ভ উৎপাদন করেন ॥ ১ ॥ তিনি বৃক্ষসকল নষ্ট করেন, রাক্ষসসকল বধ করেন ও বিপুল সংহারকার্যদ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যৎকালে গর্জনকারী পর্জন্য পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিরপরাধ ব্যক্তিও তৎকালে বারি-বর্ষণকারী পর্জন্যের নিকট হইতে ভয় পলায়ন করে ॥ ২ ॥ রথী যেরূপ কশাঘাতদ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া যোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টিপথের পথিক করেন, পর্জন্যও সেইরূপ মেঘসকলকে অপসারিত করিয়া বারিবর্ষণকারী মেঘ-সকলের আবিষ্কার করেন। যৎকালে পর্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহবৎ মেঘের গর্জন দূর হইতে উদ্‌গত হয় ॥ ৩ ॥ যৎকালে পর্জন্য বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎস্ফুরণ হয়, ওষধিসমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিতসাধনে সমর্থ হয় ॥ ৪ ॥ হে পর্জন্য, তোমারই কার্যবশতঃ পৃথিবী অবনত হয়, খুরবিশিষ্ট গবাদি পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধিসকল বিবিধ রূপ ধারণ করে। তুমি আমাদিগকে বিপুল সুখ প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে আমাদিগের জন্য বৃষ্টি প্রদান কর। বর্ষণকারী ও সর্বব্যাপী মেঘের ধারা ক্ষরণ কর। হে পর্জন্য, তুমি জল সেচন করিয়া এই গর্জনকারী মেঘের সহিত আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। তুমি বারিবর্ষক ও আমাদিগের রক্ষক ॥ ৬ ॥ তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীর উপর শব্দ কর ; গর্জন কর ; বারিদ্বারা ওষধিসমূহের গর্ভবিধান কর, বারিপূর্ণ রথদ্বারা অন্তরীক্ষ পরিভ্রমণ কর, দৃঢ়বদ্ধ নিম্নমুখ ভস্ত্রা বারিপূর্ণ মেঘকে উন্মুক্ত কর, উচ্চ ও নিম্ন স্থানসকল যেন সমতল হয় ॥ ৭ ॥ হে পর্জন্য, তুমি বিপুল কোশবৎ মেঘকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন কর, ইহা হইতে বারিবর্ষণ কর, নদীসকল অপ্রতিহত বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হউক। বারিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে আর্দ্র কর এবং ধেনুগণের জন্য প্রচুর পানীয় উৎপন্ন হউক ॥ ৮ ॥ হে পর্জন্য, যৎকালে তুমি উচ্চধ্বনি পুরঃসর গর্জন করিয়া পাপকারী মেঘসকলকে বিদীর্ণ কর, তৎকালে এই অখিলবিশ্ব এবং অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ হৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥ হে পর্জন্য, তুমি বর্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বৃষ্টি সংহরণ কর। তুমি মরুভূমি-সকলকে সুগম্য করিবার নিমিত্ত জলযুক্ত করিয়াছ, তুমি মনুষ্যের ভোগের নিমিত্ত ওষধিসকল উৎপাদন করিয়াছ এবং লোকদিগের স্তুতিভাজন হইয়াছ ॥ ১০ ॥

৮৪ সূক্ত। পৃথিবী দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে পৃথিবী, ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্বতসকলের খণ্ডধারণ করিতেছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ, কারণ তুমি মাহাত্ম্যদ্বারা পৃথিবীর প্রীতিবিধান কর ॥ ১ ॥ হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী, স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনী, তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর ॥ ২ ॥ যৎকালে দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হইতে স্বদীয় মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, তৎকালে তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সহিত বৃক্ষসকলকে বলপূর্বক ধারণ করিয়া রাখ ॥ ৩ ॥

৮৫ সূক্ত। বরুণ দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

প্রসিদ্ধ ও সম্যক্ দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয়, সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম বিস্তৃত করে, তদ্রূপ তিনি সূর্যের আস্তরণার্থ অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়াছেন ॥ ১ ॥ তিনি বৃক্ষসকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ২ ॥ তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের হিতার্থ মেঘের নিম্নভাগ সচ্ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টি যেরূপে যব, শস্য সিক্ত করে তদ্রূপ অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ সমগ্র ভূমিকে আর্দ্র করেন ॥ ৩ ॥ যৎকালে তিনি বৃষ্টিরূপ দুগ্ধ কামনা করেন, তৎকালে তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন। পরক্ষণেই পর্বতসকল বারিদগণদ্বারা শিখরসকলকে আবৃত করে এবং বীর মরুৎগণ নিজ বলে উল্লাসিত হইয়া মেঘবৃন্দকে শিথিল করিয়া দেয় ॥ ৪ ॥ আমি প্রসিদ্ধ আসুর বরুণের এই সুমহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি যে, তিনি মানদণ্ডের ন্যায় সূর্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন দেব বরুণের সুমহতী প্রজ্ঞার কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। তাঁহার প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র, বারিমোক্ষণকারী নদীসমূহও বারিদ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥ হে বরুণ, যদি আমরা কখন কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা নষ্ট কর ॥ ৭ ॥ হে দেব বরুণ, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করি, তাহা হইলে তুমি শিথিল বন্ধনের ন্যায় তৎসমুদয় হইতে মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরা তোমার স্নেহভাজন হইব ॥ ৮ ॥

৮৬ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভৌম অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৬ বিরাট্ পূর্বা।

হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তোমরা উভয়ে যে মর্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি শত্রুবাক্যখণ্ডনকারী ত্রিতের ন্যায় শত্রুগণের ঐশ্বর্য সুদৃঢ় হইলেও তৎসমুদয়কে নষ্ট করেন ॥ ১ ॥ যাঁহারা সংগ্রামে অজেয়, যাঁহারা অন্নদানের জন্য বিখ্যাত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা পঞ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন, আমরা সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২ ॥ ইঁহাদিগের বল শত্রুগণের অভিভবকারী। যৎকালে ইঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া ধেনুগণের উদ্ধারার্থ ও বৃত্র সংহারের জন্য গমন করেন, তৎকালে এই দুই মঘবানের হস্তে দীপ্তিশালী বজ্র বিরাজ করিতে থাকে ॥ ৩ ॥ হে গমনশীল, ধনের অধিপতি, সর্বজ্ঞ ও নিরতিশয় বন্দনীয় ইন্দ্র ও অগ্নি, যুদ্ধে তোমরা বাণ প্রেরণ করিবে বলিয়া আমরা তোমাদিগের উভয়কে আহ্বান করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে অপ্রধৃষ্য দেবদ্বয়, আমি অশ্বলাভার্থ তোমাদিগের স্তব করিতেছি। তোমরা মানবদ্বয়ের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছ এবং আদিত্যদ্বয়ের ন্যায় সম্যক্‌রূপে স্তুতিভাজন ॥ ৫ ॥ প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট সোমরসের ন্যায় সম্প্রতি বলকর হব্য প্রদত্ত হইয়াছে। তোমরা জ্ঞানিগণকে অন্ন প্রদান কর ; স্তবকারিগণকে প্রভূত ধন ও অন্ন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

৮৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অত্রি-পুত্র এবয়ামরুৎ ঋষি। অতিজগতী।

এবয়ামরুতের বাঙ্‌নিষ্পন্ন স্তোত্রসকল যেন মরুৎগণ সমেত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলশালী, পূজনীয়, শোভনালংকৃত, শক্তিসম্পন্ন, স্তুতিপ্রিয়, মেঘসঞ্চালনকারী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট যেন সেই স্তোত্রসকল উপস্থিত হয় ॥ ১ ॥ যাঁহারা মহান্ ইন্দ্রের সহিত প্রাদুর্ভূত হয়েন, যাঁহারা যজ্ঞ প্রস্তুত হইয়াছে এই জ্ঞানে স্বেচ্ছানুসারে শীঘ্র আবির্ভূত হয়েন, এবয়ামরুৎ তাঁহাদিগের স্তব করেন। হে মরুৎগণ, তোমাদিগের কার্যবিষয়ে বল মহাবদান্যতাযুক্ত হইলেও অধৃষ্য। তোমরা পর্বতসকলের ন্যায় অটল ॥ ২ ॥ যাঁহারা দীপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বিস্তীর্ণ স্বর্গ হইতে আহ্বান শ্রবণ করেন, যাঁহারা স্বগৃহে অবস্থিতি করিলে কেহই চালিত করিতে সমর্থ নহে এবং যাঁহারা নিজ দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিমান্, অগ্নির ন্যায় নদীসকলের সঞ্চালনকারী, এবয়ামরুৎ স্তুতিদ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছেন ॥ ৩ ॥ মরুৎগণের স্বেচ্ছানুসারে গমনকারী অশ্বগণ রথে যোজিত হইলে, যখন এবয়ামরুৎ তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন সর্বব্যাপী মরুৎগণ বিস্তীর্ণ সাধারণ বসতি অন্তরীক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। পরস্পরস্পর্ধাকারী, বলশালী ও সুখদাতা মরুৎগণ নির্গত হইলেন ॥ ৪ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা স্বাধীন-তেজা, স্থিরদীপ্তি, স্বর্গাভরণভূষিত ও অন্নদাতা। তোমরা যে শব্দদ্বারা শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া নিজকার্য সাধন কর, সেই প্রবলবারিবর্ষণকারী, দীপ্ত, বিস্তৃত, প্রবৃদ্ধ ধ্বনি যেন এবয়ামরুৎকে কম্পিত না করে ॥ ৫ ॥ হে সমধিক বলশালী মরুৎগণ, তোমাদিগের অপার মহিমা ; তোমাদিগের শক্তি এবয়ামরুৎকে রক্ষা করুক। যজ্ঞসীমা সন্দর্শন বিষয়ে তোমরাই নিয়ামক। প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তোমরা নিন্দাকারী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে পূজনীয় ও অগ্নির ন্যায় প্রভূতদীপ্তিশালী রুদ্রপুত্রগণ, এবয়ামরুৎকে রক্ষা করুন। মরুৎগণের অন্তরীক্ষে অবস্থিত, আয়ত ও বিস্তীর্ণ বসতি তাঁহাদিগের দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। নিষ্পাপ মরুৎগণের গমনকালে প্রভূত শক্তি প্রকাশিত হয় ॥ ৭ ॥ হে বিদ্বেষহীন মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগের স্তোত্রের সন্নিহিত হও এবং স্তবকারী এবয়ামরুতের আহ্বান শ্রবণ কর। হে বিষ্ণুর সহিত একত্র যজ্ঞভোজী মরুৎগণ, যোদ্ধৃগণ যেরূপ শত্রুদিগকে অপসারিত করে তদ্রূপ তোমরা আমাদিগের গূঢ় শত্রুগণকে দূরীভূত কর ॥ ৮ ॥ হে পূজনীয় মরুৎগণ, তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে ইহা সুসম্পন্ন হইবে। তোমরা রাক্ষসগণদ্বারা সঞ্জাত বিঘ্ন না হইয়া এবয়ামরুতের আহ্বান শ্রবণ কর। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ, তোমরা উত্তুঙ্গ শৈলসকলের ন্যায় অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া নিন্দাকারীর শাসন কর ॥ ৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবগণের চিত্ত তোমাতে সংবদ্ধ; হে মনোজ্ঞমূর্তি, তুমিই এই যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী। হে অভীষ্টবর্ষী, সমস্ত বলশালী শত্রুর পরাভবের নিমিত্ত আমাদিগকে অনিবার্য বল প্রদান কর॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমি সমধিক যজ্ঞকারী ও হোমনিষ্পাদক, তুমি হব্যগ্রহণপূর্বক স্তুতিভাজন হইয়া সম্প্রতি বেদিভূমির উপর উপবেশন কর। ধর্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিক্‌গণ বিপুল ধন প্রত্যাশায় দেবগণের মধ্যে অগ্রে তোমার অনুসরণ করেন॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিমান্, দর্শনীয়, মহান্, হব্যভোজী ও সর্বসময়ে প্রদীপ্ত। তুমি বসুগণের অন্তরীক্ষপথে গমন করিতেছ, ধনাভিলাষী যজমানগণ তোমার অনুসরণ করিতেছে॥ ৩॥ যজমানগণ অন্নলিপ্সু হইয়া দীপ্তিমান্ অগ্নির আহবনীয় স্থানে গমনপূর্বক অপ্রতিহতভাবে প্রচুর অন্নলাভ করে এবং যৎকালে তোমার শুভ সন্দর্শনে আনন্দিত হয় তৎকালে তোমার যজ্ঞার্হ নামসকল কীর্তন করে॥ ৪॥ হে অগ্নি, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে বর্ধিত করে। তুমি উভয়বিধ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান কর, তজ্জন্য তাহারা তোমাকে বর্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি, তুমি স্তুতিভাজন হইয়া মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃস্থানীয় হও॥ ৫॥ পূজনীয় অভীষ্টবর্ষী মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক, প্রীতিপদ, নিরতিশয় যাগকারী অগ্নি বেদির উপর উপবিষ্ট হইয়াছেন। হে অগ্নি, তুমি গৃহে প্রজ্বালিত হইয়াছ, আমরা অবনতজানু হইয়া স্তোত্রসহকারে তোমার নিকট উপস্থিত হই॥ ৬॥ আমরা সুবুদ্ধি, সুখাভিলাষী ও ধর্মনিষ্ঠ; হে স্তবার্হ, আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে অগ্নি, তুমি সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, তুমি মনুষ্যগণকে স্বর্গে লইয়া যাও॥ ৭॥ চিরস্থায়ী মনুষ্যবর্গের অধিপতি, জ্ঞানী, শত্রুসংহারক, অভীষ্টবর্ষী, স্তোতৃবর্গের অধিগম্য, অন্নদাতা, পবিত্রতাবিধায়ী, ধনলাভার্থ যষ্টব্য ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আমরা স্তব করিতেছি॥ ৮॥ হে অগ্নি, যে মানব তোমার যজ্ঞ করে ও স্তব করে, যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত ইন্ধনের সহিত তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্তুতিসহকারে তোমাকে আহুতি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত ধন লাভ করে॥ ৯॥ হে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি, এই আমরা নমস্কার, ইন্ধন ও হব্যসহকারে তোমার পূজা করিতেছি। হে শক্তিপুত্র, আমরা স্তোত্র ও শস্ত্রসহকারে বেদির উপর তোমার পূজা করিতেছি। আমরা যেন তোমার কল্যাণকর অনুগ্রহ লাভার্থ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হই॥ ১০॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছ, তুমি মনুষ্যের পরিত্রাণকারী ও স্তুতিদ্বারা পূজনীয়; তুমি প্রচুর অন্ন ও বিশিষ্টরূপ ধনের সহিত আমাদিগের নিকট সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হও॥ ১১॥ হে ধনাধিপতি, তুমি সর্বদা আমাদিগকে পরিজনবর্গের সহিত ধন প্রদান কর এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রদিগকে প্রভূত পশু প্রদান কর। আমাদিগের যেন পর্যাপ্ত ইচ্ছানুরূপ অনিন্দ্য অন্ন এবং শুভ ও প্রশস্ত জীবনোপায় বিহিত হয়॥ ১২॥ হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, আমি যেন তোমার নিকট হইতে বিবিধ ধনলাভ করিয়া ঐশ্বর্যসম্পন্ন হই; হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি, তুমি দীপ্তিশালী, তোমাতে প্রভূত ধন নিহিত আছে॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ১১ শক্করী।
হে অগ্নি, তুমি মিত্রের ন্যায় শুক্ক ইন্ধনসহকারে প্রদত্ত হব্যের উপর অবতরণ কর ; অতএব হে সর্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি, তুমি অন্ন ও পুষ্টিদ্বারা আমাদিগকে বর্ধিত কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, মনুষ্যগণ হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করে ; দ্বেষবর্জিত, বারিবর্ষক ও সর্বদর্শী সূর্য তোমাতে প্রবিষ্ট হন ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, যৎকালে মনুর সন্তান মনুষ্য সুখাভিলাষী হইয়া যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করে, তৎকালে স্তুতিপাঠক ঋত্বিক্‌গণ সমসুখভাগী হইয়া যজ্ঞের কেতুভূত তোমাকে প্রজ্বালিত করে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি দানশীল, যে মর্ত্য যজ্ঞকার্যদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করে, তাহার সমৃদ্ধি হউক। তুমি দীপ্তিশালী, সে ব্যক্তি তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষণ পাপের ন্যায় শত্রুগণকে পরাভূত করে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, যে মর্ত্য ইন্ধনদ্বারা তদীয় মন্ত্রসংস্কৃত আহুতি পরিপুষ্ট করে, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন গৃহে শতবৎসরপরিমিত আয়ুঃ ভোগ করে ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিশালী, তোমার নির্মল ধূম অন্তরীক্ষে বিস্তৃত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। হে পাবক, তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হইয়া সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসহকারে বিরাজিত হও ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, কারণ তুমি অতিথির ন্যায় আমাদিগের প্রিয়, নগরীস্থ হিতোপদেষ্টা বৃদ্ধের ন্যায় আশ্রয়যোগ্য এবং পুত্রবৎ পালনীয় ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, ঘর্ষণদ্বারা অরণিতে ত্বদীয় বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয় ; অশ্ব যেরূপ নিজ আরোহীকে বহন করে তদ্রূপ তুমি হব্য বহন কর ; তুমি বায়ুর ন্যায় সর্বত্র গমন কর ; তুমি অন্ন ও গৃহ প্রদান কর ; তুমি শিশুর ন্যায় এবং ঘোটকের ন্যায় কুটিলগামী ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তৃণভক্ষণার্থ মুক্তবন্ধন পশু যেরূপ সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে তদ্রূপ তুমি অপতিত বৃক্ষসকলকে ভক্ষণ কর ; হে অবিনশ্বর অগ্নি, তুমি দীপ্তিশালী, তোমার শিখাসমূহ অরণ্যসকলকে ছেদন করিতে থাকে ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী মনুষ্যদিগের গৃহে হোতারূপে প্রবিষ্ট হও। হে মনুষ্যপালক, তুমি তাহাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে অঙ্গিরা, তুমি হব্য স্বীকার কর ॥ ১০ ॥ হে অনুকূলদীপ্তিসম্পন্ন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিত, দেব অগ্নি, দেবগণের নিকট আমাদিগের স্তোত্র প্রচার কর। স্তোত্রকারিগণকে সাংসারিক সুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাই, আমরা যেন সেই সকল পূর্বজন্মের পাপ হইতে মুক্ত হই ; আমরা যেন ত্বদীয় রক্ষাবলে তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই ॥ ১১ ॥

৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে দেব অগ্নি, যে যজমান যজ্ঞপালক ও যজ্ঞনিমিত্ত সঞ্জাত, সেই দেবকাম যজমান ত্বদীয় বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করে এবং তাহাকে তুমি মিত্র ও বরুণের সহিত সমপ্রীতিভাগী হইয়া তেজোদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ১ ॥ যে যজমান বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি অগ্নির হোম করে, সে সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞবান্ হয় এবং সমস্ত পবিত্র কর্মদ্বারা পূত হয়। তাহার যশস্বী পুত্রের অভাব ঘটে না ; কিংবা পাপ বা গর্ব সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না ॥ ২ ॥ সূর্যের ন্যায় যাঁহার দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বালাসমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সেই অগ্নি সর্বত্র মনোজ্ঞমূর্তি হইয়া দৃষ্ট হয়েন ॥ ৩ ॥ এই অগ্নির পথ তীক্ষ্ণ এবং ইঁহার দেহ মুখদ্বারা তৃণদানকারী অশ্বের ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। স্বর্ণকার যেরূপ ধাতুসকল দ্রবীভূত করে তদ্রূপ অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎ করিয়া কুঠারবৎ নিজ জিহ্বা নিঃসৃত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ বাণনিক্ষেপকারী যেরূপ নিজ বাণ নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ সেই অগ্নি নিজ জ্বালাসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন এবং যোদ্ধা যেরূপ লৌহময় অস্ত্রের ধার শাণিত করে তদ্রূপ শিখানিক্ষেপসময়ে নিজ দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতনসমর্থ পদবিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রভাবে গমন করিয়া রাত্রি অতিক্রম করেন, অর্থাৎ ধীরে ধীরে অন্ধকার নাশ করেন ॥ ৫ ॥ সেই অগ্নি স্তবার্হ, সূর্যের ন্যায় আপনাকে দীপ্ত রশ্মিদ্বারা আবৃত করেন। অনুকূল দীপ্তি বিস্তার করিয়া শিখাসহকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরতিশয় শব্দ করেন, তিনি রাত্রিতে দীপ্তি প্রকাশ করিয়া দিবসের ন্যায় মনুষ্যগণকে স্ব-স্ব কার্যে প্রেরণ করেন। অমর ও দোষরহিত অগ্নি প্রভান্বিত দীপ্তিসহকারে নেতৃভূত নিজ রশ্মিসকলকে প্রেরণ করেন॥ ৬॥ দীপ্তিসম্পন্ন সূর্যের ন্যায় রশ্মিবিস্তারকারী যে অগ্নির মহৎ শব্দ শ্রুত হয়, অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত সেই অগ্নি ওষধিসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শব্দ করেন। যিনি দীপ্ত ও গমনশীল এবং ইতস্ততঃ ঊর্ধ্বগামী তেজোদ্বারা গমনপূর্বক শত্রুগণকে দমন করিয়া শোভনপতিসম্পন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনদ্বারা পূর্ণ করেন॥ ৭॥ যে অগ্নি স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া অশ্বের ন্যায় পূজনীয় দীপ্তিসহকারে গমন করেন, যিনি নিজ দহনকারী রশ্মিসহকারে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি মরুৎগণের বল শোষণ করেন, নিরতিশয় দীপ্তিশালী সূর্যের ন্যায় প্রদাপ্ত ও বেগসম্পন্ন সেই অগ্নি বিরাজ করিতেছেন॥ ৮॥

৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দেবগণের আহ্বানকারী, শক্তিপুত্র অগ্নি, যেরূপ মনুর যজ্ঞে তুমি হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ করিয়াছিলে, তদ্রূপ অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে যাগার্হ দেবগণকে আপনার সমকক্ষ বোধ করিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগের যাগ কর॥ ১॥ যিনি দিনপ্রকাশক সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সকলের বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত, অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রত্যুষে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়েন, সেই অগ্নি যেন আমাদিগকে উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন॥ ২॥ স্তোতৃগণ সম্প্রতি যে অগ্নির মহৎ কর্মের প্রশংসা করিতেছেন, সূর্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সেই অগ্নি আপনাকে দীপ্তিদ্বারা আবৃত করিতেছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতাবিধায়ক সেই অগ্নি দীপ্তিদ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশিত করিতেছেন এবং প্রাচীন নগরসকল ধ্বংস করিতেছেন॥৩॥ হে শক্তিপুত্র, তুমি বন্দনীয়; অগ্নি হব্যের উপর আসীন হইয়া স্বভাবতই উপাসকদিগকে গৃহ ও অন্ন প্রদান করিতেছেন। হে অন্নদাতা, তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর এবং রাজার ন্যায় আমাদিগের রিপুগণকে জয় কর এবং আমাদিগের উপদ্রবশূন্য গৃহে অবস্থান কর॥৪॥ যে অগ্নি অন্ধকারনাশক নিজতেজঃ সুতীক্ষ্ণ করেন, যিনি হব্য ভোজন করেন, যিনি বায়ুর ন্যায় সকলের অধীশ্বর, সেই অগ্নি রাত্রিসকল অতিক্রম করেন। হে অগ্নি, যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান না করে, আমরা যেন তাহাকে পরাভূত করি এবং তুমি যেন অশ্বের ন্যায় বেগগামী হইয়া আমাদিগের আক্রমণকারী শত্রুগণের উচ্ছেদ কর॥ ৫॥ হে অগ্নি, দীপ্তিশালী, পূজনীয় কিরণদ্বারা সূর্যের ন্যায় তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত কর। স্বপথে গমনকারী তেজোবিশিষ্ট সূর্যের ন্যায় বিচিত্র অগ্নি অন্ধকারসকল দূর করেন॥ ৬॥ হে অগ্নি, তুমি সর্বাপেক্ষা সমধিক স্তুতিভাজন ও পূজার্হ দীপ্তিসম্পন্ন, তোমাকে আমরা বন্দনা করিতেছি। অতএব তুমি আমাদিগের মহৎ স্তোত্র শ্রবণ কর। তুমি বলে বায়ুসদৃশ ও ইন্দ্রের ন্যায় দেবস্বরূপ যজ্ঞের নেতৃভূত, ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে হব্যদ্বারা প্রীত করেন॥ ৭॥ হে অগ্নি, তুমি শীঘ্র দস্যুরহিত পথদ্বারা আমাদিগকে নির্বিঘ্নে ঐশ্বর্যসমীপে লইয়া যাও। পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি স্তোতৃবর্গকে যে সুখ প্রদান কর, আমি স্তবকারী, আমাকে তাহা প্রদান কর। আমরা যেন শোভনসপ্ততিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি॥ ৮॥

৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, আমি স্তোত্রদ্বারা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি শক্তিপুত্র, নিত্যতরুণ, অনিন্দনীয়, অল্পবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় ও সদয়, তুমি সকলকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর॥ ১॥ হে বহুশিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি, যজ্ঞার্হ যজমানগণ অহোরাত্র তোমাকে হব্যরূপ ধন অর্পণ করে। দেবগণ পৃথিবীতে যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবসমূহকে স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ অগ্নিতে ধনসকল নিহিত করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রাচীন ও ইদানীন্তন প্রজাবর্গে সর্বতোভাবে অবস্থান করিতেছ এবং নিজ কার্যদ্বারা যজমানদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান করিয়াছ। অতএব হে জ্ঞানী জাতবেদা, তুমি পরিচর্যাকারী যজমানকে নিরন্তর ধন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে অনুকূলদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, যে অন্তর্হিত দেশে অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে বাধা দেয়, অথবা যে অভ্যন্তরবর্তী হইয়া আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করে, তুমি সেই উভয়বিধ শত্রুকেই নিজ অক্ষয়, বৃষ্টিহেতুভূত অসাধারণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ কর ॥ ৪ ॥ হে শক্তিপুত্র, যে ব্যক্তি যাগ, ইন্ধন, উপাসনা ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন সেই ব্যক্তি ধন ও প্রকৃষ্ট অন্নদ্বারা বিশেষরূপে শোভা পায় ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি যাহা করিতে প্রার্থিত হইতেছ শীঘ্র তাহা সম্পাদন কর। তুমি বলসম্পন্ন, তুমি নিজ বলদ্বারা আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দীপ্তিসম্পন্ন, যে স্তোতা স্তোত্রদ্বারা তোমার উপাসনা করিতেছে, সেই স্তবকারীর উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত স্তোত্রদ্বারা প্রীতি লাভ কর ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, আমরা ত্বদীয় রক্ষাপ্রভাবে অভিলষিত বস্তু লাভ করি। হে ধনাধিপতি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট সন্ততিসহকারে ঐশ্বর্য লাভ করি। আমরা যেন অন্নাভিলাষী হইয়া অন্নলাভ করি। হে অমর, আমরা যেন অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন যশঃ লাভ করি ॥ ৭ ॥

৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে ব্যক্তি অন্ন কামনা করে, সে স্তুতিভাজন, বনদহনকারী, কৃষ্টবর্ত্মা, শ্বেতবর্ণ, কমনীয়, হোমকারী, স্বর্গীয় শক্তিপুত্র অগ্নির অভিমুখে নবীনতর যজ্ঞসহকারে গমন করে ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি শ্বেতবর্ণ, শব্দকারী, অন্তরীক্ষে অবস্থিত, অক্ষয় ও বিপুলশব্দকারী মরুৎগণের সহিত মিলিত ও যুবতম ; তুমি পাবক ও সুমহান্, তুমি অসংখ্য স্থূল কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক অনুগমন কর ॥ ২ ॥ হে বিশুদ্ধ অগ্নি, তোমার প্রদীপ্ত শিখাসকল পবনসঞ্চালিত হইয়া বহু কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সম্ভূত নবোৎপন্ন সেই সমস্ত রশ্মি বনসমূহকে ধর্ষণকারী দীপ্তি-দ্বারা পীড়িত করিয়া ভস্মসাৎ করে ॥ ৩ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, তোমার যে সমস্ত শুভ রশ্মি পৃথিবীকে মুণ্ডিত করিতেছে সেগুলি বিমুক্ত অশ্বগণের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। সম্প্রতি ত্বদীয় ভ্রমণশীল শিখাসমূহ বিচিত্ররূপা পৃথিবীর উপরিস্থিত উন্নত প্রদেশে আরোহণ করিয়া বিরাজিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ বর্ষণকারী অগ্নির শিখা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধকারিকর্তৃক প্রমুক্ত বজ্রের ন্যায় নিরন্তর নির্গত হইতেছে, বীরের পৌরুষবৎ অগ্নির শিখা দুঃসহ, দুর্নিবার, ভীষণ অগ্নি বনসকল দগ্ধ করেন ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রবল ও উত্তেজক রশ্মিসহকারে পৃথিবীর গন্তব্য স্থানসকল দীপ্তিদ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি সমস্ত বিপদ দূরীভূত কর এবং নিজতেজঃপ্রভাবে স্পর্ধাকারিগণকে অভিভূত করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর ॥ ৬ ॥ হে বিচিত্র, অদ্ভুতবলসম্পন্ন, আনন্দদায়ক অগ্নি, আমরা প্রীতিপদ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করি ; তুমি অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত, যশস্কর, অন্নপ্রদ, আনন্দদায়ক, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর ॥ ৭ ॥

৭ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬,৭ জগতী।

বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক যজ্ঞার্থ জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক্ দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, দেবগণের মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেবগণ তাঁহাকে উৎপাদিত করিয়াছেন ॥ ১ ॥ স্তোতৃবর্গ যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত, হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, অগ্নির সম্যক্‌রূপে স্তব করেন। দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য-সকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তোমা হইতেই হব্যপ্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। বীরগণ তোমা হইতেই শত্রুবিজেতা হয়। অতএব হে দীপ্তিশালী বৈশ্বানর, তুমি আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে অবিনশ্বর অগ্নি, তুমি পুত্রের ন্যায় অরণিদ্বয় হইতে উৎপন্ন ; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর, যৎকালে তুমি পালনকারী অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীদ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা স্বদীয় যাগকার্যদ্বারা অমরত্ব লাভ করেন ॥ ৪ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, কেহই তোমার সেই সমস্ত মহৎ কার্যের বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তুমি মাতা ও পিতার ক্রোড়ভূত অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হইয়া দিবসের কেতু-স্বরূপ সূর্যকে অন্তরীক্ষপথে সংস্থাপিত করিয়াছ ॥ ৫ ॥ বৈশ্বানরের বারিপ্রক্ষেপক দীপ্তিদ্বারা অন্তরীক্ষের উন্নত-প্রদেশসকল পরিমিত হইয়াছে। সেই বৈশ্বানরেরই শিরঃস্থানীয় মেঘরূপে পরিণত ধূমে বারিরাশি অবস্থান করে এবং তাহা হইতেই সাতটি নদী শাখার ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ শোভনকর্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবনসকল নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্তরীক্ষের দীপ্তিশালী নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন ; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক সেই বৈশ্বানর বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৮ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী ; ৭ ত্রিষ্টুপ্।

আমি সর্বব্যাপী, বারিবর্ষক, দীপ্তিমান্, জাতবেদার বলের শীঘ্র এই যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে স্তব করিতেছি। বৈশ্বানর অগ্নির অভিমুখে নবীন, নির্মল, শোভন স্তোত্র সোমরসের ন্যায় নির্গত হইতেছে ॥ ১ ॥ সৎকর্মপালক বৈশ্বানর উৎকৃষ্ট স্বর্গে সঞ্জাত হইয়াই সৎকর্মসকলের রক্ষা ও অন্তরীক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্বানর নিজ মহিমাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ সকলের মিত্রভূত, অদ্ভুত বৈশ্বানর স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিশেষ-রূপে নিজ নিজ স্থানে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দীপ্তিদ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করিয়াছেন। তিনি আধারভূত স্বর্গ ও পৃথিবীকে দুইখানি পশুচর্মের ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছেন, বৈশ্বানর অগ্নি সমস্ত বীর্য ধারণ করেন ॥ ৩ ॥ বলশালী মরুৎগণ অন্তরীক্ষমধ্যে ইঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যগণ ইঁহাকে পূজনীয় নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবগণের দূতস্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্যমণ্ডল হইতে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে ইহলোকে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি যাগার্হ, তোমাকে উদ্দেশ করিয়া যাহারা নবীনতর স্তোত্র উচ্চারণ করে, তুমি তাহাদিগকে ধন ও যশস্বী পুত্র প্রদান কর ; হে দীপ্তিমান্ অবিনশ্বর অগ্নি, তুমি বজ্রের ন্যায় নিজ দীপ্তিদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় শত্রুকে নিপাতিত কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, আমরা হব্যরূপ ধনে ধনবান্, আমাদিগকে তুমি অনপহার্য, অক্ষয় ও সুবীর্য ধন প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি, আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া শত সহস্র প্রকার অন্নলাভ করি ॥ ৬ ॥ হে ত্রিভুবনাবস্থিত, যাগার্হ অগ্নি, তোমার অপ্রতিহত, রক্ষাকারী বলদ্বারা তুমি স্তবকারিগণকে রক্ষা কর, হে বৈশ্বানর অগ্নি, তুমি হব্যদাতাদিগের বল রক্ষা কর, আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরিত্রাণ কর ॥ ৭ ॥

৯ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি।

ত্রিষ্টুপ্ ; ৭ ত্রিষ্টুপ্ বা প্রস্তারপংক্তিঃ।

কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস জ্ঞানগম্য স্ব-স্ব প্রবৃত্তিদ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত করিয়া নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া দীপ্তিদ্বারা তমোনাশ করেন ॥ ১ ॥ আমি তন্ত (টানাসূত্র) অথবা ওতু (পড়্যানসূত্র) জানি না, কিংবা সতত চেষ্টাদ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তাহার কিছুই অবগত নহি। ইহলোকে অবস্থিত পিতাকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া কাহার পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্যসকল বলিতে সমর্থ ? ॥ ২ ॥ একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্ত এবং ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্যসকল বলেন। বারিরক্ষক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূবিহারী অগ্নি অন্তরীক্ষে অন্য মূর্তি অর্থাৎ সূর্যরূপদ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়া পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত ভূত অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ এই বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা ; হে মানবগণ, তোমরা এই অগ্নিকে ভজন কর। অক্ষয় এই অগ্নি এই নশ্বর দেহে অবস্থান করেন। নিশ্চল, সর্বব্যাপী, অক্ষয় এই অগ্নি শরীরধারণপূর্বক জাত ও বর্ধিত হয়েন ॥ ৪ ॥ চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বেগশালা, নিশ্চল জ্যোতিঃ সুখের পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সমুদয় জঙ্গম জীবে অন্তর্নিহিত আছে। অখিল দেবগণ একমত ও সমানপ্রজ্ঞ হইয়া সম্মানসহকারে প্রধানকর্মকর্তা বৈশ্বানরের অভিমুখবর্তী হয়েন ॥ ৪ ॥ ত্বদীয় গুণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার কর্ণদ্বয় ও ত্বদীয় রূপ দর্শনার্থ আমার চক্ষু ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে যে বুদ্ধিস্বরূপ জ্যোতিঃ নিহিত আছে, তাহাও ত্বদীয় স্বরূপ অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছে। দূরস্থবিষয়ক, চিন্তাব্যাপৃত আমার হৃদয় তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি বৈশ্বানরের কিরূপে স্বরূপ বর্ণন করিব ? কিরূপেই বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিব ? ॥ ৬ ॥ হে বৈশ্বানর, অখিল দেবগণ ভীত হইয়া অন্ধকারে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার করেন। বৈশ্বানর যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন। অক্ষয় অগ্নি যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন ॥ ৭ ॥

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৭ দ্বিপদা বিরাট।

হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা প্রবৃত্ত, বিঘ্নরহিত এই যজ্ঞে পূজনীয়, স্বর্গীয় ও সর্বতোভাবে দোষবর্জিত অগ্নিকে স্তোত্রসহকারে সম্মুখে স্থাপন কর, কারণ সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন জাতবেদা যজ্ঞে আমাদিগকে সমৃদ্ধি বিধান করেন ॥ ১ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন, অসংখ্য শিখাসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি, তুমি অন্যান্য অগ্নিসহকারে প্রদীপ্ত হইয়া এই মানব স্তোত্র শ্রবণ কর। স্তোতাগণ মমতার ন্যায় অগ্নির উদ্দেশে সেই মনোহর স্তোত্র পবিত্র ঘৃতের ন্যায় অর্পণ করিতেছে ॥ ২ ॥ যে ব্যক্তি স্তোত্রসহকারে অগ্নিতে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি অন্নদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিচিত্রদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি সেই ব্যক্তিকে বিচিত্র রক্ষাসহকারে ধেনুসমন্বিত গোষ্ঠ ভোগে অধিকারী করেন ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণবর্ত্মা যে অগ্নি জন্মিবামাত্রেই দূর হইতে দৃশ্যমান নিজ দীপ্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন, সেই পাবক অগ্নি সম্প্রতি নিজ দীপ্তিদ্বারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে দূরীভূত করিতে দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, আমরা হব্যরূপ ধনে বলবান, আমাদিগকে তুমি শীঘ্র বহু অন্ন ও রক্ষাসহকারে বিচিত্র ধন প্রদান কর এবং যাহারা ধন, অন্ন ও উৎকৃষ্ট বীর্যদ্বারা অন্য লোকদিগকে পরাজিত করে তাদৃশ পুত্রও প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, উপবিষ্ট হব্যদাতা তোমার নিমিত্ত যে হোম করিতেছেন, তুমি হব্যাভিলাষী হইয়া সেই যাগসাধন অন্ন স্বীকার কর। ভরদ্বাজবংশীয়গণের নির্দোষ স্তোত্র গ্রহণ কর এবং তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর, যাহাতে তাহারা নানাবিধ অন্নলাভ করিতে পারে ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, শত্রুগণকে দূরীভূত কর। আমাদিগের অন্ন বর্ধিত কর। আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত হইয়া শত হেমন্ত সুখভোগ করি ॥ ৭ ॥

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দেবগণের আহ্বানকারী, যজমানশ্রেষ্ঠ অগ্নি, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সম্প্রতি আমাদিগের এই আরব্ধ যজ্ঞে শত্রুবিজয়ী মরুৎগণের যাগ কর এবং মিত্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয়, স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমাদিগের যাগার্থ আনয়ন কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্তুত্যতম, আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবিহীন এবং দানাদিগুণসম্পন্ন ; তুমি মনুষ্যমধ্যে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান কর। হে অগ্নি, তুমি হব্য বহনপূর্বক শুদ্ধিবিধায়ক শিখাসহকারে দেবগণের মুখস্বরূপ নিজ দেবগণের নিকট সমর্পণ কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, ধনের কারণভূত স্তোত্র নিরন্তর তোমার প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চারিত হয়, কারণ তোমার আবির্ভাব হইলে যজমান দেবগণের যজ্ঞ সাধনার্থ সমর্থ হয়, তখন অঙ্গিরা ঋষিগণের মধ্যে সমধিক স্তবকারী, মেধাবী ভরদ্বাজ যজ্ঞে উল্লাসকারক স্তোত্র উচ্চারণ করেন ॥ ৩ ॥ পরিপক্কবুদ্ধি, দীপ্তিমান অগ্নি সম্যক্‌রূপে শোভা পাইতেছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পঞ্চজন হব্য প্রদানপূর্বক মর্ত অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্যদ্বারা পূজা কর ॥ ৪ ॥ যৎকালে অগ্নি-সমীপে হব্যসহকারে কুশ আহৃত হয় এবং দোষবর্জিত ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ কুশোপরি আনীত হয়, তখন ভূমির উপর তোমার আধারভূত বেদি রচিত হয় এবং সূর্যে যেরূপ তেজোরাশি সমবেত হয় তদ্রূপ যজমান কর্তৃক যাগকার্য সমাশ্রিত হয় ॥ ৫ ॥ হে বহুশিখাসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি, তুমি দীপ্তিশালী অগ্নিসহকারে প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর ; হে শক্তি-পুত্র, আমরা যেন তোমাকে হব্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া শত্রুবৎ পাপ হইতে মুক্ত হই ॥ ৬ ॥

১২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ৬ ত্রিষ্টুপ্ বা পুরোস্তাজ্জ্যোতি।
দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞের অধিপতি অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করিবার নিমিত্ত যজমানগৃহে অবস্থিতি করেন। শক্তি-পুত্র, যজ্ঞসম্পন্ন অগ্নি সূর্যের ন্যায় দূর হইতেই দীপ্তির দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করেন ॥ ১ ॥ হে যাগার্হ, দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, তুমি পরিপক্কবুদ্ধিসম্পন্ন, সমস্ত যজমান তোমাতে আগ্রহসহকারে প্রচুর হব্য অর্পণ করে, তুমি ত্রিভুবনে অবস্থিত হইয়া দেবগণের নিকট উৎকৃষ্ট মনুষ্যদত্ত হব্য বহন করিবার নিমিত্ত সূর্যের ন্যায় বেগশালী হও ॥ ২ ॥ যাঁহার সর্বব্যাপী, তেজস্বী শিখা বনে দীপ্তি পায়, প্রবৃদ্ধ সেই অগ্নি সূর্যের ন্যায় অন্তরীক্ষ পথে বিরাজ করিতেছেন এবং সকলের কল্যাণবিধায়ক বায়ুর ন্যায় অক্ষয় ও অনিবার্য অগ্নি বেগপূর্বক ওষধিমধ্যে গমন করিয়া নিজ দীপ্তিদ্বারা অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ জাতবেদা সেই অগ্নি যাচকের স্তোত্রবৎ সুখদায়ক অস্মদীয় স্তোত্রদ্বারা আমাদিগের গৃহে স্তুত হইতেছেন। যজমানগণ দ্রুমভোজী, অরণ্যাশ্রয়কারী, বৎসগণের পিতা বৃষভের ন্যায় ক্ষিপ্রকর্মকারী সেই অগ্নির স্তব করিতেছেন ॥ ৪ ॥ যৎকালে অগ্নি অনায়াসে বনসকল ভস্মসাৎ করিয়া পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয়, তখন স্তোতৃবর্গ ইহলোকে এই অগ্নির শিখাসমূহের স্তব করে। অপ্রতিহতভাবে বিচরণকারী এবং চৌরবৎ দ্রুতগামী অগ্নি মরুভূমির উপরেও বিরাজিত হয়েন ॥ ৫ ॥ হে ক্ষিপ্রগামী অগ্নি, তুমি সমস্ত অগ্নির সহিত প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা হইতে রক্ষা কর, তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর এবং দুঃখদায়ক শত্রুসৈন্য দূরীভূত কর ; আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি ॥ ৬ ॥

১৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে প্রশস্তধনসম্পন্ন অগ্নি, বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহের ন্যায় ধন, শত্রুসংহারক বল এবং অন্তরীক্ষের বৃষ্টি, এই সমস্ত সৌভাগ্য তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব হে বারিবর্ষক, তুমি স্তবার্হ ॥ ১ ॥ হে পূজনীয় অগ্নি, আমাদিগকে রমণীয় ধন প্রদান কর ; হে মনোজ্ঞদীপ্তি, তুমি সর্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় সর্বত্র অবস্থিতি কর ; হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, তুমি মিত্রের ন্যায় প্রচুর যজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত বাঞ্ছিত ধন দান কর ॥ ২ ॥ হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞার্থে সম্ভূত অগ্নি, তুমি বারিপুত্র বৈদ্যুতাগ্নির সহিত সংগত হইয়া ধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, সাধুগণের রক্ষাকারী, বুদ্ধিমান্ সেই ব্যক্তি বলদ্বারা শত্রু সংহার করেন এবং পণির শক্তি হরণ করেন ॥ ৩ ॥ হে শক্তিপুত্র, যে মানব স্তুতি, উপাসনা এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞভূমিতে ত্বদীয় তীক্ষ্ণদীপ্তি আকর্ষণ করে, হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, সেই মনুষ্য সমস্ত প্রাচুর্য ও ধান্য ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে এবং ধনসম্পন্ন হয় ॥ ৪ ॥ হে শক্তি-পুত্র অগ্নি, তুমি সমৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পুত্রসহকারে প্রশস্ত অন্ন প্রদান কর ; তুমি দানশীল, বিদ্বেষপূর্ণ রিপু হইতে বলদ্বারা যে পশুসম্বন্ধীয় অন্ন আহরণ কর, তাহাও প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে শক্তি-পুত্র অগ্নি, তুমি বলশালী, তুমি আমাদিগের উপদেষ্টা হও, আমাদিগকে অন্নসহকারে পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর ; আমি স্তুতিসমূহদ্বারা পূর্ণকাম হই ; আমরা যেন প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি ॥ ৬ ॥

১৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৬ শক্করী।

যে মানব স্তোত্রসহকারে অগ্নির পরিচর্যা ও যাগাদি কার্য করে, সে যেন শীঘ্র মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান হইয়া শোভা পায় এবং পুত্রাদির পোষণার্থ প্রচুর অন্নলাভ করে ॥ ১ ॥ একমাত্র অগ্নিই প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন ; তিনি প্রধান যাগ-কার্যনির্বাহক ও সর্বদর্শী। মনুষ্যসন্তানগণ যজ্ঞে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলিয়া স্তব করেন ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, শত্রুগণের ঐশ্বর্যসকল তাহাদিগের নিকট হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্বদীয় স্তোতৃবর্গের রক্ষণার্থ পরস্পর স্পর্ধা করে। শত্রুবিজয়ী ত্বদীয় স্তোতৃবর্গ তোমার যজ্ঞ করিয়া ব্রতবিরোধীদিগকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করে ॥ ৩ ॥ অগ্নি স্তোতৃ-বর্গকে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, শত্রুবিজয়ী ও সাধুরক্ষক পুত্র প্রদান করেন। তাঁহার সন্দর্শনে অরিগণ ত্বদীয় বলে ভীত হইয়া কম্পিত হইতে থাকে ॥ ৪ ॥ যাহার হব্যরূপ ধন শত্রুদ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত না হয় এবং যজ্ঞে অন্যান্য যজমান-দ্বারা সংভক্ত না হয়, বলশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন দেব অগ্নি সেই ব্যক্তিকে নিন্দক হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥ হে বন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী দেব অগ্নি, তুমি আমাদিগের এই শোভন স্তুতি দেবগণের নিকট প্রচার কর এবং স্তব-কারীকে গার্হস্থ্যসুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্টসকল অতিক্রম করি। আমরা ত্বদীয় রক্ষণবশতঃ তাহাদিগকে অতিক্রম করি ॥ ৬ ॥

১৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ বা অঙ্গিরা-পুত্র বীতহব্য ঋষি। জগতী ; ৩,১৫ শক্করী ; ৬ অতিশক্করী, ১০-১৪, ১৬, ১৯ ত্রিষ্টুপ্ ; ১৭ অনুষ্টুপ্ ; ১৮ বৃহতী।

হে বীতহব্য বা ভরদ্বাজ, তুমি প্রাতঃপ্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাবপবিত্র এই অতিথিকে অর্থাৎ অগ্নিকে প্রসন্ন কর। অগ্নি সকল সময় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়েন এবং অরণিদ্বয়ের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করিয়া অক্ষয় হব্য ভক্ষণ করেন ॥ ১ ॥ হে অদ্ভুত অগ্নি, তুমি অরণিমধ্যে নিহিত, স্তবার্হ ও ঊর্ধ্বশিখ ; তোমাকে ভৃগুগণ বন্ধুবৎ গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। বীতহব্য প্রতিদিন উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করেন, তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২ ॥ হে অপ্রতিহতপ্রভাব অগ্নি, যে ব্যক্তি যাগাদি অনুষ্ঠানে নিপুণ, তুমি তাহার সমৃদ্ধিবিধায়ক এবং বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট শত্রু হইতে তাহার রক্ষক হও। অতএব হে সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ শক্তি-পুত্র, তুমি বীতহব্য ভরদ্বাজকে ধন ও গৃহ প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে বীতহব্য, তুমি শোভনস্তুতিদ্বারা হব্যবাহক, দীপ্তিমান্, অতিথিবৎ পূজনীয়, স্বর্গপ্রদর্শক, মনুর যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞসম্পাদক, মেধাবী বিপ্রের ন্যায় ওজস্বী বক্তা, অধীশ্বর দেব অগ্নির প্রীতি সাধন কর ॥ ৪ ॥ যিনি ভানুদ্বারা উষার ন্যায় পৃথিবীর উপর পবিত্রতাকারিণী ও চেতনাবিধায়িনী দীপ্তিদ্বারা বিরাজিত হয়েন; যিনি সংগ্রামে শত্রুসংহারকারী বীরের ন্যায় এতশের সাহায্যার্থ শীঘ্র প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন ; যিনি সর্বভক্ষণশীল ও ক্ষয়রহিত ॥ ৫ ॥ হে স্তোতৃবর্গ, তোমরা নিরতিশয় প্রীতিভাজন, অতিথিভূত, পূজনীয় অগ্নিকে নিরন্তর ইন্ধনদ্বারা পূজা কর। তোমরা অবিনশ্বর অগ্নির সম্মুখান হইয়া স্তোত্রদ্বারা তাঁহার পরিচর্যা কর। কারণ দেবগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে দানাদিগুণসম্পন্ন অগ্নি আমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥ আমি ইন্ধনদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব করি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতাবিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন করি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্বদর্শী ও সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করি ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি অক্ষয়, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তোমাকে দৌত্যকার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রবুদ্ধ, সর্বব্যাপী, প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্বক বেদির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া এবং যজ্ঞে দেবগণের সমীপে দৌত্যকার্য করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। যেহেতু আমরা তোমার জন্য যজ্ঞ করিতেছি ও স্তোত্র পাঠ করিতেছি। অতএব ত্রিভুনবর্তী তুমি আমাদিগের সুখ বিধান কর ॥ ৯ ॥ আমরা অল্পবুদ্ধি, আমরা বিচক্ষণশ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনোজ্ঞমূর্তি ও মনোহরগতি অগ্নির পরিচর্যা করিতেছি। সর্বজ্ঞ অগ্নি যেন যাগ করেন এবং অমরগণের মধ্যে আমাদিগের হব্য প্রচার করেন ॥ ১০ ॥ হে শৌর্যসম্পন্ন অগ্নি, তুমি দূরদর্শী, যে পুরুষ তোমার স্তব করে, তুমি তাহাকে রক্ষা কর ও তদীয় মনোরথ পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি যজ্ঞ সম্পাদন বা হব্য উৎক্ষেপ করে তাহাকেই তুমি বল ও ধনদ্বারা পূর্ণ কর ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, তুমি শত্রু হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। হে বলসম্পন্ন, তুমিই আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, তোমার নিকট দোষহীন হব্য উপস্থিত হউক। তোমাকর্তৃক প্রদত্ত সহস্রপ্রকার ধন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হউক ॥ ১২ ॥ দেবগণের আহ্বানকারী, রাজা অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং জাতবেদা, সুতরাং সমস্ত ভূতজাত অবগত আছেন। তিনি দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে নিরতিশয় যাগকারী। সত্যসম্পন্ন সেই অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ করুন ॥ ১৩ ॥ হে যজ্ঞসম্পাদক, পাবনদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, অদ্য যজমান যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, তুমি তাহার অনুমোদন কর। তুমি যজমান, অতএব তুমি যজ্ঞে দেবগণের যাগ কর। যেহেতু তুমি নিজ মহিমাদ্বারা সর্বব্যাপী, অতএব হে যুবতম অগ্নি, অদ্য আমরা তোমাকে যে হব্য প্রদান করিতেছি তাহা তুমি স্বীকার কর ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, বেদির উপর যথাবিধি স্থাপিত হব্যরূপ অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করিবার জন্য এই যজমান তোমাকে সংস্থাপিত করিয়াছে। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, যাহাতে আমরা সমস্ত কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব। আমরা যেন সমস্ত দুরিত হইতে পরিত্রাণ পাই, আমরা যেন তোমার রক্ষাবশতঃ তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই ॥ ১৫ ॥ হে শোভনশিখাসম্পন্ন অগ্নি, অখিল দেবগণের সহিত সর্বাগ্রগণ্য তুমি ঊর্ণাবিশিষ্ট ঘৃতসংপৃক্ত কুলায়সদৃশ উত্তর বেদির উপর উপবেশন কর এবং হব্যদাতা যজমানের যজ্ঞ যথাযথরূপে দেবগণের নিকট বহন কর ॥ ১৬ ॥ কর্মনির্বাহক ঋত্বিক্‌গণ অথর্বা ঋষির ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিতেছেন এবং ভ্রমণশীল অমূঢ় অগ্নিকে রাত্রির অন্ধকারসমূহ হইতে আনয়ন করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থ প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক অমরগণকে আনয়ন কর। দেবগণের নিকট আমাদিগের যজ্ঞ বহন কর ॥ ১৮ ॥ হে গৃহের অধিপতি অগ্নি, মানবগণের মধ্যে আমরাই ইন্ধনদ্বারা তোমার বৃদ্ধি সাধন করিয়াছি। অতএব আমাদিগের গার্হপত্য অগ্নি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করুক। তুমি তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা আমাদিগকে যোজিত কর ॥ ১৯ ॥

১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি।
গায়ত্রী; ১,৬ বর্ধমানা; ২৭,৪৭,৪৮ অনুষ্টুপ্; ৪৬ ত্রিষ্টুপ্।
হে অগ্নি, তুমি দেবগণকর্তৃক মনুর সন্তান মানবগণের সমস্ত যজ্ঞে হোতারূপে নিয়োজিত হইয়াছ ॥ ১ ॥ তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় শিখাসমূহদ্বারা মহৎ দেবগণের যাগ কর। দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর; তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর ॥ ২ ॥ হে সৃষ্টিকারক, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি, তুমি যজ্ঞসকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবগত আছ ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি দ্বিত। হব্যদাতা ঋত্বিক্‌গণের সহিত সুখের উদ্দেশে ভরত রাজা তোমার স্তব করিয়াছিলেন। তুমি যজ্ঞে যজ্ঞার্হ। তিনি তোমার যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে এই সমস্ত নানাবিধ সুখ যেরূপ প্রদান করিয়াছিলে, সম্প্রতি হব্যদাতা ভরদ্বাজকে সেইরূপ সমুদয় প্রদান কর ॥ ৫ ॥ তুমি অমর দূত; মেধাবী ভরদ্বাজের শোভন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া তুমি দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর ॥ ৬ ॥ হে দেব অগ্নি, ধার্মিক মনুষ্যগণ দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ যজ্ঞসকলে তোমার স্তব করেন ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি দানশীল, আমি তোমার মনোহর দীপ্তির এবং কার্যের পূজা করিতেছি। যাহারা তোমার অনুগ্রহে পূর্ণকাম হইয়াছে তাহারা সকলেই তোমার পরিচর্যা করে ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি শিখারূপ মুখদ্বারা হব্যবহনকারী ও সুবিচক্ষণ, তোমাকে মনু হোতৃকার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের যাগ কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যভক্ষণার্থ আগমন কর এবং দেবগণের নিকট হব্যবহনার্থ স্তুতিভাজন হইয়া হোতাস্বরূপ কুশোপরি উপবেশন কর ॥ ১০ ॥ হে অঙ্গিরা, আমরা ইন্ধন ও আজ্যদ্বারা তোমাকে প্রবর্ধিত করিতেছি, অতএব হে যুবতম অগ্নি, তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর ॥ ১১ ॥ হে দেব অগ্নি, তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদিসহকারে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুকর হইতে মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরচিনাশক ॥ ১৪ ॥ হে বর্ষণকারী অগ্নি, তুমি দস্যুহন্তা ও প্রতি যুদ্ধে ধনবিজয়ী, ঋষি পাথ্য তোমাকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি আগমন কর, কারণ আমি তোমার নিকট এইরূপে স্তোত্র উচ্চারণ করিব। তুমি এই সমস্ত সোমদ্বারা বর্ধিত হও ॥ ১৬ ॥ হে অগ্নি, তুমি যে কোন স্থানে যে কোন যজমানের প্রতি চিত্ত সমর্পিত কর, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং তথায় তুমি অবস্থিতি কর ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি, ত্বদীয় পূর্ণদীপ্তি যেন দৃষ্টিবিঘাতক না হয়। হে উপাসকগণের গৃহপ্রদাতা, তুমি আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর ॥ ১৮ ॥ আমরা হব্যবাহক, দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ও সাধুরক্ষক অগ্নিকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ নিজ মহিমাদ্বারা শত্রুসংহারকারী, অধৃষ্য ও অপ্রতিহত অগ্নি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অখিল পার্থিব ধন প্রদান করুন ॥ ২০ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রাচীনবৎ নবীন দীপ্তিদ্বারা এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছ ॥ ২১ ॥ হে বন্ধুগণ, তোমরা শত্রুহন্তা ও বিধানকর্তা অগ্নির স্তোত্র গান কর এবং তাঁহাকে হব্য প্রদান কর ॥ ২২ ॥ যিনি মানবগণের প্রতিযুগে দেবগণের আহ্বানকারী, প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞ, দেবগণের দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, সেই অগ্নি যেন আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করেন ॥ ২৩ ॥ হে গৃহপ্রদাতা অগ্নি, তুমি এই যজ্ঞে দুই দীপ্তিমান্ ও বিশুদ্ধকর্মকারী দেব, মিত্র ও বরুণ এবং আদিত্যগণ, মরুৎগণ, স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ কর ॥ ২৪ ॥ হে শক্তি-পুত্র অগ্নি, তুমি অবিনশ্বর, তোমার প্রশস্ত দীপ্তি মর্ত্য উপাসককে অন্ন প্রদান করে ॥ ২৫ ॥ হে অগ্নি, হব্যদাতা অদ্য কার্যদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিয়া অতি প্রশংসনীয় ও মহৈশ্বর্যশালী হউক। সেই মানব সর্বদা যেন সম্যক্‌রূপে ত্বদীয় স্তোত্র উচ্চারণ করে ॥ ২৬ ॥ হে অগ্নি, ত্বদীয় যে সকল স্তোত্রকারী তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়, তাহারা অন্ন কামনা করিয়া আক্রমণকারী শত্রুগণকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমস্ত অন্ন লাভ করে ॥ ২৭ ॥ অগ্নি যেন নিজ তীক্ষ্ম দীপ্তিদ্বারা হব্য গ্রহণ করিয়া শত্রু সংহার করেন এবং আমাদিগকে ধন প্রদান করেন ॥ ২৮ ॥ হে সর্বদর্শী জাতবেদা, তুমি শোভন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ধন আহরণ কর। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, তুমি রাক্ষসগণকে বিনাশ কর ॥ ২৯ ॥ হে জাতবেদা, তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে মন্ত্রের উৎপাদক অগ্নি, তুমি বিদ্বেষকারী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ হে অগ্নি, যে দুষ্টাভিপ্রায় মানব ভীষণ অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহা হইতে এবং পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৩১ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, যে মানব আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুষ্কর্মকারী মনুষ্যকে জ্বালারূপ জিহ্বাদ্বারা অপসারিত কর ॥ ৩২ ॥ হে শত্রুবিজয়ী অগ্নি, তুমি ভরদ্বাজকে অপরিমিত সুখ ও বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর ॥ ৩৩ ॥ স্তুতিদ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপধনলিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্রবর্ণ অগ্নি শত্রুদিগকে নাশ করিবার নিমিত্ত হব্যদ্বারা আহূত হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ মাতা পৃথিবীর গর্ভভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষয় বেদির উপর দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের উত্তর বেদি নামক স্থানে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩৫ ॥ হে সর্বদর্শী জাতবেদা, তুমি আমাদিগের নিকট সন্ততিসহকারে এরূপ অন্ন আনয়ন কর, যাহা স্বর্গলোকে দীপ্তি প্রকাশ করে ॥ ৩৬ ॥ হে শক্তিপুত্র অগ্নি, তুমি রম্যদর্শন, আমরা হব্যরূপ অন্নপ্রদানপূর্বক তোমার নিকট স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি রমণীয় তেজঃসম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি বাণদ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুকের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরীসকল নষ্ট করিয়াছ ॥ ৩৯ ॥ ঋত্বিক্‌গণ হব্যভোজী শোভনযাগনিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় হস্তে ধারণ করেন, সেই অগ্নির পরিচর্যা কর ॥ ৪০ ॥ দেবগণের ভক্ষ্যদ্রব্যের ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টধনপ্রদাতা দেব অগ্নির আহরণ কর। সেই অগ্নি নিজ উচিত স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৪১ ॥ প্রাদুর্ভূত, অতিথিবৎ প্রিয়, গৃহাধিপতি অগ্নিকে জ্ঞানপ্রদায়ক আহরণীয় অগ্নিতে সংস্থাপিত কর ॥ ৪২ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি, তুমি সেই সকল সুশিক্ষিত অশ্বগণকে নিজরথে যোজিত কর, যে সকল অশ্ব তোমাকে শীঘ্র যজ্ঞে আনয়ন করে ॥ ৪৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হব্য ভোজন এবং সোমরস পান করিবার নিমিত্ত দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর ॥ ৪৪ ॥ হে হব্যবাহক অগ্নি, তুমি উদ্ধতভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয়দীপ্তিসম্পন্ন অমর, তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও ॥ ৪৫ ॥ যে কোন হব্যপ্রদানকারী মনুষ্য হব্যদ্বারা দেবপূজা করিবেন, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর হোতৃভূত, সত্যসহকারে যাগকারী অগ্নির পূজা করেন। তিনি যেন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হব্যদ্বারা অগ্নির পূজা করেন ॥ ৪৬ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমাকে হৃদয়দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌-রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্বোক্তরূপ হব্য হউক ॥ ৪৭ ॥ অগ্নি শত্রুর ধন হরণ করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণের সংহার করিয়াছেন। দেবগণ অগ্নিকে প্রধান ও প্রধানতঃ বৃত্রহন্তা বোধ করিয়া উদ্দীপিত করেন ॥ ৪৮ ॥

১৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ; ১৫ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্‌।

হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র, তুমি যে সোমপান করিবার নিমিত্ত পণিগণকর্তৃক অপহৃত গোসমূহ প্রকাশিত করিয়াছিলে, অঙ্গিরাগণকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই সোমরস পান কর। হে শত্রুনিধনকারী বজ্রপাণি, তুমি বলসম্পন্ন হইয়া অখিলবিঘ্নকারী শত্রুকে সংহার করিয়াছ ॥ ১ ॥ হে নীরস সোমপায়ী, রক্ষাকারী, মনোজ্ঞহন্তু ও স্তোতৃগণের কাম-পূরক ইন্দ্র, তুমি এই সোমরস পান কর। হে গোত্রভিৎ, বজ্রধর, অশ্বনিয়ন্তা ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে বিবিধ অন্ন প্রদান কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি পুরাতন সোমের ন্যায় এই সোম পান কর। ইহা তোমার হর্ষ উৎপাদন করুক। আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ কর এবং ইহা দ্বারা বর্ধিত হও। সূর্যকে প্রকাশিত কর, আমাদিগকে অন্ন ভোজন করাও, আমাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর এবং পণিগণকর্তৃক অপহৃত ধেনুবৃন্দ প্রকাশিত কর ॥ ৩ ॥ হে অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, তুমি দীপ্তিশালী, এই সমস্ত পীত মাদক সোমরস তোমাকে বিশেষরূপে অভিষিক্ত করুক। বলশালী তুমি সর্বগুণে গুণবান, সমর্থ, বিচিত্র ও শত্রুনিধনকারী ; মদকর এইসকল সোমরস তোমার নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সোমরসদ্বারা উল্লাসিত হইয়া নিবিড় তমঃ ভেদ করিয়া সূর্য ও উষাকে স্থাপিত করিয়াছ এবং স্বস্থান হইতে অবিচলিত ধেনুগণের চারিদিকে অবস্থিত মহা অদ্রি বিদারণ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি নিজ জ্ঞান, কার্য ও শক্তিদ্বারা অপরিণত গোসমূহে পরিণত দুগ্ধ অর্পণ করিয়াছ ; তুমি ধেনুগণের নিগমনের নিমিত্ত দৃঢ় দ্বারসকল উদ্ঘাটিত করিয়াছ ; তুমি অঙ্গিরাগণের সহিত সমবেত হইয়া গোষ্ঠ হইতে ধেনুবৃন্দ উন্মুক্ত করিয়াছ ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, মহৎকার্যদ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। তুমি বলশালী, তুমি বিশাল স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি পুরাতন মাতা ঋতের কন্যা ও দেবমাতা স্বর্গ ও পৃথিবী পোষণ করিতেছ ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎকালে পাপিষ্ঠ বৃত্র দেবগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন সমস্ত দেবগণ যুদ্ধার্থ বলশালী তোমাকে আপনাদিগের অগ্রে অধ্যক্ষস্বরূপ স্থাপন করিয়াছিলেন। মরুৎগণ সংগ্রামে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ যৎকালে অন্নপ্রদাতা ইন্দ্র আক্রমণকারী অহিকে বধ করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত করিলেন তৎকালে স্বর্গ ত্বদীয় বজ্র ও ক্রোধ এই উভয়ের ভয়ে অবসন্ন হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ হে প্রচণ্ডবলশালী ইন্দ্র, ত্বষ্টা তোমার জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র, তদ্দ্বারা তুমি উগ্রকাম, উদ্ধতপ্রকৃতি, বিকটশব্দকারী অহিকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছ ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হইয়া তোমাকে স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটি নদী প্রবাহিত হউক ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃত্র কর্তৃক সমাচ্ছাদিত নদীসকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করিয়াছ ; তুমি জলরাশি মুক্ত করিয়াছ। তুমি সেই সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করিয়াছ ; তুমি বেগবান্ সলিলরাশিকে সমুদ্রে লইয়া গিয়াছ ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, এইরূপে তুমি সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠানকারী, ঐশ্বর্যশালী, মহান্, ওজস্বী, ক্ষয়রহিত, বলপ্রদাতা, শোভনসন্ততিমান, অস্ত্রধারী ও বজ্রধর ; তোমাকে আমাদিগের নবীন স্তোত্র আমাদিগের রক্ষা করণে প্রবর্তিত করুক ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা দীপ্তিসম্পন্ন ও মেধাবী ; তুমি আমাদিগকে বল, পুষ্টি, অন্ন ও ধন লাভের নিমিত্ত আশ্রয় প্রদান কর। পরিচারকগণের সহিত ভরদ্বাজকে স্তবকারী পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর এবং ভবিষ্যতে আমাদিগের রক্ষক হও ॥ ১৪ ॥ আমরা যেন এই স্তুতিদ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত অন্ন লাভ করি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি ॥ ১৫ ॥

১৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ভরদ্বাজ, তুমি অভিভবকারী, তেজোবিশিষ্ট, শত্রুনিধনকারী, অধৃষ্য ও বহুলোকের আহূত ইন্দ্রেরই স্তব কর ; তুমি এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা অপ্রতিহতপ্রভাব, ওজস্বী, শত্রুবিজয়ী ও মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্রের সংবর্ধনা কর ॥ ১ ॥ তিনি যোদ্ধা, দানশীল, যুদ্ধব্যাপৃত, সহানুভূতিসম্পন্ন, বহুলোকের উপকারক, শব্দকারী, ঋজীষ, সোমপায়ী, সংগ্রামে ধূলিউত্থাপক, বলশালী এবং মনুর সন্তানগণের প্রধান রক্ষাকারী ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দস্যুদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করিয়াছ এবং তুমিই প্রধানতঃ আর্যদিগকে পুত্রদাসাদি প্রদান করিয়াছ। হে ইন্দ্র, তোমার তাদৃশ বীর্য আছে। তুমি সময়ে সময়ে সেই বীর্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিও ॥ ৩ ॥ তথাপি হে বলবত্তম ইন্দ্র, তুমি বহু যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও অস্মদীয় শত্রুগণের হিংসাকারী ; তোমার তাদৃশ প্রচণ্ড ও প্রবুদ্ধ বল আছে, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি। কারণ তুমি ওজস্বী, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শত্রুগণের অজেয় অথচ জেয়শত্রুগণের নিধনকারী ॥ ৪ ॥ হে অবিচলিত পর্বতাদির সঞ্চালনকারী, মনোজ্ঞদর্শন ইন্দ্র, আমাদিগের পুরাতন বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। তুমি স্তবকারী অঙ্গিরাগণের সহিত অস্ত্রনিক্ষেপকারী বলকে বধ করিয়াছ এবং তদীয় নগর ও নগরদ্বারসকল উদ্ঘাটিত করিয়াছ ॥ ৫ ॥ ওজস্বী, স্তোতৃগণের সামর্থ্যবিধায়ী ইন্দ্র, মহাসংগ্রামে স্তোতৃবর্গের আহ্বানার্হ ; বজ্রধারী ও সংগ্রামে স্তোত্রদ্বারা বিশিষ্টরূপে বন্দনীয় সেই ইন্দ্র পুত্র ও পৌত্রগণের লাভার্থও বন্দনীয় হয়েন ॥ ৬ ॥ তিনি অক্ষয়, শত্রুদমনকারী, ও বলদ্বারা মানবজন্মের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র কীর্তি, বল, ধন ও বীরত্বের সহিত একত্র অবস্থিতি করেন ॥ ৭ ॥ যিনি কখনও হতবুদ্ধি হয়েন নাই, যিনি কখনও নিষ্ফল বস্তুর উৎপাদক হয়েন নাই, প্রসিদ্ধনামা যিনি শত্রুদিগের পুরীনাশে এবং নিধনে বিশেষ সচেষ্ট ; হে ইন্দ্র, সেই তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ণকে সংহার করিয়াছ ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ঊর্ধ্বগামী, শত্রুহ্রাসকারী, প্রশস্ততর বলসহকারে সংহারার্থ রথোপরি আরোহণ কর। দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ কর। হে ধনপ্রদাতা, তুমি গমনপূর্বক শত্রুদিগের মায়া একবারে উচ্ছেদ কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, অগ্নি যেরূপ নীরস বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ত্বদীয় বজ্র শত্রু সংহার করে, তুমি বজ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় ভয়ংকর। তুমি নিঃশেষরূপে রাক্ষসসকলকে ভস্মসাৎ কর। তুমি অনিবার্য ও বিপুল বজ্রদ্বারা শত্রুগণকে পেষণ করিয়াছ, সিংহনাদ করিয়াছ এবং সমস্ত দুরিত নষ্ট করিয়াছ॥ ১০॥ হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন, বহুলোকের বন্দনীয় শক্তিপুত্র ইন্দ্র, কেহ বলদ্বারা তোমাকে বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না। তুমি অসংখ্য বলশালী, বাহনদ্বারা ধনসহকারে আমাদের নিকট আগমন কর॥ ১১॥ ঐশ্বর্যশালী, শত্রুনিহন্তা, প্রাচীন ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করিয়াছে। এই ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ, উপমান, অথবা আদর্শ নাই॥ ১২॥ হে ইন্দ্র, তুমি কুৎস, আয়ুত অতিথিগ্ব দিবোদাস এই তিনজনের জন্য যে মহৎ কার্য সাধন করিয়াছ, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত আছে, তুমি অতিথিগ্বকে বহু সহস্র ধন প্রদান করিয়াছ এবং বিজয়ী বজ্রদ্বারা পৃথিবীস্থিত দ্রুতগামী অতিথিগ্বকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ॥ ১৩॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন, অখিলস্তোতৃগণ অহি সংহারের নিমিত্ত তোমার স্তব করিয়াছেন। স্তোতৃবর্গের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তুমি দারিদ্র্যপীড়িত যজমান ও তদীয় পুত্রকে ধন প্রদান করিয়াছ॥ ১৪॥ হে ইন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী ও অমর দেবগণ ত্বদীয় বল স্বীকার করে। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র, তুমি অসম্পাদিত কার্যের অনুষ্ঠান কর এবং ত্বদীয় যজ্ঞসকলে নূতন স্তোত্রের উৎপত্তি বিধান কর॥ ১৫॥

১৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

রাজার ন্যায় জনগণের অভীষ্টপূরক, প্রভূত বলশালী ইন্দ্র এস্থানে আগমন করুন। স্বর্গ ও মর্ত উভয় লোকের উপর বিস্তৃতপরাক্রম এবং শত্রু বলদ্বারা অপ্রতিহতপ্রভাব ইন্দ্র যেন আমাদিগের নিকট বীরত্ব প্রকাশের জন্য বৃদ্ধিলাভ করেন। তিনি বিপুলদেহ ও প্রখ্যাতগুণ, যজমানগণ যেন তাঁহার সমুচিত পরিচর্যা করেন॥ ১॥ মহান্, দ্রুতগামী, অক্ষয়, নিত্যতরুণ, অজেয়, বলে বলবান্ ও দ্রুতবর্ধনশীল ইন্দ্রকে আমাদিগের স্তোত্র দানার্থ উত্তেজিত করে॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্নদানার্থ আমাদিগের অভিমুখে তোমার বিস্তীর্ণ, কর্মক্ষম ও দানশীল করদ্বয় প্রসারিত কর। হে জিতেন্দ্রিয়, পশুপালক যেরূপ পশুযূথকে সঞ্চারিত করে, তদ্রূপ তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে সঞ্চারিত করিও॥ ৩॥ আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া এই যজ্ঞে বলবান্ সহায় মরুৎগণের সহিত শত্রুনিহন্তা, প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র, ত্বদীয় প্রাচীন স্তোতৃবর্গের ন্যায় আমরাও যেন অনিন্দ্য, পাপরহিত ও অহিংসিত হই॥ ৪॥ নদীসকল যেরূপ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ তাবৎ হিতকর, ধনব্রত, রক্ষক, ধনদাতা, সোমরসপ্রবৃদ্ধ, বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি ও অন্নদাতা সেই ইন্দ্রে সমবেত হয়॥ ৫॥ হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে প্রকৃষ্টতম বল প্রদান কর। হে শত্রুবিজয়ী, আমাদিগকে দুঃসহ ও ওজস্বিতম দীপ্তি প্রদান কর। হে অশ্বাধিপতি, তুমি আমাদিগের সুখবিধানার্থ মনুষ্যগণের ভোগের উপযোগী সমুজ্জ্বল ও বলকারক তাবৎ ধন আমাদিগকে অর্পণ কর॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে শত্রুসৈন্যবিজয়ী ও অনিবার্য সেই উল্লাস প্রদান কর। তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা বিজয়লাভ করিয়া সেই উল্লাসবশতঃ পুত্রপৌত্রলাভার্থ তোমার স্তব করিতে পারিব॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে অর্থোৎপাদক, শক্তিবিধায়ক, প্রভূত বল প্রদান কর। তোমাকতৃক রক্ষিত হইয়া আমরা সংগ্রামে কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, সমস্ত শত্রুকে সেই বলদ্বারা সংহার করিতে সমর্থ হইব॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তেজোবিধায়ী ত্বদীয় বল পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বভাগ হইতে যেন আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে। ইহা যেন প্রতিদিক হইতে আমাদিগের নিকট আগমন করে। তুমি আমাদিগকে সর্বপ্রকার সুখের সহিত ধন প্রদান কর॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, আমরা ত্বদীয় রক্ষাদ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিচারকবৃন্দ ও কীর্তিসহকারে অভিলষিত ধন উপভোগ করিতেছি। হে ইন্দ্র, তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় ধনের অধিপতিস্বরূপ বিরাজ করিতেছ, অতএব তুমি আমাদিগকে মহৎ, অসীম এবং মহামূল্য রত্ন প্রদান কর॥ ১০॥ আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এই যজ্ঞে সেই ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি। তিনি মরুৎগণ-সমবেত, অভীষ্টবর্ষী, সমৃদ্ধ, শত্রুদ্বারা অকদর্থিত, দীপ্তিমান্, শাসনকারী, সর্বাভিভাবী, প্রচণ্ড ও বলপ্রদ॥ ১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে বজ্রধর, আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করে, তাহাকে খর্ব কর। সম্প্রতি আমরা তোমাকে যুদ্ধকালে এবং পুত্র, পশু ও উদক লাভের নিমিত্ত আহ্বান করি ॥ ১২ ॥ হে বহুলোকের বন্দনীয় ইন্দ্র, আমরা যেন এই সমস্ত বন্ধু কার্যদ্বারা তোমার সহিত সমুদয় শত্রু সংহারপূর্বক তাহাদিগের অপেক্ষা প্রবল হই। হে বীর, আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্যদ্বারা সুখী হই ॥ ১৩ ॥

২০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৭ বিরাট্।

হে শক্তি-পুত্র ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটি পুত্র প্রদান কর। সূর্য যেরূপ নিজ দীপ্তিদ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, তদ্রূপ সেই পুত্ররূপ ধন সংগ্রামে বলদ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১ ॥ বস্তুতঃ হে ইন্দ্র, স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা সূর্যের ন্যায় তোমাতে সমস্ত বল অর্পণ করিয়াছেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া সেই বলদ্বারা বারিনিরোধক অহি বৃত্রকে বধ করিয়াছ ॥ ২ ॥ যৎকালে হিংসকগণের হিংসাকারী, নিরতিশয় ওজস্বী, বলবত্তম, অন্নদাতা ও প্রবৃদ্ধতেজা ইন্দ্র শত্রুপুরীসমূহের বিদারক বজ্র প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি মধুর সোমরসের অধিপতি হইলেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, রণস্থলে বহু হব্যপ্রদাতা, তোমার সহায়ভূত মেধাবী কুৎস হইতে ভীত হইয়া পণিগণ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি বলশালী শুষ্ণের কপটতা আয়ুধদ্বারা খর্ব করিয়া সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ যখন বজ্র পতনে শুষ্ণ প্রাণ ত্যাগ করিল, তখন মহা পীড়নকারী শুষ্ণের সমগ্র বল বিনষ্ট হইল এবং ইন্দ্র সূর্যের পূজার নিমিত্ত নিজ সারথীভূত কুৎসের ব্যবহারার্থ নিজ রথ বিস্তৃত করিলেন ॥ ৫ ॥ যৎকালে ইন্দ্র উপদ্রবকারী নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়া এবং সয়ের পুত্র নিদ্রিত নমীকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় ধন ও অন্নদ্বারা তাঁহাকে যোজিত করিলেন, তখন শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিকট মদকর সোম বহন করিয়াছিল ॥ ৬ ॥ হে বজ্রধর, তুমি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরীসকল বলদ্বারা বিদারিত করিয়াছ। হে বদান্য ইন্দ্র, তুমি হব্যরূপ ধনপ্রদাতা রাজর্ষি ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করিয়াছ ॥ ৭ ॥ অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোণি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় রাজা দোতনের নিকট সর্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ অপ্রতিহতপ্রভাব ইন্দ্র, হস্তে শত্রুনাশক বজ্র ধারণপূর্বক স্পর্ধাকারী শত্রুগণের সংহার করেন। বীর যেরূপ রথে আরোহণ করে, তদ্রূপ তিনি নিজ যুগ্মাশ্ব রথে আরোহণ করেন। বাঙ্মাত্রে নিযুক্ত ত্বদীয় অশ্বদ্বয় মহেন্দ্রকে বহন করে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা ত্বদীয় রক্ষাদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া নূতন ধন প্রার্থনা করিতেছি। তুমি যজ্ঞবিঘাতকদিগকে নষ্ট করিয়া পুরুকুৎসকে ধন প্রদান পুরঃসর বজ্রদ্বারা শরতের সপ্তপুরী বিদারিত করিয়াছ, মনুষ্যগণ যজ্ঞে এই স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ধনার্থী হইয়া কবিপুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হইয়াছ। তুমি নববাস্তুকে বধ করিয়া ক্ষমতাশালী পিতা উশনার নিকট ত্বদীয় দেয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছ ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুগণের কম্পনবিধায়ী, তুমি ধুনিকর্তৃক নিরুদ্ধ বারিরাশিকে বেগবতী নদীসকলের ন্যায় প্রবাহিত করাইয়াছ। হে বীর, যৎকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলে, তখন সমুদ্রপারে অবস্থিত তুর্বশ ও যদুকে সমুদ্র পার করাইয়াছিলে ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, সংগ্রামে এ সমস্ত তোমারই কার্য। তুমি সুপ্তধুনি ও চুমুরিকে মহা নিদ্রায় অভিভূত করিয়াছ। তৎপরে দভীতিনামক রাজর্ষি সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় করিয়া হব্যরূপ অন্নদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ সূক্ত। দেবতা ইন্দ্র ; ৯,১১ বিশ্বদেবগণ। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বীর ইন্দ্র, তুমি রথারূঢ়, অক্ষয় ও নবীনতর। একান্ত অভিলাষী, স্তবকারী ভরদ্বাজের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র তোমাকে আহ্বান করিতেছে। শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যহেতু ধন তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছে॥ ১॥ যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন ও যজ্ঞদ্বারা উল্লাসিত হয়েন, যিনি বিবিধজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহার মাহাত্ম্য স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করে, আমি সেই ইন্দ্রের স্তব করি॥ ২॥ সেই ইন্দ্রই অপ্রকাশিত বিস্তীর্ণ অন্ধকার সূর্যদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। হে বলশালী অবিনশ্বর ইন্দ্র, যে কোন সময়ে মর্ত্যগণ তোমার বসতির যাগ করিতে অভিলাষ করে, তাহারা কখনই কাহাকেও হিংসা করে না॥ ৩॥ যে ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ লোকের মধ্যে আছেন? হে ইন্দ্র, কীদৃশ যজ্ঞ তোমার হৃদয়ের প্রীতিকর, কোন্ স্তোত্র তোমাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ? কোন্ হোতাই বা তোমার প্রীতিবিধানে সমর্থ?॥ ৪॥ হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র, পূর্বকালজাত পুরাতন ঋষিগণ ইদানীন্তন সময়ের ন্যায় যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তোমার বন্ধু হইয়াছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেইরূপ হইয়াছেন। অতএব হে বহুলোকের বন্দনীয়, তুমি অর্বাচীন এই ব্যক্তিরও স্তোত্র শ্রবণ কর॥ ৫॥ হে বীর, স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র, অর্বাচীন মনুষ্যগণ তোমার পূজার্থ স্বদীয় উৎকৃষ্ট পুরাতন ও মহৎ কার্যসকল স্তোত্রদ্বারা নিবদ্ধ করে। আমরা যে সকল কর্ম অবগত আছি, তদ্দ্বারা তোমার স্তব করিতেছি। তুমি বলশালী॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, রাক্ষসগণের বল তোমার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সেই প্রাদুর্ভূত মহাবলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। হে শত্রুবিজয়ী, তুমি পুরাতন, সহচর, মিত্রভূত নিজ বজ্রদ্বারা সেই বল দূরীভূত কর॥ ৭॥ হে স্তোতৃবর্গের পোষণকারী, বীর ইন্দ্র, তুমি ইদানীন্তন স্তোত্রকারীর স্তোত্র শীঘ্র শ্রবণ কর, কারণ তুমি পূর্বকালে যজ্ঞে সর্বদা পিতৃগণের বন্ধুর ন্যায় আহ্বান শ্রবণ করিতে॥ ৮॥ অদ্য আমাদিগের আশ্রয় ও রক্ষার নিমিত্ত বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা, বিষ্ণু, বহুকর্মনিষ্পাদক অগ্নি, সবিতা, ওষধিসমূহ ও পর্বতগণকে প্রসন্ন কর॥ ৯॥ হে বহুশক্তিসম্পন্ন ও সম্যক্‌রূপে যাগার্হ ইন্দ্র, এই স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। হে স্তূয়মান অবিনশ্বর ইন্দ্র, আমি স্তবকারী, তুমি আমার স্তোত্র শ্রবণ কর, কারণ কোনও দেবই তোমার সদৃশ নহে॥ ১০॥ হে শক্তিপুত্র সর্বজ্ঞ ইন্দ্র, তুমি মদীয় বাক্যে যজ্ঞার্হ সেই সমস্ত দেবগণের সহিত শীঘ্র আগমন কর। যাঁহারা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারা যজ্ঞ ভোজন করেন এবং যাঁহারা মনুকে শত্রুবিজয়ী করিয়াছেন॥ ১১॥ হে মার্গনির্মাতা সর্বজ্ঞ ইন্দ্র, তুমি সুগম ও দুর্গম পথে আমাদিগের পুরোযায়ী হও। হে ইন্দ্র, ক্লান্তিরহিত, বিপুল বাহকশ্রেষ্ঠ স্বদীয় অশ্বগণদ্বারা তুমি আমাদিগের নিকট অন্ন বহন কর॥ ১২॥

২২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মানবগণের যিনি একমাত্র আহ্বানযোগ্য, যিনি স্তোতৃবর্গের নিকট আগমন করেন, যিনি অভীষ্টপূরক, বলবান্, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুবিজয়ী, বিবিধজ্ঞানসম্পন্ন ও শক্তিমান্, আমি এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা সেই ইন্দ্রের স্তব করিতেছি॥ ১॥ আমাদিগের প্রাচীন পিতা নবগ্ব সপ্তর্ষিগণ হব্যপ্রদানপূর্বক সেই ইন্দ্রেরই স্তব করিয়াছিলেন, তিনি শত্রুগর্বখর্বকারী, পর্যটনকারী, মেঘসমূহে অবস্থিত ও অলঙ্ঘবাক্॥ ২॥ আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট পুত্রপৌত্রাদি পরিচারকবর্গ ও পশুযূথসহকারে অবিচ্ছিন্ন, অক্ষয় ও সুখদায়ক ধন প্রার্থনা করিতেছি। হে অশ্বগণের অধিপতি, তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত সেই ধন আহরণ কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, যদি পূর্বকালে স্বদীয় স্তোতৃগণ সুখলাভ করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকেও সেই সুখ প্রদান কর। হে দুর্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্যশালী পুরুহূত, তুমি অসুরনিহন্তা, তোমার জন্য কোন্ ভাগ ও কোন্ হব্য কল্পিত হইয়াছে?॥ ৪॥ যে যজমান স্তুতিদ্বারা বজ্রপাণি, রথারূঢ়, বহুলোকের আশ্রয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাতা, বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী, বলপ্রদাতা ইন্দ্রের গুণ কীর্তন করে, সেই যজমান শীঘ্র সুখলাভ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং শত্রুর সম্মুখীন হয় ॥ ৫ ॥ হে নিজবলে বলীয়ান্ ইন্দ্র, তুমি এই মায়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্বযুক্ত ও মনোবৎ বেগগামী বজ্রদ্বারা চূর্ণ করিয়াছ। হে শোভনদীপ্তিশালী মহেন্দ্র, তুমি নিজ দুর্ধর্ষ বজ্রদ্বারা অক্ষয়, অশিথিল ও দৃঢ় পুরীসকল ভগ্ন করিয়াছ ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমি প্রাচীনদিগের ন্যায় প্রাচীন ও নিরতিশয় বলশালী তোমার গৌরব নবীনতর স্তোত্রদ্বারা বিস্তৃত করিতেছি। অপরিমেয় ও শোভনবহনকারী ইন্দ্র যেন আমাদিগকে সমস্ত বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করেন ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি উৎপীড়কদিগের জন্য পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষস্থিত স্থানসকল সন্তপ্ত কর। হে অভীষ্টবর্ষী, তুমি নিজ দীপ্তিদ্বারা সর্বত্র তাহাদিগকে দাস কর এবং স্তুতি দ্বেষ্টার নিমিত্ত স্বর্গ ও অন্তরীক্ষকে সন্তপ্ত কর ॥ ৮ ॥ হে সমুজ্জ্বলমূর্তি ইন্দ্র, তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব জনগণের অধীশ্বর, হে স্তুত্যতীত ইন্দ্র, তুমি যে বজ্রদ্বারা মায়া উচ্ছিন্ন কর, দক্ষিণ হস্তে সেই বজ্র ধারণ কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে সমবেত, বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। হে বজ্রধর, তুমি যে সম্পত্তিদ্বারা কি দস্যু কি আর্য সমুদয় মানবশত্রুকে সুজেয় সম্পাদন করিয়াছ ॥ ১০ ॥ হে বহু লোকের বন্দনীয়, সৃষ্টিবিধায়ক, যাগার্হ ইন্দ্র, তুমি সর্বপ্রশংসিত সেই সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট আগমন কর, যাহাদিগকে কি অদেব, কি দেব, কেহই নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই সমুদয় অশ্ব সমভিব্যাহারে তুমি শীঘ্র আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হও ॥ ১১ ॥

২৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, সোমরস অভিষুত, মহাস্তোত্র পঠিত ও উপাসনা সম্পাদিত হইলে, তুমি নিজ রথে অশ্ব যোজনা করিতে প্রস্তুত হও, অথবা, হে মঘবা, তুমি হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া রথে যোজিত অশ্বদ্বয়সহকারে আমাদিগের নিকট আগমন কর ॥ ১ ॥ অথবা, হে ইন্দ্র, তুমি স্বর্গে বীরসেব্য সংগ্রামে উপস্থিত হইলে অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা কর এবং নির্ভীক হইয়া ধার্মিক, সন্ত্রস্ত যজমানের বিঘ্নকারী দস্যুগণকে বশীভূত কর ॥ ২ ॥ যিনি স্তবকারীকে নিরাপদ মার্গে লইয়া যান, সেই ভীষণ ইন্দ্র অভিষুত সোমরস পান করুন। তিনি যেন যাগকুশল সোমাভিষবকারীকে স্থান ও স্তবকারীকে ধন দান করেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র বজ্রধর ও সোমপায়ী, তিনি ধেনু ও মনুষ্যের জন্য বহুপুত্রোপেত পুত্র প্রদান করেন এবং স্তবকারীর স্তোত্র শ্রবণ ও স্বীকার করেন, তিনি যেন নিজ অশ্বদ্বয়সহকারে সমুদয় যাগে আগমন করেন ॥ ৪ ॥ যিনি প্রাচানকাল হইতে আমাদিগের জন্য কার্য করিতেছেন, আমরা সেই ইন্দ্রের অভিলষিত স্তোত্র উচ্চারণ করি। সোমরস অভিষুত হইলে তাঁহার স্তব করি এবং তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য যেন তাঁহার বৃদ্ধিকারক হয় এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করি ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তোত্রসকল বৃদ্ধিবিধায়ক করিয়াছ বলিয়া আমরা বুদ্ধিপূর্বক সেইগুলি তোমার উদ্দেশে উচ্চারণ করি। হে অভিষুতসোমপায়ী ইন্দ্র, আমরা যেন হব্যসহকারে নিরতিশয় সুখ-দায়ক এবং রমণীয় স্তোত্র প্রদান করি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রীত হইয়া আমাদিগের পুরোডাশ স্বীকার কর। দধ্যাদিমিশ্রিত সোমরস শীঘ্র পান কর। যজমানপ্রদত্ত কুশোপরি উপবেশন কর। যে যজমান তোমার উপর নির্ভর করেন, তাঁহার স্থান বিস্তৃত কর ॥ ৭ ॥ হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র, তুমি স্বেচ্ছানুসারে উল্লাসিত হও। এই সমস্ত সোমরস তোমার নিকট উপস্থিত হউক। হে পুরুহূত, আমাদিগের আহ্বান যেন তোমার নিকট উপস্থিত হয়। এই স্তুতি যেন আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে প্রবৃত্তি প্রদান করে ॥ ৮ ॥ হে বন্ধুগণ, সোমরস অভিষুত হইলে তোমরা সেই বদান্য ইন্দ্রকে ইচ্ছানুরূপ সোমরসদ্বারা প্রসন্ন কর। তাঁহার জন্য ইহার পরিমাণ যেন প্রচুর হয়, কারণ তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে পোষণ করিবেন। ইন্দ্র অভিষবকারী যজমানের প্রতি যত্ন লইতে অবহেলা করেন না ॥ ৯ ॥ সোমরস অভিষুত হইলে হব্যদাতার ঈশ্বর ইন্দ্র স্তোতার সন্মার্গপ্রদর্শক এবং বাঞ্ছিত ধনপ্রদাতা হইবেন বলিয়া ভরদ্বাজ তাঁহার এইরূপে স্তব করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
সোমযাগে ইন্দ্রের সোমপানজনিত হর্ষ উৎপন্ন হয় এবং স্তোত্রদ্বারা যজমানের কামনা পূর্ণ হয়। সোমপায়ী, ঋজীষ-সোমগ্রহীতা মঘবা স্তোত্রসহকারে যজমানগণের অর্চনীয়। স্বর্গনিবাসীর স্তোত্রাধিপতি ইন্দ্র রক্ষাবিষয়ে ক্লান্তি বোধ করেন না॥ ১॥ রিপুনিধনকারী, পরাক্রান্ত, মানবহিতকারী, বিবেকসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারী, গৃহপ্রদাতা, মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, স্তোতৃগণের পোষণকারী, অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, যজ্ঞে আমাদিগকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন॥ ২॥ হে পরাক্রান্ত ইন্দ্র, চক্রদ্বয়ের অক্ষবৎ ত্বদীয় মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছে। হে পুরুহূত, বৃক্ষের শাখাসমূহের ন্যায় ত্বদীয় অসংখ্য রক্ষণকার্য সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে॥ ৩॥ হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র, তুমি প্রজ্ঞাশালী, ধেনুগণের মার্গের ন্যায় তোমার শক্তিসকল সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে দানশীল, বৎসগণের রজ্জুর ন্যায় ত্বদীয় শক্তিসকল স্বয়ং অনিরুদ্ধ হইয়া অসংখ্য শত্রুকে বন্ধন করে॥ ৪॥ ইন্দ্র অদ্য এককর্ম সম্পাদন করেন, পর দিন অন্য এককর্ম সম্পাদন করেন, ফলতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ সৎ ও অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি মিত্র, বরুণ, পূষা ও অর্য সবিতা এই যজ্ঞে যেন আমাদিগের কামপূরক হয়েন॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, মনুষ্যগণ স্তোত্র ও হব্যদ্বারা পর্বতশিখর হইতে বারিরাশির ন্যায় তোমা হইতে স্ব-স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ করে। হে স্তোত্রদ্বারা বন্দনীয়, অশ্বগণ যেরূপে বেগসহকারে সংগ্রামে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহারা এই সমস্ত স্তোত্রসহকারে অন্নাভিলাষী হইয়া তোমার নিকট গমন করে॥ ৬॥ সংবৎসর ও মাসসকল যে ইন্দ্রের বার্ধক্য বিধান করিতে সমর্থ হয় না, অথবা দিনসকল যাঁহাকে দুর্বল করিতে পারে না, সেই মহান্ ইন্দ্রের দেহ আমাদিগের স্তোত্র ও প্রার্থনাদ্বারা স্তূয়মান হইয়া যেন নিয়ত বৃদ্ধিলাভ করে॥ ৭॥ যে দস্যুগণকতৃক প্রবর্তিত, সে দৃঢ়গাত্র, সংগ্রামে অবিচলিত ও উৎসাহসংবলিত হইলেও আমাদিগের স্তুতিভাজন ইন্দ্র তাহার বশীভূত হন না। মহাপর্বতসকলও ইন্দ্রের পক্ষে সুগম এবং অগাধ স্থানও ইঁহার অবিষয়ীভূত নহে॥ ৮॥ বলশালী, সোমপায়ী ইন্দ্র, তুমি দুরবগাহে এবং উদারচিত্তে আমাদিগকে অন্ন ও বল প্রদান কর। সদাশয় ইন্দ্র, তুমি অহোরাত্র আমাদিগের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হও॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, তুমি সংগ্রামে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যজমানের সহিত সংগত হও। সন্নিহিত ও দূরস্থিত শত্রু হইতে তাঁহাকে রক্ষা কর। তাঁহাকে গৃহে কিংবা অরণ্যে রিপু হইতে রক্ষা কর এবং আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত বৎসর সুখ ভোগ করি॥ ১০॥

২৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে বলসম্পন্ন ইন্দ্র, তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে অধম, উত্তম ও মধ্যম, সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা সম্যক্‌রূপে পালন কর। হে ভীষণ ইন্দ্র, তুমি বলশালী, তুমি অন্নসকলদ্বারা আমাদিগকে যোজিত কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, আমরা শত্রুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তুমি আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা আমাদিগের সৈন্যসকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত কর। এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা তুমি আর্যের জন্য সর্বত্র বিদ্যমান দাসদিগকে বিনষ্ট কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, কি আত্মীয় কি অপরিচিত, যাহারা আমাদিগের সম্মুখীন হইয়া প্রতিকূলতাচরণ করিতে উদ্‌যোগী হয়, তুমি তাহাদিগের বল নষ্ট কর। ইহাদিগের বীর্য ক্ষয় কর এবং ইহাদিগকে পরাঙ্‌মুখ কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, যৎকালে উভয় বিরোধিগণ বলীয়ান হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অথবা যৎকালে পুত্র, পৌত্র, ধেনু, জল বা উর্বরা ভূমির নিমিত্ত পরস্পর আক্রোশ করিয়া বিবাদ করে তখন তোমার অনুগৃহীত বীর শত্রুপক্ষীয় বীরকে শারীরিক বলদ্বারা সংহার করে॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, কি বীর, কি শত্রুনিহন্তা, কি বিজয়ী, কি যুদ্ধে প্রকুপিত যোদ্ধা, কেহই তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। হে ইন্দ্র, ইহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তুমি এই সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ৫॥ প্রবল শত্রুর উচ্ছেদসাধনার্থই বিবাদ উপস্থিত হউক, অথবা পরিচারকসম্পন্ন গৃহের নিমিত্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বিতণ্ডা হউক, দুইজন বিবাদকারীর মধ্যে যাহার ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করে সেই ব্যক্তিরই ধন লাভ হয় ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, যৎকালে তদীয় উপাসকগণ ভয়ে কম্পিত হয়, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিও। তুমি তাহাদিগের পালক হও। যাঁহারা আমাদিগের নেতা এবং যে সকল স্তোতৃবর্গ আমাদিগকে অগ্রে সংস্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বলসম্পন্ন, শত্রুবধের নিমিত্ত তোমাতে সমস্ত শক্তি অর্পিত হইয়াছে। হে পূজনীয় ইন্দ্র, দেবগণ তোমাকে যথোচিত বল ও সংগ্রামযোগ্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এইরূপে যুদ্ধে আমাদিগের শত্রুগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রোৎসাহিত কর। তুমি আমাদিগের জন্য হিংসাকারী সৈন্যদিগকে বশীভূত কর। আমরা তোমার স্তবকারী ; আমরা অর্থাৎ ভরদ্বাজগণ যেন নিশ্চিতরূপে অন্নসহকারে বাসস্থান লাভ করি ॥ ৯ ॥

২৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌।

হে ইন্দ্র, আমরা অন্নলাভের নিমিত্ত সোমরস অভিষুত করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর। ভবিষ্যতে যখন মনুষ্যগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইবে তখন তুমি আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিও ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, সুপ্রাপ্য প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত বাজিনীর পুত্র ভরদ্বাজ অন্নসহকারে তোমাকে আহ্বান করিতেছে। তুমি সজ্জনপালক, ও দুর্জন হইতে রক্ষাকারী, তোমাকে তিনি উপদ্রবনিবারণার্থ আহ্বান করিতেছেন। তিনি মুষ্টিবলদ্বারা শত্রুনিধনকারী, তিনি যৎকালে ধেনুগণের জন্য যুদ্ধ করেন, তখন তোমারই উপর নির্ভর করেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কবি ভার্গব ঋষির অন্নলাভেচ্ছা উত্তেজিত করিয়াছ। তুমি হব্যদাতা কুৎসের নিমিত্ত শুষ্ণকে ছেদন করিয়াছ। তুমি অতিথিত্ব দিবোদাসকে সুখী করিবার নিমিত্ত সেই শম্বরের শিরশ্ছেদন করিয়াছ যে আপনাকে দুর্ভেদ্য জ্ঞান করিত ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃষভনামক রাজাকে যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করিয়াছ। যখন তিনি দশ দিবস যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি বেতসুর সহিত তুগ্রকে সংহার করিয়াছ। তুমি স্তবকারী তুজিনামক রাজার সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুনিহন্তা, তুমি প্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছ, কারণ হে বীর, তুমি শত শত ও সহস্র সহস্র শম্বরসৈন্য বিদারিত করিয়াছ ; পর্বত হইতে নির্গত শম্বরকে বধ করিয়াছ এবং বিচিত্র রক্ষাদ্বারা দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত কার্য ও সোমরসদ্বারা উল্লাসিত হইয়া তুমি দভীতি রাজার নিমিত্ত চুমুরিকে বধ করিয়াছ এবং পিঠীনাকে রজি প্রদান করিয়া নিজবুদ্ধিবলে এককালে ষষ্টিসহস্র যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়াছ ॥ ৬ ॥ হে বীর সহচর, বলবত্তম ইন্দ্র, তুমি ত্রিভুবনরক্ষক ও শত্রুবিজয়ী, স্তোতৃবর্গ তোমাকর্তৃক প্রদত্ত যে উৎকৃষ্ট সুখ ও বলের প্রশংসা করেন, আমিও যেন মদীয় স্তোতৃবর্গের সহিত সেই উৎকৃষ্ট সুখ ও বল লাভ করি ॥ ৭ ॥ হে পূজনীয় ইন্দ্র, আমরা ত্বদীয় মিত্রভূত ও স্তবকারী, আমরা যেন ধনলাভার্থ সম্পাদিত এই স্তোত্রদ্বারা তোমার নিরতিশয় প্রীতিভাজন হই। প্রতর্দনের পুত্র মদীয় যজমান ক্ষত্রশ্রীঃ নামক রাজা যেন শত্রুসংহার ও ধনলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥ ৮ ॥

২৭ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৮ অভ্যাবর্তী চায়মান (দান)।

বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌।

ইন্দ্র এই সোমরসে হৃষ্ট হইয়া কি করিয়াছেন ? তিনি এই সোমরস পান করিয়া কি করিয়াছেন ? তিনি ইহার সাহচর্যে কি করিয়াছেন ? পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হইতে কি লাভ করিয়াছে ? ॥ ১ ॥ ইন্দ্র এই সোমরসে হৃষ্ট হইয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি এই সোমরস পান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি ইহার সাহচর্যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়াছেন॥ ২॥ হে মঘবা, আমরা কাহারও ত্বত্তুল্য মহিমা অবগত নহি, ত্বত্তুল্য ঐশ্বর্য বা শ্লাঘ্য ধনও অবগত নহি। হে ইন্দ্র, কেহই ত্বত্তুল্য সামর্থ্য দর্শন করে নাই॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে বীর্যদ্বারা বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছ, আমরা ত্বদীয় সেই বীর্য অবগত আছি। বলিষ্ঠতম বরশিখের পুত্র বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত ত্বদীয় বজ্রের শব্দেই বিদীর্ণ হইয়াছিল॥ ৪॥ ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যাবর্তীর প্রতি অনুকূল হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছেন। তিনি হরিযূপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখের পুত্র বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল॥ ৫॥ হে পুরুহূত, তোমার প্রতি হিংসাকরণদ্বারা যশোলিপ্সু হইয়া যজ্ঞপাত্রভঞ্জনকারী যব্যাবতীর নিকট সমবেত ত্রিংশৎশত বর্মধারী বৃচীবৎপুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ৬॥ যাঁহার সমুজ্জ্বল, শোভন-তৃণাভিলাষী, পুনঃ পুনঃ তৃণলেহনকারী অশ্বগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে বিচরণ করে, সেই ইন্দ্র সৃঞ্জয়নামক রাজার নিকট তুর্বশকে সমর্পণ করিয়াছেন এবং বৃচীবৎগণকে দেবরাতবংশীয় অভ্যাবর্তীর বশতাপন্ন করিয়াছেন॥ ৭॥ হে অগ্নি, চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্যশালী সম্রাট অভ্যাবর্তী আমাকে রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করিয়াছেন। পৃথুর বংশধরের এই দান অক্ষয় অর্থাৎ কেহই ইহার বিলোপ করিতে সমর্থ নহে॥ ৮॥

২৮ সূক্ত। দেবতা: গো-গণ; ২,৮ ইন্দ্র বা গো-গণ। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ; ২-৪ জগতী; ৮ অনুষ্টুপ্।

গোগণ যেন আমাদিগের গৃহে আগমন করে ও আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে। তাহারা যেন আমাদিগের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্রবর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এই স্থানে সন্ততিসম্পন্ন হইয়া প্রত্যূষে ইন্দ্রের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রদান করে॥ ১॥ ইন্দ্র যজমানের ও প্রীতিদায়ক স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি সর্বদা তাহাদিগকে ধন প্রদান করেন এবং কখনও তাহাদিগকে ত্বদীয় নিজধন হইতে বঞ্চিত করেন না। তিনি নিরন্তর তাহাদিগের ধন বৃদ্ধি করিয়া নিজ ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থাপন করেন॥ ২॥ ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাহাদিগকে অপহরণ না করে। শত্রুসম্বন্ধীয় অস্ত্রসকল যেন তাহাদিগের উপর পতিত না হয়। যে সকল ধেনু দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগসাধন সেই গোবৃন্দের সহিত গোস্বামী যেন কখনও বিযুক্ত না হয়েন॥ ৩॥ রেণুসকলের উত্থাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত না হয়। তাহারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি অর্থাৎ বলিদানাদি সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের ধেনুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে॥ ৪॥ গোগণ আমার ধনস্বরূপ। ইন্দ্র আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। ধেনুগণ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণীয় প্রদান করুক। হে মনুষ্যগণ, এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, যাহাকে আমি হৃদয় ও মনের সহিত কামনা করি॥ ৫॥ হে ধেনুগণ, তোমরা আমাদিগের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। হে কল্যাণকরধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ, তোমরা আমাদিগের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর। যজ্ঞসভায় তোমাদিগের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক্‌রূপে কীর্তিত হয়॥ ৬॥ হে ধেনুগণ, তোমরা সন্ততিসম্পন্ন হও। শোভনশষ্প ভক্ষণ ও সুগম সরোবরে জল পান কর। তস্কর যেন তোমাদের অধিপতি না হয় এবং হিংস্রক জন্তুও যেন তোমাদিগকে আক্রমণ না করে এবং রুদ্রাস্ত্র যেন তোমাদিগের দূরে থাকে॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তোমার বলাধানের নিমিত্ত ধেনুগণের পুষ্টি প্রার্থিত হউক এবং গোগণের গর্ভাধানকারী বৃষভের বল প্রার্থিত হউক॥ ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে যজমানগণ, তোমাদিগের ঋত্বিক্‌সমূহ অনুগ্রহার্থী হইয়া মহাস্তোত্র উচ্চারণপূর্বক বন্ধুত্বলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের পরিচর্যা করিতেছেন। কারণ বজ্রপাণি ইন্দ্র বিপুল ধন প্রদান করেন। অতএব রক্ষার্থ, রমণীয় ও মহান্ সেই ইন্দ্রেরই যাগ কর॥ ১॥ যাঁহার হস্তে মানবহিতকর ধন সঞ্চিত আছে; যিনি সুবর্ণময় রথে আরূঢ়; যাঁহার বিশাল বাহুদ্বয়ে রশ্মিসকল নিয়মিত আছে; যাঁহাকে রথে নিয়োজিত বলশালী অশ্বগণ অন্তরীক্ষপথে বহন করে॥ ২॥ হে ইন্দ্র, ঐশ্বর্যলাভার্থ ভরদ্বাজ ত্বদীয় পাদদ্বয়ের পরিচর্যা করিতেছেন, কারণ তুমি বলদ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত কর, বজ্র ধারণ কর এবং স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান কর। হে নেতা, তুমি সকলের দর্শনার্থ মনোজ্ঞ ও সততগমনশীল রূপ ধারণ করিয়া সূর্যের ন্যায় পরিভ্রমণ কর॥ ৩॥ অভিষুত সোম যথোপযুক্তরূপে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা অভিষুত হইলে পাকযোগ্য পুরোডাশাদি পক্ক হয়। ধান হব্যার্থ সংস্কৃত হয় এবং ঋত্বিক্‌গণ হব্য-প্রদানপূর্বক ইন্দ্রের স্তুতিপাঠ ও প্রশংসাগান করিতে করিতে দেবগণের সন্নিকৃষ্ট হন॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, ত্বদীয় বলের সীমা নির্ধারিত হয় নাই। স্বর্গ ও পৃথিবী ইহার মাহাত্ম্যে ভীত হইয়াছে। গোপাল যেরূপ বারিদ্বারা গোযূথের তৃপ্তিসাধন করে, স্তবকারী সেইরূপ সত্বর আগ্রহসহকারে হব্যদ্বারা যাগ করিয়া ত্বদীয় বলের তৃপ্তি বিধান করে॥ ৫॥ হরিতনাসিক মহেন্দ্র যেন এরূপে অনায়াসে আমাদিগের আহ্বানযোগ্য হয়েন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত বা অনুপস্থিত হউন, স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন; অনুপমশক্তিমান্ সেই ইন্দ্র যেন এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অসংখ্য প্রতিকূলাচারীদিগকে ও দস্যুগণকে সংহার করেন॥ ৬॥

৩০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
ইন্দ্র পুনর্বার বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ও ক্ষয়রহিত ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন। ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেন। ইন্দ্রের অর্ধভাগই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের সমকক্ষ॥ ১॥ সম্প্রতি আমি তাঁহার মহৎ অসূর্য বলের স্তব করিতেছি। তিনি যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতে সংকল্প করেন, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই প্রত্যহ বৃত্রাবৃত সূর্যকে দৃষ্টিগোচর করেন। শোভনকার্যের অনুষ্ঠানকারী সেই ইন্দ্র ত্রিভুবন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন॥ ২॥ হে ইন্দ্র, পূর্বকালের ন্যায় ইদানীন্তন সময়েও নদীসকলের বিমোচনরূপ ত্বদীয় কার্য বর্তমান রহিয়াছে; তদ্দ্বারা তুমি সেই সমস্ত নদীর প্রবাহণার্থ পথ নিরূপিত করিয়া দিয়াছ। পর্বতসকল ভোজনার্থ উপবিষ্ট মনুষ্যগণের ন্যায় ত্বদীয় আজ্ঞাক্রমে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র, এই অখিল বিশ্ব তোমাকর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে তোমার সমকক্ষ নাই। কি দেব, কি মনুষ্য, কেহই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তুমি বারিরাশি নিরোধ করিয়া শয়ান অহিকে সংহার করিয়াছ এবং বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছ॥ ৪॥ তুমি নিরুদ্ধ বারিরাশিকে সর্বত্র প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছ। তুমি মেঘের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ। তুমি সূর্য, আকাশ ও উষাকে প্রকাশিত করিয়া জগতের অধিবাসিগণের উপর আধিপত্য করিতেছ॥ ৫॥

৩১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র সুহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ৪ শক্করী।
হে ধনাধিপতি ইন্দ্র, তুমি ধনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তুমি মনুষ্যগণকে নিজ বাহুদ্বয়ে ধারণ কর। পুত্র, শত্রুবিজয়ী পৌত্র ও বৃষ্টির জন্য মনুষ্য বিবিধ প্রকারে তোমার স্তব করে॥ ১॥ হে ইন্দ্র, মেঘসকল, অন্তরীক্ষোদ্ভব বারিরাশি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতনযোগ্য না হইলেও বর্ষণ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বতসকল, বৃক্ষসমূহ এবং এই অখিল স্থাবর জগৎ তোমার আগমনে ভীত হয়॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি কুৎসের সহিত প্রবল শুষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছ। রণে কুযবকে বধ করিয়াছ। সংগ্রামে সূর্যের রথচক্র হরণ করিয়াছ এবং পাপকারীদিগকে দূরীকৃত করিয়াছ॥ ৩॥ তুমি দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করিয়াছ। হে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অভিষুত সোমদ্বারা ক্রীত ইন্দ্র, তৎকালে তুমি বদান্যতানিবন্ধন হব্যপ্রদাতা দিবোদাস এবং স্তবকারী ভরদ্বাজকে ধন প্রদান করিয়াছিলে॥ ৪॥ প্রকৃত বীরগণের অগ্রণী, অতুলৈশ্বর্যশালী ইন্দ্র, তুমি তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত নিজ ভীষণ রথে আরোহণ কর। হে প্রকৃষ্টপথগামী ইন্দ্র, তুমি রক্ষাসহকারে মদভিমুখে আগমন কর। হে সুপ্রসিদ্ধ, তুমি জনসমাজে আমাদিগকে প্রসিদ্ধ কর॥ ৫॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র সুহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি বলশালী, বীর, শক্তিমান্, বেগসম্পন্ন, সম্যক্‌রূপে স্তবার্হ, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত মুখদ্বারা অপূর্ব, সুবিস্তীর্ণ, সুখদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়াছি॥ ১॥ তিনি মেধাবী অঙ্গিরাগণের জন্য জননীস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্যদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া পর্বতকে চূর্ণ করিয়াছেন এবং ধ্যানপরায়ণ স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণকর্তৃক বারংবার প্রার্থিত হইয়া ধেনুগণের বন্ধন মোচন করিয়াছেন॥ ২॥ বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধেনুগণের উদ্ধারের জন্য জালপাতনপূর্বক নিরন্তর হব্যপ্রদানকারী স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। মিত্রভূত, মেধাবী অঙ্গিরাগণের সহিত মিত্রাভিলাষী ও দূরদর্শী হইয়া সেই পুরন্দর দৃঢ় পুরীসকল ধ্বংস করিয়াছেন॥ ৩॥ হে অভীষ্টপূরক, স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রকৃষ্ট বল ও বহুবৎসবতী যুবতী বড়বাদ্বারা ত্বদীয় স্তবকারীকে মনুষ্যগণের মধ্যে সুখী করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে আগমন কর॥ ৪॥ স্বভাবতঃ তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট দক্ষিণ হইতে বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন, এইরূপে বিসৃষ্ট বারিসমূহ সেই ক্ষোভশূন্য গন্তব্য স্থানে (সমুদ্রে) প্রত্যহ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয়, যাহা হইতে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভবে না॥ ৫॥

৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র শুনহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে কামপূরক ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে বলবত্তম, আনন্দবিধায়ক, শোভনযজ্ঞকারী ও হব্যপ্রদানকারী একটি পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র উৎকৃষ্ট অশ্বে আরূঢ় হইয়া সংগ্রামে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ ও প্রতিকূলাচারী শত্রুগণকে পরাভূত করিবে॥ ১॥ হে ইন্দ্র, বিবিধ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ যুদ্ধে রক্ষণার্থ তোমাকে আহ্বান করে। তুমি মেধাবী অঙ্গিরাগণের সহিত পণিগণকে সংহার করিয়াছ। উপাসক তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া অন্ন লাভ করে॥ ২॥ হে বীর ইন্দ্র, তুমি কি দস্যু, কি আর্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করিয়াছ। হে নেতৃশ্রেষ্ঠ, কাষ্ঠচ্ছেদক যেরূপ বৃক্ষসকল ছেদন করে তদ্রূপ তুমি সংগ্রামে সুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহদ্বারা শত্রুগণকে বিদারিত কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি সর্বত্র অপ্রতিহতগতি। তুমি অনিন্দ্য রক্ষাসহকারে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধানার্থ রক্ষক ও বন্ধু হও। আমরা কতিপয় পুরুষসমন্বিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ধনলাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি॥ ৪॥ ফলতঃ হে ইন্দ্র, তুমি সম্প্রতি এবং অন্য সময়ে আমাদিগের হইও। আমাদিগের অবস্থানুসারে সুখপ্রদাতা হও। তুমি ঐশ্বর্যশালী, এইরূপে প্রত্যূষে তোমার স্তব ও উপাসনা করিয়া আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল ও অসীম সুখে অবস্থান করি॥ ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র শুনহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, অসংখ্য স্তোত্র তোমাতে সংগত হয়। তোমা হইতে স্তোতৃবর্গের পর্যাপ্ত প্রশংসা নির্গত হয়। পূর্বকালে ও ইদানীন্তন সময়ে ঋষিগণের স্তোত্র, উপাসনা ও মন্ত্রসকল ইন্দ্রের পূজাবিষয়ে পরস্পর স্পর্ধা করে॥ ১॥ আমরা যেন সর্বদা সেই ইন্দ্রকে প্রসন্ন করি; তিনি বহুলোকের বন্দনীয়, বহুলোককর্তৃক প্রবোধিত, মহান্, অদ্বিতীয় এবং যজমানগণকর্তৃক সম্যক্‌রূপে স্তুত হয়েন। আমরা যেন মহৎ বল লাভ করিবার নিমিত্ত রথের ন্যায় সেই ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্বদা তাঁহার স্তব করি॥ ২॥ সমৃদ্ধিবিধায়ক সমুদয় স্তোত্র সেই ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। কর্ম ও স্তুতিসকল তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কারণ শত সহস্র স্তবকারী স্তুতিভাজন সেই ইন্দ্রের স্তব করিয়া প্রীতি উৎপাদন করে॥ ৩॥ যাগদিনে স্তোত্রবৎ পূজাসহকারে প্রদত্ত হইবার জন্য ইন্দ্রের নিমিত্ত মিশ্রিত সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে। মরুভূমিতে জল যেরূপ মনুষ্যকে পোষণ করে, তদ্রূপ স্তোত্রসকল হব্যসহকারে তাঁহাকে বর্ধিত করে॥ ৪॥ সর্বব্যাপী ইন্দ্র মহা সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক ও সমৃদ্ধবিধায়ক হইবেন বলিয়া স্তোতৃবর্গকর্তৃক এই স্তোত্র আগ্রহসহকারে ইন্দ্রের প্রতি উক্ত হইয়াছে॥ ৫॥

৩৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র নর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, অস্মদীয় স্তোত্রসকল কবে রথারূঢ় তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? কবে তুমি ত্বদীয় উপাসক আমাকে সহস্র পুরুষ পোষণ করিবার উপায় প্রদান করিবে? কবে তুমি এই স্তবকারী আমার স্তোত্র ধনদ্বারা পুরস্কৃত করিবে? কবেই বা তুমি যজ্ঞীয় কার্যে সকলকে অন্নোৎপাদক করিবে?॥ ১॥ হে ইন্দ্র, কবে তুমি অস্মদীয় পুরুষের সহিত শত্রুদিগের পুরুষ ও অস্মদীয় পুত্রগণের সহিত শত্রুগণের পুত্রদিগকে মিলিত করিবে? কবে আমাদিগের জন্য যুদ্ধ জয় করিবে? কবে তুমি শত্রু হইতে ক্ষীর-দধি-ঘৃতরূপ ত্রিবিধ খাদ্যোৎপাদিকা গাভীসকল জয় করিবে? হে ইন্দ্র, কবেই বা তুমি আমাদিগকে বিস্তৃত ধন প্রদান করিবে?॥ ২॥ হে বলবত্তম ইন্দ্র, কবে তুমি তোমার স্তবকারীকে বিবিধ অন্ন প্রদান করিবে? কবে তুমি আত্মাতে যাগ ও স্তোত্র সমর্পিত করিবে? কবেই বা তুমি স্তোত্রসকলকে ধেনুগণের উৎপাদক করিবে?॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি ত্বদীয় স্তবকারীকে ধেনুগণের উৎপাদক অশ্বগণদ্বারা প্রীতিবিধায়ক ও বলদ্বারা প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর। তুমি অন্নসকল ও অনায়াসে দোহনযোগ্য গাভীসমূহকে পরিতুষ্ট কর এবং যাহাতে তৎসমুদয় দীপ্তিসম্পন্ন হয়, তুমি তাহা বিধান কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের শত্রুকে অন্য পথে অর্থাৎ মৃত্যুপথে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র, তুমি শক্তিমান্, বীর ও শত্রুনিহন্তা বলিয়া আমরা তোমার স্তব করি। তুমি বিশুদ্ধবস্তুপ্রদানকারী, আমি যেন তোমার স্তোত্র উচ্চারণে বিরত না হই। হে প্রাজ্ঞ ইন্দ্র, তুমি অঙ্গিরাগণকে অন্নদ্বারা প্রীত কর॥ ৫॥

৩৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র নর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, সোমপানজনিত ত্বদীয় হর্ষ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। ত্রিভুবনস্থিত ত্বদীয় ধনসমূহ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। তুমি যথার্থই অন্নদাতা; কারণ তুমি দেবগণের মধ্যে বল ধারণ কর॥ ১॥ যজমান বিশিষ্টরূপে এই ইন্দ্রের বলের পূজা করেন ও বীরত্বের নিমিত্ত তাঁহারই উপর নির্ভর করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রুশ্রেণীর নিরোধকারী, হিংসাকারী ও আক্রমণকারী ইন্দ্র বৃত্র সংহার করিবেন বলিয়া তাঁহার পরিচর্যা করেন॥ ২॥ সমবেত মরুৎগণ বীরত্ব, বল ও রথে নিযুজ্যমান অশ্বগণ সেই ইন্দ্রের পরিচর্যা করে। নদীসকল যেরূপ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ উপাসনারূপ শক্তিসমন্বিত স্তুতিসকল বিশ্বব্যাপী সেই ইন্দ্রের সহিত সংগত হয়॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তব করিতেছি, তুমি বহুলোকের আনন্দজনক ও গৃহদায়ক ঐশ্বর্যের স্রোত প্রবাহিত কর। কারণ তুমি অখিল লোকের অনুপম অধিপতি এবং সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের সেবাভিলাষী হইয়া সূর্যের ন্যায় আমাদিগের শত্রুগণের বিপুল ধন জয় কর। তুমি শীঘ্র শ্রবণযোগ্য স্তোত্রসকল শ্রবণ কর, তুমি বলসম্পন্ন, প্রতি যুগে স্তূয়মান ও হব্যরূপ অন্নদ্বারা সম্যক্‌রূপে জ্ঞায়মান হইয়া আমাদিগের নিকট যেরূপ ছিলে সেইরূপই থাক ॥ ৫ ॥

৩৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে প্রচণ্ডবলশালী ইন্দ্র, তোমার রথনিয়োজিত অশ্বগণ আমাদের সম্মুখে ত্বদীয় বিশ্ববন্দনীয় রথ আনয়ন করুক, কারণ ত্বদেকাগ্রচিত্ত স্তোতা ভরদ্বাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছে। অদ্য যেন আমরা তোমার সহিত উল্লাসিত হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হই ॥ ১ ॥ হরিতবর্ণ সোমরস আমাদিগের যজ্ঞে প্রবাহিত হইতেছে এবং পুত হইয়া সরলভাবে কলস-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পুরাতন, দীপ্তিসম্পন্ন, মত্ততাবিধায়ক সোমরসের অধীশ্বর ইন্দ্র যেন আমাদিগের এই সোমরস পান করেন ॥ ২ ॥ সর্বত্রগমনশীল, সরলগতি, রথযোজিত অশ্বগণ বলশালী ইন্দ্রকে দৃঢ়চক্র রথে করিয়া যেন আমাদিগের যজ্ঞে আনয়ন করে। অমৃতময় সোমরস যেন বায়ুতে শুষ্ক না হয় ॥ ৩ ॥ নিরতিশয় বলশালী, বিবিধ মহৎকার্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধনসম্পন্নগণের মধ্যে এই যজমানকে দক্ষিণা প্রেরণ করেন। হে বজ্রধর, তুমি তদ্দ্বারা পাপ নাশ কর, হে শত্রুবিজয়ী, তদ্দ্বারা তুমি ধনরাশি ও স্তবকারী পুত্রসকলও প্রদান কর ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র স্থিতিশীল খাদ্য প্রদান করুন। সমধিক তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হউন। শত্রুনিহন্তা ইন্দ্র বিশিষ্টরূপে বৃত্র সংহার করুন। উত্তেজক সেই ইন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া আমাদিগকে সেই সমস্ত ধন প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

৩৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বিচিত্রতম সেই ইন্দ্র আমাদিগের পানপাত্র হইতে সোমরস পান করুন। তিনি যেন মহৎ ও সমুজ্জ্বল আহ্বান স্বীকার করেন। বদান্য ইন্দ্র যেন ধার্মিক যজমানের যজ্ঞে প্রশংসনীয় পরিচর্যা ও হব্য গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র দূরদেশে অবস্থিত হইলেও ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ উপস্থিত হইবে, এই অভিপ্রায়ে স্তবকারী উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। ইন্দ্রের আহ্বানরূপ এই স্তোত্র যেন স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রকে আমার অভিমুখে আনয়ন করে ॥ ২ ॥ তুমি প্রাচীন ও ক্ষয়-রহিত, আমি উৎকৃষ্টতম স্তুতি ও হব্যদ্বারা তোমার স্তব করিতেছি। কারণ এই ইন্দ্রে হব্যরূপ অন্ন ও স্তোত্রসকল নিহিত থাকে, মহাস্তোত্র তাঁহার উদ্দেশে উচ্চারিত হইলে বর্ধিত হয় ॥ ৩ ॥ যাঁহাকে যজ্ঞ ও সোমরস বর্ধিত করে, যাঁহাকে হব্য, স্তুতি, উপাসনা ও পূজা বর্ধিত করে, যাঁহাকে দিবা ও রাত্রির গতি বর্ধিত করে, যাঁহাকে মাস, বৎসর ও দিনসকল বর্ধিত করে ॥ ৪ ॥ হে মেধাবী ইন্দ্র, তুমি এইরূপে প্রাদুর্ভূত, সমৃদ্ধ, বলশালী ও প্রচণ্ড, আমরা যেন অদ্য ধন, কীর্তি, রক্ষা ও শত্রুবিনাশের জন্য তোমাকে প্রসন্ন করি ॥ ৫ ॥

৩৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের সেই সোমরস পান কর। ইহা মদকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব, তুমি আমাদিগকে গোপ্রমুখ অন্ন প্রদান কর ॥ ১ ॥ এই ইন্দ্র, পর্বতমধ্যে গুপ্তভাবে স্থাপিত গোগণের উদ্ধারার্থী হইয়া যাগানুষ্ঠানকারী অঙ্গিরাগণের সহিত মিলিত ও তাহাদিগের সত্যভূত স্তোত্রদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তেজিত হইয়া বলের দুর্ভেদ্য পর্বত ভগ্ন ও পণিগণকে তর্জনদ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, এই সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং ষৎসরসকলকে দীপ্ত করিয়াছে। পূর্বকালে দেবগণ এই সোমকে দিবসের কেতুস্বরূপ সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই সোম নিজ দীপ্তিদ্বারা উষাসকলকে আলোকিত করিয়াছে ॥ ৩ ॥ এই ইন্দ্র সূর্যরূপে দীপ্ত হইয়া দীপ্তিহীন ভুবনসকল প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সর্বত্র গমনশীল দীপ্তিদ্বারা উষাসমূহের তমোনাশ করেন। মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক এই ইন্দ্র স্তোত্রদ্বারা যুজ্যমান অশ্বগণদ্বারা আকৃষ্ট, ধনপূর্ণ রথে আরূঢ় হইয়া গমন করেন ॥ ৪ ॥ হে প্রাচীন দীপ্তিমান্ ইন্দ্র, তুমি স্তূয়মান হইয়া ধনপ্রদানযাগ্য স্তবকারীকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তুমি স্তোতাকে জল, ওষধি, বিষরহিত বৃক্ষসমূহ, ধেনু, অশ্ব ও মনুষ্য প্রদান কর ॥ ৫ ॥

৪০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমার মদবিধানার্থ যে সোম অভিষুত হইয়াছে, তাহা তুমি পান কর। ত্বদীয় মিত্রভূত অশ্বদ্বয়কে সংযত কর। রথ হইতে তাহাদিগকে বিমুক্ত কর। স্তোতৃবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কৃত স্তোত্রোচ্চারণে যোগ দাও। স্তবকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে মহেন্দ্র, তুমি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণমাত্রেই যে সোম পান করিয়াছিলে, সেই সোম পান কর। গোগণ, ঋত্বিক্‌বর্গ, বারিরাশি ও পাষাণসকলে তোমার পানার্থ এই সোম প্রস্তুত করিতে সমবেত হয় ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, অগ্নি প্রজ্বালিত ও সোমরস অভিষুত হইয়াছে। বহনসমর্থ ত্বদীয় অশ্বগণ এই যজ্ঞে তোমাকে আনয়ন করুক। আমি ত্বদেকাগ্রচিত্ত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগের মহাসমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বহুবার সোমপানার্থ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি সম্প্রতি সোমপানেচ্ছু মহৎ অন্তঃকরণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন কর। আমাদিগের এই সমস্ত স্তোত্র শ্রবণ কর। ত্বদীয় দেহের পুষ্টিবিধানার্থ যজমান যেন তোমাকে অন্ন প্রদান করে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দূরস্থিত স্বর্গে বা অন্য কোন স্থানে, বা নিজ গৃহে, অথবা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, তুমি স্তুতিভাজন ও অশ্বগণের অধিপতি, তুমি তথা হইতে মরুৎগণের সহিত প্রীত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের যজ্ঞ রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

৪১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি ক্রোধবিরহিত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তোমার জন্য পবিত্র সোমরস অভিষুত হইয়াছে। হে বজ্রধর, ধেনুগণ যেরূপ গোষ্ঠে গমন করে, তদ্রূপ সোমরস কলসমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। অতএব হে ইন্দ্র, তুমি আগমন কর, তুমি যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে প্রধান ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সুনির্মিত ও সুবিস্তীর্ণ যে জিহ্বা-দ্বারা নিরন্তর সোমরস পান কর, সেই জিহ্বাদ্বারা অস্মদীয় সোমরস পান কর। ঋত্বিক্ সোমরস গ্রহণ করিয়া তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান আছে। হে ইন্দ্র, শত্রুসম্বন্ধীয় গো-গণকে আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী ত্বদীয় বজ্র শত্রুগণকে সংহার করুক ॥ ২ ॥ দ্রবীভূত, অভীষ্টবর্ষী, বিভিন্নমূর্তি এই সোম অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের নিমিত্ত সংস্কৃত হইয়াছে। হে অশ্বগণের অধিপতি, সকলের শাসনকারী, প্রচণ্ডবলসম্পন্ন ইন্দ্র, বহুকাল হইতে তুমি যাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছ এবং যাহা তোমার অন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে, সেই তুমি এই সোমরস পান কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, অভিষুত সোম অনভিষুত সোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বিচারক্ষম তোমার অধিকতর প্রীতিপ্রদ। হে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞসাধন এই সোমের সন্নিহিত হও এবং তদ্দ্বারা নিজ সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগের অভিমুখে গমন কর। আমাদিগের এই সোম যেন তোমার দেহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত হয়। হে শতক্রতু, তুমি অভিষুত সোমরসদ্বারা উল্লাসিত হও, এবং সংগ্রামেও লোকসকল হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ; ৪ বৃহতী।
হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ কর, কারণ তিনি পিপাসু, সর্ববেত্তা, সর্বগামী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, যজ্ঞের নায়কভূত ও সকলের অগ্রগামী ॥ ১ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা সোমরসের সহিত নিরতিশয় সোমপানকারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও। অভিষুত সোমরসে পরিপুর্ণ পাত্রসহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও ॥ ২ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, যৎকালে তোমরা অভিষুত দীপ্ত সোমরসসহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হও, মেধাবী ইন্দ্র তোমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারেন এবং শত্রুসংহারপুর্বক তিনি তোমাদিগের সেই সেই মনোরথ পুর্ণ করেন ॥ ৩ ॥ হে ঋত্বিক্, তুমি একমাত্র ইন্দ্রকেই সোমরূপ অন্নের অভিষুত রস প্রদান কর এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর দ্বেষ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করেন ॥ ৪ ॥

৪৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। উষ্ণিক্।
হে ইন্দ্র, যে সোমরসপানজনিত উল্লাসে তুমি দিবোদাসের নিমিত্ত শম্বরকে বশীভূত করিয়াছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, যখন সোমের মাদকরস প্রত্যুষে, মধ্যাহ্নে অথবা অন্তে অভিষুত হয়, তখন তুমি ইহা ধারণ কর। সেই সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, যে সোমের মাদকরস পান করিয়া তুমি পর্বতমধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ গোগণকে মুক্ত করিয়াছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যে সোমরূপ অন্নের রসপানে উল্লাসিত হইয়া তুমি ঐন্দ্র বল ধারণ করিতেছ, এই সেই সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর ॥ ৪ ॥

৪৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র শংযু ঋষি।
ত্রিষ্টুপ ; ১-৬ অনুষ্টুপ্, ৭-৯ (অথবা ৮) বিরাট্।
হে ধনসম্পন্ন, সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র, যে সোম নিরতিশয় ধনশালী ও যাহা দীপ্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই সোম অভিষুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে ॥ ১ ॥ হে বিপুল সুখশালী, সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র, যে সোম তোমার প্রীতিপ্রদ ও ত্বদীয় স্তোতৃবর্গের ঐশ্বর্যবিধায়ক, সেই সোম অভিষুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে ॥ ২ ॥ হে সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র, যে সোম পান করিয়া প্রবৃদ্ধবল হইয়া নিজ রক্ষাকারী মরুৎগণের সহিত শত্রু সংহার কর, সেই সোম অভিষুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে ॥ ৩ ॥ হে যজমানগণ, আমি তোমাদিগের জন্য সেই ইন্দ্রের স্তব করিতেছি, যিনি ভক্তগণের অনুগ্রাহক, বলের অধিপতি, বিশ্ববিজয়ী, যাগাদিক্রিয়ার নায়কভূত, দাতৃশ্রেষ্ঠ ও সর্বদর্শী ॥ ৪ ॥ আমাদিগের স্তুতিসকল ইন্দ্রের শত্রুধনাপহারক যে বল বর্ধিত করিতেছে, দেবস্বর্গ ও দেবীপৃথিবী আগ্রহসহকারে ইন্দ্রের সেই বলের পরিচর্যা করেন ॥ ৫ ॥ হে স্তোতৃগণ, তোমাদিগের স্তোত্র ইন্দ্রের নিমিত্ত বিস্তার কর; কারণ মেধাবী ব্যক্তির ন্যায় ত্বদীয় রক্ষা তাঁহার সহিত একত্র অবস্থিত বলিয়া প্রকটিত হয় ॥ ৬ ॥ যে যজমান যাগাদিকার্যে দক্ষ, ইন্দ্র তাঁহার বিষয় অবগত হন। মিত্রভূত, নবীনতর সোমপায়ী সেই ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করেন। হব্যান্নভোজী সেই ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ ও পৃথিবীর কম্পনবিধায়ী অশ্বগণের সহিত স্তোতৃগণের রক্ষণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের রক্ষা বিধান করেন ॥ ৭ ॥ যজ্ঞপথে সর্বদর্শী সোম পীত হইয়াছে। ঋত্বিক্‌গণ সেই সোম ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রদর্শন করিতেছেন। শত্রুবিজয়ী বিপুলদেহধারী সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র যেন আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে নিরতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন বল প্রদান কর। স্বদীয় উপাসকগণের অসংখ্য শত্রু নিবারণ কর। নিজ বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। ধনভোগার্থ আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥ হে ধনসম্পন্ন ইন্দ্র, আমরা তোমারই জন্য হব্যদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে অশ্বগণের অধিপতি, তুমি আমাদিগের প্রতিকূল হইও না, মর্ত্যগণের মধ্যে আমরা তোমাভিন্ন অন্য কোন বন্ধু দেখিতে পাই না, হে ইন্দ্র, নতুবা প্রাচীনগণ তোমাকে কিজন্য ধনদ এই সংজ্ঞা প্রদান করিবেন ? ॥ ১০ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে কার্যবিঘাতকগণের নিকট পরিত্যাগ করিও না, তুমি ধনসম্পন্ন, আমরা তোমার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া যেন কোন বিঘ্ন না পাই। মানবগণের মধ্যে নানা বিঘ্ন তোমার উদ্দেশে উৎপাদিত হয়। তুমি অনভিষবকারিগণকে সংহার কর এবং যাহারা হব্যপ্রদানবিমুখ তাহাদিগকে উন্মূলিত কর ॥ ১১ ॥ গর্জনকারী পর্জন্য যেরূপ মেঘসকল উৎপাদিত করে, ইন্দ্র সেইরূপ স্তোতৃবর্গকে প্রদান করিবার নিমিত্ত অশ্ব ও গোধন উৎপাদিত করেন। হে ইন্দ্র, তুমি স্তোতৃবর্গের প্রাচীন রক্ষক, ধনিগণ হব্য প্রদান না করিয়া তোমার প্রতি যেন অযথাচরণ না করে ॥ ১২ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা এই মহেন্দ্রকে অভিষুত সোম অর্পণ কর, কারণ তিনি সোমের অধিপতি। সেই ইন্দ্র স্তবকারী ঋষিগণের প্রাচীন ও ইদানীন্তন স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানসম্পন্ন ও অপ্রতিহতপ্রভাব ইন্দ্র এই সোম পান করিয়া উল্লাসিত হইয়া অসংখ্য প্রতিকূলাচারী শত্রু বিনাশ করিয়াছেন। শোভনহনুযুক্ত বীর ইন্দ্রের পান করিবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে সেই সুমধুর সোম অর্পণ কর ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র যেন এই অভিষুত সোম পান করেন এবং ইহার দ্বারা উল্লাসিত হইয়া বজ্রদ্বারা বৃত্রসংহার করেন। গৃহদাতা, স্তোতৃরক্ষক ও যজমানপালক সেই ইন্দ্র যেন দূরদেশ হইতেও আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন করেন ॥ ১৫ ॥ ইন্দ্রের পানার্হ ও প্রিয় এই সোমাত্মক অমৃত তাঁহাকর্তৃক এরূপে পীত হউক, যাহাতে তিনি উল্লাসিত হইয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং অস্মদীয় শত্রুবর্গ ও পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরীভূত করিবেন ॥ ১৬ ॥ হে শৌর্যশালী মঘবা, তুমি এই সোমপানে হৃষ্ট হইয়া আমাদিগের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকূলাচারী শত্রুকে বিনাশ কর। হে ইন্দ্র, আমাদিগের সম্মুখান অস্ত্রবিমোচনকারী শত্রুসৈন্যগণকে পরাঙ্‌মুখ ও উচ্ছিন্ন কর ॥ ১৭ ॥ হে মঘবা, আমাদিগের এই সমস্ত সংগ্রামে অতুল ধন আমাদিগের সুপ্রাপ্য কর। জয়লাভ করিতে আমাদিগকে সমর্থ কর। বৃষ্টি, পুত্র ও পৌত্রদ্বারা আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, স্বদীয় অভীষ্টবর্ষী, স্বেচ্ছানুসারে রথে নিযুক্ত, অভীষ্টপূরক রথের বহনকারী, বারিবর্ষক, রশ্মিদ্বারা সংযুত, দ্রুতগামী, অস্মদভিমুখবর্তী, নিত্যতরুণ, বজ্রবাহক, শোভনরূপে যোজিত অশ্বগণ প্রচুর মদকর সোম পানার্থ তোমাকে আনয়ন করুক ॥ ১৯ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, স্বদীয় বারিবর্ষণকারী, তরুণ অশ্বগণ জলসেচনকারী সমুদ্রতরঙ্গসকলের ন্যায় উল্লাসিত হইয়া স্বদীয় রথে যোজিত রহিয়াছে। তুমি তরুণ ও কামবর্ষী। ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে পাষাণদ্বারা অভিষুত সোমরস অর্পণ করিতেছেন ॥ ২০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্বর্গের সেচনকারী, পৃথিবীর বর্ষণকারী, নদীসকলের পূরণকারী এবং একত্র সমবেত স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়ের অভীষ্টপূরক। হে অভীষ্টপ্রদায়ক ইন্দ্র, তুমি শ্রেষ্ঠ সেচনকারী, তোমার জন্য মধুর ন্যায় পেয় সুমিষ্ট সোমরস বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ২১ ॥ দীপ্তিমান্ এই সোম মিত্রভূত ইন্দ্রের সহিত জন্মপরিগ্রহ করিয়া বলপূর্বক পণিকে স্তব করিয়াছিল। এই সোম গোরূপধনাপহরণকারী দ্বেষকারীর মায়া ও অস্ত্রসকল ব্যর্থ করিয়াছিল ॥ ২২ ॥ এই সোম উষাসকলের পতিস্বরূপ সূর্যকে শোভাসম্পন্ন করিয়াছে। এই সোম সূর্যমণ্ডলে দীপ্তি সংস্থাপন করিয়াছে। এই সোম দীপ্তিসম্পন্ন ভুবনত্রয়ের মধ্যে স্বর্গে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ করিয়াছে ॥ ২৩ ॥ এই সোম স্বর্গ ও পৃথিবীকে স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছে। এই সোম সূর্যের সপ্তরশ্মিরথ যোজিত করিয়াছে। এই সোম স্বেচ্ছানুসারে ধেনুগণের মধ্যে পরিণত দুগ্ধের দশযন্ত্রউৎস স্থাপন করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৩১-৩৩ ত্বষ্টুস্তক্ষা। বৃহস্পতি-পুত্র শংযু ঋষি। গায়ত্রী ; ২৯ অতিনিচৃৎ, ৩১ পাদনিচৃৎ, ৩৩ অনুষ্টুপ্।

যিনি উৎকৃষ্ট নীতিদ্বারা তুর্বশ ও যদুকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদিগের সখা হন॥ ১॥ যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্তব করে না, ইন্দ্র তাহাকেও অন্ন প্রদান করেন। তিনি মন্থরগতি অশ্বে আরোহণ-পূর্বক শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনসকল জয় করেন॥ ২॥ এই ইন্দ্রের নীতিসকল উৎকৃষ্ট ও মহৎ; তদীয় স্তোত্রসকল নানাপ্রকার এবং তাঁহার রক্ষার কখনও অপচয় হয় না॥ ৩॥ হে বন্ধুগণ, তোমরা মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য সেই ইন্দ্রের অর্চনা ও স্তোত্রোচ্চারণ কর। কারণ তিনিই বস্তুতঃ আমাদিগকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি প্রদান করেন॥ ৪॥ হে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্র, তুমি একজন বা দুইজন স্তবকারীর রক্ষক এবং তুমিই আমাদিগের মত ব্যক্তিবর্গের রক্ষাকারী॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের নিকট হইতে বিদ্বেষকারিগণকে দূরীভূত কর এবং স্তবকারিগণের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে ইন্দ্র, তোমাকে শোভনপুত্রপৌত্রাদিপ্রদানকারী বলিয়া মনুষ্যগণ স্তব করিয়া থাকে॥ ৬॥ আমি স্তোত্রসহকারে মিত্রভূত, মহান্, মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, স্তবার্হ ইন্দ্রকে ধেনুর ন্যায় অভীষ্ট দোহন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি॥ ৭॥ বীর্যবান্ ও শত্রুসৈন্যগণের পরাভবকারী ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে দিব্য ও পার্থিব এই উভয়বিধ ধন আছে বলিয়া ঋষিগণ নিরন্তর কীর্তন করেন॥ ৮॥ হে বজ্রধারী, যজ্ঞপতি, তুমি শত্রুগণের দৃঢ় নগরসকল নির্মূল কর। হে সর্বোন্নত ইন্দ্র, তুমি শত্রুগণের মায়াসকলও উচ্ছিন্ন কর॥ ৯॥ হে সত্যস্বভাব, সোমপায়ী, অন্নরক্ষক ইন্দ্র, আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া এইরূপ গুণসম্পন্ন তোমাকেই আহ্বান করিতেছি॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি পূর্বকালে আহ্বানযোগ্য ছিলে এবং সম্প্রতি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থ আহূত হও, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর॥ ১১॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণে প্রসন্ন হইলে তোমার অনুগ্রহে যেন আমরা অশ্বগণদ্বারা শত্রুগণের অশ্বসমূহ, উৎকৃষ্ট অন্ন ও গূঢ়ধন জয় করিতে সমর্থ হই॥ ১২॥ হে বীর ও স্তুতি-ভাজন ইন্দ্র, ফলতঃ তুমি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থ সংগ্রামে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছ॥ ১৩॥ হে শত্রুসংহারক ইন্দ্র, তোমার নিরতিশয় বেগসম্পন্ন গতি আছে। তুমি সেই গতিদ্বারা শত্রুজয়ার্থ আমাদিগের রথ পরিচালিত কর॥ ১৪॥ হে জয়শীল, রথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের শত্রুবিজয়ী রথদ্বারা শত্রুনিহিত ধন জয় কর॥ ১৫॥ যিনি সর্বদর্শী ও বর্ষণশীল, যিনি একক মানবগণের অধিপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রেরই স্তব কর॥ ১৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি রক্ষাদ্বারা সুখদায়ক ও মিত্রভূত ; আমরা স্তব করিলে তুমি পূর্বকালে বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়াছ ; সম্প্রতি আমাদিগকে সুখী কর॥ ১৭॥ হে বজ্রধর, তুমি রাক্ষস বধের জন্য নিজ হস্তদ্বয়ে বজ্রধারণ কর এবং স্পর্ধাকারীদিগকে সর্বতোভাবে পরাজিত কর॥ ১৮॥ যিনি ধনদাতা, স্তবকারিগণের উৎসাহদাতা ও মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, আমি সেই প্রাচীন ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি॥ ১৯॥ স্তুতিদ্বারা বন্দনীয়, অপ্রতিহতগতি, সেই একমাত্র ইন্দ্রই সমস্ত পার্থিব ধনের উপর একাধিপত্য করিতেছেন॥ ২০॥ হে গোসমূহের অধিপতি, তুমি বড়বাগণের সহিত আগমনপূর্বক অন্ন, অসংখ্য অশ্ব ও ধেনুদ্বারা সর্বতোভাবে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর॥ ২১॥ হে স্তোতৃ-বর্গ, ঘাস যেরূপ ধেনুর সুখকর হয়, সেইরূপ সোমরস অভিষুত হইলে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হইয়া গান কর॥ ২২॥ গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তখন তিনি ধেনুগণের সহিত অন্ন প্রদান করিতে বিরত হয়েন না॥ ২৩॥ দস্যুগণের নিধনকারী ইন্দ্র, কুবিৎসের অসংখ্যধেনুযুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে আমাদিগের জন্য সেই নিগূঢ় ধেনুবৃন্দকে প্রকাশিত করেন॥ ২৪॥ হে বিবিধকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র, গোজননীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে পুনঃ পুনঃ গমন করে, তদ্রূপ আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতি বারংবার ত্বদভিমুখে গমন করিতেছে॥ ২৫॥ হে ইন্দ্র, ত্বদীয় বন্ধুত্বের বিনাশ নাই। হে বীর, তুমি গোকাম ব্যক্তিকে গো দান কর এবং অশ্বকাম ব্যক্তিকে অশ্ব দান কর॥ ২৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহাধনের জন্য প্রদত্ত সোমরস পান করিয়া নিজদেহ পরিতৃপ্ত কর। তুমি নিজ উপাসককে নিন্দা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারীর বশীভূত করিও না ॥ ২৭ ॥ হে স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র, দুগ্ধবতী গাভীগণ যেরূপ বৎসের নিকট ধাবমান হয়, তদ্রূপ বারংবার সোমরস অভিষুত হইলে আমাদিগের এই স্তুতিসকল দ্রুতবেগে ত্বদভিমুখে গমন করে ॥ ২৮ ॥ যজ্ঞস্থলে হব্যরূপ অন্নসহকারে প্রদত্ত অসংখ্য স্তবকারীর স্তোত্র যেন অসংখ্যশত্রুনিধনকারী তোমাকে বলশালী করে ॥ ২৯ ॥ হে ইন্দ্র, নিরতিশয় উন্নতিবিধায়ক অস্মদীয় স্তোত্র যেন তোমার সন্নিহিত হয়। তুমি আমাদিগকে মহাধন লাভার্থ প্রেরণ কর ॥ ৩০ ॥ গঙ্গার উন্নত কূলের ন্যায় পণিগণের মধ্যে উচ্চস্থানে ত্বরু অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ আমি ধনার্থী; যিনি আমাকে বায়ুবেগে বদান্যতাপূর্বক সহস্রসংখ্যক ধেনু সত্বর প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ আমরা সকলে স্তব করিয়া সহস্রধেনুপ্রদানকারী প্রাজ্ঞ ও সহস্র স্তোত্রভাজন সেই ত্বরুর নিরন্তর প্রশংসা করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

৪৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র শংযু ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী; জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

হে ইন্দ্র, আমরা স্তবকারী, আমরা অন্নলাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থ এবং অশ্বসংকুল সংগ্রামে তোমাকেই আহ্বান করেন, কেননা তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী ॥ ১ ॥ হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী, তুমি সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষকে যেরূপ প্রচুর অন্ন প্রদান কর, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে যথেষ্ঠ গো ও রথবহনপটু অশ্ব প্রদান কর; তুমি শত্রুনিহন্তা ও পরাক্রমশালী ॥ ২ ॥ যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্বদর্শী, আমরা সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। হে সহস্রশেফ, অতুলধনসম্পন্ন, সৎপালক ইন্দ্র, তুমি রণস্থলে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, ঋকে যে প্রকার বর্ণিত আছে তুমি সেই প্রকার রূপসম্পন্ন। তুমি তুমুল সংগ্রামে বৃষভের ন্যায় নিরতিশয় ক্রোধসহকারে আমাদিগের শত্রুগণকে আক্রমণ কর। যাহাতে আমরা সন্ততি, জল ও সূর্য সন্দর্শন, অর্থাৎ বহুকাল ভোগ করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি রণস্থলে আমাদিগের রক্ষক হও ॥ ৪ ॥ হে শোভনহনুযুক্ত অদ্ভুত বজ্রপাণি, তুমি যে অন্নদ্বারা এই স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করিতেছ, আমাদিগের নিকট সেই প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আনয়ন কর ॥ ৫ ॥ হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি দেবগণের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও শত্রুবিজয়ী। হে গৃহদাতা, তুমি অখিল রাক্ষসগণকে দূরীভূত কর এবং আমাদিগের শত্রুগণকে সুজেয় কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে যে কিছু অন্ন আছে, অখিল মহৎ বলসহকারে তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৭ ॥ হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধপ্রবৃত্ত হইলে যাহাতে আমরা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তৃক্ষু দ্রুহ্য ও পৃরু সম্বন্ধীয় সমগ্র বল প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, হব্যরূপধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ও আমাকে এরূপ একটি গৃহ প্রদান কর, যাহা ত্রিধাতু ও ত্রিবরূথ ও সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দীপ্তিসম্পন্ন আয়ুধসকল দূরীকৃত কর ॥ ৯ ॥ হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র, যাহারা আমাদিগের ধেনুসকল হরণ করিবার মানসে শত্রুবৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, অথবা যাহারা ধৃষ্টতাসহকারে আমাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করে, তুমি আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের দেহ রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের সন্নিহিত হও ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সম্প্রতি আমাদিগের সমৃদ্ধিবিধানে অনুকূল হও। যৎকালে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্ত, শত্রুপক্ষীয় বাণসকল আকাশ হইতে পতিত হয়, তৎকালে যিনি আমাদিগের নেতা, রণস্থলে তাঁহাকে তুমি রক্ষা করিও ॥ ১১ ॥ যৎকালে বীরগণ শত্রুসমক্ষে নিজ দেহ প্রদর্শন করে ও সুখদায়ক পৈতৃক স্থানসকল পরিত্যাগ করে, তৎকালে তুমি আমাদিগের নিজের ও সন্ততিগণের দেহ রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞাত ভাবে কবচ প্রদান করিও এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করিও ॥ ১২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসংগ্রামের উদ্যোগ হইলে, তুমি বিষম মার্গের উপর দিয়া আমাদিগের অশ্বগণকে, কুটিলপ্রদেশগামী দ্রুতগতি আমিষার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় প্রেরিত কর ॥ ১৩ ॥ যদিও অশ্বগণ ভীতিবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রব করে, তথাপি নিম্নগামী নদীসমূহের ন্যায় সেই বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ আমিষার্থী পক্ষিগণের ন্যায় ধেনুলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ প্রধাবিত হয় ॥ ১৪ ॥

৪৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা ; ১-৫ সোম ; ২০ দেবগণ, ভূমি, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র ; ২০-২৫ সৃঞ্জয়-পুত্র প্রস্তোক ; ২৬-২৮ রথ ; ২৯-৩০ দুন্দুভি ; ৩১ দুন্দুভি ও ইন্দ্র। ভরদ্বাজ-পুত্র গর্গ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১৯ বৃহতী, ২৩ অনুষ্টুপ্, ২৪ গায়ত্রী, ২৫ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্, ২৭ জগতী।

এই অভিষুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র ও সারবান্। ইন্দ্র এই সোমরস পান করিলে কেহই রণস্থলে তাঁহাকে সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১ ॥ এই যজ্ঞে ঈদৃশ সোমরস পীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ বিধান করিয়াছিল। ইন্দ্র ইহা পান করিয়া বৃত্রসংহারকালে হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা শম্বরের অসংখ্য সৈন্য এবং একোনশত পুরী নাশ করিয়াছিল ॥ ২ ॥ এই সোম পীত হইয়া আমার বাক্যের স্ফূর্তি বিধান করিতেছে। ইহা অভিলষিত বুদ্ধি প্রদান করিতেছে। এই সুবুদ্ধি সোম ছয়টি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ভূতজাত কেহই তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥ ফলতঃ এই সোমরসই পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের দৃঢ়তা বিধান করিয়াছে। এই সোমরসই এই তিন উৎকৃষ্ট আধারে রস স্থাপন করিয়াছে এবং বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ নির্মল অন্তরীক্ষস্থিত উষার প্রারম্ভে এই সোমরসই বিচিত্রদর্শন সৌর জ্যোতিঃ প্রকাশ করে। বারিবর্ষক, বলশালী এই সোমরসই মরুৎগণের সহিত সুদৃঢ় স্তম্ভদ্বারা স্বর্গলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫ ॥ হে বীর ইন্দ্র, তুমি ধন-লাভার্থ আরব্ধ সংগ্রামে শত্রুনিধনকারী। সাহসপূর্বক কলসস্থিত সোমরস পান কর। মাধ্যাহ্নিক যাগে তুমি প্রচুর পরিমাণে সোম পান কর। হে ধনস্পদ, তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মার্গরক্ষকের ন্যায় অগ্রগামী হইয়া আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও এবং আমাদিগের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ ধন আনয়ন কর। তুমি সম্যক্‌রূপে আমদিগকে দুঃখ হইতে ও শত্রু হইতে পরিত্রাণ কর এবং উৎকৃষ্ট নায়ক হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত ধনে লইয়া যাও ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জ্ঞানবান্, তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে লইয়া যাও, তুমি প্রাচীন, আমরা যেন তোমার মনোজ্ঞ ও বৃহৎ বাহুদ্বয়ের উপর রক্ষার নিমিত্ত নির্ভর করি ॥ ৮ ॥ হে ধনাঢ্য ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে নিজ পরাক্রমশালী অশ্বদ্বয়ের পশ্চাৎ সুবিস্তীর্ণ রথের উপর স্থাপন কর। বিবিধ অন্নের মধ্য হইতে তুমি আমাদিগের জন্য প্রকৃষ্টতম অন্ন আনয়ন কর। হে মঘবা, অন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি যেন ধনবিষয়ে আমাদিগকে অতিক্রম না করে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাকে সুখী কর। মদীয় জীবন বৃদ্ধি করিতে প্রসন্ন হও। লৌহময় খড়্গধারার ন্যায় মদীয় বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ কর। তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমি যাহা কিছু উচ্চারণ করিতেছি তৎসমুদয় গ্রহণ কর। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন ॥ ১০ ॥ যিনি শত্রু হইতে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট পূরণ করেন ; যিনি অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, শৌর্যশালী ও সর্বকার্যে সমর্থ, আমি বহু লোকের বন্দনীয় সেই ইন্দ্রকে প্রত্যেক যাগে আহ্বান করি। ধনবান্ সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান করেন ॥ ১১ ॥ শোভনরক্ষাবিধানকারী, ধনশালী ইন্দ্র যেন রক্ষাদ্বারা আমাদিগের সুখবিধান করেন। সর্বজ্ঞ সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ করিয়া আমাদিগকে নির্ভয় করেন। আমরা যেন তাঁহার প্রসাদে নিরতিশয় বীর্যসম্পন্ন হই ॥ ১২ ॥ আমরা যেন সেই যাগার্হ ইন্দ্রের অনুগ্রহ, বুদ্ধি ও কল্যাণকর প্রীতির পাত্র হই। সুরক্ষক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনসম্পন্ন সেই ইন্দ্র যেন বিদ্বেষকারিগণকে আমাদিগ হইতে বহুদূরে অন্তর্হিত করেন ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, স্তবকারীর স্তোত্র ও উপাসনা ও বিপুল ধন এবং প্রচুর অভিষুত সোমরস নিম্নদেশপ্রবণ জলরাশির ন্যায় ত্বদভিমুখে প্রধাবিত হয়। হে বজ্রধর, তুমি জল, দুগ্ধ ও সোমরস সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত কর ॥ ১৪ ॥ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ইন্দ্রের স্তব, প্রীতিসাধন ও যাগ করিতে সমর্থ ? কারণ ধনশালা ইন্দ্র প্রতিদিন নিজ উগ্রশক্তি বিদিত হয়েন, কারণ মার্গ-গামী ব্যক্তি যেরূপ নিজ পাদদ্বয়কে ক্রমান্বয়ে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী করে, তদ্রূপ তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রথম স্তোতাকে পরবর্তী ও পরবর্তী স্তোতাকে প্রথম করেন ॥ ১৫ ॥ প্রবল শত্রুর দমন করিয়া এবং নিরন্তর স্তোতৃবর্গের স্থান পরিবর্তন করিয়া এই ইন্দ্র নিজ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্ধত ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়বিধ ধনের অধিপতি এই ইন্দ্র নিজ পরিচারকবর্গকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন ॥ ১৬ ॥ এই ইন্দ্র পূর্বতন প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করেন। অথবা ত্বদীয় উপাসনাবর্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক পরিচর্যাকারিগণের সহিত বহু বৎসর যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন ॥ ১৭ ॥ সমস্ত দেবগণের প্রতি-নিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে ॥ ১৮ ॥ ত্বষ্টা রথে অশ্বদ্বয় যোজিত করিয়া ত্রিভুবনের বহুস্থানে প্রকাশিত হয়েন। অন্য কোন্ ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোতৃবর্গের মধ্যে গমনপূর্বক শত্রুগণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন ? ॥ ১৯ ॥ হে দেবগণ, আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোসঞ্চাররহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি, তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধানবিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র, এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর ॥ ২০ ॥ ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থিত গৃহ হইতে সূর্যরূপে আবির্ভূত হইয়া দিবসের অপরার্ধ প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ তুল্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিসকল দূর করেন। বর্ষণকারী সেই ইন্দ্র উদব্রজনামক দেশে বটী ও শম্বরনামক দুই ধনার্থী দাসকে সংহার করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, প্রস্তোক ত্বদীয় স্তবকারী আমাকে সুবর্ণপূর্ণ দশটি কোশ ও দশটি অশ্ব প্রদান করিয়াছেন এবং অতিথিগ্ব শম্বরকে জয় করিয়া যে ধন লাভ করিয়াছেন, আমরা দিবোদাসের নিকট হইতে সেই ধন গ্রহণ করিয়াছি ॥ ২২ ॥ আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটি অশ্ব, দশটি সুবর্ণ কোশ পরিচ্ছদ, প্রচুর অন্ন এবং দশটি হিরণ্যপিণ্ড লাভ করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ অশ্বথ নদীয় ভ্রাতা পায়ুকে অশ্বগণের সহিত দশখানি রথ এবং অথর্বগোত্র ঋষিগণকে একশত গো প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ সকল লোকের হিতের জন্য যে ভরদ্বাজ-পুত্রসকল ঈদৃশ অতুল ঐশ্বর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সৃঞ্জয়-পুত্র তাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ হে বনস্পতিনির্মিত রথ, তোমার অবয়বসকল দৃঢ় হউক, তুমি আমাদিগের বন্ধু ও রক্ষক হও, তুমি প্রকৃষ্টবীরগণ কর্তৃক যুক্ত হও। তুমি গোদ্বারা সন্নদ্ধ, তুমি আমাদিগকে সুদৃঢ় কর, তোমার উপর আরূঢ় রথী যেন অনায়াসে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৬ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা হব্যদ্বারা রথের যজ্ঞ কর, কারণ এই রথ স্বর্গ ও পৃথিবীর সারাংশদ্বারা সৃষ্ট ; বনস্পতির স্থিরাংশদ্বারা ঘটিত, জলের বেগের ন্যায় বেগযুক্ত, গোদ্বারা আবৃত এবং বজ্রভূত ॥ ২৭ ॥ হে দিব্যরথ, তুমি আমাদিগের যাগে প্রসন্ন হইয়া হব্য গ্রহণ কর, কারণ তুমি ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, মরুৎগণের পুরোবর্তী, মিত্রের গর্ভভূত, ও বরুণের নাভিস্বরূপ ॥ ২৮ ॥ হে দুন্দুভি, তুমি নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিজাত ইহা অবগত হউক। তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া অস্মদীয় শত্রুগণকে সুদূরে প্রেরণ কর ॥ ২৯ ॥ হে দুন্দুভি, তুমি আমাদিগের শত্রুগণকে রোদন করাও। তুমি আমাদিগকে বল প্রদান কর। তুমি দুর্ধর্ষ শত্রুগণের পীড়া বিধানপূর্বক উচ্চরব কর। হে দুন্দুভি, আমাদিগের অনিষ্ট করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা আনন্দিত হয়, তুমি তাহাদিগকে দূরীভূত কর। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ অতএব আমাদিগকে দৃঢ়তা প্রদান কর॥ ৩০॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের এই সমস্ত ধেনুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আমাদিগের নিকট প্রত্যানয়ন কর। দুন্দুভিসকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করিতেছে। আমাদিগের নায়কগণ অশ্বারোহণ-পূর্বক সমবেত হইয়াছে। হে ইন্দ্র, আমাদিগের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে॥ ৩১॥

৪৮ সূক্ত। দেবতা: ১-১০ অগ্নি; ১১-১৫,২০-২১ মরুৎগণ; ১৬-১৯ পূষা; ২২ দ্যাবা-ভূমি বা পৃশ্নি। বৃহস্পতি-পুত্র তৃণপাণি শংযু ঋষি। প্রগাথ (১-৩ বৃহতী; ২-৪ সতোবৃহতী; ৫ বৃহতী; ৬ মহাসতোবৃহতী; ৭ মহাবৃহতী; ৮ মহাসতোবৃহতী; ৯ বৃহতী; ১০ সতোবৃহতী; ১১ ককুপ্; ১২ সতোবৃহতী); ১৩, ১৮, পুরউষ্ণিক্; ১৪,১৯,২০ বৃহতী; ১৫ অতিজগতী; ১৬ ককুপ্; ১৭ সতোবৃহতী; ২১ মহাবৃহতী যবমধ্যা; ২২ অনুষ্টুপ্।

হে স্তোতৃবর্গ, তোমরা প্রতি যজ্ঞে পুনঃ পুনঃ স্তোত্রদ্বারা শক্তিমান্ অগ্নির স্তব কর। আমরা সেই অমর সর্বদর্শী, বন্ধুর ন্যায় অনুকূল দেব অগ্নির প্রশংসা করিতেছি॥ ১॥ আমরা শক্তিপুত্রের প্রশংসা করিতেছি, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন। হব্যবহনকারী সেই অগ্নিকে আমরা হব্য প্রদান করি। তিনি যেন সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক ও সমৃদ্ধিবিধায়ক হন। তিনি যেন আমাদিগের পুত্রগণকে রক্ষা করেন॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি অভীষ্টবর্ষী, জরারহিত ও মহান্; তুমি সমধিক দীপ্তিসহকারে প্রকাশ পাইতেছ। হে প্রদীপ্ত অগ্নি, তুমি অবিচ্ছিন্ন ভারসহিত বিরাজ করিতেছ। তুমি মনোজ্ঞ দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও॥ ৩॥ হে অগ্নি, তুমি মহৎ দেবগণের যাগ কর; অতএব আমাদিগের যজ্ঞে নিরন্তর দেবগণের যাগ কর। তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত নিজবুদ্ধি ও কার্যদ্বারা দেবগণকে আমাদিগের অভিমুখে আনয়ন কর। তুমি তাঁহাদিগকে হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর এবং স্বয়ং ইহা স্বীকার কর॥ ৪॥ তুমি যজ্ঞের গর্ভভূত; তোমাকে বসতী বরী অর্থাৎ সোমমিশ্রণার্থ জল, অভিষব পাষাণ ও অরণিকাষ্ঠ পোষণ করে। তুমি ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক বলপূর্বক মথিত হইয়া পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থানে অর্থাৎ দেবযজনদেশে প্রাদুর্ভূত হও॥ ৫॥ যে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেন, যিনি ধূমসহকারে অন্তরীক্ষে উদিত হয়েন, দীপ্তিমান্ অভীষ্টবর্ষী সেই অগ্নি অন্ধকার রাত্রিতে তমোনাশ করিতে দৃষ্ট হন। দীপ্তিমান্ সেই অভীষ্টবর্ষী অন্ধকার রাত্রিসকলের উপর অধিষ্ঠান করেন॥ ৬॥ হে দেব, দেবগণের মধ্যে কনিষ্ঠ, প্রদীপ্ত অগ্নি, তুমি মদীয় ভ্রাতা ভরদ্বাজ কর্তৃক সঙ্কুচিত হইয়া আমাদিগকে ধনপ্রদানপূর্বক নির্মল ও প্রবল দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও। হে প্রদীপ্ত অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হও॥ ৭॥ হে অগ্নি, তুমি সমস্ত মনুষ্যলোকের গৃহপতি। হে তরুণতম অগ্নি, আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বালিত করিতেছি, তুমি আমাকে শতসংখ্যক রক্ষাদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর। যাহারা ত্বদীয় স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাহাদিগকেও রক্ষা কর॥ ৮॥ হে গৃহদাতা, বিচিত্র অগ্নি, তুমি আমাদিগের নিকট রক্ষাসহকারে ধন প্রেরণ কর, কারণ তুমি এই সমস্ত ধনের প্রেরক। তুমি শীঘ্র আমাদিগের সন্ততিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর॥ ৯॥ হে অগ্নি, তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষাদ্বারা আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। তুমি আমাদিগের নিকট হইতে দেবগণের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ বিদূরিত কর॥ ১০॥ হে বন্ধুগণ, তোমরা নবীনতর স্তোত্র-সহকারে দুগ্ধবতী ধেনুর নিকট আগমন কর এবং তৎপরে তাহাকে এরূপে বিমুক্ত কর, যাহাতে তাহার কোনরূপ হানি না হয়॥ ১১॥ যিনি সহিষ্ণু, স্বাধীনতেজা মরুৎগণকে অমরণহেতু পয়োরূপ অন্ন প্রদান করেন, যিনি বেগগামী মরুৎগণের সুখসাধনে তৎপর, যিনি বৃষ্টিজলের সহিত সুখবর্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন॥ ১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে মরুৎগণ, তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনু ও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এই দুইটি সুখ দোহন কর ॥ ১৩ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী, বরুণের ন্যায় বুদ্ধিমান্, অর্যমার ন্যায় স্তুতিভাজন, বিষ্ণুর ন্যায় দানশীল; আমি ধনপ্রদানার্থ তোমাদিগের স্তব করিতেছি ॥ ১৪ ॥ যাহাতে মরুৎগণ শত-সহস্রপ্রকার ধন এক কালে আমাদিগকে প্রদান করেন, তজ্জন্য আমি সম্প্রতি উচ্চরবকারী, অপ্রতিহতপ্রভাব ও পুষ্টিদায়ক মরুৎগণের দীপ্তবলের স্তব করিতেছি। সেই মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিকট গূঢ় ধন প্রকাশিত করেন ও সমস্ত ধন সুলভ করেন ॥ ১৫ ॥ হে পূষা, তুমি সত্বর আমার নিকট আগমন কর। হে দীপ্তিমান্ দেব, তুমি ভীষণ আক্রমণকারী শত্রুগণের পীড়া বিধান কর। আমিও তোমার কর্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া স্বদায় গুণ গান করি ॥ ১৬ ॥ হে পূষা, তুমি কাকগণের আশ্রয়ভূত বনস্পতিকে অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত এই ঋষিকে উন্মূলিত করিও না। মদীয় নিন্দাকারিগণকে সর্বতোভাবে নষ্ট কর। ব্যাধগণ যেরূপ পক্ষিগণের বন্ধনার্থ জাল বিস্তীর্ণ করে, তদ্রূপ শত্রুগণ যেন কোনরূপে আমাকে বন্ধন করিতে না পারে ॥ ১৭ ॥ হে পূষা, দধিপূর্ণ, ছিদ্ররহিত দ্যুতির ন্যায় স্বদীয় বন্ধুতা যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥ হে পূষা, তুমি মর্ত্যগণকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি সম্পত্তিবিষয়ে দেবগণের সমকক্ষ। অতএব তুমি সংগ্রামে আমাদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি রাখিও। তুমি পূর্বকালে মানবগণকে যেরূপ রক্ষা করিয়াছিলে, সম্প্রতি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর ॥ ১৯ ॥ হে কম্পনবিধায়ী, সম্যক্‌রূপে স্তুতিভাজন মরুৎগণ, তোমাদিগের যে প্রশস্ত বাণী কি দেব, কি যজমান উভয়েরই বাঞ্ছিত ধন প্রণয়ন করে, তোমাদিগের সেই সদয় ও সুনৃত বাণী আমাদিগের পথপ্রদর্শক হউক ॥ ২০ ॥ যে মরুৎগণের কার্যসকল দীপ্তিমান্ সূর্যের ন্যায় সহসা অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয়, সেই মরুৎগণ দীপ্ত, শত্রুবিজয়ী, পূজনীয় শত্রুনাশক বল ধারণ করেন। সে শত্রুনাশক বল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ॥ ২১ ॥ একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃষ্ণির দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তৎসদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই ॥ ২২ ॥

৪৯ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১৫ শক্করী।

আমি নবীনতর স্তোত্রদ্বারা দেবসমূহ ও স্তোতৃবর্গের সুখাভিলাষী মিত্র ও বরুণের স্তব করিতেছি। নিরতিশয় বল-শালী মিত্র, বরুণ ও অগ্নি যেন এই যজ্ঞে আগমন করেন এবং আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করেন ॥ ১ ॥ যে অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির পূজার্হ; যিনি কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া দর্প করেন না; যিনি (স্বর্গ ও পৃথিবীরূপ) দুই যুবতী কন্যার স্বামী; যিনি স্তবকারীর পুত্রভূত, শক্তিপুত্র ও যজ্ঞের প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপ, আমি সেই অগ্নির যাগ করিবার নিমিত্ত (যজমানকে উত্তেজিত করিতেছি) ॥ ২ ॥ দীপ্তিমান্ সূর্যের বিভিন্নরূপা দুইটি কন্যা (দিবা ও রাত্রি)। তন্মধ্যে একটি নক্ষত্রসমূহ ও অন্যটি সূর্যদ্বারা সমুজ্জ্বল। পরস্পরবিরোধী, পৃথক্‌ভাবে সঞ্চরণশীল, পবিত্রতাবিধায়ক ও আমাদিগের স্তুতিভাজন এই উভয়েই যেন আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হন ॥ ৩ ॥ আমাদিগের মহতীস্তুতি যেন মহা-ধনসম্পন্ন, অখিল লোকের বন্দনীয়, রথপূরণকারী বায়ুর অভিমুখে উপস্থিত হয়। হে সম্যক্ যাগার্হ, সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, নিযুত অশ্বের অধিপতি, দূরদর্শী বায়ু, তুমি মেধাবী স্তবকারীকে ধনদ্বারা সংবর্ধনা কর ॥ ৪ ॥ যে রথ চিন্তামাত্রে অশ্বদ্বারা যোজিত হয়, অশ্বিদ্বয়ের সেই সমুজ্জ্বল রথ যেন দীপ্তিদ্বারা মদীয় দেহ আচ্ছন্ন করে। হে নেতা নাসত্যদ্বয়, তুমি যেন রথদ্বারা স্তবকারীর সন্ততি ও তাহার নিজের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে গমন করিও ॥ ৫ ॥ হে বর্ষণকারী পর্জন্য ও বাত, তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে প্রাপ্য জল প্রেরণ কর। হে জ্ঞানসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, জগৎসংস্থাপক মরুৎগণ, তোমরা যাহার স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হও তাহার সমস্ত প্রাণিজাত সমৃদ্ধ কর ॥ ৬ ॥ পবিত্রতাবিধায়িনী, মনোজ্ঞা, বিচিত্রগমনা, বীরপত্নী সরস্বতী যেন আমাদিগের যাগাদিকার্য নির্বাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তিনি যেন দেবপত্নীগণের সহিত প্রীত হইয়া স্তবকারীকে অচ্ছিদ্র গৃহ ও সুখ প্রদান করেন ॥ ৭ ॥ স্তবকারী যেন বাঞ্ছিত ফলের বশবর্তী হইয়া সমস্ত পথের অধিপতি পূজনীয় পূষার সমীপে স্তোত্রসহকারে উপস্থিত হয়। তিনি যেন আমাদিগকে সুবর্ণশৃঙ্গ ধেনুসকল প্রদান করেন। পূষা যেন আমাদিগের সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করেন ॥ ৮ ॥ দেবগণের আহ্বানকারী, দীপ্তিমান্ অগ্নি যেন ত্বষ্টার যাগ করেন; ত্বষ্টারূপ সকলের আদিবিভাগকর্তা, প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল, মহান্ গৃহস্থগণের যজনীয় এবং অনায়াসে আহ্বানযোগ্য ॥ ৯ ॥ হে স্তবকারী, তুমি দিবাভাগে এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা ভুবনপালক রুদ্রকে বর্ধিত কর, তুমি রাত্রিকালে রুদ্রের সংবর্ধনা কর। আমরা দূরদর্শী রুদ্র-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মহান্, মনোজ্ঞ, জরারহিত, সুখসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমূলক সেই রুদ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১০ ॥ হে নিত্যতরুণ জ্ঞানসম্পন্ন ও পূজনীয় মরুৎগণ, তোমরা যজমানের স্তোত্রাভিমুখে আগমন কর। হে নেতৃগণ, তোমরা এইরূপে সমৃদ্ধ হইয়া, এবং সঞ্চরমাণ রশ্মিসকলের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া, বৃষ্টিদ্বারা বিরল পাদপ বনসমূহের তৃপ্তিসাধন কর ॥ ১১ ॥ পশুপালক যেরূপ গোযূথকে (শীঘ্র পরিচালিত করে), তদ্রূপ পরাক্রান্ত, বলশালী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট শীঘ্র স্তোত্র প্রেরণ কর। অন্তরীক্ষ যেরূপ নক্ষত্রমণ্ডলদ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই মরুৎগণ মেধাবী স্তোতার সুশ্রাব্য স্তোত্রদ্বারা নিজ দেহাবচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট হউন ॥ ১২ ॥ যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদ বিক্রমদ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করিয়াছিলেন, সেই তোমাকর্তৃক প্রদত্ত গৃহে অবস্থানপূর্বক আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করি ॥ ১৩ ॥ আমাদিগের মন্ত্রদ্বারা স্তূয়মান অহির্বুধ্ন্য, পর্বত ও সবিতা যেন আমা-দিগকে বারিসহকারে অন্ন প্রদান করেন। দানশীল বিশ্বদেবগণ যেন আমাদিগকে ওষধিসহকারে সেই অন্ন প্রদান করেন। সুবুদ্ধি দেব ভগ যেন ধনার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করেন ॥ ১৪ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা আমাদিগকে রথযুক্ত, অসংখ্য অনুচরসমেত বহুপুত্রসমন্বিত যজ্ঞের সাধনভূত ধন ও অক্ষয় গৃহ প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা স্পর্ধা করিয়া শত্রুগণ ও অদেব সৈন্যদিগকে পরাজিত করিব এবং দেবভক্ত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব ॥ ১৫ ॥

৫০ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দেবগণ, আমি সুখের নিমিত্ত স্তোত্রসহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, শত্রুনিধনকারী ও সেবনীয় অর্যমা, সবিতা, ভগ এবং সমুদয় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য, তুমি দক্ষ হইতে সম্ভূত শোভনদীপ্তিশালী দেবগণকে আমাদিগের প্রতি অনুকূল করিও। দ্বিজন্মা (অর্থাৎ উভয় স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত) দেবগণ যাগপ্রিয়, সত্যবাদী, ধনসম্পন্ন, যাগার্হ ও অগ্নিজিহ্ব ॥ ২ ॥ হে স্বর্গ ও পৃথিবী, তোমরা সমধিক বল প্রদান কর। হে স্বর্গ ও পৃথিবী, তোমরা আমাদিগের স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশাল গৃহ প্রদান কর। যাহাতে আমাদিগের অতুল ঐশ্বর্য হয় তাহার উপায় বিধান কর। হে সদয় দেবদ্বয়, তোমরা আমাদিগের গৃহ হইতে পাপ বিদূরিত কর ॥ ৩ ॥ গৃহপ্রদাতা অজেয় রুদ্রপুত্রগণ সম্প্রতি আহূত হইয়া যেন আমাদিগের নিকট আগমন করেন, কারণ তাঁহারা মহৎ ও ক্ষুদ্র ক্লেশের সময় আমাদিগের সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা দেব মরুৎগণকে আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ যে মরুৎগণের সহিত দীপ্তিমান্ স্বর্গ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট; ধনদ্বারা স্তোতৃবর্গের সমৃদ্ধিবিধানকারী পূষা যে মরুৎগণের সেবা করেন; হে মরুৎগণ, ঈদৃশ তোমরা যৎকালে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আগমন কর, তখন তোমাদিগের বিভিন্নপথস্থিত প্রাণিবর্গ কম্পিত হইতে থাকে ॥ ৫ ॥ হে স্তবকারী, তুমি অভিনবস্তোত্রদ্বারা স্তুতিভাজন বীর ইন্দ্রের স্তব কর। এইরূপে স্তূয়মান সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করেন ও আমা-দিগের নিকট প্রভূত অন্ন প্রেরণ করেন ॥ ৬ ॥ হে বারিরাশি, তোমরা মানবহিতসাধক, তোমরা আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রগণের নিমিত্ত অনিষ্টনাশক রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর। তোমরা উপদ্রবসকল শান্ত ও বিদূরিত কর, কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা মাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ; তোমরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপাদক ॥ ৭ ॥ যিনি উষামুখের ন্যায় যজমানের নিকট অভিলষিত ধন প্রকাশ করেন, সেই রক্ষাকারী হিরণ্যপাণি পূজনীয় সবিতা যেন আমাদিগের নিকট আগমন করেন ॥ ৮ ॥ হে শক্তিপুত্র অগ্নি, তুমি অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন কর। আমি যেন সর্বদা ত্বদীয় রক্ষাবশতঃ আমি যেন শোভনপুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হই ॥ ৯ ॥ হে প্রাজ্ঞ নাসত্যদ্বয়, তোমরা সত্বর পরিচর্যাসমন্বিত মদীয় স্তোত্রসমীপে আগমন কর। তোমরা অন্ধকার হইতে অত্রিঋষিকে যেরূপ মুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমাদিগকে মুক্ত কর। হে নেতৃদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে সংগ্রামদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১০ ॥ হে দেবগণ, তোমরা আমাদিগকে দীপ্তিসম্পন্ন, বলবিধায়ক, পুত্রাদিসম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ধন প্রদান কর। হে স্বর্গীয় আদিত্যগণ, পার্থিব বসুগণ, গোজাত অথাৎ পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ, অপ্‌জাত রুদ্রগণ, তোমরা অস্মদীয় মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে সুখী কর ॥ ১১ ॥ রুদ্র ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যরূপ প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে সুখী করেন। পর্জন্য ও বায়ু যেন আমাদিগের অন্ন বর্ধিত করেন ॥ ১২ ॥ প্রসিদ্ধ দেব সবিতা ও ভগ এবং বারিরাশির পৌত্রস্থানীয় দানশীল অগ্নি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। দেবগণ ও দেবপত্নীগণের সহিত তুল্যরূপে প্রসন্ন ত্বষ্টা, দেবগণের সহিত তুল্যপ্রীত স্বর্গ এবং সমুদ্রগণের সহিত সমানপ্রীতি পৃথিবী যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন ॥ ১৩ ॥ অহির্বুধ্ন্য, অজ-একপাদ্, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক, আমাদিগকর্তৃক আহূত ও স্তুত, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥ ভরদ্বাজগোত্রজ মদীয় পুত্রগণ এইরূপে পূজাসাধন স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তব করিতেছে। হে যজ্ঞার্হ দেবগণ, তোমরা হব্যদ্বারা হুত, গৃহপ্রদাতা ও অজেয় ; তোমরা সকলে দেবপত্নীগণের সহিত নিয়ত পূজিত হও ॥ ১৫ ॥

৫১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র ঋজিশ্বা ঋষি।
ত্রিষ্টুপ ; ১৩-১৫ উষ্ণিক ; ১৬ অনুষ্টুপ্ ।

সূর্যের প্রসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বরুণের প্রিয়, অপ্রতিহত, নির্মল ও মনোজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশিত হইয়া অন্তরীক্ষের ভূষণবৎ শোভা পাইতেছে ॥ ১ ॥ যিনি তিনটি জ্ঞাতব্য ভুবন অবগত আছেন ; যিনি জ্ঞানশালী এবং দেবগণের দুর্জ্ঞেয় জন্ম বিদিত আছেন, সেই সূর্য মানবগণের সৎ ও অসৎ কর্মের পরিদর্শন করিতেছেন এবং প্রভু হইয়া মনুষ্যগণের সংগত মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন ॥ ২ ॥ আমি যজ্ঞরক্ষক, শোভনজন্মা অদিতি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও ভগের স্তব করি। যাঁহাদিগের কার্য অপ্রতিহত, যাঁহারা অর্থসম্পন্ন ও বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, তাঁহাদিগের যশঃ কীর্তন করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুগণের পালক, অপ্রতিহতপ্রভাব, শক্তিমান্, অধীশ্বর, শোভনগৃহপ্রদাতা, নিত্যতরুণ, নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ, আমি অদিতির শরণ লইতেছি, কারণ তিনি মদীয় পরিচর্যা কামনা করেন ॥ ৪ ॥ হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি, তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে যাগার্হ দেবগণ, তোমরা আমাদিগকে বৃক অথবা বৃকীর বশীভূত করিও না। যাহারা আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে, আমাদিগকে তাহাদিগের আয়ত্ত করিও না। কারণ তোমরা আমাদিগের দেহ, বল ও বাক্যের চালকস্বরূপ ॥ ৬ ॥ হে দেবগণ, আমরা তোমাদেরই। আমরা যেন অন্যকৃত পাপনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না করি। হে বসুগণ, তোমরা যাহা নিষেধ কর, আমরা যেন তাহার অনুষ্ঠান না করি। হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা বিশ্বের অধিপতি ; অতএব যাহাতে শত্রু নিজ দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে তোমরা তাহার উপায় বিধান কর ॥ ৭ ॥ নমস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমি নমস্কার করিতেছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া রহিয়াছে ; এইজন্য আমি দেবগণকে নমস্কার করিতেছি। দেবগণ নমস্কারেরই বশীভূত; আমি নমস্কারদ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি ॥ ৮ ॥ হে যাগার্হ দেবগণ, আমি নমস্কারসহকারে তোমাদিগের সকলের নিকট প্রণত হইতেছি, কারণ তোমরা যজ্ঞের নেতা, বিশুদ্ধবলসম্পন্ন, দেবযজনগৃহে অবস্থানকারী, অজেয়, বহুদর্শী, অধিনায়ক ও মহান্ ॥ ৯ ॥ তাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিসম্পন্ন ; তাঁহারাই আমাদিগের সমুদয় পাপ নাশ করুন ; দেব বরুণ, মিত্র ও অগ্নি শোভনবলশালী, সত্যকর্মা ও স্তোত্রনিরত ব্যক্তিগণের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র, পৃথিবী, পুষা, ভগ, অদিতি ও পঞ্চজন আমাদিগের বাসভূমি বর্ধিত করুন। তাঁহারা যেন আমাদিগের সুখদাতা, অন্নদাতা, সৎ-পথপ্রদর্শক, শোভনরক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন ॥ ১১ ॥ হে দেবগণ, স্তবকারী ভরদ্বাজগোত্রজ এই ব্যক্তি যেন সত্বর একটি স্বর্গীয় বসতি লাভ করে, কারণ সে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহার্থী। হব্যদাতা ঋষি অন্যান্য যজমানের সহিত ধনাভিলাষী হইয়া দেবসমূহের স্তব করিতেছেন ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, তুমি কুটিলপাপাচারী, দুষ্টাভিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত কর। হে সাধুগণের রক্ষক, তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ॥ ১৩ ॥ হে সোম, আমাদিগের এই অভিষবপাষাণসকল তোমার সহিত মিত্রতা কামনা করিতেছে। তুমি ভোজনপটু পণিকে সংহার কর, কারণ সে প্রকৃতই বৃক ॥ ১৪। হে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, তোমরা দানশীল ও দীপ্তিশালী। তোমরা পথিমধ্যে আমাদিগের রক্ষক ও সুখদাতা হও ॥ ১৫ ॥ আমরা সুগম ও পাপরহিত পথে উপস্থিত হইয়াছি, যে পথে গমন করিলে লোকে শত্রু পরিহার ও ধন লাভ করে ॥ ১৬ ॥

৫২ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র ঋজিশ্বা ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ৭-১২ গায়ত্রী ; ১৪ জগতী।

আমি ইহা স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত বোধ করি না। অথবা ইহা যে মদনুষ্ঠিত যজ্ঞের কিংবা অন্যদ্বারা সম্পাদিত মদীয় যাগের সমতুল্য হইবে এরূপও বিবেচনা করি না। অতএব সুমহান্ পর্বতসকল তাঁহার পীড়া বিধান করুক ; অতিযাজের ঋত্বিক্‌ও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হউক ॥ ১ ॥ হে মরুৎগণ, যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে এবং অস্মৎকৃত স্তোত্রের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে, শক্তিসকল তদীয় অনিষ্টকারক হউক এবং স্বর্গ সেই স্তোত্রদ্বেষ্টাকে দগ্ধ করুক ॥ ২ ॥ হে সোম, লোকে কিজন্য তোমাকে মন্ত্ররক্ষক বলে ? কি জন্যই বা তোমাকে নিন্দা হইতে আমাদিগের উদ্ধারকর্তা বলিয়া থাকে ? কেনই বা আমরা শত্রুগণকর্তৃক নিন্দিত হইলে তুমি নিরপেক্ষভাবে দর্শন করিতেছ ? তুমি স্তোত্রবিদ্বেষীর প্রতি নিজ পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ কর ॥ ৩ ॥ আবির্ভূত উষাসকল আমাকে রক্ষা করুন। স্ফীত নদীসকল আমাকে রক্ষা করুক। নিশ্চল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুন। দেবযজনসময়ে যজ্ঞে উপস্থিত পিতৃদেবগণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥ আমরা যেন সর্বদা স্বচ্ছন্দচিত্ত হই। আমরা যেন সর্বদা উদয়োন্মুখ সূর্যকে দর্শন করি। দেবগণের নিকট অস্মদীয় হব্যবহনকারী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, মহৈশ্বর্য-সম্পন্ন অগ্নি যেন আমাদিগকে সেইরূপ করেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র এবং বারিরাশিদ্বারা স্ফীত সরস্বতীনদী যেন রক্ষাসহকারে আমাদিগের সন্নিহিত হয়েন। ওষধিগণের সহিত পর্জন্য যেন আমাদিগের সুখদাতা হয়েন। অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত ও আহ্বানযোগ্য হয়েন ॥ ৬ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা আগমন কর, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর এবং এই আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশন কর ॥ ৭ ॥ হে দেবগণ, যে ব্যক্তি ঘৃতাক্তহব্যদ্বারা তোমাদিগের পরিচর্যা করে, তোমরা সকলে তাহার নিকট আগমন কর ॥ ৮ ॥ যাঁহারা অমরের পুত্র, সেই বিশ্বদেবগণ আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন ॥ ৯ ॥ হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক, যথাসময়ে স্তোত্রশ্রবণকারী বিশ্বদেবগণ, তোমাদিগের সমুচিত দুগ্ধ গ্রহণ করি ॥ ১০ ॥ মরুৎগণের সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টার সহিত মিত্র এবং অর্যমা আমাদিগের স্তোত্র ও এই সমস্ত হব্য গ্রহণ করুন ॥ ১১ ॥ হে দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি, দেবগণের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা যাগার্হ তাহা অবগত হইয়া তুমি তাঁহাদিগের মর্যাদানুসারে আমাদিগের এই যাগক্রিয়া সম্পাদন কর ॥ ১২ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, তোমরা অন্তরীক্ষে, ভূলোকে বা স্বর্গে অবস্থান কর, আমাদিগের এই আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারাই হউক বা অন্য প্রকারেই হউক যাগ গ্রহণ কর। সকলে আমাদিগের এই আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশনপূর্বক সোমরস পান করিয়া উল্লাসিত হও ॥ ১৩ ॥ যাগার্হ বিশ্বদেবগণ, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং বারি-রাশির পৌত্রভূত অগ্নি আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে দেবগণ, আমি যেন এরূপ স্তোত্র উচ্চারণ না করি, যাহা তোমাদিগের অগ্রাহ্য। আমরা যেন তোমাদিগের নিকটবর্তী হইয়া সুখলাভ করিয়া উল্লাসিত হই ॥ ১৪ ॥ পৃথিবী, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত, মহান্ ও সংহারশক্তিসম্পন্ন দেবগণ যেন দিবারাত্রি আমাদিগকে ও অস্মদীয় সন্ততিগণকে অন্ন প্রদান করেন ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি ও পর্জন্য, তোমরা মদীয় যাগকার্য রক্ষা কর। তোমরা অনায়াসে আহ্বান-যোগ্য, অতএব এই যজ্ঞে আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ইলা অন্ন উৎপাদন করেন ও অন্য ব্যক্তি গর্ভোৎপাদন করেন। অতএব তোমরা আমাদিগকে সন্ততিসহকারে অন্ন প্রদান কর ॥ ১৬ ॥ হে পূজনীয় বিশ্বদেবগণ, অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে কুশ আস্তীর্ণ হইলে, অগ্নি প্রজ্বালিত হইলে এবং আমি স্তোত্রোচ্চারণ ও নমস্কারপুরঃসর তোমাদিগের পরিচর্যা করিলে পর, তোমরা হব্যদ্বারা তৃপ্তি লাভ কর ॥ ১৭ ॥

৫৩ সূক্ত। পূষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ; ৮ অনুষ্টুপ্।

হে মার্গপতি পূষা, আমরা কর্মানুষ্ঠান ও অন্ন লাভের নিমিত্ত রণস্থলে রথের ন্যায় তোমাকে আমাদিগের অভিমুখবর্তী করিতেছি ॥ ১ ॥ হে পূষা, তুমি আমাদিগের নিকট মানবহিতকারী, ধনদানবিষয়ে বিমুক্তহস্ত ও বিশুদ্ধদানযুক্ত একটি গৃহস্থ প্রেরণ কর ॥ ২ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা, তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর এবং কৃপণের হৃদয় কোমল কর ॥ ৩ ॥ হে প্রচণ্ডবলশালী পূষা, তুমি অন্ন লাভের নিমিত্ত পথসকল পরিষ্কৃত কর। বিঘ্নকারী তস্করদিগের সংহার কর এবং আমাদিগের অনুষ্ঠানসকল সফল কর ॥ ৪ ॥ হে জ্ঞানসম্পন্ন পূষা, তুমি সূক্ষ্ম লোহাগ্র দণ্ডদ্বারা লুব্ধগণের হৃদয় বিদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে আমাদিগের বশে আনয়ন কর ॥ ৫ ॥ হে পূষা, তুমি প্রদোতদ্বারা লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ কর। তাহার চিত্তে সদাশয়তা উৎপাদন কর এবং তাহাকে আমার বশে আনয়ন কর ॥ ৬ ॥ হে জ্ঞানশালী পূষা, তুমি লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিত্ত রেখাঙ্কিত কর। হৃদ্‌গত কাঠিন্য সম্যক্‌রূপে শিথিল কর এবং তাহাদিগকে আমাদিগের বশে আনয়ন কর ॥ ৭ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা, তুমি অন্নপ্রেরক প্রতোদ ধারণ কর, তদ্দ্বারা সমস্ত লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় রেখাঙ্কিত কর এবং তদ্‌গত কাঠিন্য সম্যক্‌প্রকারে শিথিল কর ॥ ৮ ॥ হে দীপ্তিশালী পূষা, তুমি যে অস্ত্রদ্বারা ধেনুবৃন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত কর, আমরা তদীয় সেই অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥ হে পূষা, তুমি আমাদিগের উপভোগার্থ অস্মদীয় যাগকার্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারক-বর্গের উৎপাদক কর ॥ ১০ ॥

৫৪ সূক্ত। পূষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী।

হে পূষা, তুমি আমাদিগকে এইরূপ একটি বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত সংগত কর, যিনি আমাদিগকে প্রকৃতরূপে পথ প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন, 'এইটিই সেই' ॥ ১ ॥ আমরা যেন পূষার অনুগ্রহে এরূপ ব্যক্তির সহিত মিলিত হই, যিনি সমস্ত গৃহ আমাদিগকে প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন, 'এইগুলিই সেই' ॥ ২ ॥ পূষার আয়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না। এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং ইহার ধারা কুণ্ঠিত হয় না ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি হব্যদ্বারা পূষার পরিচর্যা করে, পূষা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অপকার করেন না এবং সেই ব্যক্তিই প্রধানতঃ ধন লাভ করে ॥ ৪ ॥ পূষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করেন; তিনি যেন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন ॥ ৫ ॥ হে পুষা, তুমি রক্ষণার্থ সোমাভিষবকারী যজমানের গোগণের অনুসরণ কর এবং তদীয় স্তোত্রোচ্চারণকারী আমাদিগের ও ধেনুগণের অনুসরণ কর ॥ ৬ ॥ হে পুষা, আমাদিগের গোধন যেন নষ্ট না হয়। ইহা যেন ব্যাঘ্রাদিদ্বারা নিহত না হয়। কূপপাতদ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত সেই ধেনুগণের সহিত সায়ংকালে আগমন কর ॥ ৭ ॥ অস্মদীয়-স্তোত্র-শ্রবণকারী, দারিদ্র্যনাশক, অবিনষ্টধন, অখিল জগতের অধিপতি পুষার নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৮ ॥ হে পুষা, যৎকালে আমরা ত্বদীয় উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, তৎকালে যেন কখনও হিংসিত না হই। সম্প্রতি আমরা তোমার স্তব করিয়া যেন সেইরূপ হই ॥ ৯ ॥ পুষা যেন নিজ দক্ষিণহস্তদ্বারা আমাদিগের গোধনকে বিপদ্‌গমন হইতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদিগের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন ॥ ১০ ॥

৫৫ সূক্ত। পুষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী।

হে দীপ্তিসম্পন্ন বিমুচোনপাৎ পুষা, ত্বদীয় স্তবকারী আমার নিকট আগমন কর। আমরা উভয়ে সংগত হই। তুমি অস্মদীয় যজ্ঞের নেতা হও ॥ ১ ॥ আমরা রথিশ্রেষ্ঠ, কপর্দী অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমাদিগের মিত্রভূত পুষার নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২ ॥ হে দীপ্তিশালী পুষা, তুমি ধনপ্রবাহস্বরূপ। তুমি ধনরাশিস্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য নির্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত ॥ ৩ ॥ অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সেই পুষার স্তব করিতেছি, যাঁহাকে লোকে তাঁহার ভগিনী অর্থাৎ উষার জার বলিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ রাত্রিরূপ মাতার পতিদেব পুষার স্তব করিতেছি। তাঁহার ভগিনীর জার পুষা আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। ইন্দ্রের সহোদর পুষা যেন আমাদিগের মিত্র হয়েন ॥ ৫ ॥ রথে নিয়োজিত ছাগগণ স্তোতৃবর্গের আশ্রয়ভূত পুষার রথ বহনপূর্বক তাঁহাকে এইস্থানে আনয়ন করুক ॥ ৬ ॥

৫৬ সূক্ত। পুষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী; ৬ অনুষ্টুপ্।

যিনি পুষাকে করম্ভের অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত যবসক্তুর ভোজী বলিয়া স্তব করেন, তাঁহাকে অন্য দেবের স্তব করিতে হয় না ॥ ১ ॥ রথিশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের রক্ষক, সুপ্রসিদ্ধ দেব ইন্দ্র, মিত্রভূত পুষার সাহায্যে শত্রু সংহার করেন ॥ ২ ॥ চালক, রথিশ্রেষ্ঠ, পুষা দীপ্তিমান্, সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে বহুলোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্তি, জ্ঞানসম্পন্ন পুষা, অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর ॥ ৪ ॥ গোকাম এই সমস্ত মানবগণকে গোলাভদ্বারা চরিতার্থ কর। হে পুষা, তুমি দূরদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে পুষা, আমরা অদ্যকার ও পরদিনের যজ্ঞ সম্পাদনার্থ তোমার সেই রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি; সে রক্ষা পাপ হইতে দূরস্থিত ও ধনের সন্নিকৃষ্ট ॥ ৬ ॥

৫৭ সূক্ত। ইন্দ্র ও পুষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র ও পুষা, অদ্য আমরা আমাদিগের মঙ্গলার্থ তোমাদের সহিত বন্ধুত্বের জন্য ও অন্নলাভের নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্র পাত্রমধ্যে অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত গমন করেন এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ পুষা করম্ভ ভোজন করিতে অভিলাষ করেন ॥ ২ ॥ একের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহন ছাগগণ, অন্যের বাহন স্থূলকায় অশ্বদ্বয় এবং তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র সেই অশ্বদ্বয়সহকারে বৃত্র সংহার করেন ॥ ৩ ॥ যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা ইঁহার সহায় হন ॥ ৪ ॥ আমরা বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখার ন্যায় পূষা ও ইন্দ্রের অনুগ্রহবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি ॥ ৫ ॥ সারথি যেইরূপ রশ্মি আকর্ষণ করে আমাদিগের প্রকৃষ্ট কল্যাণের নিমিত্ত আমরাও তদ্রূপ পূষা ও ইন্দ্রকে আমাদিগের নিকট আকর্ষণ করিতেছি ॥ ৬ ॥

৫৮ সূক্ত। পূষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ২ জগতী।

হে পূষা, তোমার এরূপ দিবা শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ রাত্রি কেবল যজনীয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি স্বদীয় কল্যাণকর দান প্রকাশিত হউক ॥ ১ ॥ যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁহার গৃহ অন্নপূর্ণ, যিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ, যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সেই দেব পূষা সূর্যরূপে ভূতজাতকে প্রকাশিত করিয়া নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিতেছেন ॥ ২ ॥ হে পূষা, তোমার যে সমস্ত হিরণ্ময়ী নৌকা সমুদ্রমধ্যস্থ অন্তরীক্ষমধ্যে সঞ্চরণ করে, তদ্দ্বারা তুমি সূর্যের দৌত্যকার্য সম্পাদন কর। তুমি হব্যরূপ অন্নার্থী ; স্তোতৃগণ তোমাকে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত পশ্বাদিদ্বারা বশীভূত করে ॥ ৩ ॥ পূষা স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভন বন্ধুস্বরূপ, অন্নের অধিপতি, ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞমূর্তি। তিনি বলশালী, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পশ্বাদিদ্বারা প্রসাদযোগ্য ও শোভনগমনকারী তাঁহাকে দেবগণ সূর্যপত্নীর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

৫৯ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি।

বৃহতী ; ৭-১০ অনুষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, সোমরস অভিষুত হইলে আমি তোমাদিগের সেই বীরত্ব আগ্রহসহকারে কীর্তন করি। দেবদ্বেষ্টা অসুরগণ তোমাদিগকর্তৃক নিহত হইয়াছে, অথচ তোমরা অক্ষত রহিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদিগের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়, তৎসমুদয় যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদিগের উভয়েরই এক জনক ; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদিগের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় যেরূপ ভক্ষণীয় ঘাসের অভিমুখে গমন করে, সোমরস অভিষুত হইলে তোমরাও সেইরূপ সমবেত হইয়া গমন কর। অদ্য আমরা রক্ষাহেতু বজ্রধর ও দানাদিগুণসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক দেব ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদিগের স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি সোমরস অভিষুত হইলে অপ্রীতিকর স্তোত্রদ্বারা কুৎসিতরূপে তোমাদিগের স্তব করে, তোমরা তাহার প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর না ॥ ৪ ॥ হে দীপ্তিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নি, কোন্ মর্ত্য তোমাদিগের এই কার্যের বিচারক হইবে, যখন তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ সূর্যাত্মক ইন্দ্র বিবিধরূপে গমনকারী অশ্বগণকে যোজিত করিয়া অগ্নির সহিত এক রথে আরোহণপূর্বক গমন করেন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, পাদরহিত এই উষা প্রাণিবর্গের শিরোদেশ উত্তেজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে জিহ্বাদ্বারা উচ্চ শব্দ করাইয়া পাদযুক্ত নিদ্রিত জীবগণের অভিমুখ-বর্তিনী হইতেছেন এবং এইরূপে ত্রিশপদ ত্রিংশৎ মুহূর্ত অতিক্রম করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, যোদ্ধৃপুরুষগণ হস্তদ্বয়দ্বারা ধনুক বিস্তারিত করে। তোমরা এই মহা সংগ্রামে গোগণের অনুসন্ধানসময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, হননশীল, আক্রমণকারী শত্রুগণ আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। তুমি স্বদীয় শত্রুগণকে বিদূরিত কর ও তাহাদিগকে সূর্যদর্শন হইতে বঞ্চিত কর, অর্থাৎ বিনষ্ট কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা দিব্য ও পার্থিব সকল ধনেরই অধিপতি। অতএব এই যজ্ঞে আমাদিগকে সমগ্র জীবনপোষক ধন প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে স্তোত্রদ্বারা আকর্ষণীয় ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা আমাদিগের এই সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর, কারণ তোমরা স্তোত্র ও সমুদয় উপাসনাসমন্বিত আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

৬০ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি।
গায়ত্রী ; ১-৩,১৩ ত্রিষ্টুপ্ ; ১৪ বৃহতী ; ১৫ অনুষ্টুপ্।
যিনি বিপুল ধনের অধিপতি, বলপূর্বক শত্রুনিধনকারী ও অন্নাভিলাষী ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্যা করেন, তিনি শত্রু সংহার ও অন্ন লাভ করেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা অপহৃত ধেনুবৃন্দ, বারিরাশি, সূর্য ও উষাসকলের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র, তুমি দিক্‌সমূহ, সূর্য, উষাসকল, বিচিত্র সলিল ও গোগণকে ভুবনের সহিত যোজিত করিয়াছ। হে অগ্নি, নিযুতসংখ্যক অশ্বের অধিপতি তুমিও এইরূপ কার্য সম্পাদন করিয়াছ ॥ ২ ॥ হে বৃত্রসংহারকারী ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা আমাদিগের হব্যান্নদ্বারা পরিপুষ্ট হইবার নিমিত্ত শত্রুনাশক বলসহকারে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা অনিন্দনীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট ধনের সহিত আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও ॥ ৩ ॥ পূর্বকালে যাঁহাদিগের সমস্ত বীরকার্য ঋষিগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে, আমি সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা স্তোতৃবর্গের হিংসা করেন না ॥ ৪ ॥ আমরা প্রচণ্ডবলশালী, শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা যেন ঈদৃশ সংগ্রামে আমাদিগকে কৃতকার্য করিয়া সুখী করেন ॥ ৫ ॥ সাধুগণের রক্ষাকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ধার্মিক ও অধার্মিক-কৃত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিতেছেন। তাঁহার সমুদয় বিদ্বেষকারিগণকে সংহার করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, এইসকল স্তোতা তোমাদিগের স্তব করিতেছেন। হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা অভিষুত এই সোমরস পান কর ॥ ৭ ॥ হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদিগের বহুলোকস্পৃহণীয় ও হব্যদাতার নিমিত্ত উৎপন্ন যে নিযুত অশ্ব আছে, তোমরা সেই সমস্ত অশ্বে আরোহণপূর্বক আগমন কর ॥ ৮ ॥ হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা এই সবনে অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর ॥ ৯ ॥ হে স্তবকারী, যিনি শিখাদ্বারা সমগ্র বর্ণসমূহক আচ্ছন্ন করেন এবং জ্বালারূপ জিহ্বাদ্বারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর ॥ ১০ ॥ যে মর্ত্য প্রজ্বলিত অগ্নিকে ইন্দ্রের সুখদায়ক হব্য প্রদান করেন, ইন্দ্র সেই ব্যক্তির দীপ্তিসম্পন্ন অন্নের নিমিত্ত কল্যাণকর বারি বর্ষণ করেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা আমাদিগকে বলবান্ অন্ন এবং অস্মদীয় হব্য বলবান্ করিবার নিমিত্ত বেগবান্ অশ্বসকল প্রদান কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, আমি হোমদ্বারা তোমাদিগকে অনুকূল করিবার জন্য তোমাদিগের উভয়কেই আহ্বান করিতেছি। হব্যদ্বারা যুগপৎ তৃপ্তি বিধান করিবার নিমিত্ত আমি উভয়কেই আহ্বান করিতেছি। তোমরা উভয়েই ধনদাতা ও অন্নদাতা, অতএব আমি অন্নলাভার্থ উভয়কেই আহ্বান করিতেছি ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও বিপুল ধনসহকারে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। আমরা মিত্রতালাভের নিমিত্ত মিত্রভূত, দানাদিগুণসম্পন্ন ও সুখপ্রদাতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা সোমাভিষবকারী যজমানের আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা হব্য কামনা কর, আগমন কর এবং মধুর সোমরস পান কর ॥ ১৫ ॥

৬১ সূক্ত। সরস্বতী দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ; ১-৩,১৩ জগতী ; ১৪ ত্রিষ্টুপ্।
এই সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্র্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ধনমোচনকারী দিবোদাসনামক একটি পুত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিয়ত কেবল আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণি সংহার করিয়াছেন। হে সরস্বতী দেবী, ত্বদীয় এই সমস্ত দান অতি মহৎ ॥ ১ ॥ এই নদীরূপী সরস্বতী মৃণালখননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান্ তরঙ্গসহকারে পর্বতসানুসকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগ্ন করিতেছেন। আমরা রক্ষার নিমিত্ত স্তুতিযজ্ঞদ্বারা উভয়কুলনশিনী সরস্বতীর পরিচর্যা করিতেছি॥ ২॥ হে সরস্বতী, তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করিয়াছ এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃসয়ের পুত্রকে সংহার করিয়াছ। হে অন্নসম্পন্না সরস্বতী দেবী, তুমি মানবগণকে ভূমি প্রদান করিয়াছ এবং তাহাদিগের জন্য বারিবর্ষণ করিয়াছ॥ ৩॥ দানশালিনী, অন্নসম্পন্না, স্তোতৃবর্গের রক্ষণকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যক্‌রূপে আমাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন॥ ৪॥ হে দেবী সরস্বতী, যে ব্যক্তি তোমাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে, সেই ব্যক্তি যখন ধনলাভার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তুমি তখন রক্ষা করিও॥ ৫॥ হে অন্নশালিনী, দেবী সরস্বতী, তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা করিও এবং পূষার ন্যায় আমাদিগকে ভোগযোগ্য ধন প্রদান করিও॥ ৬॥ ভীষণা, হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া, শত্রুঘাতিনী সেই সরস্বতী যেন আমাদিগের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন॥ ৭॥ যাঁহার অপরিমিত, অকুটিলদীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিচরণ করে॥ ৮॥ নিয়ত ভ্রমণকারী সূর্য যেরূপ দিনসকলকে আনয়ন করেন, তদ্রূপ সেই সরস্বতী যেন আমাদিগের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করেন এবং সলিলময়ী নিজ অন্যান্য ভগিনীগণকে আমাদিগের নিকট আনয়ন করেন॥ ৯॥ সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্না, প্রাচীন ঋষিগণকর্তৃক সম্যক্‌রূপে সেবিতা, আমাদিগের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদিগের স্তুতিভাজন হন॥ ১০॥ পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশসকলকে যিনি নিজ দীপ্তিদ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই সরস্বতী দেবী যেন নিন্দক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন॥ ১১॥ ত্রিলোকব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা, পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধিবিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতি যুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্য হন॥ ১২॥ যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্তিদ্বারা ইঁহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ; যিনি নদীসমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী; যিনি শ্রেষ্ঠতাহেতু নিরতিশয় গুণশালিনী হইয়াছেন, সেই সরস্বতী জ্ঞানী স্তোতার স্তুতিভাজন হয়েন॥ ১৩॥ হে সরস্বতী, তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। তুমি আমাদিগকে হীন করিও না। অধিক জলদ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদিগের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি॥ ১৪॥

৬২ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যাঁহারা ক্ষণমাত্রে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্যন্তপ্রদেশ হইতে প্রভূত অন্ধকার দূর করেন, দ্যুলোকের নেতা, এই ভুবনের ঈশ্বর, সেই অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতিকরতঃ আহ্বান করি॥ ১॥ তাঁহারা যজ্ঞাভিমুখে আগমন করতঃ নির্মল তেজোবলে রথের দীপ্তি প্রকাশিত করেন এবং প্রভূত তেজঃসমূহ অপরিমিতরূপে নির্মাণ করতঃ জলের জন্য অশ্বসমূহকে মরুদেশ অতিক্রম করিয়া লইয়া যান॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উগ্র, তোমরা সেই অসমৃদ্ধ গৃহে গমন কর, এবং এই প্রকারে অভিলষণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণদ্বারা স্তোতৃগণকে লইয়া যাও। তোমরা হব্যদাতা মনুষ্যের হিংসাকারীকে দমন কর॥ ৩॥ তাঁহারা অশ্ব যোজিত করিতে করিতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন করতঃ নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্রসমীপে আগমন করুন। তাঁহারা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং পুরাণ অগ্নি তাঁহাদের যাগ করুন॥ ৪॥ যাঁহারা স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দান করেন, সেই রুচির, বহুকর্মবিশিষ্ট, পুরাণ এবং দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়কে নূতন স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব॥ ৫॥ তোমরা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে রক্ষা করতঃ রেণুরহিত মার্গে রথযুক্ত, গমনশীল অশ্বগণদ্বারা জলের উৎপত্তিস্থান, সমুদ্রের জল হইতে বাহির করিয়াছ॥ ৬॥ হে রথারূঢ় অশ্বিদ্বয়, তোমরা জয়শীল রথদ্বারা পর্বত বিনাশ কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অভিলষিত দান করিয়া থাক। তোমরা স্তুতিকারীর নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে দুগ্ধযুক্ত কর এবং এই প্রকারে সুস্তুতিগামী হইয়া সর্বত্রগামী হও॥ ৭॥ হে পুরাতনী দ্যাবা-পৃথিবী, হে আদিত্যগণ, হে বসুগণ, হে রুদ্রপুত্রগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক মনুষ্যগণের প্রতি দেবগণের যে মহান্ ক্রোধ আছে, তোমরা সেই তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননার্থ প্রেরণ কর ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি লোকসমূহের রাজা এই অশ্বিদ্বয়কে যথাকালে পরিচর্যা করেন, মিত্র এবং বরুণ তাঁহাকে জানেন। তিনি মহাবল রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মনুষ্যগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উত্তমচক্রবিশিষ্ট, দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথিযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সন্তানদের জন্য আমাদিগের গৃহে আগমন কর, এবং ক্রোধ ত্যাগ করতঃ মনুষ্যগণের বিঘ্নকারীদিগের মস্তক ছিন্ন কর ॥ ১০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, দৃঢ়, গোপুর্ণ গোষ্ঠের দ্বার অপাবৃত কর, আমি স্তুতি করিতেছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান কর ॥ ১১ ॥

৬৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ; ১ বিরাট্ , ১১ একপদা ত্রিষ্টুপ্ ।
দূতের ন্যায় প্রেরিত হব্যযুক্ত, স্তোমমনোহর, পুরুহূত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিতি করুন যেন তাঁহাদিগকে লাভ করে। এই স্তোম নাসত্যদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্তিত করিয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্তোতার স্তোত্রে প্রীত হও ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের আহ্বান অনুসারে পর্যাপ্ত প্রকারে গমন কর, তোমরা স্তূয়মান হইয়া সোমপান কর, আমাদিগের গৃহ শত্রু হইতে রক্ষা কর, দূরবর্তী অথবা নিকটবর্তী শত্রু যেন উহাকে হিংসা করিতে না পারে ॥ ২ ॥ তোমাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হইয়াছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তোমাদিগকে অভিলাষ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লোকে বন্দনা করিতেছে। প্রস্তরসকল তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করতঃ সোমরস ব্যক্ত করিয়াছে ॥ ৩ ॥ অগ্নি তোমাদিগের যজ্ঞের জন্য ঊর্ধ্বে উত্থিত হন এবং যজ্ঞে গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও ঘৃতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়কে স্তোত্রযুক্ত করেন, সেই হোতা বহুকর্মা ও অত্যন্ত উদ্যুক্তমনস্ক হন ॥ ৪ ॥ হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়, সূর্যদুহিতা তোমাদিগের বহুরক্ষক রথ শোভিত করিবার জন্য অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তোমরা দেবগণের এই জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, নেতা এবং নৃত্যশালী হও ॥ ৫ ॥ তোমরা এই দর্শনীয় কান্তিদ্বারা সূর্যের শোভার জন্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হও। তোমাদিগের অশ্বগণ শোভার জন্য প্রকর্ষরূপে অনুগমন করে। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়, সুন্দররূপে স্তুত স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করে ॥ ৬ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ তোমাদিগকে অন্ন অভিমুখে বহন করুক। তোমাদিগের মনের ন্যায় বেগশালী রথ, সম্পর্কযোগ্য এবং অভিলষণীয় প্রভূত অন্নের জন্য বিসৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৭ ॥ হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের অনেক ধন আছে, অতএব তোমরা আমাদিগকে প্রীত কর এবং অন্য সংক্রমণরহিত অন্ন দান কর। হে মাদয়িতা অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের স্তোতা আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যাহা তোমাদিগের দানের উদ্দেশে গমন করে এরূপ সোমরসও আছে ॥ ৮ ॥ আর পুরয়ের ঋজুগামী এবং শীঘ্রগামী বড়বাদ্বয় আমার হইয়াছে। সুমীচের শত গাভী আমার হইয়াছে, পেরুকের পক্ক অন্ন আমার হইয়াছে। শান্তরাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিরণ্যযুক্ত, সুদর্শন দশ রথ দিয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, পুরুপন্থা তোমাদিগের স্তোতাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করেন। হে বীর অশ্বিদ্বয়, তিনি স্তুতিকারী ভরদ্বাজকে শীঘ্র দান করুন। হে বহুকর্মবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, রাক্ষসসমূহ হত হউক ॥ ১০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমি যেন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সহিত তোমাদিগের সুখাবহ ধনে পরিবেষ্টিত হই ॥ ১১ ॥

৬৪ সূক্ত। উষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ।
দীপ্তিমতী, শুক্লবর্ণা উষাসমূহ, শোভার জন্য জলোর্মির ন্যায় উত্থিত হইতেছেন। উষা সমস্ত স্থান সুপথবিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করিতেছেন। ধনবতী উষা প্রশস্তা এবং সমর্ধয়িত্রী ॥ ১ ॥ হে উষাদেবী, তুমি কল্যাণীরূপে দৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছ এবং বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছ। তোমার দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইতেছে। তুমি তেজঃসমূহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হইয়া রূপ প্রকাশ করিতেছ॥ ২॥ লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ, সুভগা, বিস্তীর্ণা প্রথমান এই উষা দেবতাকে বহন করে। ক্ষেপণশীল বীর যেরূপ শত্রু দূর করে, সেইরূপ উষা তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের ন্যায় তমঃসমূহকে বাধা দেন॥ ৩॥ পর্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য প্রদেশ তোমার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্ট, তুমি অন্তরীক্ষ পার হইয়া থাক। হে মহৎ-রথবিশিষ্টা, দর্শনীয়া দ্যুলোকদুহিতা, তুমি আমাদিগকে অভিলষণীয় ধন দান কর॥ ৪॥ হে উষাদেবী, তুমি আমাকে ধনদান কর, তুমি অপ্রতিগত হইয়া প্রীতিপূর্বক অশ্বদ্বারা ধন বহন করিয়া থাক। হে দ্যুলোকদুহিতা, তুমি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হইয়া থাক, অতএব তুমি দর্শনীয়া হও॥ ৫॥ হে উষাদেবী, তুমি প্রকাশ হইলে পর পক্ষিগণ বাসস্থান হইতে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক্ মনুষ্যগণ উত্থিত হয়। তুমি সমীপে বর্তমান হব্যদাতা মনুষ্যকে প্রভূত ধন দান কর॥ ৬॥

৬৫ সূক্ত। উষা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যিনি দীপ্তিমান্-কিরণযুক্ত হইয়া রাত্রিতে তেজঃপদার্থ ও অন্ধকারসমূহ তিরস্কৃত করিয়া দৃষ্ট হয়েন, এই সেই দ্যুলোকজাতা দুহিতা উষা আমাদিগের জন্য অন্ধকার দূর করতঃ প্রজাগণকে প্রকাশিত করিতেছেন॥ ১॥ কান্তি-যুক্তরথবিশিষ্টা উষাদেবী সেই সময়ে বৃহৎ যজ্ঞের প্রথমাংশ সম্পাদন করতঃ অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা বিস্তীর্ণরূপে গমন করেন, বিচিত্ররূপে শোভা পান এবং নিশার অন্ধকার সম্যক্রূপে অপনোদন করেন॥ ২॥ হে উষাদেবীগণ, তোমরা হব্যদাতা মনুষ্যকে কীর্তি, বল, অন্ন এবং রস দান করিয়া থাক, তোমরা ধনবতী এবং গমনশীলা। তোমরা অন্য পরিচর্যাকারীকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন এবং ধন প্রদান কর॥ ৩॥ হে উষাদেবীগণ, এক্ষণে তোমাদের পরিচর্যা-কারীর জন্য ধন আছে, এক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য তোমাদের ধন আছে, এক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাহাতে উক্থ আছে, পূর্বকালের ন্যায় মৎসদৃশ ব্যক্তিকে সেই ধন দান কর॥ ৪॥ হে সানুপ্রিয় উষাদেবী, অঙ্গিরাগণ তোমার প্রসাদে সত্বই গাভীসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং অর্চনীয় স্তোত্রদ্বারা তমঃ ভেদ করিয়াছিলেন। নেতা অঙ্গিরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্যফলবিশিষ্ট হইয়াছিল॥ ৫॥ হে দ্যুলোকদুহিতা উষা, প্রাচীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের জন্য তমঃ দূর কর। হে ধনবতী উষা, আমি ভরদ্বাজের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছি, তুমি আমাকে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদিগকে অনেকের গন্তব্য অন্ন দান কর॥ ৬॥

৬৬ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মরুৎগণের সেই সমান ও স্থির পদার্থে অবনমনকারী প্রীতিকর ও বেগবান্ রপুঃ বিদ্বান্ স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হউক। উহা অন্তরীক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্তলোকে অন্য পদার্থ দোহন করিবার জন্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়॥ ১॥ যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁহারা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই মরুৎগণের রথ ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালংকারবিশিষ্ট। তাঁহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন॥ ২॥ অভীষ্টবর্ষী রুদ্রের যে পুত্র মরুৎগণ আছেন এবং যাঁহাদিগকে ধারণকারী অন্তরীক্ষ ধারণ করিতে সক্ষম, সেই মহান্ মরুৎগণের মাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ মনুষ্যগণের উৎপত্তির জন্য গর্ভজল ধারণ করেন॥ ৩॥ যাঁহারা স্তোতৃগণের নিকট যানযোগে গমন করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া পাপসমূহ শোধিত করেন, যাঁহারা দীপ্তিমান্, যাঁহারা স্তোতৃগণের অভিলাষানুসারে জল দোহন করেন, যাঁহারা দীপ্তিযুক্ত হইয়া স্বশরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করেন এবং ভূমি সিক্ত করেন ॥ ৪ ॥ সমীপগামী স্তোতৃগণ যাঁহাদিগের উদ্দেশে মারুৎ স্তোত্র উচ্চারণকরতঃ শীঘ্র অভিলষিত লাভ করিতেছেন এবং যাঁহারা অপহর্তা, গমনশীল ও মহত্ত্বযুক্ত হইতেছেন, সম্প্রতি সুন্দরদানবিশিষ্ট যজমান সেই উগ্র মরুৎগণকে বীতক্রোধ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ তাঁহারা উগ্র এবং বলশালী, তাঁহারা ধর্ষক সেনাগণকে সুরূপা দ্যাবা-পৃথিবীর সহিত যোজিত করেন। ইঁহাদিগের প্রতি রোদসী স্বদীপ্তিবিশিষ্টা ; বলবান্ মরুৎগণেতে দীপ্তি থাকে না ॥ ৬ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের রথ পাপরহিত হউক। স্তোতা সারথি না হইয়াও যাহাকে চালনা করে, সেই রথ অশ্বরহিত হইয়াও, আহাররহিত ও পাশরহিত হইয়াও, জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হইয়া দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যাহাকে সংগ্রামে রক্ষা কর, তাহার প্রেরকও নাই ও হিংসিতাও নাই। তোমরা যাঁহাকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জলবিষয়ে রক্ষা কর, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত শত্রুর গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, যাঁহারা বলদ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করেন, যে মহান্ মরুৎগণ হইতে পৃথিবী কম্পিত হয়, সেই শব্দকারী, ত্বরিত বলবান্ মরুৎগণকে দর্শনীয় অন্ন দান কর ॥ ৯ ॥ মরুৎগণ যজ্ঞের ন্যায় স্তোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং অর্চনীয়, তাঁহারা শত্রুগণের প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্তশরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত ॥ ১০ ॥ আমি, সেই বর্ধমান, দীপ্তিমান্-খড়্গবিশিষ্ট, রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করি। স্তোতার নির্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হইয়া মেঘের ন্যায় মরুৎগণের বলের প্রতি স্পর্ধা করিতেছে ॥ ১১ ॥

৬৭ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা দুইজনে অসম ও যন্তৃশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় স্বীয় বাহুদ্বারা জনগণকে সংযত কর। আমি তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করি ॥ ১ ॥ হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ, আমাদিগের এই স্তুতি তোমাদিগকে প্রচ্ছাদিত করে, হব্যের সহিত তোমাদিগের নিকট গমন করে এবং তোমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। হে সুন্দরদানবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ, আমাদিগকে শীতাদির নিবারক অনভিভূত গৃহ দান কর ॥ ২ ॥ হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ, তোমরা স্তোত্রদ্বারা সুন্দররূপে স্তুত হইয়া উপাগত হও। কর্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্মদ্বারা অন্নাভিলাষী ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমাদ্বারা সেইরূপ কর ॥ ৩ ॥ যাঁহারা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পূতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সেই গর্ভভূত মিত্র ও বরুণকে ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা জন্মিবামাত্রই মহান্ হইতেও মহান্ এবং হিংসক মনুষ্যের ঘাতক, অদিতি তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ সমস্ত দেবগণ পরস্পরপ্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদের মহত্ত্ব কীর্তন করতঃ বল ধারণ করিয়াছেন। তোমরা বিস্তীর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিভূত কর। তোমাদিগের অহিংসিত এবং অমূঢ় রশ্মি আছে ॥ ৫ ॥ তোমরা প্রতিদিবস বল ধারণ কর এবং অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার ন্যায় দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদিগের কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত মেঘ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মনুষ্যের হব্যে তৃপ্ত হইয়া ভূমিতে এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন ॥ ৬ ॥ তোমরা সোমদ্বারা উদর পূর্ণ করিবার জন্য প্রাজ্ঞব্যক্তিকে ধারণ কর। হে বিশ্বজিত্বা মিত্র ও বরুণ, যখন ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ করে এবং যখন তোমরা জল প্রেরণ কর, তখন যুবতীগণ মৃষ্ট হয় না, বরং অশুষ্ক হইয়া বিভূতি ধারণ করে ॥ ৭ ॥ মেধাবী ব্যক্তি তোমাদিগের নিকট বাক্যদ্বারা সর্বদা এই জল যাচ্ঞা করেন। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ, যেরূপে তোমাদিগের অভিগন্তা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদিগের সেইরূপ মহিমা হউক। তোমরা হব্যদাতার পাপ বিনাশ কর ॥ ৮ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, যাহারা স্পর্ধা করিয়া তোমাদিগেরকর্তৃক বিহিত এবং তোমাদিগের প্রিয়কর্মের বিঘ্ন করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যাহারা কর্মবান্ হইয়াও যজ্ঞযুক্ত নহে এবং যাহারা পুত্রস্বরূপ নহে, তাহাদিগকে বিনাশ কর ॥ ৯ ॥ যখন মেধাবিগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেহ কেহ স্তুতি করতঃ নিবিৎসমূহ পাঠ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে শত উক্থসমূহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া যাও না ॥ ১০ ॥ হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ, যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্ষক, অভীষ্ট-বর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য তোমরা অভিগত হইলে, তোমাদিগেরকর্তৃক দেয় গৃহ যে অবিচ্ছিন্ন হয় ইহা সত্য ॥ ১১ ॥

৬৮ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৯,১০ জগতী।

হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ, মনুর ন্যায় কুশবিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরব্ধ হয়, অদ্য তোমাদিগের জন্য ক্ষিপ্র সেই যজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা যজ্ঞে ধনপ্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্। তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শত্রুগণের হিংসক এবং সর্বসেনাবিশিষ্ট ॥ ২ ॥ স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সেই ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি কর। একজন বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্যজন উপদ্রব রক্ষা করিবার জন্য বলযুক্ত হন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, নরজাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে বর্ধিত করে, তখন তোমরা মহত্ত্বযুক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রভু হও। হে বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা ইহাদিগের প্রভু হও ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্বক হব্য দান করে, সে সুন্দরদানবিশিষ্ট, ধনবান্ এবং যজ্ঞবান্ হয়। দানবান্ সেই ব্যক্তি জয়লব্ধ অন্নের সহিত শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান্ পুত্রসমূহ লাভ করে ॥ ৫ ॥ হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা হব্যদাতাকে ধনানুবন্ধী, বহু-অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান কর এবং যাহা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সেই ধন আমাদিগের হউক ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দররক্ষাবিশিষ্ট এবং দেবগণ যাহার রক্ষক, সেই ধন আমাদিগের হউক। আমাদিগের বল যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবিতা এবং হিংসক হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের যশঃ তিরস্কৃত করুক ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা স্তূয়মান হইয়া সুন্দর অন্নের জন্য আমাদিগকে শীঘ্র ধন দান কর। হে দেবদ্বয়, তোমরা মহান্, আমরা এই প্রকারে তোমাদিগের বলের স্তুতি করিতেছি, আমরা যেন নৌকাদ্বারা জলসমূহের ন্যায় দুরিতসমূহ পার হইতে পারি ॥ ৮ ॥ যে এই বরুণ মহিমাবান্, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সেই সম্রাট্ এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা সোমপায়ী ; এই মদকর, অভিষুত সোম পান কর। হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ, তোমাদিগের রথ দেবগণের পানার্থ যজ্ঞাভিমুখে গমন করে ॥ ১০ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা অত্যন্ত মধুমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান কর। আমরা তোমাদের জন্য এই সোমরূপ অন্ন ঢালিয়াছি, তোমরা উপবেশন করতঃ এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও ॥ ১১ ॥

৬৯ সূক্ত। ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমাদিগের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা এই কর্ম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞ সেবা কর। তোমরা উপদ্রবশূন্য মার্গদ্বারা আমাদিগকে পার করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করিয়া থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্যমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণকর্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ তোমাদের নিকট গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুক ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা সোমসমূহের স্বামী। তোমরা দ্রবিণ দান করতঃ সোমাভিমুখে আগমন কর। স্তোতাগণের স্তোত্রসমুদয় শস্ত্রের সহিত উচ্চার্যমাণ হইয়া তোমাদিগকে তেজোদ্বারা সংবর্ধিত করুক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক। তোমরা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা কর এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্যসকল শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে পর তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর ; তোমরা অন্তরীক্ষকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়াছ এবং লোকসমূহকে আমাদিগের জীবনের জন্য প্রথিত করিয়াছ। তোমাদিগের সেই কর্মসমূহ স্তুতিযোগ্য ॥ ৫ ॥ হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা সোমদ্বারা বর্ধিত হইয়া থাক এবং সোমাগ্র ভোজন করিয়া থাক ; যজমানগণ নমস্কারপূর্বক তোমাদিগকে হব্য দান করে, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলসস্বরূপ ॥ ৬ ॥ হে দর্শনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা এই মদকর সোম পান কর এবং উদর পূর্ণ কর। মদকর সোমরূপ অন্ন তোমাদিগের নিকট গমন করুক, তোমরা আমার স্তোত্র এবং আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা জয় করিয়াছ, কখনও পরাজিত হও নাই ; তোমাদের দুইজনের মধ্যে কেহ পরাজিত হয় নাই। তোমরা যে দ্রব্যের জন্য স্পর্ধা করিয়াছ, তাহা ত্রিধাস্থিত এবং অসংখ্যক হইলেও বিক্রমদ্বারা লাভ করিয়াছ ॥ ৮ ॥

৭০ সূক্ত। দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী।

হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা উদকবতী ভূতসমূহের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, স্বরূপবিশিষ্টা, বরুণের ধারণকার্যদ্বারা পৃথক্‌রূপে ধাবিতা, অজরা, এবং বহুরেতস্কা ॥ ১ ॥ অসংগতা, বহুধারাবিশিষ্ট উদকবতী ও শুচিব্রতা দ্যাবা-পৃথিবী সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা এই ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদিগকে যাহা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেতঃ সেচন কর ॥ ২ ॥ হে ধিষণা দ্যাবা-পৃথিবী, যে মর্ত্য তোমাদের সুখ গমনের জন্য হব্য দান করেন, তিনি সিদ্ধমনোরথ হন এবং অপত্যগণের সহিত প্রবৃদ্ধ হন। কর্মের উপরি তোমাদিগের সিক্ত রস নানাবর্ণবিশিষ্ট এবং সমানকর্মা পদার্থরূপে উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন। তাঁহারা জলসংপৃক্তা, জলবর্ষয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাচ্ঞা করেন ॥ ৪ ॥ মধুষ্কারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা এবং আমাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশঃ, অন্ন ও সুবীর্যদানকারিণী দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে মধুদ্বারা সিক্ত করুন ॥ ৫ ॥ পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদিগকে অন্ন দান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্মা, পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে পুত্রাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন ॥ ৬ ॥

৭১ সূক্ত। সবিতা দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী ; ৪-৬ ত্রিষ্টুপ্।

সেই সুকর্মা সবিতা দেব দানার্থে হিরণ্ময় বাহুদ্বয় উদ্যত করেন। মহান্, যুবা, সুদক্ষ সবিতা দেব, লোকের ধারণার্থ জলপূর্ণ বাহুদ্বয় প্রেরণ করেন ॥ ১ ॥ আমরা যেন সেই সবিতাদেবের প্রসবকার্যে ও শ্রেষ্ঠ ধনদানবিষয়ে সমর্থ হই। হে সবিতাদেব, তুমি সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসবকার্যে সক্ষম এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসবকার্যে সক্ষম ॥ ২ ॥ হে সবিতাদেব, তুমি অদ্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজোদ্বারা আমাদিগের গৃহ রক্ষা কর। তুমি হিরণ্যজিহ্বাবিশিষ্ট, তুমি নবতর সুখ দান কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগের অনিষ্টাশংসী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ প্রশান্তান্তঃকরণ, হিরণ্যপাণি, হিরণ্ময়হনুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরমবাক্যবিশিষ্ট সেই সবিতাদেব রাত্রির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসানে উত্থিত হউন। তিনি হব্যদাতাকে প্রভূত অন্ন প্রেরণ করুন ॥ ৪ ॥ সবিতাদেব উপবক্তার ন্যায় হিরণ্ময় এবং শোভনাবয়ব বাহুদ্বয় উদ্যত করুন। তিনি পৃথিবী হইতে দ্যুলোকের উন্নত প্রদেশসমূহে আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু তিরোহিত থাকে তাহাদিগকে প্রীত করেন ॥ ৫ ॥ হে সবিতা, অদ্য আমাদিগকে ধন দান কর, কল্য আমাদিগকে ধন দন দান কর। হে দেব, যেহেতু তুমি নিবাসভূত প্রভূত ধনের দাতা, অতএব আমরা এই স্তুতিদ্বারা ধন লাভ করিব ॥ ৬ ॥

৭২ সূক্ত। ইন্দ্র ও সোম দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও সোম, তোমাদিগের সেই মহত্ত্ব প্রভূত। তোমরা মহৎ এবং মুখ্য ভূতসমূহ করিয়াছ, তোমরা সূর্যলাভ করাইয়াছ, তোমরা জল লাভ করাইয়াছ। তোমরা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদিগকে বধ করিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা উষাকে প্রকাশিত কর, সূর্যকে জ্যোতির সহিত উর্ধ্বে নীত কর এবং অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর। তোমরা মাতা পৃথিবীকে প্রথিত কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, জলপরিবৃতকারী অহি বৃত্রকে বধ কর। দ্যুলোক তোমাদিগকে সংবর্ধিত করিয়াছিল। তোমরা নদীর জলসমূহ প্রেরণ কর এবং সমুদ্রকে জলদ্বারা পূর্ণ কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা গাভীসমূহের অপক্ক উধোদেশে পক্ক দুগ্ধ নিহিত করিয়াছ এবং নানাবর্ণ এই গোসমূহের মধ্যে আবদ্ধ ও শুক্লবর্ণ দুগ্ধ ধারণ করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা তারক, অপত্যযুক্ত এবং শ্রবণযোগ্য ধন শীঘ্র দান কর। হে উগ্র ইন্দ্র ও সোম, তোমরা মনুষ্যগণের হিতকর এবং শত্রুসেনার অভিভবকর বল বর্ধিত কর ॥ ৫ ॥

৭৩ সূক্ত। বৃহস্পতি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ।

যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হইয়াছেন, যিনি সত্যবান্, অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদিগের পিতা, সেই বৃহস্পতি বর্ষক হইয়া দ্যাবা-পৃথিবীতে গর্জন করেন ॥ ১ ॥ যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে ভয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরীসকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন ॥ ২ ॥ এই বৃহস্পতিদেব, ধন এবং গো-সহিত গোব্রজসমূহ জয় করিয়াছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হইয়া যজ্ঞকর্ম ভোগ করিতে ইচ্ছা করতঃ স্বর্গের অমিত্রকে অর্চনাসাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন ॥ ৩ ॥

৭৪ সূক্ত। সোম ও রুদ্র দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে সোম ও রুদ্র, তোমরা অসূর্য বল দান কর। যজ্ঞসকল প্রতিগৃহে তোমাদিগকে পর্যাপ্তরূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও ॥ ১ ॥ হে সোম ও রুদ্র, যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সংক্রামক রোগ বিযোজিত কর এবং নির্ঋতি যাহাতে পরাঙ্মুখ হয়, সেইরূপে বাধা দান কর। আমাদিগের কল্যাণজনক অন্ন হউক ॥ ২ ॥ হে সোম ও রুদ্র, তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য এইসকল ভেষজ ধারণ কর। আমাদের কৃত যে পাপ আমাদিগের শরীরে বদ্ধ আছে, তাহা শিথিল কর এবং তাহাদিগের হইতে মুক্ত কর ॥ ৩ ॥ হে সোম ও রুদ্র, তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করিয়া থাক। তোমরা শোভন স্তোত্র অভিলাষ করতঃ আমাদিগকে ইহলোকে অত্যন্ত সুখী কর। তোমরা আমাদিগকে বরুণের পাশ হইতে প্রমুক্ত কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

৭৫ সূক্ত। দেবতা : ১ বর্ম ; ২ ধনু ; ৩ জ্যা ; ৪ আর্ত্নী ;
৫ ইষুধি ; ৬ (পূর্বার্ধ) সারথি ; ৬ (উত্তরার্ধ) রশ্মিগণ ;
৭ অশ্বগণ ; ৮ রথ ; ৯ রথগোপা ; ১০ ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ, সোম,
দ্যাবা-পৃথিবী ও পূষা ; ১১-১২, ১৫-১৬ ইষুগণ ; ১৩ প্রতোদ ; ১৪ হস্তঘ্ন ;
১৭ যুদ্ধভূমি, কবচ ও ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি ; ১৮ বর্ম, সোম ও বরুণ ; ১৯ দেবগণ
ও ব্রহ্ম। ভরদ্বাজ-পুত্র পায়ু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬-১০ জগতী ;
১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ অনুষ্টুপ্ ; ১৭ পংক্তিঃ।

সংগ্রাম উপস্থিত হইলে এই রাজা যখন বর্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের ন্যায় রূপ হয়। হে রাজন্, তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর ; বর্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক ॥ ১ ॥ আমরা ধনুদ্বারা গাভী জয় করিব ; ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব ; ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রুসেনা বধ করিব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, আমরা ধনুদ্বারা সর্বদিক্ জয় করিব ॥ ২ ॥ এই ধনুসংলগ্ন জ্যা সংগ্রামকালে যুদ্ধের পারে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই ধনুর্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে এবং স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে ॥৩॥ সেই ধনুষ্কোটিদ্বয় অনন্যমনস্কা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক এবং স্বকার্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া গমনপূর্বক এই রাজার অমিত্রদিগকে হিংসা করিয়া শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক ॥ ৪ ॥ এই তূণীর বহুতর বাণের পিতা ; অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র ; বাণ তুলিবার সময় এই তূণীর চিশ্বা শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণপ্রসবপূর্বক সমস্ত সেনা জয় করে ॥ ৫ ॥ সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেইখানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাহাদিগের মহিমা স্তব কর ॥ ৬ অশ্বসকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে ॥ ৭ ॥ হব্য যেমন অগ্নিকে বর্ধিত করে, সেইরূপ এই রাজার রথবাহিত ধন ইঁহাকে বর্ধিত করুক। রথে ইঁহার অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্বদা প্রসন্নমনে সেই সুখকর রথের সমীপে গমন করি ॥ ৮ ॥ রথের রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু অন্ন নষ্ট করিয়া স্বপক্ষীয়দিগকে অন্ন দান করে। বিপৎকালে ইঁহাদিগের আশ্রয় লওয়া যায়। ইঁহারা শক্তিমান্, গম্ভীর, বিচিত্রসেনাযুক্ত, বাণবলবিশিষ্ট, অহিংস, বীর, মহান্ এবং বহুতর শত্রুকে জয় করিতে সক্ষম ॥ ৯ ॥ হে স্তোতাগণ, হে পিতৃগণ, হে যজ্ঞবর্ধক সোম্যগণ, তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ; আমাদিগের পাপশংসী শত্রু যেন প্রভুত্ব না করিতে পারে ॥ ১০ ॥ বাণ সুপর্ণ ধারণ করে ; মৃগ উহার দন্ত। উহা গাভীকর্তৃক সম্যক্রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। যেখানে নেতাগণ একত্রে ও পৃথক্রূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখ দান করুন ॥ ১১ ॥ হে বাণ, আমাদিগকে পরিবর্ধিত কর ; আমাদের শরীর পাষাণের ন্যায় হউক। সোম আমাদের হইয়া বলুন ; অদিতি সুখ দান করুন ॥ ১২ ॥ হে কশা, প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিগণ তোমার দ্বারা ইহাদিগের সক্থিতে আঘাত করে, জঘনপ্রদেশে আঘাত করে ; তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর ॥ ১৩ ॥ হস্তঘ্ন জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে॥ ১৪ ॥ যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই পর্জন্য কার্যভূত বৃহৎ ইষুদেবতাকে এই নমস্কার॥ ১৫ ॥ হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, হিংসাকুশল ইষু, তুমি বিসৃষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদিগকে প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিও না॥ ১৬॥ মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে যুদ্ধভূমিতে সম্পতিত হয়, তথায় ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে সর্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখ দান করুন॥ ১৭॥ তোমার মর্মস্থানসমূহ বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিব ; অনন্তর সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন করুন ; বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ সুখ দান করুন ; তুমি জয়ী হইলে দেবগণ হৃষ্ট হউন॥ ১৮ ॥ যে জ্ঞাতি আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট নহেন, যিনি দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন। এই মন্ত্রই আমার শরনিবারক বর্ম॥ ১৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। বিরাট্ ; ১৯-২৫ ত্রিষ্টুপ।

প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন॥ ১॥ যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সেই সুদর্শন অগ্নিকে সর্বপ্রকার ভয় হইতে রক্ষার্থে বসুগণ গৃহে নিহিত করিয়াছিলেন॥ ২॥ হে যুবতম অগ্নি, তুমি প্রকর্ষরূপে সমিদ্ধ হইয়া অজস্র জ্বালার সহিত আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হও ; বহু অন্ন তোমার নিকট উপগত হইতেছে॥ ৩॥ সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির নিকট সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নিসমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সেই অগ্নিসমূহ বিশেষরূপে দীপ্তি পান॥ ৪॥ হে অভিভবকুশল অগ্নি, শত্রু হিংসাযুক্ত হইয়া যাহা বাধা দিতে পারে না, সেই কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর-অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, তুমি স্তোত্রপ্রযুক্ত হইয়া আমাদিগকে দান কর॥ ৫॥ হব্যযুক্তা যুবতী জুহু দিবারাত্র সুদক্ষ অগ্নির নিকট আগমন করে, স্বকীয় দীপ্তি ধনাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে॥ ৬॥ হে অগ্নি, তুমি যে তেজের দ্বারা পরুষশব্দকারীকে দগ্ধ করিয়া থাক, সেই তেজের বলে সমস্ত শত্রুগণকে দগ্ধ কর। তুমি উপতাপ দূর করতঃ রোগ নাশ কর॥ ৭॥ হে বসিষ্ঠ শুভ্র, দীপ্ত, পাবক অগ্নি, যাহারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহাদিগের ন্যায় আমাদিগেরও এই স্তোত্রে তুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর॥ ৮॥ হে অগ্নি, যে পিতৃহিত, মর্ত্য নেতাগণ তোমাদের তেজঃ বহুদেশে বিভক্ত করিয়াছেন ; তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদেরও এই স্তোত্রে প্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর॥ ৯॥ যাঁহারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের স্তুতি করেন, সেই এই শূর নেতাগণ সংগ্রামসমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করুন॥ ১০॥ হে অগ্নি, আমরা শূন্য গৃহে বাস করিব না, অন্য মনুষ্যের গৃহে বাস করিব না। হে গৃহের হিতকর অগ্নি, আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য ; আমরা তোমার পরিচর্যা করতঃ প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করিব॥ ১১॥ অশ্ববান্ অগ্নি যে যজ্ঞের আশ্রয়ভূত গৃহে গমন করেন, আমাদিগকে সেই ভৃত্যাদিযুক্ত, সুন্দর-অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্ধমান গৃহ দান কর॥ ১২॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে অপ্রীতিকর রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, অদাতা পাপেচ্ছুক হিংসক হইতে রক্ষা কর। আমি তোমার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করিব॥ ১৩। বলবান্, দৃঢ়হস্ত, বহু-অন্নবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত স্তোত্রদ্বারা যে অগ্নির পরিচর্যা করে, সেই অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুক॥ ১৪॥ যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হইতে রক্ষা করেন, যাঁহাকে সুজন্মা বীরগণ পরিচর্যা করেন, তিনিই অগ্নি॥ ১৫॥ যাঁহাকে সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করেন, যাঁহাকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন, সেই এই অগ্নি বহুদেশে আহূত হন॥ ১৬॥ হে অগ্নি, আমরা ধনেশ্বর হইয়া তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রদ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করিব॥ ১৭॥ হে অগ্নি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এই অত্যন্ত কমনীয় হব্য বহন কর এবং গমন কর। দেবগণের প্রত্যেকে আমাদের এই সুরভি হব্য কামনা করুন ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে অপুত্রতা প্রদান করিও না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করিও না, এই অমতি আমাদিগকে প্রদান করিও না, আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করিও না, রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিও না। হে সত্যবান্ অগ্নি, আমাদিগকে গৃহে হিংসা করিও না, বনে হিংসা করিও না ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নি, আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর। হে দেব, তুমি যজ্ঞবান্‌দিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ২০ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি সুন্দর-আহ্বানবিশিষ্ট ও রমণীয়দর্শন, তুমি শোভনদীপ্তির সহিত প্রদীপ্ত হও। তুমি সহায় হও এবং ঔরসপুত্র দগ্ধ করিও না ; আমাদের মনুষ্যহিতকর পুত্র যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ॥ ২১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সহায় হও এবং ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিগণকে বলিও , যেন তাঁহারা আমাদিগকে সুখে ভরণ করেন। হে বলের পুত্র অগ্নিদেব, তোমার নিগ্রহবুদ্ধি ভ্রমেও যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে ॥ ২২ ॥ হে সুতেজা অমর্ত্য অগ্নি, যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান করে, সেই মর্ত্য ধনবান্ হয়। যাঁহার নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা করতঃ গমন করে, সেই অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করেন ॥ ২৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর কর্ম অবগত আছ। হে বলপুত্র, আমরা তোমার স্তোতা, আমরা যদ্দ্বারা, অক্ষীণ, পূর্ণায়ুঃ এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া হৃষ্ট হইতে পারি, আমাদিগকে এরূপ মহৎ ধন দান কর ॥ ২৪ ॥ হে অগ্নি, আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর ; হে দেব, তুমি যজ্ঞবান্‌দিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ২৫ ॥

২ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ নরাশংস ;
৩ ইল ; ৪ বর্হি (কুশ) ; ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৬ উষা ও নক্ত ;
৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ; ৮ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী ;
৯ ত্বষ্টা ; ১০ বনস্পতি ; ১১ স্বাহাকৃতিগণ। মৈত্রাবরুণি
বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, অদ্য আমাদের সমিধ্ সেবা কর ; যজনীয় ধুম প্রেরণকরতঃ অত্যন্ত দীপ্ত হও ; তপ্ত রশ্মিদ্বারা অন্তরীক্ষের সানুপ্রদেশ স্পর্শ কর এবং সূর্যের রশ্মিসমূহের সহিত সংগত হও ॥ ১ ॥ সুক্রতু, দীপ্তিমান্ এবং কর্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেবগণ উভয় হব্য ভক্ষণ করেন, আমরা তাঁহাদের মধ্যে স্তোত্রদ্বারা যজনীয় নরাশংসের মহিমার স্তুতি করি ॥ ২ ॥ তোমরা স্তুতিযোগ্য, অসুর, সুদক্ষ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে দূত, সত্যবাক্, মনুষ্যগণের ন্যায় মনুকর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্বদা পূজা কর ॥ ৩ ॥ পরিচর্যাভিলাষিগণ জানু পাতিয়া পাত্র পূর্ণকরতঃ হব্যের সহিত অগ্নিকে বর্হিঃ দান করিতেছেন। হে অধ্বর্যুগণ, ঘৃতপৃষ্ট, স্থূলবিন্দুযুক্ত বর্হিঃ হোমকরতঃ প্রদান কর, ॥ ৪ ॥ সুকর্মা, দেবাভিলাষী এবং রথাভিলাষিগণ যজ্ঞে দ্বার আশ্রয় করিয়াছেন। মাতৃদ্বয় যেরূপ শিশুকে লেহন করে সেইরূপ লেহনকারী ও পূর্বাভিমুখী জুহু ও উপভৃতিকে অধ্বর্যুগণ নদীর ন্যায় যজ্ঞে সিক্ত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ যুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশোপরি আসীনা, বহুস্তুতা, ধনবতী, যজ্ঞার্হা, অহোরাত্রি কামদুঘা ধেনুর ন্যায় কল্যাণের জন্য আমাদিগকে আশ্রয় করুন ॥ ৬ ॥ হে বিপ্র, জাতবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্মকর্তা দেবীদ্বয়, আমি তোমাদিগকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি করি। স্তব করা হইলে পর আমাদের যজ্ঞ দেবাভিমুখী কর ; তোমরা দেবগণের মধ্যে বিদ্যমান বরণীয় ধন বিভাগ করিয়া দাও ॥ ৭ ॥ ভারতীগণের সহিত সংগতা ভারতী আগমন করুন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত ইলা আগমন করুন, অগ্নিও আগমন করুন। সারস্বতগণের সহিত সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে এই কুশে উপবেশন করুন ॥ ৮ ॥ হে দেবত্বষ্টা, যদ্দ্বারা বীর, কর্মকুশল, বলশালী ও সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেবা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে বনস্পতি, তুমি দেবতাগণকে সমীপে আনয়ন কর। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সহিত এক রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ স্বাহাযুক্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করুন ॥ ১১ ॥

৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দেবগণ, যিনি মর্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্ন-যুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও অন্য অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর ॥ ১ ॥ যখন অগ্নি অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণকরতঃ ও শব্দকরতঃ মহৎ নিরোধ হইতে বৃক্ষসমূহে অবস্থান করেন, তখন উঁহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর হে অগ্নি, তোমার কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র হয় ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদ্গত হয়, তাহার আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি, তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক ॥ ৩ ॥ যখনি তুমি দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদিরূপ অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজঃ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সোনার ন্যায় বিস্পষ্ট হইয়া গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি, তুমি শিখাদ্বারা যবের ন্যায় কাষ্ঠাদি ভক্ষণ কর ॥ ৪ ॥ মনুষ্যগণ যুবতম অতিথির ন্যায় পূজ্য, সেই অগ্নিকে তাহার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্তকরতঃ সততগামী অশ্বের ন্যায় পরিচর্যা করে। আহুত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ হে সুন্দর-তেজোবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি যখন সূর্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তোমার তেজঃ অন্তরীক্ষ হইতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়; তুমি দর্শনীয় সূর্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করাইয়া থাক ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, আমরা যেরূপ হব্য-ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা তোমাদিগকে স্বাহা দান করিব, হে অগ্নি, তুমিও সেইরূপ সেই অমিত তেজোবলে অপরিমিত অয়োনির্মিত নগরীদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ হে বলের পুত্র জাতবেদা, তুমি দানশীল, তোমার যে শিখা আছে এবং যে বাক্যদ্বারা পুত্রবান্ প্রজাগণকে তুমি রক্ষা কর, সেই সমুদয়দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাগণকে রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ যখন শুচি অগ্নি স্বকীয় শরীরদ্বারা কৃপাবশতঃ রোচমান হইয়া তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর ন্যায় কাষ্ঠ হইতে নির্গত হয়েন, তখন তিনি যাগযোগ্য হয়েন। কমনীয়, সুকর্মা পাবক অগ্নি মাতৃভূত অরণিদ্বয় হইতে জাত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে এই সুন্দর ধন দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতা পুত্র লাভ করিতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারিগণের হউক; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১০ ॥

৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপূত হব্য ও স্তুতি প্রদান কর। অগ্নি দৈব ও মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞাদ্বারা গমন করেন ॥ ১ ॥ অগ্নি অরণি হইতে যুবতম হইয়া জাত হইয়াছেন, অতএব সেই মেধাবী অগ্নি তরুণ হউন। দীপ্তদণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নিসংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূত অন্ন ভক্ষণ করেন ॥ ২ ॥ মর্ত্যগণ যে শুভ্র অগ্নিকে দেবের মুখ্য স্থানে পরিগ্রহণ করেন, যিনি পুরুষগণকর্তৃক গৃহীত বস্তু সেবা করেন, সেই অগ্নি মনুষ্য-গণের জন্য শত্রুগণের দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি পান ॥ ৩ ॥ কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্যগণমধ্যে নিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। হে বলবান্ অগ্নি, আমরা সর্বদা তোমার ভক্ত থাকিব ; তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না ॥ ৪ ॥ যেহেতু অগ্নি কর্মদ্বারা দেবগণকে পার করিয়াছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন। ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে বিদ্যমান সেই অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁহাকে ধারণ করে ॥ ৫ ॥ অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করিতে সক্ষম ; সুন্দরবীর্যযুক্ত ধন দান করিতে সক্ষম। হে বলবান্ অগ্নি, আমরা যেন পুত্রাদিরহিত হইয়া উপবেশন না করি, রূপরহিত হইয়া উপবেশন না করি এবং পরিচর্যারহিত হইয়া উপবেশন না করি ॥ ৬ ॥ অঋণী ব্যক্তির ধন পর্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হইব। হে অগ্নি, যেন অপত্য অন্যজাত না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না ॥ ৭ ॥ অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অথবা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। অতএব অন্নবান্, শত্রুনাশক, নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে হিংসক হইতে রক্ষা কর, হে বলবান্, তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর, নির্দোষ অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, স্পৃহণীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে এই সুন্দর ধন দান কর ; আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতা পুত্র লাভ করিতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারিগণের হউক ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১০ ॥

৫ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, সেই প্রবৃদ্ধ এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর ॥ ১ ॥ নদীগণের নেতা যে জলবর্ষী অর্চিত অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নিঃসৃত হইয়াছেন, সেই বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যদ্বারা বর্ধিত হইয়া মনুষ্যপ্রজাগণের অভিমুখে শোভা পান ॥ ২ ॥ হে বৈশ্বানর, যখন তুমি পুরুর সমীপে দীপ্যমান্ হইয়া তাহার শত্রুর পুরী বিদীর্ণকরতঃ প্রজ্বলিত হইয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্নী প্রজাগণ পরস্পর অসমেত হইয়া ভোজন ত্যাগকরতঃ আগমন করিয়াছিল ॥ ৩ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোক তোমার ব্রত সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশদ্বারা দীপ্যমান্ হইয়া স্বদীপ্তিতে দ্যাবা-পৃথিবী বিস্তারিত কর ॥ ৪ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং উষা ও দিবসের মহান্ কেতু-স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হইয়া তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও ঘৃতযুক্ত বাক্য তোমাকে সেবা করে ॥ ৫ ॥ হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি, বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করিয়াছেন, তোমার কর্ম সেবা করিয়াছেন। তুমি আর্যের জন্য অধিক তেজঃ উৎপন্ন করতঃ দস্যুগণকে স্থান হইতে নির্গত করিয়াছ ॥ ৬ ॥ তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া বায়ুর ন্যায় সদ্য সোম পান কর। হে জাতবেদা, তুমি জলসমূহ উৎপন্ন করতঃ অপত্যের ন্যায় পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান করিয়া গর্জন করিয়া থাক ॥ ৭ ॥ হে সকলের বরণীয় অগ্নি, যদ্দ্বারা ধন রক্ষা কর এবং হব্যদাতা মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশঃ রক্ষা কর, হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সেই দীপ্তিমান্ অন্ন প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, আমরা যজ্ঞকারী, আমাদিগকে বহু অন্ন, ধন এবং শ্রুতিযোগ্য বল প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি, তুমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর ॥ ৯ ॥

৬ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি। বন্দমান হইয়া সম্রাট্, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান্ ইন্দ্রের ন্যায় সেই বৈশ্বানরের স্তুতি ও কর্মসমূহ কীর্তন করিব ॥ ১ ॥ অগ্নি, কবি, কেতুস্বরূপ, অদ্রিধারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ্তিমান্, সুখকর ও দ্যাবা-পৃথিবীর রাজা, দেবগণ সেই অগ্নিকে প্রীতি করেন। আমি পুরীবিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্মসমূহ স্তুতিদ্বারা কীর্তন করিব॥ ২॥ অগ্নি যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধারহিত, বুদ্ধিশূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন সেই দস্যুদিগকে বিদূরিত করুন; তিনি প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করুন॥ ৩॥ নেতৃতম যে অগ্নি অপ্রকাশমান অন্ধকারে নিমগ্ন প্রজাগণকে হৃষ্টকরতঃ প্রজ্ঞাদ্বারা ঋজুগামী করিয়াছেন; আমি সেই ধনস্বামী, অনত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি॥ ৪॥ যিনি শত্রুকৌশল আয়ুধদ্বারা হীন করিয়াছেন, যিনি আর্যপত্নী উষাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই মহান্ অগ্নি প্রজাগণকে বলদ্বারা নিরুদ্ধ করতঃ নহুষ রাজার করপ্রদ করিয়াছিলেন॥ ৫॥ সমস্ত লোক সুখের নিমিত্ত যাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া হব্যের সহিত উপস্থিত হয়, সেই বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃমাতৃভূত দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষে আগমন করিয়াছেন॥ ৭॥ বৈশ্বানরদেব, সূর্য উদয় হইলে পর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃ গ্রহণ করেন, পর সমুদ্র হইতে তমঃ গ্রহণ করেন; দ্যুলোকের তমঃ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তমঃ গ্রহণ করেন॥ ৭॥

৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নিদেব, তুমি অভিভবিতা এবং অশ্বের ন্যায় বেগবান্, আমি তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রেরণ করি। হে বিদ্বান্, তুমি আমাদের যজ্ঞের দূত হও; অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দগ্ধদ্রুম বলিয়া প্রজ্ঞাত আছেন॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমি স্তুতিযোগ্য এবং দেবগণের সহিত সখ্য সেবা করিয়া থাক; তুমি তেজবলে পৃথিবীর তৃণগুল্মাদি সানুপ্রদেশ শব্দিত করতঃ দংষ্ট্রাদ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া স্বীয় মার্গদ্বারা আগমন কর॥ ২॥ হে যুবতম অগ্নি, যখন তুমি সুন্দরসুখযুক্ত হইয়া জাত হও, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; বহিঃ নিহিত হয়, স্তুতিযোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীয় মাতৃভূত দ্যাবা-পৃথিবী আহুত হন॥ ৩॥ প্রাজ্ঞ মনুষ্যগণ যজ্ঞে রথী অগ্নিকে সদ্য উৎপাদন করেন। যিনি ইঁহাদের হব্য বহন করেন সেই মদয়িতা, মধুবাক্, যজ্ঞবান্, বিশ্পতি অগ্নি মনুষ্যগণের গৃহে নিহিত হইয়াছেন॥ ৪॥ দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহাকে বর্ধিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সেই ব্রত, হব্য-বাহক, ব্রহ্মা এবং সকলের ধারক অগ্নি আগমন করতঃ মনুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছেন॥ ৫॥ যে নরগণ পর্যাপ্তরূপে মন্ত্র সংস্কার করিয়াছেন, যে মনুষ্যগণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া বর্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যগণ সত্যভূত এই অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্নের দ্বারা সমস্ত পোষ্যবর্গ বর্ধিত করেন॥ ৬॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নদ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৭॥

৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যাঁহার রূপ ঘৃতদ্বারা আহুত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হব্যের সহিত স্তুতি করে, সেই রাজা, স্বামী, অগ্নি স্তুতির সহিত সমিদ্ধ হইতেছেন। অগ্নি উষার অগ্রে দীপ্ত হয়েন॥ ১॥ এই হোতা, মদয়িতা, মহান্, অগ্নি মনুষ্যকর্তৃক সুমহান্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ত্ম অগ্নি পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়া ওষধিদ্বারা বর্ধিত হয়েন॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি কোন্ স্বধাদ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করিবে? স্তূয়মান হইয়া কোন্ স্বধা প্রাপ্ত হইবে? হে শোভনদান অগ্নি, আমরা কখন দুস্তর সাধুধনের পতি ও বিভাগকারী হইব?॥ ৩॥ যখন এই অগ্নি সূর্যের ন্যায় বৃহৎপ্রভাশালী হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি ভরতকর্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পুরুকে অভিভূত করিয়াছেন, সেই দীপ্যমান্ দেবগণের অতিথি অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছেন॥ ৪॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি, তোমাতে প্রভূত হব্য প্রদত্ত হইয়াছে, তুমি সমস্ত তেজের সহিত প্রসন্ন হও এবং স্তোতার স্তোত্র শ্রবণ কর। হে সুজাত, তুমি স্তূয়মান হইয়া স্বয়ং শরীর বর্ধিত কর ॥ ৫ ॥ শত গাভীর বিভাগকারী ও সহস্রগাভী সংযুত এবং উভয় লোকে মাননীয় বসিষ্ঠ ঋষি এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহা দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাগণের ও তাঁহাদের বন্ধুর সুখদ হউক ॥ ৬ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, তুমি বসুসমূহের পতি ; বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি জারস্বরূপ, হোতাস্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক ; তিনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন ; তিনি উভয় প্রকার জীবকে প্রজ্ঞা দান করেন, দেবগণকে হব্য দান করেন এবং সুকৃতকারিগণকে ধন দান করেন ॥ ১ ॥ যিনি পণিগণের দ্বার বিবৃত করিয়াছেন, সেই অগ্নি সুকর্মা। তিনি আমাদিগের জন্য বহুক্ষীরবিশিষ্ট ও অর্চনীয় গাভীসমূহ হরণ করেন। তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা। অগ্নি রাত্রিসমূহের ও জনগণের তমঃ বিদূরিত করতঃ দৃষ্ট হন ॥ ২ ॥ অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান্, শোভনগৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর অগ্নি, বিশিষ্ট-দীপ্তিযুক্ত হইয়া উষামুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভরূপে জাত হইয়া ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি মনুষ্যের যজ্ঞকালে স্তুতিযোগ্য। জাতবেদা যুদ্ধে সংগত হইয়া দীপ্তি পান, দর্শনীয় তেজোদ্বারা শোভা পান। স্তুতিসমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি দেবগণের অভিমুখে দৌত্যকার্যে গমন কর। স্তুতিকারীদিগকে দলের সহিত হিংসা করিও না। আমাদিগকে রত্ন দান করিবার জন্য তুমি সরস্বতী, মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয় জল প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের যাগ কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, বসিষ্ঠ তোমাকে সমিদ্ধ করিতেছে ; তুমি পরুষ-ভাষীকে বধ কর, ধনবানের জন্য বহ্বী দেবগণকে যাগ কর। হে জাতবেদা, বহুস্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

উষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজঃ আশ্রয় করিতেছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান্, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি অগ্নি কর্মসমুদয় প্রেরণ করিয়া দীপ্তিদ্বারা প্রকাশ পান এবং অভিলাষীদিগকে জাগারত করেন ॥ ১ ॥ অগ্নি দিবাভাগে উষার অগ্রে আদিত্যের ন্যায় শোভা পান ; ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞ বিস্তার করতঃ মননীয় স্তোত্র পাঠ করেন ; বিদ্বান্ দূত এবং দেবগণের নিকট গমনকারীও দাতাশ্রেষ্ঠ ; অগ্নিদেব প্রাণিসমূহ দ্রব করেন ॥ ২ ॥ দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিমুখে গমন করে। সেই অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মনুষ্যগণের স্বামী ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি বসুগণের সহিত সংগত হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান কর, রুদ্রগণের সহিত সংগত হইয়া মহান্ রুদ্রকে আহ্বান কর, আদিত্যগণের সহিত সংগত হইয়া বিশ্বজনহিতকর অদিতিকে আহ্বান কর, স্তুতিযোগ্য অঙ্গিরাগণের সহিত সংগত হইয়া সকলের বরণীয় বৃহস্পতিকে আহ্বান কর ॥ ৪ ॥ অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেব-গণকে যাগ করিবার জন্য হব্যদাতার তন্দ্রারহিত দূত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হইয়া মহান্ হও। দেবগণ তোমা বিনা মত্ত হন না। তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত রথযুক্ত হইয়া আগমন কর এবং এই কুশোপরি মুখ্য হোতা হইয়া উপবেশন কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি গমনশীল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবিষ্মান্, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্বদা দৌত্যকার্যে প্রার্থনা করে ; তুমি দেবগণের সহিত যাহার কুশোপরি উপবেশন কর, তাহার দিবসসমূহ সুদিন হয় ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, ঋত্বিক্‌গণ দিবসে তিনবার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এই যজ্ঞে দূত হইয়া যাগ কর এবং আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ অগ্নি মহান্ যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ ইঁহার কর্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এই যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত কর, এই যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

১২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তি পান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্রশিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দর-রূপে আহুত ও সর্বত্র গমনকারী অগ্নির নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি ॥ ১ ॥ সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৩ ॥

১৩ সূক্ত। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সকলের উদ্দীপক, কর্মের ধারক, অসুরবিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কর্ম কর। আমি প্রীত হইয়া অভিমত-দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে হব্যের সহিত স্তুতি উচ্চারণ করি ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট ও জাত হইয়াই দ্যাবা-পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। হে জাতবেদা বৈশ্বানর, তুমি মহত্ত্বদ্বারা দেবগণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি সূর্যরূপে জাত, স্বামী ও সর্বত্র গমনশীল, গোপালক যেরূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে, সেইরূপ তুমি যখন ভূতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফল লাভ কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর ॥ ৩

১৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১ বৃহতী।

আমরা হবিষ্মান্, আমরা সমিধ্‌দ্বারা জাতবেদার পরিচর্যা করিব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্যা করিব এবং হব্যদ্বারা শুভ্রদীপ্তি অগ্নির পরিচর্যা করিব ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, আমরা সমিধ দ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব ; হে যজনীয়, আমরা স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব ; হে যজ্ঞের হোতা, আমরা ঘৃতদ্বারা পরিচর্যা করিব ; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব, আমরা হব্যদ্বারা পরিচর্যা করিব ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি বষট্‌কৃতি অর্থাৎ হব্য সেবন করতঃ দেবগণের সহিত আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও। তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন তোমার পরিচর্যাকারী হই। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৩ ॥

১৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী।

যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সেই উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁহার মুখে হব্য প্রদান কর ॥ ১ ॥ কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যের অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষণ্ণ হয়েন ॥ ২ ॥ সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ আমি দ্যুলোকের শ্যেনসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তোম উৎপাদন করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বহু ধন দান করুন ॥ ৪ ॥ যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান্ অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান্ ব্যক্তির ধনের ন্যায় চক্ষুর স্পৃহণীয় ॥ ৫ ॥ যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ হব্যবাহক, সেই অগ্নি এই বষট্‌কৃতি কামনা করুন, আমাদিগের স্তুতি সেবা করুন ॥ ৬ ॥ হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, আহুত অগ্নিদেব, তুমি দ্যুতিমান্ এবং সুবীর। আমরা তোমাকে স্থাপন করিয়াছি ॥ ৭ ॥ তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর-অগ্নিবিশিষ্ট হইব, তুমি আমাদিগকে কামনা করতঃ সুন্দরস্তোত্রবিশিষ্ট হও ॥ ৮ ॥ মেধাবী নেতাগণ, ধনকর্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার নিকট গমন করে, সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত স্তুতি তোমার নিকট গমন করে ॥ ৯ ॥ শুভ্রশিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি রাক্ষসগণকে বাধা দান করুন ॥ ১০ ॥ হে বলের পুত্র, তুমি ঈশ্বর হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর, ভগও বরণীয় ধন দান করুন ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান কর, সবিতাদেবও বরণীয় ধন দান করুন, ভগও দান করুন, দিতিও দান করুন ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে জরারহিত দেব, তুমি হিংসাকারিগণকে অত্যন্ত তাপক তেজোদ্বারা দগ্ধ কর ॥ ১৩ ॥ তুমি অপ্রতিধর্ষণীয়, এক্ষণে তুমি আমাদিগের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্মিতা শতগুণা পুরী হও ॥ ১৪ ॥ হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক, তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হইতে দিবারাত্রি রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥

১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

আমি, তোমাদের জন্য বলের পুত্র, প্রিয়, প্রজ্ঞাপকশ্রেষ্ঠ, গমনশীল, সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ঠ, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এই স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি ॥ ১ ॥ তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, তিনি দেবগণের প্রতি অত্যন্ত দ্রুত গমন করেন। তিনি সুন্দররূপে আহুত, সুন্দরস্তুতিবিশিষ্ট, যজনীয় ও সুকর্মা। বসুগণের ধন অগ্নিদেবের নিকট গমন করুক ॥ ২ ॥ অভীষ্টবর্ষী অভিহূয়মান এই অগ্নির তেজ উত্থিত হইতেছে, আরোচমান অন্তরীক্ষস্পর্শী ধূমসমূহ উত্থিত হইতেছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে বলের পুত্র, তুমি অত্যন্ত যশস্বী, আমরা তোমাকে দূত করি, তুমি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান কর। যখন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, তখন তুমি মনুষ্যগণকে ভাগ অর্থাৎ ধন দান কর ॥ ৪ ॥ হে সকলের বরণীয় অগ্নি, তুমি আমাদিগের যজ্ঞে গৃহপতি; তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি প্রকৃষ্টমতি, তুমি বরণীয় হব্য যাগ কর ও কামনা কর ॥ ৫ ॥ হে সুকর্মা, যজমানকে রত্ন দান কর, যেহেতু তুমি রত্নদাতা, তুমি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে তীক্ষ্ণ কর; হোতা বর্ধিত হইতেছে, তাহাকে বর্ধিত কর ॥ ৬ ॥ হে সুন্দররূপে আহুত অগ্নি, তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হউক এবং যে ধনবান্ দাতাগণ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তাহারাও প্রিয় হউক ॥ ৭ ॥ যাহাদের গৃহে ঘৃতহস্তা ইলা পূর্ণ হইয়া নিষণ্ণা আছেন, হে বলবান্ অগ্নি, তাহাদিগকে দ্রোহকারী ও নিন্দক হইতে ত্রাণ কর, আমাদিগকে দীর্ঘকাল স্তুতিযোগ্য সুখ দান কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যবাহক ও বিদ্বান্, মোদয়িত্রী ও আস্যস্থানীয়া জিহ্বাদ্বারা আমাদিগকে ধন দান কর। আমরা হবিষ্মান্। তুমি হব্যদাতাকে কর্মে প্রেরণ কর ॥ ৯ ॥ হে যুবতম, যাহারা মহৎ যশঃ ইচ্ছা করিয়া সাধক অশ্বরূপ হব্য দান করে, তুমি তাহাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর ও শতনগরীদ্বারা পালন কর ॥ ১০ ॥ ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ স্রুক্ কামনা করেন, তোমরা সোমদ্বারা পাত্র সিক্ত কর, সোম দান কর। অনন্তক অগ্নিদেব তোমাদিগকে বহন করেন ॥ ১১ ॥ দেবগণ প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করিয়াছেন, অগ্নি পরিচর্যাকারী হব্যদাতাজনকে সুবীর্যযুক্ত রত্ন দান করুন ॥ ১২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্।
হে অগ্নি, শোভন সমিধ্ দ্বারা সমিদ্ধ হও। অধ্বর্যু সম্যক্‌রূপে কুশ বিস্তৃত করুন॥ ১॥ দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় কর এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর॥ ২॥ হে জাতবেদা অগ্নি, দেবগণের অভিমুখে গমন কর, হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ কর এবং তাঁহাদিগকে শোভনযজ্ঞবিশিষ্ট কর॥ ৩॥ জাতবেদা, অমর দেবগণকে সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং প্রীত করুন॥ ৪॥ হে মতিমন্, সমস্ত বরণীয় ধন দান কর, আমাদিগের আশীর্বাদসমূহ অদ্য সত্য হউক॥ ৫॥ হে অগ্নি, তুমি বলের পুত্র, তোমাকে সেই দেবগণ হব্যবাহক করিয়াছেন॥ ৬॥ তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমরা হব্য দান করিব, তুমি মহান্ ও উপগম্য, তুমি আমাদিগকে রত্ন দান কর॥ ৭॥

১৮ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ২২-২৫ পিজবন-পুত্র সুদাস।
মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, আমাদের পিতাগণ স্তুতি করতঃ তোমা হইতেই সমস্ত মনোহর ধন লাভ করিয়াছেন। তোমা হইতে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্ষম হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, তুমি জায়াগণের সহিত রাজার ন্যায় দীপ্তির সহিত বাস কর। হে মঘবন্, তুমি বিদ্বান্ ও কবি হইয়া স্তোতাদিগকে রূপ দান কর এবং গো ও অশ্বদ্বারা রক্ষা কর। আমরা তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাদিগকে ধনার্থে সংস্কৃত কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, এই যজ্ঞের স্পর্ধমান ও রমণীয় স্তুতিসকল তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তোমার ধন আমাদের অভিমুখে গমন করুক। আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব॥ ৩॥ সুতৃণবিশিষ্ট ধেনুর ন্যায় তোমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করিয়া বসিষ্ঠ স্তোত্র সৃজন করিতেছেন। সমস্ত লোকে তোমাকেই গাভীগণের পতি বলে ; ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আগমন করুন॥ ৪॥ স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রথিত করতঃ সুদাসের জন্য তলস্পর্শযোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করিয়াছেন। স্তোতার জন্য নদীগণের উৎসাহবান্ ও রোধবান্ শাপ দূর করিয়াছেন॥ ৫॥ যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্বশনামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ ধনার্থ সুদাস এবং তুর্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে সখা, সখাকে বধ করিয়াছিলেন॥ ৬॥ হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রের স্তুতি করে। ইন্দ্র সোমপানে মত্ত হইয়া আর্যের গাভীসমূহ হিংসকগণ হইতে আনয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং লাভ করিয়াছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে বধ করিয়াছেন॥ ৭॥ দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা নদীর কূল ভেদ করিয়া দিয়াছিল। সুদাস মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছিল॥ ৮॥ নদীর জল গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করে নাই এবং সুদাসের অশ্ব গম্য প্রদেশে গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে অপত্যগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন॥ ৯॥ রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যেরূপ গমন করে, মাতাকর্তৃক প্রেরিত একত্রিত মরুৎগণ পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে মিত্র ইন্দ্রের অভিমুখে সেইরূপ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিযুৎগণ হৃষ্ট হইয়া শীঘ্র গমন করিয়াছিল॥ ১০॥ সুদাস রাজা যশোলাভের জন্য দুইটি জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা অধ্বর্যু যেরূপ কুশ ছেদন করে, সেইরূপ তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র, তাঁহার সাহায্যার্থে মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছেন॥ ১১॥ আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যকে আনুপূর্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, তাঁহারা সখ্যের জন্য বরণ করিয়া সখ্য লাভ করিয়াছিল॥ ১২॥ ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা উহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্তপ্রকার রক্ষার উপায়ে তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। আমরা যেন দুষ্টবাক্যবিশিষ্ট মনুষ্যকে জয় করিতে পারি ॥ ১৩ ॥ অনুর ও দ্রুহ্যর গবাভিলাষী ষষ্টিশত এবং ৬৬৬৬ সংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শয়িত হইয়াছিল, এই সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বীর্যসূচক ॥ ১৪ ॥ তৃৎসুগণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে সংগত হইয়া নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিল। দুর্মিত্র অজ্ঞান শত্রুগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥ সুদাস বীরের হিংসাকারী, ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা, উৎসাহ-মান ব্যক্তিদিগকে ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। সুদাসের শত্রু পলায়নমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্র তখন ক্ষুদ্র সুদাসের দ্বারা এক মহৎ কার্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করিয়াছিলেন। সূচীদ্বারা যূপকাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বহুতর শত্রু বশীভূত হইয়াছিল। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে, এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে, ইহার বিরুদ্ধে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর ॥ ১৮ ॥ এই যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিল। অজ, শিগ্রু, যক্ষু এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল ॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন উষার ন্যায় বর্ণনার অতীত। নূতন অনুগ্রহ এবং ধনও বর্ণনার অতীত। তুমি মান্যমানের পুত্র দেবককে বধ করিয়াছ। স্বয়ং মহাশৈল হইতে শম্বরকে ভেদ করিয়াছ ॥ ২০ ॥ হে ইন্দ্র, অনেক শত্রু যাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে সেই পরাশর বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করিয়া গৃহে আগমন করতঃ তোমার স্তব করিয়াছিল। তাহারা তোমার সখ্য বিস্মৃত হয় না, যেহেতু তুমি ভোজ বিস্মৃত হও না বলিয়া তাহাদের সর্বদাই সুদিন থাকে ॥ ২১ ॥ হে দেবশ্রেষ্ঠ, দেববান্ রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র, সুদাসের দুইশত গো ও দুইখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি ॥ ২২ ॥ দানাঙ্গদুত্ত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবন-পুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করিতেছে ॥ ২৩ ॥ যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে ধন দান করেন। সক্তলোক তাঁহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি-নামক শত্রুকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ হে নেতা মরুৎগণ, এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের ন্যায় তোমরাও ইহাকে সেবা কর। পিজবন-পুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। ইহার বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হউক ॥ ২৫ ॥

১৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় ভয়ংকর হইয়া একাকী সমস্ত শত্রুলোকদিগকে স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সেই ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন অর্জুনীর পুত্র এই কুৎসকে ধন প্রদান করতঃ দাস, শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলে, তখন শরীরদ্বারা শুশ্রূষমাণ হইয়া যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ২ ॥ হে ধর্ষক, হব্যদাতা সুদাসকে ধর্ষক বজ্রের দ্বারা সমস্ত রক্ষার সহিত রক্ষা কর, যুদ্ধে ভূমিলাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ হে নেতৃদিগের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, তুমি সংগ্রামে মরুৎগণের সহিত বহুবৃত্রগণকে বধ করিয়াছ। হে হরিৎযুক্ত, তুমি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে বজ্রহস্ত, তোমার বল এরূপ যে, তুমি নবনবতি পুরী যুগপৎ বিদীর্ণ করিয়াছ, নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করিয়াছ, বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং নমুচিকে বধ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সনাতন হইয়াছিল। হে বহুকর্মা, তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুক ॥ ৬ ॥ হে বলবান্ এবং অশ্ববান্, তোমার এই যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের ভাগী না হই; আমাদিগকে বাধারহিত রক্ষাদ্বারা ত্রাণ কর, স্তোতাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হইব ॥ ৭ ॥ হে ধনবান্, আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হইয়া গৃহে হৃষ্ট হইব। তুমি অতিথিবৎসল সুদাসের সুখ সম্পাদন করতঃ তুর্বণকে বশীভূত কর, যাদ্বকে বশীভূত কর ॥ ৮ ॥ হে ধনবান্, তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্থোচ্চারণকারী, অদ্য উক্থ উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার হব্যদ্বারা পণিগণকেও ধন দান করিতেছি। আমাদিগকে সখারূপে পরিগ্রহণ কর ॥ ৯ ॥ হে নেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, এই নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ আমাদের অভিমুখীন করিয়াছে; তুমি যুদ্ধে সেই নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর এবং রক্ষক হও ॥ ১০ ॥ হে শূর ইন্দ্র, অদ্য তুমি স্তূয়মান ও স্তোত্রযুক্ত হইয়া শরীরে বর্ধিত হও, আমাদিগকে অন্ন দান কর ও গৃহ দান কর, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১১ ॥

২০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বলবান্, উগ্র ইন্দ্র বীর্য প্রকাশের জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিশ্চয়ই করেন। যুবা ও আশ্রয়প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র বর্ধমান হইয়া বৃত্রকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দানদ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য জনপদ নির্মাণ করিয়াছেন এবং যজমানের উদ্দেশে বারংবার ধন দান করেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষশূন্য, যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবতঃ বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদিগের অনভিভবনীয় ও প্রকৃষ্টবলযুক্ত। ইন্দ্রই শত্রুসেনা বিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে, তাহাদিগকে বধ করেন ॥ ৩ ॥ হে বহুধনবান্ ইন্দ্র, তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করিয়াছ। অশ্ববান্ ইন্দ্র শত্রুদিগের প্রতি বজ্রক্ষেপ করতঃ যজ্ঞে সোমরস দ্বারা সেবিত হয়েন ॥ ৪ ॥ পিতা যুদ্ধার্থ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সেই ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইন্দ্রও মনুষ্যগণের সেনানী হইয়া প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক, গোসকলের অন্বেষক ও শত্রুগণের পরাভবকারী ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রের শত্রুবিনাশক মনের পরিচর্যা করে, সেই ব্যক্তি কখনও স্থানভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রে পরিচর্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তাহার ধনার্থ বাস করেন ॥ ৬ ॥ হে বিচিত্র ইন্দ্র, পিতা পুত্রকে যে ধন দান করে, এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট যে দেয় ধন প্রাপ্ত হয়, এবং যে ধন লাভ করিলে অমরত্ব লাভ হয়, এই ত্রিবিধ ধন আমাদিগের জন্য আহরণ কর ॥ ৭ ॥ হে বজ্রধারী ইন্দ্র, তোমার যে প্রিয় সখা হব্য দান করে, সে তোমার দানেই অবস্থান করুক। আমরা হিংসা না করিয়া তোমার অনুগ্রহ লাভ করতঃ সর্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নবান্ হইয়া মনুষ্যদিগের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করিতে পারি ॥ ৮ ॥ হে ধনবান্ ইন্দ্র, এই সোম তোমার জন্য বর্ধিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আরও স্তোতা তোমায় স্তব করিতেছে। হে শত্রু, আমি তোমার স্তোতা, ধনাভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র আমাদিগকে বাসযোগ্য ধন প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতিকার্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা, তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দীপ্ত, গব্যমিশ্রিত সোম অভিষুত হইয়াছে। এই ইন্দ্র স্বভাবতঃই ইহাতে সংগত হন। হে হর্যশ্ব, তোমায় যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করিব। সোমজনিত মত্ততার কালে আমাদের স্তোত্র অবগত হও॥ ১॥ যজমানগণ যজ্ঞে গমন করিতেছেন, বর্হি বিস্তীর্ণ করিতেছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তরসকল দুর্ধর শব্দ করে। অন্নবান্, দূরগামী শব্দবিশিষ্ট, ঋত্বিক্-সংগত, বর্ষণকারী প্রস্তরসকল গৃহ হইতে গৃহীত হইতেছে॥ ২॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত বহুতর জল প্রেরণ করিয়াছিলে। তুমি আছ বলিয়া নদীসকল রথিগণের ন্যায় নির্গত হয়। সমস্ত কৃত্রিম ভুবন ভয়ে কম্পিত হয়॥ ৩॥ ইন্দ্র মনুষ্যের হিতকর সমস্ত কর্ম অবগত হইয়া এবং আয়ুধদ্বারা ভয়ংকর হইয়া এই শত্রুগণকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; তাহাদিগের নগরসকল কম্পিত করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট, মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র, রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে পৃথক্ না করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি কর্মদ্বারা পৃথিবীতে বর্তমান জন্তুসকলকে অভিভূত কর। লোকসকল তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। তুমি নিজবলে বৃত্রকে বধ করিয়াছ। শত্রুরা যুদ্ধদ্বারা তোমার অন্ত লাভ করিতে পারে নাই॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, পূর্ব দেবগণও বল এবং প্রাণিবধবিষয়ে তোমার বল অপেক্ষা অল্প বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া ভক্তগণকে ধন দান করেন। স্তোতাগণ অন্নলাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র, তুমি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক হইয়াছিলে। তোমার তুল্য যে ব্যক্তি আমাদের হিংসা করে, তাহাকে নিবারণ কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, আমরা স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করতঃ সর্বদা যেন তোমার সখা হই। তুমি স্বীয় মহিমায় সকলের তারক, তোমার আশ্রয়ে আর্য স্তোতাগণ যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থ আগত হিংসকদিগের বল হিংসা করুন॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতিকার্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা। তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ১০॥

২২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। বিরাট্; ৯ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, সোম পান কর, সোম তোমায় মত্ত করুক। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, রশ্মিদ্বারা সংযত অশ্বের ন্যায় অভিষবকর্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এই সোম অভিষব করিয়াছে॥ ১॥ হে হরিনামকঅশ্বযুক্ত, প্রভূতধনবান্ ইন্দ্র, তোমার যে উপযুক্ত ও সম্যক্প্রস্তুত সোম আছে; যদ্দ্বারা তুমি বৃত্রগণকে হনন করিয়াছ, সেই সোম তোমায় প্রমত্ত করুক॥ ২॥ হে মঘবন্, বসিষ্ঠ তোমার স্তুতিরূপ এই যে কথা বলিতেছেন, তুমি আমার এই বাক্য জ্ঞাত হও, আর যজ্ঞে এইসকল স্তুতি সেবা কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, আমি সোম পান করিয়াছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এই যে পরিচর্যা করিতেছি, সহায়ভূত হইয়া ইহা সমস্ত বুদ্ধিস্থ কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুহিংসক, আমি তোমার বল জানি, আমি তোমার স্তুতি পরিত্যাগ করিব না। আমি সর্বদা তোমার অসাধারণ-যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করিব॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করিতেছে। অতএব আপনাকে আমাদের হইতে দূরে স্থাপন করিও না॥ ৬॥ হে শূর, তোমারই জন্য এই সকল সোমাভিষব। তোমারই জন্য বর্ধনকর স্তোত্র করিতেছি। তুমিই সর্বপ্রকারে মনুষ্যগণের আহ্বানযোগ্য॥ ৭॥ হে দর্শনীয়, তুমি স্তূয়মান হইলে তোমার মহিমা কে না তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয়?॥ ৮॥ যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও যে সকল নূতন ঋষি আছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করিতেছেন। আমাদের প্রতি তোমার সখ্য মঙ্গলকর হউক। তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৯ ॥

২৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্রসকল উদীরিত হইত। হে বসিষ্ঠ, তুমিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র কর। তিনি বলদ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ যখন ওষধিসকল বর্ধিত হয়, তখন দেবগণের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেহই আপনার আয়ু জানিতে পারে না। আমাদিগকে সকল পাপ হইতে পার কর ॥ ২ ॥ আমি হরিদ্বয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গোপ্রাপক রথ যোজিত করি। ইন্দ্র স্তুতি সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে সকলে উপাসনা করিতেছে। তিনি স্বমহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বাধিত করিয়াছেন। ইন্দ্র শত্রুদ্বন্দ্বসমূহ বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, অপ্রসূত গাভীর ন্যায় জল বর্ধিত হউক। তোমার স্তোতৃগণ জল ব্যাপ্ত করুক। বায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকট আগমন করে, সেইরূপ তুমি আমার নিকট আগমন কর। তুমি কর্মদ্বারা অন্ন প্রদান কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, মদকর সোমসকল তোমায় মত্ত করুক। স্তোতাকে বলবান্ বহুধন পুত্র দান কর। হে শূর, দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী মনুষ্যগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও ॥ ৫ ॥ বসিষ্ঠগণ অর্চনীয় স্তোত্রদ্বারা এই প্রকারেই বজ্রবাহু অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগকে বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন; তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬

২৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, তোমার সদনের জন্য স্থান করা হইয়াছে। হে পুরুহুত, মরুৎগণের সহিত তথায় আগমন কর। তুমি যেরূপ আমাদের রক্ষিতা হইয়াছ, যেরূপ আমাদের বৃদ্ধির জন্য হইয়াছ, সেইরূপ ধন দান কর। আমাদের সোমদ্বারা মত্ত হও ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দুই স্থানে পূজ্য। আমরা তোমার মন গ্রহণ করিয়াছি। সোম অভিষব করিয়াছি, মধু পরিষেক করিয়াছি, মধ্যম স্বরে উচ্চার্যমান সুসমাপ্ত এই স্তুতি বারংবার ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া উচ্চারিত হইতেছে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের এই যজ্ঞে সোমপানের জন্য স্বর্গ হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার অভিমুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিমুখে বহন করুক ॥ ৩ ॥ হে হর্যশ্ব, শোভনহনুবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি সর্বপ্রকার রক্ষার সহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধ মরুৎগণের সহিত শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ আমাদিগকে অভিষ্টবর্ষী বলবান্ পুত্র প্রদান করতঃ স্তোত্র সেবা করিতে করিতে আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৪ ॥ রথের অশ্বের ন্যায় এই বলকারক স্তোম মহান্, ওজস্বী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। হে ইন্দ্র, স্তোতা তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করে, তুমি আমাদিগকে আকাশের স্বর্গের ন্যায় শ্রীমান্ পুত্র প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এইরূপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান্ অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্মান্, আমাদিগকে বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

২৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে উগ্র ইন্দ্র, তুমি মহান্ ও মনুষ্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এই অভিমান করতঃ যুদ্ধ করে, তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থ পতিত হউক। তোমার সর্বত্রগামী মন যেন বিচলিত না হয় ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, যুদ্ধে যে মর্ত্যগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া আমাদিগকে অভিভব করে, সেই শত্রুগণকে বিনাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। যাহারা আমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কথা দূর করিয়া দাও। আমাদের জন্য ধনসমূহ আহরণ কর॥ ২॥ হে উষ্ণীষবান্ ইন্দ্র, আমি সুদাস, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হউক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হউক, হিংসকের হিংসাসাধন আয়ুধ বিনাশ কর। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার সদৃশ লোকের কর্মে নিযুক্ত, তোমার সদৃশ রক্ষক ব্যক্তির দানে নিযুক্ত। হে বলবান্ ও ওজস্বিন্ ইন্দ্র, সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান্, আমাদের হিংসা করিও না॥ ৪॥ আমরা হর্যশ্ব ইন্দ্রের জন্য সুখকর স্তোত্র করিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাচ্ঞা করতঃ দুর্গসকল উত্তীর্ণ হইয়া বল লাভ করিব। হে শূর, তুমি সর্বদা আমাদিগকে শত্রুবধে সমর্থ কর॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি এইরূপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান্ অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্মান্, আমাদিগকে বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৬॥

২৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে সোম ধনবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত নহে, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। অভিষুত হইলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উক্থ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাহাকে শ্রবণ করে, সেই নূতন উক্থ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ করি॥ ১॥ প্রতি উক্থ স্তুতিপাঠকালেই সোম ধনবান্ ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্র পাঠ-কালেই অভিষুত সোম তাহাকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পরমিলিত ও সমানউৎসাহবিশিষ্ট ঋত্বিক্‌গণ, পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে॥ ২॥ স্তোত্রকারিগণ সোম অভিষুত হইলে যে সকল কর্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্বকালে সেইসকল কর্ম করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্মও করিতেছেন। সমবৃত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন করেন, সেইরূপ সমস্ত শত্রুনগরী শোধন করিয়াছিলেন॥ ৩॥ ইন্দ্রের পরস্পরসংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। ঋষিগণ তাহাকে এইরূপ বলিয়াছেন। আরও ইন্দ্র পূজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উদ্ধর্তা বলিয়া শুনিতে পাই। তাঁহার প্রসাদে প্রীতিকর কল্যাণসকল আমাদিগকে সেবা করুক॥ ৪॥ বসিষ্ঠ রক্ষার্থ ও প্রজাগণের অভীষ্টবর্ষণার্থ ইন্দ্রকে সোমাভিষবে এইরূপে স্তব করিতেছেন। হে ইন্দ্র, আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

২৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যখন যুদ্ধোদ্যোগসম্বন্ধীয় কর্মসকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হইয়া গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাও॥ ১॥ হে পুরুহুত ইন্দ্র, তোমার যে বল আছে তাহা স্তোতাদিগকে প্রদান কর। হে মঘবন্, যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ ভেদ করিয়াছ অতএব প্রজ্ঞা প্রকাশ করতঃ লুক্কায়িত ধন প্রকাশ করিয়া দাও॥ ২॥ ইন্দ্র জঙ্গম জগতের ও মনুষ্যগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা প্রকারের যে ধন আছে তাহারও রাজা। তিনি হব্যদায়ীকে ধন প্রদান করেন। সেই ইন্দ্র আমাদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অভিমুখে ধন প্রেরণ করুন॥ ৩॥ ধনবান্ ও দানশীল ইন্দ্রকে আমরা মরুৎগণের সহিত আহ্বান করায়, আমাদের রক্ষার্থে তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করুন। এই ইন্দ্রই সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্বতোব্যাপী দান করেন, তাহা মনুষ্যগণের উদ্দেশে মনোহর ধন দোহন করে॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র আমাদিগকে ধন দান কর। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে তোমার মন আবর্তিত করিব। তোমরা গো, অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান্, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, তুমি অবগত হইয়া আমাদের স্তোত্রে আগমন কর। তোমার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হউক। হে সকলের প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র, সমস্ত মনুষ্যই যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই শ্রবণ কর॥ ১॥ হে বলবান্ ইন্দ্র, যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর, তখন তোমার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক। হে ওজস্বিন্ ইন্দ্র, যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর, তখন কর্মদ্বারা ভয়ংকর হইয়া শত্রুগণের দুর্ধর্ষ হও॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বারংবার স্তব করে, তাহাদিগকে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি মহাবল ও মহাধনের জন্য উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ হয়॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, শত্রুভূত মনুষ্যগণ আগমন করিতেছে। এই সকল দিনে আমাদিগকে দান কর। আরও পাপহারী প্রজ্ঞাবান বরুণ আমাদিগের সম্বন্ধে যে পাপ দেখিতে পান, তাহা দুই প্রকারে বিমোচন কর॥ ৪॥ যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন, যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

২৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, তোমার উদ্দেশে এই সোম অভিষুত হইয়াছে। হে হরিবান্ ইন্দ্র, উহার সেবার্থ সত্বর আগমন কর। সম্যক্ অভিষুত চারু সোম পান কর। হে মঘবন্, আমরা যাচ্ঞা করিতেছি, আমাদিগকে ধন দান কর॥ ১॥ হে ব্রহ্মবীর ইন্দ্র, স্তোত্রকার্য সেবা করতঃ অশ্বযানে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে আগমন কর। এই যজ্ঞেই সম্যক্‌রূপে হৃষ্ট হও। আমাদিগের এই স্তোত্রসকল শ্রবণ কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, সূক্তদ্বারা তোমার অলংকৃতি কিরূপে সম্পাদন করিব? আমরা কখন তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব? তোমাকে কামনা করিয়াই সমস্ত স্তুতি করিতেছি; অতএব হে ইন্দ্র, আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর॥ ৩॥ হে মঘবন্, যে সকল ঋষির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছ, সেই পূর্বঋষিগণ পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন। অতএব আমি তোমায় বারংবার আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র, তুমি পিতার ন্যায় আমাদের বন্ধু॥ ৪॥ যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

৩০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে বলবান্, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র, বলের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর। আমাদিগের ধনের বর্ধয়িতা হও। হে সুবজ্র নৃপতি, মহাবলবান্ হও এবং শত্রুবিনাশক মহাপুরুষত্ব লাভ কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, তুমি আহ্বানযোগ্য। মহা কোলাহলসময়ে শরীর রক্ষার জন্য এবং সূর্যকে পাইবার জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান করে। সমস্ত লোকের মধ্যে তুমিই সেনার্হ। তুমি সুহন্তনামক বজ্রদ্বারা শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, যখন দিনসকল সুদিন হইয়া প্রভাত হয়; যখন যুদ্ধে সমীপবর্তী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কর, তখন হোতা, অগ্নি আমাদিগকে উত্তম ধন দিবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করতঃ এই যজ্ঞে উপবেশন করেন॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার; যাহারা তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ স্তুতি করে, তাহারাও তোমার। সেই স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর। আরও তাহারা সুসমৃদ্ধ হইয়া জরাপ্রাপ্ত হউক॥ ৪॥ যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী ; ১০-১২ বিরাট্ ।
হে সখাগণ, তোমরা সোমপায়ী হর্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর ॥ ১ ॥ শোভনদানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেইরূপ কর, আমরাও করিব ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের অন্নকাম হও। হে শতক্রতু, তুমি আমাদের গোকাম হও। হে বাসপ্রদ, তুমি হিরণ্যপ্রদ হও ॥ ৩ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, আমরা তোমার কামনা করিয়া বিশেষরূপে স্তুতি করিতেছি। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র, তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ কর ॥ ৪ ॥ হে আর্য ইন্দ্র, যে পরুষবাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদিগকে তাহার বশীভূত করিও না। আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক ॥ ৫ ॥ হে বৃত্রহন্, তুমি আমাদের বর্ম; তুমি সর্বতঃ প্রথিত সম্মুখ যুদ্ধকারী। তোমাকে সহায় পাইয়া শত্রুদিগকে হনন করিব ॥ ৬ ॥ অন্নবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবী যে ইন্দ্রের বল স্বীকার করেন, সেই তুমি ইন্দ্র মহান্ হইয়াছ ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সহগামিনী তেজোযুক্তা ও স্তোতৃ-বিশিষ্টা স্তুতি তোমাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুক ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্বর্গসমীপে স্থিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোমসকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হইয়া আছে। প্রজাসকল তোমাকে নমস্কার করিতেছে ॥ ৯ ॥ তোমরা মহাধন-বর্ধয়িতা, মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রণয়ন কর। প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্ট স্তুতি কর। প্রজাগণের কামপূরক, যাহারা হব্যদ্বারা তোমায় পূর্ণ করে, তাহাদের অভিমুখে আগমন কর ॥ ১০ ॥ যে ইন্দ্র প্রভূতব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান্, তাঁহার উদ্দেশে মেধাধিগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করিতেছেন। প্রাজ্ঞলোকে তাঁহার ব্রত হিংসা করিতে পারে না ॥ ১১ ॥ সর্বপ্রকারে জগতের ঈশ্বর, অপ্রতিহতক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতিসকল শত্রুদিগের অভিভব সাধন করে। অতএব ইন্দ্রের স্তুতির জন্য বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর ॥ ১২ ॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি : ১-২৫ মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ;
২৬ (পূর্বার্ধ) বসিষ্ঠ-পুত্র শক্তি বা মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ; ২৬,২৭
বসিষ্ঠ-পুত্র শক্তি বা মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ। প্রগাথ (বৃহতী, সতোবৃহতী) ;
৩ দ্বিপদা বিরাট্ ।
হে ইন্দ্র, এই যজমানগণও যেন আমা হইতে দূরে তোমার সহিত আমোদ না করে। তুমি দূরে থাকিলেও আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। এই স্থানে আসিয়া শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেইরূপ স্তোত্রকারিগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত হইলে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেইরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে ॥ ২ ॥ পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হইয়া সুন্দরদানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেইরূপ আহ্বান করি ॥ ৩ ॥ এই সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হইয়াছে। হে বজ্রহস্ত, আনন্দের জন্য সেই সোম পান করণার্থ অশ্বের সহিত যজ্ঞসদনাভিমুখে আগমন কর ॥ ৪ ॥ শ্রবণশীল-কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি। তিনি বাক্য শ্রবণ করুন, যেন নিষ্ফল না করেন। যে ইন্দ্র সত্বই সহস্র ও শত দান করেন, দানাভিলাষী সেই ইন্দ্রকে যেন কেহ বারণ না করে ॥ ৫ ॥ হে বৃত্রহন্, যে তোমার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও তোমার অনুগমন করে, সে বীর। কেহ তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে না। সে পরিচারকগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয় ॥ ৬ ॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, তুমি হবিষ্মান্‌গণের বর্মস্বরূপ হও। তুমি উৎসাহশীল শত্রুগণকে বিনাশ কর। তুমি যে শত্রুকে বিনাশ করিয়াছ, তাহার ধন আমরা বিভাগ করিয়া লই। তোমাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর ॥ ৭ ॥ বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাভিষব কর। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক কর ও কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর। ইন্দ্র সুখ প্রদান করতঃ হব্য পূর্ণ করেন ॥ ৮ ॥ সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হিংসা করিও না। উৎসাহবান্ হও, মহান্ ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনলাভার্থ কর্ম কর। ত্বরাবান্ ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নাই॥ ৯॥ সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে না এবং কেহ রোধ করিতে পারে না। ইন্দ্র যাহার রক্ষক, মরুৎগণ যাহার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করে॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে মর্ত্যের রক্ষক হইবে, সে তোমাকে বলবান্ করতঃ অন্ন প্রাপ্ত হইবে। হে শূর, আমাদের রথের রক্ষক হও, আমাদের পুত্রাদিরও রক্ষক হও॥ ১১॥ যে হরিবান্ ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাহাকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক॥ ১২॥ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অন্ন, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে। যে ব্যক্তি কর্মদ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, বহুপ্রকার বন্ধনাদি তাহার নিকট যাইতে পারে না॥ ১৩॥ তুমি যাহাকে ব্যাপ্ত কর, কোন্ মনুষ্য তাহাকে ধর্ষণা করিতে পারে? হে মঘবন্, তোমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে হবিষ্মান্ হয়, সে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে॥ ১৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি মঘবান্, যাহারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্যশ্ব, তোমার উপদেশমত স্তোতৃ-গণের সহিত সমস্ত দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইব॥ ১৫॥ হে ইন্দ্র, অধম ধন তোমারই। তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর। তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্তা এ কথা সত্য। গো-বিষয়ে কেহই তোমাকে বারণ করিতে পারে না॥ ১৬॥ তুমি সকলের ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যে যুদ্ধসকল হয় ইহাতেও ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে পুরুহূত, এই সমস্ত পার্থিব লোক রক্ষাভিলাষে তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করে॥ ১৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই। হে ধনদ, আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করিব। পাপের জন্য ধন দান করিব না॥ ১৮॥ যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করিব। হে ইন্দ্র, তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্ত পিতা নাই॥ ১৯॥ ত্বরাবান্ ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠবিশিষ্ট নৈমিকে নমিত করেন, সেইরূপ স্তুতিদ্বারা পুরুহূত ইন্দ্রকে নমিত করিব॥ ২০॥ মর্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করিতে পারে না। ধন হিংসাকারীর নিকট যায় না। হে মঘবন্, দ্যুলোকে ও দিবসে মৎসদৃশ লোকের প্রতি তোমার যাহা দাতব্য আছে, তাহা সুকর্মা ব্যক্তিই লাভ করে॥ ২১॥ হে শূর, তুমি এই জগতের অর্থাৎ জঙ্গম পদার্থের ঈশ্বর, স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্বদর্শী, অথবা অশুদ্ধ ধেনুর ন্যায় তোমার স্তুতি করিতেছি॥ ২২॥ হে মঘবন্, তোমার মত কেহ স্বর্গে বা পৃথিবীতে জন্মে নাই ও জন্মিবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন- ও গাভী-অভিলাষী, তোমাকে আহ্বান করিতেছি॥ ২৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হইয়াছি। আমার জন্য সেই ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হইতে বহুধনবান্ এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্যলাভযোগ্য॥ ২৪॥ হে মঘবন্, শত্রুদিগকে পরাঙ্মুখ করতঃ প্রেরণ কর। আমাদের ধন সুলভ কর। সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক হও। আমরা সখা, আমাদের বর্ধয়িতা হও॥ ২৫॥ হে ইন্দ্র, আমাদের কর্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধন দান কর। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্যকে প্রাপ্ত হই॥ ২৬॥ হে ইন্দ্র, হিংসক, দুষ্প্রসাধ্য অমঙ্গলময় শত্রু যেন অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে আক্রমণ না করে। হে শূর, আমরা তোমার নিকট নম্র হইয়া অনেক কার্যে উত্তীর্ণ হইব॥ ২৭॥

৩৩ সূক্ত। দেবতা: ১-৯ বসিষ্ঠ-পুত্রগণ বা ইন্দ্র; ১০-১৪ বসিষ্ঠ।
ঋষি: ১-৯ মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ; ১০-১৪ বসিষ্ঠ-পুত্রগণ। ত্রিষ্টুপ্।
শ্বেতবর্ণ কর্মপূরক দক্ষিণ ভাগে চূড়াধারিগণ আমাকে হর্ষিত করিতেছেন। আমি বহিঃ হইতে উঠিবার সময়ে লোক-সকলকে বলি যে, বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হইতে যেন দূরে না যান॥ ১॥ বসিষ্ঠ-পুত্রগণ পাশদ্যুম্নকে তিরস্কার করতঃ চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হইতে সোমদ্বারা আনয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রও পাশদ্যুম্নকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিক্রম করিয়া সোমাভিষবপ্রযুক্ত বশিষ্ঠগণকে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এইরূপেই ইঁহারা সুখে নদী পার হইয়াছিলেন। এইরূপেই ইঁহারা ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে বসিষ্ঠগণ, এইরূপেই দশজন রাজার সহিত যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাসরাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে মনুষ্যগণ, তোমাদের স্তোত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন কর। তোমাদের রথের অক্ষ যেন ক্ষীণ না হয়। হে বসিষ্ঠগণ, তোমরা শরস্কী ঋক্ ও শ্রেষ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥ জাততৃষ্ণ, রাজগণকর্তৃক পরিবৃত বসিষ্ঠগণ দশরাজার সহিত সংগ্রামে ইন্দ্রকে আদিত্যের ন্যায় উর্ধ্বে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ গো-প্রেরক দণ্ডের ন্যায় ভরতগণ পরিচ্ছিন্ন ও অল্পসংখ্যক হইল। বসিষ্ঠ পুরোহিত হইলে তৃৎসুদিগের প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিনজনই ভুবনে জল উৎপন্ন করেন। তাঁহাদিগেরই জ্যোতিঃপূর্ণ তিন আর্য প্রজা আছে। দীপ্তিমান্ তিনজনই উষাকে বয়ন করেন। বসিষ্ঠগণ তাঁহাদের সকলকেই জানেন ॥ ৭ ॥ হে বসিষ্ঠগণ, তোমাদিগের স্তোম সূর্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য ॥ ৮ ॥ সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁহারা যমকর্তৃক বস্ত্র বিস্তৃত বয়ন করতঃ অপ্সরগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ হে বসিষ্ঠ, বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয় জ্যোতিঃ পরিত্যাগকালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হইতে তোমায় আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ আরও হে বসিষ্ঠ, তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ, উর্বশীর মন হইতে তুমি জাত। তখন মিত্র ও বরুণের তেজঃ নির্গত হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দৈবস্তোত্রদ্বারা পুষ্করমধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় লোক অবগত হইয়া সহস্র দান বা সর্বদানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। যমকর্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন করণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্বশী হইতে জন্মিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ যজ্ঞে উৎপন্ন মিত্র ও বরুণ স্তুতিদ্বারা প্রার্থিত হইয়া, কুম্ভমধ্যে নিজ তেজঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর মধ্য হইতে মান প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঋষিও তাহা হইতেই জন্মিয়াছিলেন। লোকে ইহা বলে ॥ ১৩ ॥ হে প্রতৃদগণ, বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আগমন করিতেছেন। তোমরা প্রসন্ন মনে ইঁহার পূজা কর। ইনি অগ্রবর্তী, উক্থধারী, সামধারী ও প্রস্তরাভিষবণকারী এবং বক্তব্য বাক্য বলেন ॥ ১৪ ॥

৩৪ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ ; ১৬ অহি ; ১৭ অহির্বুধ্ন্য।
মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ; ২২-২৫ ত্রিষ্টুপ।

দীপ্ত ও অভীষ্টপ্রদ স্তুতি, বেগবান্ সুসংস্কৃত রথের ন্যায় আমাদের নিকট হইতে দেবগণের নিকট গমন করুন ॥ ১ ॥ ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর স্তুতি শ্রবণ করেন ॥ ২ ॥ বিস্তীর্ণ জলও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সংজাত হইলে উগ্র শূরগণ উঁহারই স্তুতি করেন ॥ ৩ ॥ উঁহার জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজনা কর। ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময়হস্তবিশিষ্ট ॥ ৪ ॥ যজ্ঞের অভিমুখে গমন কর। গম্ভার ন্যায় আপনিই যজ্ঞমার্গে গমন কর ॥ ৫ ॥ সংগ্রামে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপবারক যজ্ঞ বিধান কর ॥ ৬ ॥ এই যজ্ঞের বল হইতে সূর্য উদিত হইতেছেন। পৃথিবী যেমন ভূতগণের ভার বহন করেন, সেইরূপ যজ্ঞভার বহন করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞদ্বারা মনোরথ পূর্ণ করতঃ দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এবং তাহাদের উদ্দেশে কর্ম করিতেছি ॥ ৮ ॥ তোমরা দেবগণের উদ্দেশে দীপ্তকর্ম ধারণ কর। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর ॥ ৯ ॥ উগ্র সহস্রচক্ষু বরুণ এই নদীগণের জল দর্শন করেন ॥ ১০ ॥ বরুণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তাঁহার বল অবারিত ও সর্বতোগামী ॥ ১১ ॥ হে দেবগণ, সকল প্রজার মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর, নিন্দাকর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ণেচ্ছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত কর ॥ ১২ ॥ অসুখজনক শত্রুগণের আয়ুধ চারিদিকে অপগত হউক। হে দেবগণ, শরীরের পাপ আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক কর ॥ ১৩ ॥ হব্যভোজী অগ্নি নমস্কারদ্বারা প্রিয়তম হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র করিতেছি ॥ ১৪ ॥ দেবগণের সহচর অপাং নপাৎকে সখা কর। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হউন ॥ ১৫ ॥ মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর ॥ ১৬ ॥ অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদিগকে হিংসকহস্তে সমর্পণ না করেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয় ॥ ১৭ ॥ দেবগণ যেন আমাদিগের এই লোকগুলির জন্য অন্ন ধারণ করেন। ধনার্থ উৎসাহমান শত্রুগণ প্রগত হউক ॥ ১৮ ॥ আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট রাজগণ ইঁহাদের বলে সেইরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন ॥ ১৯ ॥ যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আগমন করেন, তখন উত্তমহস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদিগকে বীরপুত্র প্রদান করুন ॥ ২০ ॥ ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। পর্যাপ্তবুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হউন ॥ ২১ ॥ দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদিগের যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রদান করুন। দ্যাবা-পৃথিবী ও বরুণানী শ্রবণ করুন। কল্যাণকরদানবিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রবনিবারিণী দেবপত্নীগণের সহিত আমাদিগের সুশরণপ্রদ হউন ॥ ২২ ॥ পর্বতগণ আমাদের সেই ধন পালন করুন। জলসকল আমাদের সেই ধন পালন করুন। দান-দক্ষা দেবপত্নীগণ তাহা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সহিত অন্তরীক্ষ তাহা পালন করুন। দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥ আমরা ধারণীয় ধনের আধার হইব, বিস্তীর্ণা দ্যাবা-পৃথিবী তাহার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তাহার অনুমোদন করুন। যাঁহারা পরাজয় করেন, সেই মরুৎগণও অনুমোদন করুন ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি, আপ, ওষধি ও বৃক্ষগণ আমাদিগের জন্য এই স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের সমীপে থাকিয়া আমরা সুখে থাকিব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ২৫ ॥

৩৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি, রক্ষাদ্বারা আমাদিগের শান্তিপ্রদ হও। হে ইন্দ্র ও বরুণ, যজমান হব্য প্রদান করিয়াছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। ইন্দ্র ও সোম আমাদিগের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হউন। ইন্দ্র ও পুষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হউন ॥ ১ ॥ ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নরাশংস আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধনসকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। উত্তমযমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বহুবার প্রাদুর্ভূত অর্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ২ ॥ ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধর্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বিবর্তগমনা পৃথিবী অন্নের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদা হউন। মহতী দ্যাবা-পৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদা হউন। পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতিসকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ৩ ॥ জ্যোতির্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বিদ্বয় আমাদিগের শান্তিপ্রদ হউন। পুণ্যকারীদিগের পুণ্যকর্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বহিতে থাকুন ॥ ৪ ॥ প্রথম আহ্বানে দ্যাবা-পৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ দর্শনার্থ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধিসকল ও বৃক্ষসকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেব ইন্দ্র বসুগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভনস্তুতিযুক্ত বরুণ আদিত্যগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। রুদ্রদেব রুদ্রগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ত্বষ্টা দেবপত্নীগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥ সোম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। প্রস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যূপগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ৭ ॥ বিস্তীর্ণতেজা সূর্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হউন। চারিটি মহাদিক্ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্থির পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জলও আমাদের শান্তির জন্য হউন ॥ ৮ ॥ অদিতি কর্মদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভনস্তুতিযুক্ত মরুৎগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ৯ ॥ সবিতাদেব রক্ষা করতঃ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। তমোনিবারিণী উষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পর্জন্য আমাদের প্রজাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ১০ ॥ দ্যুতিমান্ বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সরস্বতী কর্মের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞসেবিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ১১ ॥ সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হউন। সুকর্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্তোত্র হইলে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ১২ ॥ অজ একপাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অহির্বুধ্ন্য দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সমুদ্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। উপদ্রবপারয়িতা অপাং নপাৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেবপালিকা পৃশ্ন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ॥ ১৩ ॥ আমি এই নূতন স্তোত্র করিতেছি। হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বায়ুগণ, ইহাকে সেবা কর। দ্যুলোকভব পার্থিব ও পৃশ্নিজাত এবং যেকেহ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ যজ্ঞার্হ দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে দেবগণ আছেন, তাঁহারা অদ্য আমাদিগকে বহুকীর্তিযুক্ত পুত্র প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১৫ ॥

৩৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যজ্ঞের সদন হইতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য কিরণসমূহদ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলিতেছেন ॥ ১ ॥ হে অসুর মিত্র ও বরুণ, তোমাদের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় নূতন স্তুতি করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মান হইয়া প্রাণিজাতকে প্রবর্তিত করে ॥ ২ ॥ গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে। ক্ষীরদায়ী ধেনুসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মহান্ ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জন্য সেই অন্তরীক্ষে ক্রন্দন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তোমার প্রিয় সুন্দরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতিদ্বারা রথে যোজিত করে। অর্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সেই শোভনকর্মবিশিষ্ট অর্যমাকে আবর্তিত করি ॥ ৪ ॥ যজ্ঞপরায়ণগণ অন্নবিশিষ্ট হইয়া ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করতঃ তাঁহার সখ্য কামনা করিতেছেন। নেতাগণকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া রুদ্র অন্ন দান করিতেছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করিতেছি ॥ ৫ ॥ যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তমস্থানীয়া, সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে। স্বীয় জলে বর্ধমান ও অন্নবিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আগমন করুন ॥ ৬ ॥ হৃষ্ট ও বেগবান্ মরুৎগণ আমাদের যজ্ঞকর্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল বাক্‌দেবতা আমাদের ত্যাগ করিয়া যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক্ আমাদের ধন নিয়ত হইলেও উহাকে বর্ধিত করুন ॥ ৭ ॥ তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হ বীর পূষাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দানদক্ষ পুরাণ ঋভুগণের অন্যতম বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের এই শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। উহারা স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগের স্তুতিদ্বারা পালন কর ॥ ৯ ॥

৩৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ॥

হে ঋভুক্ষা বাজগণ, বহনশীল ও প্রশংসাযোগ্য ও হিংসারহিত রথ তোমাদিগকে বহন করুক। হে সুন্দরহনুবিশিষ্ট ঋভুগণ, যজ্ঞে আনন্দার্থ ত্রিপৃষ্ঠ মহান্ সোমরসদ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ কর ॥ ১ ॥ হে স্বর্গদর্শী ঋভুগণ, তোমরা হব্যবিশিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত হিংসারহিত রত্ন ধারণ কর। অনন্তর বলবান্ হইয়া যজ্ঞে পান কর ও অনুগ্রহদ্বারা বিশেষরূপে আমাদিগকে ধন দান কর ॥ ২ ॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, তুমি মহৎ ধন ও অন্ন ধনের দানকালে ধন সেবা কর। তোমার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। তোমার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অসাধারণ, কীর্তিমান্, ঋভুক্ষা ও সাধু; তুমি অন্যের ন্যায় স্তোতার গৃহে আগমন কর। হে হরিবান্, অদ্য আমরা বসিষ্ঠগণ তোমার জন্য হব্য প্রদান করিয়া স্তোত্র করিতে থাকিব ॥ ৪ ॥ হে হর্যশ্ব, তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছ, অতএব তুমি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা। হে ইন্দ্র, তুমি কবে আমাদিগকে ধন প্রদান করিবে? অদ্য তোমার যোগ্য রক্ষাকার্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হইব ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদিগের বাক্য অবগত হইবে? তুমি আমাদিগকে এক্ষণে নিবাস প্রদান করিতেছ। বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতিপ্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করিয়া আনেন ॥ ৬ ॥ দ্যুতিমতী, নির্ঋতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করিবার জন্য ব্যাপ্ত করে, সুন্দর-অন্নবিশিষ্ট বৎসরসকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে লইয়া যায়, ত্রিলোকধারী সে ইন্দ্র অন্নজীর্ণকারী বন প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৭ ॥ হে দেব সবিতা, তোমার নিকট হইতে প্রশংসাযোগ্য ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। পর্জন্যদেব ধন দান করিলে ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৮ ॥

৩৮ সূক্ত। দেবতা: ১-৬ সবিতা; ৬ (উত্তরার্ধ) সবিতা বা ভগ;
৭-৮ বাজিগণ। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সবিতা দেব যে হিরণ্ময়ীপ্রভা আশ্রয় করেন, সেই প্রভাকে উদ্গত করিতেছেন। সবিতাদেব মনুষ্যের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন ॥ ১ ॥ হে দেব সবিতা, উদ্গত হও। হে হিরণ্যপাণি, বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করতঃ এবং মনুষ্যগণের ভোগযোগ্য ধন নেতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করতঃ যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ সবিতা দেবতা আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউন। সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করিতেছে, সকলের পূজার্হ সেই সবিতা আমাদিগের স্তোম ও অন্ন ধারণ করুন। সর্বপ্রকার পালনকার্যদ্বারা স্তোতাগণকে পালন করুন ॥ ৩ ॥ দেবী অদিতি, সবিতাদেবের অনুজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শোভমান বরুণাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্রাদি এবং সমানপ্রীতিযুক্ত অর্যমা তাঁহার স্তব করেন ॥ ৪ ॥ দানদক্ষ ভজনশীল যজমান পরস্পর মিলিত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোকের মিত্রভূত সবিতার পরিচর্যা করেন। অহির্বুধ্ন্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। বাক্‌দেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন ॥ ৫ ॥ প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তাহার সেই রমণীয় ধনপ্রাপ্তি অনুমোদন করুন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগনামক দেবতাকে বারংবার আহ্বান করিতেছেন। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাচ্ঞা করিতেছেন ॥ ৬ ॥ যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত, পথবিশিষ্ট ও সুন্দর-অন্নযুক্ত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হউন। এই দেবগণ অদাতাহন্তা ও রাক্ষসগণকে হিংসা করতঃ পুরাতন রোগসকলকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক করুন ॥ ৭ ॥ হে বাজিগণ, তোমরা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হইয়া ধনের নিমিত্ত সকল দুগ্ধে আমাদিগকে পালন কর। এই সোম পান কর ও প্রমত্ত হও। পরে তৃপ্ত হইয়া দেবযান পথে গমন কর ॥ ৮ ॥

৩৯ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি উন্মুখ হইয়া স্তোতার সুস্তুতি সেবা করুন। সকলের জরাপ্রদাত্রী উষাদেবী অভিমুখী হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। আদরবিশিষ্ট পত্নী ও যজমান রথিদ্বয়ের ন্যায় যজ্ঞমার্গ সেবা করিতেছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন ॥ ১ ॥ ইঁহাদিগের সুঅন্নযুক্ত বর্হিঃ পাওয়া যাইতেছে, ইদানীং প্রজাপালক নিযুক্ত বায়ু ও পুষা প্রজাগণের মঙ্গলার্থ রাত্রি প্রত্যুষ হইবার পূর্বকালীন আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে আগমন করেন ॥ ২ ॥ বসুনামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান্ মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভূতগামী বসু ও মরুৎগণ, তোমার পথ আমাদের অভিমুখ কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ প্রসিদ্ধ যজ্ঞার্হ রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। হে অগ্নি, আমাদের যজ্ঞে অভিলাষবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ কর। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজা কর ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি দ্যুলোক হইতে স্তুতিযোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান কর। পৃথিবী হইতেও আহ্বান কর, সরস্বতী ও মরুৎগণ হৃষ্ট হউন ॥ ৫ ॥ আমরা যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। অগ্নি আমাদের অভিলাষের প্রতিবন্ধক না হইয়া যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিতেছেন। হে দেবগণ, তোমরা অনুপেক্ষণীয় ও সর্বদা সংভজনীয় ধন দান কর। অদ্য আমরা সহায়ভূত দেবগণের সহিত মিলিত হইব ॥ ৬ ॥ অদ্য দ্যাবা-পৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হইলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদিগকে অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৪০ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দেবগণ, তোমাদের চিত্তদ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক। আমরা বেগবান্ দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র করি। এক্ষণে সবিতা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সেই ধন গ্রহণ করিব ॥ ১ ॥ মিত্র, বরুণ ও দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে সেই ধন দান করুন। ইন্দ্র ও অর্যমা আমাদিগকে দ্যুতিমান্ স্তোতাগণের সেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদিগের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন দান আজ্ঞা করুন ॥ ২ ॥ হে পৃষদশ্ব মরুৎগণ, যে মর্ত্যকে তোমরা রক্ষা কর, সেই ওজস্বী হউক, সেই বলবান্ হউক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্তিত করিতেছেন, এই যজমানের ধনের কেহ বিনাশক নাই ॥ ৩ ॥ যজ্ঞের প্রাপয়িতা এই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সকলের সামর্থ্যবিশিষ্ট, ইঁহারা আমাদের যজ্ঞকর্ম ধারণ করিতেছেন। অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদিতি শোভনআহ্বানবিশিষ্টা। তাঁহারা সকলে যাহাতে আমাদের বাধা না হয়, এইরূপে পাপ হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৪ ॥ অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপণীয়, অভিষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন কর ॥ ৫ ॥ সকলের বরণীয়া সরস্বতা ও দানদক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদিগকে দান করেন, হে দীপ্তিযুক্ত পুষা, এই দানে বাধা দিওনা। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন। সর্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ অদ্য দ্যাবা-পৃথিবী দেবগণের দ্বারা সর্বোতোভাবে স্তুত হইলেন, যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদিগকে অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৪১ সূক্ত। দেবতা : ১ অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ, অশ্বিদ্বয়, ভগ, পুষা, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ও রুদ্র ; ২-৬ ভগ ; ৭ পুষা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১ জগতী।

আমরা প্রাতঃকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি, প্রাতঃকালে ভগকে, পুষাকে ও ব্রহ্মণস্পতিকে স্তব করি, প্রাতঃকালে সোম ও রুদ্রকে স্তব করি ॥ ১ ॥ যিনি জগতের ধারক, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সেই ভগদেবতাকে প্রাতঃকালেই আহ্বান করিব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করতঃ "আমায় ভজনীয় ধন দাও" বলিয়া যাচ্ঞা করে ॥ ২ ॥ হে ভগ, তুমি প্রকৃষ্ট নেতা। হে ভগ, তুমি সত্যধন। তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের স্তুতি সফল কর। হে ভগ, তুমি আমাদিগকে গো ও অশ্বদ্বারা প্রবৃদ্ধ কর। হে ভগ, আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান্ হইব ॥ ৩ ॥ আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান্ হইতে পারি ; দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান্ হইতে পারি। আরও হে মঘবন্, সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি ॥ ৪ ॥ হে দেবগণ, ভগই ভগবান্ হউন। আমরা ভগের অনুগ্রহেই ভগবান্ হইব। হে ভগ, সকলেই তোমায় বারংবার আহ্বান করেন। হে ভগ, তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগের অগ্রগামী হও ॥ ৫ ॥ শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার ন্যায় উষাদেবতা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। বেগবান্ অশ্ব রথের ন্যায় উষাদেবতা ধনপ্রদ ভগদেবকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুন ॥ ৬ ॥ সর্বগুণে প্রবৃদ্ধ ভজনীয় উষাদেবতাগণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হইয়া জলসেক করতঃ আমাদের নৈশ তমঃ নাশ করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৪২ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

স্তোতা অঙ্গিরাগণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হউন। পর্জন্য আমাদের স্তোত্র বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জল সেচন করতঃ গমন করুন। আদরবিশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তোমার চিরলব্ধ পথ সুগম হউক। যে হরিৎ ও রোহিৎগণ যজ্ঞগৃহে তোমার ন্যায় বীরকে বহন করতঃ শোভা পায়, তাহাদিগকে রথে যোজনা কর। আমি উপবিষ্ট হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২ ॥ হে দেবগণ, নমস্কারযুক্ত এই স্তোতাগণ তোমাদের যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্বাপেক্ষা উত্তম। হে যজমান, তুমি দেবগণকে সুন্দররূপে যজ্ঞ কর। হে বহ্নতেজস্বিন্, তুমি যজ্ঞার্থ ভূমিকে আবর্তিত কর ॥ ৩ ॥ সকলের অতিথি অগ্নি, যখন বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত দৃষ্ট হয়েন, যখন অগ্নি গৃহে সুনিহিত হইয়া প্রীত হয়েন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন ॥ ৪ ॥ অগ্নি, আমাদের এই যজ্ঞ সেবা কর। ইন্দ্র ও মরুৎগণের মধ্যে আমাদিগকে যশোযুক্ত কর। রাত্রি ও উষাকালে বর্হিতে উপবেশন কর। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বরুণকে এই যজ্ঞে পূজা কর ॥ ৫ ॥ বসিষ্ঠ ধনাভিলাষী হইয়া এইপ্রকারে বলের পুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভার্থ স্তুতি করিয়াছিলেন। অগ্নি আমাদিগকে অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৩ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
বৃক্ষের শাখার ন্যায় যে মেধাবিগণের স্তোত্র বিশেষরূপে চারিদিকে গমন করে, সেই দেবাভিলাষিগণ যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পাইবার জন্য বিশেষরূপে স্তব করিতেছে, দ্যাবা-পৃথিবীকেও স্তব করিতেছে ॥ ১ ॥ শীঘ্রগামী অশ্বের ন্যায় এই যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে ঘৃতক্ষরণকারিণী স্রুক্ উত্তোলন কর। অধ্বরের জন্য সাধু বর্হি বিস্তীর্ণ কর। হে অগ্নি, তোমার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বাস করুন ॥ ২ ॥ বিশেষরূপে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার ক্রোড়ে যেরূপ উপবেশন করে, সেইরূপ দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি, জুহু তোমার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যক্‌রূপে সিক্ত করুক। তুমি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের সহায়তা করিও না ॥ ৩ ॥ যজনীয় দেবগণ উদকের দোহনযোগ্য ধারা বর্ষণ করতঃ পর্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্যা স্বীকার করুন। হে দেবগণ, অন্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তাহা আগমন করুক। তোমরা সকলেও একমন হইয়া আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি এই প্রকারে প্রজাগণের মধ্যে আমাদিগকে ধন প্রদান কর ; হে বলবান্, আমরা তোমাকর্তৃক অপরিত্যক্ত হইয়া নিত্যযুক্ত ধনের সহিত মত্ত ও অহিংসিত হইব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

৪৪ সূক্ত। দেবতা : দধিক্রা ; ১ দধিক্রা, অশ্বিদ্বয়, উষা, সমিদ্ধ অগ্নি,
ভগ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবা-পৃথিবী ও
অপ্‌গণ। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১ জগতী।
তোমাদের রক্ষার্থ প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান করি। তদনন্তর অশ্বিদ্বয়, উষা, সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান করি। ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবা-পৃথিবী, জল, দেবতা ও সূর্যকে আহ্বান করি ॥ ১ ॥ স্তোত্রদ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরি ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন-আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি ॥ ২ ॥ আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, উষা, সূর্য ও ভূমির স্তব করি। আমি শত্রুবিনাশকারী বরুণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব করি, সেই দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হইতে পৃথক করুন ॥ ৩ ॥ অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, গমনশীল দধিক্রাবা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া উষা, সূর্য, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সহিত একমত হইয়া রথের অগ্রে লগ্ন হন ॥ ৪ ॥

৪৫ সূক্ত। সবিতা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
রত্নবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্তৃক উহ্যমান সবিতাদেব মনুষ্যের হিতকর বহু ধন হস্তে ধারণ করতঃ ভূতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্যে প্রেরণ করতঃ আগমন করুন ॥ ১ ॥ শিথিল এবং বৃহৎ হিরণ্ময় বাহুদ্বারা অন্তরীক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত করুক। আমরা অদ্য সবিতার সেই মহিমার স্তুতি করি। সূর্যও সবিতাকে কর্মেচ্ছা প্রদান করুন ॥ ২ ॥ তেজোবিশিষ্ট বসুপতি সবিতাদেবই আমাদিগের উদ্দেশে ধন প্রেরণ করুন। তিনি বহুবিস্তীর্ণ রূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে মনুষ্যদিগের ভোগযোগ্য ধন দান করুন ॥ ৩ ॥ এই স্তুতিসমূহ উত্তমজিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণহস্তযুক্ত সবিতাকে স্তব করিতেছে। তিনি আমাদিগকে বিচিত্র বৃহৎ অন্ন দান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৬ সূক্ত ॥ রুদ্র দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী ; ৪ ত্রিষ্টুপ্।
স্থিরকার্মুক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান্, কাহারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্রবিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। তিনি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থজনের ঐশ্বর্যদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। হে রুদ্র, তোমার স্তবকারী আমাদের প্রজাগণকে পালন করতঃ আমাদের গৃহে গমন কর। আমাদিগকে রোগ দান করিও না ॥ ২ ॥ অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত, তোমার সহস্র ভেষজ আছে ; আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করিও না ॥ ৩ ॥ হে রুদ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদিগকে ভাগী কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৪ ॥

৪৭ সূক্ত। অপ্ গণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে অপ্ দেবতা, দেবাভিলাষিগণ ইন্দ্রের পাতব্য, ভূমিসম্ভূত, যে তোমাদিগের সোমরস প্রথমে সংস্কৃত করিয়াছে, সেই শুচি, পাপরহিত, বৃষ্টিজলসেকী, মধুররসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করিব ॥ ১ ॥ হে অপ্ দেবতা, শীঘ্রগতি অপাং নপাৎ দেবতা তোমাদের সেই মধুমত্তম প্রসিদ্ধ ঊর্মি পালন করুন। ইন্দ্র যাহাতে বসুগণের সহিত মত্ত হয়েন, আমরা দেবাভিলাষী হইয়া অদ্য তোমাদের সেই ঊর্মি প্রাপ্ত হইব ॥ ২ ॥ বহুপবিত্ররূপবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা লোকের হর্ষ-উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ইন্দ্রের কর্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম কর ॥ ৩ ॥ সূর্য রশ্মিদ্বারা যে অপ্ সমূহকে বিস্তীর্ণ করেন, যাহাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করিয়াছেন ; হে সিন্ধুগণ, সেই তোমরা আমাদের ধন ধারণ কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৪ ॥

৪৮ সূক্ত। দেবতা : ঋভুগণ ; ৪ বিশ্বদেবগণ বা ঋভুগণ।
মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে নেতা ধনবান্ ঋভুগণ, তোমরা আমাদের সোমপানে প্রমত্ত হও। তোমরা গমন করিতেছ, তোমাদের কর্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া মনুষ্যহিতকর রথ আবর্তিত করুক ॥ ১ ॥ হে ঋভুগণ, আমরা তোমাদিগের দ্বারা প্রথিত। তোমরা সমর্থ ; তোমাদিগের সাহায্যে সমর্থ হইয়া তোমাদিগের বলে শত্রুবল অভিভব করিব। বাজ আমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করুন। ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া আমরা বৃত্রের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ ২ ॥ ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রুসেনা আজ্ঞাদ্বারা অভিভব করেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন। বিষ্ণা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্য হইয়া মথনদ্বারা শত্রুবল বিকৃত করেন ॥ ৩ ॥ হে দ্যোতমান ঋভুগণ, তোমরা অদ্য আমাদের ধন দাও। হে সমস্ত ঋভুগণ, তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ হও। বসু ঋভুগণ আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৪ ॥

৪৯ সূক্ত। অপ্ গণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
সমুদ্র যে অপ্ সমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্বদা গমনশীল ও শোধয়িতা, সেই অপ্ সমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হইতে গমন করেন। বজ্রধারী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপ্ সমূহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা এই স্থানে আমায় রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্ সমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা প্রবাহিত হইয়া খননদ্বারা যাহাদিগকে লাভ করা যায়, যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সেই অপ্ দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন ॥ ২ ॥ যে অপ্ সমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহমধ্যে সত্য ও মিথ্যার স্বাক্ষীস্বরূপ হইয়া মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুক্ষারিণী-দীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা সেই অপ্ দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়া প্রমত্ত হয়েন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্যুতিমান্ অপ্ সমূহ আমায় রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

৫০ সূক্ত। দেবতা : ১ মিত্র ও বরুণ ; ২ অগ্নি ; ৩ বিশ্বদেবগণ ; ৪ নদীগণ। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী ; ৪ অতিজগতী বা শক্করী।

হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা এখানে আমাদিগকে রক্ষা কর। কুলায়কারী ও সর্বদা বর্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হউক। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে ॥ ১ ॥ যে বন্দননামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির পর্বস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুল্ফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব, এই ব্যক্তির নিকট হইতে সে বিষ দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জানিতে না পারে ॥ ২ ॥ যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, যাহা নদীজলে ওষধি হইতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ আমাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দেন। ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জানিতে না পারে ॥ ৩ ॥ যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যাহারা নিম্নদেশে গমন করে, যাহারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদীসকল উদকবিশিষ্ট ও যাহারা অনুদকজলদ্বারা জগৎ আপ্যায়িত করে, সেই দ্যুতিমান্ নদী-সকল আমাদের শ্রীপদ রোগ নিবারণ করিয়া কল্যাণকর হউক। আরও সেই নদীসকল অহিংসাপ্রদ হউক ॥ ৪ ॥

৫১ সূক্ত। আদিত্যগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমরা যেন আদিত্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়া নূতন সুখকর গৃহ প্রাপ্ত হই। ত্বরান্বিত আদিত্যগণ আমাদিগের স্তোত্রসকল শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিন ॥ ১ ॥ আদিত্যগণ ও অদিতি ও অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্যমা প্রমত্ত হউন। ভুবনের রক্ষক দেবগণ আমাদের হউন। অদ্য আমাদের রক্ষার্থে সোম পান করুন ॥ ২ ॥ আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুৎগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋভুগণ ও ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলাম। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৩ ॥

৫২ সূক্ত। আদিত্যগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হইব। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ, মনুষ্যগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদিগকে সংভজনা করতঃ ধন উপভোগ করিব। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমরা যেন ভূতিবিশিষ্ট হই ॥ ১ ॥ মিত্র ও বরুণ প্রমুখ রক্ষক আদিত্যগণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করুন। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করিতে না হয়, তোমরা যে কর্ম করিলে নাশ কর, হে বসুগণ, আমরা যেন সে কর্ম না করি ॥ ২ ॥ ত্বরাবান্ অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাচ্ঞা করতঃ তাঁহার যে রমণীয় ধন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, যাগশীল মহান্ পিতা ও সমস্ত দেবগণ একমনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৩ সূক্ত। দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
যে মহতী ও দেবগণের জনয়িত্রী দ্যাবা-পৃথিবীকে পূর্বতন স্তোতাগণ স্তুতি করতঃ পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি সেই যজনীয়া ও মহতী দ্যাবা-পৃথিবীকে ঋত্বিক্‌গণের সম্বাধযুক্ত হইয়া যজ্ঞ ও নমস্কারের সহিত স্তুতি করিব॥ ১॥ হে স্তোতাগণ, তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা দ্যাবা-পৃথিবীকে যজ্ঞস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমাদিগের মহৎ ও বরণীয় ধন দানার্থ দেবগণের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন কর॥ ২॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমাদিগের দাসে দেয় বহু রমণীয় ধন আছে, তন্মধ্যে যাহা অক্ষয় তাহাই আমাদিগকে প্রদান কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে কল্যাণের সহিত পালন কর॥ ৩॥

৫৪ সূক্ত। বাস্তোষ্পতি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ।
হে বাস্তোষ্পতি, তুমি আমাদিগকে প্রবোধিত কর। আমাদিগের নিবাস নীরোগ কর; আমরা যে ধন যাচ্ঞা করি তাহা প্রদান কর; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি দ্বিপদজনের ও গবাশ্বাদি চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও॥ ১॥ হে বাস্তোষ্পতি, তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের ধনের বর্ধয়িতা হও, তুমি সখা হইলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত ও জরারহিত হইব। পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করে, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পালন কর॥ ২॥ হে বাস্তোষ্পতি, আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদিগের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর ও আমাদিগকে কল্যাণের সহিত সর্বদা পালন কর॥ ৩॥

৫৫ সূক্ত। দেবতা: বাস্তোষ্পতি; ২-৮ ইন্দ্র। মৈত্রাবরুণি
বসিষ্ঠ ঋষি। ১ গায়ত্রী; ২-৪ উপরিষ্টাৎ বৃহতী; ৫-৮ অনুষ্টুপ্।
হে বাস্তোষ্পতি, তুমি রোগনাশক, তুমি সর্বপ্রকার রূপমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সখা ও সুখকর হও॥ ১॥ হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গবর্ণ সরমাপুত্র, তুমি যখন দন্ত প্রকাশ কর তাহা আমার নিকট আহারের সময় স্রুক্‌ণীপ্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষরূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও॥ ২॥ হে সারমেয়, তুমি যেস্থান হইতে গমন কর, পুনরায় সেই স্থানে আগমন কর, তুমি চোর ও ডাকাইতের প্রতি গমন কর, ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? আমাদিগকে কেন বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও॥ ৩॥ তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকরও তোমায় বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদিগকে বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও॥ ৪॥ তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমার পিতা নিদ্রা যান। কুক্কুর নিদ্রা যাউক, গৃহস্বামী নিদ্রা যাউক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাউক, চতুর্দিকবর্তী এই জনগণও নিদ্রা যাউক॥ ৫। যে ব্যক্তি এই স্থানে আছে, যে বিচরণ করিতেছে, যে আমাদিগকে দেখিতেছে, তাহাদের চক্ষুঃসকল বিনাশ করিব! এই হর্ম্য যেরূপ তাহারাও সেইরূপ হইবে॥ ৬॥ যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হইতে উদ্গত হইল সেই অভিভবকারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করিব॥ ৭॥ যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা তল্পে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা পুণ্যগন্ধা, তাহাদের সকলকে নিদ্রিত করিব॥ ৮॥

৫৬ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্; ১-১১ দ্বিপদা বিরাট।
ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী মনুষ্যের হিতকর, অথচ সুন্দর-অশ্ববিশিষ্ট এই রুদ্রপুত্রগণ ইঁহারা কে?॥ ১॥ কেহই ইঁহাদের জন্ম জানে না। তাঁহারাই পরস্পর আপনাদের জন্মকথা জানেন॥ ২॥ আপনারাই সঞ্চরণ করতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পর মিলিত হন। বায়ুবৎ বেগশালী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্ধা করেন ॥ ৩ ॥ ধীমান্ ব্যক্তি এই শ্বেতবর্ণ ভূতসকলকে অবগত আছেন। মহতী পৃশ্নি ইঁহাদিগকে অন্তরক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ সেই প্রজা মরুৎগণের অনুগ্রহে চিরকাল শত্রুগণের অভিভবকারিণী ও ধনের পুষ্টিপ্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হউক ॥ ৫ ॥ মরুৎগণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্য স্থানে গমন করেন, অলংকারদ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন, তাঁহারা শ্রীসমন্বিত ও উগ্র ॥ ৬ ॥ তোমাদের তেজঃ উগ্র ; তোমাদের বল স্থির। মরুৎগণ বুদ্ধিমান্ হউন ॥ ৭ ॥ তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান ; তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য, বলযুক্ত মরুৎগণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধশব্দকারী ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক্ কর। তোমাদের ক্রুরবুদ্ধি যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে ॥ ৯ ॥ তোমরা ত্বরাবান্। তোমাদের প্রিয় নাম ধরিয়া আহ্বান করি। অভিলাষবান্ মরুৎগণ ইহাতেই তৃপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥ মরুৎগণ সুন্দরআয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দরঅলংকারযুক্ত এবং তাঁহারা আমাদের শরীর অলংকৃত করেন ॥ ১১ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হউক। তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি। উদকস্পর্শী মরুৎগণ সত্যদ্বারা সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শুচি, তাঁহাদের জন্ম শুচি ও তাঁহারা অন্যকে শুচি করেন ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের স্কন্ধে খাদিসকল রহিয়াছে, উত্তম রুক্ম তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বৃষ্টির সহিত বিদ্যুৎ যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ জলপ্রদানের সময় স্বীয় আয়ুধদ্বারা তোমরা শোভা পাও ॥ ১৩ ॥ তোমাদের অন্তরীক্ষভব তেজঃ বিশেষরূপে গমন করিতেছে। হে বিশেষরূপে যষ্টব্য মরুৎগণ, তোমরা জল বৃদ্ধি কর। হে মরুৎগণ, তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহমেধিদত্ত এই ভাগ সেবা কর ॥ ১৪ ॥ হে মরুৎগণ, যেহেতু তোমরা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভনপুত্রবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান কর। সে ধন শত্রু অভিহনন করিতে পারে না ॥ ১৫ ॥ যে মরুৎগণ সততগামী অশ্বের ন্যায় সুন্দরগমনবিশিষ্ট, উৎসবদর্শী মনুষ্যগণের ন্যায় অলংকারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ্র, তাহারা ক্রীড়াপরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা ॥ ১৬ ॥ মরুৎগণ আমাদের ধন প্রদান করতঃ সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবীকে পূর্ণ করতঃ সুখী করুন। হে বাসপ্রদগণ, মেঘভেদক, মনুষ্যনাশক তোমাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক। তোমরা সুখের সহিত আমাদের অভিমুখ হও ॥ ১৭ ॥ নিষণ্ণ হোতা তোমাদের সর্বত্রগামী দানকার্যের প্রশংসা করতঃ তোমাদিগকে সম্যক্‌রূপে বারংবার আহ্বান করিতেছেন। হে কামবর্ষিগণ, যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটতারহিত হইয়া স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করে ॥ ১৮ ॥ এই মরুৎগণ যজ্ঞে ত্বরান্বিত যজমানকে প্রীত করেন। ইঁহারা বলের দ্বারা বলবান্ লোকসকলকে আনমিত করেন। ইঁহারা হিংসকের হস্ত হইতে স্তোতাকে রক্ষা করেন। যাহারা হব্য প্রদান করে না, তাহাদের মহা অপ্রিয় সাধন করেন ॥ ১৯ ॥ ইঁহারা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বন্ধুগণ যেরূপ কামনা করেন, হে কামবর্ষিগণ, তোমরা তমোবিনাশ কর, আরও আমাদিগকে বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর ॥ ২০ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের দান হইতে আমরা যেন নির্গত না হই। হে রথবিশিষ্টগণ, ধনদানকালে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিও না। স্পৃহণীয় ধনসমূহে আমাদিগকে ভাগী কর। হে কামবর্ষিগণ, তোমাদের যে সুজাত ধন আছে, তাহারও ভাগী কর ॥ ২১ ॥ যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের জয়ের জন্য কোপপূর্ণ হয়েন, তখন হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, যুদ্ধে শত্রুর নিকট হইতে আমাদের ত্রাতা হও ॥ ২২ ॥ হে মরুৎগণ, আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য করিয়াছ, তোমাদের পূর্বকালীন যে সকল কর্ম প্রশংসিত হয়, তাহাও করিয়াছ, ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অভিভবিতা হয়েন, তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে ॥ ২৩ ॥ হে মরুৎগণ, আমাদের বীর বলবান্ হউক। সে অসুর ও লোকের বিধায়ক হউক। আমরা নিবাসার্থ প্রাপ্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব। আমরা তোমাদের আত্মীয়স্থানে অবস্থিতি করিব ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ্, ওষধি ও বৃক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা সুখে থাকিব, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ২৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে যজনীয় মরুৎগণ, মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সহিত তোমাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবী কম্পিত করেন, মেঘকে বর্ষণ করান ও উগ্র হইয়া সর্বত্র গমন করেন॥ ১॥ মরুৎগণ স্তুতিকারীকে অন্বেষণ করেন, যজমানের অভীষ্ট পূরণ করেন। তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থ বর্হিতে উপবেশন কর॥ ২॥ এই মরুৎগণ যত দান করেন, এত আর কেহই দেন না। ইঁহারা রুক্ম আয়ুধ ও শরীরশোভায় শোভিত হয়েন। দ্যাবা-পৃথিবীপ্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি মরুৎগণ শোভার্থ সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করেন॥ ৩॥ তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হইতে পৃথক হউক। যদিও মনুষ্য বলিয়া আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়-গণ, যেন তোমাদের সেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অন্নপ্রদ তাহাই আমাদের হউক॥ ৪॥ আমাদের যজ্ঞকর্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হউন। তাঁহারা অনিন্দিত, দীপ্তিযুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মরুৎগণ, অনুগ্রহ করিয়া অথবা উত্তমস্তুতিপ্রযুক্ত আমাদিগকে বিশেষরূপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থ আমাদিগকে প্রবর্ধিত কর॥ ৫॥ মরুৎগণ স্তুত হইয়া হবি ভক্ষণ করুন, তাঁহারা নেতা ও সমস্ত জলের সহিত বর্তমান। হে মরুৎগণ, আমাদের সন্ততির জন্য উদক প্রদান কর, হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান কর॥ ৬॥ মরুৎগণ স্তুত হইয়া সকল রক্ষার সহিত যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে আগমন করেন। ইঁহারা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া বর্ধিত করেন, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৭॥

৫৮ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
তোমরা সততবর্ষণকারী মরুৎসংঘকে অর্চনা কর। ইঁহারা দেবতাদিগের স্থানে সর্বাপেক্ষা প্রবৃদ্ধ, আরও ইঁহারা মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরীক্ষ হইতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন॥ ১॥ হে ভীম, হে প্রবৃদ্ধমতি ও গমনশীল মরুৎগণ, তোমাদের জন্ম দীপ্ত রুদ্র হইতে, আরও ইঁহারা তেজোবলে প্রবল হইয়াছেন। তোমাদের গমনে সূর্যদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়॥ ২॥ তোমরা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। আমাদের সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তাহা প্রাণিগণকে বিনাশ করে না। তাঁহারা স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্ধিত করুন॥ ৩॥ হে মরুৎগণ, স্তোতা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া শতসংখ্যক ধনবান্ হন। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া স্তোতা আক্রমণকারী অভিভবিতা ও সহস্র-ধনবান্ হয়। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সে সম্রাজযুক্ত হয় ও শত্রু নাশ করে। হে কম্পনকারিগণ, তোমাদের দত্ত সেই ধন প্রভূত হউক॥ ৪॥ কামবর্ষী সেই রুদ্রপুত্রগণকে আমি পরিচর্যা করি। তাঁহারা পুনরায় বহুবার আমাদিগের অভিমুখ হউন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপপ্রযুক্ত মরুৎগণ ক্রুদ্ধ হয়েন, মরুৎগণ-সম্বন্ধীয় সেই পাপ অপনীত করিব॥ ৫॥ ধনবান্ মরুৎগণের সেই সুস্তুতি আমরা উচ্চারণ করিয়াছি। মরুৎগণ এই সূক্ত সেবা করুন। হে অভীষ্টবর্ষিগণ, তোমরা দূর হইতেই শত্রুগণকে পৃথক কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৬॥

৫৯ সূক্ত। দেবতা : ১-১১ মরুৎগণ ; ১২ রুদ্র। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি।
প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ;
৭-৮ ত্রিষ্টুপ্ ; ৯-১১ গায়ত্রী ; ১২ অনুষ্টুপ্।
হে দেবগণ, ইহা হইতে স্তোতাকে ত্রাণ কর। হে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও মরুৎগণ, তোমরা যাহাকে বিনীত কর, তাঁহাকে সুখ প্রদান কর॥ ১॥ হে দেবগণ, তোমাদের আশ্রয়ে তোমাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুগণকে আক্রমণ করে, যে তোমাদিগকে অন্যত্র গমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সেই আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে ॥ ২ ॥ বসিষ্ঠ তোমাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া স্তব করে না। হে মরুৎগণ, অদ্য সোমাভিলাষী হইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সোম অভিষুত হইলে পান কর ॥ ৩ ॥ হে নেতাগণ, যাহাকে অভিলষিত প্রদান কর, তোমাদের রক্ষা তাহাকে যুদ্ধে হিংসা করে না। তোমাদের নূতনতর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। হে সোমপানাভিলাষিগণ, তোমরা শীঘ্র আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের ধন পরস্পরসংহত, তোমরা সোম ভক্ষণের জন্য উত্তমরূপে আগমন কর। যেহেতু আমি তোমাদিগকে এই হব্য দান করিতেছি, অতএব তোমরা অন্যত্র যাইও না ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা আমাদের বহিতে আসীন হও। স্পৃহণীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। তোমরা হিংসারহিত হইয়া এই যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা বলিয়া প্রদত্ত হও ॥ ৬ ॥ অন্তর্হিত মরুৎগণ নিজ অংশসকল অলংকৃত করিয়া, নীলপৃষ্ঠ হংসগণের ন্যায় আগমন করুন। আমাদের যজ্ঞে আনন্দিত রমণীয় মনুষ্যগণের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মরুৎগণ আমার চারিদিকে উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥ হে বসু মরুৎগণ, অন্যায় ক্রোধ করিয়া যে তিরস্কৃত ব্যক্তি আমাদের চিত্ত বিনাশ করিতে চাহে, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বরুণের পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। তোমরা তাহাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ আয়ুধদ্বারা বিনাশ কর ॥ ৮ ॥ হে শত্রুতাপকগণ, এই তোমাদের হব্য, তোমরা শত্রুভক্ষক, তোমাদের রক্ষাদ্বারা তাহা সেবা কর ॥ ৯ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা গৃহমধ্যেও উত্তম দানশীল। তোমাদের রক্ষার সহিত আগমন কর, অপগত হইও না ॥ ১০ ॥ হে স্বায়ত্তবলবিশিষ্টকারী ও সূর্যবর্ণ মরুৎগণ, আমি যজ্ঞ কল্পনা করিতেছি ॥ ১১ ॥ সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন না বঞ্চিত হই ॥ ১২ ॥

৬০ সূক্ত। দেবতা : ১ সূর্য ; ২-১২ মিত্র ও বরুণ। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে সূর্য, তুমি উদিত হইয়া অদ্য আমাদিগকে পাপশূন্য বল। হে অদিতি, দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হইব। হে অর্যমা, তোমাকে স্তব করিয়া তোমার প্রিয় হইব ॥ ১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, এই সেই মনুষ্যদিগের সাক্ষী সূর্য অন্তরীক্ষে গমন করতঃ দ্যাবা-পৃথিবী অভিমুখে উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক, মনুষ্যমধ্যে স্থিত সুকৃত ও ও দুষ্কৃত দর্শন করেন ॥ ২ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তিনি অন্তরীক্ষে সপ্তহরিৎ যোজিত করিতেছেন। উহারা জলে আর্দ্র হইয়া এই সূর্যকে বহন করিতেছে। গোপাল যেরূপ গোযূথ দর্শন করেন, সেইরূপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও তোমাদিগকে অভিলাষ করেন ॥ ৩ ॥ তোমাদিগের দুইজনের জন্য অন্ন ও মধুর পদার্থ বর্তমান ছিল। সূর্য দীপ্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সমানপ্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃতি আদিত্যগণ, এই সূর্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন। মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা, ইঁহারা সুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র ; ইঁহারা যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হয়েন ॥ ৫ ॥ মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থ্যদ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করিয়াছেন। ইঁহারা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমন করতঃ পাপ নাশ করিয়া সুপথে লইয়া যান ॥ ৬ ॥ ইঁহারা নিমেষরহিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হইয়া সুপথে লইয়া যান। ইঁহাদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্নপ্রদেশেও নদীর তল থাকে। ইঁহারা আমাদিগের এই কর্মকে পারে লইয়া যাউন ॥ ৭ ॥ অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্যদায়ীকে যে রক্ষা-বিশিষ্ট এবং প্রশংসাযোগ্য সুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সেই সুখ দান করতঃ আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য যেন না করি ॥ ৮ ॥ আমাদিগের দ্বেষকারী ব্যক্তি যদি স্তুতির সহিত বেদি ত্যাগ করে, তাহা হইলে বরুণ কতৃক হিংসিত হইয়া যেন কোনপ্রকার নাশ প্রাপ্ত হয়। অর্যমা দ্বেষকারিগণ হইতে আমাদিগকে বর্জিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন। হে কামবর্ষী মিত্র ও বরুণ, দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান কর ॥ ৯ ॥ ইঁহাদিগের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত। নিগূঢ় বলদ্বারা ইঁহারা অভিভব করেন। হে কামবর্ষিগণ, তোমাদিগের ভয়ে লোকে কম্পান্বিত হয়। তোমাদের বলের মহিমাদ্বারা আমাদিগকে সুখী কর ॥ ১০ ॥ অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধন দানের জন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি মতিস্থির করে, সেই স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তাহার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন ॥ ১১ ॥ হে দেব মিত্র ও বরুণ, তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হইয়াছে। তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করিয়া আমাদিগকে পার কর, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১২ ॥

৬১ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণ বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে মিত্র, হে বরুণ, তোমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুঃস্বরূপ শোভনরূপবিশিষ্ট সূর্য তেজ বিস্তার করতঃ উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত ভুবন দর্শন করেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবৃত্ত স্তোত্র অবগত আছেন ॥ ১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, সেই যজ্ঞবান্, দীর্ঘশ্রোতা বিপ্র বসিষ্ঠ তোমাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করিতেছেন। তোমরা সুকর্মা, তোমরা ইঁহার স্তোত্র রক্ষা করিয়াছ। তোমরা বহুবৎসর ব্যাপিয়া ইঁহার কর্ম পূর্ণ করিয়াছিলে ॥ ২ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ, তোমরা দর্শনীয় এবং মহান্ দ্যুলোকও অতিক্রম করিয়াছ। তোমাদের দান মনোহর। তোমরা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ কর। তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্য-পথগামীদিগকে পালন করিয়া থাক ॥ ৩ ॥ মিত্র ও বরুণের তেজের স্তব কর। তাঁহাদের বল দ্যাবা-পৃথিবী আপন মহিমায় পৃথক্‌রূপে স্থাপন করেন। যজ্ঞরহিতগণের মাসসকল পুত্ররহিতভাবে গমন করুক। যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবর্ধিত করুক ॥ ৪ ॥ হে অমূঢ়, হে ব্যাপ্ত, হে কামবর্ষিদ্বয়, এই তোমাদের স্তুতি হইতে বিস্ময়কর বা পূজার্হ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি দ্রোহকারিগণ সেবা করে। তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থে না হয় ॥ ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা পূজা করিতেছি। আমি বাধাযুক্ত হইয়া আহ্বান করিতেছি। তোমাদের সেবার্থ নূতন স্তোত্রসকল রচিত হউক। মৎকৃত এই স্তোত্র তোমাদিগকে প্রীত করুক ॥ ৬ ॥ হে দেব মিত্র ও বরুণ, তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হইয়াছে, তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করতঃ আমাদিগকে পার কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৬২ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ সূর্য, ৪-৬ মিত্র ও বরুণ।

মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সূর্য ঊর্ধ্বমুখে মহৎ ও বহু তেজঃ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্যগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। তিনি দিবসে দ্যুতিমান্ হইয়া একরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি কর্তা এবং কৃত, এবং কর্তাদ্বারা সুকৃত হইয়াছেন ॥ ১ ॥ হে সূর্য, তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এই স্তোত্রপ্রযুক্ত এবং হরিৎবর্ণ, গমনশীল অশ্বযোগে ঊর্ধ্বমুখে গমন কর। তুমি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদিগকে নিরাপরাধ বলিয়া উল্লেখ কর ॥ ২ ॥ দুঃখপ্রতিরোধক, সত্যবান্ বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদিগকে সহস্র ধন দান করুন। তাঁহারা আহ্লাদকর ; আমাদিগকে স্তুত্য ও অর্চনীয় বস্তু দান করুন। আমাদের কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, হে অদিতি, হে সুদর্শন, আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা সুজন্মা ; তোমাদিগকে অবগত হইয়াছি। আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই ॥ ৪ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, বাহু প্রসারিত কর। আমাদের জীবনার্থ আমাদের গোপ্রচরণস্থান জলদ্বারা সিক্ত কর, মনুষ্যসমূহমধ্যে আমাদিগকে বিখ্যাত কর। তোমরা নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরুণ, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ হে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা, আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

৬৩ সূক্ত। দেবতা : ১-৪ সূর্য ; ৫ সূর্য এবং মিত্র ও বরুণ ;
৬ মিত্র ও বরুণ এবং অর্যমা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
সুভগ, সর্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুঃস্বরূপ, দ্যুতিমান্ সূর্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন ॥ ১ ॥ মনুষ্যগণের প্রসবিতা, মহান্, পদার্থপ্রকাশক, জলপ্রদ এই সূর্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উদিত হইতেছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিৎবর্ণ অশ্ব উঁহাকে বহন করিতেছে ॥ ২ ॥ অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এই সূর্য স্তোতাগণের স্তোত্র শ্রবণে প্রমত্ত হইয়া উষাগণের মধ্যে উদিত হইতেছেন। ইনি আমাদিগকে অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজঃ সংকুচিত করেন না ॥ ৩ ॥ এই দূরগামী, ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান্ সূর্য শোভমান ও প্রভূততেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে উদিত হইতেছেন। প্রাণিগণ নিশ্চয়ই সূর্যকর্তৃক প্রসূত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ মরণ-রহিত দেবগণ যে স্থলে এই সূর্যের জন্য পথ করিয়াছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের ন্যায় সেই পথ অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ, সূর্য উদিত হইলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করিব ॥ ৫ ॥ মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

৬৪ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে মিত্র ও বরুণ, দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের স্বামী। তোমাদের প্রেরিত মেঘ জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্যমা এবং রাজা ও বলবান্ বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় ; তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ, আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরীক্ষ হইতে প্রেরণ কর ॥ ২ ॥ মিত্র, বরুণ ও অর্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাউন। অর্যমা যেন সুন্দরদানশীল লোকের নিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অন্নদ্বারা প্রমত্ত হইব ॥ ৩ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, যে মনের দ্বারা তোমাদের এই রথ নির্মাণ করিয়াছে, যে উন্নত কর্ম করে ও যজ্ঞে তোমাদের ধারণ করে, তোমরা রাজা, তোমরা তাহাকে জলের দ্বারা সিক্ত কর, তাহাকে সুক্ষিতি প্রদান করিয়া তৃপ্ত কর ॥ ৪ ॥ হে মিত্র, হে বরুণ, তোমাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের ন্যায় এই সোম করা হইল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

৬৫ সূক্ত। মিত্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, সূর্য উদিত হইলে তোমাদের দুইজনকে সূক্তদ্বারা আহ্বান করি। ইঁহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত ; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয় লাভ করে ॥ ১ ॥ তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ, আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের ব্যাপ্তিতে দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে দিবারাত্রি আপ্যায়িত করিবে ॥ ২ ॥ তাঁহাদিগের পাশ প্রভূত। তাঁহারা অনৃতের সেতু এবং শত্রুজনের দুরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ, নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, তোমাদের যজ্ঞের পথে সেইরূপ দুরিত হইতে পার হইব ॥ ৩ ॥ মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্যসেবায় আগমন করুন ; অন্নের সহিত জলদ্বারা আমাদের গোপ্রচরণস্থান সিক্ত করুন। তোমাদের প্রতি এই লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে দিবে ? তোমরা লোকের জন্য স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান কর ॥ ৪ ॥ হে মিত্র, হে বরুণ, তোমাদের ও বায়ুর জন্য এই স্তোম দীপ্ত সোমের ন্যায় করা হইল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

৬৬ সূক্ত। দেবতা : মিত্র ও বরুণ ; ৪-১৩ আদিত্যগণ ; ১৪-১৬ সূর্য।
মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী ॥ ১০-১৫ প্রগাথ (জোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী ; বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ১৬ পুরউষ্ণিক ॥

বারংবার আবির্ভূত মিত্র ও বরুণের সুখকর ও অন্নবান্ স্তোম গমন করুন। শোভনবলবিশিষ্ট, বলপালক, প্রকৃত-তেজোবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ সেই মিত্র ও বরুণ গৃহপালক ও শরীরপালক। হে মিত্র, হে বরুণ, তোমরা স্তোতাগণের কর্ম সাধন কর ॥ ৩ ॥ অদ্য সূর্য উদিত হইলে পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তাহা প্রেরণ করুন ॥ ৪ ॥ হে শোভনদানশীলগণ, তোমরা আমাদিগের পাপ দূর কর, তোমাদের আগমন হইলে সেই নিবাস সুরক্ষিত হউক ॥ ৫ ॥ মিত্রাদি ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তাঁহারা মহা ধনেরও ঈশ্বর ॥ ৬ ॥ সূর্য উদিত হইলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্যমাকে স্তব করিব ॥ ৭ ॥ এই স্তুতি হিরণ্য ধনের সহিত আমাদের অহিংসনীয় বলের নিমিত্ত হউক ॥ ৮ ॥ হে দেব বরুণ, হে মিত্র, আমরা সূরিগণের সহিত তোমার স্তোতা হইব, অন্ন ও জল ধারণ করিব ॥ ৯ ॥ মহান্ সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্ধক, যে মিত্রাদি তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্মদ্বারা প্রদান করেন ॥ ১০ ॥ যাঁহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শোভমান্ হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ অদ্য সূর্য উদিত হইলে, সূক্তদ্বারা তোমাদিগের নিকট সেই ধন যাচ্ঞা করিব, যাহা জলের নেতা মিত্র, বরুণ, অর্যমা ধারণ করেন ॥ ১২ ॥ তোমরা যজ্ঞবান্, যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, যজ্ঞবর্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞহীনের দ্বেষকারী। তোমাদিগের সুখতম ধনের জন্য অদ্য যে সূরিরা আছেন, তাঁহারা ও আমরা নেতা হইব ॥ ১৩ ॥ সেই সেই দর্শনীয় বপুঃ অন্তরীক্ষের সমীপে উদিত হইতেছে। শীঘ্রগামী হরিৎবর্ণ অশ্বগণ সকলকে সম্যক্ দর্শনার্থ উহাকে ধারণ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ মস্তকেরও মস্তক, স্থাবরজঙ্গমের পতি, রথস্থ সূর্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিৎগণ সর্বলোকের সমীপে বহন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ সেই চক্ষুঃস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্মল, সূর্যমণ্ডল উদিত হইতেছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥ হে বরুণ, তুমি ও মিত্র অহিংসনায় ও দ্যুতিমান্। তোমরা স্তোত্রপ্রযুক্ত সোমপানার্থ আগমন কর ॥ ১৭ ॥ হে মিত্র, তুমি ও বরুণ দ্রোহরহিত, তোমরা দ্যুলোকের স্থান হইতে আগমন কর, শত্রুদিগের হিংসাকর হইয়া সোম পান কর ॥ ১৮ ॥ হে নেতা মিত্র ও বরুণ, আহুতি সেবা করতঃ আগমন কর। হে যজ্ঞবর্ধক, তোমরা সোম পান কর ॥ ১৯ ॥

৬৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে নৃপতিদ্বয়, আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সহিত তোমাদের রথের স্তুতি করিবার জন্য গমন করিতেছি। হে স্তোত্রার্হদ্বয়, পুত্র যেরূপ পিতাকে জাগরিত করে, সেইরূপ এই রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে জাগরিত করে। সেই রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতে বলিতেছি ॥ ১ ॥ আমাদের কর্তৃক সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি দীপ্ত হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকারের অন্তরপ্রদেশও দৃষ্ট হইতেছে। প্রজ্ঞাপক সূর্য দ্যুলোকদুহিতার পূর্বদিকে শোভার্থ জাত হইয়া দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ২ ॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, সুহোতা এবং স্তুতিসমূহের বক্তা স্তোমদ্বারা তোমাদিগকে সেবা করিতেছেন। অতএব তোমরা পূর্বপথে স্বর্গবিৎ ও ধনবান্ রথে আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে রক্ষক ও মধুরসোমার্হ অশ্বিদ্বয়, যেহেতু সোম অভিষুত হইলে, আমি তোমাদিগকে কামনা করিয়া ধনাভিলাষী হইয়া তোমাদিগকে স্তুতি করি, অতএব অদ্য তোমাদের প্রবৃদ্ধ অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করিয়া আনয়ন করুক। তোমরা আমাদিগের কর্তৃক অভিষুত মধুর সোম পান কর ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদেবদ্বয়, তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা কর। হে শচীপতিদ্বয়, স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদিগকে ধন প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই কর্মসমূহে আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদের রেতঃ অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হউক। তোমাদের অনুগ্রহে পুত্র এবং পৌত্রে অভিমত ধন প্রদান করিয়া এবং সুন্দর-ধনবিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন দেব-লাভকর যজ্ঞে আগমন করি ॥ ৬ ॥ হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়, বন্ধুর জন্য পুরোগামী দূতের ন্যায় আমাদের সংকল্পিত এই সোম নিধিস্বরূপ তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, মনুষ্যপ্রজামধ্যে অবস্থিত হব্য ভক্ষণ কর ॥ ৭ ॥ হে ভর্তাদ্বয়, তোমাদের উভয়ের মিলন হইলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত নদী অতিক্রম করিয়া আগমন করে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অগশ্বণ রথভারে তরণীস্বরূপ তোমাদিগকে বহন করে, তাহারা শ্রান্ত হয় না ॥ ৮ ॥ তোমরা কোথাও আসক্ত হও না। যে ধনবান্‌গণ ধনের নিমিত্ত দাতব্য হবিঃ প্রেরণ করে, যাহারা বন্ধুকে সুনৃতবাক্যদ্বারা প্রবর্ধিত করে, যাহারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, তোমরা তাহাদের জন্যই হইয়াছ ॥ ৯ ॥ তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়, হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর, রত্ন দান কর, স্তোতাকে বর্ধিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১০ ॥

৬৮ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। বিরাট্ ; ৮-৯ ত্রিষ্টুপ্।

হে দীপ্ত, সুন্দর-অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, আগমন কর। তোমরা শত্রুনাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তাহার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সম্ভূত হব্য ভক্ষণ কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের জন্য মদকর অন্ন রহিয়াছে, তোমরা আমার হবিঃ ভক্ষণার্থ শীঘ্র গমন কর, শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না করিয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ তোমরা সূর্যের সহিত রথে বাস কর, মনের ন্যায় বেগশালী ও অপরিমিতরক্ষাবিশিষ্ট তোমাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হইয়া লোকসকলকে অতিক্রম করিয়া আগমন করিতেছ ॥ ৩ ॥ তোমাদিগকে দেবতা করিতে অভিলাষ করি, তোমাদের নিমিত্ত সোমাভিষবকারী এই প্রস্তর যখন উন্নত হইয়া শব্দ করে, তখন হে সুন্দর অশ্বিদ্বয়, বিপ্র হব্যদ্বারা তোমাদিগকে আবর্তিত করে ॥ ৪ ॥ তোমাদের যে চিত্রধন আছে তাহা আমাদের দাও। যিনি প্রিয় হইয়া তোমাদের দত্ত সুখ ধারণ করেন, সেই অত্রি হইতে মহিষ্বৎকে ঋবীসকে পৃথক্ কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের স্তুতিকারী জীর্ণ হব্যদায়া চ্যবনের জন্য যেরূপ এদিকে আনিয়া দান করিয়াছিলে, তাহা তাঁহার প্রতি গমন করিয়াছিল ॥ ৬ ॥ আরও দুষ্টবুদ্ধি সখাগণ যে ভুজ্যুকে সমুদ্রমধ্যে ত্যাগ করিয়াছিল, তোমরা তাহাকে পার করিয়াছিলে। সে তোমাদিগকে কামনা করিয়াছিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করে নাই ॥ ৭ ॥ বৃক যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা কর্ম এবং সামর্থ্যদ্বারা তাঁহাকে ধন দিয়াছিলে। আহূয়মান হইয়া শয়ুকে শ্রবণ করিয়াছিলে। নদী যেরূপ জলদ্বারা পূর্ণ করে, সেইরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ সেই স্তোতা সুমনা হইয়া উষার পূর্বে জাগরিত হইয়া সূক্তদ্বারা স্তুতি করিতেছে, উহাকে অন্নদ্বারা বর্ধিত কর, দুগ্ধদ্বারা বর্ধিত কর, এবং ইহার গাভীকে বর্ধিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৯ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
তোমাদের রথ তরুণ-অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন করুক। উহা দ্যাবা-পৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরণ্ময়। উহার চক্রে জল আছে। উহা রথনেমিদ্বারা দীপ্তিমান্, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান্॥ ১॥ উহা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট ও স্তুতিবিশিষ্ট। উহা আগমন করুক। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থ উদ্যোগ করিয়া, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর॥ ২॥ তোমরা সুন্দর অশ্ব ও অন্নের সহিত অস্মদভিমুখে আগমন কর। হে দস্রদ্বয়, তোমরা মধুমান্ নিধি সোম পান কর। তোমাদের রথ বধূর সহিত গমন করতঃ চক্রের দ্বারা দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে॥ ৩॥ রাত্রিতে যোষিৎ সূর্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিবৃত করে। যখন তোমরা দেবাভিলাষীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর, তখন দীপ্ত অন্ন রক্ষার জন্য তোমাদিগকে পরিগমন করে॥ ৪॥ হে রথিদ্বয়, সেই রথ তেজঃসমূহ আচ্ছাদিত করে ও অশ্বের সহিত যুক্ত হইয়া মার্গে গমন করে। হে অশ্বিদ্বয়, উষা প্রকাশিত হইলে আমাদিগের এই যজ্ঞে সেই রথদ্বারা পাপের শান্তি ও সুখের মিশ্রণের জন্য উপস্থিত হও॥ ৫॥ হে নেতৃদ্বয়, মৃগীর ন্যায় বিশেষরূপে দীপ্যমান সোমপানেচ্ছু হইয়া অদ্য আমাদের সবনসমূহে আগমন কর। যেহেতু বহু যজ্ঞে তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করে অতএব অদ্য দেবাভিলাষিগণ তোমাদিগকে যেন দান না করে॥ ৬॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন ভুজ্যুকে অক্ষত, শ্রমরহিত ও শীঘ্রগামী অশ্বদ্বারা এবং কর্মদ্বারা পার করতঃ জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে॥ ৭॥ তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়, হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৮॥

৭০ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে সকলের বরণীয় অশ্বিদ্বয়, আমাদিগের যজ্ঞবেদিতে আগমন কর, পৃথিবীতে তোমাদের ঐ স্থান বলিয়া থাকে। যে অশ্বে তোমরা উপবেশন কর, সেই সুখকরপৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব তোমাদেরই নিকট থাকুক॥ ১॥ অতিশয় অন্নবতী সেই সুস্তুতি তোমাদিগকে সেবা করে। ঘর্ম মনুষ্যের গৃহে তপ্ত হইয়াছে। উহা তোমাদিগকে প্রাপ্ত হয়। সরিৎ ও সমুদ্রসকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেরূপ রথে যোজিত হয়, সেইরূপ তোমাদিগকে যজ্ঞে যোজিত করে॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া মহতী ওষধি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পর্বতের মস্তকে উপবেশন করতঃ অন্নদাতাকে সেইস্থান প্রাপিত কর॥ ৩॥ হে দেবদ্বয়, যেহেতু তোমরা ঋষিদিগের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করিয়া থাক, অতএব তোমরা ওষধি ও জল কামনা কর। আমাদিগকে বহুতর রত্নদান করতঃ তোমরা পূর্বমিথুনসকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলে॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের বহুকর্ম অভিদর্শন করিয়া থাক। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর। আমাদের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হউক॥ ৫॥ হে নাসত্যদ্বয়, যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতস্তোত্র ও মর্ত্যগণের সহিত মিলিত হয়, সেই বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট আগমন কর। এই মন্ত্রসকল তোমাদের জন্য স্তুত্য হইতেছে॥ ৬॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল। হে কাসবর্ষিদ্বয়, এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্মসকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সংগত হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৭॥

৭১ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
ভগিনী উষার নিকট হইতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি সূর্যাশ্ব অরুষের জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বধন, হে গোধন অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগকে আহ্বান করি, তোমরা দিবারাত্রি হিংসকদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, হব্যদায়ীর জন্য রথদ্বারা রমণীয় পদার্থ বহন করতঃ তোমরা আগমন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নদারিদ্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। হে মধুবিশিষ্টদ্বয়, তোমরা আমাদিগকে দিবারাত্রি রক্ষা কর ॥ ২ ॥ এই আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক। হে অশ্বিদ্বয়, সুখকররশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর ॥ ৩ ॥ হে নৃপতিদ্বয়, তোমাদিগের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্রয়যুক্ত, ধনবান্, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হইয়া গমন করে, তোমরা সেই রথে আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৪ ॥ তোমরা চ্যবনকে জরা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলে, পেতৃর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলে, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে পার করিয়াছিলে, যাহুসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলে ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্মসকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সংগত হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

৭২ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও ধনপ্রদ রথে আগমন কর, বহু নিযুৎ তোমাদের সেবা করে, তোমরা স্পৃহণীয় শোভাশরীরদ্বারা দীপ্যমান হও ॥ ১ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা দেবগণের সহিত সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া রথারোহণে আমাদের নিকট উপস্থিত হও। তোমাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক বলিয়া জানিও, তাঁহার ধনও এক ॥ ২ ॥ স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দররূপে জাগরিত করিতেছে, বন্ধুস্থানীয় কর্মসকল দ্যোতমান উষাকে জাগরিত করিতেছে। মেধাবী বসিষ্ঠ এই স্তোত্রার্হ দ্যাবা-পৃথিবীর পরিচর্যা করতঃ নাসত্যদ্বয়ের অভিমুখে স্তব করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যদি উষাসকল তমোনিবারণ করে, তাহা হইলে স্তোতারা বিশেষরূপে তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিবে। সবিতাদেব ঊর্ধ্ব তেজঃ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধ্ দ্বারা বিশেষরূপে স্তব করেন ॥ ৪ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, দক্ষিণদিক্ ও উত্তরদিক্ হইতে আগমন কর, পঞ্চশ্রেণী লোকের হিতকর সকল দিক্ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

৭৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমরা দেবাভিলাষী হইয়া স্তোত্র সম্পাদন করতঃ অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হইব। হে বহুকর্মা, প্রভূততম, পূর্বজাত, অমর্ত্য অশ্বিদ্বয়, স্তোতা আহ্বান করিতেছে ॥ ১ ॥ তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এই উপবিষ্ট রহিয়াছে, হে নাসত্যদ্বয়, যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদ্বয়, তাঁহার মধুর সোমরস সমীপে থাকিয়া ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবান্ হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২ ॥ আমরা মহান্ স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্ধিত করিতেছি। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, এই সুস্তুতি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ দ্রুতগামী দূতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া, স্তোত্রদ্বারা স্তব করতঃ প্রবোধিত হইয়াছি ॥ ৩ ॥ সেই হব্যবাহিদ্বয় রাক্ষসঘাতী, পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁহারা আমাদের প্রজার নিকট উপস্থিত হউন। তোমরা মদকর অন্নের সহিত সংগত হও, আমাদিগকে হিংসা করিও না, মঙ্গলের সহিত আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক্ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৪ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়, এই স্বর্গেচ্ছুগণ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, হে কর্মধনদ্বয়, আমিও রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি প্রজার নিকট গমন করিয়া থাক ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যে চিত্রধন ধারণ কর, স্তুতিবান্ ব্যক্তির নিকট তাহা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হইয়া তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর, সোমসম্বন্ধীয় মধু পান কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আগমন কর, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্টবর্ষী ধনঞ্জয়দ্বয়, তোমরা পয়ঃ দোহন কর, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আগমন কর ॥ ৩ ॥ তোমাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে তোমাদিগকে ধারণ করতঃ গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয়, আমাদিগকে কামনা করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, গমনকারী স্তোতাগণ প্রভূত অন্ন সেবা করে, তোমরা আমাদিগকে অবিচলিত যশঃ ও গৃহ প্রদান কর। হে নাসত্যদ্বয়, আমরা ধনবান্ ॥ ৫ ॥ যাহারা পরকীয় ধন গ্রহণ না করিয়া মনুষ্যমধ্যে মনুষ্যরক্ষক হইয়া, তোমার নিকট রথের ন্যায় গমন করে, তাহারা নিজের বলে বর্ধিত হয় এবং সুনিবাসস্থানে গমন করে ॥ ৬ ॥

৭৫ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

উষা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তেজোবলে আপন্যার মহিমা আবিষ্কৃত করতঃ আগমন করিলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করিলেন, সর্বাপেক্ষা গন্তব্য পথ প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥ অদ্য আমাদের মহাসুখলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। হে উষা, মহা সৌভাগ্য প্রদান কর, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ কর। হে মনুষ্যহিতকারিণী দেবি, মর্ত্যগণকে অন্নবান্ পুত্র প্রদান কর ॥ ২ ॥ দর্শনীয় উষার এইসকল প্রবুদ্ধ, বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ব্রত উৎপাদন করতঃ অন্তরীক্ষসকল পূর্ণ করতঃ আগমন করিতেছে ও বিবিধ প্রকারে গমন করিতেছে ॥ ৩ ॥ এই সেই দ্যুলোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী উষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিদর্শন করিয়া দূর হইতেও উদ্যোগ করতঃ পঞ্চ শ্রেণীর নিকট সদ্য গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ অন্নবতী, সূর্যগৃহিণী, বিচিত্রধনবতী, ধন ও বসুর ঈশ্বরী হইয়াছেন। ঋষিগণের স্তোতা, জরাদায়িনী, ধনবতী উষা যজমানকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রভাত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ দীপ্তিমতী উষাকে যাহারা বহন করে, সেই উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্বসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। সেই উষা দীপ্তিমতী হইয়া বহুরূপ রথে গমন করিতেছেন ও পরিচর্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন দান করিতেছেন ॥ ৬ ॥ সত্যা, মহতী, যজনীয়া, উষাদেবী সত্য, মহান্ ও যজনীয় দেবগণের সহিত অত্যন্ত স্থির অন্ধকার ভেদ করিতেছেন, গোসকলের সঞ্চারার্থ আলোক প্রদান করিতেছেন, গোসকল উষাকে কামনা করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে উষা, আমাদিগকে গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর, আমাদিগকে বহু অন্ন প্রদান কর, পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিন্দিত করিও না। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৮ ॥

৭৬ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সকলের নেতা সবিতা উর্ধ্বদেশে অবিনাশী ও সর্বজনের হিতকর জ্যোতিঃ আশ্রয় করেন। তিনি দেবগণের কর্মের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, উষা চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া সমস্ত ভুবনকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন ॥ ১ ॥ আমি হিংসাশূন্য তেজোদ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে দর্শন করিয়াছি, উষার কেতু পূর্বদিকে ছিলেন। উষা আমাদের অভিমুখা হইয়া উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন ॥ ২ ॥ হে উষা, যে সকল জ্যোতিঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকাশ হয়, তাহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হও ॥ ৩ ॥ যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান্, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁহারা গূঢ় জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবিতথমন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেবগণের সহিত একত্রে প্রমত্ত হইতেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা সাধারণ গোসমূহের জন্য সংগত হইয়া একবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি পরস্পর যত্ন করেন নাই ? তাঁহারা দেবগণের কর্ম হিংসা করেন না। তাঁহারা হিংসারহিত, বাসপ্রদ, কিরণের দ্বারা গমন করেন ॥ ৫ ॥ হে সুভগা উষা, তোমাকে প্রাতঃকালে জাগরিত স্তুতিকারী বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে। তুমি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্নপালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর। হে সুজাতা উষা, তুমি প্রথমে স্তুত হও ॥ ৬ ॥ এই উষা স্তোতার সুনৃত বাক্যসকলের নেত্রী হইয়া তমঃ নিবারণ করতঃ এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদিগকে দান করিয়া বসিষ্ঠগণকর্তৃক স্তুত হইতেছেন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৭৭ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যুবতী যোষার ন্যায় উষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থ প্রেরণ করতঃ সূর্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন। অগ্নি মনুষ্যদিগের জন্য ইন্ধনযোগ্য হইয়াছেন এবং অন্ধকারনাশক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১ ॥ সমস্ত জগতের অভিমুখী, সর্বত্রপ্রথিতা উষা উদিত হইলেন, তেজোময় বসন ধারণ করতঃ বর্ধিত হইলেন। হিরণ্যবর্ণ, দর্শনীয় ও তেজোবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা পাইতেছেন ॥ ২ ॥ দেবগণের চক্ষুঃস্থানীয় তেজঃ বহন করতঃ সুভগা ও স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা, বিচিত্রধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে শ্বেতবর্ণ করতঃ দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে উষা, তুমি সমীপে বিচিত্রধনবিশিষ্টা হইয়া অমিত্রকে দূর করিয়া প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গোপ্রচরণভূমিকে ভয়শূন্য কর, দ্বেষকারিগণকে পৃথক কর, শত্রুগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি, স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ কর ॥ ৪ ॥ হে উষাদেবি, আমাদের আয়ুঃ বর্ধিত করতঃ শ্রেষ্ঠ রশ্মির সহিত আমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। হে সকলের বরণীয়া, আমাদের উদ্দেশে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ করতঃ প্রকাশিত হও ॥ ৫ ॥ হে দ্যুলোকের দুহিতা সুজাতা উষা, বসিষ্ঠগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করে, তুমি আমাদিগকে রমণীয় মহৎ ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

৭৮ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

প্রথম কেতুসকল দৃষ্ট হইতেছে। উহার ব্যঞ্জক রশ্মিসকল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সর্বত্র আশ্রয় করিতেছে। হে উষা, দেবি, আমাদের অভিমুখে আগত, বৃহৎ, জ্যোতিষ্মান্ রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর ॥ ১ ॥ অগ্নি সমিদ্ধ হইয়া সর্বত্র বর্ধিত হইতেছেন, মেধাবিগণ স্তুতিদ্বারা উষাকে স্তব করতঃ বৃদ্ধ হইতেছেন। উষাদেবীও জ্যোতিঃদ্বারা সমস্ত অন্ধকার ও দূরিত বাধা দান করতঃ গমন করিতেছেন ॥ ২ ॥ এই সেইসকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিঃপ্রদায়িনী উষা পূর্বদিকে দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহারা সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করিলেন, তাহাতে নীচগামী অপ্রিয় তমঃ অপগত হইল ॥ ৩ ॥ দ্যুলোকের দুহিতা ধনবতী উষা জাত হইয়াছেন, সকলে প্রভাত-কারিণী উষাকে দেখিতেছে। তিনি অন্নযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছেন, সুযুক্ত অশ্ব এই রথ বহন করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে উষা, আমরা ও আমাদিগের সুমনা ও ধনবান্ লোকসকল অদ্য তোমাকে প্রতিবোধিত করিতেছি। হে উষাগণ, তোমরা প্রভাতকারিণী হইয়া জগৎ স্নিগ্ধ কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৯ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মনুষ্যগণের হিতকারিণী উষা তমোনাশ করিতেছেন, পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যকে প্রবোধিত করিতেছেন, উত্তমতেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করিতেছেন, সূর্যও তেজোদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে আবৃত করিতেছেন॥ ১॥ উষাগণ অন্তরীক্ষের প্রান্তে তেজঃসকলকে ব্যক্ত করিতেছেন; পরস্পর মিলিত প্রজাগণের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন। তোমার রশ্মিসকল অন্ধকার নাশ করিতেছে, সূর্য বাহুদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছেন॥ ২॥ সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী উষা প্রাদুর্ভূত হইলেন; কল্যাণার্থ অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন। স্বর্গের দুহিতা, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা, উষাদেবী সুকর্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন॥ ৩॥ হে উষা, পূর্বের স্তোতাগণকে যত ধন দিয়াছ, আমাদিগকে তত ধন দাও। বৃষভের ন্যায় রবদ্বারা তোমাকে প্রাণিগণ জানিতে পারে। দৃঢ় অদ্রির দ্বার তুমি বিবৃত করিয়াছিলে॥ ৪॥ তুমি সকল স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করতঃ এবং আমাদের অভিমুখে সুনৃত বাক্য প্রেরণ করতঃ তমোবিনাশিনী হইয়া আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

৮০ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোত্র ও স্তবের দ্বারা উষাদেবীকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। উষা সমানপ্রান্তবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবীকে ব্যবর্তিত করেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে প্রকাশিত করেন॥ ১॥ এই সেই উষা, যিনি নব যৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃদ্বারা গূঢ় তমঃ বিনাশ করিয়া জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন, এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন॥ ২॥ বহু অশ্ব এবং বহু গোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য উষাসকল সর্বদা তমঃ নিবারণ করুন। তাঁহারা জল দোহন করেন এবং সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৩॥

৮১ সূক্ত। উষা দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। প্রগাথ

(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী; জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

তমোনিবারিণী, দ্যুলোকদুহিতা উষা আগমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তমঃ অপাবৃত করিতেছেন, মনুষ্যের নেত্রী হইয়া জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছেন॥ ১॥ সূর্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উদ্গত করিতেছেন। প্রাদুর্ভূত হইয়া নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করিতেছেন। হে উষা, তোমার ও সূর্যের প্রকাশ হইলে আমরা যেন অন্নের সহিত মিলিত হই॥ ২॥ হে দ্যুলোকদুহিতা উষা, আমরা ক্ষিপ্রকারী হইয়া তোমাদিগকে প্রতিবুদ্ধ করিব। হে ধনবতি, তুমি স্পৃহণীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর॥ ৩॥ হে মহতী দেবী, তুমি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থ ও দর্শনার্থ সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক্, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেইরূপ আমরা তোমার হইব॥ ৪॥ হে উষা, যে ধন অতি দূরবর্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে দ্যুলোকদুহিতা, তোমার যে মনুষ্যদিগের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তাহা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করিব॥ ৫॥ হে উষা, স্তোতাগণকে মরণ-রহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশঃ প্রদান কর, আমাদিগকে বহু গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরয়িত্রী সুনৃতবাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুদিগকে দূরীকৃত করুন॥ ৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮২ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বশিষ্ট ঋষি। জগতী।

হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা আমাদিগের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ মহাগৃহ প্রদান কর। যে শত্রু দীর্ঘ-কালযজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট সেই শত্রুকে জয় করিব ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা মহান্ ও মহাধনবিশিষ্ট। তোমাদের একজন সম্রাট্ আর একজন স্বরাট্। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদিগকে তেজঃ প্রদান করিয়াছিল এবং বলও প্রদান করিয়াছিল ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা বলদ্বারা জলের দ্বার অপাবৃত করিয়াছিলে, প্রভু সূর্যকে আকাশে গমন করাইয়াছিলে। এই প্রজ্ঞাকর সোমপানে আনন্দ হইলে, তোমরা জলরহিত নদী পূর্ণ কর এবং কর্মসকলকেও পূর্ণ কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, স্তোত্রধারী ব্যক্তিরা যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সংকুচিত জানুলোকে মঙ্গল উৎপাদনের জন্য তোমা-দিগকেই আহ্বান করে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোতা, তোমা-দিগকে আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা ভুবনে সমস্ত প্রাণীকে আপনার বলে নির্মাণ করিয়াছ, তোমাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্যা করেন, অপর ব্যক্তি মরুৎগণের সহিত উগ্র হইয়া অলংকার প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ মহৎ ধনলাভার্থ বরুণ ও ইন্দ্রের দীপ্তির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। ইহাদের এই বল নিত্য এবং সত্বাস্পদীভূত। একজন অবন্ধু, হিংসাকারীকে অভিঘাত করেন, অন্য অল্পের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়, তোমরা যাঁহার যজ্ঞে গমন কর, যাঁহাকে কামনা কর, বাধা সেই মনুষ্যের নিকট যাইতে পারে না, পাপ যাইতে পারে না, দুরিত যাইতে পারে না, সন্তাপও সেই মনুষ্যের নিকট কোন কারণে যাইতে পারে না ॥ ৭ ॥ হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তবে দৈব রক্ষার সহিত আমার সম্মুখে আগমন কর, স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদের সখিত্ব এবং তোমাদের বন্ধুতা সুখের সাধক, আমাদিগকে উহা প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে শত্রুকর্ষকতেজোবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ, যুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হও। তোমাদিগকে উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্রপৌত্রলাভের নিমিত্ত আহ্বান করে ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ষিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা-দেবতার স্তোত্র করিব ॥ ১০ ॥

৮৩ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। জগতা।

হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের বন্ধুত্ব চাহিয়া গো লাভের ইচ্ছায় বিশালপরশুবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ পূর্বদিকে আগমন করিয়াছিল। উভয় দাস বৃত্র ও আর্য শত্রুগণকে বধ কর; তোমরা সুদাসরাজার উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর ॥ ১ ॥ যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, ভূমির অন্তসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্র-সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে শ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ, রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসু-দিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরোহিত্য সফল হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, শত্রুর আয়ুধসকল আমাকে চারিদিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥ যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, দশজন যজ্ঞরহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে শক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ যেখানে নির্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্তুতির সহিত পরিচর্যা করে, সেই দেশে দশজন রাজাকর্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা বল প্রদান করিয়াছিলে ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমাদিগকে সুপ্রবৃত্ত স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতাদেবতার স্তোত্র করিব ॥ ১০ ॥

৮৪ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ, এই যজ্ঞে তোমাদিগকে হব্য ও স্তোত্রদ্বারা আবর্তিত করিতেছি। বাহুদ্বয়ে ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহু স্বয়ং তোমাদের অভিগমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমার স্বর্গরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র বৃষ্টিপ্রদানদ্বারা সকলকে প্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধাপ্রদ উপায়ে পাপকারীকে বন্ধন কর। বরুণের ক্রোধ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্তোতৃগণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা তাঁহারা আমাদিগকে বর্ধিত করুন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমাদিগকে সকলের বরণীয়, নিবাসস্থানযুক্ত, বহু-অন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন, সেই শূর অপরিমিত ধন করুন ॥ ৪ ॥ আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দররত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

৮৫ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোমক্ষেপ করতঃ দীপ্তিমতী উষার ন্যায় দীপ্তাবয়বা রাক্ষসরহিতা স্তুতিকে শোধন করিতেছি। তাঁহারা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ পরস্পরস্পর্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদিগকে স্পর্ধা করিতেছি। যে যুদ্ধে ধ্বজায় আয়ুধসকল পতিত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা হিংসক আয়ুধদ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধগতিবিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর ॥ ২ ॥ সোমসকল আয়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান্ হইয়া সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এই উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। ইঁহাদের একজন প্রজাগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ করেন ॥ ৩ ॥ হে আদিত্যদ্বয়, তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হইয়া তোমাদিগকে পরিচর্যা করে, সেই শোভনকর্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হউন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদিগকে আবর্তিত করে, সে অন্নবান্ হইয়া একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে ॥ ৪ ॥ আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দররত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৫ ॥

৮৬ সূক্ত। বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই বরুণের জন্ম মহিমাপ্রযুক্ত স্থির হইয়াছে। ইনি বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥ আমি কি স্বীয় শরীরের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরুণের স্তুতি করিব ? কখন বরুণদেবের সন্নিকট থাকিব ? বরুণ কি ক্রোধরহিত হইয়া আমার হব্যসেবা সেবন করিবেন ? আমি সুমনা হইয়া কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখিতে পাইব ? ॥ ২ ॥ হে বরুণ, আমি দিদৃক্ষু হইয়া সেই পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বান্‌জনের নিকট গিয়াছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরূপ বলিয়াছেন যে 'এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন' ॥ ৩ ॥ হে বরুণ, আমি এমন কি করিয়াছি যে, তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। হে দুর্ধর্ষ তেজস্বিন্, আমাকে তাহা বল যাহাতে আমি ত্বরমান হইয়া নমস্কারের সহিত তোমার নিকট গমন করি ॥ ৪ ॥ হে বরুণ, আমাদিগের পিতৃক্রমাগত দ্রোহ বিশ্লিষ্ট কর। আমরা নিজ শরীরদ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিশ্লিষ্ট কর। হে রাজা, পশুখাদক চৌরের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে বিশ্লিষ্ট কর ॥ ৫ ॥ হে বরুণ, সেই পাপ নিজের দোষে নহে। ইহা ভ্রম, বা সুরা, বা মন্যু, বা দ্যুতক্রীড়া, বা অবিবেকবশতঃ ঘটিয়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥ অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্যাপ্তরূপে পরিচর্যা করিব। আমরা অজ্ঞান, আর্যদেব আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন। প্রাজ্ঞতর দেব স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করুন ॥ ৭ ॥ হে অন্নবান্ বরুণ, তোমার উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনিহিত হউক। লাভ আমাদের মঙ্গল হউক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৮ ॥

৮৭ সূক্ত। বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই বরুণদেব সূর্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদীসকলকে অন্তরীক্ষভব জল প্রদান করিয়াছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হইতে পৃথক করিয়াছেন ॥ ১ ॥ হে বরুণ, তোমার বায়ু জগতের আত্মা, সে জলকে চারিদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হইলে পশু যেরূপ অন্নবান্ হয়, সেইরূপ ভর্তা বায়ু অন্নবান্। মহতী, বৃহতী দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান লোকের প্রিয়। বরুণের চরসকলের গতি প্রশস্ত, তাহারা সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবী সন্দর্শন করে এবং কর্মবান্, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন, তাহাও চতুর্দিকে দর্শন করে ॥ ৩ ॥ আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলিয়াছেন যে গো একুশটি নাম ধারণ করে। বিদ্বান্, মেধাবী বরুণ উপযুক্ত অন্তেবাসীকে উপদেশ দিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে এইসকল গুহ্য কথাও বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥ এই বরুণদেবের মধ্যেই তিন প্রকার দ্যুলোক নিহিত আছে, তিন প্রকার ভূমি ছয় অবস্থায় ইহাতে অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সূর্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্, গভীরস্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্মাতা, পারক্ষমবলযুক্ত এবং সমস্ত সৎ পদার্থের রাজা ॥ ৬ ॥ অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন অদীন বরুণের ব্রতসকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করতঃ আমরা যেন তাঁহার নিকটেই অনপরাধী হই। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৮৮ সূক্ত। বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বসিষ্ঠ, তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয়, সহস্রধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এই দেবতাকে আমাদের অভিমুখ কর ॥ ১ ॥ অধুনা আমি শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির জ্বালাসমূহকে স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাষাণে অবস্থিত এই সোম অধিক পরিমাণে পান করেন, তখন দর্শনার্থ আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে ॥ ২ ॥ যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥ মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিন-সমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষাদ্বারা সুকর্মা করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ হে বরুণ, আমাদের সেই সখ্য কোথায় হইয়াছিল ? পূর্বকালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাহাই সেবা করিতেছি। হে অন্নবান্ বরুণ, তোমার মহান্ ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে গমন করিব ॥ ৫ ॥ হে বরুণ, যে যে বসিষ্ঠ নিত্য বন্ধু, যে পূর্বে প্রিয় হইয়া তোমার প্রতি অপরাধ করিয়াছিল, সে তোমার সখা হউক। হে যজনীয় বরুণ, আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হইয়া যেন ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, তুমি স্তুতিকারীকে বরণীয় গৃহ প্রদান কর ॥ ৬ ॥ এই সকল নিত্যভূমিতে বাস করতঃ আমরা তোমার স্তব করি। বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হইতে বরুণের রক্ষা ভোগ করিতে পারি।

৮৯ সূক্ত। বরুণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী ; ৫ জগতী।

হে রাজা বরুণ, মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর ॥ ১ ॥ হে আয়ুধবান্ বরুণ, আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় গমন করিতেছি। হে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর ॥ ২ ॥ হে ধনবান্, নির্মল বরুণ, অশক্তিপ্রযুক্ত কর্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর ॥ ৩ ॥ জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে সুক্ষত্র, দয়া কর, দয়া কর ॥ ৪ ॥ হে বরুণ, আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে-কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কর্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপপ্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না ॥ ৫ ॥

৯০ সূক্ত। দেবতা : বায়ু ; ৫-৭ ইন্দ্র ও বায়ু। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বায়ু, তুমি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্যযুক্ত অভিষুত সোম অধ্বর্যুগণ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে। তুমি নিযুৎ-গণকে রথে যোজিত কর, অভিমুখে আগমন কর, আনন্দের জন্য অভিষুত সোমরসের ভাগ ভক্ষণ কর ॥ ১ ॥ হে বায়ু, তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী, যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাহাকে প্রধান কর, সে সর্বত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে ॥ ২ ॥ এই দ্যাবা-পৃথিবী যে বায়ুকে ধনার্থে উৎপন্ন করিয়াছেন, দ্যুতিমতী ধিষণা ধনার্থে যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা স্বকীয় নিযুৎগণ সেই বায়ুকে সেবা করিতেছে। বায়ু দারিদ্র্যে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন ॥ ৩ ॥ পাপরহিত উষাসকল সুদিনের হেতু হইয়া তমঃ নাশ করিতেছেন। দীপ্যমান্ হইয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করিতেছেন। উশিজগণ গোরূপ ধন লাভ করিয়াছে, পুরাণ জল তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তাঁহারা যথার্থ মাননীয় স্তোত্রদ্বারা দীপ্যমান্ হইয়া আপনার কর্মদ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করিতেছেন। তোমরা ঈশান, অন্নসকল তোমাদিগকে সেবা করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সহিত সুখ প্রদান করে, সেই দাতাগণ সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ুঃ জয় করিয়া লন ॥ ৬ ॥ অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী, অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ অর্থাৎ আমরা উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

৯১ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ বায়ু ; ২,৪-৭ ইন্দ্র ও বায়ু।

মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

পূর্বকালে যে প্রবৃদ্ধ স্তোতাগণ বহুভাক্ স্তোত্রদ্বারা অনিন্দনীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিপদ্‌গ্রস্ত মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থ বায়ুর উদ্দেশে সূর্যের সহিত উষাকে একত্র বাস করাইয়াছেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা কাময়মান দূত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষক। তোমরা হিংসা করিও না, মাস এবং বহু বৎসর ব্যাপিয়া রক্ষা কর। সুন্দর স্তুতি তোমাদের নিকট গমন করতঃ সুখ যাচ্ঞা করিতেছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য ধন যাচ্ঞা করিতেছে॥ ২॥ সুমেধা এবং নিযুৎগণের আশ্রয়ণীয় শ্বেতবর্ণ বায়ু প্রভূত-অন্নবিশিষ্ট এবং ধনবদ্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তাহারাও সমানমনস্ক হইয়া বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই নেতাগণ সুন্দর অপত্যের হেতুভূত কার্য করিয়াছিলেন॥ ৩॥ যাবৎ তোমাদের শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান্ থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ সোমপায়ী ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ সোম পান কর, এই বর্হিতে উপবেশন কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমরা স্পৃহণীয়স্তোতৃবিশিষ্ট এবং নিযুৎগণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিমুখে আগমন কর। এই মধুর সোমের অগ্র তোমাদের জন্য আনীত হইয়াছে। অনন্তর তোমরা প্রীত হইয়া আমাদিগকে বিমুক্ত কর॥ ৫॥ হে ইন্দ্র ও বায়ু, যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হইয়া তোমাদিগকে সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হইয়া সেবা করে, সেই শোভনধনপ্রদ নিযুৎগণের সহিত অভিমুখে আগমন কর। হে নেতৃদ্বয়, উত্তর বেদির প্রতি নীত মধুর সোম পান কর॥ ৬॥ অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী, অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছে। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৭॥

৯২ সূক্ত। দেবতা : বায়ু ; ২,৪ ইন্দ্র ও বায়ু। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে শুচি সোমপাতা বায়ু, আমাদের সমীপে আগমন কর। হে সকলের বরণীয়, তোমার নিযুৎসকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু, তুমি যে সোমের প্রথম পানে অধিকারী, সেই মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রহিয়াছে॥ ১॥ ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী ইন্দ্র ও বায়ুর পানার্থ যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু, দেবাভিলাষী অধ্বর্যুগণ কর্মদ্বারা তোমাদের জন্য এই যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করিয়াছেন॥ ২॥ হে বায়ু, গৃহেস্থিত হব্যদায়ীর অভিমুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সহিত গমন কর তাহাদিগের সহিত আগমন কর। আমাদিগকে সুন্দর-অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর। বীর পুত্র, গোযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান কর॥ ৩॥ যাঁহারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তাঁহারা দেবযুক্ত, অতএব শত্রুগণের নিহন্তা হয়। সেই স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শত্রুনিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকদ্বারা যেন যুদ্ধে অমিত্রগণকে পরাভব করিতে পারি॥ ৪॥ হে বায়ু, শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সহিত আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে আগমন কর, এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৫॥

৯৩ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা শুভ্র নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সদ্য অন্ন প্রদান কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা সংভজনীয়, তোমরা বলের ন্যায় আচরণ কর। তোমরা যুগপৎ প্রবৃদ্ধ, বলদ্বারা বর্ধমান, বহুল ধন ও অন্নের ঈশ্বর, তোমরা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজনা কর॥ ২॥ হবিষ্মান্ অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রগণ কর্মদ্বারা যজ্ঞ প্রাপ্ত হয়, সেই নেতাগণ, অশ্ব যেরূপ যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্ম ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে॥ ৩॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করিতেছে। হে বৃত্রঘাতী সুন্দর-আয়ুধবিশিষ্টদ্বয়, নবতর ও দাতব্য ধনদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্ধিত কর॥ ৪॥ মহৎ, পরস্পর আক্রোশকারী, স্পর্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেনাদ্বয়কে আপনার তেজোদ্বারা সতত বিনাশ কর। সোমাভিষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর॥ ৫॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদিগের এই সোমাভিষব-ক্রিয়ায় আগমন কর। তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে জান না, অতএব তোমাদিগকে বহু অন্নদ্বারা আবর্তিত করিব॥ ৬॥ হে অগ্নি, তুমি এই অন্নদ্বারা সমিদ্ধ হইয়া মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বল, আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তাহা হইতে রক্ষা কর। অর্যমা ও অদিতি সকলে তাহা বিযুক্ত করুক॥ ৭॥ হে অগ্নি, শীঘ্র এই যজ্ঞ ভজনা করতঃ আমরা তোমাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে যেন না দেখেন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৮॥

৯৪ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, ১২ অনুষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি, মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর, তাহার স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অনুষ্ঠিত কর্ম পূরণ কর॥ ২॥ হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি, আমাদিগকে হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ করিও না॥ ৩॥ আমরা রক্ষাভিলাষী হইয়া বৃহৎ হব্য ও সুস্তুতি ও কর্মযুক্ত বাক্য ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি॥ ৪॥ তাঁহাদের দুইজনকে বহু বিপ্রগণ রক্ষার্থে এইপ্রকারে স্তব করিতেছে, পরস্পর বাধাপ্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করিতেছে॥ ৫॥ স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হইয়া আমরা যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত, সেই তোমাদের দুইজনকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিব॥ ৬॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা মনুষ্যগণের অভিভবকর, তোমরা আমাদের জন্য অন্নের সহিত আগমন কর। পরুষবাদী ব্যক্তি যেন আমাদিগের প্রভু না হয়॥ ৭॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, কোনও শত্রুরই হিংসা যেন আমাদিগকে প্রাপ্ত না হয়, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্যবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি॥ ৯॥ সোম অভিষুত হইলে কর্মনেতাগণ পরিচরণাভিলাষী হইয়া উত্তম-অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বারংবার আহ্বান করে॥ ১০॥ সর্বাপেক্ষা বৃত্রহন্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উকথ্ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব॥ ১১॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুষ্টাভিসন্ধিযুক্ত, দুষ্টজ্ঞানযুক্ত, বলবান্, অপহরণকারী মনুষ্যকে আয়ুধ-দ্বারা কুম্ভের ন্যায় হনন কর॥ ১২॥

৯৫ সূক্ত। দেবতা : সরস্বতী ; ৩ সরস্বান্। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই সরস্বতী অযোনিমিত পুরীর ন্যায় ধারয়িত্রী হইয়া ধারক উদকের সহিত প্রধাবিতা হইতেছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমাদ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন॥ ১॥ নদীগণের মধ্যে শুদ্ধাগিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হইয়াছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করতঃ তিনি নহুষের জন্য ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন॥ ২॥ মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী সরস্বান্ যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি হবিষ্মান্ যজমানদিগকে বলবান্ পুত্র দান করেন এবং লাভার্থে তাঁহাদের শরীর সংস্কার করেন॥ ৩॥ সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চনীয় দেবগণ নতজানু হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন, তিনি নিত্যধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী॥ ৪॥ হে সরস্বতী, আমরা এই হব্য হোম করতঃ নমস্কারদ্বারা তোমার নিকট হইতে ধন প্রাপ্ত হইব, আমাদিগের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতি প্রিয় গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত মিলিত হইব ॥ ৫ ॥ হে সুভগে সরস্বতী, এই বসিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবী, বর্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

৯৬ সূক্ত। দেবতা : সরস্বতী ; ৪-৬ সরস্বান্। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি।
১-২ প্রগাথ (১ বৃহতী, ২ সতোবৃহতী) ; ৩ প্রস্তারপংক্তিঃ, ৪-৬ গায়ত্রী।
হে বসিষ্ঠ, তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর, দ্যাবা-পৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর ॥ ১ ॥ হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতী, তোমার মহিমাদ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও, মরুৎগণের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মান্‌দিগের নিকট ধন প্রেরণ কর ॥ ২ ॥ কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন। আমি জমদগ্নির ন্যায় স্তব করিলে, তুমি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ কর ॥ ৩ ॥ আমরা জায়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা ; আমরা সরস্বান্ দেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥ হে সরস্বান্, তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতকারী সেই জলসংঘদ্বারা আমাদের রক্ষক হও ॥ ৫ ॥ প্রবুদ্ধ সরস্বান্ দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘসকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি ॥ ৬ ॥

৯৭ সূক্ত। দেবতা : ১ ইন্দ্র ; ২,৪-৮ বৃহস্পতি ; ৩,৯ ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি ;
১০ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী নেতাগণ মত্ত হয়েন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হয়, ইন্দ্র হৃষ্ট হইবার জন্য দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর নেতাগণের সেই যজ্ঞে প্রথম আগমন করুন এবং গমনশীল অশ্বগণও আগমন করুক ॥ ১ ॥ হে সখাগণ, আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, বৃহস্পতি আমাদের হব্য স্বীকার করুন। পিতা যেরূপ দূরদেশ হইতে ধন আহরণ করিয়া পুত্রকে দান করে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে দান করেন। আমরা যাহাতে কামবর্ষী বৃহস্পতির নিকট অনপরাধী হইতে পারি, সেইরূপ কর ॥ ২ ॥ জ্যেষ্ঠ, সুসুখবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি করি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবার্হ শ্লোক সেই মহান্ ইন্দ্রকে সেবা করুক ॥ ৩ ॥ সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং সুবীর্যের যে অভিলাষ তাহা তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদিগকে অহিংসিত করিয়া পার করুন ॥ ৪ ॥ এই পুরাজাত অমরগণ আমাদিগকে সেই অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্ন দান করুন। আমরা শুদ্ধস্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিব ॥ ৫ ॥ সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক। তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে ॥ ৬ ॥ বৃহস্পতি শুচি ; তাঁহার বাহন অনেক ; তিনি সকলের শোষয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত ; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তমনিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন ॥ ৭ ॥ বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবা-পৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমাবলে বৃহস্পতিকে বর্ধিত করুন। হে সখাগণ, বর্ধনীয় বৃহস্পতিকে বর্ধিত কর, তিনি প্রভূত অন্নের জন্য জলসকলকে তরল ও অবগাহনযোগ্য করেন ॥ ৮ ॥ হে ব্রহ্মণস্পতি, তোমার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ সুস্তুতি করিলাম। তোমরা কর্ম রক্ষা কর, বহুস্তুতি শ্রবণ কর, আমরা তোমার প্রসাদভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শত্রুসেনা বিনাশ কর ॥ ৯ ॥ হে বৃহস্পতি, তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর ; তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৮ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র, ৭ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে অধ্বর্যুগণ, মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান্ অভিষুত সোম পান কর ; ইন্দ্র গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দূরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হইয়া সোমাভিষবকারী যজমানকে অন্বেষণ করতঃ সর্বদাই আগমন করেন॥ ১॥ হে ইন্দ্র, পূর্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করিতে, এখনও প্রত্যহ সেই সোমপানের কামনা কর। হৃদয় ও মনে আমাদিগকে কামনা করতঃ হে ইন্দ্র, সম্মুখে আনীত সোম পান কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াই বলের জন্য সোম পান করিয়াছিলে। মাতা তোমার মহিমা বলিয়াছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়াছ, এবং দুগ্ধার্থ স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করিয়াছ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, যখন প্রভূত ও অভিমানবিশিষ্ট শত্রুদিগের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করাইবে, তখন হিংসকগণকে হস্তদ্বারাই অভিভব করিব। যদি তুমি মরুৎগণের সহিত নিজেই যুদ্ধ কর, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত সেই সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করিব॥ ৪॥ আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্মসকল কীর্তন করিব, মঘবা নূতন যাহা করিয়াছেন তাহাও কীর্তন করিব, যেহেতু তিনি অদেবী মায়া অভিভব করিয়াছেন, অতএব সোম কেবলমাত্র ইন্দ্রেরই হইয়াছে॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, পশুহিতকর এই যে বিশ্ব, চারিদিকে অবস্থিত এবং সূর্যের তেজে যাহা দেখিতেছ, এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। তোমার প্রদত্ত ধন ভোগ করিব॥ ৬॥ হে বৃহস্পতি, তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর, তোমরা দুইজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৭॥

৯৯ সূক্ত। দেবতা : বিষ্ণু ; ৪-৬ ইন্দ্র ও বিষ্ণু। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে বিষ্ণু, তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হইলে তোমার মহিমা কেহ অনুব্যাপ্ত করিতে পারে না, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব, পরমলোক অবগত আছ॥ ১॥ হে দেব বিষ্ণু, যাহারা জন্মিয়াছে ও যাহারা জন্মিবে, কেহই তোমার মহিমার অপর পার দেখিতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ স্বর্গকে তুমি ঊর্ধ্বে ধারণ করিয়াছ। তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করিয়াছ॥ ২॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দরযববিশিষ্টা হইয়াছ। হে বিষ্ণু, এই দ্যাবা-পৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করিয়াছ। সর্বত্রস্থিত ময়ূখদ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছ॥৩॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, সূর্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করিয়াছ। হে নেতাদ্বয়, সংগ্রামে বৃষশিপ্রনামক দাসের মায়াকে বিনষ্ট করিয়াছ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু, তোমরা শম্বরের নবনবতি দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ॥ ৫॥ এই মহতী স্তুতি বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবান্ ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্ধিত করিবে। হে বিষ্ণু, হে ইন্দ্র, তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে স্তোম প্রদান করিয়াছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের অন্ন বর্ধিত কর॥ ৬॥ হে বিষ্ণু, তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্‌কার করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট, আমার সেই হব্য সেবা কর, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্ধিত করুক, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর॥ ৬॥

১০০ সূক্ত। বিষ্ণু দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন, সেই মর্ত্য ধন ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র প্রাপ্ত হয়েন॥ ১॥ হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু, সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদিগকে প্রদান কর। যাহাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর-অশ্ববান্ বহুলোকে প্রীতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ধন লাভ করা যায়, তাহা কর ॥ ২ ॥ এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত ॥ ৩ ॥ এই বিষ্ণু এই পৃথিবীকে নিবাসার্থ মনুষ্যকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সুজন্মা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাসস্থান নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে শিপিবিষ্ট, অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর ॥ ৫ ॥ হে বিষ্ণু, 'আমি শিপিবিষ্ট' এই যে নাম বলিতেছি, ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত ? তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিও না ; আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করিও না ॥ ৬ ॥ হে বিষ্ণু, তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্‌কার করিতেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট, আমার সেই হব্য সেবা কর, আমার সুস্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর ॥ ৭ ॥

১০১ সূক্ত। পর্জন্য দেবতা। বৃষ্টিকাম মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ বা
আগ্নেয় কুমার ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌।

অগ্রভাগে জ্যোতির্বিশিষ্ট যে তিনপ্রকার বাক্য উদক-উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও সহবাসী বৈদ্যুতাগ্নি প্রাদুর্ভূত করতঃ এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ সদ্য উৎপন্ন হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছেন ॥ ১ ॥ যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তিনি তিন-প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন এবং আমাদিগকে তিন প্রকারে বর্তমান সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতিঃ প্রদান করুন ॥ ২ ॥ ইঁহার একরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভী, অপররূপ জল প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্মাণ করেন। মাতা পৃথিবী পিতা দ্যুলোকের নিকট জল গ্রহণ করেন, তাহাতে পিতা- ও পুত্র-স্থানীয় জীবগণ উভয়েই বর্ধিত হয় ॥ ৩ ॥ সমস্ত ভুবন যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহাতে দ্যুলোকত্রয় অবস্থিত, যাঁহা হইতে অপ্‌সকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়, উপসেচন্‌কর তিন প্রকার মেঘ, যে মহান্‌ পর্জন্যের চারিদিকে মিষ্টজল বর্ষণ করেন ॥ ৪ ॥ স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট পর্জন্যের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিতেছি। তিনি উহা গ্রহণ করুন। উহা তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হউক। আমাদিগের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জন্য যাহাদিগের রক্ষক, সেই ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হউক ॥ ৫ ॥ সেই পর্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি তেজঃ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই বাস করে। তৎপ্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমা-দিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ॥ ৬ ॥

১০২ সূক্ত। পর্জন্য দেবতা। বৃষ্টিকাম মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ বা
আগ্নেয় কুমার ঋষি। গায়ত্রী ; ২ পাদনিচৃৎ।

অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন ॥ ১ ॥ যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন ॥ ২ ॥ তাঁহারই উদ্দেশে দেবগণের আর্যভূত অগ্নিতে অতিশয় রসবান্‌ হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করিয়া দেন ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০৩ সূক্ত। মণ্ডূকগণ দেবতা। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১ অনুষ্টুপ্।
সংবৎসর ব্রতচারী স্তোতাদিগের ন্যায় সংবৎসর শয়ান থাকিয়া মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ১ ॥ শুষ্কচর্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আগমন করে, তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায় মণ্ডুকগণের শব্দ সংগত হয় ॥ ২ ॥ বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডূকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে ॥ ৩ ॥ জল পড়িলে পর যখন মণ্ডূকদ্বয় হৃষ্ট হয় ; যখন পর্জন্যকর্তৃক সিক্ত হইয়া অত্যন্ত লক্ষ প্রদান করতঃ ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক হরিৎবর্ণ মণ্ডূকের সহিত একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে ॥ ৪ ॥ শিষ্য-গুরুর ন্যায় যখন এই মণ্ডূকসকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুকরণ করে ; যখন হে মণ্ডূকগণ, তোমরা সুন্দরশব্দবিশিষ্ট হইয়া জলের উপর লক্ষ প্রদান করতঃ শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয় ॥ ৫ ॥ ইহাদের একের শব্দ গোরুর ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায়, একটি ধূম্রবর্ণ, অপরটি হরিদ্বর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধপ্রকার, ইহারা নানাদেশে শব্দ করতঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৬ ॥ হে মণ্ডূকগণ, অতিরাত্রনামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ সরোবরের চতুর্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রাবৃট্ সঞ্চার হইল, সেই দিন চতুর্দিকে অবস্থিতি কর ॥ ৭ ॥ সোমযুক্ত সাংবৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায় এই মণ্ডূকগণ শব্দ করিতেছে ; প্রবর্গচারী অধ্বর্যুগণের ন্যায় ঘর্মাক্তকলেবর, লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হইতেছে ॥ ৮ ॥ নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ মাসের ঋতুগণকে হিংসা করে না। সংবৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রাম্যস্থ তাপপীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত হইতে বিমুক্তি লাভ করে ॥ ৯ ॥ ধেনুবৎশব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, অজবৎশব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক। সহস্র-ওষধি প্রসবকারী বর্ষাঋতুতে মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ুঃ বর্ধিত করুন ॥ ১০ ॥

১০৪ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ও সোম ; ৮,১৬,১৯-২২ ইন্দ্র ; ৯,১২-১৩ সোম ; ১০,১৪ অগ্নি ; ১১ দেবগণ ; ১৭ প্রস্তরগণ ; ১৮ মরুৎগণ ; ২৩ (পূর্বার্ধ) বসিষ্ঠাশীঃ ; (উত্তরার্ধ) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ। মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ ; ১-৬,১৮, ২১,২৩ জগতী ; ৭ জগতী বা ত্রিষ্টুপ্ ; ২৫ অনুষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষিদ্বয়, তোমরা অন্ধকারদ্বারা বর্ধমান রাক্ষসদিগকে নীচ করিয়া দাও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া হিংসা কর, দগ্ধ কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দাও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করিয়া ফেল ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, অনর্থবাদী, আক্রমণকারী রাক্ষসকে একেবারেই অভিভব কর, তাপপ্রাপ্ত রাক্ষস অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চরুর ন্যায় বিলুপ্ত হউক। ব্রহ্মদ্বেষী ক্রব্যাদ্ ঘোরদর্শন ক্রূরবুদ্ধির প্রতি যাহাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তাহা কর ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, দুষ্কর্মকারীকে আবরণ কর, মধ্যস্থলে অবলম্বনরহিত অন্ধকারমধ্যে ফেলিয়া তাড়না কর যে, ইহাদের মধ্যে একজনও উহার মধ্যে হইতে পুনরায় উদ্গত হইতে না পারে। তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবার্থ সমর্থ হউক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, অন্তরীক্ষ হইতে বধ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হইতে নাশ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। মেঘ হইতে উপতাপপ্রদ অশনি উৎপাদন কর, যদ্দ্বারা প্রবৃদ্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, অন্তরীক্ষ হইতে চারিদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ কর। তোমরা অগ্নিদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তপ্ত, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত প্রস্তর বিকারভূত অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ কর। তাহারা নিঃশব্দে নির্গত হউক ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, কক্ষবন্ধনরজ্জু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেইরূপ এই মনোহর স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। তোমরা বলবান্, আমরা মেধাবলে এই স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি। নৃপতির ন্যায় তোমরা এই স্তোত্রসকলকে ফলযুক্ত কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র ও সোম, ত্বরমান অশ্বের সাহায্যে অভিগমন কর। দ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসদিগকে নিধন কর। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়। কারণ সে দ্রোহযুক্ত হইয়া আমাদিগকে কখন না কখন হনন করিতে পারে ॥ ৭ ॥ আমি শুদ্ধমনে ব্রত আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যদ্বারা আমার অপবাদ দেয়, হে ইন্দ্র, মুষ্টিতে গৃহীত জলের ন্যায় সেই অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হউক ॥ ৮ ॥ আমি পরিপক্কবাক্যযুক্ত, যাহারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কল্যাণবৃত্তি, যাহারা বলযুক্ত হইয়া আমার দোষ দেয়, সোম তাহাদিগকে সর্পের উপর পাতিত করুন, অথবা নির্ঋতির উৎসঙ্গে অর্পণ করুন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসকলের ও সন্তানগণের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, শত্রু, চোর ও ধনাপহারী সেই ব্যক্তি হিংসাপ্রাপ্ত হউক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সহিত নিহত হউক ॥ ১০ ॥ সে তনু ও তনয় হইতে বিযুক্ত হউক, ব্যাপ্ত তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক। যে দিনরাত্রি আমাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ, তাহার যশঃ পরিশুষ্ক হউক ॥ ১১ ॥ বিদ্বান্‌গণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্যরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্ধা করে ; তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য এবং যাহা ঋজুতম, সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন ॥ ১২ ॥ সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্তিত করেন না ; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, সে হত হইয়া ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে ॥ ১৩ ॥ যদি আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ হইত, অথবা যদি আমি স্বথা দেবগণের নিকট গমন করিতাম, তাহা হইলে হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে। মিথ্যাবাদিগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক ॥ ১৪ ॥ যদি আমি যাতুধান হই, অথবা যদি কোনও পুরুষের আয়ুঃ নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন এখনই মরিয়া যাই। যে আমাকে মিথ্যারূপে যাতুধান বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, সে যেন তাহার দশজন বীর বন্ধু হইতে বিযুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ যে আমাকে মিথ্যারূপে যাতুধান সম্বোধন করিতেছে, যে আমাকে শুচি রাক্ষস বলিতেছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করুন। সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হউক ॥ ১৬ ॥ যে রাক্ষসী রাত্রিকালে দ্রোহযুক্তা হইয়া উলূকীর ন্যায় আপনার শরীর লুক্কায়িত করতঃ গমন করে, সে অবাঙ্‌মুখ হইয়া অনন্ত গর্তে পতিত হউক। প্রস্তরসকল অভিষবণ-শব্দদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করুক ॥ ১৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর। যাহারা পক্ষী হইয়া রাত্রিতে আগমন করে, অথবা যাহারা দীপ্ত যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সেই রাক্ষসদিগকে ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর ও চূর্ণ কর ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, অন্তরীক্ষ হইতে অশনি প্রবর্তিত কর। হে মঘবন্, সোমদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর। পর্বযুক্ত বজ্রদ্বারা পূর্বদিক্ হইতে, পশ্চিমদিক্ হইতে, দক্ষিণদিক্ হইতে ও উত্তরদিক্ হইতে রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৯ ॥ ইহারা কুক্কুরের দ্বারা হিংসা করতঃ আগমন করে। যাহারা জিঘাংসু হইয়া অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেই কপটগণকে হিংসা করিবার জন্য ইন্দ্র অশনি তীক্ষ্ণ করিতেছেন। তিনি শীঘ্র যাতুধানদিগের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন ॥ ২০ ॥ ইন্দ্র হিংসকদিগের হিংসক, পরশু যেরূপ বন ছেদ করে, মুদগর পাত্রসমূহকে যেরূপ ভেদ করে, ইন্দ্র সেইরূপ হব্যমন্থনকারী ও অভিমুখে আগমনকারী পূজকদিগের জন্য রাক্ষসসকল বিনাশ করতঃ আগমন করিতেছেন ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, যাহারা উলূকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর ; যাহারা ক্ষুদ্র উলূকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর ; যাহারা কুক্কুররূপে, যাহারা চক্রবাকরূপে, যাহারা শ্যেনপক্ষিরূপে, যাহারা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় বজ্রের দ্বারা সেই সকল রাক্ষসকে মারিয়া ফেল ॥ ২২ ॥ রাক্ষস আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন ব্যাপ্ত করিতে না পারে, যন্ত্রণাদায়ী রাক্ষসগণের মিথুনসকল অপগত হউক। এই রাক্ষসেরা 'এ কি এ কি' বলিয়া বেড়ায়। পৃথিবী আমাদিগকে অন্তরীক্ষভব পাপ হইতে রক্ষা করুন। অন্তরীক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা করুন॥ ২৩॥ হে ইন্দ্র, রাক্ষস পুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনাদ্বারা হিংসা করে, তাহাকেও বিনাশ কর। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তাহারা ছিন্নগ্রীব হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। তাহারা যেন উদয়শীল সূর্যকে দেখিতে না পায়॥ ২৪॥ হে সোম, তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রত্যেকে দর্শন কর, বিবিধ প্রকারে দর্শন কর, জাগরিত হও, যাতুধান রাক্ষসদিগের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ ক্ষেপ কর॥ ২৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম মণ্ডল

১ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৩০-৩৪ অসঙ্গ-পুত্র। ঋষি : ১,২ কণ্ব-পুত্র প্রগাথ (ঘৌর) ; ৩-২৯ কণ্ব-পুত্র মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি ; ৩০-৩৩ অসঙ্গ-পুত্র ; ৩৪ অঙ্গিরা-কন্যা শশ্বতী। ১-৪ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়সংখ্যক সতোবৃহতী) ; ৫-৩২ বৃহতী ; ৩৩-৩৪ ত্রিষ্টুপ্।

হে সখাসকল, তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করিও না, হিংসিতা হইও না, সোম অভিষুত হইলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হইয়া স্তব কর এবং মুর্হুমুহু উক্থসকল উচ্চারণ কর॥ ১॥ বৃষভের ন্যায় শত্রুদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদিগের পরাভবকারী ও শত্রুদিগের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের সংভজনীয় এবং উভয়-প্রকারধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, এই জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক পৃথক তোমায় স্তব করিতেছে, তথাপি আমাদের এই স্তোত্রই সর্বকালেই তোমার বর্ধক হউক॥ ৩॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, তোমার পণ্ডিত স্তোতাগণ শত্রুগণের কম্প উৎপাদন করতঃ সর্বদা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট আগমন কর, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর॥ ৪॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে বজ্রহস্ত, সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে বহুধন, অপরিমিত ধনের জন্যও করি না॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমার পিতা হইতেও অধিক ধনবান্, অপালনকারী ভ্রাতা হইতেও অধিক ধনবান্। হে বসু, আমার মাতা ও তুমি সমান হইয়া আমায় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধনলাভার্থ পূজিত কর॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি কোথায় গিয়াছ, কোথায় আছ, তোমার মন নানাদিকে। হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর, আগমন কর, গায়ত্রগণ তোমার স্তব করিতেছেন॥ ৭॥ এই ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কর, পুরন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, যে ঋক্সমূহদ্বারা কণ্বপুত্রের যজ্ঞস্থলে বজ্রযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের দ্বারা পুরী ভেদ করিয়াছিলেন, সেই ঋকে গায়ত্র গান কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে দশযোজন-গামী শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব আছে, তাহারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী। সেই অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র আগমন কর॥ ৯॥ অদ্য দুগ্ধদায়িনী, প্রসংশনীয়বেগযুক্তা, সুখে দোহনসমর্থা ধেনুরূপ ইন্দ্রকে স্তব করি। বহুধারাযুক্ত, বাঞ্ছনীয় বৃষ্টিরূপ-পর্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি॥ ১০॥ সূর্য যখন এতশকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগামী ও বায়ুসদৃশ-গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জুন-পুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করিয়াছিল। শতক্রতু গন্ধর্ব ও অহিংসিত সূর্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন॥ ১১॥ যে ইন্দ্র সন্ধানদ্রব্য ব্যতিরেকেই গ্রীবা হইতে রুধির নিঃসরণের পূর্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, ক্ষমাবান্, বহুধন সেই ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন॥ ১২॥ হে ইন্দ্র, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আর প্রক্ষীণ বলের ন্যায় আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিবিযুক্ত না হই। হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বজ্রবান্ ইন্দ্র, অন্যে আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না, গৃহে নিবাস করতঃ আমরা তোমার স্তব করিব ॥ ১৩ ॥ হে বৃত্রহন্তা, সত্বর ও উগ্রতাশূন্য হইয়া আমরা ধীরে ধীরে তোমার স্তব করিব। হে শূর, তোমার জন্য একবার প্রভূত ধনের সহিত সুন্দর স্তোত্র অনুমোদন করিব ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তখনই যেন আমাদের সোমসকল তাঁহাকে হর্ষিত করিতে পারে, উহারা তির্যক্‌ভাবে অবস্থিত পবিত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে ও বসতীবরী প্রভৃতি জলের দ্বারা বর্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সেবাকারী স্তোতার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীঘ্র আগমন কর ; অন্য হবিষ্মান্‌দিগের স্তোত্র তোমার নিকট গমন করুক, অধুনা আমিও তোমার সুস্তুতি কামনা করি ॥ ১৬ ॥ তোমরা প্রস্তরদ্বারা সোম অভিষব কর, ইহাকে জলে ধৌত কর, গোচর্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মরুৎগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা বৃহৎ দীপ্তপ্রদেশ হইতে আগমন করতঃ আমার এই বিস্তৃত স্তুতি-দ্বারা বর্ধিত হও। হে সুক্রতু, আমাদের উৎপন্ন লোকসকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ কর ॥ ১৮ ॥ তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব কর। শক্র সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি-উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্ধিত করেন ॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র, সবনসমূহে সোম স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হইয়া সর্বদা প্রার্থনা করতঃ আমি যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি ভর্তা ও সিংহের ন্যায় ভয়ংকর, কে তোমার নিকট যাচ্ঞা না করে ॥ ২০ ॥ উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র মদোৎপাদক স্তোতাদ্বারা প্রেরিত মদকর সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে আমাদিগকে শক্রগণের জেতা ও তাহাদের গর্ব খর্বকারী পুত্র প্রদান করেন ॥ ২১ ॥ ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে ধন প্রদান করেন। তিনি সর্বকার্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয় ॥ ২২ ॥ হে ইন্দ্র, আগমন কর। হে দেব, তুমি বিচিত্র ধনদ্বারা হৃষ্ট হও, একত্র পীত সোমদ্বারা তোমার বিস্তীর্ণ বৃদ্ধ উদর সরোবরের ন্যায় পূর্ণ কর ॥ ২৩ ॥ হে ইন্দ্র, শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ ইন্দ্রকে বহন করুক। উহারা প্রভুযুক্ত ও কেশরযুক্ত ॥ ২৪ ॥ শ্বেতপৃষ্ঠ ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতিযোগ্য সোমপানার্থে হিরণ্ময় রথে বহন করুন ॥ ২৫ ॥ হে স্তুতিযোগ্য, শীঘ্র এই অভিষুত সোম প্রথম সোমপায়ীর ন্যায় পান কর ; ইহা পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আসব মদকর ও চারু, ইহা মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয় ॥ ২৬ ॥ যে ইন্দ্র একাকী আপনকর্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্মদ্বারা মহান্, উগ্র এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্র আগমন করুন। তিনি যেন পৃথক না হয়েন। আমাদের স্তোত্রাভিমুখে আগমন করুন। তিনি যেন আমাদের ত্যাগ না করেন ॥ ২৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শুষ্ণের সঞ্চরণশীল নিবাসস্থান বজ্রের দ্বারা সংচূর্ণ করিয়াছিলে, তুমি দুই প্রকারে স্তোতা ও যষ্টার দ্বারা আহ্বানযোগ্য, তুমি দীপ্তিমান্ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলে ॥ ২৮ ॥ সূর্য উদিত হইলে, তুমি আমার স্তোত্রসকল আবর্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত কর। শর্বরীসময়েও আমার স্তোত্রসকল আবর্তিত কর ॥ ২৯ ॥ হে মেধ্যাতিথি, পুনঃ পুনঃ আমাকে স্তব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবান্‌দিগের মধ্যে তোমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক ধনদাতা। আমার বীর্যে অন্যে আমার অশ্ব প্রাপ্ত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট ॥ ৩০ ॥ আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আহারান্তে অশ্বদিগকে তোমার রথে যোজনা করিয়াছিলাম। আমি মনোহর ধন দান করিতে জানি, আমি যদুবংশোৎপন্ন ও বহু পশুর অধিকারী ॥ ৩১ ॥ যিনি গমনশীল ধন হিরণ্ময় চর্মাস্তরণের সহিত আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি শব্দায়মান্ রথযুক্ত হইয়া শক্রদিগের সমস্ত ধন অভিভব করুন ॥ ৩২ ॥ হে অগ্নি, প্লয়োগের পুত্র অসঙ্গ দশ সহস্র গাভীদানের দ্বারা অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান পশুসকল সরোবর হইতে নলের ন্যায় নির্গত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার সম্মুখভাগে স্থূল বস্ত্র দেখা যাইতেছে, উহা অস্থিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শশ্বতীনাম্নী নারী উহা দেখিয়া বলিলেন, আর্য, উত্তম ভোগসাধন বস্ত্র ধারণ করিতেছ ॥ ৩৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৪১-৪২ বিভিন্দু। ঋষি : ১-৪০ কণ্ব-পুত্র মেধাতিথি ও অঙ্গিরা-পুত্র প্রিয়মেধ ; ৪১-৪২ কণ্ব-পুত্র মেধাতিথি। গায়ত্রী ; ২৮ অনুষ্টুপ্।

হে বসু ইন্দ্র, এই অভিষুত সোম পান কর, উদর পূর্ণ হউক। হে অকুতোভয় ইন্দ্র, তোমাকে দান করিব॥ ১॥ নেতাগণদ্বারা ধৌত, বস্ত্রদ্বারা অভিষুত ও মেষলোমে পরিপূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ২॥ হে ইন্দ্র, যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য গব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আস্বাদযুক্ত করিয়াছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র, এই একত্র পানস্থলে আগমন কর॥ ৩॥ দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপান করিতে পারেন। অভিষুতসোমপায়ী ইন্দ্রই সর্বপ্রকার অন্নযুক্ত॥ ৪॥ যে দূরব্যাপী সুহৃৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অপ্রীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণদ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাঁহাকে অপ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চরু-পুরোডাশাদি যাঁহাকে অপ্রীত করে না, আমরা সেই ইন্দ্রকে স্তব করি॥ ৫॥ ব্যাধ মৃগকে যেরূপ অন্বেষণ করে, সেইরূপ অন্য যে লোক গব্য-সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে অন্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাঁহার নিকট গমন করে ; তাহারা তাঁহাকে পায় না॥ ৬॥ অভিষুতসোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিনপ্রকার সোম যজ্ঞগৃহে অভিষুত হউক॥ ৭॥ একমাত্র ঋত্বিক্‌গণের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটি কোশ সোম স্রবণ করিতেছে ; তিনটি চমস পূর্ণ হইয়াছে॥ ৮॥ হে সোম, তুমি শুচি এবং বহু পাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীরদ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রীকৃত। তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কর॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, তোমার এই সোমসকল তীব্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণদ্রব্য তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, উক্ত সোমসকলে মিশ্রণদ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরোডাশ ও এই সোমকে মিশ্রিত কর ; যেহেতু তোমাকে ধনবান্ বলিয়া শুনিতে পাই॥ ১১॥ সুরা পীত হইলে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করিবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র, পীত সোমসকল হৃদয়মধ্যে যুদ্ধ করে। দুগ্ধপূর্ণ উধঃকে লোকে যেরূপ পালন করে, তুমি সোমপূর্ণ, স্তোতাগণ সেইরূপ তোমায় পালন করে॥ ১২॥ হে হর্যশ্ব, তুমি ধনবান্, তোমার স্তোতা ধনবান্ হয়। তোমার ন্যায় ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়॥ ১৩॥ ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্যমান উক্থ জানিতে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হইতেছে॥ ১৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করিও না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করিও না। হে শক্তিমান্ ইন্দ্র, তুমি স্বীয়কর্মবলে আমাদিগকে ধন দান কর॥ ১৫॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখা ; তোমায় ইচ্ছা করি ; তোমার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন ; আমরা তোমায় স্তব করি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উক্থদ্বারা তোমায় স্তব করিতেছে॥ ১৬॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তুমি কর্মবান্, তোমায় নূতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করি না, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি॥ ১৭॥ দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্বদা ইচ্ছা করেন, তাহার স্বপ্নাবস্থা ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা অনলস হইয়া অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত হন॥ ১৮॥ হে ইন্দ্র, অন্নের সহিত আমাদের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে আগমন কর। যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, সেইরূপ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না॥ ১৯॥ দুঃসহনীয় ইন্দ্র, অদ্য আমাদের সমীপে আগমন করুন, কুৎসিত জামাতার ন্যায় যেন সন্ধ্যা না করেন॥ ২০॥ আমরা এই বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অনুগ্রহবুদ্ধি জানি। তিন লোকে প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের হৃদয় জানি॥ ২১॥ কণ্বমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, অতিবলসম্পন্ন এবং প্রভূতরক্ষা-বিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জানি না॥ ২২॥ হে অভিষবণকারী, তুমি বীর, শক্তিমান্ ও নরগণের হিতকর। ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম প্রদান কর, তিনি পান করুন॥ ২৩॥ যিনি সুখকর স্তোতাগণকে বিশেষ-রূপে জানেন, সেই ইন্দ্র হোতাদিগকে ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্ন দান করুন॥ ২৪॥ হে অভিষবণকারিগণ, তোমরা মাদয়িতব্য, বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর॥ ২৫॥ সোমপান-শীল, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আগমন করুন, আমাদের দূরবর্তী যেন না হন। বহুবিধরক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র শত্রুগণকে নিয়ত করুন॥ ২৬॥ স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা বিশ্রুত এবং সংভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনয়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন ॥ ২৭ ॥ হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত, শক্তিমান্ ইন্দ্র, এই সোম স্বাদু, তুমি আগমন কর। সোমসকল মিশ্রণ-দ্রব্যে মিশ্রিত হইয়াছে, আগমন কর। তুমি হর্ষপ্রিয়, স্তোতা তোমার অভিমুখে স্তুতি করিতেছে ॥ ২৮ ॥ হে ইন্দ্র, বর্ধনশীল স্তোতাগণ ও স্তুতিসমূহ মহৎ ধন ও বল লাভের জন্য তোমাকে বর্ধিত করে ॥ ২৯ ॥ হে স্তুতিদ্বারা বহনীয় ইন্দ্র, তোমার জন্য যে স্তুতি ও উক্থ আছে, তাহা সমস্ত মিলিত হইয়াই তোমার বল নিধান করিতেছে ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্র বহুকর্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হইতে শত্রুকর্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্র দক্ষিণহস্তদ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়াছেন, তিনি অনেক স্থানে অনেকবার আহূত, তিনি নানা-প্রকার ক্রিয়াদ্বারা মহান্ ॥ ৩২ ॥ সমস্ত প্রজাগণ যে ইন্দ্রের অধীন, অচ্যুত বল ও অভিভব যে ইন্দ্রে বর্তমান, সেই ইন্দ্র যজমানগণের অনুমোদনকারী হউন ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য করিয়াছেন, তিনি সর্বত্র বিশ্রুত, তিনি হবিষ্মান্-দিগের অন্নদাতা ॥ ৩৪ ॥ প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী স্তোতাকে অপক্বপ্রজ্ঞ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, সেই স্তোতাই প্রভু হইয়া বহু ধন দান করেন ॥ ৩৫ ॥ মেধাধী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্যস্থানে গমন করেন। তিনি শূর। নেতা মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্র বধ করেন। তিনি পরিচর্যাকার যজমানের রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ ॥ ৩৬ ॥ হে প্রিয়মেধা, সেই ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট হয়েন, সে হর্ষ নিষ্ফল হয় না ॥ ৩৭ ॥ হে কণ্বগণ, তোমরা সাধুলোকের পালক, অন্নাভিলাষী, বহুদেশগামী, বেগবান্ ও গেয়যশঃসম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব কর ॥ ৩৮ ॥ পদচিহ্ন না থাকিলেও সখা, সুকর্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভীসকল পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হইতে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তুমি মেষরূপে অভিগমন করতঃ এই প্রকারে স্তুতিকারী কণ্ব-পুত্র মেধাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে ॥ ৪০ ॥ হে বিভিন্দু, তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করিয়াছ, পরে অষ্টসহস্রসংখ্যক দান করিয়াছ ॥ ৪১ ॥ প্রসিদ্ধ, জলবর্ধক, ভূতনির্মাতা স্তোতার প্রতি অনুগ্রহশীল দ্যাবা-পৃথিবীকে ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করিয়াছ ॥ ৪২ ॥

৩ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ২১-২৪ কুরুযান-পুত্র পাকস্থামা।
কণ্ব-পুত্র মেধাতিথি ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী ;
জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ; ২১ অনুষ্টুপ্ ;
২২-২৩ গায়ত্রী ; ২৪ বৃহতী।

হে ইন্দ্র, আমাদের রসবান্, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোম পান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সহিত মত্ত হইবার যোগ্য। তুমি বন্ধু হইয়া আমাদিগকে বর্ধিত করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হও। তোমার বুদ্ধি আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ১ ॥ আমরা হবিষ্মান্, আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করিব, শত্রুর জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে বহু-বিধরক্ষাদ্বারা রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখে নিয়ত কর ॥ ২ ॥ হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র, আমার এই বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বান্‌গণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে ॥ ৩ ॥ ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হইতে বল লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছেন ; ইহার অবিতথ, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয় ॥ ৪ ॥ আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। আমরা ভজমান হইয়া ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবী বিস্তারিত করিয়াছেন, ইন্দ্র সূর্যকে দীপ্ত করিয়াছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হইয়াছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয় ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্রদ্বারা তোমায় স্তুতি করিতেছেন, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক্ স্তব করিতেছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকেই স্তব করিয়াছে। অভিষুত সোমপানে সর্বদেহব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এই যজমানেরই বীর্য ও বল বর্ধিত করেন ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যগণ অদ্য পূর্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সেই গুণ স্তব করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি উত্তমবীর্যবান্, আমি তোমার নিকট প্রথম লাভার্থ উৎকৃষ্ট অন্ন যাচ্ঞা করিতেছি। যাহাদ্বারা কর্মশূন্য লোকের নিকট হইতে হিতকর ধন প্রদান করিয়াছ ও যাহাদ্বারা প্রস্কণ্বকে রক্ষা করিয়াছ, আমি তাহাই প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, যে বলদ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করিয়াছ, তোমার সেই বল অভীষ্টফলপ্রদ। ইন্দ্রের সেই সেই মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নহে, পৃথিবী এই মহিমা অনুগমন করে ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, শোভনবীর্যবিশিষ্ট যে ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, আমাদিগকে সেই ধন প্রদান কর। ভজনাভিলাষী হবিষ্মান্ যজমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান কর। হে পুরাতন, তদনন্তর স্তোতাকে দাও ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, কর্মসংভজনকারী, যে ধনদ্বারা পুরুরাজার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই ধন আমাদের এই যজমানকে প্রদান কর। রুশম, শ্যাবক ও কৃপকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপ সকল হবির্নেতা যজমানকে রক্ষা কর ॥ ১২ ॥ সর্বত্রগামী স্তুতির কর্তা কোন্ অভিনব মনুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ব ব্যাপ্ত করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দেবতা, স্তুতিকারী কোন্ লোক তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করে ? কোন্ ঋষি বিপ্র তোমার স্তুতি বহন করে ? হে ইন্দ্র, তুমি কখন স্তুতিকারীর আহ্বানানুসারে আগমন কর ? কখনই বা স্তোতার নিকট আগমন কর ॥ ১৪ ॥ প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক্, অক্ষয়রক্ষাবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ কণ্বগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্যরশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করতঃ স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকেই পূজা করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ হে বৃত্রহাশ্রেষ্ঠ, হরিদ্বয়কে রথে যোজনা কর। হে ধনবান্, তুমি উগ্র, সোমপানার্থ আমাদের অভিমুখে দূরদেশ হইতে দর্শনীয় মরুৎগণের সহিত আগমন কর ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, কর্মকর্তা, মেধাবী, এই যজমানগণ যজ্ঞ ভজনার্থে তোমাকেই স্তুতি করিতেছে। হে মঘবন্, হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, তুমি কামুক পুরুষের ন্যায় আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, মহাধনুদ্বারা তুমি বৃত্রকে হত করিয়াছ, মায়াবী অর্বুদের ও মৃগয়কে বিনাশ করিয়াছ, পর্বত হইতে গোসকলকে নির্গত করিয়াছ ॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন অন্তরীক্ষ হইতে মহান্ ও হননশীল বৃত্রকে নির্গত করিয়াছিলে তখন বল প্রকাশ করিয়াছিলে। অগ্নিসকল দীপ্ত হইয়াছিল, সূর্য দীপ্ত হইয়াছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত হইয়াছিল ॥ ২০ ॥ ইন্দ্র ও মরুৎগণ যাহা আমাকে দিয়াছিলেন, কুরুযানের পুত্র পাকস্থামা তাহাই আমাকে দিয়াছেন। উহা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে ধাবমান, প্রভাযুক্ত সূর্যের ন্যায় শোভা পায় ॥ ২১ ॥ পাকস্থামা আমাকে লোহিতবর্ণ, সুন্দরবহনবিশিষ্ট, বন্ধনরজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ দশসংখ্যক অশ্ব উহার প্রতিনিধি হইয়া আমাকে বহন করে। অশ্বগণ এইরূপে তুগ্র্যপুত্রকে বহন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ পাকস্থামা তাহার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিস্ফুটভাবে বলদাতা, শত্রুদিগের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা। লোহিতবর্ণ অশ্বদাতা পাকস্থামাকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥

৪ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১৫-১৮ ইন্দ্র বা পূষা ; ১৯-২১ কুরুঙ্গ।
কণ্ব-পুত্র দেবাতিথি ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী,
জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ; ২১ পুরউষ্ণিক্।

হে ইন্দ্র, যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-দেশস্থ নরগণকর্তৃক আহূত হইয়া থাক, হে শ্রেষ্ঠ, তথাপি আনুর পুত্রের উদ্দেশে স্তোতাগণকতৃক প্রেরিত হও, তুর্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকতৃক প্রেরিত হও ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, যদিও তুমি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক ; স্তোত্রবাহক, কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর ॥ ২ ॥ গৌর মৃগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণশূন্য স্থান জানিতে পারে, হে ইন্দ্র, সেইরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর। আমরা কণ্ব-পুত্র, আমাদের সহিত একত্র পান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ॥ ৩ ॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, সোমসকল অভিষবকারীকে ধনদানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করিয়াছ, ঐ সোম অভিষবণফলকদ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এইজন্য তুমি মহাবল ধারণ করিয়াছ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র বীরকর্মদ্বারা শত্রুগণকে অভিভব করিয়াছেন, বলদ্বারা পরকীয় ক্রোধ নষ্ট করিয়াছেন। হে মহান্ ইন্দ্র, সমস্ত যুদ্ধকাম শত্রুগণকে তুমি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল করিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রায়ুধ বীর লাভ করে ; যে নমস্কারদ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীর্যবান্ শত্রুনিধনকারী পুত্র লাভ করে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মহৎ কর্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্বশ ও যদুকে দেখিয়াছি ॥ ৭ ॥ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বামকটিপ্রদেশদ্বারা সমস্ত ভূতজাত আচ্ছাদন করিয়াছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাতমধুদ্বারা সংপৃষ্ট ও প্রীতিজনক সোমসকলের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, তাহার নিকট গমন কর এবং পান কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সখাই অশ্ববান্, রথবান্, গোমান্ ও রূপবান্। সে সর্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং সকলের আহ্লাদকর হইয়া সভায় গমন করে ॥ ৯ ॥ পিপাসু ঋশ্যনামক মৃগের ন্যায় তুমি পাত্রে আনীত সোমাভিমুখে আগমন কর, অভিলাষানুরূপ পান কর। হে মঘবন্, তুমি প্রতিদিন নিম্নমুখ বৃষ্টিসিক্ত করতঃ অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ কর ॥ ১০ ॥ হে অধ্বর্যু, ইন্দ্র পান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি সোমের অভিষব কর। তরুণবয়স্ক অশ্বদ্বয় অদ্য যোজিত হইয়াছে, বৃত্রহা আগমন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, যাহার সোমে তুমি তৃপ্ত হও, সে হব্যদায়ী ব্যক্তি আপনি তাহা জানিতে পারে। তোমার যোগ্য অন্ন পাত্রে সিক্ত রহিয়াছে, তুমি আগমন কর, নিকটে গমন কর ও পান কর ॥ ১২ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশে সোম অভিষব কর। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তরসকল যজমানের যাগনিষ্পাদক সোম অভিষব করতঃ শোভা পাইতেছে ॥ ১৩ ॥ আমাদের কর্মে অন্তরীক্ষবিহারী, সেচনসমর্থ হরিদ্বয় ইন্দ্রকে আনয়ন করুন। হে ইন্দ্র, যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্বগণ তোমাকে সবনসমূহের অভিমুখে উপনীত করুক ॥ ১৪ ॥ আমরা সখ্যলাভার্থে বহুধন-বিশিষ্ট পূষাকে বরণ করি। হে শত্রু, পুরুহূত, পাপবিমোচক পূষা, আমাদিগকে আপনার বুদ্ধিদ্বারা ধন লাভ ও শত্রুনাশার্থে সমর্থ করিতে ইচ্ছা কর ॥ ১৫ ॥ হে পূষা, আমাদিগকে বাহুস্থিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর, হে পাপবিমোচনকারী, আমাদিগকে ধন দান কর। তোমার গোধন আমাদের সুলভ হউক। তুমি মর্ত্যের প্রতি এই ধন প্রেরণ করিয়া থাক ॥ ১৬ ॥ হে পূষা, তোমাকে প্রসাধিত করিতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিযুক্ত, তোমায় স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। তাহার স্তোত্র ইচ্ছা করি না। যেহেতু উহা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ, স্তুতিকারী ও সামযুক্ত পত্রকে অভিলষিত ধন প্রদান কর ॥ ১৭ ॥ হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পূষা, কোনও কালে আমাদের গোসকল তৃণভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হউক। তুমি আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হও, অন্নদানার্থে মহান্ হও ॥ ১৮ ॥ কুরঙ্গনামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান্ রাজার স্বর্গপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে ও দানে মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত ধন জানিতে পারিয়াছি ॥ ১৯ ॥ কণ্ব-পুত্র হবিষ্মান্ ও স্তোতাগণের ভজনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত প্রিয়মেধনামক ঋষিগণের সেবিত অত্যন্ত পবিত্র ষষ্টিসহস্র গোসমূহ আমি দেবাতিথি সকলের শেষে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২০ ॥ আমি ধন প্রাপ্ত হইলে, বৃক্ষসকল শব্দ করিয়াছিল যে, ইঁহারা প্রশংসনীয় গোলাভ করিয়াছেন, ইঁহারা অশ্বগণ লাভ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

৫ সূক্ত। দেবতা : অশ্বিদ্বয় ; ৩৭ (উত্তরার্ধ)-৩৯ চেদিবংশীয় বসু।
কণ্ব-পুত্র ব্রহ্মাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ; ৩৭-৩৮ বৃহতী ; ৩৯ অনুষ্টুপ্।
দূর হইতেই নিকটে বর্তমানার ন্যায় দীপ্তরূপবিশিষ্ট উষা যখন সমস্ত বস্তু শ্বেতবর্ণ করিয়া দেন, তখন দীপ্তিকে বহু প্রকারে বিস্তারিত করেন ॥ ১ ॥ হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়, তোমরা নেতার ন্যায়। তোমরা ইচ্ছামাত্রে যোজিত বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নবিশিষ্ট রথে ঊষার সহিত মিলিত হও ॥ ২ ॥ হে অন্নযুক্তধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসকল দর্শন কর। দূত যেমন প্রভুর বাক্য প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি ॥ ৩ ॥ তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট, আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন, আমরা আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি ॥ ৪ ॥ তোমরা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদায়ীর গৃহে গমনশীল ॥ ৫ ॥ যে হব্যদায়ী সুন্দর-দেবতাবিশিষ্ট, তাঁহার জন্য তোমরা উত্তমযজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণভূমিকে জলের দ্বারা সিক্ত কর ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট আগমন কর। এই অশ্বগণের গতি প্রশংসনীয় ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এই অশ্বের সাহায্যে দূর হইতে গমন কর ॥ ৮ ॥ তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সম্ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর এবং এই সকলের সম্ভোগার্থ পথ প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, সুন্দররথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান কর ॥ ১০ ॥ হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয়, হিরণ্ময়, মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয়, প্রবৃদ্ধ হইয়া সোমময় মধু পান কর ॥ ১১ ॥ হে অন্নযুক্তধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, আমরা ধনবান্, আমাদিগকে সর্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর ॥ ১২ ॥ তোমরা মনুষ্যের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীঘ্র আগমন কর। অন্যের নিকট যাইও না ॥ ১৩ ॥ হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান কর ॥ ১৪ ॥ আমাদের জন্য শত- ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বহুনিবাসযুক্ত, সকলের ধারণক্ষম ধন আনয়ন কর ॥ ১৫ ॥ হে নেতাদ্বয়, মনীষিগণ নানাদেশে তোমাদিগকে আহ্বান করে। হে অশ্বিদ্বয়, বাহক অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ॥ ১৬ ॥ হব্যযুক্ত পর্যাপ্তকার্যকারী জনগণ বহি ছিন্ন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ॥ ১৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমাদের এই স্তোম তোমাদিগের সর্বাপেক্ষা অধিক বাহক হইয়া তোমাদিগের নিকটবর্তী হউক ॥ ১৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে মধুপূর্ণ চর্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে মধু পান কর ॥ ১৯ ॥ হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়, আমাদের পশু, পুত্র ও গোগণের জন্য প্রবৃদ্ধ অন্ন সেই রথে অনায়াসে আনয়ন কর ॥ ২০ ॥ হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদ্বয়, স্বর্গীয়, বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়াই সেচন কর ॥ ২১ ॥ হে নেতা অশ্বিদ্বয়, তুগ্র-পুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কখন স্তুতিদ্বারা তোমাদিগের পরিচর্যা করিয়াছিল ? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সহিত গমন করিয়াছিল ॥ ২২ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, তোমার হর্ম্যতলে বদ্ধ কণ্ব মুনিকে নানা প্রকার রক্ষা প্রদান করিয়াছিলে ॥ ২৩ ॥ হে বর্ষণশীলধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, যখন তোমাদিগকে আহ্বান করি ; তখন সেই নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সহিত আগমন কর ॥ ২৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যেরূপ কণ্ব, প্রিয়মেধ, উপস্তপ ও স্তুতিকারী অত্রিকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২৫ ॥ ধনের জন্য যেরূপ অংশুকে, গোসমূহের জন্য যেরূপ অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেরূপ সৌভারকে রক্ষা করিয়াছিলে ; সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২৬ ॥ হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়, আমরা স্তব করতঃ এই পরিমাণ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক ধন যাচ্ঞা করি ॥ ২৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, হিরণ্ময়সারথি-স্থানযুক্ত, হিরণ্ময়বল্গাযুক্ত রথে অবস্থান কর ॥ ২৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের আলম্ভনীয় রথের ইষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময় ॥ ২৯ ॥ হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, ঐ রথে দূর দেশ হইতেও আগমন কর। আমাদের এই শোভন স্তুতির নিকট গমন কর ॥ ৩০ ॥ হে মরণরহিত অশ্বিদ্বয়, তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী ভগ্ন করতঃ দূরদেশ হইতে অন্ন আবহন কর ॥ ৩১ ॥ হে অনেকের প্রিয়, নাসত্য অশ্বিদ্বয়, আমাদের নিকট অন্নের সহিত আগমন কর, যশের সহিত আগমন কর ও ধনের সহিত আগমন কর ॥ ৩২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, স্নিগ্ধরূপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট লইয়া যাউক ॥ ৩৩ ॥ যে রথ অশ্বের সহিত বর্তমান, স্তোতাগণকর্তৃক প্রশংসনীয়, তোমাদের সেই রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না ॥ ৩৪ ॥ হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়, ক্ষিপ্রপদযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে আরোহণ করতঃ আগমন কর ॥ ৩৫ ॥ হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বি-দ্বয়, তোমরা সর্বদা জাগরূক অন্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অন্ন প্রদান কর ॥ ৩৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিনব সংভজনীয় ধন জান। চেদিবংশীয় কণ্ডরাজা যে প্রকারে শত উষ্ট্র দশসহস্র গো প্রদান করিয়া ছিলেন তাহাও জান ॥ ৩৭ ॥ যে কণ্ড আমার পরিচর্যার্থ হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রজা সেই চেদি-বংশীয় কণ্ডরাজার পদের নিম্নে অবস্থিতি করে ॥ ৩৮ ॥ যে পথে এই চেদিরা গমন করিতেছে, সে পথে আর কেহ যাইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি স্তোতার জন্য দান করে নাই ॥ ৩৯ ॥

৬ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৪৬-৪৮ পরশু-পুত্র তিরিন্দির।
কণ্ব-পুত্র বৎস ঋষি। গায়ত্রী।

বৃষ্টিমান্ পর্জন্যের ন্যায় যিনি বলে মহান্, তিনি বৎসের স্তোমের দ্বারা বর্ধিত হন ॥ ১ ॥ যখন নভোদেশপূর্ণকারী অশ্বগণ যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞের প্রাপক স্তুতিদ্বারা স্তব করে ॥ ২ ॥ কণ্বগণ স্তোমদ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করিয়াছেন, অতএব লোকে আয়ুধকে আত্মীয় বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানবপ্রজাগণ ইঁহার ক্রোধের ভয়ে ইঁহাকে স্বয়ং প্রণাম করে ॥ ৪ ॥ যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কেই চর্মের ন্যায় সংবর্তিত করেন, তাঁহার সেই বল দীপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব-বীর্যশালী বজ্রদ্বারা ছেদ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ আমরা স্তোতাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমান্ এই স্তোত্র-সমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিব ॥ ৭ ॥ গুহাতে বর্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হইয়া দীপ্তি পায়, কণ্বগণ উহা উদকধারাযুক্ত করুন ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং অন্যের পূর্বে জ্ঞানের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হই ॥ ৯ ॥ আমি পিতা ও সত্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছি ॥ ১০ ॥ আমি কণ্বের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অলংকৃত করি, উহাদ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, যাহারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে এই সকলের মধ্যে আমার স্তোত্রে সুন্দররূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ॥ ১২ ॥ যখন ইঁহার ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি উপক্ষপয়িতা শুষ্কের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করিয়াছিলে। হে উগ্র, তুমি অভীষ্টবর্ষী বলিয়া বিদিত ॥ ১৪ ॥ দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরীক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না ॥ ১৫ ॥ হে ইন্দ্র, যে বৃত্র তোমার মহৎ জল স্তম্ভন করতঃ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহাকে গমনশীল জলের মধ্যে বধ করিয়াছিলে ॥ ১৬ ॥ যে, এই মহতী, সংগতা দ্যাবা-পৃথিবীকে আবৃত করিয়াছিল, হে ইন্দ্র, তাহাকে তমঃসমূহদ্বারা সংবৃত করিয়াছ ॥ ১৭ ॥ হে উগ্র ইন্দ্র, যে যতিগণ তোমাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ তোমাকে স্তব করে, তাঁহাদের মধ্যে আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার এই সত্যবর্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে ॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র, প্রসবকারিণী গোসকল আস্যদ্বারা তোমার প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া সূর্যের চতুর্দিকে জলের ন্যায় গর্ভ ধারণ করিয়াছিল ॥ ২০ ॥ হে বলপতি ইন্দ্র, কণ্বগণ উক্থদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করিতেছে, অভিষুত সোমসমূহ তোমায় বর্ধিত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তুমি পথপ্রদর্শক হইলে উত্তম স্তুতি ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ করা হয় ॥ ২২ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের জন্য মহান্, গোমান্ অন্ন রক্ষা করিতে ও বীর্যবান্ পুত্রাদি দান করিতে ইচ্ছা কর ॥ ২৩ ॥ হে ইন্দ্র, নহুষরাজার প্রজাগণের সম্মুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করিয়াছ, আমাদিগকেও তাহা প্রদান কর ॥ ২৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি ইদানীং নিকট হইতে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার কর ও আমাদিগকে সুখী কর ॥ ২৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বলের ন্যায় আচরণ কর ও মনুষ্যগণের রাজা হও, তুমি বলদ্বারা মহান্ ও অনভিভবনীয় ॥ ২৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বিস্তীর্ণব্যাপী। হব্যবান্ লোকসকল সোমদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়া স্তব করে ॥ ২৭ ॥ পর্বতগণের প্রাস্তদেশে নদীসকলের সংগমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করিলে মেধাবী ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সেই উর্দ্ধ লোক হইতে বিদ্বান্ ইন্দ্র নিম্নমুখে সমুদ্র দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥ দ্যুলোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাস জ্যোতিঃ লোকে দর্শন করে ॥ ৩০ ॥ হে ইন্দ্র, সমস্ত কণ্বগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্ধন করিতেছে। হে বলবত্তম, তোমার বীরকর্মও বর্ধন করিতেছে ॥ ৩১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের এই সুন্দর স্তুতি সেবা কর, আমাকে ভাল করিয়া রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্ধিত কর ॥ ৩২ ॥ হে প্রবৃদ্ধ বজ্রবান্ ইন্দ্র, আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থ তোমার জন্য স্তোত্র করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ কণ্বগণ স্তব করিতেছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের ন্যায় রমণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবার উপযুক্ত হয় ॥ ৩৪ ॥ নদগণ যেরূপ সমুদ্রকে বর্ধিত করে, উক্থসকল ইন্দ্রকে সেইরূপ বর্ধিত করিতেছে। ইন্দ্র জরারহিত, তাঁহার ক্রোধ কেহ নিবারণ করিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥ হে ইন্দ্র, দূরদেশ হইতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন কর, অভিষুত সোম পান কর ॥ ৩৬ ॥ হে সর্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র, যে সকল লোক বহিঃ ছিন্ন করে, তাহারা অন্নলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করে ॥ ৩৭ ॥ হে ইন্দ্র, চক্র যেরূপ অশ্বের অনুবর্তন করে, দ্যাবা-পৃথিবী উভয়েই সেইরূপ তোমার অনুবর্তন করে, অভিষুত সোমসকল তোমার অনুবর্তন করে ॥ ৩৮ ॥ হে ইন্দ্র, শর্যণাদেশের পুষ্করিণীতে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞে তৃপ্ত হও, পরিচর্যাকারীর স্তুতি-দ্বারা আনন্দ লাভ কর ॥ ৩৯ ॥ প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান্, অতিশয় সোমপায়ী, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দ্যুলোকের সমীপে শব্দ করেন ॥ ৪০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি পুর্বজাত ঋষি, তুমি অদ্বিতীয় বলদ্বারা সকলের অধিপতি হইয়াছ। তুমি বারংবার ধন দান কর ॥ ৪১ ॥ প্রশস্তপৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অন্নের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক ॥ ৪২ ॥ কণ্বগণ উক্থদ্বারা এই পূর্বকৃতা, মধুর জলের বর্ধয়িত্রী যোগক্রিয়া বর্ধিত করুন ॥ ৪৩ ॥ দেবগণ বিশেষরূপে মহান্, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মনুষ্যগণ ধনাভিলাষী হইয়া রক্ষণার্থ বরণ করে ॥ ৪৪ ॥ হে বহুস্তুত ইন্দ্র, যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোমপানার্থ তোমায় আমাদের অভিমুখে বহন করুক ॥ ৪৫ ॥ যদুগণের মধ্যে পরশুর পুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥ তাহারা পর্জকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গো প্রদান করিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥ ইনি উন্নত হইয়া চারি ধনভারযুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান করতঃ এবং যদুগণকে দাসরূপে প্রদান করতঃ কীর্তিদ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। কণ্ব-পুত্র পুনর্বৎস ঋষি। গায়ত্রী।

হে মরুৎগণ, যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন তোমরা পর্বতসমূহে দীপ্তি পাও ॥ ১ ॥ হে বলাভিলাষী শোভমান মরুৎগণ, তোমরা যখন রথকে অশ্বদ্বারা সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্বতগণ প্রচলিত হয় ॥ ২ ॥ শব্দকারী পৃশ্নিতনয় মরুৎগণ বায়ুগণের দ্বারা মেঘ উদ্গত করেন এবং বৃদ্ধিকর অন্ন দান করেন ॥ ৩ ॥ যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সহিত রথে গমন করেন, তখন তাঁহারা বৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্বতগণকে কম্পিত করেন ॥ ৪ ॥ তোমাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিন্ধুগণ বিধরণের জন্য এবং মহৎ বলের জন্য নিয়ত হয় ॥ ৫ ॥ আমরা তোমাদিগকে রাত্রিতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবাভাগে তোমাদিগকে আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ সেই অরুণরূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, শব্দকারী মরুৎগণ রথযোগে দ্যুলোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন ॥ ৭ ॥ যে মরুৎগণ সূর্যের গমনার্থে রশ্মিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁহারা তেজোদ্বারা অবস্থান করেন ॥ ৮ ॥ হে মরুৎগণ, আমার এই বাক্য ভজনা কর। হে মহান্ মরুৎগণ, এই স্তোম ভজনা কর, এই আমার আহ্বান সেবা কর ॥ ৯ ॥ পৃশ্নিগণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবন্ধ ও উদ্রি এই তিন সরোবর হইতে মধু দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ হে মরুৎগণ, যখন আপনার সুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে আহ্বান করি, তখন শীঘ্রই আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ১১ ॥ হে সুন্দরদানশীল মহাতেজস্বী রুদ্রপুত্রগণ, তোমরা গৃহে আনন্দ সমরে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হও ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, স্বর্গ হইতে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাসপ্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনাইয়া দাও ॥ ১৩ ॥ হে শুভ্র মরুৎগণ, তোমরা যখন পর্বতের উপরিভাগে তোমাদের যান লইয়া যাও, তখন অভিষুত সোমের বলে প্রমত্ত হও ॥ ১৪ ॥ স্তোতা স্তুতিদ্বারা অহিংসনীয় মরুৎগণের নিকট তাঁহাদের সুখ ভিক্ষা করেন ॥ ১৫ ॥ মরুৎগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন করতঃ জলবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টিদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে ॥ ১৬ ॥ পৃশ্নি-পুত্রগণ শব্দ করতঃ ঊর্ধ্বে গমন করেন, রথদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন, বায়ুদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং স্তোমদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন ॥ ১৭ ॥ যাহাদ্বারা তুর্বসু ও যদুকে রক্ষা করিয়াছ, যাহাদ্বারা ধনকাম কণ্বকেও রক্ষা করিয়াছ, আমরা ধনের জন্য তাহারই ধ্যান করিতেছি ॥ ১৮ ॥ হে উত্তমদানশীল মরুৎগণ, ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর এই অন্ন কণ্ব-গোত্রোৎপন্নের স্তোত্রের সহিত বর্ধিত কর ॥ ১৯ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা দানশীল, তোমাদের জন্য বর্হিঃ ছিন্ন হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে কোথায় মত্ত হইতেছ ? কোন্ স্তোতা তোমাদের পরিচর্যা করিতেছেন ? ॥ ২০ ॥ হে বৃক্তবর্হিঃ মরুৎগণ, তোমরা যে অন্যকর্তৃক পূর্বকৃত স্তোত্রদ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত করিতেছ তাহা নহে ॥ ২১ ॥ সেই মরুৎগণ ওষধির সহিত অনেক জল মিলাইয়াছিলেন, দ্যাবা-পৃথিবীকে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থিত করিয়াছিলেন, সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতি পর্বে বজ্র ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ রাজাশূন্য বৃষ্টি ও বলকারক মরুৎগণ পর্বতের ন্যায় বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ মরুৎগণ যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রতুও রক্ষা করিয়াছিলেন, বৃত্রবধার্থ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ আয়ুধহস্ত, দীপ্তিমান্ শুভ্র মরুৎগণ শোভার্থে মস্তকে হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ প্রকাশিত করেন ॥ ২৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা কামনা করিয়া অভীষ্টবর্ষী রথের মধ্যস্থলে দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলে। দ্যুলোকবর্তী জনসমূহের ন্যায় ভূতসকল কম্পান্বিত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥ দেবগণ আমাদিগের যজ্ঞদানার্থে স্বর্ণময়পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন ॥ ২৭ ॥ এই মরুৎগণের রথ, যখন বিন্দুচিহ্নিত, শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে, তখন শোভমান মরুৎগণ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয় ॥ ২৮ ॥ নেতাগণ শোভনসোমবিশিষ্ট, যজ্ঞগৃহোপেত, ঋজীকা দেশে শর্যনাতীরে রথচক্র নিম্নমুখ করিয়া গমন করেন ॥ ২৯ ॥ হে মরুৎগণ, কখন তোমরা এই প্রকারে আহ্বানকারী যাচমান বিপ্রের নিকট সুখহেতুভূত ধনের সহিত গমন করিবে ? ॥ ৩০ ॥ তোমরা স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া থাক ; তোমরা যে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, সে কখন ? তোমাদের সখ্য কে প্রার্থনা করিয়াছিল ? ॥ ৩১ ॥ হে কণ্বগণ, অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাশীবিশিষ্ট মরুৎগণের সহিত স্তব কর ॥ ৩২ ॥ আমি বর্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মরুৎগণকে নবতর সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্তিত করি ॥ ৩৩ ॥ গিরিসকল পীড্যমান ও বাধাপ্রাপ্ত হইলেও স্বস্থানভ্রষ্ট হয় না। পর্বতসকলও নিয়মিত হয় ॥ ৩৪ ॥ বহুদূরব্যাপী, গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন করতঃ মরুৎগণকে আনয়ন করে। তাঁহারা স্তুতিকারীকে অন্ন দান করেন ॥ ৩৫ ॥ অগ্নি তেজোবলে স্তুতিযোগ্য সূর্যের ন্যায় সকলের মুখ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মরুৎগণ দীপ্তিবলে নানা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

৮ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্ব-পুত্র সধ্বংস ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দর্শনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্ময়, তোমরা সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন কর, সোমময় মধু পান কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময়শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিত্র ; তোমরা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, দোষবর্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরীক্ষ হইতে মনুষ্যলোকা-ভিমুখে আগমন কর ও কণ্বদিগের যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর ॥ ৩ ॥ কণ্বের পুত্র এই যজ্ঞে তোমাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করিতেছেন ; অতএব হে অশ্বিদ্বয়, অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তোমরা দ্যুলোক হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সোমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এই যজ্ঞে আগমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। হে কবি ও নেতাদ্বয়, তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্মপ্রযুক্ত স্তোতার বৃদ্ধি প্রদান কর॥ ৫॥ হে নেতাদ্বয়, পূর্বকালে ঋষিগণ যখন তোমাদিগকে রক্ষার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আগমন করিয়াছিলে। অতএব আমার এই সুস্তুতির নিকট আগমন কর॥ ৬॥ হে স্বর্গবিৎ অশ্বিদ্বয়, তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ হইতে আমাদের নিকট আগমন কর; হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা বুদ্ধির সহিত আগমন কর; হে আহ্বান শ্রবণকারিদ্বয়, তোমরা স্তোত্রের সহিত আগমন কর॥ ৭॥ আমি ভিন্ন অন্য কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতে পারে? কণ্বের পুত্র বৎসঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্ধিত করিতেছে॥ ৮॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে। হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের সুখপ্রদ হও॥ ৯॥ হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, যোষিৎ তোমাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হও॥ ১০॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যে স্থানে আছ, বহুতররূপযুক্ত রথে আরোহণ করতঃ সেই স্থান হইতে আগমন কর। কবির পুত্র কববৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন॥ ১১॥ হে বহুমদবিশিষ্ট, বহুধনযুক্ত, ধনপ্রদ জগৎবাহক অশ্বিদ্বয়, আমার এই স্তোত্র প্রশংসা কর॥ ১২॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগের জন্য যশস্কর সমস্ত ধন দান কর, আমাদিগকে প্রজোৎপাদনরূপ কর্মবান্ কর, নিন্দকদিগের বশীভূত করিও না॥ ১৩॥ হে নাসত্যদ্বয়, দূরদেশেই থাক, অথবা নিকটেই থাক, যে স্থান হইতেই হউক, সহস্ররূপবিশিষ্ট রথে আগমন কর॥ ১৪॥ হে নাসত্যদ্বয়, যে বৎস ঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্ধিত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট, ঘৃতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান কর॥ ১৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা উহার জন্য ঘৃতধারাযুক্ত বলকর অন্ন প্রদান কর। হে দানাধিপতিদ্বয়, ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন॥ ১৬॥ হে শত্রুভক্ষক বহুভোজী নেতা অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের এই স্তুতিক্রমে আগমন কর, আমাদিগকে সুশ্রীকর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর॥ ১৭॥ প্রিয় মেঘনামক ঋষিগণ দেবগণের আহ্বানসময়ে তোমাদিগকে সমস্ত রক্ষার সহিত আহ্বান করিয়াছে। তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও॥ ১৮॥ হে সুখপ্রদ, আরোগ্যপ্রদ, স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়, যে বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্ধিত করিয়াছে, তাহার অভিমুখে আগমন কর॥ ১৯॥ যে উপায়দ্বারা কণ্বকে, মেধাতিথিকে, বশকে ও দশবজ্রকে এবং গোশর্যকে রক্ষা করিয়াছ, হে নেতাদ্বয়, তাহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ২০॥ হে নেতা অশ্বিদ্বয়, যাহাদ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহারই দ্বারা আমাদিগকে অন্নলাভার্থে উত্তমরূপে রক্ষা কর॥ ২১॥ হে বহুত্রাতা, শত্রুনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়, দোষশূন্য স্তোম ও বাক্যসকল তোমাদিগকে প্রবর্ধিত করুক। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুলরূপে অভীপ্সিত হও॥ ২২॥ অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ গুহায় বর্তমান থাকিয়া পরে আবির্ভূত হইতেছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এই পদের সাহায্যে জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন॥ ২৩॥

৯ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্ব-পুত্র শশকর্ণ ঋষি। অনুষ্টুপ্;
১,৪,৬,১৪-১৫ বৃহতী; ২,৩,২০,২১ গায়ত্রী; ৫ ককুপ্;
১০ ত্রিষ্টুপ; ১১ বিরাট্; ১২ জগতী।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা বৎসের রক্ষার্থ নিশ্চয়ই গমন করিয়াছ, ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, উঁহার শত্রুগণকে দূর করিয়া দাও॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে ধন অন্তরীক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্তমান ও যাহা পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই ধন প্রদান কর॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে বিপ্রগণ তোমাদের কর্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে তোমরা তাহাদের জন্য। অতএব কণ্ব-পুত্রের কর্ম অবগত হও॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের হবিঃ স্তোত্রদ্বারা পরিষিক্ত হইতেছে, হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়, যে সোমদ্বারা তোমরা বৃত্রকে জানিতে পারিয়াছিলে, সেই মধুমান্ সোম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ॥ ৪ ॥ হে বহুকর্মা অশ্বিদ্বয়, জলে, বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যাহা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ॥ ৫ ॥ হে দেব নাসত্যদ্বয়, তোমরা জগৎ পোষণ করিয়াছ ও সকলকে আরোগ্য করিয়াছ, বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে পাইতেছে না। তোমরা হবির্দ্ধানের নিকট গমন কর ॥ ৬ ॥ ঋষি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র জানিয়াছিলেন, অতিশয় মধুর সোম ও হবিঃ অথর্ব অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ কর, আমার এই স্তোত্রসকল সূর্যের ন্যায় তোমাদের অভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, অদ্য উক্থদ্বারা যে প্রকারে তোমাদিগকে আনয়ন করিতেছি, যে প্রকারে বাণীদ্বারা আনয়ন করিতেছি, সেই প্রকারেই কণ্ব-পুত্রের স্তোত্র অবগত হও ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, কক্ষিবান্ ঋষি যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যেরূপে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমা, যেরূপে বেনের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেই রূপেই আমি স্তব করিতেছি। আমার এই স্তোত্র অবগত হও ॥ ১০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা গৃহপালক হইয়া আগমন কর। তোমরা অতিশয় পালক, জগৎপালক ও শরীরপালক হও ; পুত্রপৌত্রের গৃহে আগমন কর ॥ ১১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যদি তোমরা ইন্দ্রের সহিত এক রথে গমন কর, যদি বায়ুর সহিত একস্থানবাসী হও, যদি অদিতির পুত্রগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হও, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান কর, তবে আগমন কর ॥ ১২ ॥ যদি আমি সংগ্রামার্থে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি, তখন তাঁহারা আগমন করুন। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসা করণে, অশ্বিগণের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই হব্যসকল তোমাদের জন্য বিহিত হইয়াছে, তোমরা অবশ্য আগমন কর। এই সোম তুর্বশ ও যদুতে বর্তমান। ইহা তোমাদের জন্য সংস্কৃত ও কণ্ব-পুত্রগণকে প্রদত্ত ॥ ১৪ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদ্বয়, তাহার সহিত বিমদের ন্যায় বৎসকে গৃহ প্রদান কর ॥ ১৫ ॥ অশ্বিসম্বন্ধীয়, দ্যুতিমান্ স্তোত্রের সহিত আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি। হে দ্যুতিমতী উষা, আমার স্তুতিপ্রযুক্ত তমঃ নিবারণ কর ও মর্ত্যসমূহকে ধন দান কর ॥ ১৬ ॥ হে উষা, হে দেবি, হে সুনৃতে, হে মহতি, অশ্বিদ্বয়কে প্রবুদ্ধ কর, প্রবুদ্ধ কর। হে দেবগণের আহ্বাতা, অনবরত প্রবোধিত কর, উঁহাদের আনন্দের জন্য বৃহৎ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে উষা, যখন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্যের সহিত সমান শোভা পাও। সেই সময় অশ্বিদ্বয়ের এই রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে ॥ ১৮ ॥ যখন পীতবর্ণ সোমলতাকে গাভীর উধঃপ্রদেশের ন্যায় দোহন করে, যখন দেবাভিলাষিগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিদ্বয়, তখন রক্ষা কর ॥ ১৯ ॥ হে প্রচেতাদ্বয়, তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মনুষ্যদিগের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা পিতৃভূত দ্যুলোকের ক্রোড়ে যদি কর্মের সহিত উপবেশন করিয়া থাক, যদিবা প্রশংসনীয় হইয়া সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ২১ ॥

১০ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্ব-পুত্র প্রগাথ (ঘৌর) ঋষি।
১ বৃহতী ; ২ মধ্যেজ্যোতি ; ৩ অনুষ্টুপ্ ; ৪ আস্তার-
পংক্তিঃ ; ৫-৬ প্রগাথ (৫ বৃহতী, ৬ সতোবৃহতী)।

হে অশ্বিদ্বয়, যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেই লোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে থাক, যদি অন্তরীক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কর, ঐসকল স্থান হইতে আগমন কর ॥ ১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যেরূপে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপে কণ্বের যজ্ঞ অবগত হও। বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়কে আমি আহ্বান করি ॥ ২ ॥ অশ্বিদ্বয় সুকর্মা এবং গ্রহণার্থ প্রাদুর্ভূত, আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। ইঁহাদের সহিত সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য ॥ ৩ ॥ যজ্ঞসকল যাঁহাদিগের উপর প্রভু হন, স্তুতিশূন্যদিগের মধ্যেও যাঁহাদের স্তোতা আছে তাঁহারা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেতা, তাঁহারা স্বধার সহিত সোমময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধু পান করেন ॥ ৪ ॥ হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, ইদানীং তোমরা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি কর, অথবা পূর্ব-দিকেই অবস্থিতি কর, যদি বা দ্রুহ্যু, অনু, তুর্বশ বা যদুর সন্নিহিত হও, আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে বহুভোজী অশ্বিদ্বয়, যদি অন্তরীক্ষে গমন কর, যদি দ্যাবা-পৃথিবী অভিমুখে গমন কর, যদি তেজোবলে রথে উপবেশন কর, সকল স্থান হইতেই আগমন কর ॥ ৬ ॥

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কণ্ব-পুত্র বৎস ঋষি। গায়ত্রী ; ১ প্রতিষ্ঠা ; ২ বর্ধমানা ; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নিদেব, তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য ॥ ১ ॥ হে শত্রুপরাজয়কারী, তুমি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, তুমি অধ্বরসমূহের নেতা ॥ ২ ॥ হে জাতবেদা, তুমি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক কর। হে অগ্নি, তুমি দেবদ্বেষী অরাতিগণকে পৃথক কর ॥ ৩ ॥ হে জাতবেদা, অন্তিকস্থিত হইলেও রিপুর যজ্ঞ তুমি কখনই কামনা কর না ॥ ৪ ॥ আমরা বিপ্র, তুমি মরণরহিত ও জাতবেদা। আমরা তোমার বিস্তৃত নাম অবগত হইব ॥ ৫ ॥ আমরা বিপ্র ও মর্ত্য। আমরা মেধাবী দেব অগ্নিকে হব্যদ্বারা প্রীত করিবার জন্য আমাদের রক্ষার্থ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান হইতেও তোমার মন আকর্ষণ করে। তাঁহার স্তুতি তোমার প্রতি অভিলাষবতা ॥ ৭ ॥ তুমি বহুদেশে সমানরূপে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে তুমি ঈশ্বর। যুদ্ধে তোমাকে আমরা আহ্বান করি ॥ ৮ ॥ আমরা অন্নেচ্ছু হইয়া যুদ্ধে রক্ষার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। তুমি সনাতন হোতা ও স্তুতি-যোগ্য। তুমি যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে ব্যাপ্ত কর, আমাদিগকেও সৌভাগ্য প্রদান কর ॥ ১০ ॥

১২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র পর্বত ঋষি। উষ্ণিক্ ; ৩৩ শংকুমতী।

হে ইন্দ্র, তুমি অত্যন্ত সোমপায়ী, হে বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি হৃষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাক। তুমি যেরূপ মদযুক্ত হইয়া রাক্ষসগণকে নিহত করিতেছ, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি ॥ ১ ॥ যেরূপ মদযুক্ত হইয়া তুমি অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন অদ্রিগুকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা সূর্যকে রক্ষা করিয়াছ, যেরূপ মদযুক্ত হইয়া তুমি সমুদ্রকে রক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি ॥ ২ ॥ যে মত্ততাবশতঃ তুমি রথের ন্যায় প্রভূত বৃষ্টিজল সিন্ধুর অভিমুখে প্রেরণ কর, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করি ॥ ৩ ॥ হে বজ্রবান্, যে স্তোমদ্বারা স্তুত হইয়া তুমি তৎক্ষণাৎ বলদ্বারা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর, অভীষ্টদানের জন্য ঘৃতের ন্যায় পবিত্র সেই স্তোম গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥ হে স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র, এই স্তোম গ্রহণ কর, উহা সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হয়। তুমি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের অভিলষিত দান করিয়া থাক ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রদেব দূরদেশ হইতে আমাদের সখ্যের জন্য ধন দান করিয়াছেন, এবং দ্যুলোক হইতে বৃষ্টির ন্যায় ধন বিস্তার করতঃ অভিলষিত দান করেন ॥ ৬ ॥ যখন ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় দ্যাবা-পৃথিবীকে বর্ধিত করেন, তখন তাঁহার পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র অভিলষিত দান করে ॥ ৭ ॥ হে প্রবৃদ্ধ এবং সাধুগণের পতি, যখন তুমি সহস্রসংখ্যক মহিষ বধ করিলে, তাহার পরেই তোমার বীর্য প্রভূতরূপে বর্ধিত হইল ॥ ৮ ॥ অগ্নি যেরূপ বন দগ্ধ করেন, সেইরূপ ইন্দ্র সূর্যের রশ্মিসমূহদ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দগ্ধ করেন, অনভিভবনশীল ইন্দ্র প্রবর্ধিত হয়েন ॥ ৯ ॥ তোমার এই স্তুতি গমন করিতেছে ; উহা বসন্তাদিকালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্মবিশিষ্ট, অত্যন্ত অভিনব, পূজাকারী এবং বহুলরূপে প্রীতিকর ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র দেবাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করিতেছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্ধিত করিতেছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের গুণসমূহের ইয়ত্তা করিতেছেন ॥ ১১ ॥ স্তোতার প্রতি ধনদাতা ইন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণকীর্তনকারী, সোমাভিষবকারীর বাক্যের ন্যায় ধনদানার্থ প্রবৃদ্ধশরীর হইতেছেন। ঐ বাক্য ইন্দ্রের গুণসমূহের ইয়ত্তা করিতেছে ॥ ১২ ॥ স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁহার মুখে ঘৃতের ন্যায় যজ্ঞের হব্য সেক করিব ॥ ১৩ ॥ অদিতি স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার্থ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থ এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। হে দেব ইন্দ্র, সম্প্রতি বিবিধ কর্মবান্ হরিদ্বয় যজ্ঞে যাহা আছে, তাহার উদ্দেশে তোমায় বহন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ হে ইন্দ্র, বিষ্ণু অথবা আপ্ত্যত্রিত, অথবা মরুৎগণ আগত হইলে, তুমি যে সোম পান করিয়া প্রমত্ত হও, সেই সোমের সহিত আগমন কর ॥ ১৬ ॥ হে শক্র, দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হও, আমাদের সোম অভিষুত হইলে তাহাতে প্রীত হও ॥ ১৭ ॥ হে সৎপতি, তুমি সোমাভিষবকারী যজমানের বর্ধয়িতা; তুমি যাহার উক্থমন্ত্রে প্রীত হও, তাহার সোমে প্রীত হও ॥ ১৮ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমাদের রক্ষার্থ যে ইন্দ্রদেবকে স্তব করিতেছি, সেই ইন্দ্রকে আমার স্তুতিগণ শীঘ্র ভজনার্থ ও যজ্ঞার্থ ব্যাপ্ত করুক ॥ ১৯ ॥ হব্য, স্তুতি ও সোমদ্বারা যজ্ঞে প্রাপণীয় এবং সর্বাপেক্ষা সোমপানকারী ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বর্ধিত করিতেছেন এবং ব্যাপ্ত করিতেছেন ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রের ধনদান প্রভূত, ইন্দ্রের কীর্তি বহুতর; উহা হব্যদায়ী যজমানের জন্য সমস্ত ধন ব্যাপ্ত করিতেছেন ॥ ২১ ॥ দেবগণ বৃত্রের হননার্থ ইন্দ্রকে ধারণ করিয়াছিলেন; স্তুতিসকল সম্যক্ বলার্থ ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে ॥ ২২ ॥ আমরা মহিমায় মহান্ ও আহ্বানশ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা এবং অর্চনামন্ত্রদ্বারা সম্যক্ বললাভার্থ পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি ॥ ২৩ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ যে বজ্রবান্ ইন্দ্রকে পৃথক করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের বল হইতে বললাভার্থ জগৎ দীপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥ হে ইন্দ্র, যুদ্ধে দেবগণ যখন তোমাকে সম্মুখে ধারণ করিয়াছিল, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥ হে বজ্রিন্, জলাবরণকারী বৃত্রকে যখন বলদ্বারা হনন করিয়াছিলে, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় তোমায় বহন করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥ তোমার বিষ্ণু যখন বলদ্বারা তিনপদ বিহরণ করিয়াছিল, তখন তোমার কমনীয় অশ্বদ্বয় তোমায় বহন করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কমনীয় হরিদ্বয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তাহার পরই তোমাকতৃক সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয় ॥ ২৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার মরুৎরূপ প্রজাগণ যখন সমস্ত ভূতজাতকে নিয়মিত করে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত কর ॥ ২৯ ॥ যখন এই নির্মলজ্যোতিঃ সূর্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করিয়াছ, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করিয়াছ ॥ ৩০ ॥ হে ইন্দ্র, যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ মেধাবী এই প্রীতিকরী সুস্তুতিকে পরিচর্যার সহিত যজ্ঞে তোমার নিকট লইয়া যাইতেছে ॥ ৩১ ॥ যজ্ঞে এই ইন্দ্রের তেজঃ প্রীত হইলে, সমবেত স্তোতাগণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে, তখন নাভিস্বরূপ যজ্ঞের অভিষব-স্থানে ধন প্রদান কর ॥ ৩২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি উত্তম-বীর্যযুক্ত, উত্তম-গোযুক্ত এবং উত্তম-অশ্বযুক্ত ধন আমাদিগকে প্রদান কর। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার ন্যায় স্তব করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥

১৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র নারদ ঋষি। উষ্ণিক্।

সোম অভিষুত হইলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রই বৃদ্ধিকর বললাভার্থ মহান্ হইয়াছেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র প্রথম ব্যোমপ্রদেশে দেবসদনে যজমানের বর্ধয়িতা, তিনি কার্য পরিসমাপ্তি করেন; অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জললাভার্থ জয় করেন ॥ ২ ॥ বলবান্ ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র, সুখ অভিলষিত হইলে, তুমি আমাদের বর্ধনার্থ সখা হও ॥ ৩ ॥ হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, তোমার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী যজমানের প্রদত্ত আহুতি গমন করিতেছে। তুমি মত্ত হইয়া উহার যজ্ঞে বিরাজ কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, সোমাভিষবকারিগণ যে ধন তোমার নিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সেই ধন আমায় দান কর। আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, বিশেষদর্শী স্তোতা যখন তোমার উদ্দেশে শক্রর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় সকল গুণ তোমায় আরোহণ করে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, পূর্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর। যখনই সোমদ্বারা প্রমত্ত হও, তখনই সুকার্যকারী যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের ন্যায় বিহার করিতেছে ; স্বর্গপতি ইন্দ্র এই স্তুতিদ্বারা পরিকীর্তিত হইতেছেন ॥ ৮ ॥ বশী এক ইন্দ্রই মনুষ্যসমূহের পালয়িতা বলিয়া উক্ত হন। তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সহিত সোমাভিষবে প্রমত্ত হও ॥ ৯ ॥ হে স্তোতা বিপশ্চিৎ, বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর ; উঁহার শত্রুপরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্মানের গৃহে গমন কর ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, তুমি স্নিগ্ধরূপ, শীঘ্রগামী অশ্বের সহিত যজ্ঞে আগমন কর। যেহেতু উহাতেই তোমার সুখ ॥ ১১ ॥ হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র, আমরা স্তুতি করিতেছি, আমাদিগকে ধন প্রদান কর। স্তোতাগণকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, সূর্য উদিত হইলে তোমাকে আহ্বান করি, দিবসের মধ্যভাগে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি প্রীত হইয়া গমনশীল অশ্বের সহিত আগমন কর ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র গমন কর, গব্যমিশ্রিত অভিষুত সোমে প্রীত হও। অনন্তর আমি যেরূপ জানিতেছি, সেইরূপ পূর্বকৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর ॥ ১৪ ॥ হে শক্র, হে বৃত্রহন্, যদি দূরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক, যদি বা অন্তরীক্ষে থাক, সকল স্থান হইতে সোমপান করতঃ রক্ষাকারী হও ॥ ১৫ ॥ আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, অভিষুত সোম-সমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, হব্যযুক্ত মনুষ্যগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ মেধাবী রক্ষাভিলাষিগণ সেই ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহদ্বারা বর্ধিত করে, পৃথিবীস্থিত সমস্তলোক শাখার ন্যায় বর্ধিত করে ॥ ১৭ ॥ দেবগণ ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের স্তুতিসমূহ সর্বদা বর্ধয়িতা সেই ইন্দ্রকেই বর্ধিত করুক ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার স্তোতা অনুকূলকর্মা হইয়া কালে কালে উক্থসমূহ উচ্চারণ করে ; তুমি অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলিয়া স্তুত হও ॥ ১৯ ॥ যাঁহাদের উদ্দেশে বিশিষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সেই রুদ্রের অপত্য মরুৎগণ চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন ॥ ২০ ॥ হে ইন্দ্র, যদি তুমি আমায় সখ্য প্রদান কর ও এই সোমরূপ অন্ন পান কর ; তাহা হইলে আমরা সমস্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিতে পারিব ॥ ২১ ॥ হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, কখন তোমার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হইবে ? কখন আমাদিগকে গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত ধন দান করিবে ? ॥ ২২ ॥ হে জরারহিত ইন্দ্র, সুস্তুত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ আমাদের নিকট আনয়ন করুক ; তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ২৩ ॥ মহান্ ও বহুকর্তৃক স্তুত সেই ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি। তিনি প্রীতিকর কুশোপরি উপবেশন করুন, অনন্তর দ্বিবিধ হব্য স্বীকার করুন ॥ ২৪ ॥ হে বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র, তুমি ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্যদ্বারা আমাদিগকে বর্ধিত কর এবং আমাদের অভিমুখে প্রবৃদ্ধ অন্ন দান কর ॥ ২৫ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তুমি এই প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক হইয়া থাক ; আমি যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপ্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ করি ॥ ২৬ ॥ হে ইন্দ্র, প্রসিদ্ধ ও হর্ষান্বিত ও বিস্তীর্ণধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত করতঃ এই যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর ॥ ২৭ ॥ তোমার যে রুদ্র-পুত্র মরুৎগণ আছেন তাঁহারা শ্রেয়ণীয়, এই যজ্ঞে আগমন করুন ; আর মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যাভিমুখে আগমন করুন ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্রের এই হিংসক মরুৎ প্রভৃতি প্রজাগণ দ্যুলোকে যে স্থানে আছে, তাহা সেবা করেন এবং যাহাতে আমরা ধন লাভ করিতে পারি, এরূপ যজ্ঞে নাভিপ্রদেশে সন্নিহিত থাকেন ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর, এই ইন্দ্র দ্রষ্টব্য ফলার্থে যজ্ঞ আনুপূর্বরূপে পরিদর্শন করিয়া নিষ্পন্ন করেন ॥ ৩০ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার এই রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী। হে শতক্রতু, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ॥ ৩১ ॥ অভিষবপ্রস্তর অভীষ্টবর্ষী, মত্তা অভীষ্টবর্ষী, এই অভিষুত সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ তোমার নিকট গমন করিতেছে উহা অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ॥ ৩২ ॥ হে বজ্রবান্, তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি হব্যসেচক, আমি নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। যেহেতু তুমি তোমার উদ্দেশে কৃত স্তুতি গ্রহণ কর, অতএব তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ॥ ৩৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি। গায়ত্রী।
হে ইন্দ্র, যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়॥ ১॥ হে শক্তিমান্, যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোতাকে দান করিতে ইচ্ছা করিব এবং প্রার্থিত ধন দান করিব॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্ধক স্তুতিরূপ ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুত হইয়া ধন দান করিতে ইচ্ছা কর, তখন তোমার ধনের নিবারক দেবতা নাই, মনুষ্যও নাই॥ ৪॥ যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করিয়াছে, যেহেতু তিনি দ্যুলোকে মেঘকে শয়িত করতঃ পৃথিবীকে বৃষ্টিদানে বিবর্তিত করিয়াছেন॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি বর্ধমান এবং শত্রুগণের সমস্ত ধনের জেতা, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করিব॥ ৬॥ সোমজনিত মত্ততা হইলে ইন্দ্র দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষকে বর্ধিত করিয়াছেন, যেহেতু তিনি বলকে ভেদ করিয়াছেন॥ ৭॥ তিনি গুহামধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করতঃ অঙ্গিরাগণকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করিয়াছিলেন॥ ৮॥ ইন্দ্র দ্যুলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করিয়াছেন; দৃঢ় নক্ষত্রসকলকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, সমুদ্রের ঊর্মির ন্যায় তোমার স্তোত্রসকল শীঘ্র গমন করে, তোমার প্রমত্ততা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধনীয়, তুমি উক্থদ্বারা বর্ধনীয়, তুমি স্তোতাগণের কল্যাণকর॥ ১১॥ কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয়, সোমপানার্থ শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করিতেছে॥ ১২॥ হে ইন্দ্র, তুমি জলের ফেনাদ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলে ও সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলে॥ ১৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি মায়াদ্বারা সর্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছু দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলে॥ ১৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি সোম পান করতঃ উৎকৃষ্টতর হইয়া সোমাভিষবহীন জনসংঘদিগের পরস্পর বিরোধী করতঃ বিনাশ কর॥ ১৫॥

১৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি। উষ্ণিক্।
অনেকের আহূত, অনেকের স্তুত, সেই ইন্দ্রকে স্তব কর, বাক্যদ্বারা মহান্ ইন্দ্রের পরিচর্যা কর॥ ১॥ দুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দ্যাবা-পৃথিবীকে ধারণ করেন, শীঘ্রগমনকারী মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্যদ্বারা ধারণ করেন॥ ২॥ হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র, তুমি শোভা পাইতেছ, তুমি জেতব্য এবং শ্রবণযোগ্য ধন নিয়ত করিবার জন্য একাকী বৃত্রগণকে বধ করিতেছ॥ ৩॥ হে বজ্রবান্, তোমার হর্ষের প্রশংসা করি, উহা অভিলাষপ্রদ, সংগ্রামে শত্রুদিগের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয়॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, যে হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্যাদি দান করিয়াছিলে, সেই হর্ষে হৃষ্ট হইয়া তুমি প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের কর্তা হইয়াছ॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, পূর্বকালের ন্যায় অদ্যও উক্থ মন্ত্রোচ্চারণকারিগণ তোমার সেই বলের প্রশংসা করে। তুমি ও পর্জন্য যাহাদের স্বামী, প্রতিদিবস সেই জল জয় করে॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, স্তুতি তোমার সেই বৃহৎ বীর্য, তোমার সেই বল, কর্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করিতেছে॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, দ্যুলোক তোমার বল বর্ধিত করিতেছে, পৃথিবী তোমার যশঃ বর্ধিত করিতেছে, অন্তরীক্ষ ও মেঘ তোমায় প্রীত করে॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, মহান্, নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করিতেছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হইতেছে॥ ৯॥ তুমি বর্ষক এবং দেবজনমধ্যে সর্বাপেক্ষা দাতা, তুমি সুন্দর পুত্রাদির সহিত সমস্ত ধন ধারণ কর॥ ১০॥ হে বহুস্তুত ইন্দ্র, তুমি একাকী মহান্ শত্রুসমূহকে বিনাশ কর। কেহ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম প্রাপ্ত হয় না॥ ১১॥ হে ইন্দ্র, যে যুদ্ধে তোমাকে স্তোত্রদ্বারা রক্ষার্থে নানাপ্রকার স্তুতি করে, সেই যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্তৃক আহূত হইয়া শত্রুবল জয় কর॥ ১২॥ হে স্তোতা, আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্যাপ্ত ও পরিব্যাপ্ত রূপকে স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ কর্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের জন্য স্তুতি কর॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র ইরিম্বিঠি ঋষি। গায়ত্রী।
মনুষ্যগণের মধ্যে সম্রাট্ ইন্দ্রকে স্তব কর। তিনি স্তুতিদ্বারা স্তুত্য নেতা, শত্রুদিগের অভিভবিতা ও সর্বাপেক্ষা দাতা॥ ১॥ জলের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রে যেরূপ শোভা পায়, উক্থসকল সেইরূপ ইন্দ্রে শোভা পায়, সমস্ত শ্রবণীয় তাঁহাতে শোভা পায়॥ ২॥ উত্তম স্তুতিদ্বারা ধনলাভার্থ সেই ইন্দ্রের পরিচর্যা করিতেছি। তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভা পান, সংগ্রামে মহৎ কার্য করেন এবং তিনি বলবান্॥ ৩॥ যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিস্তীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরগণের যুদ্ধে হর্ষযুক্ত॥ ৪॥ ধনপ্রাপ্ত হইলে সেই ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনের জন্য আহ্বান কর। ইন্দ্র যাহাদের তাহারা জয়লাভ করে॥ ৫॥ সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয়; মনুষ্যগণ কর্মদ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর করেন। এই ইন্দ্রই ধনের কর্তা হয়েন॥ ৬॥ ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোক-কর্তৃক আহূত, তিনি মহৎকার্যের দ্বারা মহান্॥ ৭॥ তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুগণের অবসাদকর, তিনি বহুকর্মা, তিনি এক হইয়াও শত্রুগণের অভিভবিতা॥ ৮॥ চর্ষণিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অর্চনামন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে॥ ৯॥ তিনি প্রশস্ত ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিঃপ্রকাশক, আয়ুধদ্বারা শত্রুগণের অভিভবকর॥ ১০॥ তিনি পূরয়িতা এবং বহুকর্তৃক আহূত; তিনি আমাদিগকে সমস্ত শত্রুগণ হইতে নৌকাদ্বারা নির্বিঘ্নে পার করুন॥ ১১॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে বলের দ্বারা ধন প্রদান কর, আমাদিগকে পথ প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিমুখে সুখ প্রদান কর॥ ১২॥

১৭ সূক্ত। দেবতা: ইন্দ্র; ১৪ ইন্দ্র বা বাস্তোষ্পতি।
কণ্ব-পুত্র ইরিম্বিঠি ঋষি। গায়ত্রী; ১৪-১৫ প্রগাথ
(১৪ বৃহতী, ১৫ সতোবৃহতী)।
হে ইন্দ্র, আগমন কর, তোমার জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, এই সোম পান কর, আমাদের এই কুশোপরি উপবেশন কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনয়ন করুক, তুমি যজ্ঞে আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর॥ ২॥ আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রদ্বারা তোমায় আহ্বান করিতেছি; আমরা সোমযুক্ত এবং অভিষুতসোমবিশিষ্ট, আমরা সোমপায়ীকে আহ্বান করিতেছি॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, আমরা অভিষুতসোমযুক্ত, আমাদের অভিমুখে আগমন কর, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হও। হে শিপ্রযুক্ত, তুমি অন্ন ভক্ষণ কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তোমায় কুক্ষিদ্বয়ে সোম সেক করিতেছি। সোম ক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করুক; মধুর সোম জিহ্বাদ্বারা গ্রহণ কর॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি সুদাতা, এই মাধুর্যবান্ সোম তোমার শরীরের জন্য স্বাদু হউক, ইহা তোমার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হউক॥ ৬॥ হে লোকপতি ইন্দ্র, স্ত্রীর ন্যায় সংবৃত এই সোম তোমার নিকট গমন করুক॥ ৭॥ বিস্তীর্ণকন্দরবিশিষ্ট, স্থূল-উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র সোমরূপ অন্নজনিত হর্ষ উদয় হইলে শত্রুগণকে বিনাশ করেন॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তুমি সমস্ত জগতের স্বামী হইয়া আমাদের অগ্রে গমন কর; হে বৃত্রহা, তুমি শত্রুগণকে বধ কর॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, যাহার দ্বারা তুমি সোমাভিষবকারীকে ধন দাও, তোমার সেই অঙ্কুশ দীর্ঘ হউক॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, এই সোম তোমার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ কুশে বিশেষরূপে শোভিত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ সোমের অভিমুখে আগমন কর। নিকটে গমন কর ও পান কর॥ ১১॥ হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাতপূজাবিশিষ্ট ইন্দ্র, তোমার সুখের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, হে আখণ্ডল, উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহূত হইয়াছ॥ ১২॥ হে শৃঙ্গবৃষার পুত্র ইন্দ্র, তোমার যে উৎকৃষ্ট রক্ষক কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ আছে, তাহাতে ঋষিগণ মন দিয়াছিলেন॥ ১৩॥ হে বাস্তোষ্পতি, স্থূণা দৃঢ় হউক, আমরা সোমসম্পাদক, আমাদের স্কন্ধে রক্ষাসমর্থক বল হউক, ক্ষরণশীল, বহুপুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিদিগের মিত্র হউন॥ ১৪॥ সর্পের ন্যায় সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হইয়াও বহুতর শত্রুকে অভিভূত করেন। স্তোতা ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে॥ ১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ সূক্ত। দেবতা : আদিত্যগণ ; ৪,৬,৭ অদিতি ; ৮ অশ্বিদ্বয় ;
৯ অগ্নি, সূর্য ও অনিল। কণ্ব-পুত্র ইরিম্বিঠি ঋষি। উষ্ণিক্।
এই সকল আদিত্যগণের নিকট মনুষ্য অপূর্ব সুখ যাচ্ঞা করে॥ ১॥ এই আদিত্যগণের পথ শত্রুকর্তৃক অপ্রতিগত ও অহিংসিত, অতএব সেই পালনশীল মার্গ সুখবর্ধক॥ ২॥ আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচ্ঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদিগকে সেই সুখ প্রদান করুন॥ ৩॥ হে দেবি, বহুলোকের প্রিয় অদিতি, তুমি প্রতিপালন করিলে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তুমি প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সহিত সুন্দরভাবে আগমন কর॥ ৪॥ অদিতির সেই পুত্রগণ দ্বেষ্টাগণকে পৃথক করিতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্মকর্তা রক্ষকগণ পাপ হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে জানেন॥ ৫॥ অদিতি আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন, অদ্বয়া অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন, সর্বদা বর্ধনশীল রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন॥ ৬॥ স্তুতিযোগ্য অদিতি রক্ষার সহিত দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন ; সেই অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন॥ ৭॥ প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের হইতে পাপ পৃথক করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন॥ ৮॥ অগ্নি নানা অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য সুখপ্রদ হইয়া তাপ দান করুন, বায়ু তাপশূন্য হইয়া বাহিত হউন ও শত্রুগণকে দূরীভূত করুন॥ ৯॥ হে আদিত্যগণ, রোগ দূরীভূত কর, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর, দুর্মতি দূরীভূত কর। আদিত্যগণ আমাদিগকে পাপ হইতে পৃথক করুন॥ ১০॥ হে আদিত্যগণ, হিংসককে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, দুর্মতিকে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, হে সর্বজ্ঞগণ, শত্রুদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর॥ ১১॥ হে সুদানশীল আদিত্যগণ, তোমাদের যে কল্যাণ পাপী স্তোতাকেও পাপ হইতে মুক্ত করে, আমাদিগকে সেই কল্যাণ প্রদান কর॥ ১২॥ যে কোন মনুষ্য আমাদিগকে রাক্ষস ভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্যের দ্বারাই হিংসিত হউক ; সে ব্যক্তি অপগত হউক॥ ১৩॥ যে দুষ্কৃতিশালী মনুষ্য আমাদিগকে আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধনপ্রাপ্ত হউক॥ ১৪॥ হে বাসপ্রদ আদিত্য দেবগণ, তোমার পক্ষবুদ্ধি স্তোতার নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও॥ ১৫॥ আমরা মেঘসম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজনা করিতেছি। হে দ্যাবা-পৃথিবী, পাপকে আমাদের নিকট হইতে দূর দেশে প্রেরণ কর॥ ১৬॥ হে বসু আদিত্যগণ, তোমরা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদিগকে সমস্ত দূরিত হইতে পার কর॥ ১৭॥ হে আদিত্যগণ, তোমরা সুন্দরতেজোবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ুঃ প্রেরণ কর॥ ১৮॥ হে আদিত্যগণ, আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্তমান, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমরা সর্বদা তোমাদেরই হইব॥ ১৯॥ মরুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট বৃহৎ শীতাদিনিবারক গৃহ মঙ্গলার্থ যাচ্ঞা করি॥ ২০॥ হে মিত্র, হে অর্যমা, হে বরুণ, হে মরুৎগণ, তোমরা সকলে হিংসারহিত পুত্রাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এই তিনের নিবারক গৃহ প্রদান কর॥ ২১॥ হে আদিত্যগণ, যে মনুষ্যগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাহাদের জীবনার্থ আয়ুঃ উত্তমরূপে বর্ধিত কর॥ ২২॥

১৯ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৩৪-৩৫ আদিত্যগণ ; ৩৬-৩৭ পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যু। কণ্ব-পুত্র সোভরি ঋষি।
১-২৬ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ ককুপ্, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ; ২৭ দ্বিপদা বিরাট্ ;
২৮-৩৩ প্রগাথ (জোড়-সংখ্যক ঋক্ ককুপ্, বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ;
৩৪ উষ্ণিক্ ; ৩৫ সতোবৃহতী ; ৩৬ ককুপ্ ; ৩৭ পংক্তিঃ।
হে স্তোতা, প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি হব্য স্বর্গে লইয়া যান ; ঋত্বিক্‌গণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন॥ ১॥ হে মেধাবী সোভরি, বিভূতদানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান্ সোমসাধ্য এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি কর ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্তা ; আমরা তোমার ভজনা করি ॥ ৩ ॥ অন্নের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য করিয়া এবং জলদেবতাগণের সুখার্থ যজ্ঞ করুন ॥ ৪ ॥ যে মনুষ্য যমিদ্‌দ্বারা অগ্নির পরিচর্যা করে, যে আহুতিদ্বারা ও বেদদ্বারা পরিচর্যা করে, যে সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট হইয়া নমস্কারদ্বারা পরিচর্যা করে ॥ ৫ ॥ তাহারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান্ হয়, তাহারই যশঃ সর্বাপেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্যকৃত পাপ তাহার নিকট যাইতে পারে না ॥ ৬ ॥ হে বলের পুত্র, হে অন্নপতি, তোমার অঙ্গভূত অগ্নিসমূহের দ্বারা উত্তমাগ্নিযুক্ত হইব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদিগকে কামনা কর ॥ ৭ ॥ প্রশংসাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোতাগণের হিতকর, রথের ন্যায় ফল-প্রাপক। হে অগ্নি, তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি ধনের রাজা ॥ ৮ ॥ হে সুভগ অগ্নি, যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত হউক, সে প্রশংসনীয় হউক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হউক ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, যাহার যজ্ঞের জন্য তুমি ঊর্ধ্ব হইয়া থাক, সে নিবাসশীল বীরযুক্ত হইয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা জয় ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় হউক, সে মেধাবী ও বীরগণের সহিত মিলিত হয় ॥ ১০ ॥ বিশ্বের বরণীয়, রূপবান্ অগ্নি যাহার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন, তাহার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥ হে বলের পুত্র বসু অগ্নি, মেধাবী অথবা স্তোতার হব্যদানে ত্বরাবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্ত্যগণের উপরি ব্যাপ্ত কর ॥ ১২ ॥ যে হব্যদান ও নমস্কারের দ্বারা শোভনবলযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করে, অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামী তেজোবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্যা করে, সে সমৃদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥ যে মনুষ্য এই অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে কর্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হইয়া দ্যোতমান্ অন্নদ্বারা জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, যে ধন গৃহে রাক্ষসদিগকে অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সেই ধন আহরণ কর ॥ ১৫ ॥ যে অগ্নির তেজের দ্বারা বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যাহার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্তোত্রজ্ঞ হইয়া এবং ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হইয়া, হে অগ্নি, তোমার সেই তেজের পরিচর্যা করি ॥ ১৬ ॥ হে মেধাবী দ্যুতিমান্ অগ্নি, যে মেধাবিগণ মনুষ্যদিগের সাক্ষিস্বরূপ সুন্দরকর্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তাহারাই উৎকৃষ্টধ্যানযুক্ত হয় ॥ ১৭ ॥ হে সুভগ, তাহারাই তোমার জন্য বেদি প্রস্তুত করে, আহুতি প্রদান করে, দ্যুতিমান্ দিনে অভিষবার্থ উদ্যোগ করে, তাহারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তাহারাই তোমাতে অভিলাষ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥ আহুত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হউন। হে সুভগ অগ্নি, তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হউক, যজ্ঞে কল্যাণকর হউক, স্তুতি কল্যাণকর হউক ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নি, সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদিগের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা তোমার ভজনা করিব ॥ ২০ ॥ আমরা স্তুতিদ্বারা মনুকর্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা করি, তিনি সর্বাপেক্ষা যজ্ঞকারী, হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্তৃক প্রেরিত হন ॥ ২১ ॥ তীক্ষ্ণজ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান অগ্নির উদ্দেশে, হে স্তোতা, অন্নবিষয়ে গান কর। অগ্নি সুনৃতবাক্যদ্বারা স্তুত ও ঘৃতদ্বারা আহুত হইয়া স্তোতাকে শোভন-বীর্য দান করে ॥ ২২ ॥ ঘৃতের দ্বারা আহুত অগ্নি যখন ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন অসুর সূর্যের ন্যায় আপনার রূপ প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥ যে মনুকৃত আহিত দ্যোতমান্ অগ্নি সুগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান্, মরণরহিত সেই অগ্নি ধনের পরিচর্যা করেন ॥ ২৪ ॥ হে বলের পুত্র আহুত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি, আমি মর্ত্য, আমি যেন তুমি হইতে পারি ॥ ২৫ ॥ হে বসু, তোমাকে মিথ্যাপবাদের জন্য তিরস্কার করিব না, হে সত্য, তোমায় পাপের জন্য তিরস্কার করিব না। আমার স্তোতা অনভিমত বচনদ্বারা তোমার প্রতি আক্রোশ করিবে না। দুর্বুদ্ধি শত্রু যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপবুদ্ধিদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের বাধা দিতে না পারে ॥ ২৬ ॥ পুত্র পিতার উদ্দেশে যেরূপ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগণের উদ্দেশে এইরূপ আমাদের হব্য প্রেরণ করেন ॥ ২৭ ॥ হে বসু, তোমার নিকটবর্তী রক্ষাদ্বারা, আমি মর্ত্য, আমি যেন সর্বদা প্রীতি সেবা করিতে পারি ॥ ২৮ ॥ হে অগ্নি, তোমার পরিচর্যাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, তোমায় হব্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করিব। হে বসু, তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধি, তোমাকেই আমার রক্ষক বলিয়া বলে। হে অগ্নি, দানার্থ হৃষ্ট হও ॥ ২৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি যাহার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপুর্ণ রক্ষাদ্বারা সে প্রবর্ধিত হয় ॥ ৩০ ॥ হে সোমসিক্ত, দ্রবণবান্, নীড়বান্, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি, তোমার জন্য সোম গৃহীত হইতেছে; তুমি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও ॥ ৩১ ॥ সোভরিগণ রক্ষার্থ অগ্নির নিকট গমন করিতেছে, তিনি সহস্রতেজোবিশিষ্ট, সম্রাট্ এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আগমন করেন ॥ ৩২ ॥ হে অগ্নি, অন্য অগ্নিসকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে। মনুষ্যগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করতঃ অন্য স্তোতার ন্যায় দ্যোতমান্ অন্ন প্রাপ্ত হইব ॥ ৩৩ ॥ হে দ্রোহরহিত, উত্তম-দানবিশিষ্ট আদিত্যগণ, সমস্ত হবিষ্মান্‌গণের মধ্যে যাহাকে পারে লইয়া যাও, সেই ফল লাভ করে ॥ ৩৪ ॥ হে শোভমান, শত্রুগণের অভিভবিতা আদিত্যগণ, তোমরা মনুষ্যদিগের বিনাশকর শত্রুবর্গকে অভিভূত কর। হে বরুণ, হে মিত্র, হে অর্যমা, সেই আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হইব ॥ ৩৫ ॥ পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে ৫০ জন বন্ধু প্রদান করিয়াছেন; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য এবং সৎপতি ॥ ৩৬ ॥ সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণদিগের নেতা, পুজনীয় ধনদানার্হ ২১০-সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যু অন্ন ও ধন দান করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

২০ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। কণ্ব-পুত্র সোভরি ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ ককুপ্, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী);
১৪ সতোবিরাট্।

হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ, তোমরা আগমন কর, হিংসা করিও না, তোমরা সমানক্রোধবিশিষ্ট হইয়া দৃঢ় পর্বতকেও কম্পিত কর; আমাদিগের অন্যত্র থাকিও না ॥ ১ ॥ হে দীপ্তনিবাসযুক্ত রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, সুন্দরদীপ্তিযুক্ত দৃঢ়-নেমিযুক্ত রথে আগমন কর। হে সকলের স্পৃহণীয়গণ, তোমরা সোভরিকে কামনা করতঃ অন্নের সহিত অদ্য আমাদের যজ্ঞে আগমন কর ॥ ২ ॥ কর্মবান্ ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় জলের সেক্তা রুদ্রপুত্র মরুৎগণের উগ্র বল জানি ॥ ৩ ॥ হে সুন্দর-আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ, তোমরা যখন কম্পিত কর, তখন দ্বীপসকল পতিত হয়; স্থাবর পদার্থ দুঃখপ্রাপ্ত হয়; দ্যাবা-পৃথিবী কম্পিত হয়, গমনশীল জল প্রগত হয় ॥ ৪ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা গমন করিলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয় ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের দলের গমনার্থ দ্যুলোক বৃহৎ অন্তরীক্ষ ত্যাগ করতঃ ঊর্ধ্বগত হইয়াছেন। বহুবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীরে ধারণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ দীপ্ত বলবান্, বর্ষণরূপ ও অকুটিলরূপ নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হইতেছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভব মরুৎগণ আমাদের অন্নভোগ ও প্রীতিপ্রদ হউন ॥ ৮ ॥ হে সোমবর্ষী অধ্বর্যুগণ, বৃষ্টিপ্রদ মরুৎ-গণের বলার্থ হব্য আহরণ কর। ঐ বলদ্বারা তাঁহারা সেক্তা ও প্রকৃষ্টগমনযুক্ত হয়েন ॥ ৯ ॥ নেতা মরুৎগণ সেচন-সমর্থ, অশ্বযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদরূপযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদনাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়াসে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আগমন করুন ॥ ১০ ॥ মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরূপই। দীপ্যমান্ সুবর্ণময় হার শোভা পাইতেছে। বাহুর উপরিভাগে আয়ুধসকল অত্যন্ত দ্যুতিলাভ করিতেছে ॥ ১১ ॥ উগ্রবৃষ্টিপ্রদ, উগ্রবাহুযুক্ত মরুৎগণ আপনার শরীরে যত্ন করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। হে মরুৎগণ, তোমাদের রথে ধনুসকল ও আয়ুধসকল স্থির এবং দৃঢ় হইয়াছে, অতএব সেনামুখে তোমাদেরই জয় হয় ॥ ১২ ॥ উদকের ন্যায় সর্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হইয়াই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের ন্যায় ভোগার্থ পর্যাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥ তাঁহাদিগকে বন্দনা কর, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। আমরা আর্য স্বামীর হীন সেবকের ন্যায় কম্পোৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক, তাহাদের দান মহত্ত্বযুক্ত ॥ ১৪ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের রক্ষা লাভ করিয়া স্তোতা অতীত দিবসসমূহে সুভগ হইয়াছে, যে স্তোতা, সে অবশ্য তোমাদেরই হয় ॥ ১৫ ॥ হে নেতাগণ, তোমরা হব্যভক্ষণার্থ যে হবিষ্মান্ ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন কর, হে কম্পোৎপাদক, মরুৎগণে দ্যুতিমান্ অন্ন এবং অন্নসম্ভোগদ্বারা তোমাদের দেয় সুখ তাহাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥ রুদ্রের পুত্র অসুরের বিধাতা, নিত্যতরুণ মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া যাহাতে আমাদের কামনা করেন, এই স্তোত্র সেইরূপ হউক ॥ ১৭ ॥ যে সুন্দরদানবিশিষ্ট যজমান মরুৎগণকে পূজা করে, যাহারা সেক্তাগণকে হব্যদ্বারা পূজা করে, আমরা এই উভয় প্রকারের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে আগমন করতঃ মিলিত হও ॥ ১৮ ॥ হে সোভরি, নিত্যতরুণ, অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে, কৃষকগণ যেরূপ বলীবর্দের স্তব করে, সেইরূপ স্তব কর ॥ ১৯ ॥ সমস্ত যুদ্ধে যোদ্ধাগণ আহ্বান করিলে মরুৎগণ অভিভবকর হয়। আহ্বানযোগ্য মল্লের ন্যায় সম্প্রতি আহ্লাদকর, বৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাক্যদ্বারা বন্দনা করি ॥ ২০ ॥ হে সমানক্রোধশীল মরুৎগণ, গোসমূহ একজাতি বলিয়া সমান বন্ধুযুক্ত হইয়া চারিদিকে পরস্পর লেহন করিতেছে ॥ ২১ ॥ হে নৃত্যকারী, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বলআভরণযুক্ত মরুৎগণ, মনুষ্যও তোমাদের সখ্য উদ্দেশে গমন করিতেছে। অতএব আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। সর্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্বদাই আছে ॥ ২২ ॥ হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা মরুৎগণ, তোমাদিগের ঔষধ আনয়ন কর ॥ ২৩ ॥ হে মরুৎগণ, যাহাদ্বারা সমুদ্রকে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা যজমানের শত্রুকে হিংসা কর, যাহাদ্বারা তৃষ্ণজকে কৃপা প্রদান করিয়াছিলে, হে সুখোৎপাদক শত্রুরহিতগণ, সেই কল্যাণকর সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন কর ॥ ২৪ ॥ হে সুন্দর-যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ, সিন্ধুনদে, অসিক্নীতে, সমুদ্রে ও পর্বতে যে ঔষধ আছে ॥ ২৫ ॥ তোমরা সেইসকল ঔষধ জানিয়া আমাদের শরীরার্থ আনয়ন কর। তদ্দ্বারা আমাদের চিকিৎসা কর। হে মরুৎগণ, আমাদের মধ্যে যাহাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেইরূপে বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ কর ॥ ২৬ ॥

২১ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১৭-১৮ চিত্র। কণ্ব-পুত্র সোভরি ঋষি।
প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ ককুপ্, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।
হে অপূর্ব ইন্দ্র, আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানারূপধারী ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, যজ্ঞরক্ষার্থ তোমার নিকট যাইতেছি। এই ইন্দ্র শত্রুদিগের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র, তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করিতেছি ॥ ২ ॥ হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র, আগমন কর। এইসকল সোম তোমারই, তুমি পান কর ॥ ৩ ॥ আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমান্, তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা করিব। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র, তোমার যে তেজঃ আছে, সেই সমস্ত তেজের সহিত সোমপানার্থ আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষিসমূহের ন্যায় নিষণ্ণ হইয়া আমরা তোমারই স্তব করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, এই স্তোত্রের সহিত তোমার অভিমুখে তোমারই স্তব করিব। তুমি কেন বারংবার চিন্তা করিতেছ ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদিগের কর্ম তোমারই নিকটে আছে ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার রক্ষা লাভ করিয়া আমরা নূতন হইব। হে বজ্রধারী ইন্দ্র, পূর্বে জানিতাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না যে, তুমি মহান্। সম্প্রতি জানিয়াছি ॥ ৭ ॥ হে শূর ইন্দ্র, আমরা তোমার সখিত্ব জানিয়াছি, তোমার ভোজ্য জানিয়াছি। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তোমার সখ্য ও ধন যাচ্ঞা করিতেছি। হে বাসপ্রদ, সুন্দরহনুবিশিষ্ট ইন্দ্র, গোযুক্ত সমস্ত অন্নে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর ॥ ৮ ॥ হে সখাগণ, যে ইন্দ্র পূর্বকালে এই প্রশস্ত ধন আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের রক্ষার্থ তাঁহাকেই স্তব করিতেছি ॥ ৯ ॥ হরিবর্ণ-অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে, যে কেহ আনন্দিত হয়, সেই স্তব করে। মঘবা ইন্দ্র তাঁহার স্তোতা বলিয়া আমাদিগকে শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ আনয়ন করিয়া দিন ॥ ১০ ॥ হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র, তোমাকে সহায় করিয়া গোবিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধে অতি ক্রোধান্বিত শত্রুকে নিরাকৃত করিব ॥ ১১ ॥ হে পুরুহূত ইন্দ্র, আমাদিগের হিংসাকারিগণকে যুদ্ধে জয় করিব। পাপবুদ্ধি লোককে পরাভূত করিব। মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিব। কর্ম বর্ধিত করিব। হে ইন্দ্র, আমাদের কর্মসকল রক্ষা কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা লাভ করিয়া থাক ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, ধনবান্ মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না ? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি তোমার হিংসা করে। যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর, তখনই সে পিতার ন্যায় তোমায় আহ্বান করে ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার মত দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হইয়া সোমাভিষবশূন্য যেন না হই। সোম অভিষুত হইলে একত্রে উপবেশন করিব ॥ ১৫ ॥ হে গোপ্রদ ইন্দ্র, আমরা তোমার। আমরা যেন ধনশূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। তুমি স্বামী, তুমি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন কর। তোমার দান কেহই হিংসা করিতে পারে না ॥ ১৬ ॥ আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমার এই ধন দিয়াছেন ? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়াছেন ? অথবা হে চিত্র, তুমিই দিয়াছ ? ॥ ১৭ ॥ অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্ররাজাই সহস্র এবং অযুত ধনদ্বারা তাহাদিগকে প্রীত করেন ॥ ১৮ ॥

২২ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্ব-পুত্র সোভরি ঋষি।
১-৬ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী); ৭ বৃহতী; ৮ অনুষ্টুপ্ ; ১১ ককুপ্ ; ১২ মধ্যেজ্যোতি ; প্রগাথ (৯,১৩,১৫,১৭ ককুপ্ ; ১০,১৪,১৬,১৮ বৃহতী)।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সুন্দর-আহ্বানযুক্ত ও রুদ্রবর্ণ, তোমরা সূর্যার জন্য যে রথে আরোহণ করিয়াছিলে, অন্ন রক্ষার্থ সেই দর্শনীয় রথ আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ হে সোভরি, কল্যাণকর স্তুতিদ্বারা এই রথকে প্রসন্ন কর। ইহা প্রাচীনগণের পোষক, সুন্দর-আহ্বানযুক্ত ও সকলের স্পৃহণীয়। ইহা সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও উপদ্রবরহিত ॥ ২ ॥ শত্রুদিগের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর গৃহগামী, হে অশ্বিদ্বয়, এই কর্ম-রক্ষার্থে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে আমাদের অভিমুখ করিব ॥ ৩ ॥ তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র তোমাদের সহিত গমন করে। তোমরা সকল কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাক। হে জলপতিদ্বয়, তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রথে তিনটি বন্ধুর আছে, উহার বল্গা সুবর্ণনির্মিত। উহা প্রসিদ্ধ হইয়া দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিভব করে। হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা পূর্বোক্ত রথে আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, পুরাতন দ্যুলোকস্থিত জল মনুকে প্রদান করতঃ তোমরা লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ। হে জলপতি অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগকে অন্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের পথে আমাদের নিকট আগমন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয়, এই পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষিকে প্রভূত ধনদানদ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমাদের জন্য প্রস্তরদ্বারা এই সোম অভিষুত হইয়াছে, সোমপানার্থ আগমন কর, হব্যদায়ীর গৃহে পান কর ॥ ৮ ॥ হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ কর ॥ ৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যাহাদ্বারা পক্থকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অধ্রিগুকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত রক্ষার সহিত শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট আগমন কর। আর আতুরের চিকিৎসা কর ॥ ১০ ॥ আমরা মেধাবী ও স্বকার্যে ত্বরাবান্, হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্বকার্যে ত্বরাবান্। তোমাদিগকে দিবসের এই কালে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি ॥ ১১ ॥ হে বর্ষণশীল অশ্বিদ্বয়, সেই সমস্ত রক্ষার সহিত নানারূপবিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এই আহ্বানের অভিমুখে আগমন কর, তোমরা হব্যাভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, তোমরা যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ কর। যাহাদ্বারা কূপকে বর্ধিত কর, তাহার সহিত আগমন কর ॥ ১২ ॥ দিবসের এই কালে সেই অশ্বিদ্বয়কে যে অভিবাদন করতঃ তাঁহাদিগকে স্তব করিতেছি, তাঁহাদের নিকটেই স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ১৩ ॥ তাঁহারা জলপতি ও রুদ্রবর্ম্মা। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিব। হে অন্নধন রুদ্রদ্বয়, মনুষ্য-শত্রুর হস্তে আমাদিগকে প্রদান করিও না ॥ ১৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, লোকের সহিত মিলিত হওয়াই তোমাদের স্বভাব। আমি সুখের যোগ্য, প্রাতঃকালে আমার জন্য সুখ আনয়ন কর। আমি সোভরি, আমি পিতার ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিব ॥ ১৫ ॥ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, অভিলাষপ্রদ, শত্রুগণের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদ্বয়, শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষণার্থ নিকটবর্তী হও ॥ ১৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অত্যন্ত সোম পান করিয়া থাক। তোমরা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্যবিশিষ্ট করিয়া আগমন কর ॥ ১৭ ॥ যাহার দান সুন্দর, যাহার বীর্য সুন্দর, যাহার সুন্দর রূপ সকলের বরণীয়, বলবান্ ব্যক্তি যাহা অভিভব করিতে পারে না, সেই ধন্ আমরা ধারণ করিতেছি। হে অন্নধন অশ্বিদ্বয়, তোমাদের আগমন হইলে সমস্ত ধন লাভ করিব ॥ ১৮ ॥

২৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ব্যশ্ব-পুত্র বিশ্বমনা ঋষি। উষ্ণিক্।

অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই অগ্নিকে স্তুতি কর। যাঁহার দীপ্তি কেহ গ্রহণ করিতে পারে না; যাঁহার ধূম সর্বতঃ সঞ্চারিত হয়, সেই অগ্নির পূজা কর ॥ ১ ॥ হে সর্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি, মাৎসর্যশূন্য যজমানের জন্য রথাদিদাতা অগ্নিকে বাক্যদ্বারা স্তব কর ॥ ২ ॥ শত্রুদিগের বাধাপ্রদ এবং ঋক্সমূহের দ্বারা অর্চনীয় অগ্নি যাহাদিগের অন্ন ও সোমরস জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করেন, তাহারা ধন লাভ করে ॥ ৩ ॥ অত্যন্ত দীপ্তিমান্, সন্তাপপ্রদ, দণ্ডবিশিষ্ট, সুন্দরদীপ্তিশালী ও যজমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গত হইল ॥ ৪ ॥ হে সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি, সম্মুখভাগে বৃহৎ দীপ্তিদ্বারা সুশোভিত হইয়া এবং স্তূয়মান হইয়া তুমি দ্যুতিমতী শিখার সহিত উদ্গত হও ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, দেবগণকে হব্যের পর হব্য প্রদান করতঃ সুন্দর স্তোত্রের সহিত গমন কর। যেহেতু তুমি হব্যবাহী দূত ॥ ৬ ॥ মনুষ্যদিগের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে এই বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিতেছি। তোমাদের জন্যই তাঁহাকে স্তব করিতেছি ॥ ৭ ॥ অদ্ভুতপ্রজাবিশিষ্ট, বন্ধুবিশিষ্ট এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থ্যপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥ হে যজ্ঞাভিলাষিগণ, এই যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবান্ অগ্নিকে হব্যযুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যদ্বারা সেবা কর ॥ ৯ ॥ আমাদের সুনিয়মবদ্ধ যজ্ঞসকল অঙ্গিরা অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী ॥ ১০ ॥ হে জরারহিত অগ্নি, তোমার দীপ্যমান বৃহৎ রশ্মিসকল অভীষ্টবর্ষী হইয়া অশ্বের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছে ॥ ১১ ॥ হে বলপতি, তুমি আমাদের উদ্দেশে উত্তমবীর্যযুক্ত ধন দান কর। আমাদের পুত্র-পৌত্রের যে ধন আছে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধকালে রক্ষা কর ॥ ১২ ॥ মনুষ্যগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হইয়া যখনই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত হন তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন ॥ ১৩ ॥ হে বীর লোকপতি অগ্নি, আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজোদ্বারা দগ্ধ কর ॥ ১৪ ॥ যে হব্যদায়ী ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যশত্রু মায়াদ্বারাও তাঁহাকে বশ করিতে পারে না ॥ ১৫ ॥ আপনাকে ধনবর্ষী করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্যশ্বনামক ঋষি তোমাকে প্রীত করিয়াছিলেন। যেহেতু তুমি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের জন্য তাঁহাকে সন্দীপিত করি ॥ ১৬ ॥ তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, মনুর গৃহে উশনা তোমাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি, বিশ্বদেবগণ মিলিত হইয়া তোমাকেই দূত করিয়াছিলেন। হে দেব অগ্নি, তুমি প্রধান, তুমি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞার্হ হইয়াছিলে ॥ ১৮ ॥ অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবর্ত্মা ও তেজোবিশিষ্ট এই অগ্নিকে বীর মনুষ্য দূত করিয়াছে ॥ ১৯ ॥ আমরা স্রুক্ গ্রহণ করতঃ সুন্দরদীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজোবিশিষ্ট, মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২০ ॥ যে মনুষ্য হব্যদায়িগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে, সে প্রচুর পুষ্টিকর বীরবিশিষ্ট অন্ন লাভ করে ॥ ২১ ॥ দেবগণের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকট হব্যযুক্ত স্রুক্ নমস্কারপূর্বক আগমন করিতেছে ॥ ২২ ॥ আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের ন্যায় স্তুতিদ্বারা প্রশস্যতম, পূজ্যতম ও শুভ্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করিতেছি ॥ ২৩ ॥ হে ব্যশ্ব-পুত্র ঋষি, তুমি স্থূল যূপের ন্যায় গৃহভব, মহান্ অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা অর্চনা কর ॥ ২৪ ॥ মেধাবিগণ মনুষ্যগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন অগ্নিকে রক্ষার্থ স্তব করিতেছে ॥ ২৫ ॥ হে অগ্নি, সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে তুমি কুশোপরি উপবিষ্ট হও। তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি মনুষ্যপ্রদত্ত হব্য স্বীকার কর ॥ ২৬ ॥ হে অগ্নি, বরণীয় বহু ধন আমাদিগকে প্রদান কর। বহুলোকের স্পৃহণীয়, সুন্দর-বীর্যবিশিষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসহিত কীর্তিযুক্ত ধন আমাদিগকে দান কর ॥ ২৭ ॥ তুমি বরণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা। যাহারা সুন্দর সাম গান করে, তাহাদের উদ্দেশে সর্বদা ধনাদি প্রেরণ কর ॥ ২৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ২৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান্, সম্যক্ শোভমান ও পবিত্রবলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আনয়ন কর ॥ ৩০

২৪ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ২৮-৩০ সুষাম-পুত্র বরু।
ব্যশ্ব-পুত্র বিশ্বমনা ঋষি। উষ্ণিক্ ; ৩০ অনুষ্টুপ্।

হে মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ, বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিব। তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নেতা, সর্বাপেক্ষা শত্রুধর্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বলদ্বারা বিখ্যাত, বৃত্রকে হনন করতঃ বৃত্রহা হইয়াছ, তুমি শূর, তুমি ধনদ্বারা ধনবান্ ব্যক্তিদিগেরও অধিক দান করিয়া থাক ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তূয়মান হইয়া নানাবিধ বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদিগকে প্রদান কর। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি নির্গমনকালেই শত্রুগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের জন্য ধন প্রকাশ কর। হে শত্রুনাশক, তুমি স্তূয়মান হইয়া সাহংকারমনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৪ ॥ হে অশ্ববান্ ইন্দ্র, প্রতি যোদ্ধাগণ গোসমূহের অন্বেষণবিষয়ে তোমার দক্ষিণহস্ত নিবারণ করে না, বামহস্তও নিবারণ করে না, প্রতিরোধকারিগণও করে না ॥ ৫ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, স্তুতিবাক্যদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইব, এইরূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠপ্রাপ্ত হয়। তুমি স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ কর, তাহার মানস পূর্ণ কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রু নাশ করিয়াছ, হে উগ্র, বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ, বিশ্বমনানামক ঋষির সমস্ত কর্মে উপস্থিত হও ॥ ৭ ॥ হে বৃত্রহা, হে শূর, হে পুরুহূত ইন্দ্র, নূতন স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ, এই ধন আমরা লাভ করিব ॥ ৮ ॥ হে সকলের নর্তয়িতা ইন্দ্র, তোমার বল শত্রুগণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিভব করিতে পারে না। হে পুরুহূত, তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর, তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না ॥ ৯ ॥ হে অতিশয় পূজনীয়, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র, মহাফললাভার্থ উদর সিক্ত কর। হে মঘবা, তুমি দৃঢ় শত্রুপুর-সকল ধনলাভার্থ নষ্ট কর ॥ ১০ ॥ হে বজ্রবান্ মঘবা ইন্দ্র, আমরা পূর্বে তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করিয়াছিলাম। তোমার ধন ও রক্ষা আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১১ ॥ হে নর্তয়িতা, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, অন্ন, দ্যুতিমান্, যশঃ ও বললাভার্থ তোমা ভিন্ন আর কাহারও কাছে যাইব না ॥ ১২ ॥ তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেই সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি আপনার মহত্ত্ব ও অন্নের সহিত ধনাদি প্রেরণ করেন ॥ ১৩ ॥ হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী ব্যশ্বঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, পূর্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান্, সামর্থ্যবান্, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেহ জন্মে নাই ॥ ১৫ ॥ হে অধ্বর্যু, তুমি মদকর অন্নের সর্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এই বীর ও বর্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে ॥ ১৬ ॥ হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র, তোমার পূর্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা অথবা ধন আছে বলিয়া অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥ আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১৮ ॥ হে মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা শীঘ্র আগমন কর, স্তাতযোগ্য নেতা ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। এই ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুসেনা অভিভব করেন ॥ ১৯ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, যে ইন্দ্র স্তুতিরোধ করেন না, স্তোত্র অভিলাষ করেন, সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে ঘৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বল ॥ ২০ ॥ যে ইন্দ্রের বীর কর্ম অপরিমিত, যাঁহার ধন শত্রুগণ পাইতে পারে না এবং যাঁহার দান জ্যোতির ন্যায় সমস্ত স্তোতাগণকে ব্যাপ্ত করে ॥ ২১ ॥ সেই অহিংসনীয়, বলবান্, স্তোতাগণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে ব্যশ্বঋষির ন্যায় স্তব কর। স্বামী ইন্দ্র হব্যদায়ীকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন ॥ ২২ ॥ হে বৈয়শ্ব মনুষ্যগণের দর্শম, অতএব নূতন সুবিদ্বান্, সর্বদা নমস্কারযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি কর ॥ ২৩ ॥ আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজমানগণকে জানিতে পারে, সেইরূপে হে বজ্রহস্তা, নির্ঋতিগণকে কিরূপে বর্জন করিতে হয়, তাহা তুমিই জান ॥ ২৪ ॥ অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র, কর্মকারী যজমানের জন্য আমাদিগকে তোমার আশ্রয় দান কর। কুৎসনামক ঋষির জন্য দুই প্রকারে শত্রুগণকে বধ করিয়াছ। আমাদিগকে সেই রক্ষা প্রদান কর ॥ ২৫ ॥ হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র, তুমি স্তোতব্য, তোমারই নিকট গচ্ছিত রাখিবার জন্য ধন যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি আমাদের সমস্ত শত্রুসেনার অভিভবকারী হও ॥ ২৬ ॥ যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে আর্যদিগকে প্রেরণ করেন, হে বহুধন, দাসের বধার্থ অস্ত্র অবনত কর ॥ ২৭ ॥ হে বরুরাজা, সুষামরাজার উদ্দেশে পূর্বকালে যেরূপ যাচকগণকে ধন দিয়াছিলে, সেইরূপ এক্ষণে ব্যশ্বকে প্রদান কর। হে সৌভাগ্যশালিনী অন্নবতী উষা, তুমিও ধন দান কর ॥ ২৮ ॥ হে মনুষ্যগণের হিতকর সোমবান্, যজমানের দক্ষিণা সোমবিশিষ্ট ব্যশ্ব-পুত্রের নিকট আগমন করুক। শতসহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট স্থূল ধন আমাদের নিকট আগমন করুক ॥ ২৯ ॥ হে উষাদেবী, যাহারা 'কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা তোমার অগ্রবর্তী। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায়', তাহা হইলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ, শত্রুনিবারক এই বরুরাজা গোমতীতীরে অবস্থান করিতেছে, এই কথা বলিও ॥ ৩০ ॥

২৫ সূক্ত। দেবতা : মিত্র ও বরুণ ; ১০-১২ বিশ্বদেবগণ।
ব্যশ্ব-পুত্র বিশ্বমনা ঋষি। উষ্ণিক্ ; ২৩ উষ্ণিক্-গর্ভা।
হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয়, তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ, তোমাদিগকে লোকে পূজা করে। হে ব্যশ্ব, সত্য-বিশিষ্ট, পবিত্রবলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ কর ॥ ১ ॥ সুন্দরকর্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান্, বহুকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে শোভনজন্মা, অদিতির তনয় এবং ধৃতব্রত ॥ ২ ॥ মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অসুর্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ মহান্, সম্রাট্, অসুর, সত্যবান্ দেব মিত্র ও বরুণ বৃহৎ যজ্ঞ প্রকাশিত করেন ॥ ৪ ॥ মহান্ বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, সুকর্মা ও প্রভূতধনদাতা মিত্র ও বরুণ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন ॥ ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর ; জলবতী বৃষ্টি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক ॥ ৬ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা সত্যবান্, সম্রাট্ এবং হব্যপ্রিয়, তোমরা বৃহৎ দেবগণকে গোযূথের ন্যায় হৃষ্ট করিবার জন্য অভিদর্শন কর ॥ ৭ ॥ সত্যবান্ সুকর্মা মিত্র ও বরুণ সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইবার জন্য উপবেশন করুন ; ধৃতব্রত, বলবান্ মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন ॥ ৮ ॥ চক্ষে দর্শন করিবার পূর্বেও পথবিৎ, সকলের প্রেরক, চিরন্তন মিত্র ও বরুণ অদুঃসহ তেজোবলে শোভিত হউন ॥ ৯ ॥ অদিতিদেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান্ মরুৎগণ রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ হে শোভনদানবিশিষ্ট মরুৎগণ, তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগের নৌকা রক্ষা কর ; আমরা তোমাদের পালনের সহিত মিলিত হইব ॥ ১১ ॥ আমরা অহিংসিত হইয়া হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে স্তুতি করিব। হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু, তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য স্তুতি শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করি ; মিত্র, বরুণ ও অর্যমা এই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ পর্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন ; মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভীষ্টবর্ষী দেবগণ মিলিত হইয়া রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥ তাঁহারাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জল যেমন বৃক্ষ উন্মূলিত করে, সেইরূপ তাঁহারা শীঘ্রগামী হইয়া যে কোন শত্রুর প্রতিকূল হইয়া তাহাকে নাশ করে ॥ ১৫ ॥ লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এই প্রকারে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাঁহারই ব্রত পালন করিব ॥ ১৬ ॥ পরে সাম্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হইব, অতিশয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ব্রতও লাভ করিব ॥ ১৭ ॥ যে মিত্র দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তসমূহ রশ্মিদ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় উহাদিগকে পূর্ণ করেন ॥ ১৮ ॥ সুন্দরবীর্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্যুতিমান্ আদিত্যের গৃহে আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন, পরে অগ্নির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোককর্তৃক আহূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৯ ॥ হে স্তোতা, বিস্তৃতগৃহ-বিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বরুণ পশুযুক্ত অন্নের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ ॥ ২০ ॥ আমি দিবারাত্রি মিত্র ও বরুণের সেই তেজঃ এবং দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তুতি করি। হে বরুণ, সর্বদা দাতার অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর ॥ ২১ ॥ তৈক্ষগোত্রে জাত, সুষমার পুত্র দানে প্রবৃত্ত হইলে ঋজুগামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সুষমার পুত্রের রথ শত্রুদিগের জীবনাদি হরণ করে ॥ ২২ ॥ হরিৎবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুদিগের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে মনুষ্যগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্রবৃত্ত হউক ॥ ২৩ ॥ নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করতঃ যেন সুন্দররজ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

২৬ সূক্ত। দেবতা : অশ্বিদ্বয় ; ২০-২৫ বায়ু। ব্যশ্ব-পুত্র বিশ্বমনা ও অঙ্গিরা-পুত্র ব্যশ্ব ঋষি। উষ্ণিক্ ; ১৬-১৯, ২১-২৫ গায়ত্রী ; ২০ অনুষ্টুপ্।

হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমাদের বল কেহ হিংসা করিতে পারে না, স্তোতাগণের মধ্যে তোমাদের একত্র শীঘ্র গমনার্থ রথ আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ হে নাসত্য, অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা সুষামরাজার উদ্দেশে মহাধনদানার্থ যেরূপ আসিতে, সেইরূপ রক্ষার সহিত আগমন কর। হে বরুণ, তুমি এই কথা বল ॥ ২ ॥ হে অন্নযুক্ত, ধনবান্, বহু অভিলাষী অশ্বিদ্বয়, অদ্য রাত্রি প্রভাত হইলে, আমরা তোমাদিগকে হব্যদ্বারা আহ্বান করিব ॥ ৩ ॥ হে নেতা অশ্বিদ্বয়, সর্বাপেক্ষা বহনশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ রথ আগমন করুক, তোমরা শীঘ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য প্রদানার্থ তাহার স্তোমসকল দর্শন কর ॥ ৪ ॥ হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, কুটিল-কর্মকারী শত্রুগণ সম্মুখে আছে জানিও, তোমরা রুদ্র, তোমরা দ্বেষকারী শত্রুগণকে ক্লেশ প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক, উন্মাদকর কান্তিবিশিষ্ট জলপতি অশ্বিদ্বয়, তোমরা শীঘ্রগামী রথে অনবরত সমস্ত যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর ॥ ৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, বিশ্বপোষক ধনের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, তোমরা মঘবা, সুবীর এবং অপরাভবণীয় ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়, তোমরা অত্যন্ত সেব্যমান হইয়া আমার যজ্ঞে অন্য দেবগণের সহিত আগমন কর ॥ ৮ ॥ আপনাদিগের জন্য ধনদান লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা ব্যশ্বের ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। হে মেধাবিদ্বয়, অনুগ্রহ করিয়া এইখানে আগমন কর ॥ ৯ ॥ হে ঋষি, অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর, তোমার আহ্বান বহুবার শ্রবণ করতঃ অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্তী শত্রুগণকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন ॥ ১০ ॥ হে নেতাদ্বয়, বৈয়শ্বের আহ্বান শ্রবণ কর, আমার আহ্বান অবগত হও। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সর্বদা মিলিত ॥ ১১ ॥ হে স্তুতি-যোগ্য অভিলাষপ্রদ অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্তোতৃগণকে যাহা প্রদান কর ও উহাদের জন্য যাহা আনয়ন কর, তাহা প্রত্যহ আমাকে প্রদান কর ॥ ১২ ॥ বধূ যেমন বস্ত্রে আবৃতা, সেইরূপ যে ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা আবৃত হয়, তাহার পরিচর্যা করতঃ অশ্বিদ্বয় তাহার মঙ্গল করেন ॥ ১৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করিতে জানি। আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমরা আমার গৃহে আগমন কর ॥ ১৪ ॥ হে অভিলাষপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়, নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে আগমন কর, তোমরা স্তুতি-বাক্যদ্বারা সর্বদ্রোহী শর যেমন সেইরূপ যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া দাও ॥ ১৫ ॥ হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়, স্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম তোমাদিগের নিকট গমন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করুক ও তোমাদের প্রীতিকর হউক ॥ ১৬ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যদি স্বর্গে বা এই অর্ণবে প্রমত্ত হও, যদি বা তোমাদের প্রতি অভিলাষবান্ যজমানগণের গৃহে প্রমত্ত হও, তাহা হইলে হে অমরদ্বয়, আমাদের এই স্তোত্র শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥ নদীগণের মধ্যে শ্বেতয়াবরী নামে সুবর্ণ-পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতিদ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে ॥ ১৮ ॥ হে সুন্দরগমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, সুন্দর-কীর্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্টিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত কর ॥ ১৯ ॥ হে বায়ু, তুমি রথবহনসমর্থ অশ্ব-দ্বয়কে যোজিত কর। হে বাসপ্রদ, পোষণীয় অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু, পরে আমাদের মদকর সোম পান কর এবং সবনত্রয়ে আগমন কর ॥ ২০ ॥ হে যজ্ঞপতি, ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু, তোমার পালন যেন লাভ করিতে পারি ॥ ২১ ॥ আমরা ত্বষ্টার জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাচ্ঞা করি, সোম অভিষব করতঃ মনুষ্যগণ ধনবান্ হয় ॥ ২২ ॥ হে বায়ু, তুমি স্বর্গের মঙ্গল লইয়া যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান্, বিস্তীর্ণ পার্শ্ব-দ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত কর ॥ ২৩ ॥ হে বায়ু, তুমি অত্যন্ত সুন্দররূপবিশিষ্ট, তোমার সর্বাঙ্গ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে তোমাকে সোমাভিষবপ্রস্তরের ন্যায় আহ্বান করিতেছি ॥ ২৪ ॥ হে বায়ুদেব, তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে হৃষ্ট হইয়া আমাদের অন্ন, জল ও কর্ম প্রদান কর ॥ ২৫ ॥

২৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিবস্বৎ-পুত্র মনু ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

এই যজ্ঞে উক্থ উচ্চারণকালে অগ্নি সোমাভিষবপ্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হইয়াছিলেন। মরুৎগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভার্থ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গমন করি ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট আগমন কর, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট আগমন কর, দিনরাত্রি সোমাভিষবপ্রস্তরের নিকট আগমন কর, হে বাসপ্রদ, সর্বধনবান্ বিশ্বদেবগণ, আমাদের কর্মের রক্ষক হও ॥ ২ ॥ পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দররূপে গমন করুক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বরুণ বিস্তৃততেজোবিশিষ্ট মরুৎগণের সহিত গমন করুন ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ধনসম্পন্ন, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মনুর সমৃদ্ধিকর হউন। হে সর্বধনসম্পন্ন দেবগণ, অহিংসিত পালনের সহিত আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান কর ॥ ৪ ॥ সমানপ্রীতিযুক্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া বাক্য এবং ঋকের সহিত অদ্য আমাদের নিকট আগমন করুন। হে মরুৎগণ, হে মহতীদেবী অদিতি, আমাদের এই গৃহে উপবেশন কর ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে তাহাদিগকে এই যজ্ঞে প্রেরণ কর। হে মিত্র, হব্যের জন্য আগমন কর। ইন্দ্র, বরুণ এবং যুদ্ধে ত্বরাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশে উপবেশন করুন ॥ ৬ ॥ হে বরুণ, আমরা মনুর ন্যায় সোম অভিষব করিয়া ও অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া, ঘন ঘন হব্য স্থাপন করতঃ ও বর্হিচ্ছেদন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, হে বিষ্ণু, হে অশ্বিদ্বয়, হে পূষা, আমার স্তুতির সহিত যজ্ঞে আগমন কর, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রও আগমন করুন। ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁহাকে বৃত্রহা বলিয়া স্তব করে ॥ ৮ ॥ হে দ্রোহরহিত দেবগণ, আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। হে বাসপ্রদ দেবগণ, দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হইতে কেহ যেন কখনও বরণীয় গৃহের হিংসা করিতে না পারে ॥ ৯ ॥ হে শত্রুভক্ষক দেবগণ, তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে, প্রথম অভ্যুদয়ার্থ এবং নূতন ধনার্থ শীঘ্র আমাদিগকে প্রস্তুত কর ॥ ১০ ॥ হে সর্ব-ধনবান্ দেবগণ, আমি অন্নাভিলাষী। এখনই তোমাদের রমণীয় ধন লাভার্থ তোমাদের স্তুতি এই মাত্র করিতেছি ॥ ১১ ॥ হে সুন্দরস্তুতিযুক্ত মরুৎগণ, তোমাদের ঊর্ধ্বগামী বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হয়েন, তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষিসকল আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১২ ॥ আমরা দ্যুতিমান্, স্তুতিদ্বারা স্তব করিয়া তোমাদের মধ্যে দীপ্যমান্ দেবতাকে কর্মরক্ষার্থ আহ্বান করিব, অভিলষিত লাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে আহ্বান করিব, অন্নলাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে লাভ করিব ॥ ১৩ ॥ সমানক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হউন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হউন ॥ ১৪ ॥ হে দ্রোহরহিত তেজোময় দেবগণ, স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে বরুণ, হে মিত্র, যে তোমাদের পরিচর্যা করে, হিংসা সেই মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না ॥ ১৫ ॥ হে দেবগণ, যে বরণীয় ধনের জন্য তোমাদিগকে হব্য দান করে, সেই ব্যক্তি গৃহ বর্ধিত করে, অন্ন বর্ধিত করে, সে যজ্ঞদ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হইয়া সমৃদ্ধ হয় ॥ ১৬ ॥ সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে পথ অতিক্রম করে, অর্যমা, মিত্র ও বরুণ মিলিত এবং সমানদানযুক্ত হইয়া তাহাকে ত্রাণ করে ॥ ১৭ ॥ হে দেবগণ, অগম্য এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম কর। এই অশনি কাহারও হিংসা করিতে না পারিয়া যেন বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥ হে বলপ্রিয় দেবগণ, সূর্য উদিত হইলে অদ্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করিয়াছ, হে সর্বধনবান্ দেবগণ, সূর্য গমন করিলে ধারণ করিয়াছ, প্রবোধকালে ধারণ করিয়াছ এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করিয়াছ ॥ ১৯ ॥ হে অসুরগণ, যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ, আমরা তোমাদের সেই কল্যাণকর গৃহে তোমাদিগকে পূজা করিব ॥ ২০ ॥ হে সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ, অদ্য সূর্য উদিত হইলে এবং মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে হব্যদায়ী প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ মনুর উদ্দেশে যে কমনীয় ধন ধারণ করিয়াছে ॥ ২১ ॥ হে দীপ্তিমান্ দেবগণ, তোমাদের পুত্রের ন্যায় আমরা সেই বহুলোকের ভোগযোগ্য ধন প্রাপ্ত হইব। হে আদিত্যগণ, হবিঃ হোম করতঃ এই ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করিব ॥ ২২ ॥

২৮ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিবস্বৎ-পুত্র মনু ঋষি। গায়ত্রী ; ৪ পুরউষ্ণিক্।

ত্রিংশতির পর তিন-সংখ্যাযুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা আমাদিগকে জানুন এবং দুইপ্রকার ধন প্রদান করুন ॥ ১ ॥ বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সুন্দরহব্যপ্রদানকারীর সহিত মিলিত হইয়া গমনশীল পত্নীগণের সহিত বষট্‌কারের দ্বারা আহূত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ তাঁহারা সমস্ত অনুচরগণের সহিত সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগে, উত্তরে এবং নিম্নে আমাদের পালক হউন ॥ ৩ ॥ দেবগণ যেরূপ কামনা করেন, সেইরূপই হয়। দেবগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনা কেহ হিংসা করিতে পারে না। অদাতা মর্ত্যও পারে না ॥ ৪ ॥ সপ্ত মরুৎগণের সপ্তপ্রকার ঋষ্টি আয়ুধ আছে, সপ্তপ্রকার আভরণ আছে, সপ্তপ্রকার দীপ্তি আছে ॥ ৫ ॥

২৯ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিবস্বৎ-পুত্র মনু বা মরীচি-পুত্র কশ্যপ ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।
বভ্রুবর্ণ, সর্বত্রগামী, রাত্রিসমূহের নেতা, যুবা ও একাকী সোমদেব হিরণ্ময় আভরণ প্রকাশ করেন ॥ ১ ॥ দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান্, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥ দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান ত্বষ্টা লৌহময় কুঠার হস্তে ধারণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র একাকী হস্তনিহিত বজ্র ধারণ করিতেছেন, বৃত্রসকল নাশ করিতেছেন ॥ ৪ ॥ সুখকর, ওষধিবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ একজন পুষা পথ রক্ষা করেন, তিনি তস্করের ন্যায় ধনসকল অবগত আছেন ॥ ৬ ॥ একজন বিষ্ণু বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদ ক্ষেপ করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হয়েন ॥ ৭ ॥ দুইজন অশ্বিদ্বয় এক স্ত্রীর সহিত নিবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন ॥ ৮ ॥ পরস্পর উপমেয়ভূত দুইজন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তিশালী ও ঘৃতরূপহব্যবিশিষ্ট। তাঁহারা দ্যুলোকের স্থান নির্মাণ করেন। স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্যকে দীপ্ত করেন ॥ ৯ ॥ ॥ ১০ ॥

৩০ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিবস্বৎ-পুত্র মনু ঋষি।
১ গায়ত্রী, ২ পুরউষ্ণিক্, ৩ বৃহতী, ৪ অনুষ্টুপ্।
হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নাই, কেহ কুমার নাই, তোমরা সকলেই মহান্ ॥ ১ ॥ হে শক্রভক্ষক, মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ, তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ, তোমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছ ॥ ২ ॥ তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদিগকে মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ, পিতা মনু হইতে আগত পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিও না, দূরবর্তী মার্গ হইতেও ভ্রষ্ট করিও না ॥ ৩ ॥ হে দেবগণ ও হে যজ্ঞভব অগ্নি, তোমরা সকলে আছ, তোমরা সকলে এইখানে অবস্থিত হও, পরে সর্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্বসকলকে আমাদিগকে দান কর ॥ ৪ ॥

৩১ সূক্ত। দেবতা : ১-৪ যজ্ঞ ও যজমান, ৫-৯ দম্পতী, ১০-১৮ দম্পতীর
আশীর্বাদ। বিবস্বৎ-পুত্র মনু ঋষি। গায়ত্রী ; ৯-১৪ অনুষ্টুপ্ ;
১০ পাদনিচৃৎ ; ১৫-১৮ পংক্তিঃ।
যে যে যজমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্দ্রের স্তোত্র পুনঃ পুনঃ কামনা করে ॥ ১ ॥ যে যজমান ইন্দ্রকে পুরোডাশ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শক্র তাহাকে নিশ্চয়ই পাপ হইতে রক্ষা করেন ॥ ২ ॥ দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান্ রথ তাহারই হয়, সে তদ্দ্বারা শক্রকৃতবাধা নষ্ট করতঃ সমৃদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥ পুত্রাদিযুক্ত ও বিনাশরহিত ধেনুসহিত অন্ন উহার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥ হে দেবগণ, যে দম্পতি একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণদ্রব্যদ্বারা সোম মিশ্রিত করে ॥ ৫ ॥ তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না ॥ ৬ ॥ তাহারা দেবগণকে দিব বলিয়া অপলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের পরিচর্যা করে ॥ ৭ ॥ তাহারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করে ॥ ৮ ॥ প্রিয়যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইঁহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাঁহারা সন্ততিলাভার্থ দেহ সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্যা করেন ॥ ৯ ॥ আমরা পর্বতের ও নদীগণের প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করিতেছি, দেবগণের সহিত মিলিত বিষ্ণুর প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১০ ॥ দাতা, ভজনীয় ও সর্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা শুভাগমন করিতেছেন। তিনি আগত হইলে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হউক ॥ ১১ ॥ শত্রুগণকর্তৃক অধৃষ্য স্তোতমান্ পূষার সমস্ত স্তোতাগণ ভক্তিদ্বারা পর্যাপ্তস্তুতিবিশিষ্ট হইতেছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাপশূন্য হইতেছেন ॥ ১২ ॥ মিত্র, বরুণ, অর্যমা যেরূপ রক্ষক, যজ্ঞের পথসকলও সেইরূপ সুগম হউক ॥ ১৩ ॥ হে দেবগণ, তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমান্ অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্যাকারী মনুষ্য বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞসাধক অগ্নিকে স্তব করিতেছে ॥ ১৪ ॥ দেবাভিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেরূপ কোন সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারায় পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে ॥ ১৫ ॥ হে যজমান, তুমি বিনষ্ট হইবে না। হে সোমাভিষবকারী, বিনষ্ট হইবে না। হে দেবাভিলাষী, বিনষ্ট হইবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতি-পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে ॥ ১৬ ॥ যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেহ কর্মদ্বারা তাহাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, সে কখনও স্বস্থান হইতে পৃথক হয় না, পুত্রাদি হইতে পৃথক হয় না ॥ ১৭ ॥ যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে আভভব করে। তাহার সুন্দর বীর্যবান্ পুত্র হয়, অশ্বসমূহযুক্ত ধনও তাহারই হয় ॥ ১৮ ॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।

হে কণ্বগণ, তোমরা ইন্দ্রের গাথাদ্বারা তাঁহার মত্ততা জন্মিলে ঋজীষ সোমের কার্যসমূহ কীর্তন কর ॥ ১ ॥ উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করতঃ স্ববিন্দ, অনর্শনি, পিপ্রুদাস ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, বৃহৎ মেঘের আবরক স্থান বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম সম্পাদন কর ॥ ৩ ॥ মেঘের নিকট যেরূপ জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ ইন্দ্র তোমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করুন ও তোমাদিগকে রক্ষা করুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তিনি শত্রুগণের দমনকারী ও শোভনহনুবিশিষ্ট ॥ ৪ ॥ হে শূর, তুমি হৃষ্ট হইয়া স্তোতাগণের জন্য শত্রুনগরীর ন্যায় গো ও অশ্ব নিবাসের দ্বার অপাবৃত কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, যদি আমার অভিষুত সোমে অথবা স্তোত্রে অনুরক্ত হও, যদি অন্ন দান কর, তাহা হইলে দূরদেশ হইতে অন্নের সহিত নিকটে আগমন কর ॥ ৬ ॥ হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, আমরা তোমার স্তোতা। হে সোমপায়ী, তুমি আমাদিগকে প্রীত কর ॥ ৭ ॥ হে মঘবন্, তুমি প্রীত হইয়া আমাদিগকে অক্ষয় অন্ন দান কর, তোমার ধন প্রভূত ॥ ৮ ॥ তুমি আমাদিগকে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত কর ; আমরা যেন অন্নবিশিষ্ট হই ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র লোকগণকে রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসৃত করেন এবং পালন করিবার জন্য সুকার্য সম্পাদন করেন, তিনি মহৎ উক্থবিশিষ্ট, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি ॥ ১০ ॥ যিনি যুদ্ধে বহুকর্মবিশিষ্ট হন, তৎপরে এই শত্রুবধ করেন এবং যিনি বৃত্রহন্তা, স্তোতাগণের জন্য যাঁহার অনেক ধন আছে ॥ ১১ ॥ সেই শত্রু আমাদিগকে শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের ছিদ্রসমূহ পরিপূর্ণ করেন ॥ ১২ ॥ যিনি ধনপালক, মহান্, সুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখা ; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর ॥ ১৩ ॥ তিনি আগমনশীল, মহান্, সংগ্রামে অচল, অন্নজয়কারী এবং বলপূর্বক বহুধনের ঈশ্বর ॥ ১৪ ॥ উঁহার সৎকার্যের কেহই নিয়ামক নাই, উনি দান করেন না, ইহা কেহই বলে না ॥ ১৫ ॥ সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাগণের ঋণ থাকে না। সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমপান করিতে পারে না ॥ ১৬ ॥ স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর ॥ ১৭ ॥ স্তুতিযোগ্য বলবান্ ইন্দ্র শত্রুগণকর্তৃক অপরিবৃত হইয়া শত ও সহস্র শত্রু বিদীর্ণ করিয়াছেন ; তিনি যজ্ঞকারীর বর্ধক ॥ ১৮ ॥ হে আহ্বানযোগ্য, তুমি মনুষ্যগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষুত সোম পান কর ॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র, ধেনুবিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংসৃষ্ট তোমার এই সোম পান কর ॥ ২০ ॥ হে ইন্দ্র, ক্রোধপূর্বক অভিষবকারীকে ও অনুপযুক্ত স্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আইস। তুমি আমাদের দত্ত এই অভিষুত সোম পান কর ॥ ২১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিন পথে আগমন কর, তুমি পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আগমন কর ॥ ২২ ॥ সূর্য যেরূপ রশ্মি দান করেন, তুমি সেইরূপ ধন দান কর, জল যেরূপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেইরূপ আমার স্তুতি তোমার সহিত মিলিত হউক ॥ ২৩ ॥ হে অধ্বর্যুগণ, সুন্দরহনুবিশিষ্ট বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, সোম পানার্থে আহ্বান কর ॥ ২৪ ॥ তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করিয়াছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহে দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং প্রসহনশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রসাদলব্ধ স্তোত্র গান কর ॥ ২৭ ॥ সোমরূপ অন্নের মত্ততা হইলে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম বিজ্ঞাপিত করেন ॥ ২৮ ॥ সেই একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে হিতকর অন্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন করুক ॥ ২৯ ॥ হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র, প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোমপানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক ॥ ৩০ ॥

৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধ্যাতিথি ঋষি।
বৃহতি ; ১৬-১৮ গায়ত্রী ; ১৯ অনুষ্টুপ্ ।

হে বৃত্রহা, আমরা সোম অভিষব করিয়াছি। নিম্নাভিমুখে জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিমুখে গমন করিব, পবিত্র তোমার অভিমুখে গমন করিব, পবিত্র সোম প্রস্রুত হইলে স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে ॥ ১ ॥ হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র, অভিষুত সোম নির্গত হইলে উক্থবিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করিতেছে। ইন্দ্র কখন্ সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করতঃ যজ্ঞস্থানে আগমন করিবেন ? ॥ ২ ॥ হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র, কণ্বগণকে সহস্রসংখ্যক অন্ন দান কর। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র, আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপবিশিষ্ট ও গোমান্ অন্ন যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ৩ ॥ হে মেধ্যাতিথি, সোম পান কর। যিনি অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁহার রথ হিরণ্ময়, সোমজনিত মত্ততা হইলে পর সেই ইন্দ্রের স্তুতি কর ॥ ৪ ॥ যাঁহার বাম হস্ত সুন্দর, দক্ষিণ হস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সুক্রতু, যিনি সহস্রকর্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যজ্ঞে স্থির, সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি ॥ ৫ ॥ যিনি ধর্ষক, যিনি শত্রুগণকর্তৃক অপরিবৃত, যুদ্ধে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বলবান্, সোমপায়ী এবং বহুস্তুত, সেই ইন্দ্র স্বকার্যে সমর্থ যজমানের দুগ্ধপ্রদ গাভীস্বরূপ ॥ ৬ ॥ যিনি সুন্দরহনুবিশিষ্ট, সোমদ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাভিষব হইলে ঋত্বিক্গণের সহিত সোমপায়ী সেই ইন্দ্রকে কে জানে ? কেবা অন্ন দান করে ? ॥ ৭ ॥ শত্রুগণের অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। হে ইন্দ্র, তোমাকে কেহ নিয়মিত করিতে পারে না, তুমি সোমাভিমুখে আগমন কর। তুমি বীর্যপ্রভাবে সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাক ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উগ্র হইলে শত্রুরা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলংকৃত হয়েন। ধনবান্ ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন, অন্যত্র গমন করেন না, কেবল তথায় আগমন করেন ॥ ৯ ॥ হে উগ্র, তুমি সত্যই এইরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষিগণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের শত্রুকতৃক অপরিবৃত। তুমি অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ॥ ১০॥ হে মঘবন্, তোমার অশ্বরজ্জু অভীষ্টবর্ষী; হিরণ্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী। হে শতক্রতু, তুমি অভীষ্টবর্ষী॥ ১১॥ হে অভীষ্টবর্ষী, তোমার অভিষবণকারী অভীষ্টবর্ষী হইয়া অভিষব করুন; হে ঋজুগামী, ধন দান কর; হে ইন্দ্র, অশ্বাভিমুখে স্থিত বর্ষিতা তোমার জন্য জলে সোম ধারণ করিয়াছেন॥ ১২॥ হে বলবান্ ইন্দ্র, সোমরূপ মধুপানার্থে আগমন কর। সুকর্মা ধনবান্ এই ইন্দ্র আমাদের নিকট আগমন না করিয়া স্তুতি, স্তোত্র এবং উক্থ শ্রবণ করেন॥ ১৩॥ হে বৃত্রহা শতক্রতু, তুমি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে যোজিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার করিয়া তোমাকে আমাদের যজ্ঞে আনয়ন করুন॥ ১৪॥ হে মহামহ, অদ্য আমাদের নিকটবর্তী স্তোম ধারণ কর। হে দীপ্ত সোমপা ইন্দ্র, তোমার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হউক॥ ১৫॥ যে বীর ইন্দ্র আমাদিগের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না॥ ১৬॥ ইন্দ্রই তাহা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু॥ ১৭॥ সোমাভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন ইন্দ্রের রথ বহন করে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের রথ অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ॥ ১৮॥ হে প্রয়োগিন্, তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ কর, ঊর্ধ্বদেশ নিরীক্ষণ করিও না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর, অবয়ব গোপন কর, যেহেতু তুমি স্তোতা হইয়াও স্ত্রী হইয়াছ॥ ১৯॥

৩৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি: ১-১৫ কণ্ব-পুত্র নীপাতিথি;
১৬-১৮ সহস্রসংখ্যক বসুরোচি অঙ্গিরাগণ। অনুষ্টুপ্; ১৬-১৮ গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, তুমি অশ্বগণের সহিত কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১॥ এই যজ্ঞে সোমবান্ অভিষবপ্রস্তর শব্দ করতঃ ধনীর সহিত তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ২॥ বৃক যেরূপ মেষীকে কম্পিত করে, সেইরূপ এই যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ৩॥ কণ্বগণ রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য তোমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ৪॥ বর্ষক বায়ুকে যেরূপ প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেইরূপ আমি তোমাকে অভিষুত সোম প্রদান করিব। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ৫॥ হে স্বর্গের পুরন্ধ্রি, তুমি আমাদের নিকট আগমন কর। হে সমস্ত জগতের ধারক, তুমি আমাদের রক্ষার্থে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি, দ্যুলোকে যাও॥ ৬॥ হে মহামতি, সহস্ররক্ষাবান্, বহুধন ইন্দ্র, আমাদের নিকট আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ৭॥ দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যগণকর্তৃক গৃহে নিহিত হোতা অগ্নি তোমাকে বহন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ৮॥ শ্যেনপক্ষী যেরূপ তাহার পক্ষদ্বয় বহন করে, সেইরূপ মদস্রাবী অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করুক। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ৯॥ হে স্বামী, তুমি সর্বতোভাবে আগমন কর, তোমার পানার্থ সোম স্বাহা করিতেছি। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১০॥ উক্থ পাঠ হইলে তুমি এই যজ্ঞে আমাদের সমীপে আগমন কর এবং আমাদিগকে প্রীত কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১১॥ হে পুষ্ট-অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, পুষ্ট এবং সমানরূপবিশিষ্ট অশ্বগণের সহিত আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১২॥ তুমি পর্বত হইতে আগমন কর, অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১৩। হে শূর, তুমি আমাদিগের জন্য সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১৪॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে সহস্র, অযুত ও শত অভিলষিত দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট, তুমি দ্যুলোকে যাও॥ ১৫॥ আমরা ধনের দ্বারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান্ অশ্বপশু গ্রহণ করি॥ ১৬॥ ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগবান্, আরোচমান, অল্প অল্প স্যন্দমান অশ্বগণ সূর্যের ন্যায় শোভা পায়॥ ১৭॥ পারাবত যখন এইসকল রথচক্রের গতিউৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম॥ ১৮॥

৩৫ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি।
উপরিষ্টাজ্জ্যোতি (ত্রিষ্টুপ্) ; ২২-২৪ পংক্তিঃ ; ২৩ মহাবৃহতী।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর॥ ১॥ হে বলবান্ অশ্বিদ্বয়, তোমরা সমস্ত প্রজা, ভূতজাত, দ্যুলোক, পৃথিবী ও পর্বতের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা এই যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশসংখ্যক দেবগণের সহিত মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর॥ ৩॥ হে দেব অশ্বিদ্বয়, তোমরা যজ্ঞ সেবা কর, আমার আহ্বান জ্ঞাত হও, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর॥ ৪॥ হে দেব অশ্বিদ্বয়, যুবা পুরুষ যেরূপ কন্যার আহ্বান সেবা করে, সেইরূপ তোমরা এই যজ্ঞে স্তোম সেবা কর। এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর॥ ৫॥ হে দেব অশ্বিদ্বয়, আমাদের স্তুতি সেবা কর, যজ্ঞ সেবা কর, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর॥ ৬॥ যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, সেইরূপ তোমরা অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও। মহিষদ্বয়ের ন্যায় উহা অবগত হও, উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর॥ ৭॥ হে অশ্বিদ্বয়, হংসদ্বয়ের ন্যায় এবং পথিকদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর॥ ৮॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর॥ ৯॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা পান কর, তৃপ্ত হও, আগমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর॥ ১০॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা জয় লাভ কর, প্রশংসা কর, রক্ষা কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর॥ ১১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শত্রু বিনাশ কর, মিত্রযুক্ত হইয়া গমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর॥ ১২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্মবান্ এবং মরুৎগণযুক্ত। তোমরা স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা ও সূর্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে আগমন কর॥ ১৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা, অঙ্গিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সহিত স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা ও সূর্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে গমন কর॥ ১৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ঋভু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণে যুক্ত হইয়া স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা, সূর্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে গমন কর॥ ১৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্তোত্র জয় কর এবং কর্ম জয় কর। রাক্ষসগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম পান কর॥ ১৬॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা বল জয় কর ও মনুষ্যগণকে জয় কর। রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম পান কর॥ ১৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অশ্বিদ্বয়, ধেনু জয় কর এবং লোকসকল জয় কর, রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম পান কর ॥ ১৮ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী। তোমরা যেরূপ অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিতে, সেইরূপ সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের মুখ্য স্তুতি শ্রবণ কর। উষা এবং সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর ॥ ১৯ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, শ্যাবাশ্বের সুন্দর স্তুতি আভরণের ন্যায় গ্রহণ কর। উষা এবং সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর ॥ ২০ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, অশ্ব-রজ্জুর ন্যায় শ্যাবাশ্বের যজ্ঞাভিমুখে গমন কর। উষা এবং সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর ॥ ২১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে আনয়ন কর, সোমরূপ মধু পান কর, যজ্ঞে আগমন কর, সোমের অভিমুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর ॥ ২২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা নেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এই প্রস্থিত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোম-পানার্থে আগমন কর, সোমের অভিমুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর ॥ ২৩ ॥ হে দেব অশ্বিদ্বয়, তোমরা অভিষুত স্বাহাকৃত সোমে তৃপ্তি লাভ কর, যজ্ঞে আগমন কর, সোমের অভিমুখে আগমন কর, আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর ॥ ২৪ ॥

৩৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। শক্করী ; ৭ মহাপংক্তিঃ।

হে শতক্রতু, যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে; তুমি তাহার রক্ষক হও। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র, দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর ॥ ১ ॥ হে মঘবন্, স্তোতাকে রক্ষা কর, তোমাকে সোমপানের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু, দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর ॥ ২ ॥ তুমি দেবগণকে অন্নের দ্বারা রক্ষা কর, তোমাকে বলের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু, দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর ॥ ৩ ॥ তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু, দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর ॥ ৪ ॥ তুমি অশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু, দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর ॥ ৫ ॥ হে অদ্রিমান্, অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু, দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥

৩৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। মহাপংক্তিঃ ; ১ অতিজগতী।

হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র, তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষাদ্বারা এই স্তোত্র রক্ষা কর, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা, মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর ॥ ১ ॥ হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র, শত্রুসেনাগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিভূত করিয়া সমস্ত রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা, মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর॥ ২॥ হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র, এই ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হইয়া ও সমস্ত রক্ষাযুক্ত হইয়া শোভা পাও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা, মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর॥ ৩॥ হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র, তুমিই সমানরূপে অবস্থিত এই লোকদ্বয় পৃথক করিয়া থাক। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা, মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর॥ ৪॥ হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র, তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া জগতের মঙ্গল ও প্রয়োগের ঈশ্বর হও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা, মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর॥ ৫॥ হে শচীপতি ইন্দ্র, তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া বলের জন্য রক্ষা কর, তোমাকে কেহ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা, মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ স্তুতিকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে॥ ৭॥

৩৮ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক্। যুদ্ধে এবং কর্মে আমাকে অবগত হও॥ ১॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, বৃত্রহন্তা এবং অপরাজিত। তোমরা আমাকে অবগত হও॥ ২॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশে প্রস্তরদ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমরা আমাকে অবগত হও॥ ৩॥ হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি, যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা নেতা, তোমরা যাহার দ্বারা হব্য বহন কর, এই সেই সবন সেবা কর, আগমন কর॥ ৬॥ হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এই স্তুতি সেবা কর, আগমন কর॥ ৬॥ হে ধনজেতা ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা প্রাতঃকালে মিলত দেবগণের সহিত সোমপানার্থে আগমন কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিক্‌গণের আহ্বান সোমপানার্থে শ্রবণ কর॥ ৮॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাজ্ঞগণ যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, সেইরূপে আমি রক্ষার্থ ও সোমপানার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি॥ ৯॥ যাঁহাদের উদ্দেশে সামগান করা হয়, আমি সেই স্তুতিমান্ ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি॥ ১০॥

৩৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কণ্ব-পুত্র নাভাক ঋষি। মহাপংক্তিঃ।

ঋক্‌মন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞার্থে স্তুতিদ্বারা অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি অগ্নি, স্বর্গ ও পৃথিবী, এই উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্যে বিচরণ করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন॥ ১॥ হে অগ্নি, নূতন স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অঙ্গে এই শত্রুর হিংসা দগ্ধ কর, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দগ্ধ কর। সমস্ত অভিগমনশীল মূঢ় শত্রুগণ এখান হইতে চলিয়া যাউক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন॥ ২॥ হে অগ্নি, তোমার মুখে সুখকর ঘৃতের ন্যায় স্তোত্র হোম করি। দেবগণের মধ্যে তুমি আমাদের স্তুতি অবগত হও, তুমি পুরাতন, সুখকর এবং দেবগণের দূত। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন॥ ৩॥ যাহা যাহা যাচ্ঞা করে, অগ্নি সেই সেই অন্ন প্রদান করেন। তিনি অন্নের দ্বারা আহুত হইয়া যজমানের শান্তিকর ও বিষয়োপভোগজনিত সুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেবগণের আহ্বানে থাকেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন॥ ৪॥ সেই অগ্নি অভিভবকর নানাবিধ কর্মদ্বারা জ্ঞাত হয়েন। তিনি সমস্ত দেবগণের হোতা, পশুগণে পরিবৃত এবং তিনি শত্রুর অভিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন॥ ৫॥ অগ্নি দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মনুষ্যগণের গুহ্য বিষয় জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি নূতন হব্যদ্বারা সুন্দররূপে আহুত হইয়া ধনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন ॥ ৬ ॥ অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার্হ, প্রজাগণের মধ্যে বাস করেন। ভূমি যেরূপ বিশ্ব পোষণ করেন, সেইরূপ তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৭ ॥ যে অগ্নি সপ্তমনুষ্যবিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থানবিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৮ ॥ কবি অগ্নি, তিনবন্ধনবিশিষ্ট স্থানে বাস করেন। সেই অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলংকৃত হইয়া এই যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পুরণ করুন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৯ ॥ হে পূর্বভাবী অগ্নি, তুমি এক হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যেও ধনের ঈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্বরূপ, গমনশীল জল উহার চতুর্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১০ ॥

৪০ সূক্ত। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। কণ্ব-পুত্র নাভাক ঋষি।
মহাপংক্তিঃ ; ২ শক্করী ; ১২ ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা শত্রু অভিভব করতঃ আমাদের ধন দান কর। অগ্নি যেরূপ বায়ুদ্বারা বনকে অভিভব করেন, আমরা সেইরূপ সেই ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবল অভিভব করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করিব না ; সর্বাপেক্ষা বলবান্ নেতাগণের নেতা ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করিব। তিনি অশ্বে আরোহণ করতঃ কখন অন্নলাভার্থ আগমন করেন, কখন যজ্ঞলাভার্থ আগমন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ২ ॥ সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদ্বয়, কবিগণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরাই বন্ধুতাভিলাষী যজমানের কৃতকর্ম ব্যাপ্ত কর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৩ ॥ যজ্ঞ এবং বাক্যদ্বারা নাভাকের ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চনা কর। এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্তমান, ইঁহারই ক্রোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্যুলোক ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৪ ॥ নাভাকের ন্যায় ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করিতেছেন। ইঁহারা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধদ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজোবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, প্রাচীন লোকে যেরূপ লতার শাখাচ্ছেদ করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদিগকে ছেদ কর। দাসের বল বিনাশ কর, আমরা ইন্দ্রের অনুগ্রহে এই দাসকর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ করিয়া লইব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৬ ॥ এই যেসকল লোক ধনদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মনুষ্যের সাহায্যে শত্রুগণকে অভিভূত করিব এবং শত্রুগণের স্তুতি ভজনা করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৭ ॥ যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হইতে দীপ্তির দ্বারা স্বর্গের উপরে গমন করেন, তাঁহাদেরই হব্য বহন করতঃ যজমানগণ কার্য অনুষ্ঠান করিতেছে। তাঁহারাই প্রসিদ্ধ সিন্ধুসমূহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৮ ॥ হে হরিনামক-অশ্বযুক্ত, বজ্রবান্ প্রেরক ইন্দ্র, তুমি প্রীতি প্রদান কর ; তুমি বীর, তুমি ধন দান কর ; তোমার অনেক উপমান বস্তু আছে, তোমার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে ; ঐ প্রশস্তিসকল আমাদের কর্ম সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৯ ॥ হে স্তোতাগণ, দীপ্ত ধনভাক্, ঋক্‌মন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তমস্তুতিদ্বারা সংস্কৃত কর। আরও যে ইন্দ্র শুষ্ণের অন্তসকল ভেদ করেন, তিনিই স্বর্গীয় জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১০ ॥ হে স্তোতাগণ, উত্তমযজ্ঞবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক্ যাগযোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত কর। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিমুখে গমন করেন, তিনি শুষ্ণের অন্তসকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয় জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১১ ॥ আমি পিতার ন্যায়, মান্ধাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায়, ইন্দ্র ও অগ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা ত্রিধাতু আশ্রয়দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন, আমরা ধনের স্বামী হইব ॥ ১২ ॥

৪১ সূক্ত। বরুণ দেবতা। কণ্ব-পুত্র নাভাক ঋষি। মহাপংক্তিঃ।

হে স্তোতা, প্রভূত ধনলাভার্থ এই বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান্ মরুৎগণের উদ্দেশে স্তব কর। বরুণ কর্মদ্বারা মনুষ্যগণের পশুসকলকে গোসমূহের ন্যায় রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১ ॥ আমি সেই বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করিতেছি, পিতৃগণের স্তোমদ্বারা স্তব করিতেছি, নাভাক ঋষির স্তুতিদ্বারা স্তব করি। তিনি নদী-সমূহের নিকট উদ্গত হয়েন, তাঁহার সপ্তস্বসা, তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ২ ॥ সেই বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি ঊর্ধ্বে গমন করতঃ মায়াদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁহার কর্মাভিলাষী প্রজাগণ তিন উষা বর্ধিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৩ ॥ যে বরুণ পৃথিবীর উপরে দিক্‌সকল ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্মাণকারী। প্রাচীন পদ এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এ উভয়েই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হইয়া আমাদের গোসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৪ ॥ যিনি ভুবন-সমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্যনাম জানেন, সেই বরুণ কবি হইয়া অনেক কবির কর্মস্বরূপ দ্যুলোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৫ ॥ সমস্ত কবি কর্মচক্রের নাভির ন্যায় যে বরুণকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্যা কর। গোষ্ঠে যেরূপ গো গমন করে, সেইরূপ আমাদের পরিভবার্থ যুদ্ধের জন্য শত্রুগণ অশ্ব যোজনা করিতেছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৬ ॥ বরুণ এই দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি শত্রুগণের সমস্ত ব্যাপ্ত নগর বিনাশ করেন, তাঁহার রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্মানুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৭ ॥ সেই সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হইয়া শীঘ্র আদিত্যের ন্যায় স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিক্‌সমূহে প্রজাদিগকে দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান্ পদদ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৮ ॥ অন্তরীক্ষ-অধিবাসী যে যে বরুণের শ্বেতবর্ণ বিচক্ষণ তেজত্রয় তিন ভুবনে প্রথিত হয়, সেই বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৯ ॥ যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাঁহার কর্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্মিত হইয়াছে। আদিত্য যেরূপ দ্যুলোক ধারণ করেন, সেইরূপ তিনি অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১০ ॥

৪২ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ বরুণ ; ৪-৬ অশ্বিদ্বয়। কণ্ব-পুত্র নাভাক বা অত্রি-পুত্র অর্চনানা ঋষি। ১-৩ ত্রিষ্টুপ্ ; ৪-৬ অনুষ্টুপ্।

সর্বজ্ঞানী অসুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করিয়াছেন, সমস্ত ভুবনের সম্রাট্-রূপে আসীন হইয়াছেন। বরুণের এইসকল কর্ম অনেক ॥ ১ ॥ এইরূপে বৃহৎ বরুণের বন্দনা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাজ্ঞ বরুণকে নমস্কার কর। তিনি আমাদিগকে ত্রিপর্ববিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন। আমরা তাঁহার ক্রোড়ে বর্তমান। দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥ হে দেব বরুণ, এই কর্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ কর। যাহাদ্বারা সমস্ত দুরিত অতিক্রম করিতে পারি, তাদৃশ সুখে পারযোগ্য নৌকাতে আরোহণ করিব ॥ ৩ ॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, বিপ্রগণ এবং অভিষবপ্রস্তরসমূহ সোমপানার্থে স্ব-স্ব কার্যের দ্বারা তোমাদের অভিমুখে গমন করে। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রুগণ হিংসা করুন ॥ ৪ ॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, বিপ্র অত্রি যেরূপ স্তুতিদ্বারা সোমপানার্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৫ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, মেধাবিগণ যেরূপ তোমাদিগকে সোমপানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি রক্ষার্থে আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৬ ॥

৪৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী।

আমাদের এই স্তোতাগণ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করিতেছেন। অগ্নি মেধাবী ও বিধাতা। তিনি কখনও যজমানের হিংসা করেন না ॥ ১ ॥ হে জাতবেদা সর্বদর্শী অগ্নি, তুমি দান করিয়া থাক, অতএব তোমার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করিতেছি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তোমার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান্, পশুগণের ন্যায় দন্তদ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হরণশীল ও বায়ুপ্রেরিত ও ধূমচিহ্নিত অগ্নিসকল অন্তরীক্ষে পৃথক পৃথক গমন করিতেছে ॥ ৪ ॥ পৃথক পৃথক সমিদ্ধ এই অগ্নিসমূহ উষার প্রজ্ঞাপকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ যখন অগ্নি পৃথিবীতে শুষ্ক কাষ্ঠ আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির গমনকালে পাংশুসকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় ॥ ৬ ॥ অগ্নি ওষধিসকলকে অন্নস্বরূপ মনে করতঃ ভক্ষণ করিয়া প্রকাশিত হয়েন না, তরুণ ওষধির প্রতি ধাবমান হয়েন ॥ ৭ ॥ অগ্নি জিহ্বাদ্বারা বনস্পতিগণকে অত্যন্ত অবনত করিয়া তেজোবলে প্রজ্বলিত হইয়া বনে শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, জলের মধ্যে তোমার প্রবেশের স্থান আছে, তুমি ওষধিগণকে অবরোধ কর, আবার তাহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, ঘৃতদ্বারা আহুত জুহুর মুখ তুমি লেহন কর, তোমার শিখা শোভা পাইতেছে ॥ ১০ ॥ যাঁহার হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁহার অন্ন অভিলষণীয় সেই সোমপৃষ্ঠ অভীষ্টবিধাতা অগ্নির স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করিব ॥ ১১ ॥ হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি, তোমাকে আমরা নমস্কারপূর্বক ও সমিধ্ প্রদানপূর্বক যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ১২ ॥ হে শুচি, আহুত অগ্নি, আমরা তোমাকে ভৃগুর ন্যায় এবং মনুর ন্যায় আহ্বান করিতেছি ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি বিপ্র, সাধু এবং সখা। তুমি বিপ্র, সাধু ও সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হইতেছ ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর ॥ ১৫ ॥ হে ভ্রাতঃ অগ্নি, হে বলের দ্বারা উৎপাদিত, হে রোহিতনামক-অশ্বযুক্ত, হে শুদ্ধকর্মা, আমার স্তোত্র সেবা কর ॥ ১৬ ॥ হে অগ্নি, আমার স্তুতিসকল তোমার নিকট গমন করিতেছে। এইরূপে গোসকল উৎসুক ও শব্দায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে গমন করে ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রজাগণ অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তোমার প্রতি আসক্ত হয় ॥ ১৮ ॥ মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবিগণ অন্নলাভার্থ অগ্নিকে প্রীত করে ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলবান্, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ। যে স্তোতাগণ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করেন, তাঁহারা তোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২০ ॥ হে অগ্নি, যেহেতু তুমি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২১ ॥ যে অগ্নি ঘৃতদ্বারা আহুত হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করেন, সেই অগ্নিকে স্তব কর ॥ ২২ ॥ হে অগ্নি, তুমি জাতবেদা, তুমি শত্রু হিংসা কর এবং আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি ॥ ২৩ ॥ মনুষ্যগণের ঈশ্বর, মহান্ কর্মসমূহের অধ্যক্ষ এই অগ্নিকে স্তুতি করি, তিনি শ্রবণ করুন ॥ ২৪ ॥ সর্বত্রগামী, বলযুক্ত বলবান্ মনুষ্যের ন্যায় হিতকর অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় বলবান্ করিব ॥ ২৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি হিংসকগণকে হিংসা করিয়া সর্বদা রাক্ষসগণকে দহন করিয়া তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত হও ॥ ২৬ ॥ হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি, মনুষ্যগণ তোমাকে মনুর ন্যায় দীপ্ত করে, তুমি মনুর ন্যায় অবগত হও ॥ ২৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি ॥ ২৮ ॥ এইসকল লোক এবং প্রজাগণ তোমারই ভক্ষণার্থ পৃথক পৃথক অন্ন প্রেরণ করিতেছে ॥ ২৯ ॥ হে অগ্নি, তোমারই অনুগ্রহে আমরা সুকর্মবিশিষ্ট হইয়া প্রত্যহ সর্বদর্শী হইয়া সমস্ত দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩০ ॥ অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহু লোকের প্রিয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞে শয়নকারী ও পবিত্রদীপ্তিযুক্ত। আমরা হর্ষযুক্ত মনে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি॥ ৩১॥ হে অগ্নি, তুমি বিভাবসু, তুমি উদিত সূর্যের ন্যায় রশ্মির দ্বারা বল বিস্তার করতঃ অন্ধকার নাশ করিতেছ॥ ৩২॥ হে বলবান্ অগ্নি, তোমার যে দানযোগ্য বরণীয় ধন আছে, তাহা ক্ষীণ হয় না, আমরা তাহাই তোমার নিকট যাচ্ঞা করি॥ ৩৩॥

৪৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী।

হে ঋত্বিক্‌গণ, অতিথি অগ্নিকে হব্যদ্বারা পরিচর্যা কর, হব্যদ্বারা জাগরিত কর এবং উহাতে আহুতি প্রক্ষেপ কর॥ ১॥ হে অগ্নি, আমার স্তোত্র সেবা কর, এই মনোহর স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদের সুখ কামনা কর॥ ২॥ দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করি ও তাঁহার স্তব করি। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন॥ ৩॥ হে দীপ্ত অগ্নি, তুমি প্রজ্বালিত হইলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল শিখাসকল প্রকাশ পায়॥ ৪॥ হে কামনা-বিশিষ্ট অগ্নি, আমার ঘৃতদায়িনী স্রুক্‌সকল তোমার নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য সেবা কর॥ ৫॥ অগ্নি হর্ষযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক্, বিচিত্রদীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু। তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি শ্রবণ করুন॥ ৬॥ অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্যকারী এবং যজ্ঞে আশ্রিত। তাঁহাকে স্তব করি॥ ৭॥ হে অঙ্গিরা-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি, ক্রমান্বয়ে এইসকল হব্য সেবা কর এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন কর॥ ৮॥ হে ভজনশীল, উজ্জ্বলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হইয়াই দেবগণকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর॥ ৯॥ অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ। তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করি॥ ১০॥ হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব, বা হিংসাকারী, আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর॥ ১১॥ কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রদ্বারা আপনার শরীর শোভিত করিয়া বিপ্রের সহিত বর্ধিত হইতেছেন॥ ১২॥ বলের পুত্র ও পবিত্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসাশূন্য যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি॥ ১৩॥ হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি, তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সহিত যজ্ঞে আসীন হও॥ ১৪॥ যে মনুষ্য গৃহে অগ্নিকে ধনলাভার্থ পরিচর্যা করেন, অগ্নি তাঁহাকেই ধন প্রদান করেন॥ ১৫॥ দেবগণের মস্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদ্‌স্বরূপ, পৃথিবীর পতি এই অগ্নি, জলের বীর্যস্বরূপ ভূতসমূহকে প্রীত করিতেছেন॥ ১৬॥ হে অগ্নি, তোমার নির্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে॥ ১৭॥ হে অগ্নি, তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই॥ ১৮॥ হে অগ্নি, মনীষিগণ তোমার স্তুতি করেন, কর্মদ্বারা তোমায় প্রীত করেন, আমাদের স্তুতি তোমায় বর্ধিত করুক॥ ১৯॥ হে অগ্নি, তুমি হিংসাশূন্য, বলবান্, দেবগণের দূত ও স্তবকারী। আমরা সর্বদা তোমার সখ্য প্রার্থনা করি॥ ২০॥ অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি। তিনি শুচি ও আহুত হইয়া শোভা পাইতেছেন॥ ২১॥ হে অগ্নি, আমার কর্ম ও স্তুতি সর্বদা তোমায় বর্ধিত করুক। আমরা যে বন্ধুর কার্য করিতেছি, তাহা অবগত হও॥ ২২॥ হে অগ্নি, আমি যাহাই হই, তুমিই তুমি, আমিই আমি, তোমার আশীর্বাদ সত্য হউক॥ ২৩॥ হে অগ্নি, তুমি বাসপ্রদ, বসুপতি এবং বিভাবসু, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি॥ ২৪॥ হে অগ্নি, তুমি ধৃতব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল, নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে গমন করিতেছে॥ ২৫॥ অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্ব-ভক্ষক ও বহুকর্মা, তাঁহাকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করিতেছি॥ ২৬॥ যজ্ঞের নেতা, তীক্ষ্ণবিশিষ্ট, বলবান্ অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমদ্বারা স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি॥ ২৭॥ হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি, আমাদের স্তোতা তোমাতে আসক্ত হউক। হে অগ্নি, তাহাকে সুখী কর॥ ২৮॥ হে অগ্নি, তুমি ধীর, হব্যদানার্থ উপবিষ্ট মেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্বদা জাগরূক হইয়া অন্তরীক্ষে ক্রীড়া করিতেছ॥ ২৯॥ হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি, পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হইতে আমাদিগের কর্ম উদ্ধার করিয়া দাও॥ ৩০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১ অগ্নি ও ইন্দ্র।
কণ্ব-পুত্র ত্রিলোক ঋষি। গায়ত্রী।

যে ঋষিগণ সম্যক্‌রূপে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন, যুবা ইন্দ্র যাঁহাদের সখা, তাঁহারা পরস্পর মিলিত করিয়া কুশ বিস্তীর্ণ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই ঋষিগণের সমিধ্ বৃহৎ, ইঁহাদিগের স্তোত্র প্রচুর এবং সূক্ষ্ম, স্থূল, যুবা ইন্দ্র ইঁহাদিগের সখা ॥ ২ ॥ কোন্ অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিজবলে বলবান্ হইয়া শত্রুগণকে অবনত করিলেন? যুবা ইন্দ্র ইঁহাদিগের সখা ॥ ৩ ॥ বৃত্রহা জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা উগ্র বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৪ ॥ বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার শত্রুত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে ॥ ৫ ॥ আরও হে মঘবন্, তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর, স্তোতা তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তাহা প্রদান কর, তুমি যাহাকে দৃঢ় কর, সেই দৃঢ় হয় ॥ ৬ ॥ যুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভাভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি রথিগণের মধ্যে প্রধান রথা হন ॥ ৭ ॥ হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি সমস্ত প্রজা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি প্রবৃদ্ধ হও, আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নযুক্ত হও ॥ ৮ ॥ হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র আমাদের অভীষ্টপ্রদানার্থে সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার শত্রুগণের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু তুমি যখন বহুগোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্টপ্রদানক্ষম বলিয়া তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই ॥ ১০ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, আমরা মন্দ মন্দ গমন করতঃ অশ্ববান্, বহুধনবান্, বিচক্ষণ ও উপদ্রবরহিত হইব ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার স্তোতাগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করিতেছে ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শত্রুর মথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের ন্যায় উপদ্রবশূন্য বলিয়া জানি ॥ ১৩ ॥ হে কবি, হে ধৃষ্ণু, তুমি বণিক্, তোমার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাচ্ঞা করিতেছি, তখন সোমসকল তোমায় প্রমত্ত করুক, তুমি ককুদ্‌স্বরূপ ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, যে মনুষ্য ধনবান্ হইয়া দান করে না এবং তুমি ধনদাতা, তোমার অসূয়া করে, তাহার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর ॥ ১৫ ॥ হে ইন্দ্র, লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করিয়া পশুকে দেখে, সেইরূপ আমার এই সখাসকল সোমাভিষব করতঃ তোমায় দেখিতেছে ॥ ১৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষার্থ দূর হইতে আহ্বান করিতেছি ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর ও আপনার বল দুর্ধর্ষ কর, আমাদের হৃদয়ংগম বন্ধু হও ॥ ১৮ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা যখন দারিদ্র্যদ্বারা ব্যথিত হইয়া তোমার নিকট গমন করিব ও তোমায় স্তব করিব, তখন আমাদিগকে গোদান করিবার জন্যই জাগরিত হও ॥ ১৯ ॥ হে বলপতি, আমরা ক্ষীণ হইয়া দণ্ডের ন্যায় তোমায় লাভ করিব, যজ্ঞে তোমায় কামনা করিব ॥ ২০ ॥ বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না ॥ ২১ ॥ হে বৃষভ ইন্দ্র, সোম অভিষুত হইলে, সেই অভিষুত সোমপানার্থ তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান কর ॥ ২২ ॥ হে ইন্দ্র, মূঢ়-লোক রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমাকে যেন হিংসা না করে এবং তোমায় যেন উপহাস না করে, স্তুতিদ্বেষীকে কখনও ভজনা করিও না ॥ ২৩ ॥ হে ইন্দ্র, এই যজ্ঞে মহাধনলাভার্থ মনুষ্যগণ গব্যমিশ্রিত সোমপানে মত্ত হউক, তুমিও গৌরমৃগ যেরূপ সরোবর হইতে পান করে, সেইরূপ পান কর ॥ ২৪ ॥ হে ইন্দ্র, হে বৃত্রহা, দূরদেশে যে নূতন এবং পুরাতন ধন প্রেরণ করিয়াছ, সভাস্থলে তাহার কথা কহ ॥ ২৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি রুদ্র ঋষির অভিষুত সোম পান করিয়াছ এবং সহস্রবাহুর শত্রু নাশ করিয়াছ, এই সময় ইন্দ্রের বীর্য অত্যন্ত দীপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥ তুর্বশ ও যদুর প্রসিদ্ধ কর্ম সত্য জানিয়া তাহাদের জন্য সংগ্রামে অহুবায্যকে ইন্দ্র ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ হে স্তোতাগণ, তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি ॥ ২৮ ॥ জলবর্ষী, মহান্ ইন্দ্রকে ধনদানার্থ সোম অভিষুত হইলে উক্থ উচ্চারণকালে স্তব করি ॥ ২৯ ॥ যে ইন্দ্র জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গমনের দ্বারস্বরূপ, বিস্তীর্ণ মেঘকে তৃশোকের জন্য ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি জলের গমনার্থ পথ করিয়াছিলেন॥ ৩০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি হর্ষযুক্ত হইয়া যাহা ধারণ কর, যাহার পূজা কর এবং যাহা দান কর, আমাদের জন্য তাহা কর নাই কেন ? সুখী কর॥ ৩১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার মত কর্ম অল্প করিলেও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। হে ইন্দ্র, তোমার মন আমার প্রতি গমন করুক॥ ৩২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যাহার দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর, সেই কীর্তিসকল ও সেই স্তুতিসকল তোমারই যেন হয়॥ ৩৩ ॥ হে ইন্দ্র, এক অপরাধে আমাদিগকে বধ করিও না, দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদিগকে বধ করিও না॥ ৩৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার ন্যায় উগ্র, শত্রুদিগের প্রহারকারী, দর্শনীয়, হিংসাসহকারী দেব হইতে আমি নির্ভয় হই॥ ৩৫ ॥ হে প্রভূতধনবান্ ইন্দ্র, তোমার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তাঁহার পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তোমার মন আমাদের হইতে যেন না ফিরিয়া যায়॥ ৩৬ ॥ হে মনুষ্যগণ, ইন্দ্র ভিন্ন কোন্ সখা প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সখাকে বলিতে পারে ? আমি কাহাকে হনন করিব ? কে-বা আমার নিকট হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিবে ?॥ ৩৭ ॥ হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র, সোম অভিষুত হইলে এবারনামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না করিয়া সেই সোম ধূর্তের ন্যায় তোমার নিকট আগমন করে। দেবগণ অধোমুখ হইয়া বহির্গত হন॥ ৩৮ ॥ সুন্দররথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করি, যেহেতু তুমি স্তোতাদিগকে এই ধন দান করিয়াছ॥ ৩৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর, হিংসা কর, সংগ্রাম পরিহার কর, স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর॥ ৪০ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর॥ ৪১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া সকল লোকে জানে, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর॥ ৪২ ॥

৪৬ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ২১-২৪ কানীন (কন্যা-পুত্র) পৃথুশ্রবা ; ২৫-২৮,৩২ বায়ু। অশ্ব-পুত্র বশ ঋষি। গায়ত্রী ; ১ পাদনিচৃৎ ; ৫ ককুপ্ ; ৭ বৃহতী ; ৮ অনুষ্টুপ্ ; ৯ সতোবৃহতী ; ১১-১২ বিপরীতোত্তর প্রগাথ (বৃহতী, বিপরীতা) ; ১৩ দ্বিপদা জগতী; ১৪ বৃহতী পিপীলিকমধ্যা; ১৫ ককুভ্ন্যংকুশিরা ; ১৬ বিরাট্ ; ১৭ জগতী ; ১৮ উপরিষ্টাৎ-বৃহতী ; ১৯ বৃহতী ; ২০ বিষমপদা-বৃহতী ; ২১,২৪ পংক্তিঃ ; ২২ সংস্তারপংক্তিঃ ; ২৫-২৮ প্রগাথ (বৃহতী, সতোবৃহতী) ; ৩০ দ্বিপদা বিরাট্ ; ৩১ উষ্ণিক্ ; ৩২ পংক্তিঃ।

হে বহুধনবান্, কর্মপূরক ইন্দ্র, তোমার সদৃশ লোকেরাই আমরা আত্মীয়, তুমি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমায় নিশ্চয়ই অন্নদাতা বলিয়া জানি। ধনদাতা বলিয়া জানি॥ ২ ॥ হে অপরিমিতরক্ষাযুক্ত শতক্রতু, তোমার মহিমা স্তোতাগণ স্তুতিদ্বারা স্তুতি করে॥ ৩ ॥ দ্রোহরহিত মরুৎগণ যাহাকে রক্ষা করেন, অর্যমা ও মিত্র যাহাকে রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যই সুযোগ্য হয়॥ ৪ ॥ আদিত্যের অনুগৃহীত যজমান গোবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, সুন্দরবীর্যবিশিষ্ট পুত্র লাভ করিয়া সর্বদা বর্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহণীয় ধনের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ ৫ ॥ বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করি॥ ৬ ॥ সর্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত মরুৎসেনা ইন্দ্রেরই। গমনশীল হরিগণ আনন্দার্থ বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিষুত সোমের নিকট আনয়ন করুন॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে হর্ষ বরণীয়, যাহাদ্বারা শত্রুদিগকে অতিশয় বধ কর, যাহাদ্বারা শত্রুর নিকট হইতে ধন গ্রহণ কর, সংগ্রামে যাহাকে পার হওয়া যায় না॥ ৮ ॥ হে সকলের বরণীয় ইন্দ্র, যুদ্ধে দুস্তর শত্রুগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারগ এবং সর্বত্র বিখ্যাত, হে সর্বাপেক্ষা বলবান্ বাসপ্রদ ইন্দ্র, তোমার সেই হর্ষের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, আমরা গোযুক্ত গোষ্ঠে আগমন করিব ॥ ৯ ॥ হে মহাধনবান্ ইন্দ্র, আমাদের গোলাভের ইচ্ছা হইলে, কিংবা অশ্বলাভের ইচ্ছা হইলে, পূর্বকালের ন্যায় দান কর ॥ ১০ ॥ হে শূর ইন্দ্র, সত্যই আমি তোমার ধনের ইয়ত্তা জানি না, হে মঘবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র, আমাদিগকে শীঘ্র ধন দান কর, অন্নের দ্বারা আমাদের কর্ম রক্ষা কর ॥ ১১ ॥ যে ইন্দ্র দর্শনীয়, ঋত্বিক্‌গণ যাঁহার সখা, যিনি বহুলোকের স্তুত, তিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, সমস্ত মনুষ্যগণ হব্য গ্রহণ করতঃ সর্বকালে সেই বলবান্ ইন্দ্রকে আহ্বান করে ॥ ১২ ॥ সেই বহুধনবান্, মঘবান্, বৃত্রহা ইন্দ্র সংগ্রামে আমাদের রক্ষক এবং অগ্রবর্তী হউন ॥ ১৩ ॥ হে স্তোতাগণ, তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হইলে, বিশিষ্ট-প্রজ্ঞাযুক্ত, সর্বত্র বিখ্যাত, সামর্থ্যবান্ শত্রুগণের অবনতিকর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেরূপ বাক্য স্ফূর্তি হয়, সেইরূপে মহতীস্তুতিদ্বারা স্তব কর ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমার শরীরের জন্য ধনের দাতা হও। সংগ্রামে অন্নবান্ ধনের দাতা হও। হে পুরুহূত, পুত্রদিগকে ধন দান কর ॥ ১৫ ॥ সমস্ত ধনের ঈশ্বর এবং বাধাপ্রদ, যুদ্ধকল্পনাকারী শত্রুর অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে। তিনি শীঘ্র ধন দান করিবেন ॥ ১৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহান্, আমি তোমার আগমন ইচ্ছা করি ; তুমি গমনশীল, সংপূর্ণগামী ও সেচক, তোমায় যজ্ঞ ও স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তুমি মরুৎগণের নেতা, সকল মনুষ্যের ঈশ্বর, নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা তোমার গুণ গান করি ॥ ১৭ ॥ যাহারা মেঘের পতনশীল জলের সহিত গমন করে, সেই প্রভূতধ্বনিযুক্ত মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিব এবং সেই যজ্ঞে মহাধ্বনিযুক্ত মরুৎগণ যে সুখ দিতে পারেন, তাহা প্রাপ্ত হইব ॥ ১৮ ॥ তুমি দুর্মতিগণের বিনাশক, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, হে অত্যন্ত বলবান্ ইন্দ্র, আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ কর। তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধনপ্রেরণতৎপর। হে দেব, উৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর ॥ ১৯ ॥ হে দাতা, উগ্র, বিচিত্র, প্রিয়সত্যভাষী, শত্রুপরাভবকারী, সকলের স্বামী ইন্দ্র, শত্রু পরাভব কর, ভোগযোগ্য প্রবৃদ্ধ ধন যুদ্ধে আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ২০ ॥ যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার নিকট প্রাতঃকালে ধন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যে দেবশূন্য মনুষ্য পূর্ণধন গ্রহণ করিয়াছে, সে আগমন করুক ॥ ২১ ॥ আমি ষষ্টিসহস্র অযুত অশ্ব লাভ করিয়াছি। বিংশতিশত উষ্ট্র লাভ করিয়াছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করিয়াছি। তিনস্থানে শুভ্রবর্ণযুক্ত দশসহস্র গো লাভ করিয়াছি ॥ ২২ ॥ দশটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথনেমি প্রবর্তিত করিতেছে। তাহারা অত্যন্ত বেগবান্, বলবান্, মন্থনকারী ॥ ২৩ ॥ উৎকৃষ্টধনযুক্ত কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার দান এই—তিনি হিরণ্ময় রথ দিয়াছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ হে বায়ু, তুমি মহাধনার্থ এবং পূজনীয় বলার্থ আমাদের নিকট আগমন কর। তুমি প্রভূত-ধনদাতা, তোমার স্তুতি করিতেছি, তুমি মহাধনদাতা, এখনই তোমায় স্তুতি করি ॥ ২৫ ॥ হে সোমপায়ী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্তা বায়ু, যিনি অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর সাহায্যে গমন করেন, তিনিই তোমার সোমপ্রদানার্থ সোমযুক্ত হইয়াছেন ও অভিষবকারিগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥ যে পৃথুশ্রবা আপনি আমাকে এই বিচিত্র ধন দান করিব মনে করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আপনার কার্যাধ্যক্ষ অরদ্ধ, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্বকে আজ্ঞা করিলেন ॥ ২৭ ॥ হে বায়ু, যিনি উচথ্য ও বপুনামক রাজার অপেক্ষাও অধিক বলবান্, সেই ঘৃতবৎ শুদ্ধরাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুক্কুর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা এই, ইহা তোমারই অনুগ্রহ ॥ ২৮ ॥ এক্ষণে ধনাদির প্রেরক সেই রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের ন্যায় ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক প্রিয় গাভীও লাভ করিলাম ॥ ২৯ ॥ গাভীসমূহ যেন যূথে গমন করে, সেইরূপ বলাবর্দসকল আমার নিকট আগমন করিতেছে। বলীবর্দসকল আমার নিকট আগমন করিতেছে ॥ ৩০ ॥ উষ্ট্রগণ যখন বনাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য ডাকাইয়া আনিলেন। শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনিলেন ॥ ৩১ ॥ আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বল্বথনামক দাসের নিকট শত গো ও অশ্ব গ্রহণ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে বায়ু, এই লোকসকল তোমার, ইহারা ইন্দ্রকর্তৃক ও দেবগণকর্তৃক রক্ষিত হইয়া আনন্দিত হন ॥ ৩২ ॥ এক্ষণে তাঁহারা স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পূজনীয় কন্যাকে অশ্বের পুত্র বশের অভিমুখে আনয়ন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

৪৭ সূক্ত ঃ দেবতা ঃ আদিত্যগণ ; ১৪-১৮ আদিত্যগণ ও উষা। ত্রিত আপ্ত ঋষি। মহাপংক্তিঃ।

হে মিত্র, হে বরুণ, হব্যদায়ীকে তোমরা যে রক্ষা কর, তাহা মহৎ, তোমরা যে যজমানকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা কর, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১ ॥ হে আদিত্যগণ, তোমরা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করিতে হয়, তাহা জান। পক্ষিগণ যেমন আপনাদের শিশুদের উপরে পক্ষ বিস্তার করে, সেইরূপ আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ২ ॥ পক্ষিগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। হে সর্বধনবান্ আদিত্যগণ, সমস্ত গৃহের উপযুক্ত ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৩ ॥ প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যাহার উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তাহার জন্য ইঁহারা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হয়েন। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৪ ॥ রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমরা পাপ পরিত্যাগ করিব, আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিত্যদত্ত রক্ষা লাভ করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৫ ॥ মনুষ্যগণ ক্লেশদ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়। হে দেবগণ, তোমরা শীঘ্র গমনশীল, তোমরা যে যজমানকে প্রাপ্ত হও, সে অল্পধন লাভ করে। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৬ ॥ হে আদিত্যগণ, যাহার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান কর, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও ক্রোধ তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না, অপরিহার্য দুঃখও তাহার নিকট গমন করে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৭ ॥ হে আদিত্যগণ, আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকিব, যোদ্ধাগণ এইরূপে বর্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। তোমরা আমাদিগকে মহা অনিষ্ট ও অল্প অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৮ ॥ অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। তিনি ধনবান্, মিত্র, বরুণ ও অর্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৯ ॥ হে আদিত্যগণ, তোমরা আমাদিগকে শরণীয়, ভজনীয়, রোগরহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১০ ॥ হে আদিত্যগণ, চরসকল যেমন কূল হইতে দর্শন করে, সেইরূপ তোমরা উপর হইতে নিম্নমুখে আমাদিগকে দর্শন কর। অশ্বকে যেমন ভাল ঘাটে লইয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগকে ভাল পথে লইয়া চল। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১১ ॥ হে আদিত্যগণ, এই জগতে আমাদের হিংসক বলবান্ ব্যক্তির সুখ যেন না হয়। গো-সমূহের সুখ হউক, ধেনুসমূহের সুখ হউক, অন্নাভিলাষী বীরের সুখ হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১২ ॥ হে আদিত্যদেবগণ, যে সকল পাপ আবির্ভূত হইয়াছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত রহিয়াছে, আমি আপ্ত্যত্রিত, আমার যেন তাহার কোনটিই না হয়। উহাদিগকে দূরে স্থাপন কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৩ ॥ হে স্বর্গের দুহিতা উষা, আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হইয়াছে। হে বিভাবরী, আপ্ত্যত্রিতের জন্য তাহা দূর করিয়া দাও। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৪ ॥ হে স্বর্গের দুহিতা, আভরণকারীর অথবা মাল্যকারীর যে দুঃস্বপ্ন আছে, আপ্ত্যত্রিতের নিকট হইতে তাহা দূর হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৫ ॥ হে উষাদেবী, স্বপ্নে অন্নকর্ম এবং ভাগ পাইলে আপ্ত্যত্রিত হইতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দুর কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৬ ॥ যে প্রকারে যজ্ঞার্থ পশুর হৃদয়াদি এবং তাহার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করিতে হয়, সেইরূপ আপ্ত্যত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দুর করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৭ ॥ আমরা অদ্য জয় করিব, আমরা অদ্য সুখ লাভ করিব, আমরা অদ্য অপাপ হইব। হে উষাদেবী, যেহেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হইতে ভীত হইয়াছি, অতএব সেই ভয় অপগত হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৮ ॥

৪৮ সূক্ত। সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্র ঘৌর প্রগাথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ জগতী।

আমি সুন্দরপ্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর-অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দরকর্মবিশিষ্ট। আমি যেন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অন্নের আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারি। বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্যগণ এই অন্ন মনোহর বলিয়া ইহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি হৃদয়মধ্যে গমন কর, তুমি অদিতি, তুমি দেবগণের ক্রোধ পৃথক কর। হে ইন্দ্র, তুমি ইন্দ্রের সখ্য লাভ করিয়া শীঘ্র অশ্ব যেরূপ ভার বহন করে, সেইরূপ আমাদের ধন বহন কর ॥ ২ ॥ হে অমৃত সোম, আমরা তোমাকে পান করিব ও অমর হইব, পরে দ্যুতিমান্ স্বর্গে গমন করিব ও দেবগণকে অবগত হইব। শত্রু আমাদের কি করিবে ? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কি করিবে ? ॥ ৩ ॥ হে সোম, পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেইরূপ আমরা তোমায় পান করিলে তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসিত সোম, তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি তুমি আমাদের জীবনার্থ আয়ুঃ প্রবর্ধিত কর ॥ ৪ ॥ এই যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হইয়া গোসমূহকে যেরূপ পর্বে পর্বে রথে যোজনা করে, সেইরূপ পর্বে পর্বে আমাকে কর্মে যোজিত করুক। আরও চরিত্রস্খলন হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে ব্যাধি হইতে পৃথক করুক ॥ ৫ ॥ হে সোম, তুমি পীত হইয়া, মথিত অগ্নির ন্যায় আমাকে দীপ্ত কর, আমাদিগকে বিশেষরূপে দর্শন কর, আমাদিগকে অতিশয় ধনবান্ কর। হে সোম, এক্ষণে তোমাকে আনন্দার্থ স্তব করিতেছি, অতএব তুমি ধনবান্ হইয়া পুষ্টিপ্রাপ্ত হও ॥ ৬ ॥ আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের ন্যায় অভিষুত সোম পান করিব, হে রাজা সোম, তুমি আমাদের আয়ুঃ বর্ধিত কর। সূর্য এইরূপে দিবসসকলকে বর্ধিত করেন ॥ ৭ ॥ হে রাজা সোম, আমাদিগকে স্বস্তির জন্য সুখী কর, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হইব। তুমি আমাদিগকে অবগত হও। হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রু প্রবৃদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, ক্রোধও গমন করিতেছে। এই উভয় শত্রুরই দণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর ॥ ৮ ॥ হে সোম, তুমি আমাদিগের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষণ্ণ হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিঘ্ন করি, তথাপি হে দেব, তুমি উৎকৃষ্ট-অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা হইয়া আমাদিগকে সুখী কর ॥ ৯ ॥ হে সোম, তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না, তুমি সখা, আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। সোম পীত হইয়া আমাকে হিংসা করিবেন না। হে হরিনামক-অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, এই যে সোম আমাতে নিহিত হইয়াছে, ইহারই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১০ ॥ সেই সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হউক, এইসকল পীড়া বলবান্ হইয়া আমাদিগকে একান্ত কম্পিত করিতেছে। মহান্ সোম আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা পান করিলে আয়ুঃ বর্ধিত হয়, আমরা মনুষ্য, আমরা ইহার নিকট গমন করিব ॥ ১১ ॥ হে পিতৃগণ, যে সোম পীত হইলে মরণরহিত হইয়া, আমরা মর্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সেই সোমের পরিচর্যা করিব, অতএব উহার অনুগ্রহবুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব ॥ ১২ ॥ হে সোম, তুমি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যাবা-পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, আমরা হব্যদ্বারা এই সোমের পরিচর্যা করিব, আমরা ধনের পতি হইব ॥ ১৩ ॥ হে ত্রাণকর্তা দেবগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে মিষ্ট বাক্য বল, স্বপ্ন আমাদের যেন বশীভূত না করে, নিন্দকগণ যেন আমাদের নিন্দা না করে, আমরা যেন সর্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দরস্তোত্রযুক্ত হইয়া স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে সোম, তুমি সকল দিক্ হইতে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্বদর্শী, তুমি প্রবেশ কর। হে ইন্দ্র, তুমি একত্রে প্রীতিযুক্ত হইয়া রক্ষার সহিত পশ্চাদ্‌ভাগে ও সম্মুখভাগে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥

[৪৯-৫৯ সূক্ত বালখিল্য]

৪৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

আমি যাহাতে ধন লাভ করিতে পারি, এইরূপে সুন্দরধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন করতঃ অর্চনা কর। তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোতাগণকে সহস্র সহস্র ধন দান করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ তিনি সগর্বে গমন করিতেছেন, যেন শতসেনার পতি, তিনি হব্যদায়ীর জন্য বৃত্রবধ করিতেছেন। তিনি বহুলোকের পালক, তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্বতের রসের ন্যায় প্রীত করে ॥ ২ ॥ যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, তোমার জন্য তাহা অভিষুত হইয়াছে ॥ হে বজ্রবান্ শূর, ধনার্থ জলসকল সম্প্রতি আপন বাসস্থানস্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করিতেছে ॥ ৩ ॥ তুমি সোমের পাপশূন্য, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, মধুরতম রস পান কর। কারণ তুমি প্রমত্ত হইলে আপনিই গর্বিত হইয়া থাক এবং ক্ষুদ্রার ন্যায় আমাদিগকে অভিলষিত দান করিয়া থাক ॥ ৪ ॥ হে অন্নবান্ ইন্দ্র, কণ্বগণের উদ্দেশে তুমি যে প্রীতিকর দান করিয়াছ, সেই দান স্তোমকে স্বাদু করিতেছে, অভিষবণকারিগণ আহ্বান করিলে, তুমি অশ্বের ন্যায় সেই স্তোম অভিমুখে দ্রুত আগমন কর ॥ ৫ ॥ সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র, বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সহিত গমন করিব। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, জলবিশিষ্ট কূপ যেমন জল সেক করে, সেইরূপ স্তোত্রসকল তোমায় সিক্ত করিতেছে ॥ ৬ ॥ এক্ষণে যেখানেই থাক, যজ্ঞেই থাক, অথবা পৃথিবীতেই থাক, সেই স্থান হইতেই, হে উগ্র মহামতি ইন্দ্র, তুমি উগ্র এবং আশুগামী অশ্বের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৭ ॥ তোমার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তাহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। তুমি উহাদিগের সাহায্যে মনুষ্যগণের নিকট গমন কর এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনার্থ জগতে গমন করিয়া থাক ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, হে মঘবন্, যেহেতু তুমি মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথিকে ধনবিষয়ে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ হে মঘবন্, যেহেতু তুমি কণ্ব, ত্রসদস্যু, পক্থ, দশব্রজ, গোশর্য ও ঋজিশ্বাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করিয়াছিলে ॥ ১০ ॥

৫০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র পুষ্টিগু ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

ধন লাভের জন্য বিখ্যাত এবং সুন্দরধনবিশিষ্ট শক্রের অর্চনা কর। তিনি অভিষবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন ॥ ১ ॥ ইঁহার অস্ত্রসমূহ শত শত এবং দুস্তর ইন্দ্রের অন্ন প্রভূত। যখন অভিষুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমসকল ইঁহাকে প্রমত্ত করে, তখন ইনি পর্বতের ন্যায় খাদ্যদাতা হইয়া ধনবান্‌গণের প্রীতি উৎপাদন করেন ॥ ২ ॥ অভিষুত সোমসকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করিয়াছে, তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র, হব্যদায়ীর উদ্দেশে গাভীগণের ন্যায় জলসমূহ আমার যজ্ঞে নিহিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমাদের রক্ষার্থ কর্মসকল পাপশূন্য আহূয়মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধুক্ষরণ করিতেছে। হে বাসপ্রদ, সোম আহুত হইয়া স্তোত্রকালে তোমার সম্মুখে নিহিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র আমাদের সুযজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছেন। হে আস্বাদবান্‌ ইন্দ্র, তোমার স্তোতাগণ এই সোম সুস্বাদু করিতেছে, তুমি পুরুর পুত্রের আহ্বানকে প্রীতিকর কর ॥ ৫ ॥ বীর, উগ্র, ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবান্‌, জলবিশিষ্ট কূপের ন্যায় সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সহিত হব্যদায়ী যজমানের মঙ্গলের জন্য পান কর ॥ ৬ ॥ হে দর্শনীয়, মহামতি ইন্দ্র, তুমি দূরদেশেই থাক, পৃথিবীতেই থাক, অথবা স্বর্গেই থাক, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত করতঃ আগমন কর ॥ ৭ ॥ তোমার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তাহারা হিংসারহিত, উহা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে ; ইহাদের সাহায্যে দস্যুগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি মনুকে বিখ্যাত করিয়াছ এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করিয়াছ ॥ ৮ ॥ হে শূর নিবাসপ্রদ ইন্দ্র, তোমার এতৎপরিমিত নূতন ধনের কথা জানি, তুমি এইরূপে কর্তব্য ধনার্থ এতশকে এবং দশব্রজবিশিষ্ট বশকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৯ ॥ হে মঘবন্‌, হে বজ্রবান্‌, পবিত্র যজ্ঞে কণ্বকে এবং শত্রুনাশাভিলাষী দীর্ঘনীথকে এবং গোশর্যকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছ, অশ্বদ্বারা সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১০ ॥

৫১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র শ্রুষ্টিগু ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্‌ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্‌ সতোবৃহতী)।

হে ইন্দ্র, তুমি সাম্বরুণি মনুর জন্য যেরূপে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, হে মঘবন্‌, পুষ্ট এবং শীঘ্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেরূপ সোম পান করিয়াছিলে ॥ ১ ॥ পার্ষদ্বান ঋষি বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্কণ্বকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া উপবেশন করাইয়াছিলেন। দস্যুগণের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি তোমাকর্তৃক রক্ষিত করিয়া সহস্র গো রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ২ ॥ যাঁহাকে উক্‌থের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সকলের জ্ঞাতা, রক্ষাভিলাষী, সেই ইন্দ্রের অভিমুখে সেবার্থ নূতন স্তুতি উচ্চারণ কর ॥ ৩ ॥ উত্তম স্থানে যাঁহার উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চনামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এই বিশ্বভুবন শব্দযুক্ত করিয়াছেন এবং বল উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ যিনি আমাদের ধনদাতা সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, আমরা উঁহার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করিতে পারি ॥ ৫ ॥ হে বাসপ্রদ, স্তুতিভাক্‌, মঘবন্‌ ইন্দ্র, তুমি দান করিব বলিয়া যাহাকে দান কর, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে। তুমি এইরূপ, অতএব আমরা অভিষুতসোমবিশিষ্ট হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি কখনও নিবৃত্তপ্রসব হও না, তুমি হব্যদায়ীর সহিত মিলিত হও। তুমি দেবতা, তোমার দান বারংবার নিকটে আসিয়া মিলিত হয় ॥ ৭ ॥ যিনি বলপূর্বক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শুষ্ণকে বিনাশ করতঃ কূপ পূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত করতঃ স্তম্ভিত করিয়াছেন এবং যিনি পার্থিব হইয়া সমস্ত বস্তু উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ এই সমস্ত আর্য ও দাসগণ, যাহার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আর্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, সেই ধনদাতা তোমার সহিত মিলিত হয়েন ॥ ৯ ॥ ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চনামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, ইঁহার উদ্দেশে ধন প্রথিত হইতেছে, পুরুষোচিত বল প্রথিত হইয়াছে, অভিষুত সোম প্রথিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র আয়ু ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

হে ইন্দ্র, বিবস্বান্ মনুর সোম পূর্বে যেরূপে পান করিয়াছ, ত্রিতের মন যেরূপ যোগাইয়াছ, আয়ুর সহিত যেরূপ প্রমত্ত হইয়াছ॥ ১॥ মাতরিশ্বা যজ্ঞীয় পৃষধ্র অভিষব করিতে আরম্ভ করিলে, তুমি যেরূপ প্রমত্ত হও এবং সম্বদ্ধ দীপ্তি-বিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোন্যের সোম পান করিয়া থাক॥২॥ যিনি কেবল উক্থ ধারণ করেন, যিনি ধৃষ্টরূপে সোম পান করেন, যাঁহার উদ্দেশে মিত্রের কর্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদ ক্ষেপ করিয়াছিলেন॥৩॥ হে বেগবান্, শতক্রতু স্তুতিকামী ইন্দ্র, সেই তোমাকে আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া, গোদোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভী আহ্বান করে, সেইরূপ আহ্বান করিতেছি॥ ৪॥ যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহান্, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্যকর্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভূতধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদিগকে গাভী ও অশ্ব প্রদান করুন॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা কর, সে ধন পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হইয়া বসুপতি ও শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করিতেছি॥ ৬॥ তুমি কখন কখন ভ্রমে পতিত হও, তুমি উভয় প্রকার প্রাণীকে রক্ষা কর। হে ত্বরাবান্ আদিত্য, তোমার সুখকর আহ্বান অমর দ্যুলোকে অবস্থান করে॥ ৭॥ হে স্তুতিভাক্, দাতা মঘবন্, তুমি হব্যদায়ীকে দান কর। হে বাসপ্রদ, তুমি যেমন কণ্বঋষির আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শ্রবণ কর॥ ৮॥ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর, এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোতার মেধা বর্ধিত কর॥ ৯॥ ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, সূর্যকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি পদার্থসমূহকে প্রেরণ করিয়াছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে প্রমত্ত করিয়াছিল॥ ১০॥

৫৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধ্য ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

তুমি ধনিগণের উপমাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষিগণের জ্যেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষ, শত্রুপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবন্ ইন্দ্র, আমি ধনার্থ তোমায় যাচ্ঞা করিতেছি॥ ১॥ যিনি প্রত্যহ বর্ধমান হইয়া আয়ু, কুৎস এবং অতিথিগ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামক-অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অন্নাভিলাষী হইয়া আহ্বান করিতেছি॥২॥ যে সোম-সকল দূরদেশে লোকসমূহমধ্যে অভিষুত হয়, যাহারা নিকটে অভিষুত হয়, সেই সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব-প্রস্তর পেষণ করিয়া বাহির করুক॥ ৩॥ তুমি যেখানে সোম পান করিয়া তৃপ্ত হও, সেখানে সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ কর ও পরাভূত কর, সমস্ত ধন উপভোগযোগ্য হউক। শিষ্টগণের মধ্যে সোম তোমার মদকর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি কল্যাণতম এবং অত্যন্ত বন্ধু, তুমি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুস্বরূপ রক্ষাকার্যের সহিত নিকটবর্তী স্থানে আগমন কর॥ ৫॥ যুদ্ধে ত্বরাবান্, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় কর, যাঁহারা কর্মসমূহদ্বারা সুফল প্রবর্তিত করেন, সেই উক্থ-উচ্চারণকারিগণ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন॥ ৬॥ তোমার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আছে তাহা যেন আমরা পাই। আমরা রক্ষার্থ তোমারই হইব, যুদ্ধকালেও তোমারই হইব। আমরা স্তুতি এবং আহ্বানদ্বারা তোমাদের ভজনা করতঃ স্তুতি পাঠ করিব॥ ৭॥ হে হরিনামক-অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, আমি অন্নাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী ও গবাভিলাষী হইয়া তোমার স্তোত্র করি এবং তোমার রক্ষা লাভ করিয়া যুদ্ধে গমন করি। ভয়ের সময় তোমাকেই শত্রুগণের সম্মুখে স্থাপন করি॥ ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৩-৪ বিশ্বদেবগণ। কণ্ব-পুত্র মাতরিশ্বা ঋষি।
প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।
হে ইন্দ্র, স্তুতিকারিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার এই বীর্যের প্রশংসা করিতেছেন। তাহারা স্তুতি করিয়া বল লাভ করিয়াছিল। পৌরগণ কর্মদ্বারা ঘৃতক্ষরণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল॥ ১॥ হে ইন্দ্র, যাহাদের সোমাভিষবে তুমি প্রমত্ত হও, তাহারা উৎকৃষ্টকর্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করিতেছে। যেরূপ সম্বর্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে সেইরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও॥ ২॥ সমস্ত দেবগণ সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের অভিমুখে এবং আমাদের সমীপে আগমন করুন। বসু ও রুদ্রগণ রক্ষার্থ আগমন করুন, মরুৎগণ আহ্বান শ্রবণ করুন॥ ৩॥ পুষা, বিষ্ণু, সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, জল, বায়ু, পর্বত, বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন, পৃথিবী আহ্বান শ্রবণ করুন॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা, হে বৃত্রহা, একত্রে প্রমত্ত হইয়া সমৃদ্ধি ও দানার্থ সেই ধনের সহিত প্রবৃদ্ধ হও, তুমি ভজনীয়॥ ৫॥ হে যুদ্ধপতি, সুকর্মা ও নৃপতি, তুমিই আমাদের যুদ্ধে লইয়া যাও, শুনা যায় দেবগণ স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণার্থ মিলিত হয়েন॥ ৬॥ আর্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্বাদ আছে, মনুষ্যগণের আয়ু আছে, হে মঘবন্, আমাদিগকে ব্যাপ্ত কর, বৃদ্ধিকর অন্ন দান কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব, হে শতক্রতু, তুমি আমাদিগের। হে ইন্দ্র, তুমি প্রাকনের উদ্দেশে প্রচুর স্থূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর॥ ৮॥

৫৫ সূক্ত। ইন্দ্র ও প্রস্কণ্ব দেবতা। কণ্ব-পুত্র কৃণ ঋষি। গায়ত্রী ; ৩,৫ অনুষ্টুপ্।
ইন্দ্রের কর্ম ভূরি বলিয়া জানিয়াছি। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ, তোমার ধন আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে॥ ১॥ আকাশে যেরূপ তারা শোভা পায়, সেইরূপ শত শত বৃষ শোভা পাইতেছে, তাহারা মহত্বে দ্যুলোককে যেন স্তম্ভিত করিতেছে॥ ২॥ শতবেণু, শতশ্বা, শতম্লাত চর্ম, শতবল্বজ স্তুক এবং চারিশত অরুষী রহিয়াছে॥ ৩॥ হে কণ্বগোত্রীয়গণ, তোমরা অন্নে অন্নে বিচরণ করতঃ অশ্বগণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ সুন্দরদেববিশিষ্ট হইয়াছ॥ ৪॥ সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, অন্যের অনূন, ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহৎ অন্ন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। শ্যামবর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইতেছে॥ ৫॥

৫৬ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ও প্রস্কণ্ব ; ৫ অগ্নি ও সূর্য।
কণ্ব-পুত্র পৃষধ্র। গায়ত্রী ; ৫ পংক্তিঃ।
হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ, তোমার অক্ষীণ ধন দর্শিত হইয়াছে, তোমার সেনা দ্যুলোকের ন্যায় বিস্তৃত॥ ১॥ তুমি দস্যুর বৃকস্বরূপ। তোমার নিত্যধন হইতে আমাকে দশসহস্র প্রদান কর॥ ২॥ আমাকে একশত গর্দভ, একশত মেষী এবং একশত দাস প্রদান কর॥ ৩॥ অশ্বযূথের ন্যায় সেই প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁহাদের নিকট গমন করে॥ ৪॥ অগ্নি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানবান্, সুন্দররথবিশিষ্ট এবং হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও বৃহৎ হইয়া শোভা পাইতেছেন, স্বর্গে সূর্যও শোভা পাইতেছেন॥ ৫॥

৫৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধ্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা পূর্বকালে নির্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে আগমন কর। তোমরা যজনীয় ও দেবতা ; তোমরা নিজ কর্মবলে তৃতীয় সবন পান কর॥ ১॥ দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ, তাঁহারা সত্য, তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তিমান্ অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমার, এই সোম যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পান কর॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করিয়াছি। যাহারা সহস্র স্তুতি করে, যাহারা গোযাগে প্রবৃত্ত হয়, পানার্থ তাহাদের সকলের নিকট উপস্থিত হও॥ ৩॥ হে নাসত্যদ্বয়, এই তোমাদের ভাগ নিহিত হইয়াছে, এই তোমাদের স্তুতি, তোমরা আগমন কর, আমাদের জন্য মধুমান্ সোম পান কর, হব্যদায়ীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর॥ ৪॥

৫৮ সূক্ত। দেবতা: বিশ্বদেবগণ; ১ বিশ্বদেবগণ বা ঋত্বিক্‌গণ।
কণ্ব-পুত্র মেধ্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
সহৃদয় ঋত্বিক্‌গণ যাঁহাকে বহু প্রকারে কল্পনা করতঃ এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করিলেও স্তুতিকারিরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে?॥ ১॥ এক অগ্নি, বহু প্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হইয়াছেন, এক উষা এই সমস্তকেই প্রকাশিত করিতেছেন। এই একই সর্বপ্রকারে হইয়াছেন॥ ২॥ জ্যোতিষ্মান্, কেতুমান্, চক্রত্রয়বিশিষ্ট, সুখকর রথস্বরূপ ও উপবেশনযোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানার্থ এই যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁহার সহিত মিলন হইলে বিচিত্র ধন লাভ হয়॥ ৩॥

৫৯ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। কণ্ব-পুত্র সুপর্ণ ঋষি। জগতী।
হে ইন্দ্র ও বরুণ, মহাযজ্ঞে সোমাভিষবে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই তোমাদের ভাগধেয়, উহার অনুসরণ কর, প্রতি যজ্ঞে সবনসকলকে পোষণ কর, সোমাভিষবকারী যজমানকে দান কর॥ ১॥ ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা অন্তরীক্ষের পারে পথে গমন করিতেছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। তাঁহাদের অনুগ্রহে সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করিতেছে॥ ২॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, একথা সত্য যে, সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃপঋষির সোমপ্রবাহ দোহন করিতেছে, তোমরা শুভকর্মের পালক, যে অহিংসিত ব্যক্তি তোমাদিগের কর্মদ্বারা পালন করে, সেই হব্যদায়ীকে হব্যদ্বারা পালন কর॥ ৩॥ ঘৃতক্ষরণশীল, প্রভূতদানশীল, কমনীয় সপ্তভগিনীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূতদানবিশিষ্ট হইয়াছেন। হে ইন্দ্র ও বরুণ, যাহারা তোমাদের উদ্দেশে ঘৃত ক্ষরণ করে, তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ ধারণ কর এবং যজমানকে দান কর॥ ৪॥ দীপ্তিশীল ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহা-সৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্তন করিব। আমরা ঘৃত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভকার্যের পতি, তাঁহারা ত্রিসপ্তসংখ্যক কার্যদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৫॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা পূর্বে ঋষিগণকে যে মনীষাবাক্য, স্তুতি এবং শ্রুত প্রদান করিয়াছ এবং যে সকল স্থান প্রদান করিয়াছ, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া তপঃদ্বারা সেই সমস্ত দর্শন করিব॥ ৬॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ, যে ধনবৃদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ব জন্মায় না, যজমানকে তাহাই প্রদান কর, আমাদিগকে প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান কর। আমরা দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারি এই জন্য আমাদের আয়ু রক্ষা কর॥ ৭॥

[বালখিল্য সমাপ্ত]

৬০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। প্রগাথ-পুত্র ভর্গ ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী।
হে অগ্নি, অগ্নিগণের সহিত আগমন কর, তোমায় হোতা বলিয়া বরণ করিতেছি; ধৃতব্রতা হবির্মতী কুশে উপবেশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাইয়া তোমাকে অলংকৃত করুক ॥ ১ । হে বলের পুত্র অঙ্গিরা, স্রুকসকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছে । বলের পুত্র, প্রদীপ্তজ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, তুমি কবি, তুমি ফলের বিধাতা । হে পাবক, তুমি হোতা ও যাগযোগ্য । হে শুক্র, তুমি আমোদযোগ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিপ্রগণ মননমন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে ॥ ৩ ॥ হে যুবতম নিত্য অগ্নি, আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমায় কামনা করেন, তাহাদিগকে আনয়ন কর । হে বাসপ্রদ অগ্নি, সুনিহিত অন্নের সমীপে গমন কর, স্তুতি-দ্বারা নিহিত হইয়া আনন্দিত হও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, তুমি কবি, তুমিই সর্বতঃ বিস্তৃত । হে সমিধ্যমান, দীপ্ত অগ্নি, বিপ্র স্তোতাগণ তোমার পরিচর্যা করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি, দীপ্ত হও ও দীপ্ত কর । প্রজাগণের জন্য ও স্তোতার জন্য সুখ প্রদান কর । তুমি মহান্ । আমার স্তোতাগণ দেবদত্ত সুখ প্রাপ্ত হউক, তাহারা শত্রুপরাভবকর ও সুন্দর-অগ্নিবিশিষ্ট হউক ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, পৃথিবীস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ যে প্রকারে দগ্ধ কর, হে মিত্রগণের পূজক, আমাদের দ্রোহকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করিতে চায় তাহাকে সেই রকম করিয়া দগ্ধ কর ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে হিংসাকারী বলবান্ মনুষ্যের বশীভূত করিও না, যে মন্দ কথা কয়, তাহার বশীভূত করিও না । হে যুবতম, তোমার রক্ষাকার্য হিংসাশূন্য আপদ্ হইতে উদ্ধারকারী ও সুখকর । উহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে এক ঋকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা কর । হে বলপতি, তিন বাক্যের দ্বারা পালন কর । হে বাসপ্রদ, চারি বাক্যের দ্বারা পালন কর ॥ ৯ ॥ সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর । সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর । তুমি নিকটবর্তী ও বন্ধুস্বরূপ ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হইব ॥ ১০ ॥ হে পাবক অগ্নি, আমাদিগকে অন্নবর্ধক, প্রশংসনীয় ধন প্রদান কর । হে সমীপবর্তী ধনদাতা, আমাদিগকে সুনীতিদ্বারা অনেকের স্পৃহণীয় অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ধন দান কর ॥ ১১ ॥ যে ধনদ্বারা আমরা যুদ্ধে ত্বরাবান্ শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া তাহাদিগকে হিংসা করিব, তাহা প্রদান কর । তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ, তুমি আমাদিগকে বর্ধিত কর । অন্নদ্বারা বর্ধিত কর ; আমাদিগের ধনপ্রদ কর্মসকল সুসম্পন্ন কর ॥ ১২ ॥ বৃষভের ন্যায় শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করতঃ অগ্নি মস্তক কম্পিত করিতেছেন । অগ্নির হনুসকল তীক্ষ্ণ, কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না । অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র ॥ ১৩ ॥ হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি, যেহেতু তুমি বর্ধিত হও, অতএব তোমার দন্ত কেহ নিবারণ করিতে পারে না । হে অগ্নি, তুমি হোতা, তুমি আমাদের হব্য উত্তমরূপে হোম কর, আমাদিগকে বরণীয় বহু ধন দান কর ॥ ১৪ ॥ হে অগ্নি, মাতৃভূত বনে বর্তমান অরণিদ্বয়ে নিদ্রা যাইতেছ । মনুষ্যগণ তোমাকে সম্যক্ বর্ধিত করে, পশ্চাৎ তুমি অনলস হইয়া হব্য-দায়ীর হব্য দেবগণের নিকট বহন কর । অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভা পাও ॥ ১৫ । হে অগ্নি, সেই তোমাকেই সপ্ত হোতা স্তব করে । তুমি দানশীল ও অক্ষীণ, তুমি তাপপ্রদ তেজোবলে মেঘকে ভেদ কর । হে অগ্নি, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন কর ॥ ১৬ ॥ হে স্তোতাগণ, তোমাদের জন্য অগ্নিকেই আহ্বান করি । আমরা বর্হি ছিন্ন করিয়াছি ও হব্য নিধান করিয়াছি, অগ্নি, কর্মধারী বহুলোকে বর্তমান ও সমস্ত লোকের হোতা ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি, উত্তমসামযুক্ত গৃহে যজমান প্রজ্ঞাবলে প্রজ্ঞাবান্ লোকের সহিত তোমার স্তব করিতেছে । হে অগ্নি, আমাদের রক্ষার্থ আপন ইচ্ছায় নিকটবর্তী নানারূপধারী অন্ন আহরণ কর ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি, হে দেব, হে স্তুত্য, তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষসগণের সন্তাপপ্রদ । তুমি যজমানের গৃহপালক, উহা কখনও ত্যাগ কর না, তুমি মহান্, তুমি দ্যুলোকের পাতা, যজমানগৃহে সর্বদা বর্তমান ॥ ১৯ ॥ হে দীপ্তধন অগ্নি, রাক্ষসাদি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট না হউক, যাতুধানগণের পীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয় । দারিদ্র্য, হিংসাকারী ও বলবান্ রাক্ষসগণকে বহু দূরে পরিহার কর ॥ ২০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ-পুত্র ভর্গ ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ; ১৭ শংকুমতী।

ইন্দ্র আমাদের এই উভয়বিধ বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের সহগামী কর্মযুক্ত হইয়া মঘবান্ অত্যন্ত বল লাভ করতঃ সোমপানার্থ আগমন করুন॥ ১॥ দ্যাবা-পৃথিবী সেই শোভমান বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করিয়াছেন। তাহাকে বলের জন্য সংস্কার করিয়াছিলেন। এইজন্য হে ইন্দ্র, তুমি উপমানভূত দেবগণের মুখ্য হইয়া বেদিতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মন সোমাভিলাষী॥ ২॥ হে বহুধনবান্ ইন্দ্র, তুমি জঠরে অভিষুত সোম সেক কর, হে হরিনামক-অশ্ব-যুক্ত ইন্দ্র, তোমাকে সংগ্রামে শত্রুগণের অভিভবকারী, কাহারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক বলিয়া জানি॥ ৩॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, তোমার সত্য কেহ হিংসা করিতে পারে না, যাহাতে ক্রতুদ্বারা ফল কামনা করিতে পারি, তাহাই হউক। হে হনুযুক্ত বজ্রবান্, তোমার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করিব এবং শীঘ্র শত্রুগণকে অভিভব করিব॥ ৪॥ হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র, সমস্ত রক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর, তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্যা করি॥ ৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরণ্ময়শরীর ও ও উৎসসদৃশ। তুমি আমাদের যাহা দান করিতে বাসনা কর, তাহা কেহই হিংসা করিতে পারে না। অতএব যাহা যাচ্ঞা করি, তাহা আহরণ কর॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি আগমন কর। তুমি ধনদানার্থ পরিচর্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থ স্তব করতঃ বিবিধবাক্যযুক্ত হইয়া তাহাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিব॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, হে শতক্রতু, হে অপ্রতিহতক্রোধবিশিষ্ট, হে সংগ্রামে অহংকারবিশিষ্ট, যে মেধাশূন্য বা মেধাবী তোমার স্তব করে, তোমার অনুগ্রহে সে আনন্দিত হয়॥ ৯॥ উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করিব॥ ১০॥ আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব এক্ষণে আমরা সোম অভিষুত হইলে তাহার জন্য একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে সখা করিয়া লইব॥ ১১॥ উগ্র ও যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করিব। তাঁহার পূজা ধ্যানের ন্যায় অবশ্য প্রদেয়। তিনি অহিংসনীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সহিত মিলিত বেগবান্ অশ্বকে জানেন, তিনি দাতা, তিনি বহুলোকের মধ্যে আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১২॥ হে ইন্দ্র, যাহা হইতে আমরা ভয় পাই, তাহা হইতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মঘবন্, তুমি সমর্থ, আমাদের অভয়প্রদানার্থ রক্ষাকার্য সম্পাদনদ্বারা শত্রুগণকে ও হিংসাকারিগণকে বিনাশ কর॥ ১৩॥ হে ধনস্বামী, তুমিই মহাধনের পরিচর্যা-কারীর গৃহের বর্ধয়িতা। হে মঘবন্, হে স্তুতিভাক্, তুমি এইরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষব করতঃ তোমায় আহ্বান করিতেছি॥ ১৪॥ এই ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্রহা, ইনি পরপালয়িতা ও বরণীয়। সেই ইন্দ্র আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। শেষ পুত্র রক্ষা করুন, মধ্যম পুত্র রক্ষা করুন, আমাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে রক্ষা করুন॥ ১৫॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে পশ্চাৎভাগ হইতে, পূর্বভাগ হইতে ও অধোভাগ হইতে ও উত্তরভাগ হইতে, সর্বদিক্ হইতে রক্ষা কর। হে ইন্দ্র, দৈব ভয় আমাদের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ কর, অদেব অস্ত্রশস্ত্র দূর করিয়া দাও॥ ১৬॥ হে ইন্দ্র, অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে সাধুগণের পালক, আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ১৭॥ এই মঘবন্ শূর, বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সহিত মিলিত হন। হে শতক্রতু, তোমার সেই দুই অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক॥ ১৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র ঘৌর প্রগাথ। পংক্তিঃ ; ৭-৯ বৃহতী।
যেহেতু ইন্দ্র সেবা করেন, অতএব উঁহার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উক্থ-মন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১ ॥ অসহায়, অসদৃশ, অন্য দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব প্রজাগণকে ও সমস্ত জাতবস্তুকে অতিক্রম করিয়া বর্ধিত হইতেছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ২ ॥ ধনদাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হে ইন্দ্র, তুমি সামর্থ্যপ্রদ, তোমার মহত্ত্ব স্তুতি-যোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আগমন কর, তোমার উৎসাহবর্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করিব। হে সর্বাপেক্ষা বলবান্ ইন্দ্র, তুমি এই স্তুতিপ্রযুক্ত অন্নাভিলাষী স্তোতার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার মন গর্বিত হইতেও গর্বিত, তুমি তীব্রসোমপ্রদানদ্বারা পরিচর্যাকারী এবং নমস্কারদ্বারা অলংকারী যজমানকে অভিমত ফল প্রদান কর ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছন্ন হইয়া মনুষ্য যেমন কূপ দর্শন করে, সেইরূপ আমাদিগকে দর্শন করিতেছ এবং প্রীত হইয়া প্রবৃদ্ধসোমযুক্ত যজমানের উপযুক্ত বন্ধু হইতেছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার বীর্য ও তোমার প্রজ্ঞা অনুসরণ করতঃ সমস্ত দেবগণ বীর্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। তুমি গোপতি, বহুলোকস্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সেই উপমানভূত বল যজ্ঞার্থ স্তুতি করি। হে যজ্ঞপতি, তুমি বলের দ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়াছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৮ ॥ প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী পুরুষকে বশীভূত করে, সেইরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন। উহারা সংবৎসরাদিকাল লাভ করে, ইন্দ্র উহাদিগকে জানাইয়া দেন, অতএব তিনি সর্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, বহুপশুবিশিষ্ট যে যজমানগণ তোমার প্রদত্ত সুখ ভোগ করে, তাহারা তোমার উৎপন্ন বল প্রভূতরূপে বর্ধিত করে, তোমায় বর্ধিত করে, তোমার প্রজ্ঞা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, যাবৎ ধন না পাই, তাবৎ তোমাতে ও আমাতে মিলিত হইব। হে বৃত্রহা, বজ্রবান্ ও শূর, অদানশীল ব্যক্তিও তোমার দানের প্রশংসা করিবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১১ ॥ আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করিব, মিথ্যা স্তব করিব না, ইন্দ্র যজ্ঞবিরতদিগকে প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১২ ॥

৬৩ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১২ দেবগণ। কণ্ব-পুত্র
প্রগাথ ঋষি। গায়ত্রী ; ১,৪-৫,৭ অনুষ্টুপ্ ; ১২ ত্রিষ্টুপ্।
তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আগমন করিতেছেন। ইন্দ্রকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ কর্মসকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥ সোমাভিষবে নিযুক্ত প্রস্তরসকল স্বর্গের নির্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উক্থ ও স্তোত্রসকল উচ্চারণ করা উচিত ॥ ২ ॥ বিদ্বান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপাবৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পুরুষত্বের স্তুতি করি ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র পূর্বের ন্যায় একালেও কবিগণের বর্ধয়িতা, স্তোতার কার্যনির্বাহক, সুখকর, অর্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদিগের রক্ষার্থে গমন করুন ॥ ৪ ॥ স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারিগণ, হে ইন্দ্র, তোমারই কীর্তিসকল গান করিতেছে, স্তোতাগণ শীঘ্র ধন দানার্থ ইন্দ্রের স্তব করিতেছে ॥ ৫ ॥ সমস্ত বীর্য, সমস্ত কর্তব্য কার্য ইন্দ্রেই বর্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অধ্বর বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥ যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে, তখন ইন্দ্র আপনার মহিমায় শত্রুগণকে বধ করেন। আর্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাসস্থান ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তুমি সেই সকল পৌরুষকর কার্য করিয়াছ, অতএব তোমায় এই স্তুতি করিতেছি, চক্রের পথ রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানাপ্রকার অন্ন লব্ধ হইলে লোকসকল জীবনার্থে নানাপ্রকার কর্ম করে, পশুগণের ন্যায় তাহারা যব গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ॥ ৯ ॥ আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক্। তোমাদের সহিত যেন আমরা মরুৎবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্ধনার্থ অন্নের পালক হই ॥ ১০ ॥ তুমি যাগকালে প্রাদুর্ভূত ও তেজোবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র, মন্ত্রের দ্বারা সত্যই তোমার স্তব করিব, সহায়তায় জয় লাভ করিব ॥ ১১ ॥ জলসেকবিশিষ্ট ভয়ংকর মেঘগণ এবং আহ্বানে আনন্দযুক্ত যে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্রপাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আগমন করেন, তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ ॥ ১২ ॥

৬৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র প্রগাথ ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, স্তুতিসকল তোমায় উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক, হে বজ্রবান্, ধন প্রদান কর, স্তুতিবিদ্বেষিগণকে বিনাশ কর ॥ ১ ॥ লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদদ্বারা বাধা প্রদান কর। তুমি মহান্, তোমার কেহ প্রতিদ্বন্দী নাই ॥ ২ ॥ তুমি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের উশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আগমন কর, মনুষ্যদিগের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ করতঃ স্বর্গ হইতে গমন কর। তুমি দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া থাক ॥ ৪ ॥ তুমি স্তোতাগণের জন্য পর্ববিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ সোম অভিষুত হইলে আমরা দিবারাত্র তোমায় আহ্বান করি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ৬ ॥ সেই বৃষ্টিপ্রদ, নিত্যতরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন ? কোন্ স্তোতা তাঁহাকে স্তুতি করে ? ॥ ৭ ॥ বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র পীত হইয়া কোন্ যজমানের যজ্ঞ অবগত হন ? কোন্ যজমান ইন্দ্রকে স্তব করিতে জানে ? ॥ ৮ ॥ যজমানদত্ত দান তোমায় সেবা করে, হে বৃত্রহা, শাস্ত্রপাঠকালে সুন্দরবীর্যযুক্ত স্তোত্রসকল তোমায় সেবা করে। তুমি কীদৃশ ? কে যুদ্ধে নিকটবর্তী হয় ? ॥ ৯ ॥ বহুসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আমি তোমার জন্য সোম অভিষব করিতেছি, তাহার নিকট আগমন কর, দ্রুতগামী হও এবং পান কর ॥ ১০ ॥ এই সোম শর্যনাবতী, সুসোমা নদীতে তোমায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আর্জীকীয়তে তোমায় সর্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে ॥ ১১ ॥ তুমি অদ্য সেই মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুদের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান কর। হে ইন্দ্র, শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন কর ॥ ১২ ॥

৬৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র প্রগাথ ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, যেহেতু লোকে পূর্বদিক, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক ও নিম্নদিক হইতে তোমাকে আহ্বান করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ॥ ১ ॥ তুমি দ্যুলোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হও ; ভূলোকে প্রমত্ত হও, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হও ॥ ২ ॥ অতএব হে ইন্দ্র, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। তুমি মহান্ ও প্রভূত ; সোম পানার্থ ও ভোগার্থ তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান করি ॥ ৩ ॥ রথযোজিত অশ্বগণ তোমার মহিমা ও তোমার তেজঃ আহ্বান করুক ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, বাক্য ও স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে। তুমি মহান্, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্যকারী, তুমি আগমন করতঃ সোম পান কর ॥ ৫ ॥ আমরা অভিষুতসোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আমাদের কুশে উপবেশনার্থ আহ্বান করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, অধ্বর্যু প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধুপ্রস্তরদ্বারা অভিষব করিতেছে। তুমি প্রীত হইয়া উহা পান কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করিয়া দর্শন কর ; শীঘ্র আগমন কর, আমাদিগকে মহা অন্ন প্রদান কর ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হউন। হে দেবগণ, মঘবা ইন্দ্র হিংসিত না হউন ॥ ১০ ॥ আমি গোসহস্রের উপরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারিত, বৃহৎ বিস্তীর্ণ, আহ্লাদকর, নির্মল হিরণ্য স্বীকার করি ॥ ১১ । আমি অরক্ষিত ও দুঃখী, আমার লোকসকল অপরিমিত ধনে ধনবান্ হউক। দেবগণ প্রীত হইলে অন্ন লাভ করা যায় ॥ ১২ ॥

৬৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ-পুত্র কলি ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক সতোবৃহতী) ১৫ অনুষ্টুপ্ ।

তোমরা বাধাযুক্ত হইয়া বেগবান্ অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ সামগান করতঃ পরিচর্যা কর। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেইরূপ অভিষুত-সোমযুক্ত যজ্ঞে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥ ১ ॥ দুর্ধর্ষ শত্রুগণ সুন্দরহনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে না, মনুষ্যগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসাকারী, সোমাভিষবকারী স্তোতার উদ্দেশে দান করেন ॥ ২ ॥ যে শত্রু পরিচর্যার যোগ্য, যিনি অশ্ব-বিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভুত, যিনি হিরণ্ময়। যে আশ্চর্যভূত বৃত্রহা ইন্দ্র বহুল গোসমূহকে অপাবৃত করতঃ চালিত করেন ॥ ৩ ॥ যিনি ভূমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন যজমানের উদ্দেশে উঠাইয়া দেন। সেই বজ্রযুক্ত উত্তমহনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ-অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যাহা ইচ্ছা করেন, কর্মদ্বারা তাহাই সিদ্ধ করেন ॥ ৪ ॥ হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র, পূর্ব-কালের ন্যায় স্তোতাগণের নিকট যাহা কামনা করিয়াছ, তাহাই আমরা শীঘ্র তোমায় প্রদান করিয়াছি, তাহা যজ্ঞই হউক, উক্থই হউক, আর বাক্যই হউক, প্রদান করিয়াছি ॥ ৫ ॥ হে পুরুহূত ও বজ্রবান্ ও স্বর্গযুক্ত সোমপায়ী, সোম অভিষুত হইলে মদযুক্ত হও। তুমিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হও ॥ ৬ ॥ আমরা এক্ষণে এবং কল্য এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করিব। তাঁহারই উদ্দেশে এই যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ কর। স্তোত্র শ্রুত হইলে তিনি যেন আগমন করেন ॥ ৭ ॥ চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদিগের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্যে ব্যাঘাত করিতে পারে না। হে ইন্দ্র, সেই তুমি প্রীত হইয়া আগমন কর। হে ইন্দ্র, বিচিত্র কর্মবলে বিশেষরূপে আগমন কর ॥ ৮ ॥ কোন্ পৌরুষকর কার্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? উঁহার কোন্ প্রকার পৌরুষকার্য শ্রুতি-গোচর না হয়? এই বৃত্রহা জন্মাবধি বিখ্যাত ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রের মহাবল কখন অধর্ষক হইয়াছিল? ইন্দ্রের হন্তব্য কবে অহিংসিত হইয়াছিল? হে ইন্দ্র, সমস্ত সুদখোর দিবসগণনাকারীদিগকে এবং বণিকদিগকে তাড়নাদিদ্বারা অভিভব কর ॥ ১০ ॥ হে বৃত্রহা, পুরুহূত, বজ্রবান্ ইন্দ্র, তোমারই উদ্দেশে আমরা অনেকে ভৃতির ন্যায় নূতন স্তোত্র প্রদান করি ॥ ১১ ॥ হে বহুকর্মবান্, বহুসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষাও তোমাতেই অবস্থিত, স্তোতাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র, অরির সবনসকল অতিক্রম করিয়া আমাদের সবনে আগমন কর। হে মহাবল, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমারই, আমরা তোমার স্তোতা হইয়াছি। হে পুরুহূত মঘবন্, তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখপ্রদ নাই ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা এবং এই নিন্দার হস্ত হইতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্মদ্বারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্বাপেক্ষা বলবান্, তুমি উপায়জ্ঞ ॥ ১৪ ॥ তোমাদেরই সোম অভিষুত হউক। হে কলিগণ, ভীত হইও না। এই রাক্ষসাদি দূর হইয়া যাইতেছে। ইহারা আপনিই অপগত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

৬৭ সূক্ত। দেবতা : আদিত্যগণ ; ১০-১২ অদিতি। সম্মদ-পুত্র
মৎস্য, বা, মৈত্রাবরুণিমান্য, বা, জালবদ্ধ বহুমৎস্য ঋষি। গায়ত্রী।

অভিমত ফল লাভার্থ, সুখপ্রদ, বলবান্ আদিত্যগণের নিকট রক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ১ ॥ মিত্র, বরুণ, অর্যমা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিত্যগণ যেহেতু দুঃসহ বলিয়া জানেন, অতএব অহন্তি পার করিয়া দিউন ॥ ২ ॥ আদিত্যগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তাহা হব্যদায়ী যজমানের জন্য ॥ ৩ ॥ হে বরুণাদি, তোমরা মহান্, হব্যদাতার প্রতি তোমাদের রক্ষা মহতী ; অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে আদিত্যগণ, আমরা জীবিত ; ইদানীং আমাদিগের অভিধাবন কর। হে আহ্বানশ্রবণকারিগণ, মৃত্যুর পুর্বে আগমন করিও ॥ ৫ ॥ শ্রান্ত অভিষবকারীকে দাতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে, যে গৃহ আছে, তদ্দ্বারা প্রীত করিয়া আমাদিগের প্রতি মিষ্ট কথা কও ॥ ৬ ॥ হে দেবগণ, পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিত্যগণ, আমাদের অভিলষিত প্রদান কর ॥ ৭ ॥ জাল যেন আমায় বন্ধন না করে, মহাকর্মের জন্য আমাদিগকে জাল হইতে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্রই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী ॥ ৮ ॥ হে দেবগণ, তোমরা আমাদিগকে পরিহার কর। আমাদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করতঃ হিংসক রিপুদিগের জালদ্বারা আমাদিগকে বাধা দিও না ॥ ৯ ॥ হে দেবী অদিতি, তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য তোমার স্তব করিতেছি ॥ ১০ ॥ হে অদিতি, সকলদিক হইতে রক্ষা কর। ক্ষীণ, উগ্রপুত্রবিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন হিংসা না করে ॥ ১১ ॥ হে বিস্তীর্ণগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা অদিতি, তুমি পুত্রের জীবনার্থ আমাদিগকে জীবিত রাখ ॥ ১২ ॥ সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদিগের অহিংসাকারী, সুন্দরকীর্তিযুক্ত ও দ্রোহরহিত হইয়া যাঁহারা আমাদিগের কর্ম রক্ষা করেন ॥ ১৩ ॥ হে আদিত্যগণ, সেই তোমরা, হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে ধৃত চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১৪ ॥ হে আদিত্যগণ, এই জাল আমাদের হিংসা করিতে অক্ষম হইয়া অপগত হউক। লোকের দুর্বুদ্ধিও অপগত হউক ॥ ১৫ ॥ হে সুন্দরদানশীল আদিত্যগণ, তোমাদের আশ্রয়ে আমরা পুর্বের ন্যায় এক্ষণেও নানা ভোগ উপভোগ করিব ॥ ১৬ ॥ হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত দেবগণ, যে পাপকারী শত্রু বারংবার আমাদের প্রতি গমন করিতেছে, আমাদের জীবনার্থ তাহাদিগকে পৃথক কর ॥ ১৭ ॥ হে আদিত্যগণ, তোমাদের অনুগ্রহে বন্ধন যেমন বদ্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ যে জাল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, সেই জাল স্তুতিযোগ্য এবং ভজনাযোগ্য হউক ॥ ১৮ ॥ হে আদিত্যগণ, তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নাই। এই বেগ আমাদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ। তোমরা আমাদিগকে সুখী কর ॥ ১৯ ॥ হে আদিত্যগণ, বিবস্বানের আয়ুধসদৃশ এই কৃত্রিম জাল পুর্বকালে এবং এই কালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না ॥ ২০ ॥ হে আদিত্যগণ, দ্বেষকারিগণকে উন্মূলিত কর। পাতকগণকে বিনাশ কর। জালকে বিনাশ কর। সর্বব্যাপী পাপকে বিনাশ কর ॥ ২১ ॥

৬৮। দেবতা : ইন্দ্র ; ১৪-১৯ ঋক্ষ ও অশ্বমেধ। অঙ্গিরাপুত্র প্রিয়মেধ ঋষি। গায়ত্রী; অনুষ্টুপ্-মুখ প্রগাথ (অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী); ১,৪,৭,১০ অনুষ্টুপ্ ; ১৬ শংকুমতী।

হে বলবান্ এবং সৎপতি ইন্দ্র, তুমি বহুকর্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী। আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য তোমাকে রথের ন্যায় আবর্তিত করিতেছি ॥ ১ ॥ হে প্রভূতবলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা এবং পুজনীয় ইন্দ্র, তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা জগৎ আপুরিত করিয়াছ ॥ ২ ॥ তুমি মহান্, তোমার মহত্ত্বদ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥ আমি সমস্ত শত্রুগণের প্রতিগমনকারী ও দুর্দমনীয় বলের পতি ইন্দ্রকে তোমাদিগের সহিত এবং রথের আগমনার্থ আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ নেতাগণ রক্ষার্থে যাঁহাকে নানা প্রকারে যুদ্ধে আহ্বান্ করেন, সেই সর্বদা বর্ধমান ইন্দ্রকে সাহায্যার্থে আগমনের জন্য আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ অপরিমিতশরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরধনবিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ যিনি নেতা এবং মনুষ্যগণের যজ্ঞমুখস্থিত আনুপুর্বিক স্তুতি শ্রবণ করিতে সক্ষম, সেই ইন্দ্রকেই আমি মহৎ ধন লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য সোমপানে আহ্বান করি ॥ ৭ ॥ হে বলবান্, মনুষ্য তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করিতে পারে না ॥ ৮ ॥ হে বজ্রবান্, আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া এবং তোমার সাহায্যে জলে স্নান করিবার জন্য এবং সূর্য দর্শন করিবার জন্য সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি ॥ ৯ ॥ হে স্তুতির দ্বারা অত্যন্ত স্তুতি-যোগ্য ইন্দ্র, আমি প্রাজ্ঞ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে সেইরূপে যজ্ঞের দ্বারা যাজ্ঞা করি, তোমাকে স্তুতিদ্বারা যাজ্ঞা করি ॥ ১০ ॥ হে বজ্রবান্, তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার প্রণয়ন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য ॥ ১১ ॥ আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান কর, এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভূত দান কর। আমাদের জীবনের জন্য অভিলষিত প্রদান কর ॥ ১২ ॥ মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি ॥ ১৩ ॥ ছয়জন নেতা সোমজন্য, হর্ষহেতু, উপভোগার্হধনযুক্ত হইয়া দুইজন দুইজন করিয়া আমার নিকট আগমন করে ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রোতের নিকট হইতে ঋজুগামী অশ্বদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে হরিৎবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে রোহিতবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৫ ॥ অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হইতে সুরথবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করিয়াছি ; ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে সুন্দররশ্মি-বিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে সুরূপ অশ্বসমূহ গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৬ ॥ অতিথিগ্বের পুত্র শুদ্ধকর্মা ইন্দ্রোতের নিকট হইতে বধূযুক্ত ছয়টি অশ্ব গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৭ ॥ দীপ্তিমতী, এবং সুন্দর বড়বা এই ঋজুগামী সেচনসমর্থ অশ্বগণের মধ্যে আছে ॥ ১৮ ॥ হে অন্নপ্রদগণ, নিন্দক মনুষ্যও যেন তোমাদিগের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে ॥ ১৯ ॥

৬৯ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১১ (পূর্বার্ধ) বিশ্বদেবগণ,
১১ (উত্তরার্ধ)-১২ বরুণ। অঙ্গিরা-পুত্র প্রিয়মেধ ঋষি।
অনুষ্টুপ্ ; ২ উষ্ণিক্ ; ৪-৬ গায়ত্রী ;
১১, ১৬ পংক্তিঃ ; ১৭-১৮ বৃহতী।

যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটি স্তোভবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ কর। তিনি যজ্ঞভোগার্থ বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, কর্মদ্বারা তোমাদিগের সৎকার করিতেছেন ॥ ১ ॥ উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ-উৎপাদক, গোসমূহের পতি ইন্দ্রকে আহ্বান কর, যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ গাভী হইতে উৎপন্ন অন্ন ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ২ ॥ দেবগণের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেশে যাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারে, যাহাদের দুগ্ধে কূপ পূর্ণ হয়, সেই গাভীসকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করিতেছে ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাহাতে জানিতে পারেন, সেইরূপ স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার অর্চনা কর ॥ ৪ ॥ হরি-নামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হইয়া কুশোপরি ইন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করিব ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র যখন চারিদিক হইতে সমীপস্থিত মধু লাভ করেন, তখন গোসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন ॥ ৬ ॥ যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্যের গৃহে গমন করি, তখন আদিত্যের একবিংশতি স্থানে মধুপান করিয়া উভয়ে মিলিত হই ॥ ৭ ॥ হে প্রিয়মেধগণ, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর। বিশেষ-রূপে অর্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ অর্চনা করে, সেইরূপ ইন্দ্রের অর্চনা করুক ॥ ৮ ॥ গর্‌গর্-ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ংকর শব্দ করিতেছে, গোধা চতুর্দিকে শব্দ করিতেছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করিতেছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর ॥ ৯ ॥ যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দরদোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানার্থ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ কর ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র পান করিলেন, অগ্নি পান করিলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হইলেন, বরুণ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহে বাস করুন, বৎসের সহিত মিলিত গোসকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেইরূপ উদকসমূহ বরুণের স্তুতি করিতেছে ॥ ১১ ॥ হে বরুণ, তুমি সুদেব, রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্যাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১২ ॥ যে ইন্দ্র বিবিধগমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকটে গমনার্থ ছাড়িয়া দেন, যে ইন্দ্র উপমাস্থল, যাঁহাকে সকলে পথ ছাড়িয়া দেন, সেই ইন্দ্র সকলের নেতা হন ॥ ১৩ ॥ শত্রু সংগ্রামে শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন, সমস্ত দ্বেষকারিগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। কমনীয়, উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যদ্বারা তাড়না করতঃ মেঘ ভেদ করেন ॥ ১৪ ॥ এই ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের ন্যায় নূতন রথে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড মৃগস্বরূপ, বহুকর্মা মেঘকে পরিপক্ক করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ হে সুন্দরহনুবিশিষ্ট রথস্বামী, তুমি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত, সহস্রপাদবিশিষ্ট, উজ্জ্বল হিরণ্ময় রথে আরোহণ কর, পরে আমরা দুইজনে মিলিত হইব ॥ ১৬ ॥ অন্নবান্‌গণ আপনিই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এই প্রকারে সেবা করিতেছে, পরে যখন গমনার্থ এবং হব্যদানার্থ ইন্দ্রকে আবর্তিত করে, তখন সুস্থাপিত ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥ প্রিয়মেধাগণ ইহাদিগের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হব্য স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

৭০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র পুরুহন্মা ঋষি।
বৃহতী ; ১-৬ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক
ঋক্ সতোবৃহতী) , ১২ শংকুমতী ; ১৩ উষ্ণিক ;
১৪ অনুষ্টুপ্ ; ১৫ পুরোউষ্ণিক্।

যিনি মনুষ্যগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাঁহারা গমনে কেহ বাধা দিতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্তা, সেই জ্যেষ্ঠ বৃত্রহা ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ১ ॥ হে পুরুহন্মা, রক্ষার্থ ইন্দ্রকে অলংকৃত কর। তোমার পালক ইন্দ্রের দুইপ্রকার স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্যের ন্যায় ॥ ২ ॥ সর্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান্ ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা অনুকূল করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ অন্যের অসহ্য, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনুসকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবী-সকলও স্তুতি করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, দ্যুলোক তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, পৃথিবী শত শত হইলেও তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, সহস্র সূর্যও প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তাহা এবং দ্যাবা-পৃথিবী তোমার পরিমাণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥ হে অভিলাষপ্রদ, অত্যন্ত বলবান্, ধনবান্ বজ্রবান্ ইন্দ্র, তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করিয়াছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদিগকে বিচিত্র রক্ষাকার্যদ্বারা রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ হে দীর্ঘায়ুঃ ইন্দ্র, যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তাহারই জন্য হরিদ্বয় যোজিত করেন। যে ব্যক্তি দেব-রহিত, সে সমস্ত অন্ন পায় না ॥ ৭ ॥ তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানার্থ মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। জল লাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত ; নিম্নস্থল লাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত ; সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত ॥ ৮ ॥ হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন লাভের জন্য উত্থাপিত কর। হে শূর, হে মঘবা, হে ইন্দ্র, মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হও ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমাকে নিন্দা করে, তাহার ধন অপহরণ করিয়া তুমি অত্যন্ত প্রীতিপ্রাপ্ত হও। হে তর্পণীয়, প্রভূতধনবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদিগকে আচ্ছাদিত কর ; এবং অস্ত্রদ্বারা দাসকে মারিয়া ফেল ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সখা পর্বত, অন্যরূপব্রতধারী, অমানুষ, যজ্ঞরহিত, দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন, তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন ॥ ১১ ॥ হে বলবান্ ইন্দ্র, তুমি আমাদের জন্য এই ভাজা যবের ন্যায় গোসমূহকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তে গ্রহণ কর, তুমি আমাদিগকে অভিলাষ করিতেছ, আরও অভিলাষ করিয়া আরও গ্রহণ কর ॥ ১২ ॥ হে সখাগণ, কর্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই হিংসাকারী ইন্দ্রকে কেমন করিয়া স্তুতি করিব ? তিনি শত্রুগণের ভক্ষক এবং স্থূরী, তিনি কখনও অবনত হন না ॥ ১৩ ॥ হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র, বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়িগণ তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র, তুমি এক এক করিয়া বহুতর প্রকারে স্তোতাগণকে বহু বৎস দান কর ॥ ১৪ ॥ এই মঘবা তিনজন হিংসকের নিকট হইতে যুদ্ধে বিজিত, গো ও বৎস কর্ণে ধারণ করতঃ আমাদের নিকট আনয়ন করুন। স্বামী এইরূপে হননার্থ অজাকে আনয়ন করে ॥ ১৫ ॥

৭১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্রদ্বয় সুদীতি ও পুরুমীল্হ উভয়ে বা ইঁহাদের একজন ঋষি। গায়ত্রী ; ১০-১৫ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক অদাতাগণ হইতে লব্ধ মহাধনের দ্বারা পালন কর ; শত্রুলোকের হস্ত হইতেও রক্ষা কর ॥ ১ ॥ হে প্রিয়জাত অগ্নি, পুরুষস্বভাবসুলভ ক্রোধ তোমাকে বাধা দিতে পারে না এবং তুমিই রাত্রি-বান্ ॥ ২ ॥ হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজোযুক্ত অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যে অদাতা ধনবান্‌গণ হব্যদায়াকে তুমি পালন কর, সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দাও ॥ ৪ ॥ হে মেধাবী অগ্নি, তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রবর্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয় ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি হব্যদায়ী মর্ত্যের জন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর ॥ ৬ ॥ হে জাতবেদা, আমাদিগকে রক্ষা কর, অনিষ্টাভিলাষী হিংসাবুদ্ধি মর্ত্যের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি তোমার ধন দান যেন রহিত করিতে না পারে ॥ ৮ ॥ হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি, আমরা স্তোতা, তুমি আমাদিগকে মহাধন প্রদান কর ॥ ৯ ॥ আমাদের স্তুতিসকল দাহকরশিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞ-সকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হইয়া প্রভূতধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক ॥ ১০ ॥ স্তুতি-সকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। অগ্নি অমর মনুষ্যমধ্যেও থাকেন, তিনি দুই প্রকার। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মত্তকারী ॥ ১১ ॥ দেবগণের যাগের জন্য তোমাদের অগ্নিকে স্তব করিতেছি, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, কর্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, শত্রু উপস্থিত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, ক্ষেত্রের ফল লাভার্থ অগ্নিকে স্তব করিতেছি ॥ ১২ ॥ অগ্নি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁহার সখা ; তিনি আমাদিগকে অন্ন দান করুন। পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সেই বাসপ্রদ অঙ্গপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাচ্ঞা করি ॥ ১৩ ॥ হে পুরুমীঢ়, তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর, তাঁহার শিখা দাহ কর, ধনার্থ তাঁহাকে স্তুতি কর, অন্য লোকেও তাঁহাকে স্তুতি করে, সুদীতির জন্য গৃহ যাচ্ঞা কর ॥ ১৪ ॥ শত্রুগণকে পৃথক করিবার জন্য অগ্নিকে স্তব করি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব করি ; অগ্নি সমস্ত প্রজা-গণের মধ্যে রাজার ন্যায় ঋষিগণের বাসপ্রদ এবং আহ্বানযোগ্য হউন ॥ ১৫ ॥

৭২ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি বা হবিসমূহ। প্রগাথ-পুত্র হর্ষত ঋষি। গায়ত্রী।

তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত কর; অগ্নি আসিয়াছেন অধ্বর্যু পুনরায় যজ্ঞ ভজনা করিতেছেন, উনি হবি প্রদান করিতে জানেন ॥ ১ ॥ অগ্নির সহিত যজমানের সখ্য, সংস্থাপনকর্তা, হোতা, তীক্ষ্ণঅংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন॥ ২॥ যজমানের অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তাঁহারা আপনাদের প্রজ্ঞাবলে সেই রুদ্র অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। জিহ্বাজাতস্তুতিদ্বারা নিন্দিত অগ্নিকে গ্রহণ করিতেছেন॥ ৩॥ যে অন্তরীক্ষ সমস্ত বৃহৎ বস্তুকে অতিক্রম করে। অন্নদাতা অগ্নি সেই অন্তরীক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছেন। তিনি শিখাদ্বারা মেঘকে বধ করিতেছেন এবং জলের উপর আরোহণ করিয়াছেন॥ ৪॥ বৎসরের ন্যায় চঞ্চল এবং শ্বেতবর্ণ অগ্নি, এই জগতে নিরোধকারী ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন॥ ৫॥ এই অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট যে প্রকাণ্ড যুগ ও রথের রজ্জু আছে॥ ৬॥ সপ্তঋত্বিক্ শব্দযুক্ত সিন্ধুনদীর ঘাটে জল দোহন করিতেছেন। দুইজন ঋত্বিক্ অপর পাঁচজনকে প্রবর্তিত করিতেছে॥ ৭॥ পরিচর্যাকারী দশ অঙ্গুলিদ্বারা যাচিত হইয়া ইন্দ্র আকাশে মেঘ হইতে তিনপ্রকার রশ্মিদ্বারা জল বর্ষণ করিয়াছিলেন॥ ৮॥ তিনবর্ণবিশিষ্ট, বেগবান্ অগ্নি নূতন শিখার সহিত যজ্ঞে গমন করিতেছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্যুগণ মধুদ্বারা উহার পূজা করিতেছেন॥ ৯॥ উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণতদীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারযুক্ত, অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হইয়া উহাকে সিক্ত করিতেছেন॥ ১০॥ আদরযুক্ত অধ্বর্যুগণ সমীপবর্তী হইয়াই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জনসময়ে প্রকাণ্ড পাত্রে মধু সেক করিতেছেন॥ ১১॥ মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, হে গোসকল, তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ম হিরণ্ময়॥ ১২॥ হে অধ্বর্যুগণ, দুগ্ধ দোহন করা হইলে দ্যাবা-পৃথিবীতে আশ্রিত এবং অভিশ্রয়যোগ্য দুগ্ধ সেক কর। অনন্তর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন কর॥ ১৩॥ তাহারা আপনাদিগের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জানিয়াছে, বৎস যেমন জননীর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ গোসকল আপন বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইতেছে॥ ১৪॥ শিখাদ্বারা ভক্ষণকারী অগ্নির অন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে পোষণ করে, অন্তরীক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর॥ ১৫॥ গমনশীল বায়ু চঞ্চলপাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাক্ হইতে সূর্যের সপ্তরশ্মিদ্বারা বর্ধিত অন্ন ও রস গ্রহণ করিতেছেন॥ ১৬॥ হে মিত্র ও বরুণ, সূর্য উদিত হইলে তিনি সোম স্বীকার করেন, উহা আতুরের ঔষধ॥ ১৭॥ এই হর্ষত ঋষির যে স্থান হব্য স্থাপন করিবার উপযুক্ত, তথা হইতে অগ্নি শিখাদ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন॥ ১৮॥

৭৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি-পুত্র গোপবন বা সপ্তবধ্রি ঋষি। গায়ত্রী।

হে অশ্বিদ্বয়, আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হও, রথ যোজিত কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, অতিশয় বেগবান্ রথে নিমেষমধ্যে আগমন কর। তোমাদের রক্ষক আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, অত্রির জন্য হিমজলের দ্বারা ঘর্ম নিবারণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৩॥ তোমরা কোথায় আছ? কোথায় যাইতেছ? শ্যেনপক্ষীর মত কোথায় পতিত হইতেছ? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৪॥ কোন্ কালে, কোন্ স্থানে, অদ্য আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করিবে, তাহা জানি না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৫॥ যথাকালে অতিশয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করি, নিকটবর্তী বান্ধবের নিকট গমন করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৬॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অত্রির জন্য রক্ষাকারী গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৭॥ হে অশ্বিদ্বয়, মনোহরস্তুতিকারী অত্রির জন্য অগ্নিকে তাপ হইতে পৃথক কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৮॥ সপ্তবধ্রি তোমাদের স্তুতিদ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করাইয়াছিলেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ৯॥ হে বৃষ্টিপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়, এই স্থানে আগমন কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ১০॥ হে অশ্বিদ্বয়, জীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আইস আইস বলিতে হয় কেন? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ১১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের উভয়ের উৎপত্তিস্থান একই, তোমাদের বন্ধুও এক। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক॥ ১২॥ হে অশ্বিদ্বয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের যে রথ আছে, সে দ্যাবা-পৃথিবী এবং লোকসমূহে গমন করে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ॥ ১৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ॥ ১৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করিও না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ॥ ১৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, উষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতিঃ নির্মাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ॥ ১৬ ॥ কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষচ্ছেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান্ সূর্য সেইরূপ তমঃ নিবারণ করেন, অতএব অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ॥ ১৭ ॥ হে পরাভবকারী সপ্তবধ্রি, তুমি কৃষ্ণপেটকমধ্যে আবৃত হইয়াছিলে, পরে তাহাকে নগরের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ॥ ১৮ ॥

৭৪ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ১৩-১৫ আর্ক্ষশ্রুত। অত্রি-পুত্র গোপবন ঋষি। ১-১২ অনুষ্টুপ্‌মুখ প্রগাথ (অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ও গায়ত্রী) ; ১৩-১৫ অনুষ্টুপ্।

তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকের প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করি ॥ ১ ॥ যাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় এবং লোকে যাঁহার উদ্দেশে হব্যদান করতঃ স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে ॥ ২ ॥ যিনি স্তোতার প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্যসমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন ॥ ৩ ॥ যাঁহার শিখাসমূহে ঋক্ষপুত্র মহান্ শুতর্বা বর্ধিত হইয়াছেন, সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪ ॥ তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তমঃ দূর করেন, তাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় ॥ ৫ ॥ বাধাবিশিষ্ট এই সকল লোকে যজ্ঞ করতঃ ও স্রুক সংযত করতঃ হব্যের দ্বারা তাহার স্তুতি করে ॥ ৬ ॥ হে হৃষ্ট, সুজাত, সুক্রতু, অমূঢ় এবং দর্শনীয় অগ্নি, আমরা তোমার এই নূতন স্তুতি করিলাম ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, উহা অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত-অন্নবিশিষ্ট ও তোমার প্রিয় হউক। তুমি উহাদ্বারা উত্তমরূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ॥ ৮ ॥ উহা প্রচুর-অন্নবিশিষ্ট, উহা সংগ্রামে অন্নের উপরি প্রভূত অন্ন ধারণ করুক ॥ ৯ ॥ যিনি বলপূর্বক শত্রুর অন্ন ও প্রশংসনীয় ধন হিংসা করেন, সেই দীপ্ত এবং রথপুরক অগ্নিকে মনুষ্যগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সৎপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরিচর্যা করুন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অন্ন প্রদান করিয়াছ ; তুমি সর্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তাহার আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥ লোক বাধাযুক্ত হইয়াও অন্নলাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ হও ॥ ১২ ॥ আমি আহূত হইয়া শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী, ঋক্ষপুত্র শুতর্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্বচতুষ্টয়ের উন্নতলোমবিশিষ্ট মস্তক হস্তদ্বারা মার্জনা করিব ॥ ১৩ ॥ অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শুতর্বা রাজার চারিটি অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তমরথযুক্ত হইয়া পক্ষিসকল যেরূপ তুগ্রকে বহন করিয়াছিল, সেইরূপ অন্ন বহন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ হে মহানদী পরুষ্ণী, তোমাকে সত্যই বলিতেছি, হে জল, এই সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ শুতর্বা হইতে অধিক অশ্ব আর কোন মনুষ্য দান করিতে পারেন না ॥ ১৫ ॥

৭৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী।

হে অগ্নি, রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত কর ; তুমি হোতা, তুমি প্রধান হইয়া উপবেশন কর ॥ ১ ॥ হে দেব, তুমি দেবগণের নিকট আমাদিগকে বিদ্বান্‌শ্রেষ্ঠ বলিয়া বল এবং সমস্ত বরণীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হব্য সার্থক কর ॥ ২ ॥ হে যুবতম, বলের পুত্র আহুত অগ্নি, তুমি সত্যবান্ ও যজ্ঞার্হ ॥ ৩ ॥ এই অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি ॥ ৪ ॥ হে গমনশীল অগ্নি, ঋভুগণ যেরূপ রথনেমি আনমিতকরে, সেইরূপ তুমি একত্রে আহুত দেবগণের সহিত অতি নিকটবর্তী যজ্ঞ আনমিত কর ॥ ৫ ॥ হে বিরূপ, তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর ॥ ৬ ॥ আমরা গাভীগণের জন্য অনল্পচক্ষুবিশিষ্ট, এই অগ্নির শিখাদ্বারা কোন্ পণির হিংসা করিব ? ॥ ৭ ॥ আমরা দেবগণের পরিচারক, যেরূপ দুগ্ধপ্রদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেরূপ গাভীগণ কৃশ বৎসকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আমাদের পরিত্যাগ করিও না ॥ ৮ ॥ সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেইরূপ যেন শত্রুসকলের দুষ্টবুদ্ধি আমাদের বাধা না দেয় ॥ ৯ ॥ হে অগ্নিদেব, মনুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করে, তুমি বলদ্বারা শত্রু নাশ কর ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, আমরা গাভী লাভ করিতে পারিব বলিয়া তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর ॥ ১১ ॥ তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে এই সংগ্রামে পরিত্যাগ করিও না। তুমি ধন জয় কর, উহা শত্রুগণের সহিত ছিন্ন হইতেছে ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, এই বাধাসমূহ, অন্য লোকের ভয় উৎপাদন করুক, তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্ধিত কর ॥ ১৩ ॥ যে নমস্কার-কারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম সেবা করে, তাহারই নিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন ॥ ১৪ ॥ শত্রুসেনা হইতে পৃথক সেনাগণকে অভিমুখীন কর ; যাহাদের মধ্যে আমি আছি, তাহাদের রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি পিতা, আমরা পুর্বের ন্যায় এক্ষণে তোমার রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যাচ্ঞা করি ॥ ১৬ ॥

৭৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী।

এই প্রাজ্ঞ ইন্দ্রকে শত্রুচ্ছেদনের জন্য আহ্বান করি, তিনি স্বীয় বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট ॥ ১ ॥ এই ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হইয়া শতসন্ধিবিশিষ্ট বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বর্ধিত ও মরুৎগণে মিলিত হইয়া বৃত্রকে বিদীর্ণ করিয়াছেন এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ যিনি মরুৎগণযুক্ত হইয়া সোমপানার্থে এই স্বর্গ জয় করিয়াছেন, ইনিই সেই ইন্দ্র ॥ ৪ ॥ ইনি মরুৎগণযুক্ত, ঋজীষ, সোমবিশিষ্ট, ওজস্বী এবং মহান্, আমরা স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এই সোমপানার্থে পুরাতন স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ হে সেচনসমর্থ, অনেকের আহুত শতক্রতু, তুমি মরুৎগণের সহিত এই যজ্ঞে সোম পান কর ॥ ৭ ॥ হে বজ্রবান্, তোমার এবং মরুৎগণের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, উক্থমন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি মরুৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর, এবং বলপূর্বক বজ্র তীক্ষ্ণ কর ॥ ৯ ॥ তুমি অভিষবণফলকে অভিষুত সোম পান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর ॥ ১০ ॥ তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর, দ্যাবা-পৃথিবী উভয়েই তোমার কল্পনা করে ; তুমি সর্বদা দস্যুদিগকে বিনাশ কর ॥ ১১ ॥ অষ্টদিক ও নবদিকব্যাপী যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সেই স্তুতি সম্পাদন করিতেছি ॥ ১২ ॥

৭৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র কুরুসুতি ঋষি।

গায়ত্রী ; ১০-১১ প্রগাথ (বৃহতী, সতোবৃহতী)।

ইন্দ্র জন্মিয়াই বহুকর্মবিশিষ্ট হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে ? ॥ ১ ॥ শবসী তৎক্ষণাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, হে পুত্র, ঔর্ণবাভ, অহীশুব প্রভৃতি অনেকে আছে, তাহাদের নিস্তার করা উচিত ॥ ২ ॥ বৃত্রহা ইন্দ্র তাহাদিগকে রজ্জুদ্বারা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায়, যুগপৎ আকর্ষণ করিলেন এবং দস্যুগণকে হনন করিয়া প্রবৃদ্ধ হইলেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটি কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করিলেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র মূলরহিত অন্তরীক্ষপ্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করিবার জন্য চারিদিক হইতে মেঘকে হিংসা করিলেন ॥ ৫ ॥ এই ইন্দ্র পক্ক অন্ন নির্মাণ করতঃ বিস্তৃত বাণ গ্রহণ করিয়া মেঘসকলকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার একমাত্র বাণ শতাগ্রবিশিষ্ট এবং সহস্রপত্রবিশিষ্ট ; তুমি এই বাণকেই সহায় কর ॥ ৭ ॥ স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারার্থ সেই বাণদ্বারা প্রভূত ধন আহরণ কর, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হও ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি এইসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ও চতুর্দিকে পরিণত পর্বত নির্মাণ করিয়াছ ; বুদ্ধিতে উহাদের স্থিরভাবে ধারণ কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করিতেছেন। তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত। ইন্দ্র শত মহিষ ক্ষীরপক্ক অন্ন ও বরাহ দান করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ তোমার ধনুঃ বহুবাণক্ষেপী, সুনির্মিত ও সুখকর, তোমার বাণ কার্যসাধনক্রমেও স্বর্ণময় ; তোমার বাহুদ্বয় রমণীয় এবং মর্মভেদী, উহারা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্ধক ॥ ১১ ॥

৭৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী ; ১০ বৃহতী।

হে শূর ইন্দ্র, পুরোডাশ-নামক অন্ন আহার করতঃ শত এবং সহস্র গাভী দান কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান কর, মনোহর হিরণ্ময় অলংকার যুগপৎ প্রদান কর ॥ ২ ॥ হে শত্রুপরাজয়কারী, বাসপ্রদ ইন্দ্র, তোমারই কথা শুনা যায়। তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক কর্ণাভরণ প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তোমা ভিন্ন অন্য বর্ধনকারী কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নাই, ঋত্বিক্‌গণের নেতাও নাই ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র মনুষ্যদের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না, নিন্দার পূর্বেই স্থান নাই ॥ ৬ ॥ ত্বরান্বিত, বৃত্রঘাতী, সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্যাকারীর কর্মদ্বারাই পূর্ণ আছে ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, সমস্ত ধন তোমাতে সংগত হইয়াছে, হে সোমপায়ী, সমস্ত সৌভাগ্য সংগত হইয়াছে, সুদান সর্বদাই কুটিলতারহিত ॥ ৮ ॥ আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হইয়া তোমারই নিকট গমন করিতেছে ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র ধারণ করিতেছি, হে মঘবন্, পূর্বচ্ছিন্ন, অথবা পূর্বসংগৃহীত যবের মুষ্টি পূর্ণ কর ॥ ১০ ॥

৭৯ সূক্ত। সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কৃৎসু ঋষি। গায়ত্রী ; ৯ অনুষ্টুপ।

এই সোম কর্তা, কেহ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, ইনি বিশ্বজেতা এবং উদ্ভিদ্। ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য ॥ ১ ॥ যাহা নগ্ন, ইনি তাহা আচ্ছাদিত করেন, যাহা রুগ্ন, ইনি তাহা আরোগ্য করেন, সন্নদ্ধ হইয়াও দর্শন করেন, পঙ্গু হইয়াও গমন করেন ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি শরীরকৃশকারী, অন্যকৃত অপ্রিয় কার্য হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ হে ঋজীষ সোমবান্, তুমি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর সকাশ হইতে আমাদিগের শত্রুর কার্য পৃথক্ কর ॥ ৪ ॥ ধনাভিলাষিগণ যদি ধনীর নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, ভিক্ষুকের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয় ॥ ৫ ॥ যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে, তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করে ॥ ৬ ॥ হে সোম, তুমি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর, সুখকর, যজ্ঞসম্পাদক, নিশ্চল এবং মঙ্গলকর ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি আমাদিগকে চঞ্চলাঙ্গ করিও না, হে রাজন্, তুমি আমাদিগকে ভীত করিও না, আমাদের হৃদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ্তিদ্বারা বধ করিও না ॥ ৮ ॥ তোমার গৃহে দেবগণের দুর্মতি যেন না প্রবেশ করে, হে রাজা, শত্রুদিগকে দূর কর, হে সোমসেকী, হিংসকদিগকে বিনাশ কর ॥ ৯ ॥

৮০ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১০ দেবগণ। নোধা-পুত্র একদ্যু ঋষি। গায়ত্রী ; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমা ভিন্ন সুখদাতাকে বহুমান প্রদান করি না। হে শতক্রতু, তুমি আমাদিগকে সুখী কর ॥ ১ ॥ যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্বে আমাদিগকে অন্নলাভার্থ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সর্বদা সুখী করুন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আরাধীকে প্রবর্তিত কর; তুমি অভিষবণকারীর রক্ষক; অতএব তুমি আমাদিগকে বহুধন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা কর, হে বজ্রবান্, উহাকে সম্মুখভাগে আনয়ন কর ॥ ৪ ॥ হে হন্তা ইন্দ্র, তুমি এক্ষণে কেন শব্দশূন্য হইয়া আছ, আমাদের রথকে প্রদান কর, অন্নাভিলাষী হইয়া অন্ন সমীপবর্তী করিয়া দাও ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের অন্নাভিলাষী রথকে রক্ষা কর। তোমার কি কর্তব্য আছে? আমাদিগকে সংগ্রামে সর্বতোভাবে জয়শীল কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, দৃঢ় হও, তুমি নগরের ন্যায় মঙ্গলময়ী, স্তুতিক্রিয়া যথাকালে তোমার নিকট গমন করে, তুমি যজ্ঞনিষ্পাদক ॥ ৭ ॥ নিন্দাভাক্ ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিক্‌সমূহে নিহিত ধন আমাদের হউক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হউক ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করিয়াছ, তখনই আমরা উহা কামনা করিয়াছি, তুমিই আমাদের পালক। তুমিই আমাদের প্রতিপালন করিতেছ ॥ ৯ ॥ হে মরণরহিত দেবগণ, একদ্যু ঋষি তোমাদিগকে ও দেবপত্নীগণকে বর্ধিত করিতেছেন, তৃপ্ত করিতেছেন, তাহার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান কর, কর্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন করুন ॥ ১০ ॥

৮১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদিগকে দিবার জন্য শব্দবান্ বিচিত্র, গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমায় জানি, তুমি বহুকর্মা, বহুদাতা, বহুধনবান্ এবং বহুরক্ষাযুক্ত ॥ ২ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি দান করিতে ইচ্ছা করিলে, দেবগণ ও মনুষ্যগণ ভয়ংকর বৃষভের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ তোমরা আগমন কর, ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি স্বয়ং দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর ন্যায় যেন বাধা প্রদান না করেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা করুন এবং তদনুরূপ গান করুন, তিনি সামস্তোত্র শ্রবণ করুন, ধনযুক্ত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের জন্য আগমন কর, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান কর, আমাদিগকে ধন হইতে পৃথক করিও না ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ধনের নিকট গমন কর, হে শত্রু-অভিভবকারী, তুমি সাহংকার মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তাহার ধন আহরণ কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত হইয়া আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুক ; সে অন্ন সকলের প্রীতিকর। আমাদের স্তোতাসকল নানা অভিলাষযুক্ত হইয়া শীঘ্র তোমাকে স্তুতি করিতেছে ॥ ৯ ॥

৮২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কণ্ব-পুত্র কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী।

হে বৃত্রহন্, যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হইতে ও সমীপদেশ হইতে আগমন কর ॥ ১ ॥ তীব্র মদকর সোম অভিষুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, আগমন কর, পান কর এবং মত্ত হইয়া উহার সেবা কর ॥ ২ ॥ সোমরূপ অন্নদ্বারা মত্ত হও। উহা তোমার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্যাপ্ত হউক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হউক ॥ ৩ ॥ হে শত্রুরহিত, শীঘ্র আগমন কর, যেহেতু তুমি দ্যুলোক হইতে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞপ্রদেশে উক্থমন্ত্রদ্বারা আহূত হইতেছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, এই সোম প্রস্তরদ্বারা অভিষুত এবং গব্যদ্বারা মিশ্রিত হইয়া তোমার আনন্দার্থ আহূত হইতেছে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান কর এবং বিবিধ তৃপ্তি লাভ কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, যে অভিষুত সোম চমস ও চমূনামক পাত্রে রহিয়াছে, তাহা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর ॥ ৭ ॥ জলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় চমূর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, তুমি ঈশ্বর, তুমি পান কর ॥ ৮ ॥ শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষ তিরস্কৃত করিয়া পদদ্বারা যে সোম আহরণ করিয়াছিল, হে ইন্দ্র, তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর ॥ ৯ ॥

৮৩ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। কণ্ব-পুত্র কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী।

হে দেবগণ, দেবগণের কামবর্ষী, সেই মহারক্ষা আমাদের পালনার্থ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১ ॥ হে দেবগণ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা সর্বদা আমাদের সহায় হউন, তাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ ও আমাদের বর্ধক হউন ॥ ২ ॥ হে সত্যের নেতা দেবগণ, নৌকাদ্বারা জলের ন্যায় আমাদিগকে বিস্তৃত বহু শত্রুসেনা হইতে পারে লইয়া যাও ॥ ৩ ॥ হে অর্যমা, ভজনীয় ধন আমাদের হউক। হে বরুণ, প্রশংসনীয় ধন আমাদের হউক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি ॥ ৪ ॥ হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রুভক্ষক, তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ, যাহা পাপিষ্ঠের তাহা আমার নিকট উপস্থিত হউক ॥ ৫ ॥ হে সুন্দরদানশীল দেবগণ, আমরা গৃহেই থাকি, অথবা পথে গমন করি, আমরা হব্যবর্ধনার্থ তোমাদিগকেই আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, হে বিষ্ণু, হে মরুৎগণ, হে অশ্বিদ্বয়, একজাতীয়-গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট আগমন কর ॥ ৭ ॥ হে সুন্দরদানশীলগণ, অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুইটি দুইটি করিয়া জন্ম গ্রহণ করায়, যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ করিব ॥ ৮ ॥ তোমরা সুদানশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তিযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিতি কর। অনন্তর আমি তোমা-দিগকে স্তব করিতেছি ॥ ৯ ॥

৮৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। কবি-পুত্র উশনা ঋষি। গায়ত্রী।

প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি ॥ ১ ॥ দেবগণ যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দুইপ্রকারে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে সর্ব-কনিষ্ঠ, হব্যদায়ীর লোকসকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ হে অঙ্গিরা, হে বলের পুত্র, হে দেব, তুমি সকলের বরণীয় ও শত্রুদিগের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করিব ? ॥ ৪ ॥ হে বলের পুত্র, কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা হব্যদান করিব এবং কখনই বা এই নমস্কার উচ্চারণ করিব ? ॥ ৫ ॥ তুমিই আমাদিগের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তমগৃহবিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর ॥ ৬ ॥ হে দম্পতি অগ্নি, তুমি এক্ষণে কীদৃশ ব্যক্তির বহুকর্ম প্রীত কর। তোমার স্তুতি ধনলাভকর ॥ ৭ ॥ যজমানগণ আপনার গৃহে সুন্দরপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সুকর্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান্ অগ্নির পরিচর্যা করে ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, যে ব্যক্তি সাধু পালনের সহিত স্বগৃহে বাস করে, যাহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দরপুত্রাদিযুক্ত হইয়া বর্ধিত হন ॥ ৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮৫ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র কৃষ্ণ ঋষি। গায়ত্রী।
হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে আমার আহ্বান শ্রবণ করিয়া মদকর সোমপানার্থ আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, মদকর সোমপানার্থ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর॥ ২॥ হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়, মদকর সোমপানার্থ এই কৃষ্ণঋষি তোমাকে আহ্বান করিতেছে॥ ৩॥ হে নেতাদ্বয়, স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোমপানার্থ শ্রবণ কর॥ ৪॥ হে নেতাদ্বয়, মদকর সোমপানার্থ বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর॥ ৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই প্রকারে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোমপানার্থ আগমন কর॥ ৬॥ হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়, মদকর সোমপানার্থ দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত কর॥ ৭॥ হে অশ্বিদ্বয়, তিনটি বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোমপানার্থ আগমন কর॥ ৮॥ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, মদকর সোমপানার্থ আমার স্তুতিবাক্যের প্রতি তোমরা শীঘ্র আগমন কর॥ ৯॥

৮৬ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-পুত্র বিশ্বক ঋষি। জগতী।
হে দস্র ভিষক্দ্বয়, তোমরা উভয়ে সুখকর। তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে। তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, বিমনা-নামক ঋষি পূর্বকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করিয়াছিলেন যে, তোমরা ধনলাভার্থ মন করিয়াছিলে। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর॥ ২॥ হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয়, বিষ্ণাপুর উৎকৃষ্ট ধনবাঞ্ছা পূরণার্থ তোমরা তাঁহাকে ধনবৃদ্ধি প্রদান কর। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, বীর, ধনভোগী, অভিষুতসোমযুক্ত, দূরেস্থিত বিষ্ণাপুরকে আহ্বান করিতেছি, পিতার ন্যায় উহারও সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাদু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, সবিতাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শত্রুর অভিভব করেন। সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর॥ ৫॥

৮৭ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র কৃষ্ণ, বসিষ্ঠ-পুত্র
হ্যুম্নীক বা অঙ্গিরা-পুত্র প্রিয়মেধা ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-
সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।
হে অশ্বিদ্বয়, হ্যুম্নীক তোমার স্তোতা, বর্ষাকালে কূপের ন্যায় তোমরা আগমন কর। হে নেতাদ্বয়, এই স্তোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে অভিষুত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌর মৃগ যেরূপ তড়াগাদির জল পান করে, সেইরূপ অভিষুত সোম পান কর॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, রসবান্, ক্ষরণশীল সোম পান কর। হে নেতাদ্বয়, যজ্ঞে উপবেশন কর। মনুষ্যের গৃহে প্রমত্ত হইয়া তোমরা হব্যের সহিত সোম পান কর॥ ২॥ হে অশ্বিদ্বয়, প্রিয়মেধা যজমান সমস্ত রক্ষার সহিত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। যে বর্হি আস্তৃত করিয়াছে, সেই যজমানের সর্বদেবসেবিত হবির উদ্দেশে তোমরা প্রাতঃকালে গৃহে আগমন কর॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়, রসবান্ সোম তোমরা পান কর, পরে সুন্দর বর্হিতে উপবেশন কর ; পরে প্রবৃদ্ধ হইয়া গৌর মৃগদ্বয় যেরূপ তড়াগাদিতে গমন করে, সেইরূপ স্বর্গ হইতে আমাদের স্তুতি-অভিমুখে আগমন কর॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা স্নিগ্ধ রূপবান্ অশ্বের সহিত ইদানীং আগমন কর। হে দর্শনীয় সুবর্ণময়রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্ধক অশ্বিদ্বয়, সোম পান কর॥ ৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্নলাভার্থ তোমাদের আহ্বান করিতেছি। তোমরা সুন্দরগমনশীল ও বহুকর্মা। আমাদের স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া শীঘ্র আগমন কর ॥ ৬ ॥

৮৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। গোতম-পুত্র নোধা ঋষি। প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দুর কর। সোমরসপানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম-দানযুক্ত, পর্বতের ন্যায় বলের দ্বারা আবৃত ও বহুলোকের ভোজয়িতব্য। ইন্দ্রের নিকট শব্দবান্ শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাচ্ঞা করি ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, বৃহৎ ও দৃঢ় পর্বতসকলও তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, মাদৃশ স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা কর, কেহই তাহা হিংসা করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, কর্ম ও বলদ্বারা তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ; তুমি আপনার কর্ম এবং বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব কর। অর্চনামন্ত্র রক্ষার্থ তোমায় আবর্তিত করিতেছে, গোতমগণ তোমাকে আবির্ভূত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশ হইতেই তুমি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক তোমায় ব্যস্ত করিতে পারে না। তুমি আমাদের অন্ন বহন করিতে ইচ্ছা কর ॥ ৫ ॥ হে মঘবান্ ইন্দ্র, তুমি যে ধন হব্যদায়ীকে প্রদান কর, তাহার কেহ নিরোধক নাই। তুমি ধন-প্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হইয়া আমাদের উচথ্যের ধনলাভার্থে স্তোত্র অবগত হও ॥ ৬ ॥

৮৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্রদ্বয় নৃমেধ ও পুরুষমেধ ঋষি।
১-৪ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ; ৫-৬ অনুষ্টুপ্ ; ৭ বৃহতী।

হে মরুৎগণ, ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ গান কর। যজ্ঞবর্ধক বিশ্বদেবগণ দ্যুতিমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে এই গানদ্বারা দীপ্ত। সর্বদা জাগরূক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শত্রুকৃত হিংসা দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পরে দ্যুতিমান্, যশোযুক্ত হইয়াছিলেন। হে বৃহৎদীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র, দেবগণ তোমার সখ্যার্থ তোমায় বরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ হে মরুৎগণ, ইন্দ্র মহান্, তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র শতপর্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে শত্রুবধার্থ উদ্যুক্ত ইন্দ্র, তোমার অতি প্রভূত অন্ন আছে, তুমি প্রগল্‌ভ মনে আমাদিগকে তাহা প্রদান কর। হে ইন্দ্র, আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে ভূমি অভিমুখে ধাবমান হউক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ কর, স্বর্গ জয় কর ॥ ৪ ॥ হে অপূর্ব মঘবান্ ইন্দ্র, তুমি বৃত্রহননার্থ যখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছ এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করিয়াছ ॥ ৫ ॥ তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, হাস্যকর অর্চনামন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছ ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি অপক্ব গোসমূহে পক্ব দুগ্ধ প্রেরণ করিয়াছ, দ্যুলোকে সূর্যকে আরোহণ করাইয়াছ। সামদ্বারা প্রবর্গের ন্যায় শোভনস্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান কর ॥ ৭ ॥

৯০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্রদ্বয় নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি।
প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন, সবনসকল সেবা করুন। তিনি বৃত্রহা, তাঁহার মৌর্বী অবিনশ্বর, তিনি স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি সকলের মুখ্যধনদাতা, তুমি সত্য, তুমি স্তোতাগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্যযুক্ত কর। তুমি বহুধনবিশিষ্ট এবং বলের পুত্র। তুমি মহান্, তোমার যোগ্য ধন সন্তজনা করি॥ ২॥ হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র, আমরা তোমার জন্য যে যথার্থভূত স্তোত্র করিতেছি। হে হর্যশ্ব, তুমি তাহাতে যোজিত হও, তুমি তাহা সেবা কর। হে ইন্দ্র, তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, তাহাও সেবা কর॥ ৩॥ হে মঘবন্ ইন্দ্র, তুমি সত্য, তুমি কাহারও নিকট অবনত না হইয়া প্রভূত বৃত্রকে নাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র, তুমি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাহাতে যায়, তাহা সম্যক্‌রূপে কর॥ ৪॥ হে বলপতি ইন্দ্র, তুমি উপার্জিত সোমবান্ হইয়া যশস্বী হইয়াছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য বৃত্রগণকে, মনুষ্যদিগের রক্ষক বজ্রদ্বারা হনন করিয়াছ॥ ৫॥ হে অসুর ইন্দ্র, তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্, তোমারই নিকট পৈতৃক বিত্তের ভাগের ন্যায় ধন যাচ্ঞা করি। হে ইন্দ্র, তোমার কীর্তির ন্যায় গৃহ দ্যুলোকে প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তোমার সুখসকল আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুক॥৬॥

৯১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অত্রি-কন্যা অপালা ঋষি। অনুষ্টুপ্; ১-২ পংক্তিঃ।
জলের অভিমুখে গমনকালে কন্যা পথে সোমও লাভ করিলেন; গৃহে আনয়নকালে সোমকে বলিলেন ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি॥১॥ হে ইন্দ্র, তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এই দণ্ডদ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব শক্তু, অপূপ এবং উক্থস্তুতিবিশিষ্ট সোম পান কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি, এখন তোমার সহিত অধিগত হইব না। হে সোম, ইঁহার উদ্দেশে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও॥ ৩॥ সেই ইন্দ্র বহুবার আমাদিগকে সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদিগকে বহুসংখ্যক করুন, তিনি আমাদিগকে অনেকবার ধনবান্ করুন। আমরা পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা ইন্দ্রের সহিত সংগত হইব॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার অঙ্গ উৎপাদনশীল কর॥ ৫॥ আমাদের পিতার উশর ক্ষেত্র শস্যযুক্ত কর এবং আমার শরীর ও আমার পিতার মস্তক লোমযুক্ত কর॥ ৬॥ হে শতক্রতু, তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং সূগের ছিদ্রে তিনবার নিকর্ষণদ্বারা শোধন করতঃ অপালাকে সূর্যসমানচর্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে॥ ৭॥

৯২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র শ্রুতকক্ষ বা
সুকক্ষ ঋষি। গায়ত্রী; ১ অনুষ্টুপ্।
হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষরূপে স্তব কর। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মনুষ্যদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করেন॥ ১॥ তোমরা সকলের আহুত, সকলের স্তুত, গাথাযোগ্য এবং সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলিয়া সম্বোধন কর॥ ২॥ ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা, তিনি নর্তনকারী। মহান্ ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন॥ ৩॥ সুন্দর-শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করিয়াছিলেন॥ ৪॥ সোম-পানার্থ ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চনা কর। সোমই ইন্দ্রকে বর্ধিত করেন॥ ৫॥ দ্যোতমান ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান করিয়া বলদ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন॥ ৬॥ সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিমুখে আগমন করাও॥ ৭॥ তিনি শত্রুদিগের সম্প্রহারক, সৎ, অন্যকর্তৃক অনভিগত, অহিংসিত, সোমপানকারী ও সকলের নেতা। ইঁহার কর্ম কেহ নিবারণ করিতে পারে না॥ ৮॥ হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র, তুমি বিদ্বান্, তুমি শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে প্রভূত ধন দান কর, শত্রু-দিগের ধনদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, এই দ্যুলোক হইতেই শতবলযুক্ত ও সহস্রবলযুক্ত অন্নদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্ত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ১০ ॥ হে সমর্থ ইন্দ্র, আমরা কর্মবান্, আমরা কর্ম করিব। হে পর্বত-বিদারক, বজ্রবান্ ইন্দ্র, সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয় লাভ করিব ॥ ১১ ॥ গোপাল যেরূপ তৃণদ্বারা গাভীগণকে সন্তুষ্ট করে, হে শতক্রতু, তোমাকে সকল দিক্ হইতে উক্থস্তোত্রে সেইরূপ সন্তুষ্ট করিব ॥ ১২ ॥ হে শতক্রতু, সমস্ত বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত, হে বজ্রবান্, আমরা অশংসনীয় অভীষ্ট যেন লাভ করি ॥ ১৩ ॥ হে বলপুত্র, অভীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মনুষ্যগণ তোমাতেই অবস্থান করে; অতএব হে ইন্দ্র, কোন দেবতাই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥ হে অভিলাষ-প্রদ ইন্দ্র, তুমি সর্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ংকরশত্রুদূরকারী ও অনেকের ধারণসমর্থ, তুমি কর্মদ্বারা আমাদিগকে চালিত কর ॥ ১৫ ॥ হে শতক্রতু, যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্বকালে তোমার জন্য আমরা অভিষব করিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রমত্ত হইয়া ইদানীং আমাদিগকে প্রযত্ত কর ॥ ১৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার প্রমত্ততা সর্বাপেক্ষা নানাবিধ কীর্তিযুক্তা, সর্বাপেক্ষা পাপহন্তা এবং সর্বাপেক্ষা বলদাতা ॥ ১৭ ॥ হে বজ্রবান্, যথার্থকর্মা, সোমপা, দর্শনীয় ইন্দ্র, সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তোমার দত্ত যে ধন আছে, তাহাই আমরা জানিব ॥ ১৮ ॥ মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্যসকল অভিষুত সোমকে স্তব করুক; স্তুতিকারিগণ অর্চনীয় সোমকে পূজা করুন ॥ ১৯ ॥ সমস্ত শ্রী যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাঁহাতে প্রীত হন, সোম অভিষুত হইলে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ॥ ২০ ॥ হে দেবগণ, তোমরা ত্রিকদ্রুকে জ্ঞানসাধনযজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলে। আমাদের স্তুতিবাক্য সেই যজ্ঞকেই বর্ধিত করুক ॥ ২১ ॥ সিন্ধুসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হউক। হে ইন্দ্র, তোমায় কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২২ ॥ হে অভিলাষপ্রদ জাগরণশীল ইন্দ্র, তুমি স্ব মহিমায় সোমপানে ব্যাপ্ত হইয়াছ। উহা তোমার জঠরে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ হে বৃত্রহা ইন্দ্র, সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্যাপ্ত হউক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্যাপ্ত হউক ॥ ২৪ ॥ এই শ্রুতকক্ষ ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, গোলাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, ইন্দ্রের গৃহার্থ অত্যন্ত গান করিতেছে ॥ ২৫ ॥ হে ইন্দ্র, সোম অভিষুত হইলে, তুমি তাহাদের পানার্থ পর্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র, তুমিই ধনদাতা, সোম তোমার জন্য পর্যাপ্ত হউক ॥ ২৬ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, আমাদের স্তুতিবাক্য অতি দূর হইতেও তোমায় ব্যাপ্ত করুক। আমরা স্তোতা, তোমার নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিব ॥ ২৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্যবান্, তোমার মন সকলের আরাধনীয় ॥ ২৮ ॥ হে বহুধনবান্ ইন্দ্র, সমস্ত যজমান তোমার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র, আমার সহায় হও ॥ ২৯ ॥ হে অন্নপতি ইন্দ্র, তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার ন্যায় হইও না, অভিষুত গব্যযুক্ত সোমপানে হৃষ্ট হও ॥ ৩০ ॥ হে ইন্দ্র, আয়ুধ-ক্ষেপী শূরসকল রাত্রিকালে আমাদের নিযন্ত্রণা হউক। আমরা তোমার সহায়তায় তাহাদিগকে বিনাশ করিব ॥ ৩১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সহায়তা লাভ করিয়া, আমরা শত্রুদিগকে নিরাকৃত করিব, তুমি আমাদিগের এবং আমরা তোমার ॥ ৩২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার স্তুতি করিয়া, তোমার সখাস্বরূপ স্তোতা-সকল তোমারই পরিচর্যা করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

৯৩ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৩৪ ইন্দ্র ও ঋভুগণ।
অঙ্গিরা-পুত্র সুকক্ষ ঋষি। গায়ত্রী।

হে সূর্যরূপ ইন্দ্র, বিখ্যাতধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নরহিতকরকর্মযুক্ত, ঔদার্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দিকে উদিত হও ॥ ১ ॥ যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরী ভেদ করিয়াছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ সেই কল্যাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদিগের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত, গোযুক্ত, যবযুক্ত ধন প্রভূতপয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন ॥ ৩ ॥ হে বৃত্রহা, সূর্যরূপ ইন্দ্র, অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ হে প্রবৃদ্ধ, সৎপতি ইন্দ্র, যদি আপনাকে অমর মনে কর, তবে তোমার সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করাই সত্য ॥ ৫ ॥ দূর দেশে এবং নিকটবর্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র, তুমি সেই সকলেরই অভিমুখে গমন কর ॥ ৬ ॥ আমরা মহান্ বৃত্রকে হননার্থ সেই ইন্দ্রকেই অন্নদ্বারা বলবান্ করিব। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হউন ॥ ৭ ॥ সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোম-পানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী, স্তুতিবান্ এবং সোমার্হ ॥ ৮ ॥ স্তুতিবাক্যদ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত, বলসহিত অনভিভূত, মহান্, অহিংসিত ইন্দ্র ধনাদি বহন করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৯ ॥ হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র, হে মঘবন্, তুমি যদি আমাদের কামনা কর, তবে তুমি স্তূয়মান হইয়া দুর্গমস্থানে আমাদের পথ করিয়া দাও ॥ ১০ ॥ হে ইন্দ্র, অদ্যাপিও কেহ তোমার বলের অথবা স্বকীয় রাজ্যের হিংসা করে না ; দেবগণ হিংসা করে না এবং সংগ্রামে ত্বরমাণ ব্যক্তিও হিংসা করে না ॥ ১১ ॥ হে শোভনহনুবিশিষ্ট ইন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী দেবীদ্বয় তোমার অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে ॥ ১২ ॥ তুমি কৃষ্ণবর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এই দীপ্তিমান্ দুগ্ধ স্থাপন করিতেছ ॥ ১৩ ॥ যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা মৃগরূপী অহি হইতে ভয় পাইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন আমার ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিবারক হইয়াছিলেন, অজাতশত্রু, বৃত্রহা ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, প্রসিদ্ধ, বৃত্রহন্তা, বলস্বরূপ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তোমাদিগকে প্রভূত ধন দান করি ॥ ১৬ ॥ হে বহুনামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র, যখন তুমি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমরা এই গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হইব ॥ ১৭ ॥ বৃত্রহন্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হউন, শক্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥ হে অভীষ্টবর্ষী, তুমি কোন্ অভিগমনের দ্বারা আমাদিগকে প্রমত্ত করিবে ? কোন্ অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে ধন প্রদান করিবে ॥ ১৯ ॥ অভীষ্টবর্ষী, সেচনসমর্থ বৃত্রহা, নিষুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কাহার যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিক্‌গণের সহিত বিহার করিতেছেন ? ॥ ২০ ॥ তুমি মত্ত হইয়া আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক ধন দান কর, তুমি হব্যদাতার নিয়ন্তা বলিয়া অবগত হও ॥ ২১ ॥ জলবিশিষ্ট এইসকল সোম অভিষুত হইয়াছে, ইন্দ্র পান করুন, এই অভিলাষে ইহারা ইন্দ্রের পানার্থে গমন করিতেছে। ইহারা ভক্ষিত হইলে প্রীতিকর হয়, ইহারা জলের নিকট গমন করে ॥ ২২ ॥ যজ্ঞে বর্ধনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজতেজোবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বিসর্জন করিতেছে ॥ ২৩ ॥ প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সহিত প্রমত্ত, হিরণ্ময়কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে বহন করুক ॥ ২৪॥ হে বিভাবসু, তোমার জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে, কুশ আস্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান কর ॥ ২৫ ॥ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ করুন, রত্ন প্রেরণ করুন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ করুন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর ॥ ২৬ ॥ হে শতক্রতু, তোমার উদ্দেশে বীর্যবান্ সোম ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি, হে ইন্দ্র, তুমি স্তোতাগণকে সুখী কর ॥ ২৭ ॥ হে ইন্দ্র, যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলেও হে শতক্রতু, তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অন্ন সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর ॥ ২৮ ॥ হে ইন্দ্র, যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান কর ॥ ২৯ ॥ হে ইন্দ্র, যেহেতু তুমি আমাদিগকে সুখী করিতে ইচ্ছা কর, অতএব হে শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, আমরা অভিষুতসোমবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৩০ ॥ হে সোমপতি ইন্দ্র, হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর, আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর ॥ ৩১ ॥ শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র দুই প্রকারে জ্ঞাত হয়েন। সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর ॥ ৩২ ॥ হে বৃত্রহা, যেহেতু তুমি এই সোমসমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সহিত অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্রই অন্নার্থ দাতা ও অমর ঋভুক্ষা দেবকে আমাদের দান করুন। বলবান্ ইন্দ্র রাজকে আমাদের দান করুন ॥ ৩৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৪ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বিন্দু বা পূতদক্ষ ঋষি। গায়ত্রী।
মঘবান্, মরুৎগণের মাতা গো সোম পান করাইতেছেন, তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্বত্র পূজ্যা ॥ ১ ॥ সমস্ত দেবগণ ইঁহার ক্রোড়ে বর্তমান হইয়া আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য এবং চন্দ্রমা সর্বলোক প্রকাশনার্থ ইহার সমীপে বর্তমান ॥ ২ ॥ সর্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্বদা সোমপানার্থ মরুৎ-গণকে স্তব করিতেছে ॥ ৩ ॥ এই সোম অভিষুত হইয়াছে, স্বভাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় ইহার অংশ পান করুন ॥ ৪ ॥ মিত্র, অর্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত, স্তুত্যজনবিশিষ্ট সোম পান করিতেছেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গব্যযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৬ ॥ প্রাজ্ঞ মরুৎগণ জলের ন্যায় তির্যক্‌গতিবিশিষ্ট হইয়া কবে দীপ্ত হইবেন ? শত্রুশোষক মরুৎগণ কবে শুদ্ধবল হইয়া আগমন করিবেন ? ॥ ৭ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা মহৎ, তোমাদের তেজঃ স্বতঃই ধর্ষণীয়। তোমরা দ্যুতিমান্, কবে তোমাদের রক্ষা লাভ করিব ? ॥ ৮ ॥ যে মরুৎগণ সমস্ত পার্থিব পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিঃকে প্রথিত করিয়াছেন, সোমপানার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৯ ॥ হে মরুৎগণ, তোমাদিগের বল পবিত্র, তোমরা অতিশয় দ্যুতিমান্ ; এই সোমপানার্থ তোমাদিগকে সত্বর আহ্বান করিতেছি ॥ ১০ ॥ যাঁহারা দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, এই সোমের পানার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১১ ॥ সর্বতঃ বিস্তৃত, পর্বতে স্থিত, জলবর্ষী মরুৎগণকে এই সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি ॥ ১২ ॥

৯৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র তিরশ্চী ঋষি। অনুষ্টুপ।
হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, সোম অভিষুত হইলে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমাদের অভিমুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিমুখে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে ॥ ১ ॥ হে স্তুতিবাক্ ইন্দ্র, দীপ্তিমান্, অভিষুত সোম তোমার নিকট আগমন করুক, এই অন্নের ভাগ শীঘ্র পান কর। হে ইন্দ্র, চারিদিকে তোমার জন্য চরু-পুরোডাশাদি নিহিত আছে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিষুত সোম আনন্দার্থ সুখে পান কর, যেহেতু তুমি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা ॥ ৩ ॥ যে তিরশ্চী তোমার পূজা করিতেছে, তাহার আহ্বান শ্রবণ কর। তুমি মহান্, তুমিই সুবীরযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদিগকে পূর্ণ কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সেই স্তোতার উদ্দেশে তুমি পুরাতন, সত্যযুক্ত, প্রবৃদ্ধ, সকলের হৃদয়ংগম রক্ষাকার্য সম্পাদন কর ॥ ৫ ॥ যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উক্থ বর্ধিত করেন, তাঁহাকেই স্তব করিব। আমরা তাঁহার বহুতর বীর্য সম্ভোগ করিবার অভিলাষে তাঁহার ভজনা করিব ॥ ৬ ॥ শীঘ্র আগমন কর, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উক্থসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করিব, দশাপবিত্রের দ্বারায় শোধিত সোম বর্ধিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষাকার্যের সহিত আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও সোমার্হ, হৃষ্ট হও ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শুদ্ধ, আমাদিগকে ধন দাও। তুমি শুদ্ধ, হব্যদায়ীকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ, বৃত্রগণকে বধ করিয়া থাক, তুমি শুদ্ধ, অন্ন ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক ॥ ৯ ॥

৯৬ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ১৪ ইন্দ্র ও মরুৎগণ ; ১৫ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি।
অঙ্গিরা-পুত্র তিরশ্চী বা মরুৎ-পুত্র দ্যুতান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৪ বিরাট ; ২১ পুরস্তাজ্জ্যোতি।
উষাসকল এই ইন্দ্রের ভয়ে আপনাদের গতি বর্ধিত করিতেছেন। রাত্রিসকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সুন্দরবাক্যবিশিষ্ট হয়েন। এই ইন্দ্রের জন্য সর্বতোব্যাপ্ত মাতৃস্থানীয় সপ্ত সিন্ধু মনুষ্যদের তরণার্থ সুখে পারযোগ্য হয়েন ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতিসংখ্যক পর্বতসানুসমূহ বিদ্ধ হইয়াছিল। অভিলাষপ্রদ, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র যাহা করিয়াছেন, মর্ত্য অথবা দেব তাহা করিতে পারে না॥ ২॥ ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্মিত, এবং তাঁহার হস্তে সংবদ্ধ; তাঁহার হস্তে বহুতর বল আছে। যুদ্ধগমনকালে ইন্দ্রের মস্তকে শিরস্ত্রাণ থাকে। তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণার্থ সকলে তাঁহার সমীপে আগমন করে॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে যজ্ঞার্হদিগের মধ্যেও যজ্ঞার্হ মনে করি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে করি, তোমাকে সৈন্যদিগের কেতু বলিয়া মনে করি, মনুষ্যগণের অভিমতফলবর্ষক বলিয়া মনে করি॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন বাহুদ্বয়ে শত্রুদিগের গর্ব চূর্ণ কর, বজ্র অহির হননার্থ ধারণ কর, যখন মেঘসকল শব্দ করে, যখন জলসমূহ শব্দ করে, তখন চারিদিক্ হইতে অভিগমন করতঃ স্তুতিকারিগণ ইন্দ্রের পরিচর্যা করে॥ ৫॥ যিনি এই সমস্ত ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত বস্তুজাত যাঁহার পরে উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা স্তুতিদ্বারা সেই মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হইব, নমস্কারদ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখীন করিব॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হইয়াছিলেন, তাঁহারা বৃত্রের নিশ্বাস হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করতঃ তোমায় ত্যাগ করিয়া গেলেন। মরুৎগণের সহিত তোমার সখ্য হইল। পরে তুমি সমস্ত শত্রুসেনা জয় করিলে॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, ত্রিষষ্টিসংখ্যক মরুৎগণ একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায় তোমায় বর্ধিত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞার্হ হইয়াছেন; আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট গমন করিব। আমাদের ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করিব॥ ৮॥ হে ইন্দ্র, তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, তোমার মরুৎসৈন্য, তোমার বজ্রের কে প্রতিকূলতা করিতে পারে? হে ঋজীষী, তুমি চক্রের দ্বারা আয়ুধরহিত, দেবদ্রোহী অসুরদিগকে দূর করিয়া দাও॥ ৯॥ পশুলাভের জন্য মহান্, উগ্র, প্রবৃদ্ধ, কল্যাণতম ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর। স্তুতিভাক্ ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন॥ ১০॥ উক্থবাহিত, মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে নদীপারকারী নৌকার ন্যায় স্তুতি উচ্চারণ কর। বহুবিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ করুন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন॥ ১১॥ ইন্দ্র যাহা স্বীকার করেন, তাহা কর, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কর, স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। হে স্তোতা, অলংকৃত হও, রোদন করিও না, বাক্য শ্রবণ করাও, ইন্দ্র বহুধন প্রদান করিবেন॥ ১২॥ দশসহস্র সৈন্যের সহিত দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যদিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদিগকে বধ করিলেন॥ ১৩॥ ইন্দ্র বলিলেন, দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ় স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ, আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে তাঁহাকে সংহার কর॥ ১৪॥ দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান্ হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন॥ ১৫॥ হে ইন্দ্র, তুমিই সেই কর্ম করিয়াছ, তুমিই জন্মিবামাত্রেই শত্রুশূন্য সপ্তশত্রুর শত্রু হইয়াছ, অন্ধকারাবৃত দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করিয়াছ॥ ১৬॥ হে ইন্দ্র, তুমি সেই কার্য করিয়াছ। হে বজ্রী, তুমিই কুশল হইয়া অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করিয়াছ, তুমিও আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছ, তুমি আপনার কার্যদ্বারা গোলাভ করিয়াছ॥ ১৭॥ হে ইন্দ্র, তুমিই সেই কার্য করিয়াছ, হে অভিলাষপ্রদ, তুমি মনুষ্যদিগের উপদ্রবের হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলে, তুমি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনার্থ ছাড়িয়া দিয়াছিলে, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করিয়াছিলে॥ ১৮॥ সেই ইন্দ্র শোভনপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিষুত সোম পানার্থ আনন্দিত। তাঁহার ক্রোধ কেহ সহ্য করিতে পারে না, তিনি দিবসের ন্যায় ধনবান্, তিনি একাকীই মনুষ্যের কর্মকর্তা, তিনি বৃত্রহা, তিনি সকল শত্রুসৈন্য নাশ করেন॥ ১৯॥ সেই ইন্দ্র বৃত্রহা, তিনি মনুষ্যগণের পোষক, তিনি আহ্বানযোগ্য, তাঁহাকে স্তুতিদ্বারা হোম করিব, তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান্, তিনি কীর্তিপ্রদ, অন্নের দাতা, তিনি আদরপূর্বক কথা বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন ॥ ২০ ॥ সেই বৃত্রহা ইন্দ্র মহান্, তিনি জাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আহ্বানযোগ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণের হিতকর বহুকার্য করতঃ পীত সোমের ন্যায় সখাগণের আহ্বানযোগ্য হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

৯৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কশ্যপ-পুত্র রেভ ঋষি। বৃহতী ;
১০,১৩ অতিজগতী ; ১১-১২ উপরিষ্টাৎ-বৃহতী ; ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ; ১৫ জগতী।
হে ইন্দ্র, তুমি সুখবান্। তুমি অসুরগণের নিকট হইতে যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করিয়াছ, হে ধনবান্, তাহার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্ধিত কর, উহারা বহি আস্তীর্ণ করিয়াছে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন ধারণ কর, যজমান দক্ষিণাযুক্ত হইয়া সোমাভিষব করিলে তাহাকেই সেই ধন প্রদান কর। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করিও না ॥ ২ ॥ অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায়, সে আপনার গতিদ্বারাই পোষণীয় ধন বিনাশ করুক, তুমি তাহাকে কর্মরহিত প্রদেশে স্থাপন কর ॥ ৩ ॥ হে শক্র, হে বৃত্রহন্, তুমি দুর দেশে থাক, বা নিকট দেশেই থাক, তথা হইতে এই ভূলোক হইতে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়, এই স্তুতিদ্বারা অভিষুত সোমবান্ যজমান যজ্ঞে আনয়ন করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাক, হে বৃত্রহন্, যদিবা পৃথিবীর কোন স্থানে থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থাক, আগমন কর ॥ ৫ ॥ হে সোমপা বলপতি ইন্দ্র, সোম অভিষুত হইলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অন্নের দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত কর ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদের সহিত একত্র সোমপানে প্রমত্ত হও, তুমি আমাদিগকে রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদিগের বন্ধু। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের সহিত অভিষুত সোমমধুপানার্থ উপবেশন কর। হে মঘবা, স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান কর, অভিষুত সোমে আমাদের সহিত উপবেশন কর ॥ ৮ ॥ হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, মর্ত্যগণও পারে না। তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমায় ব্যাপ্ত করিতে পারে না ॥ ৯ ॥ সমস্ত সেনা পরস্পর মিলিত হইয়া শক্রপরাজয়কর নেতাকে তীক্ষ্ণ করিতেছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থ সূর্যাত্মক ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিতেছে, কর্মদ্বারা বলিষ্ঠ ও শক্রদিগের সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী প্রবৃদ্ধ ও বেগবান্ ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করিতেছে ॥ ১০ ॥ রেভগণ এই ইন্দ্রকে সোমপানার্থ সম্যক্রূপে স্তুতি করিয়াছিল। স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্ধনার্থ যখন স্তুতি করে, তখন কর্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হয়েন ॥ ১১ ॥ রেভগণ নেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে। মেধাবিগণ সেই মেঘকে স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমরা সুন্দরদীপ্তিযুক্ত এবং অদ্রোহী, তোমরা ত্বরাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের কর্ণে অর্চনা-মন্ত্রদ্বারা স্তব কর ॥ ১২ ॥ সেই মঘবান্, উগ্র, যথার্থ বলধারী, অপ্রতিরোধনীয়, ইন্দ্রকে বারংবার আহ্বান করি। পূজ্যতম, যাগযোগ্য ইন্দ্র, আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্তিত হউন। বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন ॥ ১৩ ॥ হে সর্বাপেক্ষা বলবান্, হে শক্র, হে ইন্দ্র, তুমি এইসকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করিবার জন্য অবগত হও। হে বজ্রী, সমস্ত ভূতজাত তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবা-পৃথিবীও কম্পিত হয় ॥ ১৪ ॥ হে শূর, হে চিত্র ইন্দ্র, তোমার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করুক, হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, জলের ন্যায় বহু পাপ হইতে আমাদিগকে পার কর। হে রাজা ইন্দ্র, বহুরূপ এবং স্পৃহণীয় ধন আমাদের অভিমুখে কবে প্রদান করিবে ? ॥ ১৫ ॥

৯৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র নৃমেধ ঋষি।
উষ্ণিক্ ; ৭, ১০-১১ ককুপ্ ; ৯, ১২ পুরউষ্ণিক্।
মেধাবী, মহান্, কর্মকর্তা, বিদ্বান, স্তুতিঅভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিভবিতা হও, তুমি সূর্যকে প্রদীপ্ত করিয়াছ ; তুমি বিশ্বকর্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান্ ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জ্যোতিঃদ্বারা দ্যুলোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত করতঃ গমন করিয়াছিলে ; দেবগণ তোমার সখ্যলাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিদিগের জয়কারী ; তোমাকে কেহ গোপন করিতে পারে না ; তুমি পর্বতের ন্যায় সর্বতঃ বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি ; তুমি আমাদের নিকট আগমন কর ॥ ৪ ॥ হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইন্দ্র, যেহেতু তুমি দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করিয়াছ, অতএব তুমি সোমাভিষবকারীর বর্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বহু পুরী ভেদ করিয়া থাক ; তুমি দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্ধক এবং দ্যুলোকের পতি ॥ ৬ ॥ হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ জল বিসৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার উদ্দেশে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করিতেছি ॥ ৭ ॥ হে বজ্রবান্, শূর ইন্দ্র, নদীগণ যেরূপ উদকস্থান বর্ধিত করে, সেইরূপ আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ তোমাকে প্রতি দিবস বর্ধিত করি ॥ ৮ ॥ গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎ রথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাঙ্‌মাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন ॥ ৯ ॥ হে শতক্রতু, বিচক্ষণ বীর্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে বল এবং ধন দান কর ॥ ১০ ॥ হে নিবাসপ্রদ, শতক্রতু, তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব ॥ ১১ ॥ হে বলবান্, বহুকৃত্ক আহূত শতক্রতু, তুমি বলাভিলাষী, আমি তোমার স্তুতি করিতেছি ; তুমি আমাদিগকে সুন্দর বীর্যোপেত ধন দান কর ॥ ১২ ॥

৯৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র নৃমেধ ঋষি। প্রগাথ
(বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ তোমাকে অন্ন এবং কল্য সোমপান করাইয়াছে ; তুমি এই যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের স্তোত্র শ্রবণ কর এবং গৃহে উপাগত হও ॥ ১ ॥ হে সুন্দরহনুবিশিষ্ট, অশ্ববান্, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র, পরিচারকগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত করিতেছে, তুমি মত্ত হও। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সোম অভিষুত হইলে তোমার অন্ন উপমাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হউক ॥ ২ ॥ সমাশ্রিত রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্যকে ভজনা করে, সেইরূপ তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত ধন ভজনা কর ; তিনি বলদ্বারা জাত ও জনিষ্যমাণ ধনসমূহ উৎপাদন করেন, আমরা উহা পৈতৃক ভাগের ন্যায় ধারণ করিব ॥ ৩ ॥ পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা, সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দানবিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্যা-কারীর ইচ্ছার বাধা দেন না ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারিগণকে অভিভূত কর। হে শত্রুগণের বাধক, তুমি অমঙ্গলনাশক, জনয়িতা, সমস্ত শত্রুগণের হিংসক এবং বাধকগণের বাধাদানকারী ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে, সেইরূপ মাতৃভূত দ্যাবা-পৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ কর, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারিগণ তোমার ক্রোধে খিন্ন হয় ॥ ৬ ॥ জরারহিত, শত্রুগণের প্রেরক, অপ্রতিহত, বেগশালী, জয়শীল, গমনশীল, রথিশ্রেষ্ঠ, অহিংসিত ও জলবর্ধক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার্থে অগ্রগামী কর ॥ ৭ ॥ শত্রু-গণের সংস্কর্তা, স্বয়ং অসংস্কৃত, বলকৃৎ, বহুরক্ষাবিশিষ্ট, শতক্রতু, সাধারণ ও ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার্থে আহ্বান করি ॥ ৮ ॥

১০০ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৮ সুপর্ণ ; ৯ সুপর্ণ বা বজ্র ; ১০-১১ বাক্।
ঋষি : ১-৩, ৬-১২ ভৃগু-পুত্র নেম ; ৪-৫ ইন্দ্র। ত্রিষ্টুপ্ ; ৬ জগতী ; ৭-৯ অনুষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, আমি পুত্রের সহিত শত্রুজয়ার্থে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে আগমন করেন ; যখন তুমি আমাকে শত্রুধনের ভাগ দান কর, অতএব আমার সহিত পৌরুষ প্রকাশ কর ॥ ১ ॥ তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রে মদকর সোমরূপ অন্ন দান করিতেছি, অভিষুত সোম তোমার হৃদয়ে নিহিত হউক। তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সখারূপে অবস্থান কর, অনন্তর আমরা দুইজনে বহুসংখ্যক বৃত্র বধ করিব ॥ ২ ॥ হে সংগ্রামেচ্ছুগণ, ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহাকে স্তুতি করিব? ॥ ৩ ॥ হে স্তোতা, এই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে দর্শন কর; সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাদ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি ॥ ৪ ॥ যখন যজ্ঞাভিলাষিগণ কমনীয় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করাইয়াছিল, তখন তাহাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিল যে, পুত্রযুক্ত প্রিয় এই ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে মঘবান্ ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর জন্য যাহা করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য বলিবার যোগ্য। তুমি পরাবৎনানক শত্রুর যে ধন আছে, তাহা ঋষি বন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপাবৃত করিয়াছ ॥ ৬ ॥ যে এক্ষণে প্রধাবিত হইতেছে, পৃথক্ থাকিতেছে না, সে তোমাদিগকে আবরণ করিতেছে না, ইন্দ্র তাহার মর্মস্থানে বজ্র পাতিত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ মনের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হইলেন, পরে স্বর্গে গমন করতঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করিলেন ॥ ৮ ॥ যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আবৃত, সেই বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শত্রুগণ উপহার ধারণ করিতেছে ॥ ৯ ॥ দীপ্তিশীল, দেবগণের উন্মাদকর বাক্য যখন জ্ঞানরহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করতঃ যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অন্ন, জল দোহন করে। উহার যাহা শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা কোথায় গমন করিতেছে ॥ ১০ ॥ দেবগণ যে দীপ্তিমতী বাক্‌দেবতাকে উৎপাদন করিতেছেন, সর্বপ্রকার পশুগণ সেই বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও -রসপ্রদানকারিণী ধেনুর ন্যায় হইয়া আমাদের স্তুতি গ্রহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ১১ ॥ সখে বিষ্ণু, তুমি অত্যন্ত পদবিক্ষেপ কর, হে দ্যুলোক, তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর। হে বিষ্ণু, তুমি ও আমি বৃত্রকে বধ করিব, নদীসকলকে লইয়া যাইব, নদীসকল ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক ॥ ১২ ॥

১০১ সূক্ত। দেবতা: মিত্র ও বরুণ; ৫ মিত্র, বরুণ ও আদিত্যগণ; ৬ আদিত্যগণ; ৭-৮ অশ্বিদ্বয়; ৯-১০ বায়ু; ১১-১২ সূর্য; ১৩ উষা বা সূর্যপ্রভা; ১৪ পবমান; ১৫-১৬ গো। ভৃগু-পুত্র জমদগ্নি ঋষি। ১-২ প্রগাথ (বৃহতী, সতোবৃহতী); ৩ গায়ত্রী; ৪ সতোবৃহতী; ৫-১৩ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী); ১৪-১৬ ত্রিষ্টুপ্।

যে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য মিত্র ও বরুণকে সম্বোধন করে, সেই মনুষ্য সত্যই এই প্রকারে যজ্ঞার্থ হবিঃ সংস্কার করে ॥ ১ ॥ অতিশয় বর্ধিতবল, মহাদর্শন নেতা, দীপ্তিমান্, অতিশয় বিদ্বান্, সেই মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের ন্যায় সূর্যকিরণের সহিত কর্ম লাভ করেন ॥ ২ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, যে শীঘ্রগামী তোমাদের অভিমুখে গমন করে, সে দেবগণের দূত হয়, তাহার মস্তক সুবর্ণভূষিত হয় এবং সে মদকর ধন লাভ করে ॥ ৩ ॥ যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও আনন্দিত হয় না, যে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও আনন্দিত হয় না, কথোপকথনের জন্যও আনন্দিত হয় না, তাহার সংগ্রাম হইতে আমাদিগকে আজি রক্ষা কর, তাহার বাহুদ্বয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ হে যজ্ঞধন, মিত্রের উদ্দেশে সেবার্হ, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর। অর্যমা-উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি-উৎপাদক বাক্য গান কর, মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর ॥ ৫ ॥ অরুণবর্ণ, বিজয়সাধন, বাসপ্রদ, তিনজনের এক পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করিতেছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ মনুষ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের স্থানসকল দেখিতে পান ॥ ৬ ॥ হে একত্র মিলিত নাসত্যদ্বয়, তোমরা আমার উচ্চারিত দীপ্ততম বাক্যে ও কার্যে আগমন কর, হব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন কর ॥ ৭ ॥ হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়, তোমাদের যে রাক্ষস-রহিত দান আছে, তাহা যখন আহ্বান করিব, তখন তোমরা জমদগ্নিকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া পূর্বমুখী ও স্তুতিবর্ধনকারী নেতাস্বরূপ হইয়া আগমন কর ॥ ৮ ॥ হে বায়ু, তুমি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে আগমন কর। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এই শুভ্রসোম তোমার উদ্দেশে নিয়ত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ হে নিযুৎবান বায়ু, অধ্বর্যু ঋজুতম পথে গমন করিতেছে, তোমার ভক্ষণার্থ হবিঃ লইয়া যাইতেছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান কর ॥ ১০ ॥ হে সূর্য, তুমি সত্যই মহান্, হে আদিত্য, তুমি মহান্, এ কথা সত্য। তুমি মহান্, তোমার মহিমা স্তুত হইতেছে। হে দেব, তুমি মহান্, এ কথা সত্য ॥ ১১ ॥ হে সূর্য, তুমি শ্রবণে মহান্, এ কথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান্, এ কথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয় ॥ ১২ ॥ এই যে নিম্নমুখী, স্তুতিমতী, রূপবতী, প্রকাশযুক্তা উষা উৎপাদিত হইয়াছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন করতঃ চিত্রিত গাভীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ১৩ ॥ তিন প্রজা অতিক্রমণ করতঃ গমন করিয়াছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় অগ্নির চতুর্দিক আশ্রয় করিয়াছিল। ভুবনমধ্যে আদিত্য মহান্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, পবমান্, দিকসমূহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥ যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জলগণ, সেই নির্দোষ অদিতি গো-দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম ॥ ১৫ ॥ বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্যউচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয়-বিশিষ্টা গো-দেবীকে অল্পবুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জন করে ॥ ১৬ ॥

১০২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভৃগু-পুত্র প্রয়োগ, বৃহস্পতি-পুত্র অগ্নি বা পাবক,
বা সহসের পুত্রদ্বয় গৃহপতি ও যবিষ্ঠ উভয়ে বা তাঁহাদের একজন ঋষি। গায়ত্রী।

হে দ্যোতমান অগ্নি, তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে মহাঅন্ন প্রদান কর ॥ ১ ॥ হে বিশিষ্টদীপ্তিযুক্ত অগ্নি, তুমি জ্ঞাত হইয়া আমাদের বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর। আমরা স্তুতি ও পরিচর্যা করিতেছি ॥ ২ ॥ হে যুবতম অগ্নি, তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায় লাভ করিয়া আমরা অন্ন লাভার্থ শত্রুগণকে অভিভব করি ॥ ৩ ॥ আমি সমুদ্রমধ্যবর্তী শুচি অগ্নিকে, ঔর্ব্য, ভৃগু ও অগ্নবাণের ন্যায় আহ্বান করি ॥ ৪ ॥ বাতসদৃশধ্বনিবিশিষ্ট, পর্জন্যসদৃশক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি, বলবান্, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥ ৫ ॥ সবিতাদেবতার প্রসবের ন্যায়, ভগদেবতার ভোগের ন্যায়, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥ ৬ ॥ অহিংসনীয়গণের বন্ধু, বলবান্, বর্ধমান ও বহুতম অগ্নিকে, হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা অভিগমন কর ॥ ৭ ॥ এই অগ্নি, আমাদিগের কর্তব্যের রূপ নির্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই ॥ ৮ ॥ দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৯ ॥ হে স্তোতা, সমস্ত হোতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এই যজ্ঞে স্তব কর ॥ ১০ ॥ দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিদ্বান্ অগ্নি যাজ্ঞিকগণের গৃহে আদীপ্ত হন। পবিত্রকর, দীপ্তিযুক্ত, অনুশয়নকারী অগ্নিকে স্তব কর ॥ ১১ ॥ হে মেধাবী, অশ্বের ন্যায় ভোগযোগ্য, বলবান্, মিত্রের ন্যায় নিধনকারী অগ্নিকে স্তব কর ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, যজমানের জন্য স্তুতিসকল ভগিনীসকলের ন্যায় তোমার গুণকীর্তন করতঃ তোমার সেবা করিতেছে, বায়ুর সমীপে তোমাকে অবস্থাপিত করিতেছে ॥ ১৩ ॥ যে অগ্নির তিনটি অনাবৃত অবদ্ধ বর্হি আছে, সেই অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥ অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান্ অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁহার দৃষ্টিও সূর্যের ন্যায় মঙ্গল-কর ॥ ১৫ ॥ হে অগ্নিদেব, দীপ্তিসাধন ঘৃতের নিধানদ্বারা তৃপ্ত হইয়া জ্বালাদ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর এবং যজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ॥ ১৬ ॥ হে অঙ্গিরা অগ্নি, দেবগণ মাতৃগণের ন্যায় কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে কবি অগ্নি, তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয়, দূতস্বরূপ এবং দেবগণের হব্যবাহী, তোমার চারিদিকে দেবগণ উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৮॥ হে অগ্নি, আমার গাভী নাই, আমার কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নাই। হে অগ্নি, এই সমস্তই আমি তোমায় দান করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ হে যুবতম অগ্নি, তোমার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য ধারণ করি, তখন সেই সকল পরশুচ্ছিন্ন কাষ্ঠ তুমি সেবা কর ॥ ২০ ॥ তোমার জিহ্বা যে কাষ্ঠসকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠসকলকে তোমার জিহ্বা অতিক্রম করিয়া গমন করে, সে সমস্ত ঘৃতসদৃশ হউক ॥ ২১ ॥ মনুষ্য কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করতঃ মনের দ্বারা কর্ম আচরণ করে ও ঋত্বিক্‌গণদ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে ॥ ২২ ॥

১০৩ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ১৪ অগ্নি ও মরুৎগণ। কণ্ব-পুত্র সোভরি ঋষি। বৃহতী ; বিরাট্‌রূপা ; ৭,৯,১১, ১৩ সতোবৃহতী ; ৮,১২ ককুপ্‌ ; ১০ হ্রসীয়সী ; ১৪ অনুষ্টুপ্‌ ।

যে অগ্নিতে কর্মসকল আহুত হয়, সর্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সেই অগ্নি দৃষ্ট হইলেন। আর্যগণের বর্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইলে আমাদের স্তুতিবাক্যসকল তাঁহার নিকট গমন করিতেছে ॥ ১ ॥ দিবোদাসকর্তৃক আহুত অগ্নি মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২ ॥ কর্তব্যকর্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর মনুষ্যগণ কম্পিত হয়। অতএব হে জনগণ, এক্ষণে তোমরা সহস্রধনধাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্তব্যকর্মদ্বারা আপনি পরিচর্যা কর ॥ ৩ ॥ হে নিবাসপ্রদ অগ্নি, তুমি যাহাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমায় হব্য প্রদান করে সেই উক্‌থশংসী নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে ॥ ৪ ॥ হে বহুধনবিশিষ্ট অগ্নি, যে তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রুপুরস্থিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্ন ধারণ করে। আমরাও তোমার উদ্দেশে হব্যদান করতঃ, তুমি দেবতা, তোমাতে স্থিত সর্বপ্রকার ধন ধারণ করিব ॥ ৫ ॥ যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সেই অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্রসকল গমন করে ॥ ৬ ॥ হে দর্শনীয়, লোকপালক অগ্নি, সুন্দরদানবিশিষ্ট, দেবাভিলাষিগণ রথবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করে, সেই তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবান্‌গণের দান প্রদান কর ॥ ৭ ॥ হে স্তোতাগণ, তোমরা সর্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবান্‌, সত্যবান্‌, বৃহৎ, দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর ॥ ৮ ॥ ধনবান্‌, অন্নবান্‌ অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হইয়া যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, উঁহার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সহিত বহুবার আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৯ ॥ হে স্তোতা, প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নিকে স্তব কর ॥ ১০ ॥ জ্ঞানযুক্ত, যজ্ঞার্হ যে অগ্নি উদ্গত শ্রুতধন আবর্তিত করেন। কর্মদ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির জ্বালা, নিম্নাভিমুখ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় দুস্তর সেই অগ্নিকে স্তব কর ॥ ১১ ॥ বাসপ্রদ, অতিথি, অনেকের স্তুত ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন অবরুদ্ধ না হয়েন ॥ ১২ ॥ হে বাসপ্রদ অগ্নি, যে মনুষ্যগণ স্তুতিদ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা তোমার পরিচর্যা করে, তাহারা যেন হিংসিত না হয় ; সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট, হব্যদায়ী স্তোতাও তোমার দূতকর্মের জন্য উপাসনা করে ॥ ১৩ ॥ হে অগ্নি, তুমি মরুৎগণের প্রিয়, আমাদের যাগকর্মে সোমপানার্থ রুদ্রগণের সহিত আগমন কর, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট আগমন কর, প্রমত্ত হও ॥ ১৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম মণ্ডল

১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হইয়া স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও॥ ১॥ রাক্ষসহন্তা, সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হইয়া দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবনস্থানে উপবিষ্ট হয়েন॥ ২॥ তুমি প্রভূত ধন দান কর, সমস্ত বস্তু দান কর এবং বিশেষরূপে বৃত্র বধ কর; ধনবান্ শত্রুগণের ধন আমাদিগকে দান কর॥ ৩॥ তুমি মহান্, দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অন্নের সহিত গমন কর, বল ও অন্ন দান কর॥ ৪॥ হে ইন্দু, আমরা তোমার পরিচর্যা করি, প্রত্যহ ইহাই আমাদের কার্য; আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি॥ ৫॥ সূর্যের দুহিতা তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিস্তৃত ও নিত্য দশাপবিত্রদ্বারা পুত করেন॥ ৬॥ অভিষবণকালে যজ্ঞে ভগিনীভূত দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ সেই সোমকেই গ্রহণ করে॥ ৭॥ অঙ্গুলিগণ তাঁহাকেই প্রেরণ করে, চর্মের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সোমকে অভিষব করে, ঐ সোমাত্মক মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুগণের প্রতিবন্ধকতা করে॥ ৮॥ অবধ্য ধেনুগণ এই বালক সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দুগ্ধের দ্বারা সংস্কৃত করে॥ ৯॥ শূর ইন্দ্র এই সোমপানে মত্ত হইয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানদিগকে ধন দান করেন॥ ১০॥

২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, তুমি দেবাভিলাষী হইয়া বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তুমি সোমমধ্যে প্রবেশ কর॥ ১॥ হে সোম, তুমি মহান্, অভীষ্টবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক, তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর॥ ২॥ অভিষুত, অভিলাষপ্রদ সোমের ধারা প্রিয়মধু দোহন করে, সুকর্মা সোম জল আচ্ছাদন করে॥ ৩॥ যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান্ সোম, তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎ জল গমন করে॥ ৪॥ সোম হইতে রস উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জলমধ্যে সংস্কৃত হয়েন॥ ৫॥ অভীষ্টবর্ষী, হরিৎবর্ণ, মহান্ এবং মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্যের সহিত প্রদীপ্ত হয়েন॥ ৬॥ হে ইন্দু, মত্ততার জন্য তুমি যাহার দ্বারা অলংকৃত হও, সেই কর্মেচ্ছাসম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়॥ ৭॥ তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শত্রুঘর্ষণশীল যজমানের জন্য উত্তমলোক সৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি॥ ৮॥ হে ইন্দু, তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও॥ ৯॥ হে ইন্দু, তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা, তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান কর॥ ১০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অজীগর্ত-পুত্র শুনঃশেপ বা
বিশ্বামিত্র-পুত্র কৃত্রিম দেবরাত ঋষি। গায়ত্রী।
মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হইয়া গমন করেন ॥ ২ ॥ যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলংকৃত করেন ॥ ৩ ॥ ক্ষরণশীল এই বীর সোম স্ববলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৪ ॥ এই ক্ষরণশীল সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন ॥ ৫ ॥ মেধাবিগণ এই সোমের স্তব করিলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান করতঃ জলমধ্যে প্রবেশ করেন ॥ ৬ ॥ ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন ॥ ৭ ॥ ক্ষরণশীল এই সোম সুন্দরযজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন ॥ ৮ ॥ হরিৎবর্ণ এই সোমদেব পুরাতন জন্মদ্বারা দেবার্থে অভিষুত হইয়া দশাপবিত্রে গমন করেন ॥ ৯ ॥ এই বহুকর্মা সোমই জাতমাত্র অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হয়েন ॥ ১০ ॥

৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। গায়ত্রী।
হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম, ভজনা কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ১ ॥ হে সোম, জ্যোতিঃ দান কর, স্বর্গ দান কর এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ২ ॥ হে সোম, বল এবং কর্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৩ ॥ হে সোমাভিষবকারিগণ, তোমরা ইন্দ্রের পানার্থে সোম অভিষব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি তোমার কর্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে সূর্যলাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৫ ॥ আমরা তোমার কর্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল সূর্য দর্শন করিব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৬ ॥ হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৭ ॥ সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, শত্রুগণকে অভিভব করিয়া থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৮ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, যজমানগণ বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৯ ॥ হে ইন্দু, তুমি আমাদিগকে নানাবিধ অশ্ববান্, সর্বগামী ধন দান কর ॥ ১০ ॥

৫ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ তনূনপাৎ ; ৩ ইল ; ৪ বর্হি ;
৫ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৬ উষা ও নক্ত ; ৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয় ; ৮ সরস্বতী,
ইলা ও ভারতী ; ৯ ত্বষ্টা ; ১০ বনস্পতি ; ১১ স্বাহাকৃতিগণ।
কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ; ৮-১১ অনুষ্টুপ।
সমিদ্ধ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান সোম শব্দ করিয়া ও দেবগণকে প্রীত করিয়া বিরাজিত হন ॥ ১ ॥ জলের পৌত্র পবমান সোম উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন ॥ ২ ॥ স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টদাতা, দীপ্তিমান্, পবমান সোম মধুধারার সহিত তেজোবলে বিরাজিত হয়েন ॥ ৩ ॥ হরিৎবর্ণ সোমদেব যজ্ঞে পূর্বাগ্র বর্হি-বিস্তার করতঃ তেজোবলে আগমন করেন ॥ ৪ ॥ হিরণ্ময়ী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সহিত স্তুত হইয়া বৃহৎ দিকসমূহে উদ্গমন করেন ॥ ৫ ॥ সম্প্রতি পবমান সোম সুরূপা, বৃহতী, মহতী, দর্শনীয়া, দিবা রাত্রিকে কামনা করিতেছেন ॥ ৬ ॥ মনুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা দেবদ্বয়কে আহ্বান করি। পবমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোম, ইন্দ্র এবং অভীষ্টবর্ষী ॥ ৭ ॥ ভারতী, সরস্বতী, মহতী ইলানামক তিনজন সুরূপা দেবী আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৮ ॥ অগ্রজাত, প্রজাপালক, পুরোগামী ত্বষ্টাকে আহ্বান করি। হরিৎবর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি ॥ ৯ ॥ হে পবমান সোম, হরিৎবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তিমান্, সহস্রশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে মধুধারাদ্বারা সংস্কৃত কর ॥ ১০ ॥ হে বিশ্বদেবগণ, বায়ু, বৃহস্পতি, সূর্য, অগ্নি এবং ইন্দ্র, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সোমের স্বাহা-শব্দের নিকট আগমন কর ॥ ১১ ॥

৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দেবাভিলাষী, তুমি আমাদিগকে অভিলাষ করিয়া থাক। তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং দশাপবিত্রে মধুধারায় ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ হে সোম, যেহেতু তুমি স্বামী, অতএব মদকর সোম বর্ষণ কর, বলবান্ অশ্ব প্রদান কর ॥ ২ ॥ তুমি অভিষুত হইয়া সেই পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ কর, বল এবং অন্ন প্রেরণ কর ॥ ৩ ॥ জল যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল সোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁহাকে ব্যাপ্ত করে ॥ ৪ ॥ দশ-অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম করিয়া অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবান্ অশ্বের ন্যায় যে সোমের পরিচর্যা করে ॥ ৫ ॥ দেবগণ পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া অভিষুত এবং অভীষ্টবর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামার্থে গব্য মিশ্রিত কর ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রদেবের জন্য অভিষুত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হয়েন, যেহেতু ইঁহার পয়ঃ আপ্যায়িত করে ॥ ৭ ॥ যজ্ঞের আত্মা অভিষুত সোম অভিলাষ প্রদান করিয়া বেগে ক্ষরিত হয়েন এবং পুরাতন কবিত্ব রক্ষা করেন ॥ ৮ ॥ হে মদকর সোম, তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া তাঁহার পানার্থে ক্ষরিত হইয়া যজ্ঞশালায় শব্দ উৎপন্ন কর ॥ ৯ ॥

৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে সৃষ্ট হইতেছেন ॥ ১ ॥ সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহন করিতেছেন। সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে ॥ ২ ॥ অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হয়েন, তখন স্বর্গে বলবান্ ইন্দ্র বল প্রকাশ করেন ॥ ৪ ॥ যখন কর্মকর্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞবিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে ॥ ৫ ॥ হরিৎবর্ণ প্রিয় সোম জল সংপৃক্ত হইয়া মেষলোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ করতঃ স্তুতি সেবা করেন ॥ ৬ ॥ যে এই সোমের কর্মে প্রীত হয়, সে মদমত্ত বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ যাহাদের সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, তাহারা এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখলাভ করে ॥ ৮ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা মদকর সোমরূপ অন্ন লাভার্থ আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বসু দান কর ॥ ৯ ॥

৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
এই সোমসমূহ ইন্দ্রের বীর্য বর্ধিত করিয়া তাঁহার অভিলষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন ॥ ১ ॥ সেই সোম অভিষুত হইতেছেন, চমসমধ্যে আহ্বান করিতেছেন এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য দান করুন ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর এবং ইন্দ্রকে প্রেরণ কর ॥ ৩ ॥ দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্যা করে, সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবিগণ তোমাকে প্রমত্ত করে ॥ ৪ ॥ তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্যদ্বারা মিশ্রিত করিব ॥ ৫ ॥ অভিযুত কলসমধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্য-সমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে ॥ ৬ ॥ হে সোম, আমরা ধনবান্, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ কর, সখা ইন্দ্রকে লাভ কর ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, ধন উৎপাদন কর, সংগ্রামে আমাদের বাস দান কর ॥ ৮ ॥ তুমি নেতাগণের দর্শক এবং সর্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি ॥ ৯ ॥

৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
কবি, ক্রান্তদর্শী সোম অভিষবণপ্রস্তরে নিহিত এবং অভিযুত হইয়া দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষিগণের নিকট গমন করেন ॥ ১ ॥ তুমি তোমার নিবাসভূত, দ্রোহরহিত, স্তুতিকারী মনুষ্যের ভক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারা দ্বারা আগমন কর ॥ ২ ॥ জাতবিশুদ্ধ, মহান্ সেই পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্ধয়িত্রী ও জনয়িত্রী ও মাতৃভূতা দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করেন ॥ ৩ ॥ নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীণরূপে বর্ধিত করে, সেই সোম অঙ্গুলিদ্বারা নিহিত হইয়া দ্রোহরহিত সপ্তনদীকে প্রীত করেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কর্ম সেই অঙ্গুলিগণ অহিংসিত, বিদ্যমান্ সোমকে মহৎ কর্মের জন্য ধারণ করে ॥ ৫ ॥ বাহক, মরণরহিত দেবগণের তৃপ্তিকর সোম সপ্তনদী দর্শন করেন, তিনি কূপরূপে পরিপূর্ণ হইয়া নদীগণকে তৃপ্ত করেন ॥ ৬ ॥ হে পুরুষ সোম, কল্পনীয় দিবসে আমাদিগকে রক্ষা কর, হে পবমান সোম, যে সকল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, তাহাদিগকে বিনাশ কর ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য সূক্তের জন্য শীঘ্র যজ্ঞগৃহে আগমন কর এবং পূর্বের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ কর ॥ ৮ ॥ হে শোধন-কালীন সোম, তুমি পুত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও অশ্ব আমাদিগকে দান করিয়া থাক। তুমি দান কর, আমাদের অভিলাষ প্রদান কর ॥ ৯ ॥

১০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
রথের এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন ॥ ১ ॥ সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেরূপ বাহুতে ভার ধারণ করে, সেইরূপ ঋত্বিক্‌গণ বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন ॥ ২ ॥ স্তুতিদ্বারা রাজা যেরূপ তুষ্ট হয়েন এবং সপ্ত হোতাদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেইরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয় ॥ ৩ ॥ অভিযুত সোম মহতী স্তুতিদ্বারা অভিযুত হইয়া মত্ত করিবার জন্য ধারারূপে গমন করেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রের আপানভূত, উষার ভাগ্য-উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ স্তুতিকারী, পুরাতন, অভীষ্টবর্ষী সোমের আহারকারী মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন ॥ ৬ ॥ সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্তহোতা যজ্ঞে উপবেশন করেন ॥ ৭ ॥ আমি যজ্ঞের নাভিভূত, সোমকে আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি, চক্ষু সূর্যে সংগত হয়। আমি কবি সোমের অংশু আপূরিত করিব ॥ ৮ ॥ গমনশীল, দীপ্ত ইন্দ্র আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত সোমকেও চক্ষে দেখিতে পান ॥ ৯ ॥

১১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
হে নেতাগণ, এই ক্ষরণশীল সোম দেবগণকে যাগ করিতে অভিলাষী, ইহার উদ্দেশে গান কর ॥ ১ ॥ হে সোম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথর্বা ঋষিগণ তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্রদেবের জন্য গোদুগ্ধে সংস্কৃত করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে রাজা, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও, অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও ॥ ৩ ॥ তোমরা বভ্রুবর্ণ, স্ববলভূত, অরুণবর্ণ, স্বর্গস্পৃক্ সোমের উদ্দেশে শীঘ্র গাথা উচ্চারণ কর ॥ ৪ ॥ হস্তস্থিত অভিষবপ্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম পুত কর, মদকর সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর ॥ ৫ ॥ নমস্কারের সহিত তাঁহার নিকট গমন কর, দধি মিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর ॥ ৬ ॥ হে সোম, তুমি শত্রুবিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি মনোজ্ঞ ও মনের ঈশ্বর, ইন্দ্র পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া তুমি পরিষিক্ত হইয়া থাক ॥ ৮ ॥ হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম, তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দরবীর্যযুক্ত ধন দান কর ॥ ৯ ॥

১২ সূক্ত । পবমান সোম দেবতা । কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি । গায়ত্রী ।

অভিষুত, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে ॥ ১ ॥ মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবিগণ সোমপানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে ॥ ২ ॥ মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গস্থলে বাস করেন, বিদ্বান্ সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥ সুকর্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হয়েন ॥ ৪ ॥ যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্রমধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোমমধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন ॥ ৫ ॥ সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষে স্তনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন ॥ ৬ ॥ নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট ক্ষীরপ্রসবকারী বনস্পতি সোম মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্মমধ্যে প্রীতভাবে বাস করেন ॥ ৭ ॥ কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবিগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন ॥ ৮ ॥ হে পবমান সোম, তুমি আমাদিগকে বহুদীপ্তিবিশিষ্ট, সুন্দরগৃহবিশিষ্ট ধন দান কর ॥ ৯ ॥

১৩ সূক্ত । পবমান সোম দেবতা । কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি । গায়ত্রী ।

অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছে ॥ ১ ॥ হে রক্ষাভিলাষিগণ, তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানার্থ অভিষুত সোমের উদ্দেশে গমন কর ॥ ২ ॥ বহুবলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ হে সোম, আমাদের অন্নলাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর ॥ ৪ ॥ সেই অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্র ধন ও সুবীর্য দান করুন ॥ ৫ ॥ সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্নলাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ॥ ৬ ॥ ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া গাভীর অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া পাত্রের অভিমুখে গমন করেন । ঋত্বিক্‌গণ হস্তে উহা গ্রহণ করেন ॥ ৭ ॥ সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর । হে পবমান সোম, তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর ॥ ৮ ॥ হে পবমান, শত্রুহিংসক, সর্বদর্শী সোমগণ, তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর ॥ ৯ ॥

১৪ সূক্ত । পবমান সোম দেবতা । কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি । গায়ত্রী ।

নদীতরঙ্গে, অধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ বন্ধুভূত পঞ্চ জনপদের মনুষ্য কর্মাভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতিদ্বারা অলংকৃত করে ॥ ২ ॥ তখন, সোম গোদুগ্ধে মিশ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে সমস্ত দেবগণ বলবান্ সোমরসে প্রমত্ত হয় ॥ ৩ ॥ সোম দশাপবিত্র বস্ত্রের দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া অধোদেশে ধাবিত হয়েন, এই যজ্ঞে সখা ইন্দ্রের সহিত সংগত হয়েন ॥ ৪ ॥ যুবা অশ্বিকে যেরূপ মার্জিত করে, সেইরূপ সোম গব্যের সহিত আপন শরীর মিশ্রিত করতঃ পরিচর্যাকারীর পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারা মার্জিত হইতেছেন ॥ ৫ ॥ অঙ্গুলি-দ্বারা অভিযুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছেন এবং শব্দ করিতেছেন। আমি উহাকে লাভ করিব ॥ ৬ ॥ অঙ্গুলিসকল মার্জনা করতঃ অন্নপতি সোমের সহিত মিলিত হইতেছে, এবং বলবান্ সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে কামনা করিয়া গমন কর ॥ ৮ ॥

১৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত হইয়া কর্মবলে শীঘ্রগামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্মিত স্বর্গ স্থানে গমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম ইচ্ছা করেন ॥ ২ ॥ এই সোম হবির্ধানে আহিত হইয়া, নীত হইয়া আহবনীয় দেশে যখন মধ্যবর্তী শোভাযুক্ত পথে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্যুগণও নীত হয়েন ॥ ৩ ॥ এই সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উঁহার শৃঙ্গ যূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন ॥ ৪ ॥ এই বেগবান্ শুভ্রলতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান্ রসের পতি হইয়া গমন করেন ॥ ৫ ॥ এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্বতদ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন ॥ ৬ ॥ মনুষ্যগণ এই মার্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূতরস প্রদান করিতেছেন ॥ ৭ ॥ দশটি অঙ্গুলি ও সাতজন ঋত্বিক্ উত্তম-অস্ত্রবিশিষ্ট ও মদক সোমকে মার্জিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

১৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, অভিশাপকারিগণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে শত্রুপরাভবকর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে ॥ ১ ॥ আমরা বলের নেতা, জলের আচ্ছাদক, অন্নের সহিত বর্তমান সোমকে কর্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করিতেছি ॥ ২ ॥ শত্রুগণকর্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরীক্ষে বর্তমান, অন্যের অনভিভবনীয় সোমকে দশাপবিত্রে নিক্ষেপ কর, ইন্দ্রের পানার্থ শোধিত কর ॥ ৩ ॥ স্তুতিদ্বারা পূত পদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন ও পরে কর্মবলে দ্রোণকলসে উপবেশন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, নমস্কারযুক্ত স্তোত্রের সহিত সোম-সকল বলকর হইয়া মহাসংগ্রামার্থ তোমার নিকট গমন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভার্থ সোম বীরের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ অন্তরীক্ষে হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত জল যেরূপ নিম্নে পতিত হয়, সেইরূপ বলকারক অভিযুত সোমের স্ফীতধারা পবিত্রে পতিত হইতেছে ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি পণ্ডিত স্তোতাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রক্ষা কর, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হইয়া মেষলোমের প্রতি ধাবমান হও ॥ ৮ ॥

১৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
নদীগণ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশক, শীঘ্রগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ অভিযুত সোম, বৃষ্টি যেরূপ পৃথিবীতে পতিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, মদকর, মদাত্মক সোম, রাক্ষসসকলকে বিনাশ করতঃ দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ সোম কলসে যাইতেছেন। পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন এবং উক্থমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত হইতেছেন ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া উঠিয়া স্বর্গকে প্রকাশিত করিতেছ এবং গমনশীল হইয়া সূর্যকে প্রেরিত করিতেছ ॥ ৫ ॥ মেধাবিগণ পরিচর্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হইয়া যজ্ঞের মস্তকে সোমের স্তব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে সোম, নেতা মেধাবিগণ অন্নাভিলাষী হইয়া কর্মদ্বারা যজ্ঞার্থ সেই তোমাকেই শোধিত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি মধুর ধারাভিমুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হইয়া অভিষব স্থানে উপবেশন কর এবং মনোহর হইয়া যজ্ঞে পানার্থ উপবেশন কর ॥ ৮ ॥

১৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
এই সোম সবনকালে প্রস্তরে অবস্থিত। তিনি পবিত্রে ক্ষরিত হয়েন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুর রস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ২ ॥ সমস্ত দেবগণ সমানপ্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাকে পান করেন, তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৩ ॥ তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তদ্বারা ধারণ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৪ ॥ তিনি মাতৃদ্বয়ের ন্যায় মহতী দ্যাবা-পৃথিবীকে দোহন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৫ ॥ তিনি অন্নদ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৬ ॥ তিনি বলবান্, তিনি শোধিত হইবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৭ ॥

১৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
যাহা কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হইবার সময় আমাদের জন্য তাহা আনয়ন কর ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালক ও ঈশ্বর হইয়াছ। তোমরা আমাদের কর্ম বর্ধিত কর ॥ ২ ॥ অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিৎবর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ পুত্রস্থানীয় সোমের মাতৃস্থানীয় বসতীবরী প্রভৃতি সোমকর্তৃক পীত হইয়া অভিলাষপ্রদ সোমের সারবত্তার কামনা করিতেছে ॥ ৪ ॥ মিশ্রিত হইবার সময় সোম অভিলাষিনী বসতীবরী প্রভৃতিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন, এই জলসকল হইতে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন ॥ ৫ ॥ হে পবমান সোম, যাহারা দূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে সমীপবর্তী কর, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন কর, তাহাদের ধন অবগত হও ॥ ৬ ॥ হে সোম, তুমি দূরেই থাক, বা নিকটেই থাক, শত্রুর বর্ষণকর বল বিনাশ কর, তাহাদের অন্ন বিনাশ কর, তাহাদের শোষক তেজ বিনাশ কর ॥ ৭ ॥

২০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
কবি সোম দেবগণের পানার্থ মেষলোমের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতেছেন, শত্রুগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্ধাকারীকে বিনাশ করুন ॥ ১ ॥ সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান কর ; হে সোম, সেই তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি মহাকীর্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়িগণকে ধ্রুব ধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে সোম, তুমি সুকর্মা, তুমি শোধিত হইয়া রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক॥ ৫॥ সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্তমান ও দুস্তর হস্তদ্বারা মার্জিত হইয়া পাত্রে অবস্থান করিতেছেন॥ ৬॥ হে সোম, তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীর্য দান করিয়া দানের ন্যায় পবিত্রে গমন করিতেছ॥ ৭॥

২১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
এই ক্লেদকর, দীপ্ত, অভিভবশীল, মদকর, লোকপালক সোমসকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন॥ ১॥ ইঁহারা অভিষবকারীকে বিশেষরূপে ভজনা করেন, সকলের সহিত মিলিত হয়েন, অভিভবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন॥ ২॥ অনায়াসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষরিত হইতেছেন, সিন্ধুর ঊর্মির ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন॥ ৩॥ এই সোম সংশোধিত হইয়া রথে স্থাপিত অশ্বগণের ন্যায় সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন॥ ৪॥ হে সোমগণ, ইহার নানারূপ কামনা পূরণার্থ ধন প্রদান কর, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন॥ ৫॥ ঋভু যেরূপ রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথিকে প্রজ্ঞাদান করেন, সেইরূপ তোমরা এই যজমানের প্রজ্ঞা প্রদান কর। হে সোম, কেবল জলদ্বারা পরিষ্কৃত হও॥ ৬॥ সেই এই সোমসকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবান্ সোমসকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন॥ ৭॥

২২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি॥ গায়ত্রী।
এই সোমসকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের ন্যায় সমীপে গমন করেন॥ ১॥ এই সোমসকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন॥ ২॥ এই সোমসকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত হইয়া প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করিতেছেন॥ ৩॥ এই সোমসকল শোধিত ও মরণরহিত, ইঁহারা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করিতে ক্লান্ত হয়েন না॥ ৪॥ এই সোমসকল দ্যাবা-পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ করিয়া ব্যাপ্ত হয়েন। আরও এই উত্তম দ্যুলোকে ব্যাপ্ত করেন॥ ৫॥ নদীসকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাপ্ত করেন। আরও এই কর্ম সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট করিয়া লওয়া হয়॥ ৬॥ হে সোম, তুমি পণিগণের নিকট হইতে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ কর, যজ্ঞ যাহাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপে শব্দ কর॥ ৭॥

২৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
মধুর মদের ধারায় শীঘ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে সৃষ্ট হয়েন॥ ১॥ কোন্ পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্যকে দীপ্ত করে॥ ২॥ হে শোধিত সোম, যে হব্য প্রদান করে না, তাহার গৃহ আমাদের জন্য প্রদান কর। আমাদিগকে প্রজাবিশিষ্ট ধন দান কর॥ ৩॥ গমনশীল সোমসকল মদকররস ক্ষরণ করেন এবং মধুস্রাবী কোশও উৎপাদন করেন॥ ৪॥ জগতের ধারক সোম ইন্দ্রিয়বর্ধনকর রস ধারণ করতঃ উত্তমবীরযুক্ত ও হিংসা হইতে ত্রাণ-প্রদ হইয়াছেন॥ ৫॥ হে সোম, তুমি যজ্ঞার্হ, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হইতেছ এবং আমাদিগকে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ॥ ৬॥ মদকর পদার্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এই সোমকে পান করিয়া অনভি-ভবনীয় ইন্দ্র শত্রুগণকে হনন করিয়াছেন এবং এখনও হনন করিতেছেন॥ ৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অসিত বা দেবল ঋষি। গায়ত্রী।
সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং মিশ্রিত হইয়া জলমধ্যে মার্জিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ গমনশীল সোমসকল নিম্নাভিমুখগামী জলসমূহের ন্যায় গমন করিতেছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতেছেন ॥ ২ ॥ হে শোধিত সোম, মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেইখান হইতে ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছ ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম, তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি যখন প্রস্তরদ্বারা অভিষুত হইয়া পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্যাপ্ত হও ॥ ৫ ॥ হে সর্বাপেক্ষা বৃত্রহা, তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্থমন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত ॥ ৬ ॥ অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলিয়া উক্ত হয়েন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক ॥ ৭ ॥

২৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অগস্ত্য-পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি। গায়ত্রী।
হে হরিৎবর্ণ সোম, তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণের ও বায়ুর পানার্থ ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ হে শোধনকালীন সোম, আমাদের কর্মদ্বারা ধৃত হইয়া শব্দ করতঃ স্বস্থানে প্রবেশ কর, কর্মদ্বারা বায়ুতে প্রবেশ কর ॥ ২ ॥ এই সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, বৃত্রহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হইয়া শোভিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ শোধিত, কমনীয় সোম সমস্ত রূপমধ্যে প্রবেশ করতঃ যে স্থলে অমৃতগণ বাস করে সেই স্থানে গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ শোভমান্ সোম শব্দ উৎপাদন করতঃ ক্ষরিত হইতেছেন, নিকটবর্তী ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হইতেছেন ॥ ৫ ॥ হে সর্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম, তুমি অর্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও ॥ ৬ ॥

২৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। দৃঢ়চ্যুত-পুত্র ইধ্মবাহ ঋষি। গায়ত্রী।
পৃথিবীর ক্রোড়দেশে সেই বেগবান্ সোমকে মেধাবিগণ অঙ্গুলিদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা মার্জিত করিতেছেন ॥ ১ ॥ স্তুতিসকল সহস্রধারাবিশিষ্ট, দীপ্ত, স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি করিতেছে ॥ ২ ॥ সকলের ধারক ও বহু কার্যকারী, সকলের বিধাতা সেই সোমকে প্রজ্ঞাদ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্যাকারিগণ বাহুদ্বয়ের ক্রীড়াদ্বারা তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥ অঙ্গুলিসকল সেই হরিৎবর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করিতেছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রষ্টা ॥ ৫ ॥ হে শোধনকারী সোম, তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে, তুমি স্তুতিদ্বারা বর্ধিত, দীপ্ত ও মদকর ॥ ৬ ॥

২৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র নৃমেধ ঋষি। গায়ত্রী।
এই সোম কবি ও চারিদিক হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইঁহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে ॥ ২ ॥ এই সোম মনুষ্যগণকর্তৃক নানা প্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিষুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ এই সোম আমাদের গো, হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন ॥ ৪ ॥ এই শোধনকালীন সোম সূর্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিতৃপ্ত হয়েন, সোম অত্যন্ত মদকর ॥ ৫ ॥ এই বলবান্ সোম, অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন ॥ ৬ ॥

২৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র প্রিয়মেধ ঋষি। গায়ত্রী।
এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত সর্বজ্ঞ ও সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে ॥ ২ ॥ এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন ॥ ৩ ॥ এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী, অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণকলসাভিমুখে গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ শোধনকালীন সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ সোম সূর্যকে এবং সমস্ত তেজঃপদার্থকে শোধিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ এই শোধনকালীন সোম বলবান্, অহিংসনীয় দেবগণের রক্ষক এবং অমঙ্গলবাদীদিগের বিনাশক। ইনি গমন করিতেছেন ॥ ৬ ॥

২৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র নৃমেধ ঋষি। গায়ত্রী।
বর্ষণকারী, এই অভিষুত সোমের ধারা দেবগণের উপর স্বসামর্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্মকর্তা অধ্বর্যুগণ দীপ্তিমান্ প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জিত করিতেছেন ॥ ২ ॥ হে প্রভূতধনবিশিষ্ট সোম, শোধনকালে তোমার সেই তেজঃসকল অত্যন্ত অভিভবকর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণকলসকে পূর্ণ কর ॥ ৩ ॥ হে সোম, সমস্ত ধন জয় করতঃ ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুগণকে একযোগে দূরদেশে প্রেরণ কর ॥ ৪ ॥ হে সোম, যাহারা দান করে না, তাহাদিগের এবং অন্যান্য নিন্দকসকলের অপবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা যেন মুক্ত হইতে পারি ॥ ৫ ॥ হে সোম, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ কর ॥ ৬ ॥

৩০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বিন্দু ঋষি। গায়ত্রী।
বলবান্ এই সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হইতেছে, শোধনকালে ইনি স্বীয় ধ্বনি প্রেরণ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই সোম অভিষবকারিগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শোধনকালে শব্দ করতঃ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করিতেছেন ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যগণের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহণীয় বললাভ হউক ॥ ৩ ॥ এই সোম শোধনকালে ধারাপ্রবাহে দ্রোণকলসে উপস্থিত হইবার জন্য পবিত্রকে অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে সোম, জলমধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মধুর ও হরিৎবর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থ তোমাকে প্রস্তর-দ্বারা পেষণ করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আমাদের বলার্থ ঐ ইন্দ্রের পানার্থে অভিষব কর ॥ ৬ ॥

৩১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী।
উত্তমকর্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করিতেছেন, এবং আমাদিগকে চেতন ধন প্রদান করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবা-পৃথিবীর দ্যুতিযুক্ত পদার্থের বর্ধক হও ॥ ২ ॥ হে সোম, বায়ুসকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হউক, নদীসকল তোমার উদ্দেশে গমন করুক, তাহারা তোমার মহত্ত্ব বর্ধন করুক ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ু ও জলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য বল চারিদিক হইতে তোমাতে সংগত হউক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও ॥ ৪ ॥ হে পিঙ্গলবর্ণ সোম, গোসমূহ তোমার জন্য ঘৃত এবং অক্ষীণ দুগ্ধ দোহন করিতেছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছ ॥ ৫ ॥ হে ভুবনের পতি সোম, আমরা তোমার সখিত্ব কামনা করিতেছি, তুমি উৎকৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট ॥ ৬ ॥

৩২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অত্রি-পুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী।
সোমসমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হইয়া যজ্ঞে হব্যদায়ীর অন্নার্থ গমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র পান করিতে পারেন এই উদ্দেশে এই হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলিসকল প্রস্তরদ্বারা আহুত করিতেছে ॥ ২ ॥ হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, এই সোম সেইরূপ সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে। এই সোম গব্যদ্বারা স্নিগ্ধ হয় ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় করতঃ মিশ্রিত হইয়া মৃগের ন্যায় দ্যাবা-পৃথিবীকে অবলোকন কর ॥ ৪ ॥ রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেইরূপ হে সোম, শব্দগণ তোমায় স্তুতি করিতেছে ॥ ৫ ॥ সেই সোম মিত্রের ন্যায় যুদ্ধে গমন করেন। হে সোম, আমাদিগকে দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর। হব্যদায়ীকে দান কর এবং আমাকেও দান কর, ধন, মেধা, এবং কীর্তি দান কর ॥ ৬ ॥

৩৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। গায়ত্রী।
বিপশ্চিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের ন্যায় গমন করিতেছেন, মহিষগণ যেরূপ বনে গমন করে, সেইরূপ গমন করেন ॥ ১ ॥ পিশঙ্গবর্ণ, দীপ্ত, সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করতঃ দ্রোণকলসে ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ অভিষুত সোমসকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ তিন বাক্য উদীরিত হইতেছে, প্রীতিদায়ক গোসকল শব্দ করিতেছে, হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করিয়া গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ স্তোতাকর্তৃক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে এবং দ্যুলোকের শিশু-সদৃশ সোম মার্জিত হইতেছেন ॥ ৫ ॥ হে সোম, ধনসম্বন্ধীয় চারটি সমুদ্রকে চারিদিক হইতে আমাদের নিকট আনয়ন কর এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন কর ॥ ৬ ॥

৩৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। গায়ত্রী।
অভিষুত সোম প্রেরিত হইয়া ধারাপ্রবাহের পবিত্রে গমন করিতেছেন এবং দৃঢ় শত্রুপুরীসকলকেও বিশ্লথ করিতেছেন ॥ ১ ॥ অভিষুত সোমসকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিতেছেন ॥ ২ ॥ রসের সেক্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ করে, প্রস্তরদ্বারা অভিষব করিতেছে, কর্মবলে সোমরস হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে ॥ ৩ ॥ ত্রিত ঋষির মদকর সোম তাঁহার নিজের জন্য শুদ্ধ হইয়াছে, সেই সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ যজ্ঞাশ্রয়, প্রিয়তম, মনোহর, সোমসাধন সোমকে দোহন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ অকুটিল বাক্যসকল উচ্চারিত হইয়া ইহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে। সোমও শব্দ করতঃ প্রীতিকর স্তুতি কামনা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

৩৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র প্রভূবসু ঋষি। গায়ত্রী।
হে শোধনকালীন সোম, তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও, বিস্তীর্ণ ধন এবং দ্যুতিমান্ যজ্ঞ আমাদিগকে প্রদান কর ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে সোম, হে জলপ্রেরক, হে শত্রুগণের কম্পোৎপাদক, তুমি আপন বলে আমাদের ধনের ধারক হও ॥ ২ ॥ হে বীর সোম, তোমার বলে আমরা সংগ্রামাভিলাষী শত্রুগণকে অভিভব করিব। আমাদের অভিমুখে বরণীয় ধন প্রেরণ কর ॥ ৩ ॥ যজমানদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করতঃ অন্নদাতা, সর্বদর্শী, কর্মজ্ঞ ও আয়ুধজ্ঞ সোম অন্ন প্রেরণ করেন ॥ ৪ ॥ সেই সোমকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করিতেছি, স্তুতির প্রেরক পবিত্র সোমকে বাসিত করিব। এই সোম গোসমূহের পালক ॥ ৫ ॥ সকল মনুষ্য কর্মপতি, পবিত্র, প্রভূতধনবিশিষ্ট সোমের ব্রতে মন ধারণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

৩৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র প্রভুবসু ঋষি। গায়ত্রী।

রথযোজিত অশ্বের ন্যায় চমূদ্বয়ে অভিষুত সোম স্থাপিত হইলেন ; বেগবান্ সোম সংগ্রামে বিচরণ করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি বাহনকারী, জাগরূক, দেবাভিলাষী, তুমি মধুস্রাবী দশাপবিত্রকে অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥ হে পুরাণ শোধনকালীন সোম, আমাদের স্বর্গীয় স্থানসকল প্রকাশিত কর এবং যজ্ঞ ও বলার্থ আমাদের প্রেরণ কর ॥ ৩ ॥ যজ্ঞাভিলাষী, ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক অলংকৃত, তাহাদের হস্তদ্বারা মার্জিত সোম মেষলোমময় দশাপবিত্রে শোধিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ সেই অভিষুত সোম হব্যদাতাকে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষে সমস্ত ধন ধারণ করুন ॥ ৫ ॥ হে বলপতি সোম, তুমি স্তোতাগণের অশ্বাভিলাষী, গবাভিলাষী ও বীরাভিলাষী হইয়া স্বর্গের পৃষ্ঠে আরোহণ কর ॥ ৬ ॥

৩৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র রহূগণ ঋষি। গায়ত্রী।

ইন্দ্রাদির পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন ॥ ১ ॥ সেই সোম সর্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দ করতঃ দ্রোণকলসে গমন করেন ॥ ২ ॥ বেগবান্, স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ, শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ অশ্ব যেরূপ সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী, অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ সেই মহান্, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

৩৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র রহূগণ ঋষি। গায়ত্রী।

সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্রদ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই ক্লেদযুক্ত হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলিসকল ইন্দ্রের পানার্থ প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট করিতেছেন ॥ ২ ॥ দশটি হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ এই সোম মনুষ্যপ্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেরূপ উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ এই মত্তরস সকল পদার্থ দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ পানার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতঃ প্রিয় স্থানে গমন করিতেছেন ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বৃহৎ-মতি ঋষি। গায়ত্রী।
হে মহামতি সোম, দেবগণের প্রিয়তম শরীরযুক্ত হইয়া শীঘ্র গমন কর, দেবগণ কোথায় বলিতে থাক॥ ১॥ অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত করতঃ এবং যাগকারীকে অন্ন প্রদান করতঃ অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টি ক্ষরিত কর॥ ২॥ অভিষুত সোম দীপ্তি ধারণ করতঃ এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত করতঃ শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন॥ ৩॥ এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হইয়া সিন্ধুর ঊর্মিতে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন করিয়া থাকেন॥ ৪॥ দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেবগণের পরিচর্যার্থ অভিষুত সোম ইন্দ্রের জন্য মধুসেক করিতেছেন॥ ৫॥ সম্যক্ মিলিত স্তোতাসকল স্তব করিতেছেন, হরিৎবর্ণ সোমকে প্রস্তরসাহায্যে প্রেরণ করিতেছেন, অতএব হে দেবগণ, যজ্ঞস্থানে নিষণ্ণ হও॥ ৬॥

৪০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বৃহৎ-মতি ঋষি। গায়ত্রী।
সর্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে কর্মদ্বারা সকলে শোভিত করিতেছেন॥ ১॥ অরুণবর্ণ সোম দ্রোণকলসে আরোহণ করিতেছেন, পরে অভিলাষপ্রদ ও অভিষুত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিতেছেন এবং ধ্রুবস্থানে উপবিষ্ট হইতেছেন॥ ২॥ হে সোম, হে ইন্দ্র, তুমি অভিষুত হইয়া আমাদের উদ্দেশে শীঘ্র মহান্ সহস্রসংখ্যক ধন চারিদিক হইতে ক্ষরিত কর॥ ৩॥ হে শোধনকালীন সোম, হে ইন্দু, তুমি বহুবিধ ধন আহরণ কর এবং সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর॥ ৪॥ হে সোম, তুমি অভিষবকালে আমাদের জন্য উত্তম-বীর্যযুক্ত ধন আহরণ কর এবং স্তোতার স্তুতি বর্ধিত কর॥ ৫॥ হে ইন্দু, হে সোম, তুমি শোধনকালে আমাদের জন্য দ্যাবা-পৃথিবীতে পরিবৃদ্ধ ধন আহরণ কর। হে বর্ষক ইন্দু, আমাদিগকে স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর॥ ৬॥

৪১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধ্যাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
যে সোমসকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হইয়া কৃষ্ণত্বক্‌দিগকে হনন করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে স্তব কর॥ ১॥ ব্রতরহিত দস্যুকে অভিভব করিয়া আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষস-বন্ধন ও রাক্ষস-হনন ইচ্ছায় স্তব করিব॥ ২॥ অভিষবকালে বলবান্ সোমের দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে এবং বৃষ্টির ন্যায় তাহার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়॥ ৩॥ হে সোম, তুমি অভিষুত হইয়া গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহা অন্ন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর॥ ৪॥ হে সর্বদর্শী সোম, তুমি ক্ষরিত হও, সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা দিনসকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ আপন রসের দ্বারা, দ্যাবা-পৃথিবীকে পূর্ণ কর॥ ৫॥ হে সোম, আমাদের সুখকর ধারাদ্বারা নদী যেরূপ ভূমণ্ডলে গমন করে, সেইরূপ চারিদিকে গমন কর॥ ৬॥

৪২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধ্যাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
এই হরিৎবর্ণ সোম দ্যুলোকসম্বন্ধীয় জ্যোতিঃ এবং অন্তরীক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন করতঃ অধোগামী জলসমূহে আবৃত হইয়া গমন করিতেছেন॥ ১॥ এই সোম পুরাতনস্তোত্রযুক্ত ও বিশদ হইয়া দেবগণের অভিমুখে ধারাক্রমে গমন করিতেছেন॥ ২॥ বর্ধমান অন্ন শীঘ্র লাভের জন্য অপরিমিতবলবিশিষ্ট সোমসকল পরিপূর্ণ হইতেছেন॥ ৩॥ পুরাণরসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন এবং শব্দ করতঃ দেবগণকে উৎপাদন করিতেছেন॥ ৪॥ এই সোম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিষবকালে সমস্ত বরণীয় ধন ও যজ্ঞবর্ধক দেবগণের অভিমুখে গমন করে ॥ ৫ ॥ হে সোম, তুমি অভিষুত হইয়া আমাদিগকে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত, বীরযুক্ত, সংগ্রামযুক্ত ধন এবং প্রভূত অন্ন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

৪৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্র মেধ্যাতিথি ঋষি। গায়ত্রী।
যে সোম অশ্বের ন্যায় দেবগণের মত্ততার জন্য গব্যদ্বারা মিশ্রিত হয়েন, যিনি কমনীয়, সেই সোমকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করি ॥ ১ ॥ সমস্ত রক্ষাভিলাষী স্তুতিসকল পূর্বকালের ন্যায় এই সোমকে ইন্দ্রের পানার্থ দীপ্ত করিতেছে ॥ ২ ॥ কমনীয় সোম বিপ্র মেধ্যাতিথির জন্য শোধনকালে স্তুতিদ্বারা অলংকৃত হইয়া সকলের প্রতি ধাবমান হইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে শোধনকালীন ইন্দু, আমাদিগকে উত্তমদীপ্তিযুক্ত ও বহুশ্রীযুক্ত ধন প্রদান কর ॥ ৪ ॥ যুদ্ধগামী অশ্বের ন্যায় সোম পবিত্রে শব্দ করিতেছেন, যখন দেবাভিলাষী হয়েন, তখন শব্দ করেন ॥ ৫ ॥ হে সোম, আমাদের অন্ন দানার্থ এবং স্তোতা মেধাবীর বর্ধনার্থ ক্ষরিত হও, হে সোম, সুন্দরবীর্যযুক্ত পুত্রও দান কর ॥ ৬ ॥

৪৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অয়াস্য ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোমরস, আমাদিগের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আসিতেছ। তোমার তরঙ্গ ধারণপূর্বক অযাস্য ঋষি দেবতাদিগের সম্মুখে চলিলেন ॥ ১ ॥ সোমরস যিনি, তিনি কবি, অর্থাৎ কার্যে পটু। বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে স্তব করিলেন, যজ্ঞের কার্যে নিযুক্ত করিলেন, ইহাতে সোমরসের ধারা অনেক দূর বিস্তার হইল ॥ ২ ॥ এই সোমরস সকল দিক্ দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি লতা হইতে নিষ্পীড়িত হইয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে আসিতেছেন। ইনি পবিত্রের দিকে যাইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সোমরস, হস্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিচর্যা করিতেছেন। তুমি আমাদিগের অন্ন কামনা কর, যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর, আমাদিগকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥ সেই সোমরসকে পণ্ডিতেরা বায়ুর উদ্দেশে এবং ভগনামক দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সেই সোমরস সর্বদাই বর্ধিষ্ণু। তিনি আমাদিগকে দেবতাদিগের নিকট লইয়া চলুন ॥ ৫ ॥ হে সোমরস, তুমি এতাদৃশ। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ, তুমি সদ্গতিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অদ্য আমাদিগের ধনলাভের উপায় করিয়া দাও, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রচুর বল উপার্জন করিয়া দাও ॥ ৬ ॥

৪৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অয়াস্য ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোমরস, যাঁহারা পথপ্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের প্রতিই তোমার দৃষ্টি। দেবতাদিগের সমাগমের জন্য, ইন্দ্রের পানের জন্য, বিশিষ্ট আমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর ॥ ১ ॥ হে সোমরস, তুমি আমাদিগের দূতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি পীত হইয়া থাক। আমরা তোমার সখা। দেবতাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের ধন আহরণ করিয়া দাও ॥ ২ ॥ অপিচ। তোমার লোহিতমূর্তি আমরা দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করিতেছি। তাহাতে আমোদ, তাহাতে সুখ। ধনলাভের দ্বার তুমি উদ্ঘাটন করিয়া দাও ॥ ৩ ॥ যেমন অশ্ব পথে গমনকালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনি সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়া পড়িলেন ॥ ৪ ॥ সোমরস পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক যখন জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্তবকর্তারা একস্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং বাক্য প্রয়োগসহকারে গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ হে সোমরস, তুমি সেই ধারার আকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা পান করিলে বিচক্ষণ স্তবকর্তা চমৎকার বীরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অয়াস্য ঋষি। গায়ত্রী।
সোমলতাগুলি পার্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সমাগমস্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হইতেছেন। তাঁহারা সুপটু ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। [যাজ্ঞিকেরা তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন]॥ ১॥ যেমন পিতার প্রদত্ত অলংকারদ্বারা সুশোভিতা হইয়া কোন নববধু স্বামীর নিকট যাইয়া থাকে, সোমগুলি তদ্রূপ বায়ুর দিকে যাইতেছে॥ ২॥ এই সমস্ত উজ্জ্বল সোমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকারে নানাবিধ কার্যের দ্বারা ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করিতেছে। ইহারা প্রস্তরফলকদ্বয়ের নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে॥ ৩॥ হে সুচতুর পুরোহিতগণ, দ্রুতপদে আগমন কর। মন্থনোপযোগী দণ্ডের সহিত শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর। এই আমোদবৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগদ্বারায় সুস্বাদু কর॥ ৪॥ হে সোমরস, তোমাকে পানপূর্বক বীর্যবান্ হইয়া শত্রুর সম্পত্তি জয় করা যায়, বিস্তর অন্ন আহরণ করা যায়, দুর্গমস্থানে তুমি পথ প্রকাশ করিয়া দাও। ঈদৃশগুণধারী, তুমি আমাদিগের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৫॥ এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক ইঁহাকে শোধন করিতে হইবে। ইনি মত্ততা আনয়ন করেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন॥ ৬॥

৪৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। গায়ত্রী।
উত্তমরূপে নিষ্পাড়িত হইয়া এই সোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইলেন। ইনি আনন্দভরে বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন॥ ১॥ এই সোমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করা হইয়াছে, দস্যুবধের জন্য সকলে উদ্যোগী হইতেছেন। এই বলবান্ সোমরস সকল ঋণ পরিশোধ করিতেছেন॥ ২॥ যে পরিমাণে এই সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি পাঠ করা যাইতেছে, সেই পরিমাণে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছেন, ইন্দ্রের প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ হইতেছেন এবং বজ্রের ন্যায় ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ হইতেছেন॥ ৩॥ যদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা এই সোমের শোধন করা যায়, তবে তিনি আপনা হইতেই কৃতকর্মা হইয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক পণ্ডিতকে নানা ধন দেওয়াইয়া দেন॥ ৪॥ হে সোমরস, যেমন যুদ্ধভূমিতে ঘোটকদিগকে ঘাস বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, তদ্রূপ যাহারা রণে জয়ী হন, তুমি তাঁহাদিগকে শত্রুর নিকট অপহৃত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দাও॥ ৬॥

৪৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, তুমি প্রকাণ্ড নভোমণ্ডলের একস্থানবাসীদিগের মধ্যবর্তী। তুমি ধনের ধারণকর্তা, তুমি মঙ্গলের ধারণকর্তা। আমরা শোভনকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি॥ ১॥ হে সোম, পরাভবকারী শত্রুদিগকে তুমি বিনাশ কর। তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষবিধ মহৎকার্য অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শত্রুপুরের ধ্বংসকারী॥ ২॥ হে চমৎকার কার্যকারী সোম, এই নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল, কেন না তুমি ধন বিতরণ করিবার রাজা॥ ৩॥ এই সোম বৃষ্টির জল বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী তাবৎ দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্মের বিঘ্ন নিবারণকর্তা, সুপর্ণ ইহা জানিয়াই সোম আহরণ করেন॥ ৪॥ এই সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইনি কিঞ্চিৎ পরে নিজ বলপ্রয়োগপূর্বক প্রকাণ্ড বীর্য ধারণ করিলেন॥ ৫॥

৪৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আনয়ন কর। অক্ষয় অন্নের মহাভাণ্ডার উপস্থিত কর॥ ১॥ হে সোম, তুমি সেই ধারাতে ক্ষরিত হও, যাহাতে বিপক্ষদেশজাত গোধনসকল অস্মদ্-ভবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া উপনীত হয় ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি দেবতাগণের সমাগমপ্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃতধারা ক্ষরণ কর। আমাদিগের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি নিষ্পাড়নদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে ধারারূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাহাতেই আমাদিগের অন্ন হইবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেবতারা শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ ঐ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করিলেন, তাঁহার চিরপরিচিত জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল ॥ ৫ ॥

৫০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুর্গুণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক ॥ ১ ॥ যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির তিনপ্রকার বাক্য নির্গত হইতে থাকে ॥ ২ ॥ এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাঁহার বর্ণ দূর্বাদলবৎ, যিনি প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইঁহাকে ঋত্বিক্‌গণ ছাঁকিবার জন্য মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে কর্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম, তুমি কুশময় পবিত্রের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে ॥ ৪ ॥ হে আনন্দ-বিধাতা সোম, তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্য গব্য, ক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৫ ॥

৫১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী।
হে পুরোহিত, প্রস্তরফলকদ্বারা সোম নিষ্পাড়িত হইয়াছেন, ইঁহাকে কুশময় পবিত্রের চতুষ্পার্শ্বে ঢালিয়া দাও। ইন্দ্র ইঁহার পানকর্তা, তাঁহার জন্য ইঁহার শোধন কর ॥ ১ ॥ হে পুরোহিতগণ, এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর। ২ ॥ হে সোম, তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগী খাদ্যদ্রব্যসকল আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া ঘেরিয়া বসিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ত্বরিত আনন্দ বিধান কর, তোমার প্রকৃতি (দেহ) পুষ্ট কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং উপাসককে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ধারারূপে বহমান হও, কুশময় পবিত্রের দিকে গমন কর, বিবিধপ্রকার অন্নের দিকে গমন কর ॥ ৫ ॥

৫২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী।
সেই সোম জ্যোতিঃপুঞ্জমূর্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্তা, তিনি খাদ্যদ্রব্য সহকারে বলকর হয়েন। হে সোম, নিষ্পাড়িত হইয়া কুশময় পবিত্রের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ হে সোম, তোমার অতি চমৎকার সহস্রধারা বিস্তৃত হইয়া চিরাভ্যস্ত প্রকারে মেষলোমে যাইতেছে ॥ ২ ॥ হে সোম, চরুর মত যে খাদ্য তাহা আনিয়া দাও, দেয় বস্তু আমাদিগকে আনিয়া দাও; প্রহার করিলে তুমি নিঃসৃত হইয়া থাক, এই তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও ॥ ৩ ॥ যে সকল বিপক্ষ আমাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, হে সর্বজনকামনীয় সোমরস, সেই সকল ব্যক্তির তেজঃ হ্রাস করিয়া দাও ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি ধনের বিতরণকর্তা, আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার নির্মল শতধারা বহমান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস, রাক্ষসধ্বংসকারী তোমার তেজঃ সমস্ত উদ্রিক্ত হইয়াছে। যে সকল বিপক্ষ চতুর্দিকে আস্ফালন করিতেছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও॥ ১॥ এই আমি নির্ভয়হৃদয়ে বিপক্ষের রথমধ্যনিহিত ধন লুণ্ঠন করিবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করিবার উদ্দেশে সোমের গুণ গান করিতেছি॥ ২॥ নির্বোধ শত্রু এই ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করিতে পারে না। যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাকে বিনাশ কর॥ ৩॥ সেই যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁহার বর্ণ দূর্বাদলবৎ, যিনি বলকর, তাঁহাকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ঋত্বিক্‌গণ নদীতে ঢালিয়া দিতেছেন॥ ৪॥

৫৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতিঃ দেখিয়া শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিলেন। সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধায়ক॥ ১॥ এই সোমরস সূর্যের ন্যায় সর্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হয়েন। ইনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্যন্ত ঘেরিয়া আছেন॥ ২॥ এই সোম যখন সংশোধিত হইতেছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত হয়েন। ইনি সূর্যদেবের ন্যায়॥ ৩॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইতেছ, ইন্দ্রকর্তৃক পীত হইবে, আমাদিগের যজ্ঞের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া দাও॥ ৪॥

৫৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদিগকে দাও॥ ১॥ হে সোম, তোমার যে প্রকার গুণকীর্তন করিলাম, যেরূপ তোমার আহত অন্নের স্তব করিলাম, এক্ষণে আমাদিগের কুশে আসিয়া উপবেশন কর॥ ২॥ হে সোম, তুমি আমাদের গোধন আহরণ করিয়া দাও, অশ্বও আহরণ করিয়া দাও, অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এই প্রার্থনা॥ ৩॥ যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কখনও পরাজিত হও না, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়া উহাদিগকে নিপাত কর, সেই তুমি সহস্রজয়ী সোম ক্ষরিত হও॥॥ ৪॥

৫৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
এই সোম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হইতেছেন, ইঁহার কামনা যে, দেবতাদিগের কর্তৃক পীত হয়েন, ইনি রাক্ষস-গণকে ধ্বংস করিতেছেন এবং প্রচুর অন্নরাশি দান করিতেছেন॥ ১॥ এই সোমের বিশিষ্ট কার্যোপযোগী শতধারা ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিবামাত্র ইনি অন্ন দান করেন॥ ২॥ হে সোম, যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান করে, তদ্রূপ দশ অঙ্গুলি শব্দ করিতে করিতে তোমাকে শোধন করে। তোমার শোধন হইলে আমাদিগের অশেষ লাভ॥ ৩॥ বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম, তুমি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও, তোমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিদিগকে পাপের তাড়না হইতে রক্ষা কর॥ ৪॥

৫৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
স্বর্গের বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হইতেছে এবং আমাদিগকে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করিতেছে॥ ১॥ এই হরিৎবর্ণ সোমরস দেবতাদিগের প্রীতিকর, সকল কার্যের প্রতিই মনোযোগী, ইনি অস্ত্রশস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছেন ॥ ২ ॥ সোমরস সকল কার্যেই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা ইঁহাকে শোধন করিতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে যাইয়া আপন স্থান গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ, সমস্ত ধনসামগ্রী আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ৪ ॥

৫৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন, তিনি দেবতাদিগের অন্ন। নিষ্পীড়িত হইবার পর তাঁহার ধারা গড়াইয়া যাইতেছে সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন ॥ ১ ॥ সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন ॥ ২ ॥ ধ্বস্রদ্বয় ও পুরুষন্তিদ্বয়ের নিকট সহস্র সহস্র ধন আমরা গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন ॥ ৩ ॥ ঐ দুইজনের নিকট ত্রিশসহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন ॥ ৪ ॥

৫৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, তুমি গোধন জয় করিয়া লও, তুমি অশ্ব জয় করিয়া লও, তুমি সকলই জয় কর, তাবৎ সুন্দর বস্তু জয় কর, তুমি সন্তান-সন্ততি ও উত্তম উত্তম বস্তুসকল আহরণ করিয়া দাও। তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও, ওষধি হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥ তুমি ক্ষরিত হইয়া সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্মিষ্ঠ ব্যক্তির কুশে যাইয়া উপবেশন কর ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি সকলই প্রদান কর। তুমি দর্শন দিয়াই তেজস্বী হও। তুমি সকল শত্রুর প্রতি ধাবমান হও ॥ ৪ ॥

৬০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী ; ৩ পুরউষ্ণিক্।
তোমরা সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণ গান কর। তিনি সকল দিক্ দেখেন। তাঁহার সহস্র চক্ষু ॥ ১ ॥ তুমি সহস্রচক্ষু। তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ। তোমাকে মেষলোমের উপর দিয়া তাঁহারা শোধন করিলেন অর্থাৎ ছাঁকিলেন ॥ ২ ॥ এই ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপূর্বক স্রুত হইলেন। এক্ষণে কলসের মধ্যে দ্রুতবেগে যাইতেছেন। ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে বহুদর্শিন্, তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য স্বচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, আমাদিগকে সন্তান-সন্ততি ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর ॥ ৪ ॥

৬১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অমহীয়ু ঋষি। গায়ত্রী।
হে সোম, তুমি সেই রসধারণপূর্বক ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হও। যে রসের প্রভাবে নবনবতিসংখ্যক শত্রুপুরী যুদ্ধের সময় ধ্বংস হইয়াছিল ॥ ১ ॥ যে রসের প্রভাবে একদিনের মধ্যে শম্বরনামক শত্রু সত্যকর্মা দিবোদাস রাজার বশতাপন্ন হইল, তদনন্তর সেই প্রসিদ্ধ তুর্বশ ও যদু বশতাপন্ন হইল ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি অশ্ববিতরণকর্তা, তুমি অশ্ব, গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর ॥ ৩ ॥ তুমি যখন ক্ষরিত হইয়া পবিত্রকে আর্দ্র করিতে থাক, তখন আমাদিগের সখাস্বরূপ হও, ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ১০ ॥ তোমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হইয়া পবিত্রের চতুর্দিকে ক্ষরিত হয়, তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর ॥ ৫ ॥ হে সোম, তুমি সমস্ত জগতের প্রভু। তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া আমাদিগকে প্রচুররূপে ধন, জন, অন্ন বিতরণ কর ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইঁহাকে শোধন করে। ইনি অদিতি-সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন ॥ ৭ ॥ এই নিষ্পাড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ইন্দ্রের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য-কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন ॥ ৮ ॥ হে সোম, তুমি মধুর রস ও সুন্দর রূপ ধারণপূর্বক ভগনামক দেবতার জন্য এবং পূষা ও বায়ু ও মিত্র ও বরুণের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৯ ॥ তোমার যে অন্নসঞ্চয়, তাহা ঊর্ধ্বলোকে, স্বর্গ-লোকে থাকে, তোমার অতি প্রবৃদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী ভোগ করে ॥ ১০ ॥ এই সোমের সাহায্যে আমরা মনুষ্যদিগের সকল খাদ্যদ্রব্য উপার্জন করি এবং ভাগ করিবার ইচ্ছা হইলে ভাগ করিয়া লই ॥ ১১ ॥ হে সোম, তুমি অন্নদাতা, অতএব আমাদিগের আরাধ্য ইন্দ্র ও বায়ুগণ ও বরুণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও ॥ ১২ ॥ সেই যে সোম, যাঁহাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া স্থানে স্থানে রাখা হইয়াছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে সুস্বাদু করা হইয়াছে, যাঁহাকে পান করিলে শত্রুদিগকে পরাজয় করা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সোমের দিকে যাইতেছেন ॥ ১৩ ॥ যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাঁহাকেই আমাদিগের স্তুতিগীতিগণ উত্তমরূপে সংবর্ধনা করুক। যেরূপ বহুক্ষণ স্তনপান না করাইলে জননীগণের স্তন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন সন্তানকে পাইলে তাঁহারা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ স্তুতিগণ সোমকে চাহে ॥ ১৪ ॥ হে সোম, তুমি আমাদিগের গোধনকে নিরুৎপদ্রব কর। প্রচুর অন্ন বিতরণ কর। চমৎকার বারি বর্ষণ কর ॥ ১৫ ॥ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত করিলেন, উহা আশ্চর্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হইল ॥ ১৬ ॥ হে জ্যোতির্ময় সোম, তুমি ক্ষরিত হইতেছ, তোমার সেই আনন্দকর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাইতেছে ॥ ১৭ ॥ হে সোম, তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্যমান করিয়া দৃষ্টিগোচর করিয়া দিতেছে ॥ ১৮ ॥ হে সোম, তোমার যে রস দেবতাদিগের সংসর্গ বাঞ্ছা করে এবং রাক্ষসদিগকে ধ্বংস করিয়া থাকে, যাহা আনন্দবিধান করে এবং সর্বলোকের প্রার্থনীয় হয়, সেই রস ধারণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১৯ ॥ হে সোম, তুমি বিপক্ষশ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করিয়াছ, প্রতিদিন অন্ন বিভাগ করিয়া দাও। তুমি গোধনবিতরণকারী এবং অশ্ব প্রদানকারী ॥ ২০ ॥ হে সোম, তুমি সুস্বাদু ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া, সত্বর আপন স্থান গ্রহণপূর্বক দীপ্তিশালী হও ; যেমন শ্যেন-পক্ষী দ্রুতবেগে যাইয়া আপন স্থানে উপবেশন করে ॥ ২১ ॥ হে সোম, যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও ॥ ২২ ॥ হে ধনবর্ষণকারী সোম, আমরা যেন বীরপুত্র সহকারে ধন সমস্ত জয় করিয়া লই। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের স্তুতিবাক্যসমূহের উন্নতি বিধান কর ॥ ২৩ ॥ হে সোম, তোমার রক্ষায় রক্ষিত হইয়া আমরা যেমন বিপক্ষদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিধন করি। হে সোম, আমাদিগের সৎকর্মের সময় তুমি সতর্ক থাক ॥ ২৪ ॥ এই সোম ক্ষরিত হইতেছেন ; ইনি হিংসকদিগকে নষ্ট করিতেছেন, ইনি ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে নষ্ট করিতেছেন, ইনি ইন্দ্রের নিকট যাইতেছেন ॥ ২৫ ॥ হে ক্ষরৎ সোম, প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও ; হিংসকদিগকে ধ্বংস কর ; আমাদিগকে ধন, জন ও যশ বিতরণ কর ॥ ২৬ ॥ হে সোম, যখন তুমি শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধন দান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর, তখন শত শত হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে না ॥ ২৭ ॥ হে সোম, তুমি নিষ্পাড়িত হইয়া ধন বর্ষণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও ; দেশ-মধ্যে আমাদিগকে যশস্বী কর ; সকল শত্রু নিধন কর ॥ ২৮ ॥ হে সোম, আমরা এক্ষণে তোমার বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তোমার অন্নে পুষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত বিপক্ষদিগকে যেন পরাজয় করিতে পারি ॥ ২৯ ॥ হে সোম, বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে সকল সুশাণিত ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসহকারে আমাদিগকে পরাজয়রূপ অযশ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী।
এই দেখ সোমরসগুলি সমস্ত সৌভাগ্য আমাদিগকে দিবেন বলিয়া পবিত্রের নিকট শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হইতেছেন॥ ১॥ এইসকল অতি তেজস্বী সোমরস যাবতীয় দুষ্কর্ম নষ্ট করিতেছেন, আমাদিগকে সন্তান-সন্ততি ও অশ্ব দিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে চমৎকার বস্ত্রাদি দিতেছেন॥ ২॥ এইসকল সোমরস আমাদিগের নিমিত্ত এবং গোধনের নিমিত্ত চমৎকার অন্নবিধান করিতে করিতে আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন॥ ৩॥ পর্বতোৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিষ্পীড়িত হইলেন এবং জলমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে আপনস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন॥ ৪॥ যে নির্মল খাদ্যদ্রব্যকে দেবতারা প্রার্থনা করেন, তিনি সোম। পথপ্রদর্শনকারী ঋত্বিকেরা তাঁহাকে নিষ্পীড়নপূর্বক জলে শোধন করেন, যজ্ঞশেষে গোধন তাহার আস্বাদন গ্রহণ করেন॥ ৫॥ অনন্তর অনুষ্ঠানকর্তা ঋত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে সেই সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব লাভের জন্য সুশোভিত করেন; যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত করিয়া থাকে॥ ৬॥ হে সোম, তোমার যে সমস্ত সুরসধারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে, তৎসহকারে পবিত্রে যাইয়া উপবেশন কর॥ ৭॥ হে সোম, তুমি মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া ইন্দ্রের পানের জন্য পাত্রে পাত্রে যাইয়া স্থান গ্রহণ কর॥ ৮॥ হে সোম, তুমি অতি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও। অঙ্গিরার সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম সামগ্রী ও ঘৃত দুগ্ধ আহরণ করিয়া দাও॥ ৯॥ এই দেখ বহুদর্শী সোমরস পাত্রে স্থাপিত হইয়াছেন, ক্ষরিত হইতেছেন এবং জলমধ্যস্থ খাদ্যদ্রব্যকে আন্দোলিত করিয়া আপনার সন্নিধান জানাইয়া দিতেছেন॥ ১০॥ এই যে সোম, ইনি ধনবর্ষণকারী, তাহাই ইঁহার একমাত্র কার্য, ইনি রাক্ষসদিগকে সংহার করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে অশেষ ধন দিয়া থাকেন॥ ১১॥ হে সোম, তুমি অতি প্রচুর ধন ক্ষরণ করিয়া দাও। গো, অশ্ব সকলই দাও। এমন ধন দাও, যাহাতে সকলের উল্লাস হয়, যাহা সকলেই পাইতে বাঞ্ছা করে॥ ১২॥ এই দেখ, মনুষ্যেরা সোমকে সেচন করিতেছেন, ইঁহাকে শোধন করা হইতেছে, ইঁহার যশগান করা হইতেছে, কারণ ইনি অত্যন্ত কার্যক্ষম॥ ১৩॥ এই সোম অশেষ প্রকারে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্মাণকর্তা, ইঁহার ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত, ইনি আনন্দের বিধাতা। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন॥ ১৪॥ এই সোম জন্মগ্রহণপূর্বক নানা স্তুতিবাক্য লাভ করিয়া ইন্দ্রের পানের জন্য যেরূপ পক্ষী আপন কুলায়ে স্থান গ্রহণ করে, যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হইতেছেন॥ ১৫॥ যখন পথপ্রদর্শনকারী ঋত্বিক্‌গণ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি পাত্রে পাত্রে উপবেশন করতঃ যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকেন॥ ১৬॥ ঋত্বিক্‌গণ এই সোমকে ঋষিদের রথে ঘোটকের ন্যায় যোজনা করিতেছেন; সেই রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তছন্দ তাহার রজ্জু। এইরূপ রথে যোজনা করিলে দেবতাদিগের নিকট যাওয়া যায়॥ ১৭॥ হে সোমনিষ্পাড়নকারিগণ, সেই সোম দ্রুতগামী অশ্ববৎ, তিনি ধন স্পর্শ করেন, অর্থাৎ আনিয়া দেন; যুদ্ধে যাইবার জন্য তাঁহাকে সজ্জিত কর॥ ১৮॥ সোম নিষ্পাড়িত হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, সর্বপ্রকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোযূথমধ্যে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন॥ ১৯॥ হে সোম, মনুষ্যগণ তোমার সেই মধুময় রসের গুণ কীর্তন করিতে করিতে দেবতাদিগের আনন্দ বর্ধন করিবার জন্য দোহন করিতেছেন॥ ২০॥ দেবতারা যাঁহার নাম শুনিতে ভালবাসেন, যাঁহার আস্বাদন অতি মধুর, হে ঋত্বিক্‌গণ, সেই সোমরসকে দেবতাদিগের নিমিত্ত পবিত্রের উপর রাখিয়া দাও॥ ২১॥ ঋত্বিক্‌গণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইহাদের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ॥ ২২॥ হে সোম, যে তুমি শোধনকালে গব্যক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক, সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও॥ ২৩॥ হে সোম, আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও॥ ২৪॥ হে সোম, তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি, তেমনি তুমি ক্ষরিত হও ॥ ২৫ ॥ হে সোম, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া থাক। তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া দাও ॥ ২৬ ॥ হে সোম, তোমার মহিমাতেই এইসকল ভুবন সুস্থির হইয়া আছে। এই সমস্ত নদী তোমার দিকেই ধাবিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥ যেমন স্বর্গের বৃষ্টি অবাধে পতিত হয়, তদ্রূপ, হে সোম, তোমার ধারা সমস্ত শুক্লবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥ তোমরা ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তুত কর, কারণ ইহার দ্বারা বলের পুষ্টি, ধনের লাভ এবং আহারের আহরণ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ বিবিধকার্যোপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হইতে হইতে পবিত্রে গিয়া বসিলেন এবং স্তবকর্তা ব্যক্তিকে বলবীর্য দিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

৬৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্র নিধ্রুবি ঋষি। গায়ত্রী।

হে সোম, বলধায়ক প্রচুর ধন ক্ষরণ কর এবং আমাদিগকে অশেষ খাদ্য আনিয়া দাও ॥ ১ ॥ হে সোম, তোমার তুল্য আনন্দদাতা কেহ নাই। তুমি আহার দাও, বল ও পুষ্টি প্রদান কর এবং ইন্দ্রের জন্য পাত্রে পাত্রে উপবেশন কর ॥ ২ ॥ নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ইন্দ্রের জন্য এবং বিষ্ণুর জন্য ক্ষরিত হইলেন। বায়ু যেন তাঁহার মধুর রস প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥ এইসকল পিঙ্গলবর্ণ সোমরস জলের ধারাতে উৎপাদিত হইয়াছেন এবং দ্রুতবেগে রাক্ষসদিগের দিকে যাইতেছেন ॥ ৪ ॥ ইহারা ইন্দ্রের সংবর্ধনা করে, বৃষ্টি আনয়ন করে, সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করে, আর দান-কুণ্ঠ কৃপণদিগের সর্বনাশ করে ॥ ৫ ॥ এই সমস্ত সোমরস নিষ্পাড়িত হইয়া পিঙ্গলবর্ণ ধারণপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি যাইবার জন্য আপন স্থান প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৬ ॥ হে সোম, সেই ধারাসহকারে ক্ষরিত হও, যাহাদ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণপূর্বক সূর্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলে ॥ ৭ ॥ শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন ॥ ৮ ॥ অপিচ, সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করিলেন ॥ ৯ ॥ হে স্তবকারিগণ, তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং বায়ুর উদ্দেশে আনন্দবিধাতা নিষ্পাড়িত সোমকে এই স্থান হইতে লইয়া মেষলোমে সেচন কর ॥ ১০ ॥ হে ক্ষরৎ সোম, হিংসক শত্রু যে ধন নষ্ট করিতে না পারে, এইরূপ শত্রুর দুর্লভ ধন আমাদিগকে দান কর ॥ ১১ ॥ গোধন ও অশ্ব সহস্র-সংখ্যক ধন আমাদিগকে বিতরণ কর এবং বলবীর্য ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর ॥ ১২ ॥ সূর্যদেবের ন্যায় দীপ্তিশালী সোম প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পাড়িত হইয়া কলসের মধ্যে রসস্থাপন করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ১৩ ॥ এই সমস্ত শুক্লবর্ণ সোমরস জলধারাসহকারে আর্যদিগের গৃহে গোধন ও খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরসগুলি দধি সংযোগে সুস্বাদু হইয়া পবিত্র অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ১৫ ॥ হে সোম, তোমার যে রস দেবতাগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি সুখকর ও আনন্দবিধাতা হয়, তুমি সেই মধুরতম রস ধারণপূর্বক ধন দান করিবার জন্য পবিত্রে গমন কর ॥ ১৬ ॥ মনুষ্যেরা সেই সোমকে শোধন করিতেছেন, যিনি হরিৎবর্ণ ও তেজোযুক্ত এবং জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন এবং যিনি ইন্দ্রের আমোদ বৃদ্ধি করেন ॥ ১৭ ॥ হে সোম, তুমি সুবর্ণ ও অশ্ব ও ধন, জন বিতরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব্য আহরণ কর ॥ ১৮ ॥ যেরূপ যুদ্ধকালে তদ্রূপ এইক্ষণে তেজোযুক্ত সোমকে মেষলোমের উপরি সেচন কর, কারণ সোম ইন্দ্রের নিকটে অতি মধুর ॥ ১৯ ॥ যাঁহারা আপনাদিগের রক্ষা প্রার্থনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শোধনযোগ্য সোমরসকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করেন। সোম শব্দ করিতে করিতে দ্রব মূর্তিতে ক্ষরিত হয়েন ॥ ২০ ॥ বুদ্ধিমানেরা সেই বৃষ্টিবিধাতা জলসেচনকারী সোমকে অঙ্গুলি সহযোগে ও স্তুতিপাঠ করিতে করিতে এবং জলধারা দিতে দিতে সরাইয়া দেন ॥ ২১ ॥ হে দীপ্তিশীল সোম, ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক ॥ ২২ ॥ হে ক্ষরৎ সোম, তুমি শত্রুর বিপুল সমস্ত ধন নিঃশেষে নষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দাও। প্রিয় হইয়া তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ২৩ ॥ হে সোম, তুমি কর্মিষ্ঠ ও আনন্দবিধাতা। তুমি শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হও। দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর ॥ ২৪ ॥ শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে এবং নানাবিধ স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিতে উৎপাদিত হইলেন ॥ ২৫ ॥ দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি তাবৎ শত্রু সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন এবং উৎপাদিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ ক্ষরিত সোমগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হইতে আনীত হইয়া পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে উৎপাদিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ হে সুচারুকর্মকারী সোম, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া তাবৎ রাক্ষস শত্রুদিগকে সংহার কর ॥ ২৮ ॥ হে সোম, রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে করিতে এবং শব্দ করিতে করিতে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট বল আমাদিগকে দান কর ॥ ২৯ ॥ হে সোম, যাবতীয় দিব্যবস্তু ও যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী ও সর্বপ্রকার কাম্যপদার্থ আমাদিগকে দান কর ॥ ৩০ ॥

৬৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ঋষি। গায়ত্রী।

হে সোম, তুমি দীপ্তিমান্ বর্ষণকর্তা। হে দেব, বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কার্য। বর্ষণ করতঃ তুমি ধর্মসমস্ত ধারণ কর ॥ ১ ॥ বর্ষণই তোমার ধর্ম। বর্ষণের জন্যই তোমার বলবীর্য, বর্ষণের জন্যই তোমার বিভাগ এবং বর্ষণের জন্যই তোমার রস। হে বর্ষণকারী, তুমিই যথার্থ বর্ষণকর্তা ॥ ২ ॥ তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বর্ষণ কর। আমাদিগকে গোধন ও বেগবান্ অনেক অশ্ব বিতরণ কর। আমাদিগের ধনাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও ॥ ৩ ॥ গো, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপূর্বক এবং লোকবল বাঞ্ছা করিয়া ঋত্বিকেরা বেগযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ সতেজ সোমরসসকল সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪ ॥ যজ্ঞকর্তারা সোমকে সুশোভিত করিতেছেন, দুই হস্তে শোধন করিতেছেন। সেই সোম মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ৫ ॥ যিনি দাতা, তাঁহার জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হইতে, কি দেবলোক হইতে, কি আকাশ হইতে সর্বস্থান হইতে ধন আহরণ করিয়া দেন ॥ ৬ ॥ হে সোম, যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাসমস্ত যেন কিরণশ্রেণীর ন্যায় বাহির হইতে থাকে ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি সংকেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন কর এবং অশেষ রসের আধার হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর ॥ ৮ ॥ হে সোম, যখন তোমার রস সূর্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে থাক ॥ ৯ ॥ যেরূপ রথী অশ্ব চালনা করে, তদ্রূপ সোম স্তবকর্তাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণমাত্র চালিত হইলেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষ্ট এবং সকলের প্রীতিকর ॥ ১০ ॥ তোমার সেই যে তরঙ্গ, যাহা দেবতাদিগের দিকেই ধাবিত হয় এবং যজ্ঞমধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তাহা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইল ॥ ১১ ॥ হে সোম, যে তুমি দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, সেই তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আমাদিগের পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও ॥ ১২ ॥ হে সোম, ঋত্বিকেরা তোমাকে শোধন করিতেছেন, অতএব তোমার ক্ষরণ হউক, তাহা হইলেই আমাদের অন্ন লাভ হইবে। তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্তিতে গোধনের দিকে গমন কর ॥ ১৩ ॥ হে হরিৎবর্ণ সোম, স্তুতিবাক্য তোমাকেই অর্শে। তোমাকে ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করা হইতেছে। এক্ষণে তুমি লোকে যাহা প্রার্থনা করে, এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর ॥ ১৪ ॥ হে সোম, তোমার মূর্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ তোমাকে সংগ্রহ করিয়াছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হইতেছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকটে যাও ॥ ১৫ ॥ সোমরসগুলি আকাশের দিকে প্রেরিত হইতেছে, অঙ্গুলিসহযোগে তাহাদিগকে উত্তোলন করা হইতেছে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥ সোমগুলিকে শোধন করা হইতেছে। তাহাদিগের স্বভাবই গতি। তাহারা অক্লেশে আকাশের দিকে যাইতেছে। তাহারা জলপাত্রে যাইতেছে ॥ ১৭ ॥ হে সোম, আমাদিগকে তুমি স্নেহ কর, আমাদিগের তাবৎ ধন সম্পত্তি নিজ বলে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে লোকবল দাও এবং বাসের জন্য গৃহ দাও ॥ ১৮ ॥ হে সোম, তুমি যেন একটি সুচারু গতিশীল ঘোটক, ঋত্বিকেরা তোমাকে যোজনা করিলে, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণপূর্বক পাদন্যাস করিতে থাক, এইরূপে তুমি জলপাত্রে যাইয়া স্থিতি কর ॥ ১৯ ॥ দ্রুতগামী সোম যখন সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন, তখন নির্বোধ লোকদিগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক উঠিয়া যায় ॥ ২০ ॥ সুশ্রী পুরুষেরা স্তব করিলেন। সুবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন দেন, নির্বোধ লোকে তলাইয়া যায় ॥ ২১ ॥ হে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর ॥ ২২ ॥ হে সোম, যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচনরচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে ॥ ২৩ ॥ হে কার্যকুশল সোম, যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র, অর্যমা ও বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন ॥ ২৪ ॥ হে সোম, শোধনকালে তুমিই স্তবকারীদিগকে এরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত কর, যাহা বুদ্ধিমত্তাসূচক এবং নানাপ্রকার বাক্যালংকারে সুশোভিত ॥ ২৫ ॥ হে সোম, শোধনকালে তুমি আমাদিগের মুখে এরূপ বাক্য আনয়ন করিয়া দাও, যাহার রচনা অতি সুন্দর এবং যাহার উচ্চারণ করিয়া আমরা তোমার নিকট ধনের কামনা করিতে পারি ॥ ২৬ ॥ হে সোম, বিস্তর লোকে তোমাকে ডাকিয়া থাকে। এই যজ্ঞে তুমি গোধন প্রাপ্ত হইয়া এইসকল ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ২৭ ॥ শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপ ধারণপূর্বক এবং ধারাসহযোগে শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরের সহিত যাইয়া মিশ্রিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥ যেমন যোদ্ধারা বিপক্ষদিগের দর্শন পরিহারের জন্য বসিতে বসিতে গুড়ি মারিয়া গিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করিলেন, কারণ যাঁহারা তাঁহাকে প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তাঁহাকে চালাইয়া দিলেন ॥ ২৯ ॥ হে সোমরস, তুমি কর্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান্ ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর ॥ ৩০ ॥

৬৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। বরুণ-পুত্র ভৃগু বা ভৃগু-পুত্র জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী।

অঙ্গুলিগুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তাহারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাঁহাদিগের স্বামী। এই কয়েকটি স্ত্রীলোক অতিশয় কার্যকুশল, ইহারা তাহাদিগের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাইতেছে, ইহাদের বাসনা এই যে সোমরস ক্ষরিত হয় ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও, তুমি ঔজ্জ্বল্যগুণে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি আহরণ করিয়া দাও ॥ ২ ॥ হে সোম, তোমাকে উত্তমরূপ স্তব করা হইয়াছে, দেবতাদিগের আরাধনাপূর্বক বৃষ্টি উপস্থিত কর। তোমার ক্ষরণের দ্বারা আমরা যেন উত্তমরূপ অন্ন লাভ করি ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, আমরা সৎকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, কারণ তুমি অভিলষিত ফল বর্ষণ করিয়া থাক ॥ ৪ ॥ হে সোম, তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে এইভাবে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমাদিগের লোকবল হইতে পারে। তুমি সুচারুরূপে এই স্থানে আগমন কর ॥ ৫ ॥ যৎকালে দুই হস্তে তোমাকে শোধন করা হয় এবং সেই সঙ্গে তোমার উপর জল সেচন করা হয়; তৎকালে তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত হইয়া পরে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য পাত্রে গমন কর ॥ ৬ ॥ হে ঋত্বিক্‌গণ, যেরূপ ব্যশ্বঋষি গান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমরা সোমের উদ্দেশে গান আরম্ভ কর, কারণ তিনি অতি প্রধান এবং চতুর্দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ॥ ৭ ॥ সেই সোম শত্রুবর্গের নিবারণকর্তা, তাঁহা হইতে মধুর রস নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের জন্য সেই হরিৎবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পাড়িত হয় ॥ ৮ ॥ হে সোম, তুমি ঈদৃশ বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের বাসনা যে সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি জয় করি ॥ ৯ ॥ হে অভিলষিতফলবর্ষণকারী সোম, তুমি ইন্দ্রের আনন্দবিধান করিতে করিতে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা যেন আমরা সকল ধন লাভ করি ॥ ১০ ॥ হে সোম, তুমি ভূলোক, দ্যুলোক এ উভয়ের ধারণকর্তা এবং স্বর্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকেই তোমার দৃষ্টি। তোমাকে আমি বলশালী জানিয়া যুদ্ধ অভিমুখে প্রেরণ করিতেছি ॥ ১১ ॥ হে সোম, এই অঙ্গুলিদ্বারা আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, তুমি হরিৎবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে পাঠাইয়া দাও ॥ ১২ ॥ হে সোম, তুমি সকল দিক দর্শন কর। আমাদিগের জন্য প্রচুর আহার আনিয়া দাও এবং আমরা কোন্ পথে যাইব তাহা দেখাইয়া দাও ॥ ১৩ ॥ হে সোম, কলসগুলিকে স্তব করা হইয়াছে। অতএব তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ধারারূপে প্রবলবেগে উহার মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ১৪ ॥ তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তাহা প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। তুমি দর্পহারী হইয়া ক্ষরিত হও ॥ ১৫ ॥ এই যে সোম, ইঁহাকে স্তব করা হইতেছে, ইনি আকাশের দিকে যাইবার জন্য রাজার ন্যায় মনুষ্যের প্রতি যাইতেছেন ॥ ১৬ ॥ হে সোম, আমাদিগের রক্ষার জন্য আমাদিগকে শতশত গোধন ও ঘোটক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি আনয়ন করিয়া দাও ॥ ১৭ ॥ হে সোম, দেবতাদিগের পানের জন্য তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে উজ্জ্বল রূপ এবং বিপক্ষপরাভবকারী তেজঃ প্রদান কর ॥ ১৮ ॥ হে সোম, যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, তদ্রূপ তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্তি ধারণপূর্বক এবং শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ১৯ ॥ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র, বায়ু এবং বরুণ এবং অন্যান্য দেবতা ও বিষ্ণুর উদ্দেশে চলিয়াছেন ॥ ২০ ॥ হে সোম, আমাদিগের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা সহস্র প্রকার ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হই ॥ ২১ ॥ যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে কিংবা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিংবা যে সকল সোম শর্যণাবৎ-নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ২২ ॥ কিংবা যে সকল সোম আর্জীকদেশে, কিংবা ক্রুদ্বদেশে, কিংবা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে, কিংবা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন ॥ ২৪ ॥ এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের সংসর্গ কামনা করেন, জমদগ্নি তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, তিনি চালিত হইয়া গো-চর্মের উপর ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ২৫ ॥ যেরূপ অশ্বদিগকে জলমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদিগের গাত্র শোধন করিয়া দেয়, তদ্রূপ এইসকল শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে করিতে জলের মধ্যে শোধিত হইতেছেন ॥ ২৬ ॥ হে সোম, যখন তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয় তখন চতুষ্পার্শ্ববর্তী ঋত্বিকেরা দেবতাদিগের উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করেন। তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও ॥ ২৭ ॥ হে সোম, তোমার সেই যে প্রভাব, যাহা সকলকে সুখী করে, যাহা ধনসম্পত্তি আনিয়া দেয়, শত্রু হইতে রক্ষা করে এবং সকল লোকের প্রার্থনীয় হয়, আমরা তাহা কামনা করিতেছি ॥ ২৮ ॥ সেই বল আমাদিগকে মদমত্ত করে, সকলেই তাহা কামনা করে। তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় রক্ষা করে, এবং সকলেই তাহা প্রার্থনা করে ॥ ২৯ ॥ আমরা তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি। হে সৎকর্মকারী সোম, আমরা তোমার নিকট সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু তুমি সকলকে রক্ষা কর এবং বিস্তর লোকে তোমাকে প্রার্থনা করে ॥ ৩০ ॥

৬৬ সূক্ত। দেবতা : পবমান সোম ; ১৯-২১ পবমান অগ্নি।
শতসংখ্যক বৈখানসগণ ঋষি। গায়ত্রী ; ১৮ অনুষ্টুপ্।

হে সোম, তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখা, তুমি মান্য, আমরা তোমার বন্ধু, আমাদিগের এই সমস্ত কবিতা শ্রবণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ হে সোম, তোমার যে দুইটি পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তোমার সর্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল ॥ ২ ॥ হে সোম, তোমার চতুর্দিকে লতা অবস্থায় যেসকল পত্র বিদ্যমান ছিল, তদ্দ্বারা তুমি তাবৎ ঋতুতে সুশোভিত ছিলে ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি আমাদিগের সখা, আমরা তোমার সখা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের রক্ষার জন্য উত্তম উত্তম নানাবিধ আহারসামগ্রী উৎপাদন করিতে করিতে ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥ হে সোম, তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহারা আপন তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পৃথিবীর উপর জলবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই যে সপ্তনদী, ইহারা তোমারই আদেশে বহমান হইতেছে, এইসকল গাভী তোমারই দিকে ধাবমান হইতেছে ॥ ৬ ॥ হে সোম, তোমাকে নিষ্পাড়ন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারা-রূপে ইন্দ্রের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর ॥ ৭ ॥ সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে একস্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহারা কহিল যে, তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির যজ্ঞস্থলে সকল কার্য স্মরণ করাইয়া দাও ॥ ৮ ॥ যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হইয়া মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে থাকে, তৎকালে তোমার কণা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মেষলোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে ॥ ৯ ॥ হে সৎকর্মশীল বলশালী সোম, যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপনপূর্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপে অন্তর্ধান হইয়া গেল, যেরূপ নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥ হে সোম, যখন তুমি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকালে জল প্রবাহিত হইয়া বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে যাইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ হে সোম, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তোমার বন্ধুত্ব উপলক্ষে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ হে সোম, যিনি গোধন অন্বেষণ করেন, যিনি মহান্, যিনি মনুষ্যমাত্রেরই তত্ত্বাবধান করেন, তুমি তাঁহার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর ॥ ১৫ ॥ হে সোম, তুমি অতি প্রধান, তুমি বলশালীদিগের অগ্রগণ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি যখনই যুদ্ধ করিয়াছ, তখনই জয়ী হইয়াছ ॥ ১৬ ॥ এই সোমসকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি সকল বীর অপেক্ষা অধিক বীর, তিনি সকল বদান্য অপেক্ষা অধিক দাতা ॥ ১৭ ॥ হে সোম, তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ কর, বংশ বৃদ্ধি কর ; আমরা তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, তোমার সহায়তা অভিলাষ করি ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং দূর হইতে রাক্ষসদিগকে পরাভব কর ॥ ১৯ ॥ অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চজনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সেই অতি যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি ॥ ২০ ॥ হে অগ্নি, তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি আমাদিগকে তেজস্বী ও বীর্যবান্ কর। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ কর ॥ ২১ ॥ এই যে সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ইনি শত্রুবর্গকে পরাভব করেন, ইনি আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইতেছেন ॥ ২২ ॥ এই যে সোমরস, যাঁহাকে মনুষ্যেরা শোধন করেন, ইঁহার বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদিগের দিকেই ইঁহার গতি ॥ ২৩ ॥ এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় পদার্থ উৎপাদন করিলেন, সেই জ্যোতিঃ যথার্থ, তাহা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারসমূহকে নষ্ট করিল ॥ ২৪ ॥ এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাঁহার তেজঃ সর্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা-সমস্ত তাঁহার হরিৎবর্ণ মূর্তি হইতে নির্গত হইতেছে ॥ ২৫ ॥ এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইঁহার তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্মল, ইঁহার ধারা হরিৎবর্ণ, দেবতারা ইঁহার সহায়, ইনি তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করেন ॥ ২৬ ॥ এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইঁহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইঁহারা গুণকীর্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্বব্যাপী হউন ॥ ২৭ ॥ এই যে সোমরস, ইনি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষলোমনির্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হইলেন। ইনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥ এই যে সোমরস, ইনি গোচর্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দলাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, তোমার যে অতি চমৎকার রস, যাহা স্বর্গ হইতে আহরণ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রাণ দান কর এবং আমাদিগকে আনন্দিত কর ॥ ৩০ ॥

৬৭ সূক্ত। দেবতা : পবমান সোম ; ১০-১২ পবমান পূষা বা পবমান সোম ; ২৩-২৭ পবমান অগ্নি ; ২৫ পবমান সোম বা পবমান সবিতা ; ২৬ পবমান অগ্নি ও সবিতা ; ২৭ পবমান সোম বা বিশ্বদেবগণ ; ৩১-৩২ পাবমানী অধ্যেতা। ঋষি : ১-৩ বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ; ৪-৬ মরীচি-পুত্র কশ্যপ ; ৭-৯ রহুগণ-পুত্র গোতম ; ১০-১২ ভৌম অত্রি ; ১৩-১৫ গাথি-পুত্র বিশ্বামিত্র ; ১৬-১৮ ভৃগু-পুত্র জমদগ্নি ; ১৯-২১ মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ; ২২-৩২ অঙ্গিরা-পুত্র পবিত্র বা বসিষ্ঠ বা উভয়ে। গায়ত্রী ; ১৬-১৮ নিত্যদ্বিপদা গায়ত্রী ; ৩০ পুরউষ্ণিক্ ; ২৭,৩১,৩২ অনুষ্টুপ্ ।

হে ক্ষরণশীল সোমরস, তুমি আনন্দ দান কর, তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করিতে করিতে এই যজ্ঞে ধারারূপে ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যদিগকে আনন্দিত ও উন্মত্ত কর, তুমি পূতিত ও ধনদানকর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহারস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে যার-পর-নাই আহ্লাদিত কর ॥ ২ ॥ তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া অতি উত্তম জাজ্জ্বল্যমান তেজঃ (তীব্রতা) ধারণ কর ॥ ৩ ॥ হরিৎবর্ণ সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হইতেছে এবং অন্ন অন্ন এরূপ শব্দ করিতেছে ॥ ৪ ॥ হে সোমরস, তুমি যদি মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হও, তাহা হইলে নানাবিধ সম্পত্তি, নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্য এবং গোধন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ হে সোমরস, আমাদিগকে শত শত গোধন এবং সহস্র ঘোটক এবং নানাপ্রকার সম্পত্তি আনয়ন করিয়া দাও ॥ ৬ ॥ এইসকল সোমরস মেষলোমের মধ্য দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া, মুহুর্মুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপূর্বক তাঁহার সর্বশরীরব্যাপী হইল ॥ ৭ ॥ সোমের রস সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাদিগের পূর্বপুরুষকর্তৃক নিষ্পীড়িত হইয়াছিল। সে নিজে ক্রিয়াতৎপর, যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎপর, তাহারই জন্য সে ক্ষরিত হয় ॥ ৮ ॥ এই যে সোম, যিনি সকলকে কর্মতৎপর করেন এবং ক্ষরিত হইয়া অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অঙ্গুলিদ্বারা চালিত হইতেছেন এবং বচনরচনাদ্বারা তাঁহার গুণগান হইতেছে ॥ ৯ ॥ পূষানামক যে দেবতা, যিনি ছাগ বাহনে গমন করেন, তিনি যেন, যখন যখন আমরা যাত্রা করি, তখনই আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহার প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই ॥ ১০ ॥ কপর্দীনামক যে দেবতা, তাঁহার উদ্দেশে এই সোমরস ঘৃতের ন্যায়, মধুর ন্যায়, ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন অনেকসংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি ॥ ১১ ॥ হে তেজঃপুঞ্জ, তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া ঘৃতের ন্যায় নির্মলভাবে এই রস ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই ॥ ১২ ॥ হে সোম, তুমি কবিদিগের রচনাকে উত্তেজিত কর। প্রার্থনা করি, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও। তুমি দেবতাদিগের জন্য রত্ন স্থাপন করিয়া থাক ॥ ১৩ ॥ যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই সোমরস শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১৪ ॥ হে সোম, তোমার যে নিষ্পীড়িত রস, তাহা চতুর্দিকে কলসের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সর্বত্র গতায়াত করিতেছে ॥ ১৫ ॥ হে সোম, তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নাই। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১৬ ॥ এইসকল সোমরস দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছে ! ইহারা রথের ন্যায় বিপক্ষদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি হরণ করিয়া আনিয়া দেয় ॥ ১৭ ॥ সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস, যাহাদিগের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নাই, তাহারা প্রস্তুত হইবার সময়ে শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ এই সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছে, ইহার গুণগান করা হইয়াছে, ইহা পবিত্রের উপর যাইতেছে। যে তোমাকে স্তব করে, তাহাকে তুমি বীর্যবান্ কর ॥ ১৯ ॥ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সোম, ইনি নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইঁহার গুণ গান করা হইয়াছে, ইনি রাক্ষসদিগকে হনন করেন, এক্ষণে পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইনি মেষলোমে যাইতেছেন ॥ ২০ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, কি নিকটে, কি দূরে, যেখানে যত ভয় আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নষ্ট কর ॥ ২১ ॥ সেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরস পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন, কারণ পবিত্র করাই তাঁহার স্বভাব ॥ ২২ ॥ হে অগ্নি, তোমার শিখামধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে তদ্দ্বারা আমাদিগের দেহ পবিত্র কর ॥ ২৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার শিখামধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর। সোমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর ॥ ২৪ ॥ হে দেব সবিতা, পবিত্রদ্বারা এবং সোমনিষ্পীড়নদ্বারা এই উভয়ের দ্বারা আমার সর্ব ভাগ শোধন কর ॥ ২৫ ॥ হে সোম, তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন বিপুল ও কার্যক্ষম মূর্তি, এই তিন মূর্তিদ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর ॥ ২৬ ॥ দেবতারা আমাকে পবিত্র করুন। বসুগণ তাঁহাদিগের নিজ কার্যদ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা, আমাকে পবিত্র কর। হে অগ্নি, আমাকে শোধন কর ॥ ২৭ ॥ হে সোম, তোমার তাবৎ ধারাসহকারে বিশেষরূপে প্রবহমাণ হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত কর, তুমি দেবতাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার ॥ ২৮ ॥ সেই যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, যিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শব্দ করিতে থাকেন, যাঁহাকে আহুতিদ্বারা বর্ধিত করিতে হয়, আমরা নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিতেছি ॥ ২৯ ॥ সর্বস্থান আক্রমণকারী সেই বিপক্ষের কুঠার যাহাতে নষ্ট হইয়া যায়, হে দেব সোম, তুমি সেইরূপে ক্ষরিত হও, তুমি সেই পীড়াদায়ক শত্রুকেই সংহার কর ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তি পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ, সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন ॥ ৩২ ॥

৬৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভলন্দন-পুত্র বৎসপ্রি ঋষি। জগতী ; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

সুমধুর সোমরসগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবহমান হইতেছে, তাহারা যেন দুগ্ধদায়িনী গাভীর ন্যায়। গাভীগণ হম্বা-রব করিতে করিতে কুশের উপর উপবেশনপূর্বক অতি পরিষ্কার দুগ্ধ দান করিতেছে ॥ ১ ॥ সেই সোমরস শব্দ করিতে করিতে এবং লতাবর্গকে শিথিল করিতে করিতে হরিৎবর্ণ ধারণপূর্বক সুস্বাদ হইতেছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয়া মহাবেগে নির্গত হইয়া শত্রুবর্গকে সংহার করিতেছে এবং ধন বিতরণ করিতেছে ॥ ২ ॥ মত্ততা-উৎপাদক যে সোম পরস্পরসংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এই দুই যুগল ভুবন নির্মল করিলেন, যিনি অক্ষয় দুগ্ধদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন, যে দুগ্ধ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই ভুবন পৃথক করিয়াছেন, যিনি অগ্রসর হইতে হইতে অক্ষয় বল ধারণ করিলেন ॥ ৩ ॥ সেই মেধাবী পুরুষ আপনার দুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে জলসমস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে আহারদ্বারা আপন স্থান আপ্যায়িত করিতেছেন। মনুষ্যগণ ঘনীভূত সোমরসকে যবের সহিত মিশ্রিত করিলেন, তিনি অঙ্গুলিদিগের সমাগম প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাবৎ প্রাণীকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪ ॥ সুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জল হইতে উৎপন্ন, বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। সেই দুইজন একবারেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহা-দিগের একটি গুহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে, আর একটি প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫ ॥ বুদ্ধিমান্ লোকগণ সেই আনন্দ-কর সোমের রূপ চিনিতে পারেন, যাহাকে শ্যেনপক্ষী অতি দূরবর্তী স্থান হইতে আহরণ করিয়াছিল, তাহাতেই এক্ষণে উহা খাদ্যদ্রব্যস্বরূপ হইয়াছে। সেই সোমকে জলের মধ্যে শোধন করে, তাহাতে উহার বৃদ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজস্বী ও শংসপ্রার যোগ্য হয় ॥ ৬ ॥ হে সোম, দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া তোমাকে মেষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোমের উপর শোধন করিতেছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা ঋষিদিগের কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছ, শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানাপ্রকার স্তব পাঠ করা হইতেছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছ। যাহারা দেবতাদিগের নাম লইয়া থাকে, তোমার কার্য এই যে তুমি তাহাদিগকে অন্ন বিতরণ কর॥ ৭॥ যখন সোমরস চমৎকাররূপে পাত্রে পাত্রে গমনপূর্বক উহার মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাহার উদ্দেশে মনোমত স্তব পাঠ করিয়া থাকে। এই সোমরস অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়, ইহার সাহায্যে শত্রুর সম্পত্তি জয় করিয়া লওয়া যায়, ইনি দেবতার ন্যায় অমর, ইঁহার প্রভাবে উত্তমরূপ বচন রচনা করা যায়॥ ৮॥ এই যে সোমরস, ইনি আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি ক্ষরিত হইয়া কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া দুগ্ধাদিসহযোগে সুস্বাদু হইতেছেন, আর যাহা কামনা করা যায় এবং যাহা প্রীতিকর, ইনি সেইরূপ বস্তুই আনিয়া দিতেছেন॥ ৯॥ হে সোমরস, তোমাকে সেচন করিতেছি, তুমি আমাদিগের জন্য নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও। আর সেই যে দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহারা কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তাঁহাদিগকে আমরা আহ্বান করি। হে দেবতাবর্গ, আমাদিগকে ধনসম্পত্তি এবং কর্মক্ষম সন্তান প্রদান কর॥ ১০॥

৬৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী; ৯-১০ ত্রিষ্টুপ্।

যেরূপ ধনুকের সহিত বাণের যোজনা করা হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা স্তুতিবাক্য যোজনা করিতেছি। যেরূপ বৎস মাতার স্তনের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের সহিত আমরা সোমরস সংসৃষ্ট করিতেছি। যেরূপ প্রচুর দুগ্ধধারা দিতে দিতে গাভী সম্মুখে আসে, তদ্রূপ ইন্দ্র আসিতেছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস দেওয়া হইয়া থাকে॥ ১॥ ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হইতেছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হইতেছে, তাঁহার মুখমধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সোমরস ক্ষরিত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়েন এবং যেমন উত্তম ধনুর্ধারীর হস্ত হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র যথাস্থানে যাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাইতেছে॥ ২॥ সোমরস যে জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন, সেই জল তাঁহার বধূতুল্য। তিনি সেই বধূর সহিত মিলিত হইবার জন্য মেষচর্মের সর্বভাগে ক্ষরিত হইতেছেন। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্‌গণ পৃথিবীর সন্তানস্বরূপ। যিনি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তির জন্য হরিৎবর্ণ সোমরস পৃথিবীর সন্তানদিগকে শিথিল অর্থাৎ ফলবান্ করিয়া দেন। সোমরস মদিরার ন্যায় লোককে মত্ত করেন, তিনি যজ্ঞকালে পাত্রে পাত্রে গমন করিতেছেন। যেরূপ মহিষ আপনার শৃঙ্গ শাণিত করে, সোমরস যেন তদ্রূপ করিতেছেন॥ ৩॥ বৃষ শব্দ করিতেছে, গাভীগণ তাহার দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ সোমরসকে দেখিয়া আমাদিগের স্তুতিবাক্য আপনা হইতে নির্গত হইতেছে। এই সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং উজ্জ্বল কবচের ন্যায় আপনার শরীরকে দুগ্ধাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন॥ ৪॥ হরিৎবর্ণ অমর সোমরস শোধিত হইবার সময় এরূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন যাহা বিনা যত্নে শুভ্র হইয়া আছে, অর্থাৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলেন। পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাপ নষ্ট হয়, এরূপ শোধন করিবার জন্য সূর্যদেবকে সংস্থাপন করিলেন। সেই সূর্যের আলোকে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত হইয়া গেল॥ ৫॥ এইসকল সোমরস সূর্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা ইতস্তত ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা লোকদিগকে মদমত্ত করে এবং তাহাদিগের নিদ্রা উপস্থিত করিয়া দেয়, ইহারা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হইতেছে, ইহারা মিলিত হইয়া বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দিকে যাইতেছে। ইহারা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না॥ ৬॥ ঋত্বিক্‌গণ যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমকে নির্গলিত করিল, তখন নদীর জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ মত্ততাকারী সোমরসগুলি নিম্নাভিমুখে যাইতে লাগিল। হে সোমরস, আমাদিগের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পদসকলকে কুশলে রাখ, আমাদিগের গৃহে যেন খাদ্যদ্রব্য ও সন্তান-সন্ততির অভাব না হয়॥ ৭॥ হে সোম, তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা ধনসম্পত্তি এবং সুবর্ণ এবং ঘোটক এবং গাভী এবং যব এবং সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত হই। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমরা স্বর্গের মস্তকস্বরূপ এবং আমাদিগকে অন্ন দিবার জন্য প্রস্তুত আছ॥ ৮॥ এই সমস্ত হরিৎবর্ণ সোমরস ইন্দ্রের দিকে যাইতেছে, যে প্রকার রথ সমস্ত যুদ্ধাভিমুখে যাইয়া থাকে। ইহারা নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমময় পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছে এবং যুবা হইয়া বৃষ্টি উপস্থিত করিতেছে॥ ৯॥ হে সোমরস, অতি সুস্বাদু ও নির্মল হইয়া মহীয়ান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও এবং বিপক্ষদিগকে পরাভব কর। যে তোমাকে স্তব করে তাহাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। হে দ্যুলোক ও ভূলোক, তোমরা উত্তম উত্তম বস্তু দিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ কর॥ ১০॥

৭০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র রেণু ঋষি। জগতী; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

যৎকালে সোমরস যজ্ঞদিগের সহিত বৃদ্ধি পাইলেন, তৎকালে তাঁহার জন্য পূর্বপরম্পরাগত যজ্ঞমধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন করিয়া দিল, তিনি চারিটি জলপাত্রে শোধনের নিমিত্ত প্রবেশপূর্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করিলেন॥ ১॥ তিনি নির্মল জল অন্বেষণ করিতে করিতে আপন কার্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করিয়া দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করা হইল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্বগুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন॥ ২॥ সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হউক, তাহাদ্বারা স্থাবর, জঙ্গম এই দুইপ্রকার বস্তু রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। সেই ঔজ্জ্বল্যদ্বারা তিনি আমাদিগকে বলবান্ ও ধনবান্ করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাঁহার উদ্দেশে স্তুতিপাঠ হইতে লাগিল॥ ৩॥ সেই সোমরস কর্মক্ষম দশ অঙ্গুলির দ্বারা শোধিত হইতেছেন, তিনি আকাশপথে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যবর্গ এবং দেবতাবর্গ এই উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন॥ ৪॥ তিনি শোধিত হইয়া ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া চতুর্দিকে যাইতেছেন। তিনি বৃষ্টির কারণ, তিনি আপন প্রতাপে দুর্মতি লোকদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় শত্রুদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন॥ ৫॥ তিনি আপনার জননীর স্বরূপ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন করিয়া গোবৎসের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আসিতেছেন, তিনি বায়ুগণের ন্যায় শব্দ করিতেছেন। তাঁহার কার্য অতি চমৎকার, তিনি দেখিলেন যে, জলই লোকদিগের যথার্থ উপকারী, অতএব তিনি সর্বাগ্রে জলই বিতরণ করিলেন, তাঁহার বাঞ্ছা যে, তিনি প্রশংসাপ্রাপ্ত হয়েন॥ ৬॥ সোম যেন একটি ভয়ংকর বৃষভ, তাঁহাকে যখন কলসের মধ্যে ঢালা হয়, তখন তাঁহার যে দুইধারা বিগলিত হইতে থাকে, তাহাই যেন তাঁহার দুই শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আপনার বল বৃদ্ধি করিবার জন্য সেই দুই শৃঙ্গ শাণিত করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন। তিনি তাঁহার আধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন, গোচর্ম এবং মেষচর্ম তাঁহাকে শোধন করিতেছেন॥ ৭॥ হরিৎবর্ণ সোমরস যখন নির্মল হইয়া ক্ষরিত হয়, তখন মেষলোমময় উন্নত শোধনযন্ত্রে তাঁহাকে কর্মিষ্ঠ ঋত্বিক্‌গণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিবিধ-উপকরণসম্পন্ন করে, এইরূপে তিনি মিত্র, বরুণ ও বায়ু এই তিন দেবতার সেবনীয় হয়েন॥ ৮॥ হে সোম, তুমি অভিলাষপূরণকর্তা, তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য ক্ষরিত হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর পানপাত্রে প্রবেশ কর। আপদ বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ না করিতে করিতে উহাদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। যে ব্যক্তি পথ জানে, সে অবশ্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে পথ বলিয়া দেয়, অর্থাৎ সেইরূপ তুমি আমাদিগকে বলিয়া দাও ॥ ৯ ॥ যেমন ঘোটককে চালাইলে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তুমি কলসের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্তি নৌকাযোগে নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আমাদিগকে বিপদ পার করিয়া দাও। বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া আমাদিগের শত্রুবর্গকে সংহার কর ॥ ১০ ॥

৭১ সূক্ত ; পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র ঋষভ ঋষি। জগতী ; ৯ ত্রিষ্টুপ্।

দক্ষিণা দান করা হইতেছে, সোমরস প্রবলবেগে কলসের মধ্যে যাইতেছেন, তিনি সতর্ক হইয়া হিংসাকারী রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে ভক্তদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশমধ্যে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিতেছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্ধকারস্বরূপ মলিনতা শোধন করিবার জন্য সূর্যের আলোক বিস্তারিত করিতেছেন ॥ ১ ॥ শত্রুবর্গের শোষণকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষসংহারক যোদ্ধার ন্যায় আসিতেছেন, আপনার অসূর্য প্রতাপ প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি জরা পরিত্যাগ করিতেছেন, পানীয়দ্রব্যস্বরূপ হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, বিস্তারিত মেষচর্মের উপর আপনার নির্মল মূর্তি সংস্থাপন করিতেছেন ॥ ২ ॥ প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হস্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ক্ষরিত হইতেছে, তাঁহার ভাবভঙ্গী যেন বৃষের ন্যায়। তাঁহার গুণ গান করিলে তিনি আকাশপথে সর্বত্র গমন করেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, পাত্রে পাত্রে মিলিত হয়েন, তাঁহাকে স্তব করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন এবং দেবতারা যে যজ্ঞে আপ্যায়িত হয়েন, সেই যজ্ঞে তিনি পূজিত হয়েন ॥ ৩ ॥ মাদকতা-শক্তিধারী সোমরসগণ সেই ইন্দ্রকে সেচন করিতেছেন, যিনি স্বর্গলোকে বাস করেন, যিনি মেঘদিগকে সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের অট্টালিকা ধ্বংস করেন, যাঁহার জন্য উৎকৃষ্টদ্রব্যভক্ষণকারী গাভীগণ আপনাদিগের উন্নত উধোভার হইতে অতি চমৎকার দুগ্ধ প্রচুরপরিমাণে দিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি-মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানের সন্নিহিত প্রদেশে সোমরসকে রথের ন্যায় চালাইয়া দেয়। যৎকালে স্তুতিপাঠকারী ঋত্বিক্‌গণ সোমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হয়েন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন ॥ ৫ ॥ যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন। সেই প্রীতিপ্রদানকারী সোমরসকে স্তব করিতে করিতে যজ্ঞস্থানে প্রেরণ করা হয়। এই পূজনীয় সোমরস ঘোটকের ন্যায় দেবতাদের নিকট গমন করেন ॥ ৬ ॥ এই দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরস বিশেষরূপে জলসিক্ত হইয়া শূন্যপথে কলসের মধ্যে পতিত হয়েন। ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইঁহাকে তিনবার নিষ্পাড়িত করা হইয়াছে। ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ করিতে থাকেন, ইনি নানা পাত্রে এবং কলসে কলসে গতায়াত করেন, ইনি প্রতিদিন প্রভাতকালে শব্দ করিতে করিতে শোভমান হয়েন ॥ ৭ ॥ এই সোমরসের সেই যে মূর্তি, যাহা যুদ্ধস্থলে অবস্থিতিপূর্বক বিপক্ষদিগকে পরাভব করে, তাহা জাজ্বল্যমান রূপ ধারণ করিতেছেন। জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নৈবেদ্যসহকারে দেবতাদিগের নিকট যাইতেছে, সুন্দর স্তব প্রাপ্ত হইতেছে এবং দুগ্ধ ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছে ॥ ৮ ॥ যেরূপ বৃষ গাভীর দলের সহিত মিলিত হইবার সময় শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ এই সোমরস শব্দ করে। ইহারই প্রভাবে সূর্যের প্রজা আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইনি সৎকর্ম অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান করেন ॥ ৯ ॥

৭২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র হরিমন্ত ঋষি। জগতী।

হরিৎবর্ণ সোমরসকে শোধন করা হইতেছে, ঘোটকের ন্যায় তাঁহাকে যোজনা করা হইতেছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীরদুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তিনি যখন শব্দ করেন, তখন তাঁহাকে স্তব করে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপ স্তব করে, তাহার কামনা তিনি পূর্ণ করেন ॥ ১ ॥ যখন সোমরস ইন্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হয়েন, কিংবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন সুগঠনবাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদিগের দশ অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার সুমধুর ও প্রীতিকর রস শোধন করিতে থাকে, তখন অনেক বুদ্ধিমান্ লোক একবাক্যে তাঁহার গুণ কীর্তন করেন॥ ২॥ এই সোমরস ক্রমাগত দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি এ প্রকার শব্দ করিতেছেন যে, সূর্যের কন্যা শুনিয়া আহ্লাদ পাইতেছেন। গুণ-কীর্তনকারী ব্যক্তি পরিতোষপূর্বক ইঁহার গুণকীর্তন করিতেছেন। ইনি দুই হস্তে দশ অঙ্গুলির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন॥ ৩॥ এই যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদ্বারা নিষ্পাড়িত হইয়া মনুষ্যদিগের কর্তৃক যজ্ঞস্থানে চালিত হয়েন, যিনি গাভীগণের প্রেমাস্পদ স্বামীস্বরূপ, অর্থাৎ বৃষের ন্যায় শব্দ করেন, যিনি অতি প্রাচীন, যাঁহাকে উপযুক্ত ঋতুর সময় সংগ্রহ করা হইয়াছে, যিনি অনেক কর্ম সিদ্ধ করেন এবং মনুষ্যদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী হয়েন, হে ইন্দ্র, সেই নির্মল সোমরস তোমার জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হইতেছে॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, এই সোমরস ধারারূপে নিষ্পাড়িত হইয়া মনুষ্যের দুই হস্তে চালিত হইয়া তোমার আহারের জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহার বলে বলবান্ হইয়া সকল কার্য সম্পন্ন কর এবং যজ্ঞস্থানে দর্পযুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব কর। যেমন পক্ষী বৃক্ষে উপবেশন করে, তদ্রূপ সোম নিষ্পীড়নোপযোগী দুই প্রস্তরফলকের উপর উপবেশন করেন॥ ৫॥ কর্মদক্ষ, সুনিপুণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি শব্দ করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া বিস্তর কার্য সিদ্ধ করেন, তখন দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু এবং নানাবিধ স্তুতিবাক্য একত্র মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানে সোমরসের গমনাগমন প্রাপ্ত হয়েন॥ ৬॥ এই সোমরস পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ, প্রকাণ্ড আকাশমণ্ডলের আধারস্বরূপ, ইনি জলের তরঙ্গ-মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হইয়া থাকেন, ইনি ইন্দ্রের বজ্রের স্বরূপ, ইনি বৃষের ন্যায়, ইনি তাবৎ ধন আহরণ করিয়া দেন, ইনি মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট হইয়া লোকদিগের সুখের জন্য চমৎকারভাবে ক্ষরিত হয়েন॥ ৭॥ হে সুন্দর-কর্মকারী সোমরস, তুমি পার্থিবশরীরধারী লোকদিগের জন্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হও, যে তোমার আন্দোলন করিতে করিতে স্তব করে, তাহাকে ধন দান কর। আমাদের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করিতে পারি॥ ৮॥ হে সোমরস, তুমি আমাদিগকে শতসহস্র পরিমাণে ঘোটক ও অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ কর, তুমি আমাদিগকে বৃহৎ বৃহৎ দুগ্ধবতী গাভী ও খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দাও, তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের গুণগান গ্রহণ কর॥ ৯॥

৭৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র পবিত্র ঋষি। জগতী।

যাহার দ্বারা সোমরস নিষ্পাড়িত হয়েন, সেই দুইখানি প্রস্তরফলক যেন যজ্ঞের সুক্স্বরূপ। নিষ্পাড়নের সময় সোম-রসের ধারাগুলি সেই দুই সুক্কে (অর্থাৎ ওষ্ঠপ্রান্তকে) প্রতিধ্বনিত করে। সোমরসগুলি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়। সেই অসুর সোমরস হইতেই দেবতা ও মনুষ্যদিগের বিহারার্থ তিন ভুবনের নির্মাণ হইয়াছে। সেই সোমই যথার্থ। তাঁহাকে রাখিবার জন্য যে চারিটি স্থালী প্রস্তুত করা হয়, সে চারিটি স্থালী নৌকার স্বরূপ হইয়া সৎকর্মানুষ্ঠান-কারী ব্যক্তিকে পার করিয়া দেয়॥ ১॥ প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌গণ সকলেই মিলিত হইয়া সুন্দররূপে সোমরসকে প্রেরণ করিতেছেন; তাঁহারা নানাবিধ ফল লাভের উদ্দেশে জলের মধ্যে সোমরসকে আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহারা অতি চমৎকার স্তব পাঠ করিতে করিতে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের তেজঃ বর্ধিত করিতেছেন, যেহেতু ইন্দ্রের তেজঃ বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের মনে প্রীতি হয়॥ ২॥ যাঁহাদিগের পবিত্র আছে, তাঁহারা বাক্যের চতুর্দিকে উপবেশন করেন। ইঁহাদিগের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষা করেন। প্রকাণ্ড সমুদ্রকে বরুণ আচ্ছাদন করিলেন। পণ্ডিতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরম্ভ করিতে পারেন॥ ৩॥ তাঁহারা সহস্রধারা-বর্ষণকারী আকাশে অবস্থিত হইয়া নিম্নের দিকে শব্দ করিতেছেন, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপূর্বক পরস্পর পৃথকরূপে তাহারা অবস্থিতি করে। ইহারা শীঘ্রগামী, সার সমস্ত একবারও চক্ষু উন্মীলন করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা পদে পদে পরস্পর মিলিত হইয়া পাপীদিগকে পাশবদ্ধ করে ॥ ৪ ॥ পিতা এবং মাতার উপর অধিষ্ঠানপূর্বক যাহারা শব্দ করিয়াছিল, তাহারা গুণকীর্তন লাভ করিয়া দীপ্তি পাইতে পাইতে অধার্মিক লোকদিগকে দগ্ধ করে। যে কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ইন্দ্র দেখিতে পারেন না তাহার ক্ষমতাবলে সেই কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ভূলোক ও দ্যুলোক হইতে দূর করিয়া দেয় ॥ ৫ ॥ তাহারা শ্লোক উত্তেজনা করিতে করিতে এবং সাতিশয় বেগধারণপূর্বক পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠান হইয়া শব্দ করিয়াছিল। যাহাদিগের চক্ষু নাই ও কর্ণ নাই, তাহারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করিল। দুষ্কর্মান্বিত লোকে কখনও উত্তীর্ণ হয় না ॥ ৬ ॥ সোম শোধন করিবার যে আধার, যাহা হইতে সহস্র ধারা নিপতিত হয়, তাহা যখন বিস্তারিত হইল, তখন বিদ্বান্ কবিগণ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যে সারভূত পদার্থ আছে, তাহা রুদ্র এবং অন্নদাতা এবং দ্বেষহীন, তাহাদিগের গতি সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, সকলের প্রতি তাহাদিগের চক্ষু ॥ ৭ ॥ তিনি সত্যের রক্ষাকর্তা, উত্তমকার্যকারী, কখনও ছলনা করেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করিলেন। তিনি বিদ্বান্, তাবৎ ভুবন দৃষ্টি করেন। যাহারা সৎকর্মে অনাবিষ্ট, যাহারা ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন ॥ ৮ ॥ বরুণের জিহ্বার অগ্রভাগে তাঁহার ক্ষমতাবলে সৎকর্মের সূত্র পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইল। পণ্ডিতেরাই তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টনপূর্বক উপবেশন করেন। যাহারা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারগ হয়, তাহারা অধোগামী হয় ॥ ৯ ॥

৭৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। দীর্ঘতমা-পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। জগতী ; ৮ ত্রিষ্টুপ্।

যিনি জন্মগ্রহণমাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন, যিনি বলবান্ ঘোটকের ন্যায় আকাশে উঠিতে যান, যিনি বারিবৃদ্ধিকারী নিজ ক্ষমতার দ্বারা আকাশকে সংযোজিত করেন, আমরা প্রশস্ত গৃহ লাভের জন্য উত্তম স্তবের দ্বারা সেই সোমকে স্মরণ করি ॥ ১ ॥ স্তম্ভের ন্যায় যিনি আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র গমন করেন, তিনি এই দ্যুলোক ও ভূলোককে নিজ ক্ষমতার দ্বারা যোজনা করিয়া দিন। তিনি পরস্পরমিলিত এই দুই ভুবনকে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতা ॥ ২ ॥ যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনয়নকর্তা, যাঁহাকে স্তব করিলে এই স্থানে আসিবেন, তিনি যদি যজ্ঞে আগমন করেন, তবে পৃথিবীতে আগমনের জন্য প্রশস্ত পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে, সুমধুর সোমরস অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করা আছে ॥ ৩ ॥ তিনি সৎকর্মের অবলম্বনস্বরূপ আকাশ হইতে অতি শ্রেষ্ঠ ঘৃত, দুগ্ধ দোহন করেন, অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি জল বর্ষণ করেন। তাহাতে সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা হয় ॥ ৪ ॥ সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব্দ করিলেন। মনুষ্যের শরীরে দেবতার উপযুক্ত চর্ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি পৃথিবীর নিকটে গর্ভাধান করেন, তাহাতে আমরা পুত্র-পৌত্র লাভ করিয়া থাকি ॥ ৫ ॥ যে সমস্ত সোমরসগুলি সহস্রধারাবর্ষণকারী স্বর্গলোকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করে ও যাহারা সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, তাহারা পৃথিবীতে পতিত হউক, সোমের সেই চারি অংশ আকাশকে আচ্ছাদন করে, সোম তাহাদিগকে আকাশ হইতে আনয়নপূর্বক পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন। তাহারা বৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞের উপকরণ এবং দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া দেয় ॥ ৬ ॥ যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয়, তখন তিনি উহাদিগকে শুভ্রবর্ণ করিয়া দেন। সেই অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন। তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা উত্তম উত্তম তাবৎ কর্মের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন এবং জলবর্ষণকারী মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া দেন ॥ ৭ ॥ সোমরস ঘোটকের ন্যায় জলপূর্ণ শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত হইতেছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন। তিনি কক্ষীবান্ ঋষিকে বিস্তর গাভী প্রদান করুন ॥ ৮ ॥ হে সোম, যখন তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতে থাক, তখন তোমার রস ক্ষরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতাশক্তিধারী সোম, কবিগণ তোমাকে সংশোধন করিলে ইন্দ্রের পানের জন্য সুস্বাদু হও॥ ৯॥

৭৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। জগতী।
সোমরস অন্ন-উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করিলেন॥ ১॥ সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বা হইতে অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্যবর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাহার পিতামাতা জানিতেন না॥ ২॥ যখন ঋত্বিক্‌গণ সোমকে সুবর্ণময় চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে স্থাপন করেন, তখন সোমরস দীপ্তি পাইতে পাইতে শব্দের সহিত কলসে প্রবেশ করেন, যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন, তিনি তিনবার নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকালে শোভা পাইতেছেন॥ ৩॥ অন্ন-উৎপাদনকারী সোমরস গুণকীর্তনসহকারে প্রস্তরদ্বারা নিষ্পাড়িত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোক আলোকময় করিতে করিতে নির্মলভাবে মেষলোমের দিকে ধাবমান হইতেছেন। নিত্য নিত্য মধুর ধারা ক্ষরিত হইতেছে॥ ৪॥ হে সোমরস, তুমি চতুর্দিকে গতিবিধি করিয়া মঙ্গল বিধান কর, তুমি মনুষ্যদিগের কর্তৃক শোধিত হইয়া দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুসকলের সহিত মিশ্রিত হও॥ তোমার যে সমস্ত মাদকতাশক্তিযুক্ত প্রখর রস আছে, তদ্দ্বারা ধন-বিতরণকারী ইন্দ্রকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর॥ ৫॥

৭৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। জগতী।
এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইঁহাকে শোধন করিতে হইবে। ইঁহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন॥ ১॥ ইনি বীর পুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জন ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হয়েন॥ ২॥ হে বর্ধিষ্ণু সোমরস, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়াদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর॥ ৩॥ বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, তাঁহার ক্ষমতা ঋষিদিগের অপেক্ষাও অধিক, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠান কামনা করেন, তিনি সূর্যের আলোকের সহিত মিশ্রিত হয়েন, তিনি সর্বপ্রকার স্তবের উৎপাদনকর্তা, তাঁহার কার্য অনির্বচনীয়॥ ৪॥ হে সোম, বৃষ যেমন যূথের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ। এই বৃষ জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে, মাদকতাশক্তিতে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যেন তোমার আশ্রয় পাইয়া যুদ্ধে জয়ী হই॥ ৫॥

৭৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। জগতী।
এই দেখ মধুর সোমরস, যাহার শক্তি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, যাহার রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুশ্রী, তিনি শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে যাইতেছেন। ঋতের গাভীগণ, যাহাদিগকে অনায়াসে দোহন করা যায়, যাহারা ঘৃততুল্য দুগ্ধ দোহন করিয়া দেয়, তাহারা দুগ্ধ লইয়া এই সোমরসের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে॥ ১॥ শ্যেনপক্ষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন জননীকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, যাহাকে আকাশ হইতে বায়ুপথের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ করিয়াছিল, সেই প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি যেন কৃশানুনামক বাণনিক্ষেপকারী ব্যক্তির বাণপাতভয়ে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নভাবে মধুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ সেই সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সোমরসগুলি সুরূপা নারীগণের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং তাবৎ পুণ্যকর্ম ও তাবৎ আহুতির সময় উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা প্রচুর অন্ন ও গাভী দিবার জন্য আমাদের নিকটে আগমন করুন ॥ ৩ ॥ এই প্রবীণ সোমরস, যাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে স্তব করিলাম, তিনি বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত আমাদিগের হিংসকদিগকে বিনষ্ট করুন। তিনি প্রভুর ভবনে গর্ভ আধান করেন। তিনি প্রচুরদুগ্ধদানকারী গাভীগণের প্রতি ধাবমান হয়েন ॥ ৪ ॥ এই যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমরস, যিনি উজ্জ্বল মূর্তিতে সৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি বরুণের ন্যায় মহৎ, যাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। যজ্ঞের সময় নিষ্পীড়নের দ্বারা তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইলে, তিনি মিত্রদেবতার ন্যায় দুরদৃষ্ট নষ্ট করেন। ঘোটক যেমন শব্দ করিতে করিতে ঘোটকীগণের দলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ তিনি আসিতেছেন ॥ ৫ ॥

৭৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। জগতী।

এই শোভাধারী সোমরস শব্দ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন। ইঁহার যে সমস্ত অসার অংশ থাকে, মেষলোমময় পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখে। এইরূপে শোধিত হইয়া ইনি দেবতাদিগের নিকট গমন করেন ॥ ১ ॥ হে বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সোমরস, ঋত্বিকেরা তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে ঢালিয়া দিতেছেন, তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। তোমার যাইবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তুমি প্রস্তরফলকে অবস্থিত থাক, তখন তোমার সহস্র সহস্র হরিৎবর্ণ কিরণ নির্গত হয় ॥ ২ ॥ আকাশবিহারিণী কয়েক জন অপ্সরা আসিয়া মধ্যে উপবেশনপূর্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করিল। যাহাতে যজ্ঞের গৃহ অভিষিক্ত হইয়া যায়, তাহারা তাহাকে এইরূপে চালাইয়া দিতেছে এবং ইনি যখন ক্ষরিত হয়েন, ইঁহার নিকট অক্ষয় সুখ যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ৩ ॥ সোমের প্রভাবে আমরা গাভী জয় করি, রথ, সুবর্ণ, পরম সুখ সকলই জয় করি, আমরা জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্তু উপার্জন করি। ইনি মাদকতাশক্তিযুক্ত, ইঁহার তুল্য সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই, ইঁহার রস অতি চমৎকার, ইঁহার বর্ণ লোহিত, ইনি সুখের উৎপত্তিস্থান, এতাদৃশ এই সোমরসকে দেবতারা পান করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে সোমরস, তুমি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাদিগের যথার্থ কর। কি দূরে, কি নিকটে, আমাদিগের সকল শত্রু নষ্ট কর। আমাদিগকে সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদান কর এবং সমস্ত ভয় নষ্ট কর ॥ ৫ ॥

৭৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র কবি ঋষি। জগতী।

যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্তস্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পাড়িত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুক, আমাদিগের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হউক, আমাদিগের শত্রুরাও নষ্ট হউক, আমাদিগের সৎকর্মগুলি দেবতারা গ্রহণ করুন ॥ ১ ॥ মাদকতাশক্তিধারী সোমরসগণ আমাদিগের নিকট আগমন করুন; তাঁহাদিগের প্রভাবে আমরা শত্রুর ধন জয় করিয়া লই। তাঁহার প্রভাবে আমরা কোন ব্যক্তির বাধা গ্রাহ্য না করিয়া চতুর্দিক হইতে ধন উপার্জন করিয়া থাকি ॥ ২ ॥ সেই সোম নিজের শত্রুকে নষ্ট করেন এবং অপরের শত্রুকেও হিংসা করেন। মরুভূমির মধ্যে যেমন পিপাসা লাগিয়াই আছে, তিনি তেমনি শত্রুর পশ্চাৎ লাগিয়াই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম, তাহাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনাশ কর ॥ ৩ ॥ হে সোম, তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। তথা হইতে গ্রহণপূর্বক পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে তোমার অবয়বগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা বৃক্ষরূপে জন্মিল। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক গোচর্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূর্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন ॥ ৪ ॥ হে সোমরস, প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌গণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী রস চালাইয়া দিতেছেন। হে রক্ষণশীল সোম, আমাদিগের শত্রুমাত্রকে বধ কর। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাদকতাশক্তিধারী রস নির্গত হউক ॥ ৫ ॥

৮০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র বসু ঋষি। জগতী।

বিচক্ষণ সোমরসের ধারা ক্ষরিত হইতেছে। ইনি যজ্ঞের দ্বারা আকাশবাসী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছেন। বৃহস্পতির শব্দ শুনিয়া ইনি উজ্জ্বল হইতেছেন। ইনি পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় সর্বস্থান আচ্ছাদন করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে অন্নদাতা, সুন্দর সুন্দর স্তুতিবাক্য তোমার প্রতি প্রেরিত হইলে, তুমি উজ্জ্বল হইয়া লৌহনির্মিত আপন স্থানে আরোহণ কর। হে সোমরস, তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘ আয়ুঃ ও বিস্তর অন্ন প্রদান করিতে করিতে মাদকতাশক্তি ধারণপূর্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥ সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোমরস বলাধায়ক দ্রব দ্রব্যরূপে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি চমৎকার মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হইতেছেন। মনোবাঞ্ছাপূরণকারী নানাস্থানবিহারী সোমরস যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া করিতে করিতে উজ্জ্বলভাবে বহিয়া যাইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সোমরস, তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্বাপেক্ষা মধুর। ঋত্বিক্‌গণ দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক সহস্র ধারারূপে তোমাকে প্রস্তুত করেন। হে সোমরস, তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে সহস্র প্রকার সম্পত্তি বিতরণ করিতে করিতে তাবৎ দেবতার জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥ সুনিপুণহস্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া মনোবাঞ্ছাপূরণকারী তোমার সুমধুর রস জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরস, তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রকে মদমত্ত করিতে করিতে তাবৎ দেবতার নিকট গমন কর ॥ ৫ ॥

৮১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র বসু ঋষি। জগতী ; ৫ ত্রিষ্টুপ্।

সুগঠন ও ক্ষরণশীল সোমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করিতেছে, অর্থাৎ সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হইয়া অতি প্রশস্ত গব্যদধির দ্বারা সুস্বাদু হইয়া যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করিবার জন্য বলশালী ইন্দ্রকে মদমত্ত করিয়া তুলিল ॥ ১ ॥ যেরূপ রথবহনকারী ঘোটক দ্রুতবেগে যায়, তদ্রূপ মনোবাঞ্ছাপূরণকারী সোমরস কলসগুলির দিকে বহিয়া যাইতেছেন। এই জ্ঞানী সোমরস পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী এই দুই জাতি দেবতাদিগকে প্রীত করিতেছেন ॥ ২ ॥ হে সোমরস, তুমি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে সম্পত্তি ছড়াইয়া দাও, বিস্তর অন্ন আমাদিগকে বিতরণ কর, আমি তোমার দাস, হে অন্নদাতা, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার কল্যাণ কর, সম্পত্তি যেন আমাদিগের দূরে আর কুত্রাপি বিতরণ করিও না ॥ ৩ ॥ অতি বদান্য এইসকল দেবতা পরস্পর মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুন, অর্থাৎ পূষা ও পবমান ও মিত্র ও বরুণ ও বৃহস্পতি ও মরুৎ ও বায়ু ও অশ্বিদ্বয় ও ত্বষ্টা ও সবিতা ও সুগঠনমূর্তিধারিণী সরস্বতী সকলে আগমন করুন ॥ ৪ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোক এই দুই ভুবন, যাঁহারা সমস্ত বিশ্ব ঘেরিয়া আছেন এবং অর্যমা এবং অদিতি ও বিধাতা ও মনুষ্যগণের প্রশংসাভাজন ভগ-নামক দেবতা ও প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ, এইসকল দেবতা ক্ষরণশীল সোমের নিকটবর্তী হইতেছেন ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র বসু ঋষি। জগতী ; ৫ ত্রিষ্টুপ্।
লোহিতবর্ণ সোমরসকে নিষ্পাড়নের দ্বারা প্রস্তুত করা হইল। তিনি মনোবাঞ্ছাপুরণকারী। তিনি রাজার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তিনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব্দ করিতেছেন, তিনি শোধিত হইবার জন্য মেষলোমে মিলিত হইতেছেন, তিনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঘৃতযুক্ত আপন স্থানে উপবেশন করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে সুপণ্ডিত, তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস, তুমি আমাদিগের অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া নির্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর ॥ ২ ॥ পর্জন্য মহান সোমের পিতা, সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্বতের উপর বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল। তিনি সুন্দর যজ্ঞমধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীর সন্তান সোম, তোমাকে আর অধিক কি বলিব। স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের সুখ বিধান করিয়া থাক। আমাদিগের গুণকীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে তুমি দর্শন দাও, তাহাতেই আমাদের জীবনের মঙ্গল। তুমি সর্বগুণে গুণান্বিত। আমাদিগের বিপদের সময় আমাদিগের উপর প্রহরীর কার্য কর ॥ ৪ ॥ হে দুর্ধর্ষ সোম, যেরূপ তুমি আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের সময়ে করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে আমাদিগের এই নূতন পুণ্যকর্মের সময় প্রবল হও ; এবং ক্ষরিত হও ; তুমি মনে করিলে শত শত সংখ্যায় সহস্র সহস্র দান করিতে পার। এইসকল জল তোমার সেবা করিবার জন্য তোমার সহিত মিলিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

৮৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র পবিত্র ঋষি। জগতী।
হে সোম, তুমি যাগযজ্ঞাদি পবিত্র কার্যের অধিপতি। তোমার পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে। যে তোমাকে পান করে, তাহার সর্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তাহার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক না হয়, তাহা হইলে সাধ্য নাই যে তোমাকে ধারণ করে। যাহাদের দেহ পরিপক্ক, তাহারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ করিতে পারে ॥ ১ ॥ উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধনযন্ত্র, অর্থাৎ ছাঁকুনি, বিস্তারিত আছে। ইহার প্রতানগুলি, অর্থাৎ ডাটা, অগ্নিস্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া দীপ্যমানভাবে গগনাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করিতেছে। তাহারা সতেজভাবে আকাশের দিকে উঠিতেছে ॥ ২ ॥ সোমরস প্রভাতকালেই সর্বাগ্রে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছেন। ইনি অভিষেককারী, অর্থাৎ জলাত্মক। ইনি অন্নবিতরণকর্তা, ইঁহার প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয়। ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্বপুরুষদিগকে সমাবৃত করিল, তখন তাঁহারা সন্তান উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা অনেক মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥ গন্ধর্বই এই সোমরসের স্থান রক্ষা করেন। অদ্ভুতশক্তিধারী এই সোমরস দেবতার সন্তানদিগকে রক্ষা করেন। ইনি পাশের প্রভু, পাশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন। যাঁহারা বিলক্ষণ পুণ্যশীল, তাঁহারাই ইহার চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন ॥ ৪ ॥ হে সোমরস, তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং নির্মল জল বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া যজ্ঞকার্যনির্বাহ করিবার জন্য পবিত্র যজ্ঞধামে আগমন কর। তুমি রাজা, শোধন-কলসই তোমার রথ, তুমি সেই রথে আরোহণপূর্বক সহস্র স্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় কর ॥ ৫ ॥

৮৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। বাচ্য প্রজাপতি ঋষি। জগতী।
হে সোমরস, তুমি দেবতাদিগের আনন্দকর ; সকলদিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র ও বরুণ ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হও। এক্ষণে আমাদিগের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেবভক্ত, তাহাকেই ডাকিয়া লও ॥ ১ ॥ যে সোম সকল ভুবনের উপর আধিপত্য করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অমর সোম সেই সমস্ত যজ্ঞে আসিতেছেন। যাহা পূর্বে পরস্পরসংবদ্ধ ছিল, ইনি তাহা পৃথক করিয়া দিতেছেন এবং সূর্য যেরূপ প্রভাতকাল করিয়া দেন, তদ্রূপ এই সোম আমাদিগকে আলোক দান করিতেছেন॥ ২॥ যে সোমরসকে গাভীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাদিগের বলাধান করেন এবং ধন ও অন্ন আহরণ করিয়া দেন। যিনি নিষ্পীড়িত হইয়া ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ধারার আকারে ক্ষরিত হয়েন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাদিগকে মাতাইয়া দেন॥ ৩॥ সেই এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি অসংখ্য ধন জয় করেন, ইনি প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ করিতেছেন। ইনি নানাদিক্ দিয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন। ইনি এরূপভাবে কলসের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করিতেছেন যে, দেখিয়া ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা থাকিতেছে না॥ ৪॥ চতুর্দিকে স্তোত্র পাঠ হইতেছে, সেই সোমরসের চতুর্দিকে গাভীগণ দুগ্ধ দিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইতেছে, সোমরসের সহিত মিশ্রিত সেই দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি হয়, সেই সোমরস চমৎকার সুখ দিয়া থাকেন। তিনি প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন, সেই সঙ্গে কবিতা পাঠ হইতেছে। কারণ তিনি বুদ্ধিমান্ কবি, তাঁহার প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্তি। তিনি সর্বপ্রকার অন্ন বিতরণ করেন॥ ৫॥

৮৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ভৃগু-পুত্র বেন ঋষি। জগতী; ১১-১২ ত্রিষ্টুপ্।

হে সোম, তোমাকে উত্তমরূপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূর হউক। যাহারা মুখে মনে ভিন্ন, তাহারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি যেন এই আমাদিগের যজ্ঞস্থানে ধনের সহিত উপস্থিত হয়॥ ১॥ যুদ্ধস্থলে আমাদিগকে প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ, তুমি দেবতাদিগের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দিকে তোমার স্তব করিতেছি, শত্রুদিগকে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র, আমাদিগকে রক্ষা কর, বিপক্ষদিগকে সংহার কর॥ ২॥ হে সোম, তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হইতেছ। তোমার তুল্য আনন্দবিধাতা কেহ নাই। তুমি যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মত আহার আর নাই। বিস্তর বিদ্বান্‌লোক তোমাকে স্তব করিতেছেন। তুমি এই ভুবনের রাজা। তোমার নিকটবর্তী তাঁহারা হইতেছেন॥ ৩॥ এই আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করিতেছেন। আমাদিগের জন্য ক্ষেত্র জয় করিয়া দাও, জল জয় করিয়া দাও। হে সোম, তুমি সেচনকর্তা দ্রবাত্মক। আমাদিগের পথ প্রশস্ত করিয়া দাও। আমরা যেন অবারিতগতি হই॥ ৪॥ কলসের মধ্যে শব্দ করিতে করিতে তুমি ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। মেষলোমময় পবিত্রের মধ্য দিয়া নানা গতিতে যাইতেছ। তোমাকে শোধন করা হইলে, তুমি উৎকৃষ্ট বিবিধদ্রব্যবাহী ঘোটকের ন্যায় গমনপূর্বক ইন্দ্রের উদরে যাইতেছ॥ ৫॥ তুমি মধুরভাবে তাবৎ দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট হও, সেই ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি মিত্র ও বরুণ ও বায়ু ও বৃহস্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপূর্ণ, তোমার বিনাশ নাই॥ ৬॥ এই দ্রুতগতিশীল সোমরসকে দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া শোধন করিতেছে। পুরুষদিগের স্তোত্রবাক্য ইহার প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে, সোমরসেরা ক্ষরিত হইতে হইতে সেই চমৎকার স্তোত্রবাক্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এইসকল মাদকতাশক্তিধারী সোমরস ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছে॥ ৭॥ হে সোম, ক্ষরিত হইতে হইতে তুমি আমাদিগের লোকবল করিয়া দাও, গব্যূতি পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও, প্রশস্ত বাস্তবাটী করিয়া দাও। আমাদিগের যজ্ঞের বিঘ্নকর্তা যেন ক্ষমতাপন্ন না হয়। হে সোম, তোমার সাহায্যে আমরা যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করিতে পারি॥ ৮॥ এই বহুদর্শী সেচনকারী সোম আকাশে রহিলেন, এই কার্যকুশল সোম অন্যান্য দীপ্তিশালী বস্তুদিগকে অধিকদীপ্তিযুক্ত করিয়া দিলেন, ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছেন এবং মনুষ্যের হিতের জন্য সশব্দে স্বর্গের অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন॥ ৯॥ বেননামক ব্যক্তিগণ আকাশে উন্নত স্থানে এই উন্নতস্থানবর্তী সেচনকারী সোমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে এবং পরস্পর পৃথকভাবে দোহন করিতেছেন। এই দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি মধুর রসরূপী হইয়া পবিত্রে এবং বৃহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যাইতেছেন ॥ ১০ ॥ এই সুপর্ণ সোম আকাশে উড়িতেছিলেন, বেননামক ব্যক্তিরা সাধ্য সাধনা করিয়া আনিয়াছে। সেই সোম শিশুর ন্যায় শব্দ করিতেছেন, ইঁহার প্রতি স্তোত্রবাক্য প্রেরিত হইতেছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী, পৃথিবীতে আসিয়া আছেন ॥ ১১ ॥ ইনি গন্ধর্ব, আকাশের উর্ধ্ব ভাগে ছিলেন। ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইঁহার তেজঃ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্বক দীপ্তি পাইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক-জননী-তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ময় করিল ॥ ১২ ॥

৮৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঋষি : ১-১০ অকৃষ্ট মাষগণ ; ১১-২০ সিকতা নিবাবরী ; ২১-৩০ অজ পৃশ্নিগণ ; ৩১-৪০ অকৃষ্ট মাষাদি-ত্রয় ; ৪১-৪৫ ভৌম অত্রি ; ৪৬-৪৮ শুনক-পুত্র গৃৎসমদ। জগতী।

হে ক্ষরণশীল সোম, তোমার রসগুলি বিস্তার হইতেছে, ইহারা মানসবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহারা আনন্দকর, ইহারা শীঘ্রগামিনী ঘোটকীর শাবকের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হইতেছে। ইহারা পক্ষীর ন্যায় আকাশ হইতে পতিত হইতেছে। মধুর-রসশালী অতি-চমৎকার মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এই সোমরসগুলি কলসটিকে পরিপূর্ণ করিয়া উপবেশন করিতেছে ॥ ১ ॥ মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ ঘোটকদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হইতেছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে প্রবহমাণ এইসকল সোমরস বজ্রধারী ইন্দ্রকে সেইরূপ আপ্যায়িত করিতেছে, যেরূপ গাভী আপন বৎসকে আপ্যায়িত করে ॥ ২ ॥ ঘোটককে চালাইয়া দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তুমি আইস। তুমি স্বর্গীয় বস্তুতুল্য, তুমি প্রস্তরনির্মিত কলসে আকাশ হইতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর এই সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ হে সোম, চতুর্দিগ্‌ব্যাপিনী তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্য পথ দিয়া কলসের মধ্যে যাইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। যে সমস্ত ঋষি তোমাকে প্রস্তুত ও শোধন করেন, তাঁহারা তোমার ধারাগুলি কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছেন, যেহেতু ঋষিগণের সেবনীয় বস্তু ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি সর্বদ্রষ্টা, তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বনস্বরূপ। এইরূপে তুমি ক্ষরিত হও ॥ ৫ ॥ যখন সোম নিষ্পাড়িত হয়েন, তখন তিনি নিজে একস্থানবর্তী, সুস্থির, কিন্তু তাঁহার কিরণপুঞ্জ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যখন তিনি হরিৎবর্ণ ধারণপূর্বক মেষলোমময় পবিত্রে শোধিত হয়েন, তখন তিনিও উপবেশনকর্তা হইয়া নিজ বাসস্থান কলসের মধ্যে উপবেশন করেন ॥ ৬ ॥ সোমরস যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, তিনি যজ্ঞের শোভাবিধাতা; তিনি দেবতাদিগের গৃহে গমন করেন। তিনি সহস্রধারারূপে কলসের মধ্যে যাইয়া থাকেন, তিনি রস সেচন করিতে করিতে সশব্দে মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করেন ॥ ৭ ॥ তিনি রাজা, নদী হইতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তিনি নদীমধ্যে ছিলেন, জলের তরঙ্গে মিলিত হইতেছেন। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রে আরোহণ করিতেছেন। তিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা নাভিস্বরূপ, তিনি আকাশের আলোকস্বরূপ ॥ ৮ ॥ সোম এরূপ শব্দ করিলেন, যে গগনের উর্ধ্ব ভাগ প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার অবলম্বনে লোক ও ভূলোক সুস্থির আছে। তিনি ইন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধে ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া কলসের মধ্যে গিয়া বসিতেছেন ॥ ৯ ॥ এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোক ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, ইঁহার মাদকতাশক্তি নিরুপম ॥ ১০ ॥ ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি, সর্বদ্রষ্টা ; ইঁহার ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিৎবর্ণ ধারণ করিয়া যজ্ঞের স্থানে স্থানে বসিতেছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্রপথে ক্ষরিত হইয়া রস বর্ষণ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ ইনি ক্ষরণকালে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হয়েন, এতাদৃশ ইঁহার বেগ। ইনি উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রসসেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়ন-কর্তারা নিষ্পীড়ন করিতেছেন ॥ ১২ ॥ স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হইয়া এই সোম চালিত অশ্বের ন্যায় যাইয়া মেষলোমের পবিত্রে তরঙ্গরূপে প্রচুর পরিমাণে যাইতেছে। হে ইন্দ্র, হে কবি, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হইলেই এই বিমল স্তোত্র শুনিতে শুনিতে ক্ষরিত হয় ॥ ১৩ ॥ এই সোম এরূপ এক আলোকময় কবচে আচ্ছাদিত, যাহার কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পূর্ণ করিতেছে। যজ্ঞের সময় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি শূন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদনকর্তা, ইনি স্বর্গের প্রাচীন পিতা ইন্দ্রকে সেবা করেন ॥ ১৪ ॥ এই সোম সর্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজঃ বাড়াইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের আগমনের জন্য ইনি ইন্দ্রকে পরম সুখী করিতেছেন। সেই সর্বোচ্চস্থানে, যথায় ইন্দ্রের ধাম, তথা হইতে তিনি সোম পানের প্রভাবে সকল যুদ্ধে গমন করেন ॥ ১৫ ॥ সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন ॥ ১৬ ॥ হে সোম, তোমার সেবকেরা সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্রসহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইঁহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে ॥ ১৭ ॥ হে সোম, যে যুদ্ধ তিন দিন অবিরত প্রবর্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন আনিয়া দিয়াছে, সেই অক্ষয়-অন্ন-বর্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১৮ ॥ স্তোত্রবর্ধণকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি দিন ও প্রাতঃকাল ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ করিতেছেন। ইনি বুদ্ধিমান্‌দিগের স্তোত্রের ভাগী হইয়া ইন্দ্রের হৃদয়ংগম হইতেছেন ॥ ১৯ ॥ এই প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমান্ লোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি কলসের মধ্যে সশব্দে যাইতেছেন। ইনি যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য মধু ঢালিয়া দিতেছেন ॥ ২০ ॥ এই সোম শোধিত হইয়া প্রাতঃকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী অর্থাৎ ধারা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্তা। ইনি একবিংশতি গাভী হইতে আপনার অনুপানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। এই আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে যাইবার জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ২১ ॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইয়াছ। দিব্যধামের দিকে ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়া কলসে যাও। শব্দ করিতে করিতে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছে। তুমি সূর্যকে আকাশে স্থাপন করিয়াছ ॥ ২২ ॥ প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পাড়িত হইয়া তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। হে সোম, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষ চেন। তুমি অঙ্গিরার সন্তানদিগকে গাভীসমূহ দেখাইয়া দিয়াছিলে ॥ ২৩ ॥ হে পবিত্র সোম, সৎকর্মানুষ্ঠানকারী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তোমার আশ্রয় কামনা করিয়া তোমার গুণগান করিয়া থাকে। পক্ষী তোমাকে দ্যুলোক হইতে মর্তে আনয়ন করিয়াছে। যাবতীয় স্তুতিবাক্য তোমার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে ॥ ২৪ ॥ যখন সোমরস তরঙ্গবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চতুষ্পার্শ্ব দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকেন, তখন সাতটি গাভী তাঁহার নিকট যাইয়া থাকে। ঋতের যজ্ঞস্থানে প্রকাণ্ডদেহধারী আয়ুগণ কতকগুলি ব্যক্তির নাম জলের আধারের দিকে সেই কর্মকুশল সোমকে প্রেরণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ সোমরস ক্ষরণপূর্বক তাবৎ শত্রুকে পরাজয় করিতেছেন ; যজ্ঞকর্তা ভক্তব্যক্তির জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সেই সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপনার মূর্তি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছেন, ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় মেষলোমের দিকে যাইতেছেন ॥ ২৬ ॥ শতসংখ্যক ধারা জলের ন্যায় অবাধে বহমান হইয়া পরস্পর মিলনপূর্বক হরিৎবর্ণ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে। তাঁহাকে ক্ষীরে আচ্ছাদন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করিতেছে। তিনি বেদীর তৃতীয়তলে দীপ্যমান অগ্নির উপর সংস্থাপিত হইতেছেন ॥ ২৭ ॥ হে সোম, এই তাবৎ প্রাণী তোমার স্বর্গীয় রেতঃ হইতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম, এই নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী ॥ ২৮ ॥ হে সোম, তুমি বিশাল, বিস্তৃত সমুদ্র। হে কবি, তুমিই এই পাঁচদিক (ঊর্ধ্বের দিক্ লইয়া পাঁচ) ধারণ করিয়াছ। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ কর। হে ক্ষরণশীল সোম, তোমার জ্যোতিঃরাশি সূর্যের তুল্য ॥ ২৯ ॥ হে সোম, এই ধূলিময় পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধিত হইয়া থাক। উশিজ্ নামক ব্যক্তিগণ সর্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই তাবৎ লোক তোমার দ্বারা চালিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ সোমরস শব্দ করিতে করিতে মেষলোম অতিক্রম করিতেছে। এই দ্রবাত্মক হরিৎবর্ণ রস জলে পড়িয়া শব্দ করিতেছে। ইহার ধ্যান করিতে করিতে ইহার অভিলাষিগণ ইহার স্তব করিতেছেন। ইনি যেন একটি শব্দায়মান শিশু, স্তুতিরা যেন বাৎসল্যভরে ইঁহাকে লেহন করিতেছে ॥ ৩১ ॥ এই সোম যেন সূর্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন। আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র টানিতেছেন, (অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয়)। ইনি ঋতের নূতন নূতন স্তোত্র যোগাইয়া দিতেছেন। এই নরপতি সোম আপন পাত্রে যাইতেছেন ॥ ৩২ ॥ এই সোম যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত হইতেছেন। ঋত যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, সশব্দে সেই সমস্ত পথ দিয়া যাইতেছেন। এই হরিৎবর্ণ সোম সহস্র-ধারায় সিক্ত হইতেছেন। ইনি শোধিত হইতেছেন, তদ্দর্শনে লোকের নানাবিধ বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে, ইঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে ॥ ৩৩ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি সূর্যের ন্যায় অদ্ভুত। তোমার প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্রস্বরূপ পথ দিয়া চালাইয়া দিতেছ। তুমি প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হইয়াছ; অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করিয়াছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাইতেছ ॥ ৩৪ ॥ হে সোম, তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর। তুমি নিষ্পাড়িত হইয়া ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত কর, যেহেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দিক্ দৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥ এই যে নবীন বালক সোম, যিনি বিশ্বজয়ী হইবার জন্য জন্মিয়াছেন, যিনি দিব্যলোকবাসী গন্ধর্বের ন্যায় রূপবান্, যিনি নরজাতির প্রতি কৃপাবান্, সেই সোমকে সাতজন ভগিনীতে মিলিয়া জলের মধ্যে লালনপালন করে, কেননা তিনি পালিত হইলে সমস্ত বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ॥ ৩৬ ॥ হে সোম, তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী যুতিয়া প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সেই ঘোটকীরা যেন ঘৃত, দুগ্ধ, মধু আহরণ করিয়া দেয়। হে সোম, মনুষ্যগণ যেন তোমার কার্য সিদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত থাকে ॥ ৩৭ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রসবৃষ্টি করিয়া থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দিকে ঢালাইয়া দিয়া থাক। অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যে আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে প্রাণধারণ করি ॥ ৩৮ ॥ হে সোম, তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম, তুমি বিশ্বব্যাপী; তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এতাদৃশ জানিয়া বিদ্বান্গণ বিবিধ বাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার উপাসনা করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ এই যে সোম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ উঠাইতেছেন। জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহিষের ন্যায় অবগাহন করিতেছেন। ইনি রাজা, পবিত্রই ইঁহার রথ, ইনি যুদ্ধে চলিলেন; ইনি সহস্রস্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ সোম সংসারের আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনস্বরূপ; তিনি আমাদের স্তুতিবাক্য অহর্নিশি উদয় করিয়া দিতেছেন, সেই স্তুতিবাক্য যাহার প্রভাবে আমরা সন্তানাদি লাভ করি, যাহা আমাদিগের জন্য অশেষ কাম্যবস্তুতে পরিপূর্ণ আছে। হে সোম, তুমি ইন্দ্রকর্তৃক পীত হইয়া তাঁহার নিকট আমাদিগের জন্য সন্তান ও ধন ও ঘোটক ও উত্তম অট্টালিকা চাহিয়া দাও ॥ ৪১ ॥ প্রভাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইবামাত্র সুবোধ ব্যক্তি সেই রমণীয়মূর্তিধারী হরিৎবর্ণ আনন্দকর সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করেন। সেই সোম সংসার রক্ষা করিবার উদ্দেশে নরলোকবাসী ও দিব্যলোকবাসী এই দুই-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাধান করিবার জন্য তাহাদিগের উদরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ পুরোহিতগণ সোমকে মাখিতেছেন, পৃথক করিতেছেন, উত্তমরূপে মাখিতেছেন, মধুসংযুক্ত করিতেছেন ও তৎপ্রতিভাবে মাখিতেছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্যকুশল। যখন সিন্ধু, অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হয়েন, তিনি রস সেচন করিতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁহাকে জলে লইয়া যান, যেরূপ লোকে পশুকে জলে লইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥ সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম করিয়া সকলে গান কর, তাঁহার প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছে। যেরূপ সর্প আপনার পুরাতন চর্ম ত্যাগ করে, সেইরূপ সেই ধারা যাইতেছে। সেই রসসেচনকারী হরিৎবর্ণ সোম ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় দৌড়িতেছেন ॥ ৪৪ ॥ সেই সোম রাজার ন্যায় অগ্রে চলিয়াছেন; তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাইতেছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিৎবর্ণ, তিনি জলে স্নান করিয়াছেন, তিনি দেখিতে এমনি সুশ্রী, যেন তাঁহার শরীরে ঘৃত গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি ধনের ভাণ্ডারস্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ৪৫ ॥ সোম দ্যুলোকের ধারণকর্তা, স্তম্ভস্বরূপ, তিনি উচ্চ হইয়া আছেন, তিনি মত্ততার উৎপাদক, তিনি সর্বতোভাবে তিন প্রকার উপাদানে (ঘৃত ও দুগ্ধ ও সোমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সর্বলোকে বিচরণ করেন। সেই উজ্জ্বল সোমরস যখন শব্দ করেন, তখন স্তবকর্তারা তাঁহাকে লেহন করেন, সেই সময়ে আবার ঋক্-উচ্চারণকারীরা শোধিত সোমের নিকটবর্তী হয়েন ॥ ৪৬ ॥ হে সোম, শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র মিলিত হইয়া মেষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি অতিক্রম করিতেছে। সেই সময় তুমি দুই পাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হও। প্রস্তুত হইয়া তুমি কলসে যাইয়া উপবেশন কর ॥ ৪৭ ॥ হে ক্রিয়াকুশল সোম, তুমি স্তবের দ্বারা পরিতোষিত হইতেছ, এখন মেষলোমের উপর সুমিষ্ট রস ঢালিয়া দাও। তাবৎ রাক্ষসদিগকে ধ্বংস কর, অত্রির যজ্ঞে আমরা এই দীর্ঘচ্ছন্দের স্তব পাঠ করিতেছি, যেন আমরা বীরপুত্র লাভ করি ॥ ৪৮ ॥

৮৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কবি-পুত্র উশনা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে সোম, তুমি ধাবমান হও, কলসে যাইয়া উপবেশন কর, অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করিতেছে, অন্নের দিকে যাও, ঘোটকের ন্যায় তোমাকে ধোয়াইয়া দিতেছে এবং বল্গা ধরিয়া তোমাকে কুশের দিকে লইয়া যাইতেছে ॥ ১ ॥ সোমদেব উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি অমঙ্গল নষ্ট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন। তিনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ, পৃথিবীর আধারস্বরূপ ॥ ২ ॥ উশনা ঋষি বুদ্ধিমান্ ও একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্তি ও ধীর, তিনি এইসকল গাভীর নিগূঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানুষ্ঠানপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, এই লও, তোমার সোমরস, ইহা রসসেচনকারী, তুমিও বৃষ্টিবর্ষণকারী; তোমার নিমিত্ত ইহা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইতেছে। এই সোম শতদাতা, সহস্রদাতা, বিস্তরদাতা, ইনি ক্রমাগত যজ্ঞেতে অধিষ্ঠান হয়েন ॥ ৪ ॥ এইসকল সহস্রসংখ্যক সোমরস, ইহারা দুগ্ধের দিকে ধাবমান, বিস্তর চমৎকার অন্ন লাভ ইহাদিগের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্রপথ দিয়া ইহাদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে। অন্নই ইহাদের কামনা, অন্নকামনাই ইহাদিগকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য। ইহারা যেন যুদ্ধজয়ী ঘোটকের ন্যায় ॥ ৫ ॥ এই সোমকে বিস্তর লোকে ডাকে। ইনি শোধিত হইয়া লোকদিগকে নানাবিধ অন্ন আহরণ করিয়া দেন। হে সোম, তোমাকে শ্যেনপক্ষী আনয়ন করিয়াছে, অন্ন পরিপূর্ণ করিয়া দাও, ধন দান করিতে করিতে অন্নের দিকে যাও ॥ ৬ ॥ এই যে নিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চতুষ্পার্শ্বে দৌড়িতেছেন, যেমন ঘোটককে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়িয়া যায়, যেমন তীক্ষ্ণ দুই শৃঙ্গ শানাইয়া মাহষ দৌড়িয়া যায়; অথবা যেমন বীরপুরুষ বিস্তর গাভী জয় করিবেন বলিয়া ধাবিত হয়েন ॥ ৭ ॥ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সোম, ইনি পরমধাম হইতে নিষ্পাড়নোপযোগী প্রস্তরফলকের মধ্যে আসিয়াছেন। কোন্ নিভৃত স্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। হে ইন্দ্র, তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিত হইতেছে, যেরূপ আকাশের বিদ্যুৎ মেঘদ্বারা প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে নির্গত হয় ॥ ৮ ॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত একরথে আরোহণপূর্বক বিস্তর গাভী আহরণ কর, তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘ্রই দান কর। প্রচুর ও বিস্তর অন্ন দাও, হে স্তবগ্রহণকর্তা, তুমিই অন্নের অধিপতি, সে সমস্ত অন্নই তোমার ॥ ৯ ॥

৮৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কবি-পুত্র উশনা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমার জন্য এই সোম প্রস্তুত করিতেছি। তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহা পান কর। তুমি তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছ। তুমি তাহাকে মনোনীত করিয়াছ এই অভিপ্রায়ে যে, সে তোমার সাহায্য করিবে, সে তোমাকে মত্ত করিবে ॥ ১ ॥ যেরূপ বিস্তরভারবহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তদ্রূপ সোমকে যোজনা করা হইল, কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন। পরে তাবৎ ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হউক ॥ ২ ॥ যে সোম, নিযুৎনামক ঘোটকের অধিপতি, বায়ুদেবের ন্যায় অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় ডাকিবামাত্র আসিয়া সুখ দান করেন। ধনদানকর্তা ব্যক্তির ন্যায় যিনি সকলের প্রার্থনীয় এবং সূর্যের ন্যায় যিনি মানস বেগে গমন করেন, তাঁহারই নাম সোম ॥ ৩ ॥ যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়াছ, সেই তুমি বৃত্রদিগকে বধ করিয়াছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিয়াছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করিয়াছ। তুমি তাবৎ দস্যুর নিধনকর্তা ॥ ৪ ॥ বনমধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ বল প্রকাশ করে, তদ্রূপ তুমি জলের মধ্যে আপনার বীর্য প্রকাশ কর। যেরূপ যুদ্ধে উদ্যত কোন বীরপুরুষ বিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রসর হয়েন, তদ্রূপ ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতে করিতে পূর্ণ রস প্রদান করিতেছেন ॥ ৫ ॥ আকাশের মেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয়, কিংবা যেমন নদীগণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, তদ্রূপ এই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস মেষলোম অতিক্রমপূর্বক কলসের মধ্যে যাইতেছে ॥ ৬ ॥ হে সোম, তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও; স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদিগকে সুমতি দাও। বহুসৈন্যবিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদিগের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্র দিক্ দিয়া তোমার গতি ॥ ৭ ॥ হে সোম, বরুণ রাজার ন্যায় তোমার সমস্ত কার্য। প্রকাণ্ড ও গভীর স্থানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাস্পদ বন্ধুর ন্যায় নির্মল। তুমি সূর্যদেবের ন্যায় পূজনীয় ॥ ৮ ॥

৮৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কবি-পুত্র উশনা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যেরূপ আকাশ হইতে বৃষ্টি ক্ষরিত হইয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সোম বহিতে বহিতে নানা পথে যাইতেছেন। সহস্র ধারাতে তিনি আমাদিগের মাতৃভূতা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করিতেছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করিলেন (দুগ্ধে মিশাইলেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করিলেন। এই যে সোম যাঁহাকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করিয়াছেন, ইনি নিজে দ্রবময়, জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাড়িয়া গেলেন। অগ্নি ইঁহার পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সেই অগ্নি আপন সন্তান সোমকে পান করিলেন ॥ ২ ॥ এই যে সোম, যিনি সিংহতুল্য, যিনি মধু বহাইয়া দেন, যিনি দেখিতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী, ইনিই গাভী কোথা, ইহা জিজ্ঞাসা করেন, অর্থাৎ গাভী জয় করিয়া আনেন। ইঁহারই সাহায্যে বৃষ্টিসেচনকারী ইন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বভুবন রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥ এই যে সোম, ইনি যেন একটি দুর্দান্ত ঘোটক, ইঁহার পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, ইঁহাকে প্রকাণ্ডচক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা করিয়া থাকে, আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর ন্যায়, অথবা সপত্নীর ন্যায়, অথবা একবংশোৎপন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায়, ইঁহারা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা করিয়া দিতেছেন, ইঁহারা এই ঘোটককে উৎসাহিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ চারিটি গাভী এই সোমের সেবা করিতেছে, তাহাদিগের দুগ্ধ যেন ঘৃতের ন্যায়, তাহারা একই আশ্রয়স্থানের মধ্যে উপবেশন করিয়াছে, তাহারা দুগ্ধদানপূর্বক ইঁহার সন্নিহিত হইতেছে। সেই বৃহৎ বৃহৎ গাভী ইঁহাকে ঘেরিয়া আছে ॥ ৫ ॥ এই সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারিস্বরূপ ; পৃথিবীর আধারস্বরূপ, সমস্ত জীবজন্তু ইঁহার হস্তগত। তুমি স্তব করিতেছ, তোমার নিকট আসিবার জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করিতেছেন। তিনি মধুময় অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ৬ ॥ হে বলশালী সোম, দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি ইহার দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্তা। আমাদিগের প্রার্থনা যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি ॥ ৭ ॥

৯০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। মৈত্রাবরুণি-বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

পুরোহিতগণ সোমকে চালাইয়া দিলেন। তিনি রথের ন্যায় চলিলেন। অন্ন দান করা তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকটে যাইবেন, সেই জন্য অস্ত্রশস্ত্র শান দিতেছেন, তিনি আমাদিগকে দিবার জন্য দুই হস্তে অশেষ ধন ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১ ॥ এই যে সোম, যাঁহাকে তিনবার নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, যিনি অন্ন বিতরণ করেন, তাঁহার উদ্দেশে পুরোহিতদিগের স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে। যেমন বরুণ নদীর পরিচ্ছদ পরিধান করেন, ইনি তেমনি জলের পরিচ্ছদ পরিতেছেন, ইনি রত্নের বিতরণকর্তা, মনোমত অশেষ বস্তু দয়া করিয়া দিতেছেন ॥ ২ ॥ হে সোম, তুমি একাই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমি জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা যে, তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেহ আঁটিতে পারে না, তুমি সকল শত্রু পরাভব কর ॥ ৩ ॥ হে সোম, কি বিশাল তোমার যাইবার পথ, তুমি অভয়দান করিতে করিতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হইতে জললাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গলাভ ও গাভীলাভ হয়। তুমি একবার শব্দ কর, তাহা হইলেই আমাদিগের প্রচুর অন্ন লাভ হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ হে সোম, প্রার্থনা করি যে, তুমি ইন্দ্রকে মত্ত কর, বরুণ ও মিত্র ও বিষ্ণু ও বলবান্ বায়ু ও সকল দেবতাকে মত্ত কর। তাঁহাদিগের বিপুল আনন্দ উৎপাদন কর ॥ ৫ ॥ হে সোম, এইরূপে তোমাকে স্তব করিলাম। তুমি কর্মানুষ্ঠানতৎপর রাজার ন্যায় নিজ বলের দ্বারা আমাদিগের পাপসমূহ ধ্বংস করিতে করিতে ক্ষরিত হও। সুন্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঠ করা হইয়াছে, অন্ন বিতরণ কর। তোমরা সকলে পান কর, তাহাতে যেন আমাদিগের কল্যাণ হয় ॥ ৬ ॥

৯১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বুদ্ধিমান্ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত সোমকে প্রেরণ করা হইল, যেরূপ যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, তদ্রূপ তিনি শব্দ করিলেন। দশ ভগিনী মিলিয়া ঊর্ধ্বে ধাবিত পবিত্রের উপর অগ্নিতুল্য সেই সোমকে এমনিভাবে ঢালিতেছে, যেন তিনি স্বীয় আধারে গিয়া পড়েন ॥ ১ ॥ নহুষ-সন্তানেরা উত্তম স্তব পাঠ করিতে করিতে সোমকে প্রস্তুত করিলেন, এখন ইনি স্বর্গবাসীদিগের নিকট যাইবেন। ইনি অমৃত, মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ ইঁহাকে মেষলোম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোচর্ম ও জলের দ্বারা শোধন করিতেছে, ইনি যজ্ঞে যাইতেছেন ॥ ২ ॥ রসবর্ষণকারী সোম, জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইয়া এই উজ্জ্বল গব্য দুগ্ধের দিকে যাইতেছেন। তিনি ঋক্ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি স্তোত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধ্বংসবর্জিত সহস্র পথ দিয়া পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রমপূর্বক যাইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সোম, রাক্ষসদিগের পুরী দৃঢ় হইলেও ধ্বংস কর, ক্ষরিত হইয়া তুমি তাহাদিগের অন্ন আচ্ছাদন কর, অর্থাৎ আহরণ করিয়া আমাদিগকে দাও। কি উপরে, কি নিকটে, কি দূরে, যে স্থান হইতে তাহাদিগকে কেহ আনয়ন করে ও তাহাদিগের নেতা হয়, তাহাকে এমনি ছেদন কর যে, তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ হে সর্বলোকের প্রার্থনীয় সোম, আমি নবীন লোক, আমি তোমার উত্তমরূপ স্তব করিয়াছি, যেরূপ প্রাচীন লোকদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিয়াছ, তদ্রূপ আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত দেখাইয়া দাও। তোমার এতাদৃশ যে সকল প্রকাণ্ড অংশ আছে, যাহা বিপক্ষেরা সহ্য করিতে পারে না, যাহা বিপক্ষদিগকে সংহার করে। হে বহুকর্মকারী, বহুশব্দকারী সোম, আমরা যেন সেই সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই ॥ ৫ ॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইতেছ, আমাদিগকে জল, স্বর্গ ও গোধন ও বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র দাও। আমাদিগের ক্ষেত্রের মঙ্গল কর। আমাদিগের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র যেন জাজ্বল্যমান থাকে। আমরা যেন চিরকাল সূর্যের আলোক প্রাপ্ত হই ॥ ৬ ॥

৯২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই যে হরিৎবর্ণ ও লতাতন্তুর আকারধারী সোম যাহাকে পবিত্রের উপর নিষ্পীড়নপূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা হইতেছে, ইনি যুদ্ধের রথের ন্যায় চলিলেন, ইঁহার অভিপ্রায় ধন দান করিবেন, শোধিত হইবার সময় ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শ্লোকের স্তব প্রাপ্ত হইলেন; ইনি তৃপ্তি-উৎপাদক বিবিধ অন্ন লইয়া দেবতাদিগের নিকট গেলেন ॥ ১ ॥ মনুষ্যদিগের হিতৈষী বুদ্ধিমান্ সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। পরে আপন স্থানে গেলেন, যেরূপ হোমকর্তা পুরোহিত যজ্ঞে উপবেশন করেন, ইনি তদ্রূপ পাত্রে পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন। সাতজন সুপণ্ডিত ঋষি ইঁহার দিকে যাইতেছেন ॥ ২ ॥ সুবোধ, পথপ্রদর্শনকারী এবং তাবৎ দেবতার প্রীতিপদ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন। সর্বপ্রকার স্তুতিবাক্যে প্রীতিলাভপূর্বক এই সুপণ্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লোকের অনুগমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, তোমার সেই সুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবতা লোচনের অগোচর স্থানে রহিয়াছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোমময় পবিত্রের মধ্যে রাখিয়া দশ অঙ্গুলি তোমাকে শোধন করিতেছে, আর প্রকাণ্ড সপ্তনদী নিজ নিজ বারি দিয়া তোমাকে শোধন করিতেছে ॥ ৪ ॥ যে স্থানে তাবৎ স্তুতিবাক্য-রচয়িতারা স্তব করিবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সেই সত্যস্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সেই সোম যাঁহার জ্যোতিঃদ্বারা আলোক উদয় হইয়া দিবসের আবির্ভাব করিয়াছে। যাঁহার জ্যোতিঃ মনু রক্ষা করিয়াছে এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ যেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ঞীয় পশু থাকে, সেই বাটীতে যায়, যেমন প্রকৃত রাজা যুদ্ধস্থলে যান; তদ্রূপ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন; যাইয়া বনচারী মহিষের ন্যায় জলের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন ॥ ৬ ॥

৯৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। গোতম-পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দশ ভগ্নী অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি, একসঙ্গে জল সেচন করিতে করিতে সোমকে শোধন করিতেছে, সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালাইয়া দিতেছে। হরিৎবর্ণ ধারণপূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন, বেগবান্ ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করিলেন ॥ ১ ॥ যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীরা ধারণ করেন, তদ্রূপ সর্বজনের রসবর্ষণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারী এই সোমরস জলদিগের দ্বারা ধাবিত হইতেছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন, ইনি তদ্রূপ আপন স্থানে যাইতেছেন ; যাইয়া কলসের মধ্যে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ সোম গাভীর দুগ্ধস্থান আপ্যায়িত করিয়াছেন। সেই সুপণ্ডিত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। সেই সোম যখন উন্নত স্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হইলেন, তখন ধৌতবস্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাঁহাকে ঢাকিয়া দিল ॥ ৩ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি আমাদিগের প্রতি বৎসল হইয়া দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদিগকে ঘোটক ও ধন বিতরণ কর, তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদিগের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া যেন প্রচুর ধন দিবার বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হয় ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইতেছ, আমাদিগের লোকবল করিয়া দাও এবং ধন মাপিয়া দাও, সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে, এরূপ জল আমাদিগকে দাও। তোমাকে যে স্তব করে, যেন তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন দিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েন ॥ ৫ ॥

৯৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঘোর-পুত্র কণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ঘোটকের ন্যায় যখন এই সোমকে সুসজ্জিত করা হইল, কিংবা যখন সূর্যের ন্যায় ইহার কিরণ নির্গত হইতে লাগিল, তখন অঙ্গুলিবর্গ পরস্পর স্পর্ধা সহকারেই শোধন করিতে যাইতেছে, ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কবিদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, যেরূপ কোন গোপাল গোচারণের জন্য অতি সুন্দর গোষ্ঠে যায়, তদ্রূপ ইনি যাইতেছেন ॥ ১ ॥ জলের আধারস্বরূপ যে আকাশ সোম, সেই আকাশের দুই অংশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করিতেছেন। সেই সর্বজ্ঞ সোমের কিরণসমূহ বিস্তারিত হইবে বলিয়া সমস্ত ভুবন বিস্তীর্ণ হইতেছে। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠে শব্দ করে, তদ্রূপ যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে শব্দ করিতেছে ॥ ২ ॥ বুদ্ধিমান্ সোম যখন স্তুতিবাক্য সমস্ত গ্রহণ করেন ; তখন বীরপুরুষের রথের ন্যায় তিনি সর্বত্র গতিবিধি করেন। তিনি দেবতাদিগের ধন মনুষ্যদিগকে দেন, সেই ধনের বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞভবনে সোমকে স্তব করা উচিত ॥ ৩ ॥ সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন্য তিনি অংশু ও লতাপ্রতান হইতে নির্গত হয়েন। স্তুতিকারী ব্যক্তিদিগকে তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন। তাঁহার নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করা যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া সকল সংগ্রামে জয়ী হয়েন ॥ ৪ ॥ হে সোম, যেন তোমার প্রসাদে সম্পত্তি ও অন্ন ও বল, বীর্য ও গো, অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোতিঃ বিধান কর, দেবতাদিগকে আনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীলাক্রমে পরাভব কর। হে ক্ষরণশীল সোম, শত্রুদিগকে বধ কর ॥ ৫ ॥

৯৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

চতুর্দিকে প্রস্তুত হইতে হইতে হরিৎবর্ণ সোম পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছেন, শোধিত হইতে হইতে কলসের মধ্যে বসিতেছেন ; মনুষ্যদিগের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তাঁহার মূর্তি তাহাতে ধৌতবস্ত্রবৎ শুভ্রবর্ণ হইতেছে। একারণ তাঁহার উদ্দেশে হোমের বস্তু দিতেছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছে ॥ ১ ॥ যেরূপ নাবিক নৌকাকে চালাইয়া দেয় ; তদ্রূপ সোম প্রস্তুত হইতে হইতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্ফূর্তি করিয়া দিতেছেন। তিনি নিজে দেব ; যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দেবতাদিগের গোপনীয় নামসকল উপস্থিত করিয়া দিতেছেন ॥ ২ ॥ স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে জলের তরঙ্গের ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইতেছে, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাইতেছে, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে চায়, তিনিও তাহাদিগকে চান ॥ ৩ ॥ যেরূপ পর্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাকে তদ্রূপ সেই সোম প্রস্তরনির্মিত আধারে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই রসবর্ধণকারী অংশুরূপী (আঁশ ডাটা) সোমকে ঋত্বিকেরা শোধনপূর্বক প্রস্তুত করিতেছে। সেই শব্দকারী সোমের উদ্দেশে স্তুতিবাক্যগুলি যাইয়া মিলিত হইতেছে। সেই সোম তিন আধারে স্থাপিত হইয়া আকাশস্থিত শত্রুনিবারণকারী ইন্দ্রকে পরিপুষ্ট করিতেছেন ॥ ৪ ॥ যেরূপ উপবক্তা-নামক পুরোহিত হোতাকে বলিয়া দেয়। তদ্রূপ হে সোম, তুমি শোধিত হইবার সময় স্তুতিবাক্যগুলি স্ফূর্তি করিয়া দাও। যে সময়ে তুমি ও ইন্দ্র একত্রে যজ্ঞে উপস্থিত হও,তখন যেন আমরা সৌভাগ্যশালী ও বলবীর্যসম্পন্ন হই ॥ ৫ ॥

৯৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদিগের গোধন হরণ করিবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইঁহার সেনা ইঁহাকে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা ইঁহার সখা, তাহারা ইন্দ্রের আহ্বান করে। ইনি তাহাদিগের সেই কার্য সুসম্পন্ন করেন, যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখিয়া ইন্দ্র শীঘ্র আসিবেন, ইনি সেই সকল বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ অঙ্গুলিগণ ইঁহার হরিৎবর্ণ অংশু নিষ্পাড়িত করিতেছে। ইঁহার নিষ্পীড়িত রস পবিত্রের সর্বত্রব্যাপী হইয়াও সংলগ্ন থাকিতেছে না, (অর্থাৎ অক্লেশে ছাঁকা হইতেছে)। সোম সেই পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ করিতেছেন। সেই রথে আরোহণ পূর্বক সুপণ্ডিত সোম ইন্দ্রের সহিত স্তুতিবাক্যের দিকে যাইতেছেন॥ ২॥ হে সোম, এই যজ্ঞ দেবতাদিগের দ্বারা আকীর্ণ হইয়াছে, ইন্দ্র তোমাকে পান করিবেন। যাহাতে প্রচুররূপে তোমাকে তাঁহারা পান করেন, তদর্থে তুমি দীপ্যমান মূর্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল সৃষ্টি কর, দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত কর। আকাশ হইতে আসিয়া শোধিত হও এবং আমাদিগের উপকার কর ॥ ৩ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, যাহাতে আমরা পরাজয় বা নিধন না হই, যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ে বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে ক্ষরিত হও। এই সকল বন্ধুবর্গ তাহাই কামনা করিতেছেন। আমিও তাহাই কামনা করিতেছি ॥ ৪ ॥ সোম ক্ষরিত হইতেছেন। ইহা হইতেই স্তুতিবাক্যসমূহের উৎপত্তি, ইহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক ও অগ্নি ও সূর্য ও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি ॥ ৫ ॥ এই সোম শব্দ করিতে করিতে পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন, ইনি দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, ইনি কবিদিগের শব্দবিন্যাস স্ফূর্তি করিয়া দেন, ইনি মেধাবীদিগের মধ্যে ঋষিতুল্য, ইনি বনচারী পশুদিগের মধ্যে মহিষবৎ; গৃধ্রদিগের পক্ষে পক্ষীরাজস্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতিনামক সর্বপ্রধান অস্ত্র ॥ ৬ ॥ যেরূপ সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, তদ্রূপ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে পুরোহিত-মুখোচ্চারিত অতি চমৎকার স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন, ইনি অন্তর্যামী; ইনি দুর্নিবার বীর্যধারণ পূর্বক শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষের গোধন লইবার উদ্দেশে শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে সোম, তুমি মত্ততার উৎপাদক; তোমার সহস্র ধারা ক্ষরিতেছে; তুমি শত্রুদিগকে সংহার কর। তোমার নিকটে কেহ যাইতে পারে না; এতাদৃশ তুমি বিপক্ষ সৈন্যের দিকে গমন কর। হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি পণ্ডিত; তুমি গাভীদিগকে প্রেরণ করিতে করিতে তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের প্রতি প্রেরণ কর॥ ৮॥ সোম প্রীতি উৎপাদন করেন; তিনি চমৎকার; দেবতারা তাঁহার নিকটে যান; তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করিবার জন্য সহস্রধারা ধারণ পূর্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘোটকের ন্যায় যাইতেছেন ॥ ৯ ॥ সেই সোম আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের উপার্জিত বস্তু; তাঁহার অশেষ ধন আছে; তিনি জন্মমাত্র জলে শোধিত হয়েন; প্রস্তর ফলকে তাঁহাকে নিষ্পাড়িত করে। তিনি হিংসকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তিনি তাবৎ প্রাণীর রাজা। তিনি শোধিত হইতে হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি দেখাইয়া দিতেছেন ॥ ১০ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, আমাদিগের সুবোধ পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশ্রয় করিয়া পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তুমি দুর্ধর্ষভাবে বিপক্ষদিগকে হিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দাও, আমাদিগকে ঘোটক ও সৈন্য ও ধন প্রদান কর ॥ ১১ ॥ যেরূপ তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হইয়াছিলে, অন্ন দিয়াছিলে, বিপক্ষ সংহার করিয়াছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্তু দিয়াছিলে এবং হোমের দ্রব্য পাইয়াছিলে ; তদ্রূপ এখন ক্ষরিত হও ; ধন দান কর ; ইন্দ্রকে আশ্রয় কর ; যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন কর ॥ ১২ ॥ হে সোম, তুমি যজ্ঞবান্, অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই ; তোমাতে মধু আছে ; তুমি জলের বস্ত্র পরিধান করিয়া মেষলোমময় উন্নত আধারে ক্ষরিত হও। তাহার নিম্নস্থিত ঘৃতযুক্ত কলসে যাইয়া উপবেশন কর, ইন্দ্রের যত পানীয় বস্তু আছে, তুমি সর্বাপেক্ষা আনন্দকর ও মত্ততাজনক ॥ ১৩ ॥ হে সোম, তুমি আকাশ হইতে বৃষ্টির আকারে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও ; অশেষ বস্তু আহরণ কর ; অন্ন বিতরণ কর। এই দেবতাবর্গসমাকীর্ণ যজ্ঞমধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর ; দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের পরমায়ু বর্ধন কর ॥ ১৪ ॥ এই সেই সোম স্তবের সহিত ক্ষরিত হইতেছেন ; বেগবান্ ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছেন। গাভীর অতি চমৎকার দুগ্ধের ন্যায় ইঁহার আস্বাদন ; প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করিয়া দেন ; সুশিক্ষিত ও সুবশীভূত অশ্বের ন্যায় ইনি কার্যোপযোগী হয়েন ॥ ১৫ ॥ হে সোম, তোমার যুদ্ধাস্ত্র অতি সুন্দর। নিষ্পীড়ন করিয়া তোমাকে নিষ্পীড়িত করিতেছেন ; তোমার সেই যে মনোহর মূর্তি, যাহা আচ্ছাদিত আছে, তাহা ধারণ কর। যখন আমাদিগের অন্ন কামনা হয়, তখন ঘোটকের ন্যায় তুমি অন্ন আহরণ করিয়া দাও। হে দেব সোম, তুমি পরমায়ু বৃদ্ধি কর ; গাভী আহরণ করিয়া দাও॥ ১৬ ॥ হরিৎবর্ণ সোম যখন বালকের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেবতারা ইঁহার গাত্র মার্জনা করিয়া দেন, ইঁহাকে সপ্ত প্রকার অলংকারে সুশোভিত করেন। পরে বুদ্ধিমান্ সোম কবিতা প্রাপ্ত হইয়া নিজে কবি হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করেন ॥ ১৭ ॥ সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলই দেখিতে পায় ; সোম সকলই দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব ; কবিদিগের পদ স্খলিত হইলেই তিনি বলিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড ; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন ; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে ॥ ১৮ ॥ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতেছেন ; তিনি একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন ; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময় ; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন ; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়া তাঁহার চতুর্থ স্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন ॥ ১৯ ॥ সোম সুন্দর পুরুষের ন্যায় আপনার শরীর পরিষ্কার করিতেছেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় ধন দান করিতে ধাবিত হইতেছেন। যেমন বৃষ যূথের দিকে যায়, সেইরূপ তিনি কলসে যাইতেছেন ; তিনি শব্দ করিতে করিতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তরফলকদ্বয়ে বিসারিত হইতেছেন ॥ ২০ ॥ হে সোম, প্রধান ব্যক্তিরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি ক্ষরিত হও। শব্দ করিতে করিতে মেষলোমের সর্বভাগে বিস্তারিত হও, দুই ফলকের উপর ক্রীড়া করিতে করিতে কলসে প্রবেশ কর। তোমার আনন্দকর রস শোধিত হইয়া ইন্দ্রকে মত্ত করুক ॥ ২১ ॥ ইঁহার বৃহৎ বৃহৎ ধারাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলসে প্রবেশ করিলেন। ইনি গান করিতে পটু, অতএব গান করিতে করিতে এই পণ্ডিত আসিতেছেন, লম্পট কোন বন্ধুব্যক্তির প্রণয়িনীর দিকে যেরূপ যায়, সেইরূপ আগ্রহের সহিত আসিতেছেন ॥ ২২ ॥ হে ক্ষরণশীল, শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে আসিতেছ। যেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যায়, সেইরূপ আসিতেছ। তোমাকে চতুর্দিকে স্তব করিতেছে। যেরূপ পক্ষী উড্ডীন হইয়া বনে যাইয়া বসে, তদ্রূপ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইয়া বসিতেছেন॥ ২৩ ॥ হে সোম, ক্ষরণকালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণীবর্গের ন্যায় চলিতেছে ; তাহারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নিষ্পীড়িত হইয়া আসে। দৈবকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কলসের মধ্যে আনীত হইয়া সেই উজ্জ্বল সর্বজনকামনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঋষি : ১-৩ মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ ; ৪-৬ বসিষ্ঠ-পুত্র ইন্দ্রপ্রমতি ; ৭-৯ বসিষ্ঠ-পুত্র বৃষগণ ; ১০-১২ বসিষ্ঠ-পুত্র মন্যু ; ১৩-১৫ বসিষ্ঠ-পুত্র উপমন্যু ; ১৬-১৮ বসিষ্ঠ-পুত্র ব্যাঘ্রপাদ্ ; ১৯-২১ বসিষ্ঠ-পুত্র শক্তি ; ২২-২৪ বসিষ্ঠ-পুত্র কর্ণশ্রুদ্ ; ২৫-২৭ বসিষ্ঠ-পুত্র মৃড়ীক ; ২৮-৩০ বসিষ্ঠ-পুত্র বসুক্র ; ৩১-৪৪ শক্তি-পুত্র পরাশর ; ৪৫-৪৮ অঙ্গিরা-পুত্র কুৎস। ত্রিষ্টুপ্।

সুবর্ণের দণ্ড এই সোমকে আহ্লাদিত করিল ; তদ্দ্বারা শোধিত হইয়া ইনি আপনার রস দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করিলেন। যেরূপ ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্মিত ভবনে যান, তদ্রূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের চতুর্দিকে যাইতেছেন ॥ ১ ॥ তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছ ; তুমি মহাকবি, অনেক প্রকার বর্ণনা পাঠ করিতেছ, তুমি শোধিত হইতেছ, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান ॥ ২ ॥ সেই যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদিগের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্থানস্থিত পবিত্রে শোধিত হইতেছেন। তুমি শোধিত হইতে হইতে শব্দ কর, আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ তোমরা গান ধর। এস, দেবতাদিগকে অর্চনা করি। বিপুল অর্থলাভের জন্য সোমকে প্রেরণ কর। তিনি দৈবকর্মনিষ্ঠ, তিনি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন, কলসের মধ্যে বসিতেছেন ॥ ৪ ॥ সোম দেবতাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করিতে করিতে মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সহস্রধারায় ক্ষরিত হইতেছেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছে, তিনি আপনার পূর্বতন স্থান গ্রহণ করিতেছেন, বিশিষ্ট সৌভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইন্দ্রের নিকট গেলেন ॥ ৫ ॥ হে উজ্জ্বল, স্তবকর্তাকে ধন দিবার জন্য আইস। যুদ্ধের জন্য তোমার উৎপাদিত মত্ততা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হউক। রথে আরোহণ পূর্বক দেবতাদিগের সহিত যাও, অন্ন লইয়া আইস। তোমরা সকলে স্বস্তিবচনের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ উশনার ন্যায় কবির রচনা উচ্চারণ করিতে করিতে এই দেব সোম দেবতাদিগের জন্মবৃত্তান্ত কহিতেছেন। ইঁহার ব্রত অতি মহৎ, ইনি সাধুদিগেরই বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করিতে করিতে বরাহগতিতে আসিতেছেন ॥ ৭ ॥ সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহমধ্যে বেগে প্রবেশ করিল, কারণ দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে একত্রে মিলিত হইয়া বর্ণনা করিতেছে ॥ ৮ ॥ তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন। তিনি অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গসঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরলস্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ গাভীদুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া ঘোটকের ন্যায় সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের বলাধান এবং মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন। তিনি রাক্ষস সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করিতেছেন, তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন ॥ ১০ ॥ মধুর ন্যায় সুস্বাদুধারাযুক্ত হইয়া প্রস্তর-ফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন ॥ ১১ ॥ সোমদেব শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের প্রিয়বস্তু দিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি দেবতাদিগের নিকট আপনার রস লইয়া যাইতেছেন। যে কালের যে ধর্মকর্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি তাহাকে লইয়া গেল ॥ ১২ ॥ রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিতবর্ণধারী সোম শব্দ করিয়া উঠিলেন। গাভীদিগকে শব্দ করাইতে করাইতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে গমন করেন। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তাঁহার শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি আমাদিগের এই স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে করিতে যুদ্ধে যাইতেছেন ॥ ১৩ ॥ হে রসশালী সোম, দুগ্ধ-সহযোগে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালাইতে চালাইতে আসিতেছ। তুমি অবিচ্ছিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া আসিতেছ। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করিতেছি॥ ১৪॥ তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, মত্ততার জন্য ক্ষরিত হও। জলবর্ধণকারী মেঘকে আপনার নিয়মের বশীভূত কর। তোমাকে চতুর্দিকে সেচন করা হইয়াছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক গোধন লাভের নিমিত্ত আগমন কর॥ ১৫॥ আমাদিগের এইসকল স্তব গ্রহণ কর, আমাদিগের সুগম পথ করিয়া দাও; আমাদিগকে নানাপ্রকার কাম্যবস্তু দিতে দিতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও; আমাদিগের চতুর্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের ন্যায় নিবারণ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পরিত্রের উপর ধারার আকারে আগমন কর॥ ১৬॥ তুমি আমাদিগের জন্য দিব্যলোক হইতে এরূপ বৃষ্টি আনিয়া দাও, যাহা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম, পৃথিবীস্থিত এইসকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের ন্যায়, ইহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি আগমন কর॥ ১৭॥ আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন করিয়া দাও। শোধিত হইতে হইতে তুমি আমাকে সরল পথ দেখাইয়া দাও এবং বলশালী কর। হে সোম, যখন তোমাকে প্রস্তুত করে, তখন তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিতেছিলে। হে দেব, এই ব্যক্তির এই গৃহ রহিয়াছে, তুমি আগমন কর॥ ১৮॥ দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হইতেছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে গমন কর। তুমি সহস্রধারা ধারণপূর্বক সুন্দরগন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যেহেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত অন্ন আহরণ করিয়া দিতে হইবে॥ ১৯॥ যেরূপ ধাবনক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করিয়া দিলে এবং রথে যোজিত না থাকিলে ঘোটকেরা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল সোমরস ধাবিত হইতেছে, পান করিবার জন্য তোমরা নিকটবর্তী হও॥ ২০॥ হে সোম, এই দেবসমাগমে তুমি উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও, সোম আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু এবং ধন এবং বীর পুত্রপৌত্র প্রদান করুন॥ ২১॥ যেইমাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হইতে স্তুতিবাক্য নির্গত হয়, অথবা যেই মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্য অনুষ্ঠান কালে আহরণ করা হয়, অমনি গাভীর দুগ্ধ সাভিলাষে সোমের দিকে যাইয়া থাকে, তিনি তৎকালে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তিনি যেন উহাদিগের প্রেমাস্পদ স্বামীর তুল্য॥ ২২॥ এই স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাদিগকে দান করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞীয় রস সেচন করিতেছেন। ইনি ধর্মকার্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য, দশ অঙ্গুলি ইঁহাকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়াছে॥ ২৩॥ সতর্ক সাবধান সোম দেবতাদিগের রাজা, ইনি পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি দেবতা ও মনুষ্যবর্গ, এই দুই বর্গের নিমিত্ত দুই প্রকারে আগমন করেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে ইনি সহায়তা করিতেছেন॥ ২৪॥ অন্নদান করিবার জন্য, ইন্দ্র এবং বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সেই সোম ঘোটকের ন্যায় আসিতেছেন। সেই তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের নিমিত্ত ধন আনিয়া দাও॥ ২৫॥ এই যে সমস্ত সোমরস, দেবতাদিগের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে যাঁহাদিগকে সেচন করা হইতেছে, তাঁহারা আমাদিগের গৃহ সন্তানসন্ততিসমাকীর্ণ করিয়া দিন। তাঁহারা স্তবপ্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের উপযোগী হইতেছেন; তাঁহারা তাবৎ লোকের কামনীয়, তাঁহারা হোমকর্তা পুরোহিতদিগের ন্যায় দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদিগের তুল্য আনন্দবিধানকারী কেহই নাই॥ ২৬॥ হে দেব, দেবতারা তোমাকে পান করেন; এই দেবতা-সমাকীর্ণ যজ্ঞে ক্ষরিত হও, প্রচুররূপে তোমার পান হইবেক। যুদ্ধে যেন আমরা বলশালী ও বিপক্ষপরাভবকারী হই; তুমি শোধিত হইতে হইতে দ্যুলোক ও ভূলোককে আমাদিগের পক্ষে শুভকর করিয়া দাও॥ ২৭॥ ধারার সহিত মিলিত হইয়া, তুমি অশ্বের ন্যায় শব্দ কর। তুমি ভয়ানক সিংহের ন্যায়। তুমি মানস অপেক্ষাও অধিক বেগশালী। অতি সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে, সেই পথ দিয়া আমাদিগের সুখ ও মনের প্রসন্নতার জন্য ক্ষরিত হও॥ ২৮॥ দেবতাদিগের জন্য উৎপন্ন হইয়া ইঁহার শতধারা প্রস্তুত হইল। কবিরা যেরূপ প্রকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সমস্ত ধারার শোধন করিতেছেন। হে সোম, স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করিয়া দাও ; তুমি প্রকাণ্ড ধন সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক ॥ ২৯ ॥ স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায় তাঁহার ধারা সৃষ্ট হইল, দিনের অধিপতির ন্যায় সেই পণ্ডিত মিত্র দেবতার নিকটে যাইতেছেন। যেরূপ পুত্র নানাপ্রকারে পিতার উপকার করে, তদ্রূপ তুমি এই ব্যক্তিকে সর্বত্র জয়ী কর ॥ ৩০ ॥ অগ্রে তোমার মধুময় ধারাসমস্ত প্রস্তুত হইল, পরে তুমি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক শোধিত হইলে। হে ক্ষরণশীল, তুমি দুগ্ধের আধারে গেলে ; তুমি উৎপন্ন হইয়া স্তুতিবাক্যের দ্বারা সূর্যকে প্রীত করিলে ॥ ৩১ ॥ হে শুভ্রবর্ণ সোম, তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করিতে করিতে অমৃতের আধারের ন্যায় শোভা পাইতেছ। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইতেছ। তোমার স্তবের জন্য কবিদিগের বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে ॥ ৩২ ॥ হে সোম, তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ, নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত কর। দেবতাদিগের সমাগমস্থানস্বরূপ এই যজ্ঞের কার্যে আপনার ধারাগুলি বিস্তারিত করিতেছ। সোমের আধারভূত কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। শব্দ করিতে করিতে সূর্যের কিরণে গমন কর ॥ ৩৩ ॥ সোম বহনকর্তা, তিনি তিনপ্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন, সেই সকল শব্দই যজ্ঞানুষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী। যেরূপ গাভীগণ সম্ভাষণ করিতে করিতে বৃষের দিকে যায়, তদ্রূপ স্তুতিবাক্যগুলি সাভিলাষে সোমের দিকে যাইতেছে ॥ ৩৪ ॥ নবপ্রসূত গাভীগণ সোমের কামনা করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্তবের দ্বারা সোমের সম্ভাষণ করেন। সোম প্রস্তুত হইতে হইতে ঘৃতাদিসংযোগে শোধিত হইতেছেন। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমকে স্তব করিতেছে ॥ ৩৫ ॥ হে সোম, তোমাকে সেচন করা হইতেছে ॥ তুমি শোধিত হইয়া ক্ষরিত হও, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়, উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে করিতে ইন্দ্রের দেহমধ্যে প্রবেশ কর। স্তবের বৃদ্ধি কর, স্তব বিস্তারিত কর ॥ ৩৬ ॥ সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান্ সোম শোধিত হইয়া যজ্ঞস্থলে স্তবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পানপাত্রে উপবেশন করিলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুণ পুরোহিতগণ আদরের সহিত দুই দুই জন করিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ তিনি শোধিত হইয়া যেন সূর্যের নিকটবর্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যেন তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন ; যেরূপ কেহ কোন কার্য করিলে তাহাকে বেতন দেওয়া হয়, তদ্রূপ তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন দেন ॥ ৩৮ ॥ তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন ; রসসেচনকারী সোম শোধিত হইয়া আপনার জ্যোতিঃদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অশেষজ্ঞানসম্পন্ন আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ পর্বত হইতে গাভী আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ রসের সমুদ্রস্বরূপ সেই সোম প্রথমে সৃষ্টি হইয়া শব্দ করিলেন, তিনি সর্বভূতের রাজা, তাঁহা হইতে প্রজাবৃদ্ধি হয়। রসবর্ষণকারী জ্যোতির্ময় সোম নিষ্পীড়িত হইবার সময় উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥ বিপুলমূর্তি সোম মহৎ কার্য করিয়াছেন, তিনি দেবতাদিগের নিকট প্রচুর বৃষ্টি চাহিয়া লইলেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের বলাধান করিলেন, সূর্যের উজ্জ্বল্য উৎপাদন করিলেন ॥ ৪১ ॥ হে সোম, ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর, মিত্র ও বরুণ ও বায়ুকে মত্ত কর। মরুৎগণের দলকে মত্ত কর, হে সোমদেব, সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত কর ॥ ৪২ ॥ সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নষ্ট কর। শত্রুদিগের বেগের বাধা দাও। গাভীর দুগ্ধ ও জলকে আশ্রয় কর। তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা তোমার সখা ॥ ৪৩ ॥ তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ করিয়া দাও, ধনের প্রস্রবণ এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন ক্ষরণ করিয়া দাও। তুমি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের রসনায় সুস্বাদু হও, আকাশ হইতে আমাদিগকে ধন আহরণ করিয়া দাও ॥ ৪৪ ॥ সোম ধারার আকারে নিষ্পাড়িত হইলেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় গমনকারী, তিনি নদীর ন্যায় সবেগে নিম্নের দিকে গেলেন। তিনি শোধিত হইয়া জলের আধারে বসিলেন, তিনি জল ও দুগ্ধে মিশ্রিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ এই সেই বুদ্ধিমান্ সোম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হইতেছেন, ভক্তের দিকে যাইতে তাঁহার বিশেষ ত্বরা আছে। তিনি সকল দিক্ দেখেন, তিনি প্রধান, তাঁহার তেজঃই যথার্থ। দৈবকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মূর্তিমান্ অভিলাষের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥ এই সোম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত শোধিত হইতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুগ্ধদোহনকারিণী কন্যার জ্যোতিঃ ইঁহার নিকট অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। যেরূপে হোমকর্তা পুরোহিত সভায় গমন করেন, সেইরূপে ইনি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এই ত্রিমিশ্রিত মূর্তি ধারণপূর্বক শব্দ করিতে করিতে জলের মধ্যে যাইতেছেন ॥ ৪৭ ॥ হে সোমদেব, তুমি প্রধান, তুমি ফলকদ্বয় হইতে অতি সুস্বাদু হইয়া জলের মধ্যে ক্ষরিত হও। শোধিত হইয়া তোমার রস মধুবৎ। যজ্ঞ তোমারই ; তুমি সূর্যদেবের ন্যায়, তোমার স্তবই যথার্থ ॥ ৪৮ ॥ শোধিত হইয়া স্তব লইতে লইতে বায়ুর পানের নিমিত্ত যাও, মিত্র ও বরুণের দিকে যাও ; মানসতুল্য বেগশালী নরের দিকে যাও ; বৃষ্টিবর্ষণকারী, রথারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে যাও ॥ ৪৯ ॥ তুমি আইস, সেই সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আনয়ন কর, তুমি শোধিত হইতেছ, অনায়াসে দোহন করা যায়, এইপ্রকার গাভী লইয়া আইস। মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণ লইয়া আইস এবং রথযুক্ত অশ্ব আনয়ন কর ॥ ৫০ ॥ স্বর্গীয় নানাবিধ সম্পত্তি আমাদিগের দিকে লইয়া আইস। শোধিত হইতেছ, সর্বপ্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর। যাহাতে আমরা জমদগ্নির ন্যায় ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আইস ॥ ৫১ ॥ এই প্রকারে ক্ষরিত হইয়া এই সমস্ত ধন আনিয়া দাও। আমাদিগের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান কর। তোমার নিষ্পাড়নফলক বায়ুর ন্যায় আন্দোলিত হইয়া ভক্তব্যক্তিকে যেন তোমার সর্বজনকামনীয় রস দান করে ॥ ৫২ ॥ বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত তীর্থে তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও। যেরূপ পরিপক্বফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া লোকে ফল পাতিত করে, তদ্রূপ সোম ষষ্টিসহস্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ ঐ সোমের এই দুইটি বিষয় মহৎ ও সুখকর, অর্থাৎ রসসেচন ও স্তুতিপাঠ, ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন এবং তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর ॥ ৫৪ ॥ তিনখানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়া তুমি আসিয়া থাক, শোধিত হইয়া তুমি একটি আধারের দিকে যাও। তুমি ধনস্বরূপ, তুমি দাতাকে দান কর। তুমি যজ্ঞকর্তাদিগের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ ॥ ৫৫ ॥ এই বুদ্ধিমান্ সর্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি বিশ্বভুবনের রাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধারা চালাইয়া দেন, ইনি মেষলোমের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন ॥ ৫৬ ॥ বিপুলমূর্তি দুর্ধর্ষ কবিগণ সোমকে আস্বাদন করিতেছেন এবং শকুনি পক্ষীর ন্যায় কবিতার পদ উচ্চারণ করিতেছেন। পণ্ডিতেরা দশ অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছেন। তিনি জলের রসের সহিত আপনার মূর্তি মিশ্রিত করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥ হে ক্ষরণশীল সোম, তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে কার্যদক্ষ হইতে পারি। অতএব মিত্র ও বরুণ ও অদিতি ও সিন্ধু ও পৃথিবী ও দ্যুলোক ইঁহারা আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন ॥ ৫৮ ॥

৯৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। বার্ষাগির অম্বরীষ ও ভরদ্বাজ-পুত্র ঋজিশ্বা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ১১ বৃহতী।

হে সোম, আমাদিগের নিকট এতাদৃশ ধন লইয়া আইস, যাহাতে প্রভূত অন্ন পাওয়া যায়, যাহা সজর্বনের কামনীয়, যাহাদ্বারা সহস্রপ্রকার অভীষ্ট ফল লাভ হয়, যাহার জ্যোতিঃ অতি চমৎকার, যাহা বলবান্‌কে আরও বলশালী করে ॥ ১ ॥ যেরূপ যোদ্ধা রথে আরোহণ করিয়া কবচ ধারণ করে, তুমি তদ্রূপ নিষ্পাড়িত হইয়া মেষলোমে বিস্তীর্ণ হও। সোম কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা চালিত হইয়া ধারা প্রেরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন ॥ ২ ॥ মাদকতাশক্তিধারী সোম নিষ্পাড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্ধ্বে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সোমদেব, সেই তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ ধনস্বরূপ হও। হে সোম, তুমি শতসহস্র প্রকার ধন বিতরণ কর ॥ ৪ ॥ হে বৃত্রের নিধনকারী, হে ধনস্বরূপ, হে অনিবার্যবেগশালী, আমরা যেন তোমার এই সর্বজনকামনীয় ধনের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি ॥ ৫ ॥ সেই সোম যখন প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হয়েন, তখন সেই যশস্বীকে দশ ভগিনীস্বরূপ দশ অঙ্গুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান করাইয়া দেয়, তখন তিনি তরঙ্গশালী হইয়া ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হয়েন ॥ ৬ ॥ সেই উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণধারী সোমকে মেষলোমের দ্বারা সর্বতোভাবে শোধন করিতেছে। তখন তিনি মাদকতা-শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাবৎ দেবতার নিকটে যাইতেছেন ॥ ৭ ॥ এই সোম দ্যুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তোমরা ইহার রস পান কর। তাহাতে তোমাদিগের বলাধান হয়। তিনি সেই সোম, যিনি পণ্ডিতদিগের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে দ্যুলোক ও ভূলোক, হে মনুসন্ততিদ্বয়, সেই পর্বতবাসী সোম যজ্ঞের সময় তোমাদের উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাঁহাকে আঘাত (থেৎলাইতে) করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥ হে সোম, বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা আসিয়াছেন, তাঁহারও জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে ॥ ১০ ॥ দিন দিন প্রাতঃকালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিত্রের উপরি ক্ষরিত হইল। নির্বোধ হরশ্চিৎনামক দস্যুরা প্রাতঃকালে তাঁহাকে দেখিয়া অন্তর্হিত ও দ্রবীভূত হইল ॥ ১১ ॥ হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুগণ, এই দেখ, সেই সোম আমাদিগের সম্মুখভাগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছে, ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কিংবা ইহাকে পান করিলে বল পাওয়া যায়। আইস, তোমরা আমরা উভয়ে ভাগ করিয়া লই এবং পান করি ॥ ১২ ॥

৯৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্রদ্বয় রেভ ও সূনু। অনুষ্টুপ্ ; ১ বৃহতী।

এই সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করিতেছে। পূজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, দেবতারা দেখিতেছেন ॥ ১ ॥ সোম সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শোধিত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিতেরা ইঁহাকে চালাইবার জন্য স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি নানাবিধ অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ ইঁহার যে অতি চমৎকার রস, যাহা ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যাহা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্বক আস্বাদন করিয়াছেন, আইস সেই রস আমরা শোধন করি ॥ ৩ ॥ শোধনকালে তাঁহাকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হইল। দেবতার নাম-সংবলিত অনেক স্তব তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল ॥ ৪ ॥ যজ্ঞের ধারণকর্তা রসসেচনকারী সোমকে মেষলোমে শোধন করিতেছে। পণ্ডিতগণ দেবতাদিগের নিকট অগ্রে সংবাদ দিবার উদ্দেশে তাঁহাকে দূত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥ যেরূপ পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আধান করে, তদ্রূপ সর্বোৎকৃষ্ট মাদকতাশক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করিতেছেন, ইনি স্তবের স্বামী, স্তুতিবাক্য চাহিতেছেন ॥ ৬ ॥ সোমদেব দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছেন, কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে শোধন করিতেছেন। ইনি পবিত্র জলে প্রবেশ করিতেছেন ; অভিপ্রায় যে, অশেষ বস্তু দান করিবেন। প্রবেশকালে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে ॥ ৭ ॥ হে সোম, নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হইয়াছ, অধ্বর্যুগণ তোমাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করিতেছেন। তুমি ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ হইয়া পাত্রে পাত্রে যাইতেছ ॥ ৮ ॥

১০০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ-পুত্রদ্বয় রেভ ও সূনু। অনুষ্টুপ্।

দুর্ধর্ষ পুরোহিতগণ ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ রমণীয় সোমকে স্তব করিতেছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সন্তান, ইঁহাকে জননীরা স্নেহভরে লেহন করিতেছেন ॥ ১ ॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইতেছ, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করিয়া দাও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্বপ্রকার ধন সমর্পণ করিয়া থাক ॥ ২ ॥ যেরূপ মেঘ বৃষ্টি করে, তুমি তদ্রূপ চমৎকার স্তব রচনা কর। হে সোম, তুমি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দুইপ্রকার ধন বিতরণ কর ॥ ৩ ॥ যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ হে সোম, নিষ্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রমপূর্বক ধাবিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে কবি সোম, তুমি ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণের পানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, তাহাতে আমাদিগের কর্ম সম্পন্ন হইবেক, আমরা বলশালী হইব ॥ ৫ ॥ হে সোম, তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তোমার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। তোমার ন্যায় মধুর কিছুই নাই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও তাবৎ দেবতার জন্য, ধারারূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও ॥ ৬ ॥ যে সময় তোমাকে রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই সময়ে, যেমন গাভীগণ সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে, তদ্রূপ তোমাকে তোমার দুর্ধর্ষ জননীরা (অর্থাৎ যে জলে সোমরস ঢালিয়া দেওয়া হয় সেই জল) তোমাকে লেহন করিতেছে ॥ ৭ ॥ হে ক্ষরণশীল, তুমি বিচিত্র কিরণধারণ-পূর্বক প্রচুর অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছ। দাতাব্যক্তির ভবনের তাবৎ অন্ধকার তুমি নিজবলে নষ্ট করিয়া থাক ॥ ৮ ॥ তোমার কার্য কি মহৎ। তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছ। হে ক্ষরণশীল, মহত্ত্বপ্রদর্শন-পূর্বক তুমি কবচ ধারণ অর্থাৎ যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া থাক ॥ ৯ ॥

১০১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঋষি : ১-৩ শ্যাবাশ্ব-পুত্র অন্ধীগু;
৪-৬ নহুষ-পুত্র যযাতি ; ৭-৯ মনু-পুত্র নহুষ ; ১০-১২ সংবরণ-পুত্র মনু ;
১৩-১৬ বিশ্বামিত্র-পুত্র বা বাক্-পুত্র প্রজাপতি। অনুষ্টুপ্ ; ২-৩ গায়ত্রী।

হে বন্ধুগণ, পূর্বে যে সমস্ত অন্ন জয় করিয়া আনা হইয়াছে, তৎসহকারে ব্যবহার করিবার জন্য হর্ষকর সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ দেখ, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করিতে করিতে কুক্কুর আসিতেছে, উহাকে তাড়াইয়া দিও ॥ ১ ॥ সেই সোম, যিনি যজ্ঞকর্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায় পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ তিনি দুর্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরসহকারে নিষ্পীড়ন-পূর্বক তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে ॥ ৩ ॥ এই সমস্ত সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে, পবিত্রের উপর দিয়া ইহারা ক্ষরিত হইয়াছে, ইহাদের তুল্য মধুর বা আনন্দকর কিছুই নাই। হে সোমরসসকল, তোমরা যে মত্ততা উৎপাদন করিবে, তাহা দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হউক ॥ ৪ ॥ দেবতারা স্তব করিলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিতেছেন ; ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কামনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥ দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরিতেছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, ইঁহা হইতে বাক্য স্ফূর্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু ॥ ৬ ॥ ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগনামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইয়া যাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক করিয়া দিয়াছেন ॥ ৭ ॥ স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্ধা করিয়া ইঁহাকে উত্তমরূপে স্তব করিল। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে পথ করিয়া লইলেন ॥ ৮ ॥ হে সোম, তোমার সেই রস ঢালিয়া দাও, যাহা অতি তীব্র, অতি চমৎকার, যাহা পঞ্চ জনপদের মনুষ্যের উপকারে আইসে এবং যাহা পান করিয়া আমরা ধন লাভ করিতে পারি ॥ ৯ ॥ এই দেখ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা উজ্জ্বল, ইহাদের তুল্য আমাদিগের পথপ্রদর্শক আর কেহ নাই, ইহারা নিষ্পাড়নকালে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা নির্মল, ইহাদিগের বিষয়ে ভাবিতেও আনন্দ আছে, ইহারা সকলই অবগত আছে ॥ ১০ ॥ প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা সশব্দে গোচর্মের উপর ঝরিতেছে, ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে, ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদিগের অন্ন ॥ ১১ ॥ ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না ॥ ১২ ॥ যখন এই অন্নরূপী সোমরস প্রস্তুত হয়েন, কোন ব্যক্তি যেন তাঁহাকে নীরব না করে। যেরূপ ভৃগুবংশীয়েরা মখনামক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিয়াছিল, তদ্রূপ এই যজ্ঞবিঘ্নকর্তা কুক্কুরকে নিধন কর ॥ ১৩ ॥ আমাদিগের আত্মীয় এই সোম পবিত্রের উপর তেমনিভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করিতেছেন, যেরূপ কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালক তাহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত পিতামাতার হস্তের উপর ঝাঁপিয়া পড়ে। যেরূপ উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি কিংবা যেরূপ বর কন্যার প্রতি যায়, তদ্রূপ ইনি নিজ আধারভূত কলসে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন ॥ ১৪ ॥ তিনি বীর, তাঁহার কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্তা নিজ গৃহে যান, তদ্রূপ তিনি কলসে যাইতেছেন ॥ ১৫ ॥ মেষের লোমের ভিতর দিয়া সোম গোচর্মের উপর ঝরিতেছেন, রস বর্ষণ এবং শব্দ করিতে করিতে ইনি উজ্জ্বল মূর্তিতে ইন্দ্রের ভবনে চলিলেন ॥ ১৬ ॥

১০২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। উষ্ণিক্।

এই দেখ জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালাইয়া দিতেছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হইয়া যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন ॥ ১ ॥ ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া দুই ফলক পৃথক করিলেন, অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করিয়া প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পাড়ন করিয়াছি, হে সোম, তুমি সেই ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর। সামগানের সময় ধন আনিয়া দাও। কর্মিষ্ঠ পুরোহিত ইঁহার স্তব রচনা করিতেছেন ॥ ৩ ॥ যখন সোম জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতেছে, কারণ তিনিই বেধা, অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্তা এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে ॥ ৪ ॥ যখন সোম নিজ কর্মে উদ্যত হয়েন, দুর্ধর্ষ তাবৎ দেবতা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন, মিলিত হইয়া সুদৃশ্য রমণীয় মূর্তি ধারণ করেন ॥ ৫ ॥ যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পূজ্য, বহুজনকামনীয় কর্মিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করিলেন ॥ ৬ ॥ যৎকালে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া পুরোহিতগণ সোমকে জলের সহিত মিশ্রিত করে, তখন তিনি পরস্পরসংলগ্ন দুই প্রস্তরফলকের মধ্যে আপন হইতেই যান, সেই ফলকদ্বয়ই যজ্ঞের প্রসূতিস্বরূপ ॥ ৭ ॥ হে সোম, তোমার নিজ কার্যদ্বারা তুমি নির্মল কিরণসহকারে আকাশের অন্ধকার নষ্ট করিলে। তুমি যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞোপযোগী তোমার রস চালাইয়া দিলে ॥ ৮ ॥

১০৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। দ্বিত আপ্ত্য ঋষি। উষ্ণিক্।

যজ্ঞের ধারণকর্তা সোম শোধিত হইতেছেন, ইনি স্তবের প্রতি অতি সন্তুষ্ট। যে স্তুতিবাক্য উপস্থিত হইতেছে, তাহা পরিপূর্ণরূপে ইঁহাকে অর্পণ কর, ইঁহার পারিতোষিকের ন্যায় ইঁহাকে তাহা দাও ॥ ১ ॥ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক যাইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ইনি শোধিত হইয়া তিন আধারে সঞ্চিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ মধুপূর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোম আছে, তাহাতে সোম যাইতেছেন। ঋষিগণ সপ্ত-ছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন ॥ ৩ ॥ দুর্ধর্ষ সোম সর্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি স্ফূর্তি করিয়া দেন। ইনি শোধিত হইয়া উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক কলসদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥ হে অমর সোম, পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করিতেছেন, তুমি দাতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত এক রথে আরোহণপূর্বক দেবতাদিগের সমস্ত আহার্য সামগ্রীর সহিত মিলিত হও ॥ ৫ ॥ সোমদেব দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ইনি ক্ষরণশীল হইয়া যুদ্ধঘোটকের ন্যায় চতুর্দিকে যাইতেছেন ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্রদ্বয় পর্বত ও নারদ, কশ্যপ-পুত্রীদ্বয় শিখণ্ডিনী ও অপ্সরা ঋষি। উষ্ণিক্।

হে বন্ধুগণ, চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন কর; সোম শোধিত হইতেছেন, ইঁহাকে সম্বোধনপূর্বক সুচারুরূপে গান কর; ইনি যেন একটি বালক, যজ্ঞীয় দ্রব্যের দ্বারা ইঁহাকে সুশোভিত কর; তাহাতে সম্পত্তি লাভ হইবে॥ ১॥ এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন, ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে, তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর॥ ২॥ যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধনবৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর॥ ৩॥ হে সোম, তুমি আমাদিগকে ধন দান করিবে এই জন্য আমাদিগের স্তুতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করিয়াছে। দুগ্ধের দ্বারা তোমার বর্ণ অন্যথাভূত করিতেছি॥ ৪॥ হে মত্ততার অধিপতি সোম, সেই তুমি দেবতাদিগের আহারসামগ্রী হইতেছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমার তুল্য পথ বলিয়া দিবার লোক আর কে আছে?॥ ৫॥ হে সোম, তুমি পূর্ববৎ আমাদিগের বন্ধুর কার্য কর; যে কোন নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করিতে আসে, তাহাকে তাড়াইয়া দাও; আমাদিগের পাপ খণ্ডন কর

১০৫ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব-পুত্রদ্বয় পর্বত ও নারদ ঋষি। উষ্ণিক্।

হে বন্ধুগণ, মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সোম শোধিত হইতেছেন, সেই সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট কর। যেরূপ বালককে আহারের দ্রব্য দিয়া আহ্লাদিত করে, তদ্রূপ সোমকে যজ্ঞীয় দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট করা হইতেছে, সেই সঙ্গে স্তব পাঠ করা হইতেছে॥ ১॥ এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যসহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে॥ ২॥ এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছেন, ইঁহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানে উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইঁহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই॥ ৩॥ হে সোম, তোমার শুভ্রবর্ণ রস [illegible] দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে; তুমি আগমন কর এবং গো, অশ্ব সঙ্গে লইয়া আইস॥ ৪॥ হে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন সোম, তুমি দেবতাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার্য বস্তু; যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, তদ্রূপ তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের উপকার কর, তাঁহাদিগের মুখ উজ্জ্বল কর॥ ৫॥ হে সোম, তুমি পূর্ববৎ আমাদিগের সাহত বন্ধুত্ব কর; যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করে, তুমি বলপ্রকাশপূর্বক তাহাকে পরাভব কর॥ ৬॥

১০৬ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঋষি: ১-৩, ১০-১৪ চাক্ষুষ অগ্নি; ৪-৬ মানব চক্ষু; ৭-৯ আপ্সব মনু। উষ্ণিক্।

এই সমস্ত সোমরস এইমাত্র নিষ্পাড়িত ও প্রস্তুত হইয়াছে, ইহারা সকল বস্তুই দিতে জানে; প্রার্থনা যেন, ইহারা বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়॥ ১॥ যুদ্ধের উপলক্ষ্যে এই সোমকে ভাগ করিয়া পান করিতে হইবে, ইনি প্রস্তুত হইয়াছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। যেরূপ তাবৎ লোকে জানে, তদ্রূপ ইনিও জানেন যে, ইন্দ্র কেমন বিজেতা পুরুষ॥ ২॥ যখন পুনঃ পুনঃ সোম পান করিয়া ইন্দ্র মত্ত হয়েন, তখন তিনি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করিতে থাকেন। তিনি তখন বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্রধারণপূর্বক জলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোধকর্তা বৃত্রকে পরাজয় করেন ॥ ৩ ॥ হে সোম, সতর্ক হইয়া আইস। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাহাতে তাবৎ বস্তু লাভ হইতে পারে, এরূপ প্রদীপ্ত তেজঃ তাঁহার শরীরে পরিপূর্ণরূপে প্রদান কর ॥ ৪ ॥ হে সোম, তুমি অতি সতর্ক ; তুমি সহস্র পথ দিয়া গমন কর, তুমি সেবককে পথ দেখাইয়া দাও ; তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর; অতএব প্রার্থনা যে, যাহাতে বৃষ্টিবর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এপ্রকার মত্ততা উৎপাদন কর ॥ ৫ ॥ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবার লোক তোমার তুল্য আর কেহ নাই ; দেবতাদিগের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নাই। তুমি সশব্দে সহস্র পথে গমন কর ॥ ৬ ॥ হে উজ্জ্বল সোম, দেবতাদিগের পানের জন্য ধারায় ধারায় প্রবল বেগে গমন কর। আমাদিগের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ কর ॥ ৭ ॥ হে সোম, তোমার রসগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহাকে যাইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব পাইবার জন্য তোমার সুখকর রস পান করিলেন ॥ ৮ ॥ হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ, তোমরা শোধিত হইতেছ ; আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে এইরূপে ধাবমান হও যে, আমরা ধন লাভ করি। তোমরা দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল করিয়া পৃথিবীতে জল বহাইয়া দাও এবং তাবৎ বস্তুর লাভবিষয়ে সহায়তা কর ॥ ৯ ॥ ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে ; তিনি শোধিত হইতে হইতে তরঙ্গের আকারে মেষের লোম অতিক্রম করিতেছেন ॥ ১০ ॥ দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, স্তুতিবাক্যসহকারে তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে, তিনবার নিষ্পীড়নপূর্বক তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইতেছেন ॥ ১১ ॥ যুদ্ধের বলবান্ ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী সোমকে কলসের দিকে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। তিনি শোধিত হইতে হইতে এবং নানাবিধ স্তবের জন্ম দান করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন ॥ ১২ ॥ অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিতেছেন। তাঁহাকে যাহারা স্তব করে, তাহাদিগকে তিনি লোকবল ও কীর্তি প্রদান করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ হে সোম, তুমি এই ধারার আকারে ক্ষরিত হও ; তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে। তুমি চতুর্দিকে শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করিতেছ ॥ ১৪ ॥

১০৭ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঋষি : সপ্তর্ষিগণ (১ বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ, ২ মরীচি-পুত্র কশ্যপ, ৩ রহূগণ-পুত্র গোতম, ৪ ভৌম অত্রি, ৫ গাথিন বিশ্বামিত্র, ৬ ভৃগু-পুত্র জমদগ্নি, ৭ মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ)। প্রগাথ (১, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৭ বৃহতী ; ২, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৮ সতোবৃহতী) ; ৩, ১৬ দ্বিপদা বিরাট্ ; ১৯-২৬ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক্ বৃহতী, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী)।

এই যে সোম, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয় দ্রব্য, যিনি যজ্ঞাধ্যক্ষদিগের হিতসাধন করিতে করিতে জলের মধ্যে অন্তর্ধান হয়েন, যাঁহাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পাড়নপূর্বক প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই নিষ্পীড়িত সোমকে এইদিকে উত্তমরূপে সেচন কর ॥ ১ ॥ হে দুর্ধর্ষ সোম, তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সহিত, এবং আহারসামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব ॥ ২ ॥ সোম কর্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদনকর্তা, তিনি চতুর্দিক্ দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সোম, তুমি শোধিত হইতে হইতে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারার আকারে যাইতেছ। হে দেব, তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দিবে বলিয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ ॥ ৪ ॥ আকাশস্বরূপ গাভীর উধঃ হইতে অতি মধুর বৃষ্টিবারি দোহন করিতে করিতে সোম তাঁহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে যাইয়া উপবেশন করিতেছেন। সেই সর্বদ্রষ্টা সোমকে সঞ্চালনপূর্বক যজ্ঞাধ্যক্ষগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোধন করিলেন। তিনি তখন দ্রুতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিতে চলিলেন ॥ ৫ ॥ হে সতর্ক সোম, তুমি শোধিত হইতে হইতে অতি সুন্দররূপে মেষলোমের সর্বাংশে বিস্তারিত হইলে। তুমি মেধাবী এবং অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞ অভিষিক্ত কর ॥ ৬ ॥ সোমের তুল্য পথ দেখাইয়া দিবার লোক আর কেহ নাই, ইনি পণ্ডিত ও মেধাবী ও ঋষিতুল্য, ইনি রস সেচন করিতে করিতে ঝরিতেছেন। হে সোম, তুমি কবি, তুমি দেবতাদিগের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু হইয়াছ, তুমি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করাইয়াছ ॥ ৭ ॥ নিষ্পাড়নকর্তারা সোমকে প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্রদ্বারা ঝরিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দবর্ধনকারী ধারার আকারে যাইতেছেন ॥ ৮ ॥ সোম দুগ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহনপূর্বক তাঁহার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার যে সকল রস সকলে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, তাহারা যেন সমুদ্রের মধ্যে (অর্থাৎ কলসের মধ্যে) প্রবেশ করিল। তিনি মত্ততার উৎপাদনকর্তা, মত্ততার জন্য তাঁহাকে আঘাত করিতেছে (থেৎলাইতেছে) ॥ ৯ ॥ হে সোম, প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করিতেছ। দুই ফলকে উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করিতেছেন, যেন কোন ব্যক্তি নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরে উজ্জ্বল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥ মেষলোম আচ্ছাদনকালে সোমকে শোধন করিতেছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের ন্যায় সজ্জিত হইতেছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হয়েন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতদিগের উচিত তাঁহাকে অভিনন্দন করা ॥ ১১ ॥ হে সোম, যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয়, তদ্রূপ তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য স্ফীত হইতেছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তুমি তোমার লতার রস লইয়া মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে যাইতেছ ॥ ১২ ॥ যেরূপ প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করিতে হয়, তদ্রূপ সোমকে সুশোভিত করিতে হয়; তিনি উজ্জ্বল হইয়া শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। দুই হস্তের অঙ্গুলিগণ তাঁহাকে জলের দিকে চালাইয়া দিতেছে। যেন বলবান্ লোকে রথ চালাইয়া দিতেছে ॥ ১৩ ॥ এই সমস্ত সোমরস, যাহারা দ্রুতগামী, পণ্ডিত, আনন্দকর এবং তাবৎ বস্তু দিতে পারে, তাহারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ সোম যিনি, তিনি রাজা, তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হইয়া কলসে যাইতেছেন। মিত্র ও বরুণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া তিনি চলিয়াছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ ॥ ১৫ ॥ এই উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায় সোমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের কর্তৃক সংধাবিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥ মরুৎ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হইয়া, মত্ততার উৎপাদনকারী সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি সহস্রধারায় মেষলোমকে অতিক্রম করিতেছেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে সুশোভিত করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ বুদ্ধিমান্ সোম দুই ফলকের উপর শোভিত হইতেছেন এবং স্তুতিবাক্য উৎপাদন করিতে করিতে দেবতাদিগের নিকট যাইতেছেন। তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক এবং মস্তকে ক্ষীর ধারণ করিয়া কাষ্ঠময় পাত্রে উপবেশন করিতেছেন এবং তাঁহাকে আচ্ছাদন করা হইতেছে ॥ ১৮ ॥ হে সোম, তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। হে পিঙ্গলবর্ণধারী, আমাকে রক্ষা কর, রাক্ষসদিগকে নিধন কর ॥ ১৯ ॥ হে সোম, কি দিন, কি রাত্রি, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত আছি। হে পিঙ্গলবর্ণধারী, তুমি নিজ কিরণে সূর্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান কর। যেরূপ পক্ষিগণ সূর্যকে অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ আমরা তোমার নিকট যাইতে ব্যস্ত ॥ ২০ ॥ হে সুন্দর-অঙ্গুলিধারী সোম, তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হইবার সময় শব্দ করিতে থাক। হে ক্ষরণশীল, সুবর্ণময়, পিঙ্গলবর্ণ, সর্বজনকামনীয়, তুমি বিস্তর অর্থ আনিয়া দিয়া থাক ॥ ২১ ॥ মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রস বর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাক। হে ক্ষরণশীল সোম, দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর ॥ ২২ ॥ হে সোম, সর্বপ্রকার কবিতার প্রতি দৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়া অন্ন লাভের নিমিত্ত গমন কর। হে সোম, তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদিগের আনন্দবিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ করিয়া (আশ্রয় করিয়া) থাক ॥ ২৩ ॥ হে সোম, পুনঃ পুনঃ তোমাকে সঞ্চয় করা হইতেছে, তুমি মর্তলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত, মেধাবী ব্যক্তিরা তোমাকে মনন ও ধ্যান করিতে করিতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালাইয়া দিতেছেন ॥ ২৪ ॥ এই যে সোমরসসকল, যাঁহাদিগের সঙ্গে দেবতারা আছেন, ইন্দ্র যাঁহাদিগকে সেবন করেন, যাঁহারা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য যাইয়া থাকেন, তাঁহারা ধারার আকারে প্রস্তুত হইয়া পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন ॥ ২৫ ॥ প্রস্তুতকর্তারা চালাইয়া দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক কলসের দিকে যাইতেছেন, তিনি জ্যোতিঃ উৎপাদন করিতেছেন, ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধৌত বস্ত্রের ন্যায় হইতেছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

১০৮ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঋষি : ১-২ শক্তি-পুত্র গৌরিবীতি ; ৩,১৪-১৬ বসিষ্ঠ-পুত্র শক্তি ; ৪-৫ অঙ্গিরা-পুত্র উরু ; ৬-৭ ভরদ্বাজ-পুত্র ঋজিশ্বা ; ৮-৯ অঙ্গিরা-পুত্র ঊর্ধ্বসদ্মা ; ১০-১১ অঙ্গিরা-পুত্র কৃতযশা ; ১২-১৩ রাজর্ষি ঋণঞ্চয়। কাকুভ প্রগাথ (বিজোড়-সংখ্যক ঋক ককুপ্, জোড়-সংখ্যক ঋক্ সতোবৃহতী) ; ১৩ যবমধ্যা গায়ত্রী।

হে সোম, তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, দীপ্তিমান্ ও কর্মে অতি পটু, তুমি যারপরনাই মধুপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥ বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হয়েন। তুমি তাবৎ বস্তু দান করিতে পার। এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফূর্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহার্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান ॥ ২ ॥ হে সোম, তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই, তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতাবংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক ॥ ৩ ॥ তুমি সেই সোম, যাঁহার সাহায্যে অঙ্গিরবংশসম্ভূত দধ্যঙনামক ব্যক্তি তাঁহার নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পাইয়াছিলেন ; যাঁহার সাহায্যে তাঁহার মেধাবী পুত্রেরা সেই গাভী প্রাপ্ত হয় ; যাঁহার সাহায্যে সুচারুরূপে যজ্ঞ-কার্য সম্পন্ন হইয়া দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ অন্নলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ এই দেখ, সেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিসম্পন্ন হইয়া ধারার আকারে ক্ষরণপূর্বক মেষলোমপথে নির্গত হইতেছেন, যেন জলের একটি তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে ॥ ৫ ॥ হে সোম, তুমি আকাশ হইতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হইতে নিজ বলে নির্গত করিয়াছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমূহকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই তুমি দুর্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার কর ॥ ৬ ॥ হে পুরোহিতগণ, এই যে সোম, যিনি ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী, যিনি স্তবের যোগ্য, যিনি জলবর্ষণ করেন, আপনার তেজঃ বিকীর্ণ করেন, যিনি কাষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন, সেই সোমকে প্রস্তুত কর, সেই সোমকে চতুর্দিকে সেচন কর ॥ ৭ ॥ যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হইয়া থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবতামাত্রের প্রীতিপ্রদ হয়েন, যজ্ঞে যাঁহার জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁহার বৃদ্ধি, যিনি রাজা এবং দেবতাস্বরূপ এবং অতি প্রধান সত্যস্বরূপ ॥ ৮ ॥ হে অন্নের অধিপতি দেব, দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্বক তুমি উজ্জ্বল ও প্রভূত অন্নরাশি আহরণ করিয়া দাও এবং আকাশস্থিত মেঘকে দ্বিখণ্ড করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ কর ॥ ৯ ॥ হে সুনিপুণ সোম, তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়া রাজ্যভার-বহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় আগমন কর। আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞ-কর্তা ব্যক্তির অনুষ্ঠানসকল সম্পন্ন কর ॥ ১০ ॥ এই যে সোম, যিনি মাদকরস বর্ষণ করেন, সহস্রধারায় ক্ষরিত হয়েন, তাবৎ সম্পত্তি ধারণ করেন, পুরোহিতেরা তাঁহাকে দোহন, অর্থাৎ প্রস্তুত করিতেছেন ॥ ১১ ॥ রসবর্ষণকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোম জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি শব্দ করিতেছেন, আপনার কিরণদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন। কবিরা তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি দুগ্ধের সংসর্গে শুভ্রমূর্তি হইতেছেন, তাঁহার ক্ষরণক্রিয়াদ্বারা তিনটি আধার পরিপূর্ণ হইতেছে॥ ১২॥ যে সোম অন্ন ও গাভী ও ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন॥ ১৩॥ আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুৎগণ ও অর্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাঁহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষাপ্রাপ্ত হই ॥ ১৪ ॥ হে সোম, যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তোমার আধারভূত পাত্রসকল তোমার অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তুমি যারপরনাই মধুর ও মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১৫ ॥ হে সোম, যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ তুমি ইন্দ্রের আহ্লাদ-উৎপাদনকারী কলসে প্রবেশ কর। মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুর জন্য তোমাকে নিবেদন করা হইয়াছে। তুমি স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

১০৯ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ঐশ্বরি ধিষ্ণ্য অগ্নিগণ। দ্বিপদা বিরাট্ ।

হে সোম, তুমি সুস্বাদু হইয়া ইন্দ্র ও মিত্র ও পুষা ও ভগের নিমিত্ত অগ্রসর হও॥ ১॥ হে সোম, ইন্দ্র এবং তাবৎ দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ ও বলাধান হইবে॥ ২॥ হে সোম, তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাদিগের পেয়বস্তু, তুমি অমরত্বলাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও॥৩॥ হে সোম, তুমি সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তুমি দেবতাদিগের পিতা, তুমি সর্বস্থানে ক্ষরিত হও॥ ৪॥ হে সোম, শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখসাধন কর॥ ৫॥ তুমি স্বর্গের ধারণকর্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও॥ ৬॥ হে সোম, তুমি উজ্জ্বল হইয়া এবং সুন্দর ধারার আকার ধারণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়া পূর্বের মত আনুপূর্বিক ক্ষরিত হও॥ ৭॥ যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ যথানিয়মে সোমকে উৎপাদন করিতেছেন, তিনি শোধিত হইয়া মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগকে তাবৎ ধন আনিয়া দিন॥ ৮॥ সোম শোধিত হইয়া প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদিগের তাবৎ ধন উৎপন্ন করুন॥ ৯॥ হে সোম, ঘোটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষালন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও॥ ১০॥ নিষ্পীড়নকর্তারা সেই রসরূপী সোমকে শোধন করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে, আনন্দ ও প্রচুর ধন পাইবেন॥ ১১॥ সোম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, দেবতাদিগের জন্য পবিত্রের উপর তাঁহাকে শোধন করিতেছে॥ ১২॥ সুশ্রী সোম কবি, তিনি ভগদেবতার মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হইলেন॥ ১৩॥ সোম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আধান করেন, তাহাতে তিনি বৃত্রনামক তাবৎ রাক্ষসকে নিধন করেন॥ ১৪॥ যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ সোমকে প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে, সকল দেবতা পান করিতেছেন॥ ১৫॥ প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রমপূর্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন॥ ১৬॥ জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন॥ ১৭॥ হে সোম, প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর॥ ১৮॥ দ্রুতগামী সোম সহস্রধারায় পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন॥ ১৯॥ বৃষ্টিবর্ধণকারী ইন্দ্রের মত্ততার জন্য এই সোমকে মধুর রসের সহিত মিশ্রিত করিতেছে॥ ২০॥ হে উজ্জ্বল সোম, তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছ, দেবতাদিগের বলাধানের জন্য তোমাকে অবলীলাক্রমে শোধন করিতেছে॥ ২১॥ ইন্দ্রের জন্য এই প্রখর সোমরস প্রস্তুত হইতেছেন, ইনি জল আলোড়ন করিতেছেন এবং উহার সহিত মিশ্রিত হইতেছেন॥ ২২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১০ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। ত্রৈবৃষ্ণ ত্র্যরুণ ও পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যু ঋষি। ১-৩ পিপীলিকমধ্যা অনুষ্টুপ্; ৪-৯ উর্ধ্ব-বৃহতী; ১০-১২ বিরাট্।

হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম, অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুদিগের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। শত্রু সংহার করিবার জন্য তুমি যাইতেছ॥ ১॥ হে সোম, তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্যমধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে ক্ষরণশীল, তুমি বিবিধ অন্নের জন্য চলিতেছ॥ ২॥ হে সোম, তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্যকে নিজবলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাহাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করিয়া দিয়া থাক॥ ৩॥ হে অমৃততুল্য সোম, অমৃততুল্য চমৎকার বৃষ্টি-বারির আধারভূত আকাশের উপর মানুষদিগের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছ, অন্ন ভাগ করিয়া দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে যাইয়া থাক॥ ৪॥ যেরূপ কোন ব্যক্তি লোকদিগের জলপানের নিমিত্ত অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিংবা যেমন কেহ দুই হস্তের অঞ্জলিদ্বারা জল ভরিতে থাকে, তদ্রূপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করিয়া যাইয়া থাক॥ ৫॥ যখনই সূর্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করিলেন, তখনই দিব্যলোকবাসী বসুরুচ্-নামক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিল॥ ৬॥ হে সোম, তাঁহারাই সর্বপ্রথম কুশচ্ছেদনপূর্বক প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি আমা-দিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর॥ ৭॥ প্রশংসিত সোম প্রাচীনকাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল॥ ৮॥ হে ক্ষরণশীল, এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে সমস্ত প্রাণিবর্গ, তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, তদ্রূপ তুমি করিয়া থাক॥ ৯॥ সোমের সহস্রধারা, তাঁহার সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হইবার সময় বালকের ন্যায় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইরূপে তিনি ক্ষরিত হইলেন॥ ১০॥ এই যে সোম, যিনি শোধিত হইয়া মধুতুল্য হয়েন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস, যিনি অন্নদান করেন, কাম্য বস্তু দিতে জানেন এবং পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন॥ ১১॥ হে সোম, তুমি প্রতিযোদ্ধাদিগকে পরাভব কর, দুর্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্বক বিপক্ষদিগকে সংহার করিয়া থাক; এতাদৃশ তুমি ক্ষরিত হও॥ ১২॥

১১১ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। পরুচ্ছেপ-পুত্র অনানত ঋষি। অত্যষ্টি।

যেমন সূর্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ সোম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্বক সকল শত্রু সংহার করিতেছেন। প্রস্তুত হইবার পর ইঁহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতেছে, ইনি শোধিত হইয়া হরিৎবর্ণ ও তেজোময় হইতেছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া ইনি তাবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন॥ ১॥ হে সোম, পণিগণ যে গোধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহা কোথায় ছিল, তুমি তাহা জানিতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করিতে করিতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেরূপ দূর হইতে সামধ্বনি শুনা যায়, তদ্রূপ তথায় তোমার শব্দ শুনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্তিদ্বারা তুমি অন্নদান কর এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর॥ ২॥ অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া সতর্কভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইন্দ্র যাহাতে জয়ী হয়েন, সেই নিমিত্ত পুরুষবর্গের প্রশংসাবাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করিয়া উচ্চারিত হইতে থাকে। হে সোম, যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্র ইন্দ্রের নিকট একত্র হইয়া থাক॥ ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১২ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র শিশু ঋষি। পংক্তিঃ।
হে সোম, সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগের কার্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষ কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে চাহে। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ১॥ দেখ, শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পক্ষ শান দিবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া সেই বাণ ক্রয় করিবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে। অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ২॥ দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্ভন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনকামনাতে তোমার পরিচর্যা করিতেছি। অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৩॥ সুন্দর বহন করিতে পারে এতাদৃশ ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হইতে ইচ্ছা করে, নর্মসচিবেরা অর্থাৎ মোসাহেব হাস্যপরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোমবিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৪॥

১১৩ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ঋষি। পংক্তিঃ।
শর্যনাবৎ-নামক সরোবরমধ্যে যে সোম আছেন, তাহা বৃত্রসংহারকারী ইন্দ্র পান করুন। তাহাতে তাঁহার বলাধান হইবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিবেন। হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ১॥ হে রসসেচনকারী সোম, হে সকল দিকের অধীশ্বর, আর্জীকনামক দেশ হইতে আসিয়া ক্ষরিত হও। পবিত্র ও সত্যবচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্মের সহিত তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ২॥ সোম পর্জন্যদ্বারা বর্ধিত হইয়াছেন, সূর্যের দুহিতা সোমকে স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়াছে, গন্ধর্বেরা তাঁহাকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে রস আধান করিলেন। হে সোম, তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৩॥ হে সোম, তোমার বলই যথার্থ, তুমিই মহৎ, তোমার ধারাগুলি ক্ষরিতেছে। তুমি রসশালী; তোমার রসসমস্ত যাইতেছে। হে হরিৎবর্ণধারী, মন্ত্রের দ্বারা পুত হইয়া হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৪॥ হে ক্ষরণশীল যে স্থানে ব্রহ্মানামক পুরোহিত ছন্দোময় বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরের দ্বারা সোমকে প্রস্তুত করিয়া সেই সোমের দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হয়েন। সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৫॥ যে ভুবনে সর্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে; হে ক্ষরণশীল, সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৬॥ যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমায় লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৭॥ সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্ধ্বে আছে, যাহার ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৮॥ যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধনামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৯॥ যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ১০॥

১১৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ঋষি। পংক্তিঃ।
যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল সোমের তাবৎ আধারে তাঁহার পরিচর্যা করে, যে তাঁহার মনের মত কার্য করে, তাহাকে সৌভাগ্যশালী কহে। হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ১॥ হে কশ্যপ ঋষি, মন্ত্রের রচয়িতারা যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তুতিবাক্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনপূর্বক তোমার নিজের বাক্য বৃদ্ধি কর এবং সোমরাজাকে নমস্কার কর। তিনি সকল উদ্ভিজ্জের শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥ অনেক সূর্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক্ আছে এবং হোমকর্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্যদেব আছেন ; হে সোম, তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৩ ॥ হে সোমরাজ, তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, যেন আমাদিগের কোন বস্তু অপহরণ না করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম মণ্ডল

১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাণ্ড ও সুন্দরমূর্তিধারী অগ্নি অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আলোকযুক্ত হইলেন। তিনি দীপ্যমান শিখাসম্পন্ন হইয়া তাবৎ গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করিলেন॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁহাদিগের হইতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর করিয়া থাক, ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করিতে করিতে তোমার সেই মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও॥ ২॥ অগ্নি বিষ্ণু, কেননা চতুর্দিক্‌ব্যাপী, ইনি বিদ্বান্ অর্থাৎ জানেন, ইনি প্রকাণ্ড হইয়া আমি যে ত্রিত, আমাকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। ইঁহার জল মুখে করিয়া অর্থাৎ জল যাচ্ঞা করিতে করিতে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা একমনে তাঁহাকে অর্চনা করেন॥ ৩॥ তোমার মাতাস্বরূপ ওষধিবর্গ খাদ্যদ্রব্যের ধারণকর্ত্রী, তাঁহারা নানাবিধ অন্নসহকারে তোমার পূজা করেন, যেহেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করিয়া দাও। তুমি আবার সেই ওষধিবর্গের প্রতি যাইয়া থাক, তাহাতে তাহারা অন্যরূপ অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, তুমি মনুষ্যজাতীয় প্রজাদিগের হোতাস্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান কর॥ ৪॥ অগ্নির রথ নানাবর্ণ, ইনি যজ্ঞের হোতা, ইনি যজ্ঞের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয়ে সকলকে জানাইয়া দেন, ইনি সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি যাইয়া থাকেন, ইনি লোকদিগের নিকট অতিথির ন্যায় পূজ্য; ইঁহাকে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করিতেছি॥ ৫॥ হে অগ্নি, তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পৃথিবীর নাভি, অর্থাৎ মধ্যস্থানস্বরূপ উত্তর বেদির উপর অধিষ্ঠান করিয়া এবং লোহিতবর্ণ হইয়া দীপ্তি পাইতে পাইতে দেবতাদিগকে অর্চনা করিতেছ॥ ৬॥ যেরূপ পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ হে অগ্নি, তুমি দ্যাবা-পৃথিবীকে আপনার আলোকে পরিপূর্ণ কর। হে যুবাপুরুষ, তুমি ভক্তদিগের নিকট গমন কর। হে বলশালী, তুমি দেবতাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস॥ ৭॥

২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে যুবা পুরুষ, যজ্ঞের অভিলাষী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট কর। হে ঋতুর অধিপতি, কোন্ সময় যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা তুমি জান, অতএব সময় বুঝিয়া যজ্ঞ কর। দেবলোকে যাঁহারা পুরোহিতের কার্য করেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া যজ্ঞ কর; কেননা তুমি হোমকর্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ১॥ হে অগ্নি, তুমিই হোতা, তুমিই পোতা, আর তুমি মেধাবী, সত্যনিষ্ঠ এবং লোকদিগকে ধন দান করিয়া থাক। আইস আমরা যজ্ঞের দ্রব্যসমস্ত দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিই। পূজনীয় অগ্নিদেব দেবতাদিগকে অর্চনা করুন॥ ২॥ যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয়ে জানেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন॥ ৩॥ হে দেবতাবর্গ, আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদের অবিদিত কিছুই নাই। যদি আমরা তোমাদিগের কোন কার্য নষ্ট করি, অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দিন॥ ৪॥ মনুষ্যগণ দুর্বল, ইহাদিগের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান ইহাদিগের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথাসময়ে যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত পূরণ করেন; কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁহার তুল্য যাজ্ঞিক কেহ নাই॥ ৫॥ হে অগ্নি, তুমি সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকাস্বরূপ; এতাদৃশ তোমাকে তোমার জন্মদাতা উৎপাদন করিয়াছেন। সেই তুমি এই স্থানে আইস, এস্থানে যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ আছেন। এ স্থানে স্তুতি পাঠ হইতেছে। এই সমস্ত সর্বজনহিতকর চমৎকার অন্ন দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন কর॥ ৬॥ দ্যাবা-পৃথিবী হইতে তোমার জন্ম, জল হইতে তুমি জন্মিয়াছ, যিনি উত্তম নির্মাণ করিতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। পিতৃলোকে যাইবার কোন্ পথ তাহা তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর, যাহাতে ঐ পথ আলোকময় হইয়া উঠে॥ ৭॥

৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে রাজন্, সেই প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসর হওয়া, যিনি ভয়ংকর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হইয়া বিপুল আলোকে শোভা পাইতেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি দূর করিয়া শুক্লবর্ণ দীপ্তি ধারণ করিতেছেন॥ ১॥ এই অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করিলেন; সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্যের পত্নী উষাদেবীকে জন্মদান করিলেন। তিনি ঊর্ধ্বে আলোক বিস্তার করিয়া সূর্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন॥ ২॥ অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সহিত সমাগত হইয়া আসিতেছেন, তিনি উপপতির ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করিতেছেন॥ ৩॥ এই প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্তাদিগকে ক্লেশ দেয় না; অগ্নি হিতৈষী বন্ধুর ন্যায়; তিনি পূজ্য এবং অভিলষিত ফলদাতা; তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর; তাঁহার দীপ্তি অন্ধকার নষ্ট করতঃ অগ্রসর হইতেছে, সকলে তাহা জানিতে পরিতেছে॥ ৪॥ এই প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখাসমস্ত বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি অতি চমৎকার ক্রীড়াশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নিজ কিরণের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছেন॥ ৫॥ এই অগ্নির শিখা দৃষ্ট হইতেছে, ইনি চলিয়াছেন; ইঁহার কিরণসমূহ বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, ইঁহার স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্বদিকে বিস্তারিত হওয়া। ইঁহার চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমূহ শোভা পাইতেছে॥ ৬॥ হে অগ্নি, সেই তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় দেবতাদিগকে লইয়া আইস, দ্যুলোক ও ভূলোক দুই যুবতীর ন্যায়, তাহাদিগের মধ্যে তুমি অগ্রসর হইয়া উপবেশন কর। তুমি নিজে সৌম্য ও বেগবান্, তোমার অশ্বগণও সৌম্য ও বেগবান্, সেই ঘোটকদিগকে লইয়া তুমি এ স্থানে আগমন কর॥ ৭॥

৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমাদিগের যজ্ঞে তুমি পূজনীয় হইয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তোমাকে অর্চনা করি, তোমাকে স্তব করি। হে অগ্নি, হে প্রাচীন রাজা, মরুভূমির মধ্যবর্তী জলাশয়ের ন্যায় তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ হইয়া থাক॥ ১॥ হে যুবাপুরুষ, যেমন গাভীগণ উষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হইতে রক্ষা পায়, তদ্রূপ লোকে তোমার শরণাগত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যগণ তোমাকে দূতের ন্যায় দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে দ্যুলোক-ও ভূলোক-মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া বিচরণ কর ॥ ২ ॥ পৃথিবী যেন তোমার মাতা, তুমি যেন তাঁহারা বিজয়ী পুত্র। সেই মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর করেন। হে উজ্জ্বল, যেরূপ পশুকে ছাড়িয়া দিলে সে গোষ্ঠের দিকে যায়, তদ্রূপ তুমি আকাশের দিকে অভিমুখ হইয়া গমন কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার মোহ নাই, আমরাই মূর্খ। তোমার মহত্ত্ব আমরা অবগত নহি, তুমিই তাহা জান। সেই অগ্নি কাষ্ঠসমূহ আচ্ছাদনপূর্বক শয়ন করিতেছেন, জিহ্বাদ্বারা ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হইয়া আহুতি আস্বাদন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ যজ্ঞকর্তারা একমন হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিলেন, সেই অগ্নি কোথাও পুরাতন কাষ্ঠের উপর নূতন হইতেছেন, তিনি ধূমস্বরূপ পতাকা তুলিয়া কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্তি ধারণ করিতেছেন। তিনি স্নান করেন না, বৃষের ন্যায় জলের দিকে যাইতেছেন ॥ ৫ ॥ যেরূপ অসমসাহসিক দুই দস্যু বনমধ্যে পথিককে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার দুই হস্ত দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে অগ্নি মন্থন করিতেছে। হে অগ্নি, তোমার নিমিত্ত এই নূতন স্তব রচনা করিলাম। তোমার শুভ্রলোকবিসারী অবয়ব লইয়া তুমি যেন রথ যোজনাপূর্বক এ স্থানে আগমন কর ॥ ৬ ॥ হে জ্ঞানবান্ অগ্নি, এই যজ্ঞীয় দ্রব্য তোমাকে দিলাম, এই নমস্কার করিলাম, এই স্তব যেন সর্বদাই তোমার সম্ভাষণের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি। হে অগ্নি, আমাদিগের পুত্র-পৌত্রদিগকে রক্ষা কর ; অনন্যমনা হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারস্বরূপ, ইনি নানারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি আমাদিগের মনের অভিলাষসকল অবগত আছেন, ইনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের নিকটবর্তী রাত্রিকালে দেখা দেন। হে অগ্নি, মেঘের মধ্যে তোমার যে বিদ্যুৎস্বরূপ স্থান আছে, তথায় গমন কর ॥ ১ ॥ যজ্ঞকর্তারা আহুতি সেচন করিতে করিতে সকলে একপ্রকার নীলবস্ত্র পরিধানপূর্বক ঘোটকী লাভ করিলেন। অগ্নি যজ্ঞের স্থানস্বরূপ, পণ্ডিতেরা সেই অগ্নি যত্নপূর্বক রাখিয়া থাকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগূঢ় নামসমূহ তাঁহারা ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন ॥ ২ ॥ দুই অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ, তাহাদিগের কার্য অতি আশ্চর্য, তাহারা একত্র হইল এবং যথাসময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্মদান করিয়া লালন পালন করিল। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সেই অগ্নির যে সন্তান, আমরা যেন তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করি ॥ ৩ ॥ যে সকল প্রাচীন পুরোহিত ও যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা যজ্ঞের কার্যের প্রবর্তকস্বরূপ, অগ্নি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহার অন্নকামনাতে অগ্নির সেবা আরম্ভ করিলেন। যে দ্যুলোক ও ভূলোক তাবৎ বস্তুর আস্বাদনকারী, অগ্নি তাহারই মধ্যে বাস করেন, সেই অগ্নিকে যজ্ঞকর্তারা ঘৃত ও মধুপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপূর্বক সংবর্ধনা করিতেছেন ॥ ৪ ॥ অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিলাষী হইয়া তাঁহার স্বকীয় সপ্তসংখ্যক লোহিতবর্ণ শিখা আবির্ভূত করিলেন, অভিপ্রায় যে, সকলে অনায়াসে আলোকসহকারে চতুর্দিকে দেখিতে পায়। তিনি প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশে সেই সমস্ত শিখা প্রেরণ করিলেন, তিনি যেন সূর্যের আলোক আবরণ করিতে পারে, এরূপ ঔজ্জ্বল্য ইচ্ছাপূর্বক ধারণ করিলেন ॥ ৫ ॥ পণ্ডিতেরা সাতটি সীমা, অর্থাৎ অকর্তব্যকর্ম নিরূপণ করিয়াছেন ; যে কেহ তাহার একটিও করে সেই পাপী। অগ্নি মনুষ্যকে পাপ হইতে রুদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবর্তী মনুষ্যের ভবনে থাকেন, সূর্যকিরণের বিচরণমার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন ॥ ৬ ॥ অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন। তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

এই সেই অগ্নি, যজ্ঞের সময় যাঁহাকে স্তব করিয়া তাঁহার আশ্রয় পাওয়া যায় এবং নিজ গৃহে অশেষপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়; যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সূর্যকিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে পরিচ্ছন্ন হইয়া সর্বত্র বিচরণ করেন॥ ১॥ যিনি দুর্ধর্ষ এবং যজ্ঞের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্জ্বলকিরণমণ্ডলের দ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছেন। যিনি নিজ মিত্রস্বরূপ যজমানদিগের প্রতি বন্ধুজনোচিত কার্য করিবার জন্য উত্তম ঘোটকের ন্যায় অক্লিষ্টভাবে আসিতেছেন॥ ২॥ তিনি সর্বপ্রকার দেবারাধনার প্রভু, তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার প্রভুত্ব আরম্ভ হয়, যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি সেই অগ্নিতে মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার রথ বিপক্ষদিগের নিকট দুর্ধর্ষ হয়॥ ৩॥ সেই অগ্নি নিজ বলে বলী হইয়া এবং স্তবসমূহ গ্রহণ করিতে করিতে দ্রুতগমনে দেবতাদিগের উদ্দেশে যাইতেছেন। তিনি স্তব করেন, হোম করেন, দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, তিনি প্রধান যজ্ঞকর্তা; তিনি দেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতেছেন॥ ৪॥ সেই যে অগ্নি, যিনি ভোগ্যবস্তু দান করেন, ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পান, তোমরা তাঁহাকে নমস্কার ও স্তবের দ্বারা সংবর্ধনা কর। তিনি ধনের কর্তা, তিনি বিপক্ষপরাভবকারী দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, তাঁহাকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতিবাক্যদ্বারা আপ্যায়িত করেন॥ ৫॥ দ্রুতগামী ঘোটকেরা যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ অশেষ ধন সেই অগ্নির সহিত যাইয়া মিলিত হয়। হে অগ্নি, তুমি ইন্দ্রের সহিত একত্র হইয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর॥ ৬॥ হে অগ্নি, তুমি জন্মিবামাত্র মহত্বলাভ করিলে এবং স্থানগ্রহণ করিয়াই আহুতিযোগ্য হইলে। অতএব তোমাকে দেখিয়াই দেবতারা তোমার নিকট আসিলেন; তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইয়া সর্বাগ্রেই বর্ধিষ্ণু হইলেন॥ ৭॥

৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ত্রিত আপ্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, আকাশ ও পৃথিবী হইতে কল্যাণ আহরণপূর্বক আমাদিগকে দাও। হে দেব, আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সর্বপ্রকার অন্ন আহরণ কর! হে সৌম্যমূর্তি, আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হই। হে দেব, তোমাকে যে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করিতেছি, সেই কারণে আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ১॥ হে অগ্নি, তোমার জন্য এই সমস্ত স্তব প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি যে সকল গাভী ও ঘোটক ও ধন দিয়াছ, তাহারই জন্য তোমার গুণকীর্তন করা হইতেছে। হে সৌম্যমূর্তি, হে ধনস্বরূপ, যখন মনুষ্য তোমার নিকট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার অনেক প্রকার স্তব আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ২॥ অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান করি; অগ্নিই ভ্রাতা, অগ্নিই চিরকালের বন্ধু। যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে, তদ্রূপ আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মূর্তিকেই সেবা করিয়া থাকি॥ ৩॥ হে অগ্নি, এইসকল স্তব সম্পন্ন হইয়াছে, এই স্তব হইতেই আমরা সকল বস্তু পাইয়া থাকি। আমি সেই ব্যক্তি, যাহার ভবনে তুমি নিত্য নিত্য দেবতাদিগকে আহ্বান কর এবং রক্ষা কর। সেই আমি যেন যজ্ঞবান্ হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই, যেন উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ করি॥ ৪॥ উজ্জ্বলমূর্তিধারী পুরুষেরা অগ্নিকে আধান করিলেন, প্রাচীন বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা উচিত; তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপনকর্তা। মনুষ্যবর্গ বাহুসঞ্চালনপূর্বক সেই অগ্নিকে জন্মদান করিলেন। তিনি রূপধারী দেবতাদিগকে আহ্বান করিবেন বলিয়া তাঁহাকে সংস্থাপন করা হইল॥ ৫॥ হে দেব, দিব্যলোকবাসী দেবতাদিগকে তুমি নিজেই অর্চনা কর। অপরিণতমতি নির্বোধ মনুষ্য তোমাকে কি সাহায্য করিবে। যেরূপ তুমি সময়ে সময়ে দেবতাদিগকে অর্চনা কর, তদ্রূপ, হে সৌম্যমূর্তি, তোমার আপনার উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর॥ ৬॥ হে অগ্নি, আমাদিগের রক্ষাকর্তা হও, আমাদিগের গাভীগণের রক্ষাকর্তা হও, আমাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নের উৎপাদনকর্তা ও অন্নের সঞ্চয়কর্তা হও। হে পূজনীয়, হোম করিবার সামগ্রী সমস্ত আমাদিগকে দান কর, সাবধান হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

৮ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৭-৯ ইন্দ্র। ত্বষ্টৃ-পুত্র ত্রিশিরা। ত্রিষ্টুপ্।
প্রকাণ্ড পতাকা লইয়া অগ্নি যাইতেছেন। বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন, শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থান ব্যাপিয়া ফেলিলেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্তিতে অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥ অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমোদ করিলেন, দেখ তাঁহার শিখাই তাঁহার ককুদ। বৎসটি দেখিতে সুশ্রী, কত খেলা খেলিতেছে, শব্দ করিতেছে। দেবারাধনার কালে কত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে এবং সর্বাগ্রে আপনা হইতেই আপন স্থানে যাইতেছে ॥ ২ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নির পিতা-মাতার তুল্য, তাঁহাদিগের মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এই বারের অস্থির মূর্তিকে যজ্ঞে আধান করা হইল। ইনি যখন চলিলেন, তখন যজ্ঞস্থানের লোকেরা চতুর্দিক্‌ব্যাপী ইঁহার দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্তিসমূহের নিকটবর্তী হইল ॥ ৩ ॥ হে ধনস্বরূপ, প্রতিদিন প্রভাতে তুমি অগ্রে আসিয়া থাক। রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হইতে সূর্যের ন্যায় তেজঃ উৎপাদনপূর্বক যজ্ঞের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন কর ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি মহত্ত্বযুক্ত যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের জন্য গমন কর, তৎকালে তুমি আবরণ-কারী রক্ষাকর্তা হইয়া থাক। হে বুদ্ধিমান্, তুমি জলের পৌত্র। যাহার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি তাহার দূত হইয়া থাক ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি আকাশে নিযুৎনামক ঘোটকের সহিত বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, তথায় তুমি যজ্ঞের নির্বাহকর্তা এবং জলের প্রেরণকর্তা হইয়া থাক। তুমি আকাশের দিকে তোমার মস্তক উত্তোলন কর। হে অগ্নি, সর্ববস্তুপ্রদানকারিণী শিখাস্বরূপ তোমার জিহ্বার উপর তুমি হোমের দ্রব্য বহন কর ॥ ৬ ॥ ত্রিত যজ্ঞ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান করিয়া নানাবিপদে রক্ষা পান। তিনি প্রার্থনার অনুরোধে পিতামাতার নিকটে উপযুক্ত বাক্য বলিতে বলিতে যুদ্ধের অস্ত্র লইতে গেলেন ॥ ৭ ॥ আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করিলেন ॥ ৮ ॥ শিষ্টপালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সর্বব্যাপীতেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৯ ॥

৯ সূক্ত। অপ্-গণ দেবতা। ত্বষ্টৃ-পুত্র ত্রিশিরা বা অম্বরীষ-পুত্র সিন্ধুদ্বীপ ঋষি। গায়ত্রী ; ৫ বর্ধমানা গায়ত্রী ; ৭ প্রতিষ্ঠা গায়ত্রী ; ৮-৯ অনুষ্টুপ্।
হে জল, তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর ॥ ১ ॥ হে জলগণ, তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগের যে রস অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর ॥ ২ ॥ হে জলগণ, যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয়কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর ॥ ৩ ॥ জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হউন, মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন ॥ ৪ ॥ অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন, মনুষ্যদিগকে তাঁহারাই বাস করাইয়া থাকেন ; সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলদিগকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা করি ॥ ৫ ॥ সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন ॥ ৬ ॥ হে জলগণ, আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখিতে পাই ॥ ৭ ॥ হে জলগণ, যাহা কিছু দুষ্কৃত আমার আছে, অথবা যে কোন হিংসার কার্য করিয়াছি, কিংবা অভিসম্পাত করিয়াছি, অথবা মিথ্যা কথা কহিয়াছি, সে সমস্ত অপসারিত কর ॥ ৮ ॥ আমি অন্য জলে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার রস পাইয়াছি। হে অগ্নি, জলবিশিষ্ট হইয়া তুমি আইস। আমাকে তেজোযুক্ত কর ॥ ৯ ॥

১০ সূক্ত। যম ও যমী দেবতা। যমী ও যম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

[যম ও যমী যমজ ভ্রাতৃ-ভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে কহিতেছেন]—বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে ॥ ১ ॥ [যমের উত্তর]—তোমার গর্ভসহচর তোমার সহিত এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এ স্থান নির্জন নহে, যেহেতু সেই মহান্ অসুরের স্বর্গধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্বভাগ দেখিতেছেন ॥ ২ ॥ [যমীর উক্তি]—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর ॥ ৩ ॥ [যমের উত্তর]—এ কার্য পূর্বে কখনও আমরা করি নাই। আমরা সত্যবাদী, কখনও মিথ্যা কহি নাই। গন্ধর্ব আমাদিগের পিতা, আর অপ্যা যোষা আমাদিগের উভয়ের মাতা ; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক ॥ ৪ ॥ [যমীর উক্তি]—নির্মাণকর্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেব ত্বষ্টা আমাদিগকে গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। আমাদিগের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন ॥ ৫ ॥ [যমের উক্তি]—এই প্রথম দিন কে জানে ?.. কে বা দেখিয়াছে ? কেই বা প্রকাশ করিয়াছে ? মিত্র ও বরুণের আবাসভূত এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন, তুমি নরদিগকে ইহার কি বল ? ॥ ৬ ॥ [যমীর উক্তি]—তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, আইস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট, তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করিয়া দিই। রথধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় আইস, আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই ॥ ৭ ॥ [যমের উত্তর]—এই যে সকল দেবতাদিগের গুপ্তচর, ইহাদের সর্বত্র গতিবিধি, ইহারা চক্ষু নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনী, যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর ; রথধারণকারী চক্রের ন্যায় তাহার সহিত এক কার্য কর ॥ ৮ ॥ [যমীর উক্তি]—কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্যের তেজঃ যেন পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধ। যমী যাইয়া ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক ॥ ৯ ॥ [যমের উক্তি]—ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে, যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত সহবাস করিবে। হে সুন্দরি, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তখন তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর ॥ ১০ ॥ [যমীর উক্তি]—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকিতেও ভগিনী অনাথা হয় ? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয় ? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হইয়া এত করিয়া বলিতেছি; তোমার শরীরে আমার শরীরে মিলাইয়া দাও ॥ ১১ ॥ [যমের উত্তর]—তোমার শরীরের সহিত আমার শরীর মিলাইতে ইচ্ছা নাই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাহাকে পাপী কহে। আমা ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সুখ-সম্ভোগের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি, তোমার ভ্রাতার তাদৃশ অভিলাষ নাই ॥ ১২ ॥ [যমীর উক্তি]—হায়, যম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখিতেছি। এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে, কিংবা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ ॥ ১৩ ॥ [যমের উত্তর]—হে যমী, তুমিও অন্য পুরুষকেই আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তাহারাই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তাহারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাহাতেই মঙ্গল হইবে ॥ ১৪ ॥

১১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। আঙ্গি হবির্ধান ঋষি। জগতী ; ৭-৯ ত্রিষ্টুপ্।

সেই মহত্ত্বযুক্ত দুর্ধর্ষ অগ্নি বৃষ্টিবর্ষণের মূলীভূত, তিনি উজ্জ্বল আকাশ হইতে আশ্চর্য দোহনপ্রক্রিয়াদ্বারা জল দোহন করিলেন। যেরূপ বরুণ, তদ্রূপ তিনিও নিজ জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হইয়া আছেন। তিনি যজ্ঞের মূল। প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞের উপযুক্ত সর্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করুন ॥ ১ ॥ গন্ধর্বী ও অপ্যা যোষণা স্তব করিতেছেন। নদ যে স্তব করিতেছে, তাহাতে আমার মনঃসংযোগ হউক। অদিতিদেবী আমাদিগকে তাবৎ অভিলষিত ফলের মধ্যে লইয়া চলুন। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্বাগ্রে স্তব করিতেছেন ॥ ২ ॥ যেইমাত্র গগনবিহারিণী, শব্দায়মানা, কল্যাণমূর্তি চিরপরিচিতা উষাদেবী মনুষ্যকে দেখা দিলেন, তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করা হইল ; যাহারা যজ্ঞের অভিলাষী, এই অগ্নি তাহাদিগের প্রতিই প্রীতিযুক্ত, ইনি দেবতাদিগকে আহ্বান করেন ॥ ৩ ॥ শ্যেনপক্ষী অগ্নিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞে সেই দ্রবমূর্তি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সোমকে আনিয়া দেন। যখন আর্য মনুষ্যগণ সোমমূর্তি ও দেবতাদিগের আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হয়েন, তখন স্তব উঠিতে থাকে ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, যেরূপ ঘাস পশুর পক্ষে, তদ্রূপ তুমি সর্বদাই আমাদিগের পক্ষে প্রিয়। মনুষ্যের আহুতি প্রাপ্ত হইয়া তুমি উত্তমরূপে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। মেধাবী ব্যক্তির স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক এবং হোমের দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া তুমি বিস্তর দেবতা লইয়া আইস ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তোমার শিখাকে তোমার মাতাপিতাস্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবীর দিকে প্রেরণ কর। যেরূপ জীর্ণকারী সূর্য আপনার আলোক দ্যুলোক ও ভূলোকে ভাগ করিয়া দেন। যজ্ঞাভিলাষী দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞকর্তা যজ্ঞ করিতে উদ্যত, তিনি মনের সহিত ব্যগ্র হইয়াছেন। অগ্নি স্তব স্ফূর্তি করিয়া দিতেছেন। প্রধান পুরোহিত উত্তমরূপে কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং স্তব বাড়াইয়া দিতেছেন। ব্রহ্মানামক বুদ্ধিমান্ পুরোহিত মনে মনে আশঙ্কা করিতেছেন, পাছে কোন দোষ ঘটে ॥ ৬ ॥ হে বলের পুত্র অগ্নি, যে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহার যশ সর্বাতিশায়ী। সে অন্ন বিতরণ করে, ঘোটকগণ তাহাকে বহন করে, তাহার মূর্তি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে দিন দিন অধিক সুখী হয় ॥ ৭ ॥ হে পূজনীয় অগ্নি, যখন আমরা এই পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব দেবতাদিগের যজ্ঞ-উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সেই সময়ে রমণীয় বস্তুসকল আমাদিগকে দিও। হে যজ্ঞীয়-দ্রব্য-গ্রহণকারী, আমরা যেন ইহা হইতে ধনের অংশ প্রাপ্ত হই ॥ ৮ ॥ আমাদিগের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, ইহাতে, হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের কথা শ্রবণ করিও। অমৃত ক্ষরণ করে এতাদৃশ রথ যোজনা কর। দেবতাদিগের জনক-জননী দ্যাবা-পৃথিবীকে আমাদের নিকট লইয়া আইস, তুমি এই স্থানেই থাক। দেবতাদিগের নিকট হইতে তুমি অপসৃত হইও না ॥ ৯ ॥

১২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। আঙ্গি হবির্ধান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারা যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম অগ্নিকে আহ্বান করুন ; তাঁহাদের সেই আহ্বান সত্য হউক। তখন অগ্নি যজ্ঞের জন্য মনুষ্যদিগকে প্রেরণ করিয়া আপন শিখা ধারণপূর্বক দেবতাদিগের আহ্বানের জন্য উপবেশন করুন ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি নিজে দেব, অন্যান্য দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্বক আমাদিগের যজ্ঞ ও হোমের দ্রব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহন করিয়া লইয়া যাও। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ, ধূমই তোমার পতাকা, তুমি প্রজ্বলিত হইয়া সরল শিখা ধারণ কর ; তুমি হোতা ও নিত্য বাক্যপ্রয়োগসহকারে যজ্ঞ করিতে তোমার তুল্য কেহ নাই ॥ ২ ॥ অগ্নিদেব আপনা হইতে যে জল উপার্জন করেন, তাহাতে উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে পালন করে। পরে সমস্ত দেবগণ তোমার সেই জলবিতরণের বিষয় গান করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা স্বর্গের ঘৃতস্বরূপ বৃষ্টিবারি দোহন করে ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমি তোমাদিগকে স্তব করি। হে ঘৃততুল্য বৃষ্টিবর্ষণকারী, আমার স্তব শ্রবণ কর। যখন স্তবকর্তারা যজ্ঞের সময় স্তব করিলেন, হে জনকজননী, তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ করিয়া আমাদিগের মালিন্য অপনয়ন কর ॥ ৪ ॥ অগ্নি কি তবে আমাদিগের হোম গ্রহণ করিয়াছেন ? আমরা কি তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিতে পারিয়াছি ? কেই বা তাহা জানে ? বন্ধুকে আহ্বান করিলে তিনি যেমন আসেন, তদ্রূপ অগ্নি আসিতে পারেন। আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের নিকট গমন করুক। আর যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহাও দেবতাদিগের নিকট গমন করুক ॥ ৫ ॥ এক্ষণে অমৃতের আহুতি দুঃসাধ্য, কারণ একবংশীয়া ও ভিন্নরূপধারিণী দেবতা রহিয়াছেন। হে মহান্ অগ্নি, যে ব্যক্তি যমের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সাবধানতাসহকারে তাহাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ সেই অগ্নি উপস্থিত থাকিলেই যজ্ঞে দেবতাদিগের আমোদ হয়, এই নিমিত্ত যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির গৃহে স্থাপনা করা হয়। দেবতারা সূর্যের আলোক সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন এবং চন্দ্রেতে রাত্রি সমস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা নিরন্তর দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ যে নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাকিলে দেবতারা নিজ কার্য সম্পাদন করেন, তাঁহার বিষয়ে আমরা অবগত নহি। এই যজ্ঞে মিত্র ও অদিতি ও সবিতাদেব যেন আমাদিগকে বরুণদেবের নিকট নিরপরাধ বলিয়া জানাইয়া দেন ॥ ৮ ॥ আমাদিগের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, ইহাতে হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের কথা শ্রবণ কর। অমৃত স্মরণ করে, এতাদৃশ রথ যোজনা কর। দেবতাদিগের জনক-জননী দ্যাবা-পৃথিবীকে আমাদিগের নিকট লইয়া আইস। তুমি এই স্থানেই থাক, দেবতাদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইও না ॥ ৯ ॥

১৩ সূক্ত। হবির্ধানদ্বয় দেবতা। আঙ্গি হবির্ধান বা অদিতি-পুত্র বিবস্বান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ জগতী।

হে শকটদ্বয়, আমি প্রাচীন মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমের দ্রব্য আরোপণ করিয়া তোমাদিগকে যোজনা করিতেছি। আমার স্তুতিবাক্য পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির ন্যায় দেবতাদিগের নিকট গমন করুক। যেন যেসকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেবগণ দিব্যধামে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা সকলে শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ যৎকালে তোমরা যমক সন্তানের ন্যায় গমন কর, তখন দেবপূজাকারী মনুষ্যগণ তোমাদিগের উপর হোমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া আরোপণ করে। তোমরা নিজ স্থানে যাইয়া অবস্থিতি কর। আমাদিগের সোমের জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ কর ॥ ২ ॥ যজ্ঞের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধান্য, সোম, পশু, পুরোডাশ ও ঘৃত) তাহা আমি যথাযোগ্য বিনিয়োগ করিতেছি। যথানিয়মে চার প্রকারে ছন্দ প্রয়োগ করিতেছি। ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করিতেছি। যজ্ঞের নাভিস্বরূপ যে বেদি, তথায় আমি শোধনকার্য সমাধা করিতেছি ॥ ৩ ॥ দেবদিগের মধ্যে কাহাকে মৃত্যুসদনে পাঠান যায় ? প্রজাদিগের মধ্যে কাহাকে অমৃতের ন্যায় করা যায় ? যজ্ঞকর্তারা মন্ত্রপূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যম আমাদিগের প্রিয় এই শরীর পরিহার করেন অর্থাৎ ধ্বংস করেন না ॥ ৪ ॥ স্তোতৃবর্গপরিবেষ্টিত সোম-দেবের উদ্দেশে সপ্তছন্দ উচ্চারিত হইতেছে। সোম পিতাস্বরূপ, তাঁহার পুত্রস্বরূপ পুরোহিতগণও স্তব আরম্ভ করিয়াছেন ; দুইখানি শকট দেবতা ও মনুষ্যদিগের জন্য দীপ্তি পাইতেছে, দুইখানি শকটই কার্য করিতেছে এবং দেবতা ও মনুষ্যদিগের পুষ্টি সাধন করিতেছে ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ সূক্ত। দেবতা : যম ; ৬ অঙ্গিরা, পিতৃগণ, অথর্ব, ভৃগু ও সোম ; ৭-৯ লিঙ্গোক্ত দেবতা বা পিতৃগণ ; ১০-১২ কুক্কুরদ্বয়। বিবস্বৎ-পুত্র যম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১৩,১৪,১৬ অনুষ্টুপ্ ; ১৫ বৃহতী।

হে অন্তঃকরণ, তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটেই সকল লোকে গমন করে॥ ১॥ আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্ব-পুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন॥ ২॥ মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য-নামক ও পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে সাহায্যে বর্ধিত হয়েন। যাহারা দেবতাদিগকে সংবর্ধনা করে এবং যাহাদিগকে দেবতারা সংবর্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, কেহ স্বাহাদ্বারা আনন্দিত হয়েন, কেহ বা স্বধাদ্বারা॥ ৩॥ হে যম, এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর, তুমি এই যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আইস। তোমার উদ্দেশে কবিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্রসকল চলিতে থাকুক। হে রাজন্, এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্বক আমোদ কর॥ ৪॥ হে যম, নানামূর্তিধারী অঙ্গিরানামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদিগের সহিত আইস, এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আসিয়া উপবেশন কর॥ ৫॥ অঙ্গিরা-নামক, অথর্বন্নামক এবং ভৃগুনামক, আমাদিগের পিতৃলোকগণ এইমাত্র আসিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী, সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন; যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই॥ ৬॥ [যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি]—আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাঁহারা স্বধাপ্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর॥ ৭॥ সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ-পূর্বক অস্ত-নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর॥ ৮॥ [শ্মশানে দাহকালে উক্তি]—হে ভূতপ্রেতগণ দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত; যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন॥ ৯॥ [যমদ্বারবর্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি]—হে মৃত, এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র; ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর॥ ১০॥ হে যম, তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা, ইহাকে কল্যাণভোজী ও নিরোগী কর॥ ১১॥ সেই যে দুই যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্যের দর্শন পাই॥ ১২॥ যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইতেছেন এবং যাহাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়া থাকে॥ ১৩॥ যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্যে তাঁহার জন্য হোম কর। দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘ-পরমায়ু প্রদান করেন॥ ১৫॥ যমরাজার উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্বকালের ঋষি আমাদিগের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি॥ ১৫॥ যম ত্রিকদ্রুক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন, তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয় ॥ ১৬ ॥

১৫ সূক্ত। পিতৃগণ দেবতা। যম-পুত্র শঙ্খ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১১ জগতী।

অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা হিংসাধর্মবিহীন হইয়া আমাদিগের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞের সময় আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎ গত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীলোকে আছেন, অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান্ লোকদিগের মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করিলাম ॥ ২ ॥ পিতৃলোকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আমি তাঁহাদিগকে পাইয়াছি, এই যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি পাইয়াছি। যে সকল পিতৃলোক কুশে উপবেশন করিয়া হব্যের সহিত সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলে আসিয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ, এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভোগ কর। এক্ষণে আইস, আমাদিগকে রক্ষা কর ও আমাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান কর। আমাদিগকে কল্যাণভাগী, অকল্যাণবর্জিত ও পাপরহিত কর ॥ ৪ ॥ কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা আগমন করুন, আমাদিগের মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করুন, আহ্লাদ প্রকাশ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ হে পিতৃগণ, তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হইয়া উপবেশনপূর্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন কিছু অপরাধ করা আমাদিগের সম্ভব ; কিন্তু সেই নিমিত্ত যেন আমাদিগকে হিংসা করিও না ॥ ৬ ॥ এই সকল লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখার নিকটে বসিয়া দাতালোককে ধন দান কর। হে পিতৃগণ, তাহার পুত্রদিগকে ধন দান কর, তাহাদিগকে এই যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত কর ॥ ৭ ॥ সোমপানকারী যে সকল পূর্বতন পিতৃলোক বসিষ্ঠগণ যথানিয়মে সোমযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারাও হোমের দ্রব্য কামনা করেন, যমও কামনা করেন, যম তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সুখী হইয়া যথা ইচ্ছা এই সকল হোমের দ্রব্য ভোজন করুন ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, যে সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋক্ রচনাপূর্বক স্তব প্রস্তুত করিতেন, সুতরাং যাঁহারা নিজ সৎকর্মপ্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদিগের নিকটে আইস ; তাঁহারা বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁহারাই পিতৃলোক, তাঁহাদিগের জন্য এইসকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে ॥ ৯ ॥ যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ করেন ; হে অগ্নি, সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত আইস ॥ ১০ ॥ হে অগ্নিস্বত্ব পিতৃগণ, তোমরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এই স্থানে আগমন কর এবং এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এ স্থানে কুশের উপর হোমের দ্রব্যসমস্ত প্রসারিত আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন দাও এবং পুত্রপৌত্রাদি দাও ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, তুমি জাতবেদা। তোমাকে স্তব করা হইয়াছে, তুমি হোমের দ্রব্যসমস্ত সুগন্ধযুক্ত করিয়া দেবতাদিগের নিকট বহন করিয়াছ। তুমি পিতৃলোকদিগকে তাহা দিয়াছ। তাঁহারা 'স্বধা' 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক ভোজন করুন। হে দেব, এই সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন কর ॥ ১২ ॥ এই স্থানে যে সকল পিতৃলোক আসিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা আসেন নাই, যাঁহাদিগকে আমরা জানি, কিংবা যাঁহাদিগকে আমরা না জানি, হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি জান, তাঁহারা কে কে। হে পিতৃলোকগণ, 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক এই সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ কর ॥ ১৩ ॥ হে স্বপ্রকাশ অগ্নি, যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিংবা যাঁহারা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, যাঁহারা স্বর্গমধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর ॥ ১৪ ॥

১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। যম-পুত্র দমন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১১-১৪ অনুষ্টুপ্।

হে অগ্নি, এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইঁহাকে ক্লেশ দিও না; ইঁহার চর্ম বা ইঁহার শরীর ছিন্নভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা, যখন ইঁহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ব হয়, তখনই ইঁহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দাও ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যখন ইঁহার শরীর উত্তমরূপে পক্ব করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে দিবে। যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন ॥ ২ ॥ হে মৃত, তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক ॥ ৩ ॥ এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি, তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা; সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি, তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর। ইঁহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে জাতবেদা, সে পুনর্বার শরীর লাভ করুক ॥ ৫ ॥ হে মৃত, কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, কিংবা পিপীলিকা, বা সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, এই সর্বভক্ষণকারী অগ্নি তাহা নীরোগ করুন, আর সোম; যিনি স্তোতাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিও তাহা নীরোগ করুন ॥ ৬ ॥ হে মৃত, তুমি গোচর্মের সহিত অগ্নিশিখাস্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে এই যে দুর্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্বক ও অহংকারের সহিত তোমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্বাংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, এই চমসকে বিচলিত করিও না, ইহা সোমপানকারী দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে। এই যে দেবতাদিগের পান করিবার জন্য চমস রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হয়েন ॥ ৮ ॥ মাংসভোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দুরে অপসারিত করি। ইহা অশুদ্ধ বস্তু বহন করিতেছে, যম যাহাদিগের রাজা, এই অগ্নি তাহাদিগের নিকট গমন করুক। আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রহিয়াছেন, ইনিই বিবেচনাপূর্বক দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন ॥ ৯ ॥ এই যে মাংসভোজনকারী অগ্নি, অর্থাৎ চিতার অগ্নি, তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমি অপসারিত করি। আর এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবার জন্য গ্রহণ করিতেছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ লইয়া গমন করুন ॥ ১০ ॥ যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাদিগকে এবং পিতৃলোকদিগকে আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদিগের ও পিতৃলোকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য দিবেদন করিয়া দেন ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, যত্নপূর্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি, যত্নপূর্বক তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদিগের নিকট তুমি যত্নপূর্বক হোমের দ্রব্য তাঁহারা ভোজন করিবেন বলিয়া বহন কর ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, তুমি যাহাকে দাহ করিলে, পুনর্বার তাহাকে নির্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হউক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্বা এই স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন হউক ॥ ১৩ ॥ হে পৃথিবী, তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই বৃষ্টি আনয়ন কর, আর এই অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর ॥ ১৪ ॥

১৭ সূক্ত। দেবতা : ১-২ সরণ্যূ ; ৩-৬ পূষা ; ৭-৯ সরস্বতী ; ১০-১৪ অপ্-গণ ; ১১-১৩ অপ্-গণ বা সোম। যম-পুত্র দেবশ্রবা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১৩ অনুষ্টুপ্ বা পুরস্তাৎ বৃহতী ; ১৪ অনুষ্টুপ্।

ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যার সরণ্যূর বিবাহ দিতেছেন, এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন, তখন মহান্ বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন ॥ ১ ॥ সেই মৃত্যুরহিত সরণ্যূকে মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল ; তখন তুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যূ যমজ তুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন ॥ ২ ॥ পূষাদেব, যিনি জ্ঞানী, যাঁহার পশু নষ্ট হয় না, যিনি ভুবনে রক্ষাকর্তা, তিনি তোমাকে এই স্থান হইতে উত্তম স্থানে লইয়া যাউন। সেই যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধনদানকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদিগের নিকট লইয়া সমর্পণ করুন ॥ ৩ ॥ বিশ্ব-সংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, সেই পূষাদেব তোমার জীবন রক্ষা করুন। তিনি তোমার যাইবার পথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন ; যে স্থানে পুণ্যবানেরা আছেন, যে স্থানে তাঁহারা গিয়াছেন, সেই দেব সবিতা তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়া দিন ॥ ৪ ॥ পূষাদেব এই সমস্ত দিক্‌ই জানেন, তিনি যেন আমাদিগকে সেই পথ দিয়া লইয়া যান, যে পথে কিছু ভয় নাই। তিনি কল্যাণ দান করেন, তাঁহার মূর্তি আলোকবেষ্টিত, তাঁহার সঙ্গে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত আছে। তিনি আমাদিগকে জানেন, তিনি সাবধান হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আগমন করুন ॥ ৫ ॥ সেই পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন, তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তাঁহার যে তুই প্রেয়সী অর্থাৎ দ্যাবা-পৃথিবী আছে, যাহারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝিয়া তাহাদিগের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন ॥ ৬ ॥ যাহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করিতেছে, যখন দেবতার যজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করিল। সেই সরস্বতী যেন দাতাব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন ॥ ৭ ॥ হে সরস্বতি, তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত এক রথে গমন কর, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্যসমস্ত ভোগ কর। আইস, এই যজ্ঞে আহ্লাদ কর ; আমাদিগকে আরোগ্য ও অন্ন দান কর ॥ ৮ ॥ হে সরস্বতি, পিতৃলোকগণ দক্ষিণ-পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও ॥ ৯ ॥ জলগণ আমাদিগের জননীস্বরূপ, আমাদিগকে শোধন করুন, ইঁহারা যেন ঘৃতপ্রবাহে প্রবহমান হইতেছেন, সেই ঘৃতের দ্বারা আমাদিগের মলাপনয়ন করুন। এই দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বহিয়া লইয়া যান। ইঁহাদিগের মধ্য হইতে আমি শুচি ও পবিত্র হইয়া আসিতেছি ॥ ১০ ॥ দ্রবাত্মক সোমরস অতি সুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (আঁশ) হইতে ক্ষরিত হইলেন, এই স্থানে, আর ইহার পূর্বতন স্থানে, অর্থাৎ আধারে তিনি ক্ষরিত হইলেন। আমরা সাতজন হোমকর্তা তুল্যরূপে আধারমধ্যে বিহারকারী সেই দ্রবাত্মক সোমকে হোম করিতেছি ॥ ১১ ॥ হে সোম, তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হইতেছে, অথবা তোমার যে অংশু (আঁশ) পুরোহিতের হস্ত হইতে প্রস্তরফলকের নিকট পতিত হইয়াছে, কিংবা যাহা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে আমি মনে মনে নমস্কারপূর্বক হোম করিতেছি ॥ ১২ ॥ তোমার যে রস বাহির হইয়াছে আর তোমার যে অংশু স্রুকনামক পাত্রের নিম্নে পতিত হইয়াছে, এই দেব বৃহস্পতি তাহা সেচন করুন, তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের ধনলাভ হইবে ॥ ১৩ ॥ উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররস-পূর্ণ, এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমাকে শোধন কর ॥ ১৪ ॥

১৮ সূক্ত। দেবতা : ১-৪ মৃত্যু ; ৫ ধাতা ; ৬ ত্বষ্টা ; ৭-১৩ পিতৃমেধ ; ১৪ পিতৃমেধ বা প্রজাপতি। যম-পুত্র সংকুসুক ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ ; ১৩ জগতী ; ১৪ অনুষ্টুপ্।

হে মৃত্যু, তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাও। তোমার চক্ষুঃ আছে, তুমি শুনিতে পাও, সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আমাদিগের সন্তান-সন্ততি বা লোকজনকে হিংসা করিও না ॥ ১ ॥ তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইবে ; তোমাদিগের গৃহ সন্তানসন্ততি ও ধনে পরিপূর্ণ হইবে ; তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও ॥ ২ ॥ এইসকল ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহারা মৃতদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছে, আমাদিগের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য ও হাস্য করিতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩ ॥ যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোধ করা হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেহ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত না হয়। ইহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্বতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিকটে না আসিতে পারে ॥ ৪ ॥ যেরূপ পরে পরে দিনসকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে মরে না। হে বিধাতঃ, ইহাদিগের আয়ুঃ এইরূপ কর ॥ ৫ ॥ তোমরা জরাদ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া কর্মকার্য সম্পন্ন কর। এই স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদিগের দীর্ঘ আয়ুঃ করিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই তোমরা জীবিত থাকিবে ॥ ৬ ॥ এইসকল নারী বৈধব্যদুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন ॥ ৭ ॥ হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া আইস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥ মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজঃ ও বল লাভ হইবে। হে মৃত, তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবতীয় আস্পর্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি ॥ ৯ ॥ হে মৃত, এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্বব্যাপিণী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমলস্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নির্‌ঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন ॥ ১০ ॥ হে পৃথিবী, তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিও না। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর ॥ ১১ ॥ পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক, প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয়স্থান-স্বরূপ হউক ॥ ১২ ॥ তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছি, তোমার উপরে এই একটি লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূনা অর্থাৎ খুঁটিকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন ॥ ১৩ ॥ যেমন বাণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর পর্ণ বক্রভাবে সংস্থাপন করে, তদ্রূপ আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হইলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে, তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম ॥ ১৪ ॥

১৯ সূক্ত। দেবতা : অপ্-গণ বা গো-গণ ; ১ (উত্তরার্ধ) অগ্নি ও সোম।
যম-পুত্র মথিত বা বরুণ-পুত্র ভৃগু বা ভৃগু-পুত্র চ্যবন ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৬ গায়ত্রী।
হে গাভীগণ, তোমরা ফিরিয়া যাও, আমাদিগের পশ্চাৎ আসিও না। হে বহুমূল্য গাভীগণ, আমাদিগকে দুগ্ধদান করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ ধনদানকর্তা অগ্নি ও সোম আমাদিগকে যেন ধন দান করেন ॥ ১ ॥ আবার এই গাভীদিগকে ফিরাইয়া দাও, আবার এই গাভীদিগকে লইয়া আইস। ইন্দ্র যেন ইহাদিগকে রুদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়াইয়া লইয়া আসেন ॥ ২ ॥ আবার ইহারা ফিরিয়া আসুক ও এই গাভীগণের প্রভুর নিকটে যাইয়া বর্ধিষ্ণু হউক। হে অগ্নি, এই গাভীদিগকে এই স্থানেই রক্ষা কর, ইহারা ধনস্বরূপ, এই স্থানেই ইহারা থাকুক ॥ ৩ ॥ যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি, তিনি এই গাভীদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনিয়া চিনিয়া লউন, বাটীতে ফিরাইয়া আসুন, ইতঃস্ততঃ চতুর্দিকে বিচরণ করাইয়া দিন ॥ ৪ ॥ যে রাখাল চতুর্দিকে গভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরাইয়া আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরিয়া আসে ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি ফিরিয়া আইস, গাভীগণকে ফিরাইয়া আনিয়া দাও। আমরা যেন জীবন্ত গাভীদিগের দুগ্ধাদি ভোগ করিতে পাই ॥ ৬ ॥ হে দেবতাবর্গ, প্রচুর অন্ন ও ঘৃত ও দুগ্ধ তোমাদিগকে সর্বদা নিবেদন করিয়া দিয়া থাকি। অতএব, যে কেহ যজ্ঞভাগগ্রহণকারী দেবতা থাকুন, তাঁহারা আমাদিগকে ধন দান করুন ॥ ৭ ॥ হে নিবর্তন, অর্থাৎ হে গোচারণকারী পুরুষ, গাভীগণকে চতুর্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়া লইয়া আইস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আইস ॥ ৮ ॥

২০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ, অথবা বসুক্র-পুত্র বসুক্রৎ। গায়ত্রী ; ১ একপদা-বিরাট্ ; ২ অনুষ্টুপ্ ; ৯ বিরাট্ ; ১০ ত্রিষ্টুপ্।
হে অগ্নি, আমাদিগের মন যাহাতে উত্তমরূপে স্তব করিতে উন্মুখ হয়, তাহা কর ॥ ১ ॥ অগ্নিকে স্তব করি, তিনি আহুতিভোজনকারী দেবতাদিগের সর্বকনিষ্ঠ ; তাঁহার যৌবনের অন্ত নাই ; তিনি দুর্ধর্ষ ; তিনি সৎকর্ম উপদেশ দিবার বন্ধু। যেমন গোবৎসেরা গাভীর দুগ্ধস্থানকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। স্বর্গবাসী এই সমস্ত দেবতা তাঁহার ক্রিয়াকলাপকে তেমনি আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ২ ॥ তিনি পুণ্যকর্মসমূহের আধারস্বরূপ ; তাঁহার দীপ্তিই তাঁহার ধ্বজা ; স্তবকর্তারা তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতেছে। ইনি পুঞ্জ পুঞ্জ অভিলষিত ফল দিতে দিতে দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৩ ॥ তিনি লোকদিগের আশ্রয়স্থান ; তিনিই পথস্বরূপ, তিনি প্রজ্বলিত হইয়া আকাশের শেষ সীমা পর্যন্ত ও মেঘ পর্যন্ত বিস্তারিত হইলেন ; তাঁহার কার্য কি অদ্ভুত ! ॥ ৪ ॥ তিনি মনুষ্যের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যজ্ঞে প্রকাণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া ঊর্ধ্ব-বিস্তারিত হইয়া উঠিলেন। তিনি গৃহ মাপিতে মাপিতে সম্মুখে আসিতেছেন ॥ ৫ ॥ সেই অগ্নিই মঙ্গলময়, তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যজ্ঞ, তাঁহার পথ শীঘ্রই অগ্রসর হয়। সেই শব্দায়মান অগ্নির প্রতি দেবতারা আসিতেছেন ॥ ৬ ॥ তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করিতে সমর্থ ; পরম সুখ লাভের জন্য তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে কহে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং জীবনের আধার ॥ ৭ ॥ আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তি এরূপ আছেন, যাঁহারা আহুতিদ্বারা অগ্নির সংবর্ধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন সর্বপ্রকার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥ এই অগ্নির গমনের জন্য যে বৃহৎ রথ আছে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, সরলভাবে গমন করে, তাহা রক্তবর্ণও বটে, তাহা বহুমূল্য। বিধাতা তাহা সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি বলের পৌত্র, তুমি অক্ষয়ধনে পরিবেষ্টিত, বিমদ নামে ঋষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ-পূর্বক তোমার এই স্তুতিবাক্যসকল বলিলেন। তুমি এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হইয়া ধন ও বল ও উত্তম বাসস্থান ও তাবৎ বস্তু বিতরণ কর ॥ ১০ ॥

২১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ, অথবা, বসুক্র-পুত্র বসুক্রৎ। আস্তারপংক্তি।

হে অগ্নি, তুমি দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা; স্বরচিত এই সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করিতেছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার করা হইয়াছে। তোমার যে শির, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তাহা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যাহারা তোমাকে সুশোভিত করে, তাহারা বর্ধিষ্ণু হয় এবং বিস্তর ঘোটক প্রাপ্ত হয়। এই সরলগামী রসসেককারী আহুতি তোমাতে যাইতেছে। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ২ ॥ যজ্ঞকর্তারা আহুতিপূর্ণ পাত্র লইয়া, যেন তোমাকে আর্দ্র করিয়া দিবেন, এইরূপে তোমার নিকটে উপবেশন করিয়াছেন। তুমি কখন কৃষ্ণ, কখন শুভ্র, নানা শোভা ধারণ করিতেছ। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ৩ ॥ হে বলশালী, হে অমর, যে প্রকার ধন তোমার ইচ্ছা হয়, সে সমস্ত বিবিধপ্রকার ধন আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা যজ্ঞের সময় অন্নদান করিব। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ৪ ॥ অথর্বানামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্বপ্রকার যজ্ঞকার্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগকে সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ৫ ॥ যজ্ঞের সময় হোমকার্য আরম্ভ হইলে, তোমার আরাধনা করা হয়। তুমি দাতা ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার অভিলষিত ধন বিতরণ কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি, মনুষ্যগণ তোমাকে যজ্ঞের সময় পুরোহিত করিয়া স্থাপন করে; কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় সুশ্রী, তোমার অবয়ব যেন ঘৃতাক্তের ন্যায় চিক্কণ, তুমি শিখাদ্বারা সকলই জানিতে পার, তোমার মূর্তি শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, তুমি শ্বেতবর্ণ শিখা সহকারে প্রকাণ্ডমূর্তি ধারণ কর। তুমি বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে থাক, তুমি ভগিনীর গর্ভে রস সেক কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ৮ ॥

২২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ, অথবা বসুক্র-পুত্র বসুক্রৎ। পুরস্তাৎ বৃহতী; ৫,৭,৯ অনুষ্টুপ্; ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

আজি ইন্দ্র কোথায় আছেন, শুনা গেল? আজি তিনি কোন্ ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হইয়াছেন, শুনা গেল? তিনি কি ঋষিদিগের ভবনে, অথবা কোন্ নিভৃত স্থানে স্তবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন? ॥ ১ ॥ ইন্দ্র অদ্য এইস্থানে আসিতেছেন; শুনা যাইতেছে। সেই বজ্রধারী স্তবযোগ্য ইন্দ্রকে আমি স্তব করিতেছি। তিনি ভক্তদিগের বন্ধুর ন্যায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করিয়া দেন ॥ ২ ॥ সেই ইন্দ্র অতুল বলের অধিকারী, তাঁহার তুলনা নাই; তিনি প্রচুর ধন দিয়া থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি দুর্ধর্ষ বজ্র ধারণ করেন ॥ ৩ ॥ হে বজ্রধারী দেব, বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী দুই অশ্ব রথে যোজনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া উজ্জ্বল পথে সেই দুই ঘোটককে প্রেরণ করিতে থাক, যুদ্ধের পথ তুমিই সৃষ্টি কর, অর্থাৎ দেখাইয়া দাও। তখন তোমাকে স্তব করা হয় ॥ ৪ ॥ সেই দুই অশ্বের চালনা করিতে পটু, এমন কোন দেবতা, বা মনুষ্য নাই। তুমি নিজেই সেই বায়ুতুল্য বেগশালী দুই ঘোটককে চালাইয়া দিয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া থাক ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা এখন বিদায় লইতেছ, উশনা তোমাদিগকে বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম হইতে মনুষ্যের নিকট আসিয়াছ এবং আসিবার সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করিয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের নিজের কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, কেবল আমাদিগের অনুগ্রহের জন্যই আসিয়াছ ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি এবং এতাদৃশ বল প্রার্থনা করি, যাহাদ্বারা অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে নিধন করিতে পারি ॥ ৭ ॥ আমাদিগের চতুর্দিকে দস্যুজাতি আছে, তাহারা যজ্ঞকর্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রুসংহারকারী, তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর ॥ ৮ ॥ হে শূর ইন্দ্র, তুমি শূরদিগের সঙ্গে আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ সেবকেরা প্রভুকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুদ্বারা আমরা যেন বেষ্টিত হই ॥ ৯ ॥ হে বজ্রধারী, যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাদিগের উদ্দেশে স্তব রচনা করেন, তখন তুমি বৃত্রকে বধ করিবার জন্য তরবারিদ্বারা যুদ্ধ করিতে, সেই সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলে ॥ ১০ ॥ হে বজ্রধারী ইন্দ্র, দান করাই তোমার কর্ম। যুদ্ধস্থলে অতি শীঘ্র শীঘ্রই তুমি তোমার কর্ম সম্পন্ন কর। তুমি সহগামী লোকদিগের সঙ্গে শুষ্ণের বংশসকল ধ্বংস করিয়াছ ॥ ১১ ॥ হে শূর ইন্দ্র, আমাদিগের এই সমস্ত মহতী বাসনা যেন বৃথা না হয়। হে বজ্রধারী, আমাদিগের পক্ষে সেই সকল বাসনা যেন ফলবতী হইয়া সুখকারী হয় ॥ ১২ ॥ তোমার অনুগ্রহ যেন আমাদিগের পক্ষে সফল হয়, যেন আমাদিগের হিংসা না হয়, যেরূপ গাভীর দুগ্ধাদি লোকে ভোগ করে, তদ্রূপ আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি ॥ ১৩ ॥ দেবতাদিগের ক্রিয়াদ্বারা এই পৃথিবী হস্তপদবিহীন হইয়া চতুর্দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া চতুর্দিকে গমন করিয়া তুমি শুষ্ণনামক অসুরকে হিংসা করিয়াছ ॥ ১৪ ॥ হে শূর ইন্দ্র, সোমরস পান কর, পান কর। তুমি ধনবান্, তুমি ধনস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না। যজ্ঞকর্তা, স্তবকর্তা ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে প্রচুর ধনে ধনী কর ॥ ১৫ ॥

২৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ, অথবা,
বসুক্র-পুত্র বসুকৃৎ। জগতী ; ১,৭ ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ অভিসারিণী।

যে ইন্দ্র বিবিধকর্মপটু হরিৎবর্ণ ঘোটকদিগকে রথে যোজনা করেন, যাঁহার দক্ষিণ হস্তে বজ্র আছে, তাঁহাকে পূজা করি। তিনি আপনার শ্মশ্রু কম্পমান করিয়া বিস্তর সেনা ও অন্ন লইয়া বিপক্ষ সংহার করিতে ঊর্ধ্বে গেলেন ॥ ১। এই ইন্দ্রের হরিৎবর্ণ যে দুই ঘোটক বনমধ্যে উত্তম ঘাস খাইয়াছে, ইনি তাহাদিগকে লইয়া বিস্তর ধনে ধনবান্ হইয়া বৃত্রকে নষ্ট করিলেন। ইনি প্রকাণ্ডমূর্তি, বলবান্ ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি। আমি দাস অর্থাৎ দস্যুজাতির নাম পর্যন্ত উঠাইয়া দিতেছি ॥ ২ ॥ যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্র ধারণ করেন, তিনি সেই রথে বিদ্বান্ লোকদিগের সঙ্গে আরোহণ করেন, যে রথ হরিৎবর্ণ দুই ঘোটক বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাত ধনবান্, ইনি সর্বজনবিদিত অন্নরাশির অধিপতি ॥ ৩ ॥ যেরূপ বৃষ্টি পশুযূথকে আর্দ্র করে, তদ্রূপ ইন্দ্র হরিৎবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপনার শ্মশ্রু আর্দ্র করিতেছেন। পরে তিনি সুশোভন যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন, তথায় যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা পান করিয়া যেরূপ বায়ু বনকে আন্দোলন করে, আপনার শ্মশ্রুসমূহ সেইরূপে সঞ্চালন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন ॥ ৪ ॥ শত্রুরা নানা বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্রদ্বারা তাহাদিগকে নীরব করিয়া শতসহস্র বিপক্ষ সংহার করিলেন। পিতা যেরূপ অন্ন দিয়া পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, তদ্রূপ তিনি লোকদিগকে বলিষ্ঠ করেন। আমরা সেই ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্তন করি ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, বিমদবংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জানিয়া তোমার উদ্দেশে অতি চমৎকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা করিয়াছেন। এই রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধন কি সামগ্রী তাহা আমরা জানি। যেরূপ গোপাল গাভীকে ভোজনের লোভ দেখাইয়া আপনার নিকট আনয়ন করে, তদ্রূপ আমরাও ইন্দ্রকে আনয়ন করিতেছি ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাতে আর বিমদ ঋষিতে এই যে সমস্ত বন্ধুত্বের বন্ধন গ্রথিত হইয়াছে, তাহা যেন শিথিল হইয়া না যায়। হে দেব, ভ্রাতা ও ভগিনীতে যেমন মনের ঐক্য, তেমনি তোমার মনের ঐক্য আমরা জানি। আমাদিগের সঙ্গে তোমার কল্যাণকর বন্ধুত্ব যেন সংঘটন হয় ॥ ৭ ॥

২৪ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৪-৬ অশ্বিদ্বয়। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ, অথবা বসুক্র-পুত্র বসুক্রৎ। আস্তারপংক্তিঃ ; ৪-৬ অনুষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হইয়া এই সুমধুর সোমরস তোমার নিমিত্ত রহিয়াছে, পান কর। হে প্রভূতধনশালী, আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ১ ॥ তোমাকে আমরা যজ্ঞীয় সামগ্রীদ্বারা, স্তবের দ্বারা এবং হোমের বস্তুদ্বারা আরাধনা করিতেছি। তুমি সকল কর্মের প্রভু, সকল কর্ম সফল করিয়া থাক। অতি উত্তম অভিলষিত বস্তু আমাদিগকে দাও। বিমদের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ২ ॥ তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী ; তুমি উপাসককে উপাসনাকার্যে প্রেরণ কর। তুমি স্তবকর্তাদিগের রক্ষাকর্তা, তুমি আমাদিগকে শত্রুর হস্ত হইতে এবং পাপ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ হে কর্মিষ্ঠ অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের কার্য অদ্ভুত। তোমরা নাসত্য। যখন বিমদ তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি মন্থন করিয়া দিলে, তখন দুইজনে একত্র হইয়াই একত্র অগ্নি মন্থন করিয়া দিয়াছিলে, পৃথক পৃথক নহে ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যখন দুইখানি অরণি অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ তোমাদিগের হস্তে সঞ্চালিত হইয়া একত্র মিলিত হইল এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে লাগিল, তখন তাবৎ দেবতা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতারা অশ্বিদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন পুনর্বার ঐরূপ কর ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমার বহির্গমন যেন মধুময় অর্থাৎ প্রীতিকর হয়, আমার পুনরাগমন যেন তদ্রূপ মধুময় হয়, অর্থাৎ আমি যেন যখন যে স্থানে যাই প্রীতিলাভ করি। হে দেবতাদ্বয়, তোমাদিগের দৈবশক্তিপ্রভাবে আমাদিগকে সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ট কর ॥ ৬ ॥

২৫ সূক্ত। সোম দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ, অথবা বসুক্র-পুত্র বসুক্রৎ। আস্তারপংক্তিঃ।

হে সোম, আমাদিগের মনকে এইরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রেরণ কর, যেন সে নিপুণ ও কর্মিষ্ঠ হয়। যেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয়, তদ্রূপ অন্নের প্রতি স্তবকর্তারা যেন রত হয়। বিমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ ॥ ১ ॥ হে সোম, পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমার চিত্ত হরণ করতঃ সকল স্থানে উপবেশন করিতেছেন। আর আমার মনে ধনলাভের জন্য নানা কামনা উদয় হইতেছে। বিমদের জন্য ইত্যাদি ॥ ২ ॥ হে সোম, আমার এই পরিণত বুদ্ধির দ্বারা আমি তোমার তাবৎ কার্য পরিমাণ করিয়া দেখিতেছি। যেরূপ পিতা পুত্রের প্রতি, তদ্রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও। বিপক্ষ সংহার করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি॥ ৩॥ হে সোম, যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করিবার জন্য কূপের মধ্যে যায়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবসমস্ত তোমাতে যাইতেছে। আমাদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এই যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাদন কর। যেরূপ বারি-পানাভিলাষী ব্যক্তি ঘাটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে, তদ্রূপ তুমি ধারণ কর॥ ৪॥ বিবিধ ফল লাভের অভিলাষী হইয়া সেই সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য করিয়া তোমার পরিতোষ করিয়াছেন, কারণ তুমি মহান্, তুমি মেধাবী। অতএব তুমি গাভী ও অশ্বে সমাকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদিগকে দান কর॥ ৫॥ হে সোম, আমাদিগের পশু-দিগকে রক্ষা কর এবং নানা মূর্তিতে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষা কর। তুমি আমাদিগের প্রাণধারণের জন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করিয়া জীবনের উপায় আহরণ করিয়া দিয়া থাক। বিমদের জন্য ইত্যাদি॥ ৬॥ হে সোম, তুমি সর্বপ্রকারে আমাদিগের রক্ষাকর্তাস্বরূপ হও। কারণ তুমি দুর্ধর্ষ। হে রাজন্, শত্রুদিগকে দূর করিয়া দাও। আমাদিগের নিন্দক যেন আমাদিগকে কিছুই না করিতে পারে। বিমদের জন্য ইত্যাদি॥ ৭॥ হে সোম, তোমার কার্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদিগের অন্ন আহরণ করিয়া দিবার জন্য সতর্ক থাক। তোমার মত আমাদিগকে ক্ষেত্র অর্থাৎ ভূমি দান করিবার লোক কেহ নাই। আমাদিগের অনিষ্টকারী লোকের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং পাপ হইতে ত্রাণ কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি॥ ৮॥ যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদিগের সন্তানদিগকে সেই যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে আমাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে থাকে, তখন, হে সোম, তুমি ইন্দ্রের সহায় হও, তাঁহার আপদ বিপদ রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শত্রুসংহারকারী কেহ নাই। বিমদের জন্য ইত্যাদি॥ ৯॥ সেই সোম স্ফীত হইতেছেন, ইনি ত্বরায় মত্ততা উৎপাদন করেন, ইন্দ্র ইঁহাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ইনি মহাপণ্ডিত, কক্ষীবান্ ঋষির বুদ্ধি স্ফূর্তি করিয়াছিলেন। বিমদের জন্য ইত্যাদি॥ ১০॥ ইনি বুদ্ধিমান্ দাতা ব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব আনিয়া দেন; ইনি সপ্ত পুরোহিতকে অভিলষিত বস্তু দিয়াছেন; ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাহাদিগের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন॥ ১১॥

২৬ সূক্ত। পূষা দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বা প্রজাপতি-পুত্র বিমদ,
অথবা বসুক্র-পুত্র বসুক্রৎ। অনুষ্টুপ্; ১,৪ উষ্ণিক্।

উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই সকল স্তব পূষাদেবের প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছে। অতএব, সেই মহীয়ান্ সর্বদা রথ যোজনাপূর্বক আসিয়া দুইজন দাতাকে অর্থাৎ যজমান ও তাঁহার বনিতাকে রক্ষা করুন॥ ১॥ এই মেধাবী যজমান ব্যক্তি, পূষাদেবের মণ্ডলমধ্যে যে প্রচুর জলের ভাণ্ডার আছে, তাহা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করেন; সেই পূষাদেব যেন ইঁহার স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন॥ ২॥ সেই পূষাদেব সোমের তুল্য রস-সেচনকারী; তিনি উত্তম স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন, সেই সুশ্রী পূষাদেব বারি সেক করেন, আমাদিগের গোষ্ঠ-মধ্যে বারি সেচন করেন॥ ৩॥ হে পূষাদেব, আমরা তোমাকে মনে মনে ধ্যান করিতেছি। তুমি আমাদিগের স্তবের স্ফূর্তি করিয়া দাও, তোমার সেবার জন্য পুরোহিতগণ ব্যস্তসমস্ত হয়॥ ৪॥ সেই পূষাদেব যজ্ঞের অর্ধাংশের ভাগী, তিনি রথে অশ্বযোজনাপূর্বক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদিগের হিতকারী ঋষিবিশেষ; তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বন্ধুস্বরূপ, তাহার শত্রুদিগকে দূর করিয়া দেন॥ ৫॥ গর্ভাধান গ্রহণ করিবার যোগ্যা সুন্দরমূর্তিধারিণী ছাগী এবং যে ছাগল, পূষাদেব সে সকল পশুর প্রভু। তিনিই মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত করিয়া দেন॥ ৬॥ প্রভু পূষা অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা সকলের পুষ্টিকর। সেই সৌম্যমূর্তি দুর্ধর্ষ পূষা ক্রীড়াস্থলে আপনার শ্মশ্রুসমস্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন॥ ৭॥ হে পূষা, ছাগলেরা তোমার রথের ধুরা বহন করিতে লাগিল, তুমি বহুকাল পূর্বে জন্মিয়াছ, কখন আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, সকল যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ॥ ৮ ॥ সেই মহীয়ান্ পুষাদেব নিজ বলের দ্বারা আমাদিগের রথ রক্ষা করুন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন, তিনি আমাদিগের এই নিমন্ত্রণের প্রতি কর্ণপাত করুন ॥ ৯ ॥

২৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

[ইন্দ্র কহিতেছেন]—হে স্তবকারী ভক্ত, আমার এইরূপ স্বভাব যে, সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে আমি অভিলষিত ফল দিয়া থাকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে না দেয়, সে সত্যকে নষ্ট করে। যে কেবল চতুর্দিকে পাপ করিয়া বেড়ায়, তাহার আমি সর্বনাশ করি ॥ ১ ॥ [ঋষি কহিতেছেন]—যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাহাদিগের নিজের উদর পূরণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে, আমি যখন তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, তখন, হে ইন্দ্র, তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করিয়া থাকি ॥ ২ ॥ [ইন্দ্র কহিতেছেন]—এমন কাহাকেও আমি দেখি না, যে ব্যক্তি দেবশূন্য ও দৈবকর্মবর্জিত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিয়াছে, এ কথা বলিতে পারে। যখন আমি যুদ্ধে যাইয়া তাহাদিগকে সংহার করি, তখন সকলে সেই সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করে ॥ ৩ ॥ যে সময়ে আমি সহসা অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন যত ঋষিগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি সর্বত্রবিহারকারী শত্রুকে পরাভব করি, তাহার চরণ ধারণ করিয়া আমি তাহাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি ॥ ৪ ॥ যুদ্ধে আমাকে নিবারণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই ; আমি যদি ইচ্ছা করি, পর্বতেরাও আমাকে রোধ করিতে পারে না। আমি যখন শব্দ করি, তখন যাহার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ, সেও ভীত হয়, অর্থাৎ তাহার কর্ণকুহর পর্যন্ত সেই শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী সূর্য পর্যন্ত দিন দিন কম্পিত হইতে থাকেন ॥ ৫ ॥ আমি ইন্দ্র, আমাকে যাহারা মানে না, যাহারা দেবতাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছে এরূপ সোমরস বলপূর্বক পান করে, যাহারা বাহুচালনা করিতে করিতে হিংসা করিবার জন্য আসিতে থাকে, আমি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই। আমি মহীয়ান্, আমি সকলের বন্ধু, আমাকে যাহারা নিন্দা করে, আমার বজ্রের প্রহার তাহাদিগেরই প্রতি প্রেরিত হয় ॥ ৬ ॥ [ঋষি বলিতেছেন]—হে ইন্দ্র, তুমি দর্শনও দিলে, বৃষ্টিও বর্ষণ করিলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছ ; তুমি প্রথমেও শত্রু বিদীর্ণ করিয়াছ, পরেও করিয়াছ। সেই ইন্দ্র এই বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন, এই সর্বব্যাপী দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না ॥ ৭ ॥ [ইন্দ্র বলিতেছেন]—গাভীগণ অনেকগুলি একত্র হইয়া যব ভক্ষণ করিতেছে ; আমি ইন্দ্র, তাহাদিগের স্বত্বাধিকারীর ন্যায় তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছি। দেখিতেছি যে, তাহারা রাখালের সহিত চরিতেছে। সেই সমস্ত গাভীকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা আপনাদিগের স্বত্বাধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই স্বামী গাভীদিগের নিকট হইতে কতই দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছেন ॥ ৮ ॥ তোমাতে ও আমাতে একত্র হইয়া এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে এই সকল যবভক্ষণকারী ও ঘাসভক্ষণকারীদিগকে দেখিতেছি। এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, আইস আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা করি। সেই পরোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগ্ভূতকে একত্র করিতে পারে, অর্থাৎ সকল পশু একত্র সংগ্রহ করিতে পারে ॥ ৯ ॥ নিশ্চয় জানিও, আমি এই স্থানে যাহা কহিতেছি, তাহা সত্য। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, সকলই আমি সৃষ্টি করি। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করিতে পাঠায়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার ধন অপহরণ করিয়া ভক্তদিগকে ভাগ করিয়া দিই ॥ ১০ ॥ যাহার চক্ষুবিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই অন্ধকন্যাকে আশ্রয় প্রদান করে ? যে ইহাকে বহন করে, সে ইহাকে বরণ করে, কেই বা তাহার প্রতি বর্ষাক্ষেপ করে ? ॥ ১১ ॥ কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারীসহবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয় ; যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে ॥ ১২ ॥ সূর্যদেব চরণদ্বারা আলোক উদ্গিরণ করিতেছেন, নিজ মণ্ডলস্থিত আলোক গ্রাস করিতেছেন। আপন মস্তকের আবরণকারী কিরণসমূহ লোকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করিতেছেন। ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইয়া আপন সন্নিধানে আলোক প্রেরণ করিতেছেন, আবার নিম্নদিকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আলোক বিস্তার করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ যেরূপ পত্রহীন বৃক্ষের ছায়া থাকে না, তদ্রূপ এই প্রকাণ্ড চিরবিচরণশীল সূর্যের ছায়া নাই। দ্যুলোকস্বরূপ মাতা স্থির হইয়া রহিলেন, সূর্যস্বরূপ গর্ভস্থ শিশু পৃথক হইয়া দুগ্ধ পান করিতেছে। এই গাভী অপর এক গাভীর বৎসকে স্নেহভরে লেহন করিয়া নির্মাণ করিল। এই গাভী আপনার উধঃ রাখিবার স্থান কোথা পাইল ? ॥ ১৪ ॥ সাতজন পুরুষ নিম্নস্থান হইতে আগমন করিলেন ; আটজন উত্তরদিক হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সুধীর নয়জন পশ্চিম হইতে উপস্থিত হইলেন, দশজন পূর্বদিক হইতে। সকলে সেই যজ্ঞভোজনকারী ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ দশজনের মধ্যে সর্বাঙ্গে কপিলবর্ণধারী একজন আছেন, তাঁহাকে ক্রতুসাধনের জন্য প্রেরণ করা হইল। মাতা সন্তুষ্ট হইয়া জলের মধ্যে গর্ভাধান গ্রহণ করিলেন ॥ ১৬ ॥ পুরুষগণ স্থূলকায় মেষপশু পাক করিল। পাশক্রীড়াস্থলে পাশগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আর দুইজন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা আপনাদিগের দেহ শুদ্ধ করিতে করিতে জলের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ চীৎকার করিতে করিতে তাহারা চতুর্দিকে গমন করিল, অর্ধেক পাক করিতেছে, আর অর্ধেক পাক করিতেছে না। এই সমস্ত কথা সবিতাদেব আমাকে কহিয়াছেন। কাষ্ঠ যাঁহার অন্ন, অর্থাৎ অগ্নি, তিনি ঘৃতস্বরূপ অন্ন ভাগ করিয়া দিতেছেন ॥ ১৮ ॥ দেখিলাম, বিস্তর লোক দূর হইতে আসিতেছে, অযত্নসিদ্ধ আহারদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। সেই সকল লোকের প্রভু দুই দুই ব্যক্তিকে যোজিত করিতেছে, তাহার বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সংহার করিতেছে ॥ ১৯ ॥ আমি প্রমর। আমার এই দুই বৃষ যোজিত রহিয়াছে, ইহাদিগকে তাড়াইও না, পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা কর। ইহার ধন জলে নষ্ট হইতেছে। যে বীর গাভীদিগকে মার্জন করিতে জানে, সে উপরে উঠিয়াছে ॥ ২০ ॥ এই যে বজ্র প্রকাণ্ড সূর্যমণ্ডলের নিম্নভাগে ঘোরতর বেগে পতিত হইয়াছে, ইহার পর আরও স্থান আছে। যাহারা স্তব করে, তাহারা অক্লেশে সেই স্থান পার হইয়া যায় ॥ ২১ ॥ প্রত্যেক বৃক্ষের অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত ধনুকের উপর গাভী অর্থাৎ গাভীর স্নায়ুনির্মিত ধনুর্গুণ শব্দ করিতে লাগিল। পুরুষকে সংহার করে এরূপ পক্ষিগণ অর্থাৎ বাণসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত ভুবন ভয় পাইল, তখন সকলে ইন্দ্রকে সোমরস দিতে লাগিল এবং ঋষিও তাহা শিক্ষা করিলেন ॥ ২২ ॥ মেঘগণ দেবতাদিগের সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল। ইন্দ্র সেই মেঘ ছেদন করাতে, তাঁহার মধ্য হইতে জল নির্গত হইল। পর্জন্য, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জদিগকে পরিপক্ব করে। আর বায়ু ও সূর্য এই দুই দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করিতে থাকে ॥ ২৩ ॥ সেই সূর্যই তোমার প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ। যজ্ঞের সময় সূর্যের সেই প্রভাব গোপন করিও না, অর্থাৎ বর্ণনা ও স্তব করিতে শৈথিল্য করিও না, সেই সূর্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি জলকে গোপন অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিকারক। তিনি নিজের গতি কখন ত্যাগ করেন না ॥ ২৪ ॥

২৮ সূক্ত। দেবতা : ২,৬,৮,১০,১২, ইন্দ্র-পুত্র বসুক্র ; ১,৩,৪,৫,৭,৯,১১ ইন্দ্র। ঋষি :
১ ইন্দ্র-পুত্রবধু বসুক্র-পত্নী ; ২,৬,৮,১০,১২ ইন্দ্র ; ৩,৪,৫,৭,৯,১১ ইন্দ্র-পুত্র বসুক্র। ত্রিষ্টুপ্।
[ইন্দ্রের পুত্র বসুক্র, তাহার পত্নী কহিতেছেন]—আর সকল প্রভুই আসিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার শ্বশুর আসিলেন না। তিনি যদি আসিতেন, তাহা হইলে ভৃষ্টযব খাইতেন, সোমরস পান করিতেন। উত্তম আহারাদি করিয়া পুনর্বার নিজ গৃহে যাইতেন ॥ ১ ॥ তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গধারী বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পৃথিবীর উন্নত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, যে আমাকে উদর পূর্ণ করিয়া সোমরস পান করিতে দেয়, আমি তাহাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তাহারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলকসহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পান কর। তাহারা বৃষভসমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আমার ক্ষমতা এ প্রকার করিয়া দাও যে, আমি ইচ্ছা করিলে, যেন নদীর জল বিপরীত দিকে যায়; যেন তৃণভোজী হরিণ সিংহকে পরাঙ্‌মুখ করিয়া দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, যেন শৃগাল বরাহকে বন হইতে তাড়াইয়া দেয় ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, আমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমান্, আমার সাধ্য কি যে, আমি তোমার স্তব করিতে পারি। তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদিগকে উপদেশ দাও, সেই নিমিত্ত তোমার স্তব কিঞ্চিদংশে করিতে সমর্থ হই ॥ ৫ ॥ [ইন্দ্র কহিতেছেন]—আমি প্রাচীন, আমাকে সকলে এইরূপে স্তব করে যে, আমার কার্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্বল করিয়া ফেলি। আমার জন্মদাতা আমাকে এইরূপ জন্ম দিয়াছেন যে, আমার শত্রু কেহ থাকিবে না ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, দেবতারা আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক কর্মে পারক এবং অভিলষিতফলদাতা বলিয়া জানেন। আমি আহ্লাদের সহিত বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছি; আমি নিজ মহত্ত্বগুণে দাতাকে গোধন দেখাইয়া দিয়াছি ॥ ৭ ॥ দেবতারা আসিলেন, কুঠার ধারণ করিলেন, জল কাটিয়া দিলেন, মনুষ্যদিগের উপকারার্থে জল বর্ষণ করিলেন। নদীমধ্যে সেই সুন্দর জল রাখিয়া দিলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাহাই দগ্ধ করিয়া নির্গত করিয়া দেন ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে শশকও তাঁহার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস করে, আমি দূর হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পর্বত ভেদ করিয়া ফেলিতে পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎও বশ হইয়া থাকে, বাছুরও আপনার দেহ স্ফীত করিয়া বৃষের দিকে ধাবমান হয় ॥ ৯ ॥ যেরূপ সিংহ পিঞ্জরে রুদ্ধ হইয়া চতুর্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ করে, তদ্রূপ শ্যেনপক্ষী আপনার নখ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। যদি মহিষ রুদ্ধ হইয়া তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তাহা হইলে গোধা তাহার নিমিত্ত জল আহরণ করিয়া দেয় ॥ ১০ ॥ যাহারা যজ্ঞের অন্নদ্বারা দেহ পুষ্টি করে, তাহাদের জন্য গোধা অক্লেশে জল আহরণ করিয়া দেয়। তাহারা সর্বপ্রকার রসযুক্ত সোম পান করে এবং শত্রুদিগের দেহ ও বল ধ্বংস করিয়া দেয় ॥ ১১ ॥ যাঁহারা সোমরসের যজ্ঞ করিয়া, নিজ দেহ পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তম কার্য করিয়াছেন বলিয়া সুকর্মান্বিত হয়েন। হে ইন্দ্র, তুমি মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্বক আমাদিগকে অন্ন আহরণ করিয়া দাও। কারণ, দিব্যধামে তোমার 'দানবীর' এই নাম প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১২ ॥

২৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে শীঘ্রগামী অশ্বিদ্বয়, এই সুনির্মল স্তব তোমাদিগের উদ্দেশে যাইতেছে। যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপন শাবককে বৃক্ষের কুলায়মধ্যে সংস্থাপন করে, আমি তাদৃশ যত্নে এই স্তব প্রস্তুত করিয়াছি। কতদিন আমি এই স্তবে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি আসিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতাব্যক্তিদেরও নায়ক, তিনি মনুষ্যের হিতার্থী, তিনি রাত্রিতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি নেতাব্যক্তিদিগেরও নায়ক। অদ্যকার প্রাতঃকালে ও অন্য অন্য প্রাতঃকালে যেন তোমার স্তবে ক্ষেপণ করিতে পারি। তোমাকে স্তব করিয়া ত্রিশোকনামক ঋষি শত ব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং কুৎসনামক ঋষি তোমার সহিত এক রথে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, কোন্ প্রকারের মত্ততা তোমার সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর? তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্বক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে আইস। কবে আমি উত্তম বাহন পাইব? কবে আমি স্তবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতে পারিব? ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, কবে অর্থ হইবে? কোন্ স্তব পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে তুমি মনুষ্যদিগকে তোমার মত করিবে ? কবে আসিবে ? হে কীর্তিশালী, তুমি যথার্থ বন্ধুর ন্যায় সকলকে ভরণপোষণ কর, স্তব করিলেই তুমি ভরণপোষণ কর ॥ ৪ ॥ যেরূপ পতি আপনার পত্নীর কামনা পূর্ণ করে, তদ্রূপ যাহারা তোমার কামনা পূর্ণ করে, অর্থাৎ ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দাও, যেহেতু তুমি সূর্যের ন্যায় দাতা। হে বহুরূপধারী, যাহারা চিরপ্রচলিত স্তুতিবাক্য তোমার উদ্দেশে পাঠ করে এবং অন্ন দেয়, তাহাদিগকে অর্থ দাও ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, পূর্বকালে তুমি সুন্দর সৃষ্টিপ্রক্রিয়াদ্বারা বিরচিত এই যে দ্যাবা-পৃথিবী, ইহারা তোমার দুই জননীর তুল্য। এই যে ঘৃতযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহা পান করিয়া তুমি যেন প্রীত হও ; এই মধুররসযুক্ত অন্ন যেন তোমার পক্ষে সুস্বাদু হয় ॥ ৬ ॥ সেই ইন্দ্রের জন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুরস দেওয়া হইল, কারণ তিনি যথার্থই ধন দান করেন। তিনি পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হইয়া উঠিলেন ; তিনি মনুষ্যের হিতৈষী ; তাঁহার কার্য ও পৌরুষ আশ্চর্য ॥ ৭ ॥ চমৎকার বলশালী ইন্দ্র বিপক্ষ সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্য ইঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে। হে ইন্দ্র, যেমন জগতের হিতার্থে সুবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ করিয়া থাক, তদ্রূপ এখনও রথে আরোহণ কর ॥ ৮ ॥

৩০ সূক্ত। অপ্-গণ বা অপাং নপাৎ দেবতা। ঐলূষ কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

মনের যেরূপ শীঘ্রগতি, তদ্রূপ শীঘ্রগতিতে সোমরস যজ্ঞকালে দেবতাদিগের উদ্দেশে জলের দিকে গমন করুক। মিত্র ও বরুণের জন্য বিস্তর অন্ন পাক এবং তীব্র বেগশালী সেই ইন্দ্রের জন্য সুন্দর রচনাবিশিষ্ট স্তব কর ॥ ১ ॥ হে পুরোহিতগণ, হোমের দ্রব্যের আয়োজন কর। জল তোমাদিগের প্রতি স্নেহযুক্ত, সেই জলের দিকে আগ্রহের সহিত গমন কর। লোহিতবর্ণ পক্ষীর ন্যায় এই যে সোম নিম্নে পতিত হইতেছে, হে সুন্দরহস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, তাহাকে তরঙ্গের আকারে যথাস্থানে নিক্ষেপ কর ॥ ২ ॥ হে পুরোহিতগণ, জলের সমুদ্রে গমন কর ; অপাং-নপাৎ-নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর। তিনি যেন অদ্য তোমাদিগকে পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন। তাঁহার উদ্দেশে মধুযুক্ত সোম প্রস্তুত কর ॥ ৩ ॥ যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁহাকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সেই অপাং-নপাৎনামক দেবতা এতাদৃশ সুরস জল যেন দান করেন, যাহা পান করিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন ॥ ৪ ॥ যে সকল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সোম অতি চমৎকার হইয়া উঠেন ; পুরুষ যেরূপ সুরূপা যুবতীগণের মিলনে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ যে জলের সহিত মিলনে সোম আনন্দিত হয়েন ; হে পুরোহিতগণ, এতাদৃশ জল আনয়ন করিতে গমন কর। যখন আনয়ন করিয়া সেই জল সেচন করিবে, যেন তদ্দ্বারা সোমলতা শোধন হইয়া যায় ॥ ৫ ॥ যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সহিত প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীদিগের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতীরা সেই যুবার প্রতি অনুকূল হয়, তদ্রূপ জল সোমের প্রতি অনুকূল হইতেছে। পুরোহিতগণ ও তাহাদিগের যে স্তুতিবাক্যসকল, ইঁহাদিগের সহিত জলস্বরূপ দেবদিগের বিশেষ পরিচয় আছে, উভয়েই স্ব-স্ব কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ॥ ৬ ॥ হে জলগণ, তোমরা রুদ্ধ হইলে, যিনি তোমাদের নির্গত হইবার পথ করিয়া দেন, যিনি তোমাদিগকে বিষম নিরোধ হইতে মোচন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের প্রতি মধুপূর্ণ ও দেবতা-দিগের মত্ততাজনক তরঙ্গ প্রেরণ কর ॥ ৭ ॥ হে ক্ষরণশীল জলগণ, তোমাদের গর্ভস্বরূপ যে মধুর-রসযুক্ত প্রস্রবণ আছে, তাহার সুমধুর তরঙ্গ সেই ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর। হে ধনশালী জলগণ, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, আমার এই আহ্বানে যজ্ঞের জন্য ঘৃত দান করা হইতেছে এবং তোমাদিগকে স্তব করা হইতেছে ॥ ৮ ॥ হে জলগণ, তোমাদিগের যে তরঙ্গ উভয় দিকে গমন করে, এতাদৃশ মত্ততাজনক তরঙ্গ ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহা মদক্ষরণ করিবে, যাহা কামনা উদ্রিক্ত করিবে, যাহার উৎপত্তি আকাশে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা ত্রিলোকে বিচরণ করতঃ ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়॥ ৯॥ যে ইন্দ্র জলের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁহার আজ্ঞায় জলগণ দুই ধারায় অর্থাৎ নানাধারায় পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া সোমের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহারা ভুবনের জননীস্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তাহারা সোমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তাহারা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি, এতাদৃশ জলগণকে বন্দনা কর॥ ১০॥ হে জলগণ, দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য আমাদিগের যজ্ঞকার্যে সহায়তা কর; ধন লাভের জন্য আমাদিগের নিকট পবিত্রতা প্রেরণ কর। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তোমাদিগের দুগ্ধস্থানের দ্বার মোচন করিয়া দাও, আমাদিগের পক্ষে সুখকর হও॥ ১১॥ হে জলগণ, তোমরা ধনের প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর। ধন এবং উত্তম সন্তানদিগের রক্ষাকর্তৃ-স্বরূপ হও; সরস্বতী যেন স্তবকর্তা ব্যক্তিকে অন্ন দান করেন॥ ১২॥ হে জলগণ, তোমরা যখন আসিতেছিলে, আমি দেখিলাম, তোমরা ঘৃত, দুগ্ধ, মধু লইয়া আসিতেছ; পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমাদিগের সম্ভাষণ করিতেছিল; উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, এতাদৃশ সোমরস তোমরা ইন্দ্রকে ভরিয়া দিতেছিলে॥ ১৩॥ এই সকল জল আসিতেছে; ইহারা ধনের আধার; জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ, ইহাদিগের স্থাপনা কর। ইহারা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত; ইহারা সোমরসের অনুকূল। ইহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন কর॥ ১৪॥ জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আসিতেছে। এই দেখ, ইহারা দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে; হে পুরোহিতগণ, ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদের দেবপূজা সুসাধ্য হইয়াছে॥ ১৫॥

৩১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ঐলূষ কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমাদিগের স্তব যেন দেবতাদিগের নিকট গমন করে। যজ্ঞের দেবতা যিনি, তিনি যে সকল শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেই সমস্ত দেবতার সহিত আমাদিগের যেন বন্ধুত্ব হয়; আমরা যেন সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাই॥ ১॥ মনুষ্য যেন সর্বপ্রকারে অর্থের চেষ্টা করে, পর যেন সত্যের পথে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখলাভ করে॥ ২॥ যজ্ঞকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। যজ্ঞীয় দ্রব্যসমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে, তাহারা রক্ষার উপায়-স্বরূপ। সোম যে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার আস্বাদন আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহাতে আমাদিগের দেবতারা যে কি প্রকার তদ্বিষয়ের জ্ঞান হইল॥ ৩॥ অবিনাশী প্রজাপতি দাতৃজনোচিত অন্তঃকরণ ধারণপূর্বক যেন কৃপা করেন। যেন সবিতাদেব যজ্ঞকর্তাকে শুভ ফল দান করেন, যেন ভগ ও অর্যমা স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া স্নেহযুক্ত হয়েন, যেন আর সকল সুন্দরমূর্তি দেবতা তাহার প্রতি আনুকূল্য করেন॥ ৪॥ এই স্তবকর্তা ব্যক্তির নিকট স্তব পাইবার লালসাতে যখন দেবতাগণ কোলাহল করিয়া মহাবেগে আসিলেন, তখন যেন প্রাতঃকালের ন্যায় পৃথিবী আমাদিগের পক্ষে আলোকময়ী হয়। যেন সুখকর নানাবিধ অন্ন আমাদিগের নিকট আগমন করে॥ ৫॥ আমার এই যে স্তব, তাহা এক্ষণে চিরপরিচিত বিস্তারিতভাব ধারণপূর্বক সকল দেবতার নিকট যাইবার জন্য বিস্তারিত হইয়াছে। আমার এই যে যজ্ঞ, তাহাতে সকল দেবতা আসিয়া তুল্য স্থান অধিকারপূর্বক নানাবিধ শুভ ফল দান করিবার জন্য আসুন, তাহা হইলেই আমি বলশালী হইব॥ ৬॥ সেই বলই বা কি? সেই বৃক্ষই বা কি? যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্মাণ করা হইয়াছে। পুরাতন দিবা ও উষা-সমূহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, ইহারা কেমন পরস্পরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, কখন জীর্ণ বা পুরাতন হয় না, এক ভাবে অবস্থিত আছে॥ ৭॥ দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারাই শেষ নহেন, ইঁহাদের উপর আরও এক আছে। তিনি প্রজা-সৃষ্টিকর্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু, যে কালে সূর্যের ঘোটকগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ কিরণসমূহধারী সূর্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু বৃষ্টিকে নিতান্ত ছিন্নভিন্ন করে না, মিত্র ও বরুণ আবির্ভূত হইয়া বনমধ্যে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় চতুর্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন ॥ ৯ ॥ রেতঃসেক প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধা গাভী প্রসব করিলে যেরূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ সেইরূপ অগ্নিকে প্রসব করে। সেই অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যাহারা অরণিকে রক্ষা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ব্যথা পাইতে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্বকালে দুই অরণিস্বরূপ মাতা-পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই যে অরণি-স্বরূপ গাভী, সে শমীবৃক্ষে জন্মগ্রহণ করে ; তাহারই অন্বেষণ করা হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। সেই অন্নসম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি সেই শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত নিজ উধঃ স্ফীত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থাৎ অগ্নির জন্য আরও কেহই তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নাই ॥ ১১ ॥

৩২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঐলূষ কবষ ঋষি। জগতী ; ৬-৯ ত্রিষ্টুপ্।

যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ইন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন, ইন্দ্র তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আপনার অশ্বদ্বয়কে সেইদিকে প্রেরণ করিতেছেন, অশ্ব দুটি বিচিত্র গতিতে আসিতেছে। যজমান প্রসন্নমনে উত্তম উত্তম সামগ্রী দিতেছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর লইয়া আসিতেছেন। যখন ইন্দ্র সোমরস ও আহার্য দ্রব্যের আস্বাদ পান, তখন আমাদিগের স্তব ও আমাদিগের হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে বিস্তর লোকে স্তব করে। তুমি আলোক বিস্তার করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয়ধামে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিঃ লইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাক। তোমার যে দুই ঘোটক তোমাকে যজ্ঞে বহন করিয়া আনে, তাহারা আমাদিগকে ধনবান্ করুক, কারণ ধন আমাদিগের নাই ; ধনের জন্যই আমরা এই সকল প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিতেছি ॥ ২ ॥ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই অতি চমৎকার ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হউন। পত্নী মিষ্ট বচনের দ্বারা স্বামীকে আপনার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। সোমরস উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া, সেই পৌরুষ-সম্পন্নের প্রতি যাইতেছে ॥ ৩ ॥ স্তুতিস্বরূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিদ্বারা আলোকযুক্ত কর। স্তবসমূহের যে প্রাচীন ও পূজনীয় মাতা আছেন, তাঁহার সাত পুত্র সেই স্থানে উপস্থিত আছেন ॥ ৪ ॥ দেবতাদিগের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাদিগের হিতার্থে দেখা দিয়াছেন, তিনি একাকী রুদ্রদিগের সঙ্গে শীঘ্র আপন স্থানে গমন করেন। এই যে অমর দেবতাগণ, ইঁহাদের বলের হ্রাস হইতেছে, অতএব বন্ধুবর্গপরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞীয় মধু ইঁহাদিগের জন্য ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে ইঁহারা বর দিবেন ॥ ৫ ॥ দেবতাদিগের উদ্দেশে যে সমস্ত পুণ্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান্ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করেন ; তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, অগ্নি জলের মধ্যে নিগূঢ় ভাবে সমর্পিত আছেন। হে অগ্নি, সেই উপদেশ অনুসারে আমি তোমার দিকে আসিয়াছি ॥ ৬ ॥ যদি কেহ কোন স্থান না জানে, তবে সে, যে ব্যক্তি জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পাইলে, সে সেই অভিলষিত স্থানে উপনীত হইতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এই গুণ, যদি জল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সেই স্থানে যাইতে পারিবে ॥ ৭ ॥ অদ্যই ইনি জীবন পাইয়াছেন, এই কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, জননীর উধঃ চোষণ করিয়াছেন। এই যুবা অবস্থাতেই ইঁহার জরা উপস্থিত হইয়াছে। ইনি অক্লিষ্টকর্মা, ধনাঢ্য ও মনঃপ্রসাদসম্পন্ন ॥ ৮ ॥ হে কলস, হে কুরুশ্রবণ, তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোমার জন্য এইসকল স্তব রচনা করিলাম। সেই মঘবান্ ইন্দ্র, তোমাদের পক্ষে দাতা হউন, আর এই যে সোম, যাঁহাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তিনিও দাতা হউন ॥ ৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৩ সূক্ত। দেবতা : ১ বিশ্বদেবগণ ; ২-৩ ইন্দ্র ; ৪-৫ ত্রসদস্যু-পুত্র কুরুশ্রবণ ; ৬-৯ মিত্রাতিথি-পুত্র উপমশ্রবা। ঔলূষ কবষ ঋষি। ১ ত্রিষ্টুপ্ ; প্রগাথ (২ বৃহতী, ৩ সতোবৃহতী) ; ৪-৯ গায়ত্রী।

যিনি লোকদিগকে স্বকার্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি পুষাকে অন্তরে বহন করিলাম। তাবৎ দেবতা আমাকে রক্ষা করিলেন। চতুর্দিকে রব উঠিল যে, দুর্ধর্ষ ঋষি আসিতেছেন॥ ১॥ [বোধ হয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি]—আমার পাঁজরাগুলি সপত্নীগণের ন্যায় আমাকে সন্তাপ দিতেছে। মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ দিতেছে, আমি দীন হীন ক্ষীণ হইতেছি। পক্ষীর মত আমার মন অস্থির হইতেছে॥ ২॥ হে ইন্দ্র, যেরূপ মূষিকেরা স্নায়ুকে চর্বণ করে, আমি তোমার ভক্ত হইলেও আমার মনের পীড়া আমাকে তদ্রূপ চর্বণ করিতেছে। হে মঘবা ইন্দ্র, একবার আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। আমাদিগের পিতৃতুল্য হও॥ ৩॥ আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাচ্ঞা করিতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ॥ ৪॥ আমার দক্ষিণা সহস্র সংখ্যায় দত্ত হইত এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করিত ; আমি রথারূঢ় হইলে তিনটি হরিৎবর্ণ ঘোটক সুন্দররূপে বহন করে॥ ৫॥ আমার পিতার কীর্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁহার বাক্য সেবকদিগের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন্যায় প্রীতিকর হইত॥ ৬॥ [কবষের সান্ত্বনাবাক্য]—হে কুরুশ্রবণ, যাঁহার কীর্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থল, তুমি তাহার পুত্র। তুমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা। আমার নিকটে আইস, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্তা অর্থাৎ অনুগত লোক॥ ৭॥ যদি জীবিত ব্যক্তির জীবন ও মৃত ব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হইত, তাহা হইলে আমার সেই পরম উপকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকিতেন॥ ৮॥ একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকিলেও দেবতাদিগের অভিপ্রায়ের বিপরীতে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই হেতুতেই আমাদিগের সহচরদিগের সহিত আমাদিগের বিচ্ছেদ হয়॥ ৯॥

৩৪ সূক্ত। দেবতা : ১,৭,৯,১২ অক্ষগণ ; ১৩ কৃষি ; ২-৬,৮,১০,১১,১৪ অক্ষ-কিতব-নিন্দা। ঔলূষ কবষ বা মুজবৎ-পুত্র অক্ষ। ত্রিষ্টুপ্ ; ৭ জগতী।

বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্তত: সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হয়। মূজবান্‌নামক পর্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে, তাহার রস পান করিতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভীত-কাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে॥ ১॥ আমার এই রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করে নাই, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করিত। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্যাকে ত্যাগ করিলাম॥ ২॥ যে ব্যক্তি পাশাক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারও নিকট সমাদর পায় না॥ ৩॥ পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কাহারও ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে উহার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তাহাকে দেখিয়া কহে, আমরা ইহাকে চিনি না, ইহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও॥ ৪॥ আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেলা করিব না, তখন খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্তিতে ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টা নারী উপপতির নিকট গমন করে, আমিও তদ্রূপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন করি॥ ৫॥ দ্যূতকার আপনার বুক ফুলাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে ক্রীড়াসভায় আসে, কহে, আমি জিতিব। পাশাগুলি কখন ইহার অভিলাষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ করে ; সে বিপক্ষ দ্যূতকারের প্রতি যাহা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলই কখন সিদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৬ ॥ কিন্তু কখন সেই পাশা যেন অংকুশযুক্ত, অর্থাৎ যেন আঁকুশি-দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহারা যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে, ছুরিকার ন্যায় কর্তন করিতে এবং তপ্তবস্তুর ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তাহারা যেন নিধন করে ॥ ৭ ॥ এই যে তিপ্পান্নটি পাশার দল দেখিতেছ, ইহারা মিলিত হইয়া ছকের উপর বিহার করিয়া বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় দুর্ধর্ষ হউন, ইহারা কাহারও বশীভূত নয়। রাজা পর্যন্ত ইহাদিগকে নমস্কার করে ॥ ৮ ॥ ইহারা কখন নীচে নামিতেছে, কখন উপরে উঠিতেছে। ইহাদিগের হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইহারা দেখিতে শ্রীযুক্ত, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসিয়া আছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে ॥ ৯ ॥ দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে ভাবিয়া তাহার মাতা ব্যাকুল। যে তাহাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফিরিয়া পাইব কিনা এই ভাবিয়া সশংকিত। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করিতে হয় ॥ ১০ ॥ আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি সেবা করিতে হয় ॥ ১১ ॥ হে পাশাগণ, যে তোমাদিগের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনাপতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁহার প্রতি আমার এই দশ অঙ্গুলি একত্র করিয়া প্রণাম করিতেছি, আমি তোমাদিগের নিকট অর্থ চাহি না, ইহা সত্য করিয়া কহিতেছি ॥ ১১ ॥ হে দ্যূতকার, পাশা কখনও খেলিও না, বরং কৃষিকার্য কর। তাহাতে যাহা লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তাহাতে পত্নী পাইবে ও অনেক গাভী পাইবে। এই যে প্রভু সূর্যদেব, ইনি আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ হে পাশাগণ, আমাদিগের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, আমাদিগের কল্যাণ কর। তোমাদিগের দুর্ধর্ষ প্রভাব আমাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিও না। আমাদিগের শত্রুই যেন তোমাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। অপরে যেন তোমাদিগকে ব্যবহার করিতে ব্যাপৃত থাকে ॥ ১৪ ॥

৩৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ধানাক লুশ ঋষি। জগতী ; ২৩-২৪ ত্রিষ্টুপ্।

সেইসকল অগ্নি জাগরিত হইলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ইন্দ্র আছেন ; প্রভাত যখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে, তখন সেই সমস্ত অগ্নি আলোকধারণপূর্বক প্রজ্বলিত হইল। বিপুলমূর্তি দ্যুলোক ও ভূলোক চৈতন্যযুক্ত হউক। দেবতারা অদ্য যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করি ॥ ১ ॥ আমরা প্রার্থনা করি যে, দ্যাবা-পৃথিবী যেন রক্ষা করে, যেন জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্ঝরধারী পর্বতগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন। সূর্য ও উষাদেবীর নিকট এই প্রার্থনা, যেন আমরা অপরাধী না হই। যে সোমকে প্রস্তুত করা যাইতেছে, তিনি যেন আমাদিগের মঙ্গল করেন ॥ ২ ॥ দ্যাবা ও পৃথিবী আমাদের মাতৃতুল্য, আমরা যেন সেই দুই মহতী দেবতার নিকট নিরপরাধ থাকি, যেন তাঁহারা আমাদের সুখ বিধান করেন। উষাদেবী যেন আমাদের পাপ মুছিয়া লয়েন এবং পাপ নষ্ট করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি ॥ ৩ ॥ এই যে উষাদেবী, যিনি ধনদানকারিণী এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গাভীর ন্যায়, তিনি আমাদিগকে উত্তম ধন বিতরণ করুন, আমরা তাহা ভাগ করিয়া লই। আমরা যেন দুষ্ট লোকের কোপ হইতে দূরবর্তী থাকি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি ॥ ৪ ॥ যে সকল উষা সূর্যকিরণের সহিত মিলিত হইয়া আলোক ধারণপূর্বক অন্ধকারকে অপসারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, তাঁহারা অদ্য আমাদিগকে অন্ন দান করুন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। উষা যেন আমাদিগের আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হয়েন, বিপুল জ্যোতিঃসহকারে অগ্নিগণ উদয় হউন। অশ্বিদ্বয় শীঘ্রগামী রথ যোজনা করিয়াছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি॥ ৬॥ হে সূর্যদেব, অদ্য অতি চমৎকার ধনভাগ আমাদিগকে বিতরণ কর, কারণ তুমিই কামনা পূর্ণ করিবার কর্তা। যাহাতে ধন জন্মিতে পারে, এইপ্রকার স্তুতিপাঠ করিতেছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি॥ ৭॥ মনুষ্যগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্য সংকল্প করে, সেই যজ্ঞানুষ্ঠান আমার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুক। প্রতি প্রভাতে সূর্যদেব সকল বস্তু স্পষ্ট করিয়া দিয়া উদয় হয়েন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি॥ ৮॥ যজ্ঞের নিমিত্ত অদ্য এই যে কুশ বিস্তার হইতেছে, সোম প্রস্তুত করিবার জন্য দুই প্রস্তর সংযোজিত হইতেছে, এই সময়ে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাদিগের শরণাপন্ন হওয়া যাউক। হে যজমান, তুমি সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে সুখী করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি॥ ৯॥ হে অগ্নি, আমাদিগের এই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহাতে দেবতাগণ একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, এই যজ্ঞে প্রকাণ্ড দ্যুলোকবর্তী দেবতাদিগকে আনয়ন কর, সাতজন হোতাকে আনয়ন কর, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণ ও ভগকে আনয়ন কর; আমি ধনলাভের জন্য সকলকে স্তব করি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি॥ ১০॥ হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ, তোমরা আইস, তাহাতেই সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হইয়া যজ্ঞকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পূষা ও অশ্বিদ্বয় ও ভগ ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি॥ ১১॥ হে দেবগণ, অতএব তোমাদের যজ্ঞের সাফল্য আজ্ঞা কর। হে আদিত্যগণ, ধনপরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দান কর। আমাদিগের পশু ও পুত্র ও পৌত্র ও পরমায়ুঃ সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট কল্যাণ কামনা করি॥ ১২॥ সকল মরুৎ আমাদিগকে সর্ববিধায় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হউন। যাবতীয় দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করুন। সর্বপ্রকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদিগের লাভ হউক॥ ১৩॥ হে দেবগণ, যাহাকে তোমরা অন্নদানপূর্বক রক্ষা কর, যাহাকে ত্রাণ কর, যাহাকে পাপমুক্ত করিয়া শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কর, যে তোমাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া ভয় কাহাকে বলে জানে না, আমরা যেন দেবকার্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া তাদৃশ ব্যক্তি হই॥ ১৪॥

৩৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ধানাক ভূর্ণ ঋষি। জগতী; ১৩-১৪ ত্রিষ্টুপ্।

উষাদেবী ও রাত্রিদেবী এবং বিপুল মূর্তিধারিণী সুগঠনশরীরা দ্যাবা-পৃথিবী এবং বরুণ ও অর্যমা ও ইন্দ্র ও মরুৎগণ ও পর্বতবর্গ এবং জলগণ ও আদিত্যগণ ইঁহাদিগকে আমি যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। দ্যাবা-পৃথিবী ও জলগণ ও স্বর্গকে আহ্বান করিতেছি॥ ১॥ প্রশস্তচিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। দুষ্টাশয়া নির্‌ঋতি যেন আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতে না পান। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি॥ ২॥ ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী ও অদিতিদেবী তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্বপ্রকার অবিনাশী জ্যোতিঃ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি॥ ৩॥ সোম নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে দূরীকৃত করুক, দুঃস্বপ্ন ও নির্‌ঋতি ও যত শত্রুসকলকে দূর করুক। আমরা যেন আদিত্যদিগের নিকট এবং মরুৎগণের নিকট সুখ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি॥ ৪॥ ইন্দ্র আসিয়া কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে উচ্চারিত হউক। বৃহস্পতি ঋক্ ও সামের দ্বারায় অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু লাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৫ ॥ হে অশ্বিযুগল, আমাদিগের যজ্ঞ যাহাতে দেবলোককে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা কর। যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন দূর কর। আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া সুখী কর। যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করা হইয়াছে, তাহার কিরণসমূহ দেবতাদিগের প্রতি প্রেরণ কর। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৬ ॥ যে মরুৎগণ সকলকে পবিত্র করেন, যাঁহারা দেখিতে সুশ্রী, যাঁহাদিগের হইতে কল্যাণের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা ধন বৃদ্ধি করিয়া দেন, যাঁহাদিগের নাম করিলে মনে আনন্দ হয়, তাঁহাদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি; বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাঁহাদিগকে ধ্যান করিতেছি। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৭ ॥ যে সোম জলপান করিয়া থাকেন অর্থাৎ জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন, প্রাণিবর্গ যাঁহা হইতে স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়; যিনি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, যাঁহার নাম করিলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভাস্বরূপ, যাঁহার দীপ্তি চমৎকার, সেই সোমরসকে আমরা পরিপূর্ণ করিতেছি, তাঁহার নিকট বল প্রার্থনা করিতেছি। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৮ ॥ আমরা যেন দীর্ঘজীবী হই, আমাদিগের পুত্রগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়, আমরা যেন কোন বিষয়ে অপরাধী না হই, আমরা পুত্রপৌত্রাদির সহিত সেই সোমরস ভাগ করিয়া লইয়া পান করি, স্তুতিবিদ্বেষিগণ যেন সর্বপ্রকার পাপে পরিপূর্ণ হয়। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৯ ॥ হে দেবগণ, তোমরা মানবের নিকট যজ্ঞলাভ করিবার উপযুক্ত, তোমরা শ্রবণ কর। তোমাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করি, তাহা দান কর। যাহাতে জয়ী হই, এরূপ জ্ঞান দান কর। ধন ও লোকবল ও যশঃ দান কর। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ১০ ॥ দেবতারা যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত; আমরা তাঁহাদিগের নিকট সেইরূপ বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ১১ ॥ প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি; মিত্র ও বরুণের নিকট অপরাধী না হইয়া আমরা যেন কল্যাণপ্রাপ্ত হই, সূর্য যেন আমাদিগকে সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ১২ ॥ যে সকল দেবতা সত্যস্বভাব সূর্য ও মিত্র ও বরুণের কার্যের সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা আমাদিগকে সৌভাগ্য ও লোকবল ও গাভী ও পুণ্যকর্ম দান করুন ও বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ করুন ॥ ১৩ ॥ কি পশ্চিমদিকে, কি পূর্বদিকে, কি উত্তরদিকে, কি দক্ষিণদিকে, সূর্যদেব আমাদিগের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদিগকে দীর্ঘ পরমায়ুঃ প্রদান করুন ॥ ১৪ ॥

৩৭ সূক্ত। সূর্য দেবতা। সূর্য-পুত্র অভিতপা ঋষি। জগতী; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

হে পুরোহিতগণ, যে সূর্যদেব মিত্র ও বরুণকে দেখিতে পান, যাঁহার দীপ্তি অতি উজ্জ্বল; যিনি দূর হইতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, যিনি দেবতাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল বস্তু পরিষ্কার করিয়া দেন, যিনি আকাশের পুত্রস্বরূপ, সেই সূর্যদেবকে নমস্কার কর, পূজা কর, স্তব কর ॥ ১ ॥ সেই যে সত্যবাক্য, আকাশ এবং দিবা যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাহার আশ্রিত, যাহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্যদেব উদয় হইতেছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে ॥ ২ ॥ হে সূর্যদেব, যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক রথে যোজনাপূর্বক আকাশপথে গমন কর, তখন কোন দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আসিতে পায় না। তোমার সেই চিরপরিচিত অসাধারণ জোতিঃ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, সেই অসাধারণ জ্যোতিঃ ধারণপূর্বক তুমি উদয় হও ॥ ৩ ॥ হে সূর্যদেব, যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারায় আমাদিগের সর্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর, আমাদিগের পাপ ও রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর কর ॥ ৪ ॥ হে সূর্যদেব, তুমি অক্লিষ্টভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তুমি প্রাতঃকালের হোম হইলে উদয় হও। হে সূর্য, অদ্য আমরা যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার নাম উচ্চারণ করি, তখন যেন দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞ সফল করেন ॥ ৫ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী এবং জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মরুৎগণ আমাদিগের আহ্বানবাক্য শ্রবণ করুন। সূর্যের কৃপাদৃষ্টি থাকিতে আমরা যেন দুঃখভাগী না হই। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সৌভাগ্যশালী থাকি ॥ ৬ ॥ হে বন্ধুবর্গের সৎকারকারী সূর্যদেব, যেমন তুমি দিন দিন উদয় হও, আমরা যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত চক্ষে দর্শন করি, যেন প্রত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততিপরিবৃত হইয়া, তোমার নিকট কোন দোষে দোষী না হইয়া তোমার দর্শন পাই। যেন আমরা চিরজীবী হইয়া তোমার দর্শন পাই ॥ ৭ ॥ হে সর্বত্রদৃষ্টিকারী সূর্য, তুমি বিপুল জ্যোতিঃ ধারণ কর, তোমার দীপ্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর। যখন তোমার সেই মূর্তি আকাশের ঊর্ধ্বদেশে আরোহণ করে, আমরা যেন জীবন্ত শরীরে তাহা নিত্য দর্শন করি ॥ ৮ ॥ তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ পায়, আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধান হয়, হে পিঙ্গলবর্ণকেশধারী সূর্য, তুমি তোমার সেই চমৎকার পতাকা লইয়া দিন দিন উদয় হও; আমরাও যেন কোন দোষের দোষী না হইয়া উহার দর্শন পাই ॥ ৯ ॥ তোমার দৃষ্টি আমাদিগের কল্যাণ করুক, তোমার দিবস ও তোমার কিরণ, তোমার শীতলত্ব ও তোমার উত্তাপ কল্যাণকর হউক, আমরা গৃহেই অবস্থিতি করি বা পথেই যাত্রা করি, সর্বদা তাহা কল্যাণ করুক। হে সূর্য, বিবিধ সম্পত্তি আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ১০ ॥ হে দেবগণ, আমাদিগের অধিকারভুক্ত যে দুই প্রকার প্রাণিবর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা সুখী কর। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হউক এবং আমাদিগের সংসর্গে তাহারা অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছন্দতা লাভ করুক ॥ ১১ ॥ হে ধনসম্পন্ন দেবতাগণ, কথায় হউক বা মানসিক ক্রিয়াদ্বারা হউক, যাহা কিছু অপরাধের কার্য আমরা দেবতাদিগের নিকট করিয়া থাকি, যে ব্যক্তি দানধর্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে, উহার পাপ তোমরা সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত কর ॥ ১২ ॥

৩৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। মুকবান্ ইন্দ্র ঋষি। জগতী।

হে ইন্দ্র, এই যে সংগ্রাম, যথায় যশোলাভ হইয়া থাকে, যথায় প্রহার প্রতিপ্রহার চলিতে থাকে, তুমি তথায় বীরমদে মত্ত হইয়া চীৎকার কর এবং শত্রুর নিকট বিজিত গাভীদিগকে বণ্টন করিয়া দাও। এদিকে দীপ্যমান বাণসমূহ প্রবল শত্রুদিগের উপর পতিত হইতে থাকে, সেই ব্যাপার দর্শনে তাবৎ লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায় ॥ ১ ॥ অতএব হে ইন্দ্র, প্রচুর ধনধান্য ও গাভীদ্বারা আমাদিগের গৃহ পরিপূর্ণ কর। হে শত্রু, তুমি জয়ী হইলে আমরা যেন তোমার স্নেহের পাত্র হই। আমরা মনে যে ধন কামনা করি, তাহা আমাদিকে দান কর ॥ ২ ॥ হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র, আর্য জাতিই হউক, বা দাস জাতিই হউক, যে কেহ দেবরহিত লোক আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার বাসনা করে, সেই সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদিগের নিকট পরাজিত হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাহাদিগকে যুদ্ধে নিধন করি ॥ ৩ ॥ যাঁহাকে অল্প লোকেও পূজা করে, বহুতর লোকেও পূজা করে, যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হইয়া উত্তম উত্তম বস্তু জয় করিয়া লয়েন, যিনি যুদ্ধে স্থান করেন এবং সর্বজনের নিকট বিখ্যাতকীর্তি হয়েন, আশ্রয় পাইবার জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের প্রতি অনুকূল করিতেছি ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমিই তোমার ভক্তদিগকে উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করিবে? আমরা জানি, তুমি আপনিই আপনার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ। অতএব কুৎসের হস্ত হইতে আত্মমোচন কর এবং এইস্থানে আইস। তোমার মত ব্যক্তি কেন মুকদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করিতেছে ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৯ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কক্ষীবৎ-কন্যা ঘোষা ঋষি। জগতী ; ১৪ ত্রিষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের যে সর্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে। যে রথকে উদ্দেশপূর্বক আহ্বান করা যজমান ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিদিন কর্তব্য ; আমরা ক্রমাগত সেই রথেরই নাম করিতেছি, যেমন পিতার নাম করিতে আনন্দ হয়, তদ্রূপ উহার নামে আনন্দ হয়॥ ১॥ আমাদিগকে মধুর বাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত কর, আমাদিগের কর্ম সম্পন্ন কর, বিবিধ বুদ্ধির উদয় করিয়া দাও ; তাহাই আমরা কামনা করি। হে অশ্বিদ্বয়, অতি প্রশংসিত ধনের ভাগ আমাদিগকে দাও। যেরূপ সোমরস প্রীতিপদ হয়, আমাদিগের যজমানদিগের নিকট তদ্রূপ প্রীতিভাজন করিয়া দাও॥ ২॥ পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, তোমরা তাহার সৌভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনয়ন করিয়া দিলে। তাহার চলৎশক্তি নাই, অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তাহারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমাদিগকেই অন্ধের ও দুর্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলিয়া লোকে উল্লেখ করে॥ ৩॥ যেমন পুরাতন রথকে কেহ নূতন করিয়া নির্মাণপূর্বক তদ্দ্বারা গতিবিধি করে, তদ্রূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্বার যুবা করিয়া দিয়াছিলে। তোমরাই তুগ্র-পুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদিগের দুইজনের সেই সমস্ত কার্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার যোগ্য॥ ৪॥ তোমাদিগের সেই সমস্ত পূর্বতন বীরত্বের কার্য আমি লোকের নিকট বর্ণনা করিতেছি। তদ্ব্যতীত, তোমরা দুইজনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, সেই নিমিত্ত তোমাদিগের আশ্রয় পাইবার আশায় তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে নাসত্যদ্বয়, আমি এইরূপে স্তব করিতেছি যে, যজমান তাহাতে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন॥ ৫॥ হে অশ্বিদ্বয়, এই আমি তোমাদিগের দুইজনকে ডাকিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ আমাকে শিক্ষা দাও, আমার কেহ আপ্তবন্ধু নাই, আমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুম্ব নাই, বুদ্ধি নাই। আমার কোন দুর্গতি উপস্থিত হইবার অগ্রেই দুর্গতি দূর কর॥ ৬॥ শুন্ধ্যুর নামে পুরুষমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, তোমরা রথে করিয়া তাহাকে লইয়া বিমদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলে। বধ্রিমতী যখন তোমাদিগকে ডাকিলেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছিলে। তোমরা সেই নারীর প্রসববেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব করাইয়াছিলে॥ ৭॥ কলিনামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনর্বার যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলে। তোমরাই বন্দননামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমরাই ছিন্নপদা বিপ্‌লাকে লৌহের চরণ দিয়া তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্টা করিয়াছিলে॥ ৮॥ হে অভিলষিত বস্তুবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়, রেভনামক ব্যক্তিকে যখন শত্রুগণ মৃতপ্রায় করিয়া গুহার মুখে রাখিয়া দিয়াছিল, তোমরাই তাহাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। অত্রি ঋষি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তোমরাই সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার নিরুপদ্রব-স্থান-তুল্য করিয়া দিয়াছিলে॥ ৯॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরাই পেতুনামক রাজাকে অপর নবনবতি ঘোটকের সহিত একটি চমৎকার শুভ্রবর্ণ ঘোটক দিয়াছিলে। ঐ ঘোটক বিলক্ষণ তেজস্বী, উহাকে দেখিলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, উহা মনুষ্যদিগের নিকট বহুমূল্য ধনস্বরূপ, উহার নামে আনন্দ হয়, উহাকে দেখিলে মনে সুখ জন্মে॥ ১০॥ হে ক্ষয়রহিত রাজদ্বয়, তোমাদিগের দুইজনের নাম কীর্তনে আনন্দ হয়, তোমরা পথে যাইবার সময় তোমাদিগকে চতুর্দিক হইতে সকলে স্তব করে, তোমরা যদি পত্নীসহ কোন ব্যক্তিকে তোমাদিগের রথের অগ্রভাগে সংস্থাপনপূর্বক আশ্রয় দান কর, তাহাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি, বা কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না॥ ১১॥ হে অশ্বিদ্বয়, ঋভুনামক দেবতারা তোমাদিগের যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হয়েন এবং সূর্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্বক তোমরা আগমন কর॥ ১২॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্বক পর্বতে যাইবার পথে গমন কর। শয়ুনামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাভীকে পুনর্বার দুগ্ধবতী করিয়া দাও। তোমাদের এ প্রকার ক্ষমতা যে, যে বর্তিকা বৃকের গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তোমরা সেই বর্তিকাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার মুখগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে ॥১৩॥ যেরূপ ভৃগু-সন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে, তদ্রূপ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করিলাম। যেরূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাহাকে বসনভূষণ অলংকৃত করিয়া সম্প্রদান করে, তদ্রূপ এই স্তবকে আমি অলংকৃত করিয়াছি, যেন নিত্যকালে আমাদিগের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ১৪ ॥

৪০ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কক্ষীবৎ-কন্যা ঘোষা ঋষি। জগতী।

হে কর্মসমূহের উপদেশকারী অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের প্রকাণ্ড রথ যখন প্রাতঃকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই সমুজ্জ্বল রথকে কোন্ যজমান আপনার যজ্ঞের সাফল্য সম্পাদন করিবার জন্য স্তব করে? তোমাদিগের সেই রথ কোথায় যায়?॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দিবাভাগে কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কাল যাপন কর? যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞকালে তদ্রূপ সমাদরের সহিত কে তোমাদিগকে আহ্বান করে?॥ ২॥ তোমরা যেন বৃদ্ধ দুই রাজার তুল্য, তোমাদিগের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যেন প্রাতঃকালে স্তুতি পাঠ করা হইয়াছে। প্রতিদিন তোমরা যজ্ঞ পাইবার জন্য কাহার ভবনে যাইয়া থাক? কাহার পাপ ধ্বংস করিয়া থাক? হে কর্মে উপদেশকারিদ্বয়, কাহার যজ্ঞে দুইটি রাজপুত্রের ন্যায় যাইয়া থাক?॥ ৩॥ যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগদিগকে বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমি দিনরাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য লইয়া আহ্বান করিতেছি। হে উপদেশকারিদ্বয়, কালে কালে তোমাদিগের উদ্দেশে লোকে হোম করিয়া থাকে, তোমরাও লোকদিগের নিকট অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও, কারণ তোমরা তাবৎ কল্যাণের অধিপতি॥ ৪॥ হে অশ্বিদ্বয়, হে উপদেশকারিদ্বয়, আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চতুর্দিকে গমনপূর্বক তোমাদিগের কথাই কহি, তোমাদিগের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করি। কি দিন, কি রাত্রি, আমার নিকটে তোমরা অবস্থিতি কর, রথারূঢ় ও ঘোটকসম্পন্ন আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাকে দমন করিয়া রাখ॥ ৫॥ হে কবিদ্বয়, তোমরা রথের উপর আরোহণ করিয়াছ। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা কুৎসের রথে আরোহণপূর্বক স্তবকারী ব্যক্তির ভবনে গমন কর, তোমাদিগের যে মধু আছে, তাহা এত প্রচুর যে মক্ষিকাগণ মুখে গ্রহণ করিতে থাকে। যেরূপ কোন নারী ব্যভিচারে রত হয়, তদ্রূপ মক্ষিকাগণ তোমাদিগের মধু গ্রহণ করে॥৬॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ভুজ্যুনামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, তোমরা বশনামক রাজাকে এবং অত্রিকে এবং উশনাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সেই তোমাদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমাদিগের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তাহাই কামনা করি॥ ৭॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরাই কৃশনামক ব্যক্তি এবং শ্বৈয়ুব এবং তোমাদিগের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি এবং বিধবাকে রক্ষা করিয়াছিলে। তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন সেই মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাত মুখ উদ্ঘাটনপূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে॥ ৮॥ আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আসিয়াছে। তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করাতে, তাঁহার জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হইয়া ইঁহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইনি রোগশূন্য, ঐ সকল সুখ ভোগ করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য ইঁহার জন্মিয়াছে॥ ৯॥ হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্তবনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়॥১০॥ হে অশ্বিদ্বয়, তাহাদিগের সেই সুখ আমি অবগত নহি। তোমরা সেই সুখের বিষয়ে উত্তমরূপে বর্ণনা কর, অর্থাৎ যুবা স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি প্রকার সুখ হয়, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। হে অশ্বিদ্বয়, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন করি, ইহাই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনা ॥ ১১ ॥ হে অন্নসম্পন্ন, ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ-সমস্ত পুর্ণ হউক। তোমরা উভয়ে কল্যাণবিধানকর্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতিগৃহে গমনপুর্বক পতির প্রিয়পাত্র হই ॥ ১২ ॥ আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া থাকি, অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর। হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়, আমি যে তীর্থে জল পান করি, তাহা সুবিধাযুক্ত করিয়া দাও। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে, তবে তাহাকে বিনাশ কর ॥ ১৩ ॥ হে প্রিয়দর্শন অশ্বিদ্বয়, হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়, অদ্য তোমরা কোথায়? কোন্ ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করিতেছ? কে তোমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? কোন্ বুদ্ধিমান্ যজমানের গৃহে তোমরা গমন করিয়াছ? ॥ ১৪ ॥

৪১ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষা-পুত্র সুহস্ত্য ঋষি। জগতী।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের উভয়ের সাধারণ একখানি রথ আছে, যাহাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যাহা তিনখানি চক্রের উপর এবং যজ্ঞে যজ্ঞে গমন করে, যাহা সর্বত্রবিচরণপূর্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে। আমরা প্রতিদিন প্রভাতকালে সুরচিত স্তবের দ্বারা সেই রথকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥ হে নাসত্যদ্বয়, হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের যে রথ প্রাতঃকালে যোজনা করা হয় এবং প্রাতঃকালে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্বক যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদিগের নিকট গমন কর এবং তোমাদিগকে যে স্তব করে, তাহার হোতৃপরিবেষ্টিত যজ্ঞে গমন কর ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমি সুহস্ত, আমি মধু হস্তে করিয়া অধ্বর্যুর কার্য করিতেছি, আমার নিকট আগমন কর। অথবা অগ্নিধ্রনামক যে বলিষ্ঠ পুরোহিত দান করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার নিকট আগমন কর, যদিচ তোমরা অন্য কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যজ্ঞে গমন করিয়া থাক, তথাপি আমার ভবনে মধুপান করিতে আগমন কর ॥ ৩ ॥

৪২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র কৃষ্ণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যেমন ধনুর্ধারী বাণক্ষেপণকারী ব্যক্তি অতি সুন্দর বাণ ক্ষেপণ করে, তদ্রূপ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করিতে থাক, অতি পরিষ্কার ও অলংকৃত করিয়া স্তব প্রয়োগ কর। হে বুদ্ধিমান্‌গণ, তোমার সহিত যে স্পর্ধা করে, এমনি স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিবে যে, সে পরাজিত হয়। হে স্তুতিকারী, ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর ॥ ১ ॥ হে স্তুতিকারী, যেমন দোহন করিয়া গাভীর নিকট হইতে লোকে নিজ প্রয়োজন সাধন করে, তদ্রূপ বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রদ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাগরিত কর। যেমন ধনপুর্ণ পাত্রকে লোকে নিম্নমুখ করিয়া তদন্তর্গত ধন ঢালিয়া লয়, তদ্রূপ বীর ইন্দ্রকে কামনাসিদ্ধির জন্য অনুকূল করিয়া লও ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাকে কেন 'ভোজ' এই নাম দেয়? অর্থাৎ তুমি দাতা বলিয়াই তোমাকে এই নাম দেয়? আমি শুনি যে, তুমি লোককে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তেজস্বী করিয়া দাও, অতএব আমাকে তীক্ষ্ণ কর। হে ইন্দ্র, আমার বুদ্ধি যেন কর্মকার্যবিষয়ে নিপুণ হয়। যাহাতে ধন উপার্জন করা ভাগ্যে ঘটে, আমার এইপ্রকার শুভাদৃষ্ট করিয়া দাও ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, লোকে যখন যুদ্ধস্থলবর্তী হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নাম লয়। যে যজ্ঞকারী, ইন্দ্র তাহার সহযোগী হয়েন, আর যে তাঁহার জন্য সোম প্রস্তুত না করে, তিনি উহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাঞ্ছা করেন না ॥ ৪ ॥ যে অন্ন-সম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর সোমরস প্রস্তুত করে, এবং যেমন ধনাঢ্য লোকে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুধন বিতরণ করে, তদ্রূপ যে তাহাকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইন্দ্র তাহার সহায় হয়েন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার শত্রুগণ বলিষ্ঠ ও বহুসৈন্যপরিবৃত হইলেও তিনি উহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পৃথক করিয়া দেন এবং তিনি বৃত্রকে বধ করেন ॥ ৫ ॥ যে ইন্দ্রকে আমরা স্তব করিলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদিগের কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। শত্রু ইঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করুক, শত্রুর দেশের তাবৎ সম্পত্তি ইঁহার করতলগত হউক ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, বিস্তর লোকেই তোমাকে ডাকে। তোমার যে ভয়ানক বজ্র আছে, তদ্দ্বারা নিকটের শত্রুকে দূর করিয়া দাও। হে ইন্দ্র, আমাকে যবপূর্ণ গাভীযুক্ত সম্পত্তি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে তাহার স্তুতিকে রত্ন- ও -অন্নপ্রসবিনী কর ॥ ৭ ॥ প্রখর সোমরসগুলি বহুলধারাতে মধুর রস বর্ষণ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রের দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইন্দ্র সোমরসদাতাকে কখনই বারণ করেন না, কখনই বলেন না যে, (আর না) বরং সোমরসপ্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে বিস্তর অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন ॥ ৮ ॥ যেমন দ্যূতক্রীড়ানিরত ব্যক্তি যাহার নিকট হারিয়াছে, তাহাকেই ক্রীড়াকালে অন্বেষণপূর্বক হারাইয়া দেয়, তদ্রূপ যে অনিষ্ট করে, ইন্দ্র সেই শত্রুকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভক্ত ব্যক্তি দেবপূজাতে ধনব্যয় করিতে কৃপণতা না করেন, ধনবান্ ইন্দ্র তাহাকেই ধনী করেন ॥ ৯ ॥ আমরা যেন গাভীদিগের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত, আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পাই। আমরা যেন রাজাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করিতে পারি ॥ ১০ ॥ বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্বদিকে এবং মধ্যভাগে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগের সখা, আমরা তাঁহার সখা, তিনি আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

৪৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র কৃষ্ণ ঋষি। জগতী; ১০-১১ ত্রিষ্টুপ্।

আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে উদ্দেশপূর্বক স্তব করিয়াছে, তাহারা সকলই লাভ করাইতে পারে। যেমন নারীবর্গ নিজের স্বামীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ স্তুতিগণ সেই শুদ্ধস্বভাবদাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাইবার জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার দিক্ হইতে আমার মন অন্যত্র যায় না। আমি তোমার উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি। রাজা যেমন নিজ ভবনে, তদ্রূপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর। এই সুন্দর সোম হইতে তোমার পানকার্য সম্পন্ন হউক ॥ ২ ॥ ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের চতুর্দিকে অবস্থিতি করুন। সেই ধনদাতা ইন্দ্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির অধিপতি। সেই যে কামনাবর্ষণকারী তেজস্বী ইন্দ্র, তাঁহারই আদেশে এই সপ্তসিন্ধু নিম্নদিকে প্রবহমান হইয়া অন্ন বৃদ্ধি করিতেছে, অর্থাৎ শস্যের উপচয় করিতেছে ॥ ৩ ॥ যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দরপত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ আনন্দবর্ষণকারী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিল। সেই সোমরসের তেজের দ্বারা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মনুষ্যদিগকে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দান করুন ॥ ৪। দ্যূতক্রীড়াকারী ব্যক্তি যেমন ক্রীড়াকালে আপনার বিজেতাকে অন্বেষণপূর্বক পরাস্ত করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃষ্টিরোধকারী সূর্যকে পরাভব করেন। হে ইন্দ্র, হে ধনশালী, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেহই তোমার সেই বীরত্বের অনুরূপ কার্য করিতে পারে নাই ॥ ৫ ॥ ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্তমান আছেন। অভিলাষসিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবই অবধান করেন। যাহার সোমযাগে ইন্দ্র প্রীতিলাভ করেন, সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদিগকে পরাস্ত করে ॥ ৬ ॥ যেমন জলসমস্ত নদীর দিকে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ হ্রদে যাইয়া পড়ে, তদ্রূপ সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়। যজ্ঞস্থলে পণ্ডিতগণ তাঁহার তেজের বৃদ্ধি করিয়া দেন, যেরূপ স্বর্গীয় বারিপাতসহকারে বৃষ্টি যবশস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে ॥ ৭ ॥ যেরূপ একটি বৃষ কুপিত হইয়া আর এক বৃষের প্রতি ধাবিত হইতেছে দেখা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হইয়া আপনার আশ্রিতস্বরূপ জলসমস্তকে নির্গত করেন; যে ব্যক্তি সোমযাগ করে, অকাতরে দান করে, এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিকে দেখিয়া ধনদাতা ইন্দ্র জ্যোতিঃ দান করেন ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রের বজ্র তেজের সহিত উদয় হউক, যজ্ঞের কথা যেরূপ পূর্বকালে, তদ্রূপ একালেও হইতে থাকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্জ্বল হইয়া পরিষ্কার আলোক ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হউন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্তা ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হউন ॥ ৯ ॥ আমরা যেন গাভীদিগের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত, আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পাই। আমরা যেন রাজাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করিতে পারি ॥ ১০ ॥ বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্বদিকে এবং মধ্যভাগে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগের সখা, আমরা তাঁহার সখা; তিনি আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

৪৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র কৃষ্ণ ঋষি। জগতা; ১-৩, ১০-১১ ত্রিষ্টুপ।

যে ইন্দ্র দেখিতে স্থূলকায়, অথচ যিনি আপনার বিপুল ও দুর্ধর্ষ বলের দ্বারা আর সমস্ত বলশালী পদার্থকে হীনবল করিয়া দেন, সেই ধনাধিপতি ইন্দ্র রথে আরোহণপূর্বক আমোদ করিবার জন্য আগমন করুন ॥ ১ ॥ হে নরপতি ইন্দ্র, তোমার রথ সুগঠন, তোমার রথের দুই অশ্ব সুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র রহিয়াছে; হে প্রভু, এই মূর্তি ধারণপূর্বক শীঘ্র সরল পথ দিয়া নিম্নে আগমন কর। তোমার পানের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুত আছে, তাহা তোমাকে পান করাইয়া তোমার বল আরও আমরা বাড়াইয়া দিব ॥ ২ ॥ যে ইন্দ্র আর সকল নায়কের নায়ক, যাঁহার হস্তে বজ্র আছে, যিনি বিপক্ষদিগকে দুর্বল করিয়া দেন, যিনি দুর্ধর্ষ, যাঁহার ক্রোধ কখন বৃথা যায় না, তাঁহাকে তাঁহার বহনকারী দুর্ধর্ষ ঘোটকগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনুক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যে সোমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারীরিক পুষ্টি বিধান করে, যাহা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া আছে, যাহা বলকে সংধারিত করে, তুমি সেই সোমরস আপন উদরে সেচন কর। আমার বল বৃদ্ধি করিয়া দাও, আমাদিগকে তোমার আত্মীয় করিয়া লও, কারণ তুমি বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনকারী প্রভুস্বরূপ হইতেছ ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট আগমন করুক, কারণ আমি স্তব করিতেছি। আমি সোম সঞ্চয়পূর্বক উত্তম উত্তম কামনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছি, তুমি আইস। তুমি সকলেরই অধিপতি। এই কুশে উপবেশন কর। তোমার পানের জন্য যে সোমপাত্রসকল সজ্জিত রহিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই, যে সেগুলি বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া পান করে ॥ ৫ ॥ যাঁহারা পূর্বকাল হইতে যজ্ঞে দেবতাদিগের নিমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারা অতি মহৎ মহৎ কার্য সম্পাদনপূর্বক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সদ্‌গতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞস্বরূপ নৌকা আরোহণ করিতে পারে নাই, তাহারা কুকর্মান্বিত, তাহারা ঋণী রহিল, অর্থাৎ অঋণী হইতে পারে নাই এবং সেই অবস্থাতেই নিম্নগামী হইল ॥ ৬ ॥ ইদানীন্তনকালে, যাহারা সে প্রকার দুর্মতি, তাহারাও তদ্রূপ অধোগামী হউক। তাহাদিগের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগের কি গতি হইবে, কিছুই স্থিরতা নাই। যাহারা পূর্বাবধি যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান করিয়া থাকে, তাহারা এতাদৃশ ধামে উপনীত হয়, যথায় অতি চমৎকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র যখন সোমপান করিয়া মত্ত হয়েন, তখন তিনি সর্বত্রসঞ্চারী কম্পান্বিত মেঘদিগকে সুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করিয়া উঠে, তিনি আকাশকে আন্দোলিত করেন। যে দ্যাবা ও পৃথিবী পরস্পরসংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাদিগকে তিনি সেই অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং বিবিধ স্তব উচ্চারণ করেন ॥ ৮ ॥ হে ধনশালী ইন্দ্র, তোমার নিমিত্ত এই এক সুগঠিত অঙ্কুশ আমি হস্তে ধারণ করিয়া আছি। ইহাদ্বারা তুমি খূরপুট-বিক্ষেপকারীদিগকে অর্থাৎ হস্তীদিগকে দণ্ড করতঃ বশীভূত কর। এই যে সোমযাগ হইতেছে, ইহাতে তুমি আসিয়া স্থান গ্রহণ কর। দেখিও যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সোমযাগে আমরা সৌভাগ্যশালী হই ॥ ৯ ॥ আমরা যেন গাভীদিগের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহুত, আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পাই। আমরা যেন রাজাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করিতে পারি ॥ ১০ ॥ বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্বদিকে এবং মধ্যভাগে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগের সখা; আমরা তাঁহার সখা, তিনি আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

৪৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভলন্দন-পুত্র বৎসপ্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে জানেন, তিনি তাঁহাকে স্তব করেন ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাহাও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি ॥ ২ ॥ নরহিতকারী বরুণদেব সমুদ্রমধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। আর আকাশের উধঃস্বরূপ যে সূর্য তন্মধ্যেও তুমি প্রজ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘলোক, তথায় বৃষ্টিবারিতে তুমি বাস কর, প্রধান প্রধান দেবতারা তোমার তেজঃ বৃদ্ধি করেন ॥ ৩ ॥ অগ্নির ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইল, আকাশে যেন বজ্রপাত হইতেছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করিতেছেন, লতা প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যদিও এইমাত্র জন্মিয়াছেন, তথাপি বিশেষরূপে প্রজ্বলিত ও বিস্তারিত হইয়াছেন। দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যে কিরণ বিস্তার করাতে তাঁহার শোভা হইয়াছে ॥ ৪ ॥ অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্বলিত হয়েন, তখন তাঁহার কি শোভা হয়। তিনি কত শোভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি অশেষ সম্পত্তির আধারস্বরূপ। তিনি স্তুতিবাক্যসকল স্ফূরিত করিয়া দেন, সোমরসকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন ॥ ৫ ॥ তিনি সকল বসুকে প্রকাশযুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতমাত্রে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ করিলেন। যখন পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, তখন তিনি সুকঠিন মেঘের দিকে উদ্গত হইয়া সেই মেঘ ভেদপূর্বক জল আনয়ন করিলেন ॥ ৬ ॥ অগ্নি হোমের দ্রব্য কামনা করেন, সকলকে পবিত্র করেন, চতুর্দিকেও গতিবিধি করেন। তাঁহার মেধা চমৎকার, তিনি নিজে অমর হইয়া মরণধর্মান্বিত মনুষ্যদিগের মধ্যে সমর্পিত আছেন। সুরঞ্জিত ধুম ধারণপূর্বক তিনি গতিবিধি করিয়া থাকেন এবং শুক্লবর্ণ আলোকের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন ॥ ৭ ॥ তিনি দেখিতে জ্যোতির্ময়, তাঁহার দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে যাইতে যাইতে শোভা ধারণ করেন। সেই অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমর অর্থাৎ অনির্বাণশীল হইয়া উঠিলেন। দিব্যলোক ইঁহাকে জন্ম দিয়াছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর ॥ ৮ ॥ হে মঙ্গলময় শিখাধারী নবীন অগ্নি, যে ব্যক্তি অদ্য তোমার জন্য ঘৃতযুক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম উত্তম ধনের দিকে লইয়া যাও, সেই দেবভক্ত ব্যক্তিকে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের দিকে লইয়া যাও ॥ ৯ ॥ যখনই উত্তম উত্তম অন্ন-সহকারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তুমি যজমানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হইবার সময় অনুকূল হও। সে যেন সূর্যের নিকটে প্রিয় হয়, অগ্নির নিকট প্রিয় হয়। তাহার যে পুত্র জন্মিয়াছে, অথবা যে পুত্র জন্মিবে, সকলের সহিত সে যেন শত্রু মর্দন করে ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম নানা বস্তু পূজা দেয়। বুদ্ধিমান্ দেবতাগণ তোমার সহিত একত্র হইয়া ধনকামনা পূর্ণ করিবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল ॥ ১১ ॥ মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহার মূর্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা করেন, ঋষিরা সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিকে স্তব করিলেন। দ্বেষবিবর্জিত দ্যাবা-পৃথিবীকে আমরা ডাকিতেছি। হে দেবতাগণ, আমাদিগকে লোক-বল ও ধনবল প্রদান কর ॥ ১২ ॥

৪৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ভলন্দন-পুত্র বৎসপ্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে অগ্নি মনুষ্যদিগের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁহার জন্ম; তিনি এক্ষণে বিপুল মূর্তিধারণপূর্বক হোতা হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণকর্তা, অতএব তাঁহাকে আধান করা হইয়াছে। তুমি তাঁহার পরিচর্যা করিতেছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দিবেন ॥ ১ ॥ এই অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন; যেমন একটি গাভী হারাইয়া গেলে তাহার পদচিহ্ন দর্শনে অনুসন্ধান হয়, তদ্রূপ অগ্নিপরিচর্যাকারীরা তাঁহার সন্ধান করিলেন। ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নির কামনা করিলেন, অগ্নি নিভৃত স্থানে ছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নি পাইবার ইচ্ছায় নমোবাক্য বলিতে বলিতে তাঁহাকে পাইলেন ॥ ২ ॥ বিভুবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি যজমানদিগের অট্টালিকাতে নবীন মূর্তিতে জন্মগ্রহণপূর্বক অতি সুখকর হইয়াছেন, তিনি জ্যোতির্ময় লোকপ্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হইয়াছেন ॥ ৩ ॥ অগ্নি-কামনাকারী ঋত্বিক্‌গণ মনুষ্যসমাজে অগ্নিকে প্রবর্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, সে অগ্নি এক্ষণে সোমপানে মত্ত হয়েন, হোতা হয়েন, নমোবাক্যদ্বারা অনুকূল হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, সর্বত্র বিচরণ করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাদিগের নিকট বহন করেন ॥ ৪ ॥ হে হোতা, যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমান্‌দিগকে আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্তমত তাঁহার স্তবকার্য নির্বাহ কর, সেই অগ্নি বিপক্ষদিগের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি, অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁহাকে স্তব করিলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে হোমের দ্রব্য দিয়া তাঁহার দ্বারা যত অনুষ্ঠান করাইয়া লয় ॥ ৫ ॥ সেই অগ্নির তিন মূর্তি, তিনি শিখাপরিবেষ্টিত হইয়া আলোকের দ্বারা যজমানদিগের গৃহ পরিপূর্ণ করতঃ যজ্ঞগৃহমধ্যে আপন স্থানের অভ্যন্তরে উপবেশন করেন। তথায় মনুষ্যগণের যাহা কিছু দেয়, সকলই তিনি সংগ্রহপূর্বক নানাবিধ কার্যের দ্বারা শত্রুদমন করিতে করিতে ঐ সমস্ত হোমের দ্রব্য দেবতাদিগকে দিতে যান ॥ ৬ ॥ এই যে যজমান, এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁহারা সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন। তাঁহারা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, কাষ্ঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের ন্যায় গতিবিধি করেন ॥ ৭ ॥ অগ্নি কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বাসহযোগে ধারণ করিতেছেন, মনে মনেও জানিতেছেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে আধান করিলেন, কারণ তিনি সোমরসপানে মত্ত হইয়া পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শুভ্রবর্ণ ধারণ করেন, হোতার কার্য সম্পাদন করেন। যজ্ঞ পাইবার উপযুক্ত তাঁহার তুল্য কেহ নাই ॥ ৮ ॥ ইনি সেই অগ্নি, যাঁহাকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মদান করিয়াছেন, জল ও ত্বষ্টা ও ভৃগুবংশীয়েরা বলের দ্বারা যাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন; যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতারা মনুষ্যের যজ্ঞ করিবার জন্য যাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, তোমাকে দেবতারা আধান করিয়াছেন; তোমাকে যজ্ঞ দিবার জন্য মনুষ্যগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাসহকারে আধান করেন; সেই তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান কর, দেবভক্ত ব্যক্তি যেন বিশিষ্ট যশঃ প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭ সূক্ত। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র সপ্তগু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র, আমরা ধন কামনা করিয়া তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলাম। হে বীর, আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ১॥ হে ইন্দ্র, তুমি উৎকৃষ্ট-অস্ত্রধারী, রক্ষা করিতে উত্তমরূপ পার, সুন্দররূপে নেতার কার্য কর, তোমার কীর্তিতে চারি সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু স্তব পাইবার যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে; আমরা তোমাকে এইরূপ জানি। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে এরূপ একটি পুত্রস্বরূপ ধন দান কর, যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ডমূর্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, তুমি অন্ন উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান্, লোকদিগকে তারণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করিয়া দাও; তোমার বৃদ্ধি ক্রমাগতই হইতেছে, তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুদিগকে নিধন কর, তাহাদের পুরী ধ্বংস করিয়া থাক। আমাদিগকে নানাবিধ আভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ৪॥ তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শত সহস্রগোধন আছে, তুমি বলবান্, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচরবর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান্, তুমি সকলি দিতে পার। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষ-সিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ৫॥ আমি সপ্তগু, আমি যাহা ধ্যান করি, তাহা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী; দেবতাবিষয়িণী সুমতি আমার উপস্থিত হইতেছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নমোবাক্য উচ্চারণপূর্বক দেবতাদিগের নিকট যাইয়া থাকি। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী, সম্পত্তি প্রদান কর॥ ৬॥ আমি যে সকল সুন্দরভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সহিত পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে; তাহারা আমার দূতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইতে যাইতেছে। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, আমি তোমার নিকট যাহা যাচ্ঞা করি, তুমি তাহা আমাকে দাও, এরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তবাটী দাও, যেরূপ কাহারও নাই, দ্যাবা ও পৃথিবী তাহা অনুমোদন করুন। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর॥ ৮॥

৪৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র ঋষি। জগতী; ৭,১০-১১ ত্রিষ্টুপ্।
[ইন্দ্র কহিতেছেন]—আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হইয়াছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করিয়া লই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডাকিয়া থাকে। যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের সামগ্রী দিয়া থাকি॥ ১॥ আমি অথর্বা ঋষির বক্ষঃস্থল রোধ করিয়াছিলাম। আমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কাড়িয়া ত্রিতকে দিয়াছিলাম। আমি দস্যুদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভী সমস্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম॥ ২॥ আমার জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্ধর্ষ, যে যাহা কিছু করিয়াছে, বা যাহা ভবিষ্যতে করিবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে॥ ৩॥ যখন কেহ স্তবের সহিত সোমরস দিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করে, তখন আমি দাতা ব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য ও পশু বাণদ্বারা জয় করিয়া দিই এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি॥ ৪॥ কেহ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করিয়া লইতে পারে নাই, মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হই নাই। হে পুরুবংশীয়গণ, তোমরা সোমরস প্রস্তুত করিয়া যাহা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্ঞা কর। দেখিও আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারাইও না॥ ৫॥ এই যে সকল শত্রু, যাহারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দুই দুই জন করিয়া অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, যাহারা স্পর্ধা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বক আমাকে আহ্বান করিতেছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্বক তাহাদিগকে এমন প্রহার করিলাম যে, তাহারা নিধন হইল। তাহারা নত হইল, আমি নত হইবার নহি ॥ ৬ ॥ যদি একজন আসে, তাহাকেও আমি পরাভব করি ; যদি দুইজন আসে, তাহাদিগকেও পরাভব করি ; তিনজন আসিয়াই বা আমার কি করিতে পারে ? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দন করিবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন করে, আমিও তদ্রূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি। ইন্দ্র যাহাদের প্রতি বিমুখ, সেই সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা, অর্থাৎ পরাভব করিতে পারে ? ॥ ৭ ॥ আমিই গুঙ্গুদিগের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুলির পুত্রকে স্থাপন করিয়াছি, তিনি তাহাদিগের শত্রু সংহার করিতেছেন, বিপদ নিবারণ করিতেছেন, এবং মূর্তিমান ভক্ষ্যভোজ্যের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। সেই সময়ে পর্ণয় এবং করন্ধনামক শত্রুদ্বয়কে বধ করা হইয়াছিল এবং বৃত্রের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয়স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান্ ও ভোগবান্ হয়, তোমরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ কর, এই দুই কার্য তোমাদিগের তাহার নিকট সম্পন্ন হইবে। সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজেই তাহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তাহাকে স্তব করে ॥ ৯ ॥ দৃষ্ট হইল যে, দুই-জনের মধ্যে একজন সোমযাগ করিতেছে। পালনকর্তা ইন্দ্র তাহার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্বক তাহাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করিলেন। আর তাহার যে শত্রু সেই তীক্ষ্ণতেজা সোমযাগকারী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, সে অন্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল ॥ ১০ ॥ আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ইঁহারা সকলেই দেবতা ; আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁহাদিগের স্থান উৎখাত করি না, তাঁহারা আমাকে এই উদ্দেশে নির্মাণ করিয়াছেন যে, আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করিব। সেই নিমিত্তই আমাকে কেহ পরাজয় বা হিংসা করিতে পারে না, কেহ আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

৪৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র ঋষি। জগতী ; ২-১১ ত্রিষ্টুপ্ ।

স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি, উহাতে আমারই ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হইয়া থাকি ; আর যাহারা যজ্ঞ না করে, তাহাদিগকে সকল যুদ্ধেই পরাভব করি ॥ ১ ॥ স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এই নাম দিয়াছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তাহারা অদ্ভুতলীলাবিশিষ্ট এবং অতিবেগবান্। আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুর্ধর্ষ বজ্র ধারণ করি ॥ ২ ॥ আমি কবিনামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎকনামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করিয়াছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন করিয়া কুৎসনামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছি। আমি শুষ্ণনামক ব্যক্তি বধের জন্য বজ্র ধারণ করিয়াছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি ॥ ৩ ॥ কুৎস বেতসুনামক প্রদেশ কামনা করিয়াছিল, আমি উহার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ উহার বশীভূত করিয়া দিলাম এবং তুগ্র ও স্নদিভ এই দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করিয়া দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাহাকে প্রিয়বস্তু প্রদান করি, তাহাতে সে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥ যৎকালে শ্রুতর্বা আমার শরণাগত হইল এবং স্তব করিতে লাগিল, আমি মৃগয়নামক ব্যক্তিকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি, আমি ষট্‌গৃভিকে সব্যের বশীভূত করিয়া দিয়াছি ॥ ৫ ॥ আমি সেই ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হইয়া বৃত্রকে নিধন করিয়াছিলাম, সেইরূপ দাসজাতীয় নববাস্ত্ব- ও বৃহদ্রথ-নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করিয়াছি। সেই সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছিল, আমি তাহাদিগের পশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়া সূর্যালোকসমুজ্জ্বলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভুবনের বহির্ভূত করিয়া দিলাম ॥ ৬ ॥ আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে, তাহারা আমাকে বহন করে, আমি সেই বহনে সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দ্বিখণ্ড করি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মিয়াছে ॥ ৭ ॥ আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করিয়াছি। যে যতবড় বন্ধনকর্তা হউক, আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বশ ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করিয়াছি। নবনবতী নগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি ॥ ৮ ॥ আমি জল বর্ষণ করিয়া থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রব্যময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাহাদিগকে স্ব-স্ব স্থানে রাখিয়া দিয়াছি। আমার সকল কার্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞকর্তাব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি ॥ ৯ ॥ গাভীর দেহে আমি এতাদৃশ বস্তু রাখিয়া দিয়াছি, যাহা দেবত্বষ্টা রচনা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ, গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর, অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তাহা সোমের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলে ॥ ১০ ॥ [পরোক্তিতে কহিতেছেন]—এইরূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্যদিগকে সৌভাগ্য-সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ধন আছে, তাঁহার ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র, হে ঘোটকবিশিষ্ট, হে বিবিধ কার্যকারী, তোমার কার্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার সেই সমস্ত কার্যের স্তব করিতেছেন ॥ ১১ ॥

৫০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র ঋষি। জগতী ; ৩-৪ অভিসারিণী ; ৫ ত্রিষ্টুপ্।

হে যজমান, তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হইতেছেন ; তিনি সকলের নেতা, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে অর্চনা কর। তিনি সেই ইন্দ্র, যাঁহার আশ্চর্য শক্তি, বিপুল কীর্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্যুলোক ও ভূলোক প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ১ ॥ সেই ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকারী ; মাদৃশ ব্যক্তির সর্বদাই তাঁহার সেবা করা উচিত। হে বীর, হে শিষ্টপালনকর্তা, সর্বপ্রকার গুরুতর কার্যের সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে ? যাঁহারা তোমার নিকট অন্ন ও ধন ও সুখসম্পত্তি পাইবার অধিকারী ? তাঁহারা কে ? যাঁহারা তোমাকে অসূর্যবল দিবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ? যাঁহারা নিজের উর্বর ভূমিতে বৃষ্টিবারি পাইবার জন্য এবং পুরস্কার পাইবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ? ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হইয়াছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী হইয়াছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্তা হইয়াছ। হে অখিলব্রহ্মাণ্ডদর্শনকারী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছ ॥ ৪ ॥ তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্তাদিগকে শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্যগণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ; এই সময় সোমযাগ যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহা কর ॥ ৫ ॥ হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালী, এই যে সমস্ত সোমযাগ, তুমি নিজে ধারণ করিয়া থাক, সেগুলি যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহা তুমি কর। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাইবার জন্য এই সোমপাত্র, এই সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্র বাক্য উদ্যত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ হে মেধাবী, যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকার ধন দিবে বলিয়া একত্র হইয়া তোমার নিমিত্ত সোমযাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হইবার পর যখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন তাহারা স্তুতিস্বরূপ উপায়দ্বারা সুখলাভে অধিকারী হয় ॥ ৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫১ সূক্ত। দেবতা : ১,৩,৫,৭,৯ অগ্নি ; ২,৪,৬,৮ দেবগণ।
ঋষি : ১,৩,৫,৭,৯ দেবগণ ; ২,৪,৬,৮ সৌচীক অগ্নি। ত্রিষ্টুপ্।
[অগ্নি হবির্বহনকার্যে উত্ত্যক্ত হইয়া জলে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি দেবতাদিগের উক্তি]—হে অগ্নি, তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার যে সমস্ত নানাপ্রকার দেহ আছে, কেবল একজন মাত্র দেবতা তাহা দেখিতে পাইয়াছেন ॥ ১ ॥ [অগ্নির উক্তি]—কে আমাকে দেখিয়াছে ? তিনি কোন্ দেবতা, যিনি আমার নানাপ্রকারের দেহ দেখিতে পাইয়াছেন ? হে মিত্র, হে বরুণ, অগ্নির সেইসকল দীপ্যমান ও দেবতাসম্মিলনকারী দেহগুলি কোথা রহিয়াছে, বল দেখি ? ॥ ২ ॥ [দেবতাদিগের উক্তি]—হে জাতবেদা অগ্নি, নানা মূর্তিতে জলমধ্যে ও ওষধিমধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াছ, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি, হে বিচিত্রকিরণধারী, তোমাকে যম দেখিয়া চিনিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে, তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ ॥ ৩ ॥ [অগ্নির উক্তি]—হে বরুণ, আমি হোতার কার্য হইতে ভয় পাইয়া চলিয়া আসিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে, দেবতারা আর আমাকে হোতার কার্যে নিযুক্ত না করেন। এই নিমিত্ত আমার দেহগুলি নানাস্থানে প্রবেশ করিয়াছে, আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য করিতে ইচ্ছুক নহি ॥ ৪ ॥ [দেবতাদিগের উক্তি]—আইস অগ্নি, দেবপূজক মনুষ্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সে অলংকার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করিয়াছে, তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রহিলে। দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য যাইবার জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। প্রসন্নচিত্ত হইয়া হোমের দ্রব্য বহন কর ॥ ৫ ॥ [অগ্নির উক্তি]—অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্যটনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ এই কার্যে ব্রতী হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। হে বরুণ, এই নিমিত্ত ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলিয়া আসিয়াছি। যেরূপ শ্বেত হরিণ ধনুকের গুণ দেখিলে বাণের ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি ॥ ৬ ॥ [দেবতাগণ]—হে জাতবেদা অগ্নি, তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ুঃ দিতেছি, তাহা হইলে তোমার আর মৃত্যুভয় নাই। অতএব হে কল্যাণমূর্তি, প্রসন্নচিত্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ভাগে ভাগে হব্য বহন কর ॥ ৭ ॥ [অগ্নি]—হে দেবগণ, যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনুযাজ) এবং অতি বিপুলভাগ আমাকে দাও, এবং জলের সারভাগ ঘৃত এবং ওষধি হইতে উৎপন্ন প্রদান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমায়ুঃ বিধান কর ॥ ৮ ॥ [দেবতাগণ]—প্রযাজ ও অনুযাজ তোমারই হউক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি পাইবে। এই সমুদয় যজ্ঞ তোমারই হউক। চারিদিক তোমার নিকট নত হউক ॥ ৯ ॥

৫২ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। সৌচীক অগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
হে বিশ্বদেবগণ, আমাকে হোতারূপে বরণ করিয়াছে, আমি এইস্থানে আসন লইয়া যে মন্ত্র পাঠ করিব, তাহা বলিয়া দাও। আমার কোন্ ভাগ এবং তোমাদিগের কোন্ ভাগ তাহা আমাকে বলিয়া দাও এবং যে পথ দিয়া তোমাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য লইয়া যাইব, তাহা বলিয়া দাও ॥ ১ ॥ আমি হোতা হইয়া যজ্ঞ করিব বলিয়া বসিয়াছি, সকল দেবতা ও মরুৎগণ আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। হে অশ্বিদ্বয়, নিত্য নিত্য তোমাদিগকে অধ্বর্যুর কার্য করিতে হয়। উজ্জ্বল সোম স্তোতাস্বরূপ হইতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুইজনের আহুতিস্বরূপ, অর্থাৎ তোমরা পান কর ॥ ২ ॥ যিনি হোতা হয়েন, তাঁহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য বহন করেন, দেবতারা উহা প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এই হোম হইয়া থাকে ; দেবতাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ আমি অগ্নি পলায়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, আমাকে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। বিদ্বান্ অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞের আয়োজন করেন ; এই সেই যজ্ঞ যাহার পাঁচটি পথ , তিন আবৃত্তি, (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাতটি সূত্র (অর্থাৎ সাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়) ॥ ৪ ॥ হে দেবগণ, আমি তোমাদিগের পরিচর্যা করিতেছি, অতএব তোমাদের দিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তানসন্ততি দাও। আমি ইন্দ্রের দুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন ॥ ৫ ॥ তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয়জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছেন। তাঁহাকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কুশ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছেন ॥ ৬ ॥

৫৩ সূক্ত। দেবতা : অগ্নি ; ৪-৫ দেবগণ। ঋষি : দেবগণ ; ৪-৫ সৌচীক অগ্নি।
১-৫, ৮ ত্রিষ্টুপ্ ; ৬-৭, ৯-১১ জগতী।

যাহার কামনা করিতেছিলাম, এই সেই অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় জানেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার মত যজ্ঞকর্তা কেহ নাই, এই দেবসমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদিগকে যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদিগের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসিয়াছেন ॥ ১ ॥ এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা হোতা অগ্নি বেদিতে বসিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, অন্নসমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি সেগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ঘৃত দিয়া পূজা করা যাউক, যাঁহারা স্তবের যোগ্য, তাঁহাদিগকে স্তব করা যাউক ॥ ২ ॥ আমাদিগের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাদিগের আগমনস্বরূপ যজ্ঞকার্য, অগ্নি তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা, তাহা আমরা পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই যে আমাদিগের দেবভোজন ব্যাপার, তাহা তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ যে বাক্যের উচ্চারণ করিলে আমরা অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজনপদের লোকসকল, তোমরা অন্ন-ভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্যে আসিয়া অধিষ্ঠান কর ॥ ৪ ॥ পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যাহারা যজ্ঞে অধিকারী, তাহারা আমার হোমকার্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদিগকে পৃথিবীসংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদিগকে আকাশ-সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞ বিস্তার করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তিবিধাতা সূর্যের অনুসারী হও। সৎকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেগুলিকে রক্ষা কর। সেই অগ্নি স্তবকর্তাদিগের কার্য সমাজস্বরূপ সম্পাদন করিয়া দাও। হে অগ্নি, তুমি স্তবের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্বক প্রকাশ কর ॥ ৬ ॥ [দেবতারা যজ্ঞে আসিবার সময় পরস্পর কহিতেছেন]—হে দেবতাগণ, তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করিবার উপযুক্ত ঘোটকদিগকে রথে যোজনা কর। রজ্জু পরিষ্কৃত কর, ঘোটকদিগকে সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে পারে এতাদৃশ প্রকাণ্ড রথ চালাইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পঁহুছিবে ॥ ৭ ॥ অশ্মন্বতী নামে এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ, উৎসাহ কর, গাত্রোত্থান কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অসুখ ছিল, সকলই এই স্থলে ছাড়িয়া চলিলাম, পার হইয়া আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইব ॥ ৮ ॥ ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতি সুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিল্প জানেন। তিনি উত্তম লৌহনির্মিত কুঠার শাণিত করেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্রনির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন ॥ ৯ ॥ হে বিদ্বান্ কবিগণ, যে সকল কুঠারদ্বারা অমৃতপানের জন্য পাত্র নির্মাণ করিয়া থাক, সেই সকল কুঠার উত্তমরূপে শাণিত কর। হে বিদ্বান্‌গণ, তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর ; যদ্দ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলে ॥ ১০ ॥ সেই সকল ঋভুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটি গাভী রাখিলেন এবং উহার মুখমধ্যে একটি বৎস রাখিলেন, তাঁহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার উপায় তাঁহাদিগের কুঠার, সেই দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ আপনাদিগের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রুজয় তাঁহারা অবশ্যই করিবেন ॥ ১১ ॥

৫৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বামদেব-পুত্র বৃহদুক্থ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ধনশালী ইন্দ্র, তোমার সেই মহতী কীর্তি আমি বর্ণনা করিতেছি। যখন দ্যাবা-পৃথিবী ভীত হইয়া তোমাকে ডাকিলেন, তখন তুমি দেবতাদিগকে রক্ষা করিলে, দাসজাতিকে সংহার করিলে; একজন প্রজা, অর্থাৎ যজমানকে বল প্রদান করিলে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি আপন শরীর বৃদ্ধি করিয়া এবং নিজ কার্যসমস্ত ঘোষণা করিতে করিতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলে, সে সকলই মায়ামাত্র, তোমার যুদ্ধসকলও মায়ামাত্র। একালে ত তোমার শত্রু নাই। তবে কি পূর্বকালে ছিল? তাহাও সম্ভব নয় ॥ ২ ॥ আমাদিগের পূর্বতন কোন্ ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমার অন্ত পাইয়াছিল? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে একসঙ্গে উৎপাদন করিয়াছিলে ॥ ৩ ॥ তুমি মহান্, তোমার চারি অসুর্য দুর্ধর্ষ শরীর আছে। হে ধনশালী, তুমি সেই শরীরসকল গ্রহণপূর্বক তোমার গুরুতর কার্যসকল নির্বাহ কর ॥ ৪ ॥ কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্বপ্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার কর। হে ইন্দ্র, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করিবার আজ্ঞা কর, তুমিই নিজে দান কর ॥ ৫ ॥ যিনি জ্যোতির্ময় পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি মধু দিয়া সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে বৃহৎ উক্থ-নামক বেদমন্ত্ররচনাকর্তা এই চমৎকার ওজস্বী স্তব উচ্চারণ করিলেন ॥ ৬ ॥

৫৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বামদেব-পুত্র বৃহদুক্থ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

তোমার সেই শরীর দূরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঙ্মুখ হইয়া তাহা গোপন করে, যখন দ্যাবা-পৃথিবী ভীত হইয়া অন্নের জন্য তোমাকে ডাকে, তুমি তখন তোমার নিকটবর্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী হইতে আকাশকে ঊর্ধ্বকৃত করিয়া ধরিয়া রাখ ॥ ১ ॥ তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর, যাহা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি প্রকাণ্ড। তাহাদ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ময় বস্তু উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন বস্তু উহা হইতে উৎপন্ন হইল, পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাহাদ্বারা উপকৃত হইল ॥ ২ ॥ ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী ও মধ্যভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চজাতি প্রাণী ও সপ্ত-সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব আপনার জ্যোতির্ময় নানাবিধ কার্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁহার সেই কার্য একই ভাবে চলিতেছে। চৌত্রিশ পুরুষ এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করে ॥ ৩ ॥ হে উষা, তুমি আলোকধারী পদার্থদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম আলোক দিয়াছ, যাহা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাহাকে আরও পুষ্টিযুক্ত কর, তুমি উপরে আছ, কিন্তু নিম্নে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব, ইহা তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের লক্ষণ ॥ ৪ ॥ যখন যুবা থাকে, কত কার্য করে, যুদ্ধে কত শত্রু তাহার ভয়ে পলায়ন করে, তথাপি বহুকালের বৃদ্ধ কাল তাহাকে গ্রাস করে। দেবতার একবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখ, সে গতকল্য জীবিত ছিল, অদ্য মরিয়া গেল ॥ ৫ ॥ দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসিতেছে, তাহার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ ও প্রাচীন ও বলশালী, তাহার কুলায় কুত্রাপি নাই। সে যাহা করিতে চায়, তাহা সত্যই হইবে, বৃথা হইবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে ॥ ৬ ॥ বজ্রধারী ইন্দ্র এই সকল মরুৎদেবতাদিগের এতাদৃশ বল প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং বৃত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিলেন। মহীয়ান্ ইন্দ্র যখন সেই কার্য করেন, তখন মরুৎগণ আপনা হইতেই বৃষ্টি-উৎপাদন-কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ৭ ॥ সেই ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করেন, তাঁহার তেজঃ সর্বত্রগামী; তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাক্ষসদিগকে নিধন করেন, তাঁহার মন বিশ্বব্যাপী, তিনি সত্বর জয়ী হয়েন, তিনি আকাশ হইতে আসিয়া সোমপানপূর্বক শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং বীর্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া দস্যুজাতীয়দিগকে বধ করিলেন ॥ ৮ ॥

৫৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বামদেব-পুত্র বৃহদুক্থ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৪-৬ জগতী।

এই অগ্নি তোমার এক অংশ, আর এই বায়ু তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ময় আত্মাস্বরূপ অংশ। এই তিন অংশদ্বারা তুমি অগ্নি-ও বায়ু-ও সূর্য-মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশকালে তুমি কল্যাণমূর্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ সূর্যের ভুবনে তুমি প্রিয় হও ॥ ১ ॥ হে বাজিন, পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থানভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও ॥ ২ ॥ হে পুত্র, তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও। উত্তম ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্যের সহিত একীভূত হও ॥ ৩ ॥ আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ দাপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা নিজ ক্ষমতাবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন, যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাঁহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ শরীরদ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে নিজ প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সূর্যের পুত্রস্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্যদ্বারা স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থাৎ তাঁহার উদয়ের মূর্তি আর তাঁহার অস্তগমনের মূর্তি)। অপিচ আমার পিতৃপুরুষগণ সন্তান উৎপাদনপূর্বক সন্ততিদিগের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করিলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রাখিয়া গেলেন ॥ ৬ ॥ যেরূপ লোক নৌকাযোগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেরূপ স্বস্তিদ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্রূপ বৃহদুক্থ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে ও সূর্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত করিয়া দিলেন ॥ ৭ ॥

৫৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। গোপায়ন-পুত্রগণ বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু ঋষি। গায়ত্রী।

হে ইন্দ্র, আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদিগের মধ্যে না আসে ॥ ১ ॥ এই যে অগ্নি, যাঁহা হইতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুত্রস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁহার হোম হউক, আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হই ॥ ২ ॥ নরাশংসসম্বন্ধীয় সোমদ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোকদিগের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি ॥ ৩ ॥ তোমার মন পুনর্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্বক তুমি কার্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং সূর্যকে দর্শন কর ॥ ৪ ॥ আবার আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ মনকে ফিরাইয়া দেন, দেবলোকগণ ফিরাইয়া দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তাহার আনুষঙ্গিক সকলকেই প্রাপ্ত হই ॥ ৫ ॥ হে সোম, আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন সন্তান-সন্ততিযুক্ত হইয়া তোমার কার্যে মিলিত হই ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৮ সূক্ত। মন-আবর্তন দেবতা। গোপায়ন-পুত্রগণ বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু ঋষি। অনুষ্টুপ্।
তোমার যে মন অতি দুরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ১ ॥ তোমার যে মন অতিদুরে স্বর্গে, অথবা পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ২ ॥ চতুর্দিকে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ খসিয়া খসিয়া পড়ে, এরূপ অতি দূরবর্তী দেশে তোমার যে মন গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৩ ॥ তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দূরবর্তী প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৪ ॥ তোমার যে মন অতি দুরস্থিত জলপরিপুর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৫ ॥ তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীর্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৬ ॥ তোমার যে মন দুরবর্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৭ ॥ তোমার যে মন দুরবর্তী সূর্য, কি উষার মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৮ ॥ তোমার যে মন দুরস্থিত পর্বতমালার উপর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ৯ ॥ তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দুরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ১০ ॥ তোমার যে মন দুরের দুর, তাহারও দুর, কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ১১ ॥ তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দুরস্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ॥ ১২ ॥

৫৯ সূক্ত। দেবতা : ১-৩ নির্‌ঋতি ; ৪ নির্‌ঋতি ও সোম ; ৫-৬ অসুনীতি ; ৭ পৃথিবী, অন্তরিক্ষদ্বয়, সোম, পুষা, পথ্যাস্বস্তিগণ ; ৮-১০ দ্যাবা-পৃথিবী ; ১০ (পূর্বার্ধ) ইন্দ্র ও দ্যাবা-পৃথিবী। গোপায়ন-পুত্রগণ বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৮ পংক্তি ; ৯ মহাপংক্তি, ১০ পংক্তি-উত্তরা।
সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হউন। যাহার পরমায়ুর হ্রাস হইতেছে, সে আপনার পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নির্‌ঋতি অতি দুরে গমন করুন ॥ ১ ॥ আমরা পরমায়ুঃস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সামগানসহকারে অন্ন স্তূপাকার করিতেছি, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করিতেছি। আমরা নির্‌ঋতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতিলাভ করুন, নির্‌ঋতি অতি দুরে গমন করুন ॥ ২ ॥ আমরা যেন নিজ পুরস্কারদ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুদিগের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্বতদ্বারা রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুর গতিরোধ করি। আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নির্‌ঋতি যেন কর্ণপাত করেন। নির্‌ঋতি অতি দুরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ হে সোম, আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা যেন সূর্যের উদয় দেখিতে পাই। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সহিত অতিবাহিত হয়, নির্‌ঋতি অতি দুরে গমন করুন ॥ ৪ ॥ হে অসুনীতি, আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যতদূর সূর্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর॥ ৫॥ হে অসুনীতি, আমাদিগকে আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদিগের প্রাণ আমাদিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দেখিতে পাই। হে অনুমতি, যাহাতে আমাদিগের বিনাশ না হয়, তদ্রূপ আমাদিগকে সুখী কর॥ ৬॥ পৃথিবী পুনর্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিন, পুনর্বার দ্যুলোকদেবী ও অন্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিন। সোম আমাদিগকে পুনর্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদিগকে এরূপ হিতকর বাক্য প্রদান করুন, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়॥ ৭॥ যে দ্যাবা-পৃথিবী অতি মহৎ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের জননীস্বরূপ, তাঁহারা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া দিন, হে সুবন্ধু, কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে॥ ৮॥ স্বর্গে যে দুই ঔষধ, বা যে তিন ঔষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঔষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আসুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া দিন, হে সুবন্ধু, কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে॥ ৯॥ হে ইন্দ্র, যে বৃষ উশীনরপত্নীর শকট বহন করিয়াছিল, সেই শকটবাহী বৃষকে প্রেরণ কর। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া দিন, হে সুবন্ধু, কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে॥ ১০॥

৬০ সূক্ত। দেবতা : ১-৪,৬ অসমাতি ; ৫ ইন্দ্র ; ৭-১১ জীব ; ১২ হস্ত।
ঋষি : গোপায়ন-পুত্রগণ বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু ; ৬ অগস্ত-স্বসা গোপায়ন-পুত্রদের মাতা। অনুষ্টুপ্ ; ১-৫ গায়ত্রী ; ৮-৯ পংক্তিঃ।

অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহৎ মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে, আমরা নমস্কারপরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন করিলাম॥ ১॥ অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁহার মূর্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করিলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, তদ্রূপ তাঁহার নিকট গমন করিলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরথনামক রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্তা॥ ২॥ তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন, আর না করুন, তাঁহার এরূপ বলবীর্য যে, সিংহ যেমন মহিষদিগকে অতিশায়িত করে, তদ্রূপ তিনি তাবৎ লোককে অতিশায়িত করেন॥ ৩॥ ধনশালী ও শত্রুসংহারকারী ইক্ষাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চজনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি যেমন সর্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার জন্য আকাশে সূর্যকে রাখিয়া দিয়াছ, তদ্রূপ তুমি রথারূঢ় অসমাতি রাজার অনুগামী হইবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর॥ ৫॥ হে রাজন্, অগস্ত্যের দৌহিত্রদিগের জন্য লোহিত বা দুই ঘোটক রথে যোজনা কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কৃপণ, কখন দান করে না, তাহাদিগের সকলকে পরাভব কর॥ ৬॥ এই যে অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, প্রাণ পাইবার ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু, তোমার এই শরীর রহিয়াছে, তুমি ইহাতে আগমন কর, ইহার মধ্যে প্রবেশ কর॥ ৭॥ যেমন রথ ধারণ করিবার জন্য রজ্জুদ্বারা যুগকাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, তদ্রূপ এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে॥ ৮॥ যেমন এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষদিগকে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু-অবস্থা অপগত হইবে॥ ৯॥ বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হইতে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করিয়াছি। ইহাতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তাহার মৃত্যু-অবস্থা অপগত হইবে॥ ১০॥ বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সূর্য উপর হইতে নীচের দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তাপ দেন। গাভীর দুগ্ধ নীচের দিকে দোহন করা যায়, তদ্রূপ হে সুবন্ধু, তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক ॥ ১১ ॥ আমার এই হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, ইহা সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ, ইহার স্পর্শে কল্যাণ হয় ॥ ১২ ॥

৬১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু-পুত্র নাভানেদিষ্ট ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

নাভানেদিষ্টের পিতা ও মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করিবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ না দিয়া রুদ্রের স্তব করিতে কহেন, তাহাতে নাভানেদিষ্ট রুদ্রের স্তব উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়া অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাঁহারা যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি সপ্ত হোতাকে বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন করাইয়া দিলেন ॥ ১ ॥ রুদ্রদেব স্তবকর্তাদিগকে ধনদান করিবার জন্য ও তাহাদিগের শত্রু নষ্ট করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে করিতে বেদীতে যাইয়া অধিষ্ঠান করিলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ রুদ্রদেব শীঘ্র গমনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, হে অধ্বর্যু আমার হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগের নাম নির্দেশসহকারে চরুপাক করিতেছেন, তোমরা সেই স্তবকারী অধ্বর্যুর এই যজ্ঞোদ্যোগ দেখিয়া মনের ন্যায় দ্রুতবেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হইয়া থাক ॥ ৩ ॥ যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশাইয়া গেল অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হইল, তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্ঞে আগমন কর, আমার অন্ন গ্রহণ কর, আমার গ্রহণকারী দুই ঘোটকের ন্যায় তাহা ভোজন কর। আমাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিও না ॥ ৪ ॥ যে রস বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া নির্গত হইল। তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তাহা নিষেক করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই রস সেক করিলেন ॥ ৫ ॥ যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর পূর্বোক্তরূপ রতিকামনাপরবশ হইলেন এবং উভয়ের সংগমন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সংগমে প্রচুর রস সেক করিলেন। সুকৃতের আধারস্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই রস সেক হইল ॥ ৬ ॥ যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া রস সেক করিলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতারা তাহা হইতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতিকে নির্মাণ করিলেন ॥ ৭ ॥ যেমন ইন্দ্র নমুচিবধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বাস্তোষ্পতি আমার নিকট হইতে প্রতিগমন করিলে, তিনি যে পদে আসিয়াছিলেন, সেই পদে ফিরিয়া গেলেন, অঙ্গিরাগণ আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দিয়াছেন, তাহা তিনি অপসারিত করিলেন না। স্পর্শকুশল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াও তিনি সেইসকল গাভী গ্রহণ করিলেন না ॥ ৮ ॥ প্রজাবর্গের উৎপীড়নকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষসাদি সহসা এই যজ্ঞে আসিতে পারিতেছে না, যেহেতু রুদ্র যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। রাত্রিকালেও বিবস্ত্র রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসিতে পারে না। যজ্ঞের ধারণকর্তা সেই অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক এবং অন্ন বিতরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ অঙ্গিরাগণ নয় মাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক গাভী লাভ করে, তাঁহারা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তাঁহারা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ অর্থাৎ সত্রনামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অবিনাশী ফল লাভ করিলেন ॥ ১০ ॥ যখন সেই অঙ্গিরাগণ অমৃততুল্য দুগ্ধদোহনকারিণী গাভী উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চমৎকার স্তবের সাহায্যে নূতন সম্পত্তির ন্যায় অভিষিক্ত বৃষ্টিবারি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র স্তবকর্তাকে এত দূর স্নেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন যে, যাহার পশু হারাইয়া গিয়াছে, সে নিজে জানিতে না জানিতেই সেই অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার করিয়া দেন ॥ ১২ ॥ সুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুষ্ণের নিগূঢ় মর্ম অনুসন্ধানপূর্বক নিধন করেন, কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাঁহার পারিষদ্‌গণ নানাপ্রকারে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক তাঁহার সঙ্গে গমন করেন ॥ ১৩ ॥ যে সকল দেবতা স্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা অগ্নির তেজকে 'ভর্গ' এই নাম দেন। তাঁহার আর নাম জাতবেদা অগ্নি। হে হোমকারী অগ্নি, তুমিই যজ্ঞের হোতা। তুমিই অনুকূল হইয়া আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, সেই দুই উজ্জ্বলমূর্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন। যেরূপ মনুর যজ্ঞে তাঁহারা প্রীতিলাভ করেন, তদ্রূপ আমি কুশ বিস্তার করিয়াছি, আমার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করুন, প্রজাবর্গকে ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন ॥ ১৫ ॥ এই যে সর্বসৃষ্টিকারী সোম, যাঁহাকে সকলে স্তব করে, তাঁহাকে আমরাও স্তব করি। এই ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল পার হইতেছেন। যেরূপ দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত করে, তিনি কক্ষীবান্‌কে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণকর্তা; তিনি যাগকারী; অমৃততুল্যদুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব হইত না, তখন তাহাকে প্রসববতী করিয়া তিনি দুগ্ধদায়িনী করিলেন। মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্যমাকে সন্তুষ্ট করি ॥ ১৭ ॥ হে স্বর্গস্থ সূর্য, আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, আমার কামনা যে গাভী লাভ করি। সেই দ্যুলোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং সূর্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সেই সূর্য হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর? ॥ ১৮ ॥ এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস; এইসকল দেবতা আমার আত্মীয়; আমি সকলই। স্তোতাগণ যজ্ঞ হইতে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন। এই যজ্ঞস্বরূপা গাভী নিজে উৎপন্ন হইয়া এই সমস্ত উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ এই অগ্নি আনন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায়, এবং কাষ্ঠদিগকে পরাভব করেন, ইঁহার শিখাশ্রেণী ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ইনি স্তবের যোগ্য, ইঁহার মাতা অরণি, এই সুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করিতেছেন ॥ ২০ ॥ আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়াছে। হে ধনশালী অগ্নি, শ্রবণ কর। আমাদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দান কর। আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছ ॥ ২১ ॥ হে বজ্রধারী ইন্দ্র, হে নরপতি, তুমি জানিবে যে, আমরা প্রভূত ধনের কামনা করিয়াছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়া থাকি, হোমের দ্রব্য দিয়া থাকি, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে হরিদ্বয়-ঘোটকবিশিষ্ট ইন্দ্র, তোমার নিকট গমনপূর্বক আমরা যেন অপরাধী না হই ॥ ২২ ॥ হে উজ্জ্বলমূর্তি মিত্র ও বরুণ, গাভীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সর্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন, আমি নাভানেদিষ্ট সেই স্তব বলিয়া দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিলাম, সেই হেতু আমি তাঁহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হইলাম ॥ ২৩ ॥ এক্ষণে আমরা গোধন পাইবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করিতে করিতে জয়শীল বরুণের নিকট যাইতেছি। শীঘ্রগামী ঘোটক সেই বরুণের পুত্র। হে বরুণ, তুমি মেধাবী ও অন্ন দানও করিয়া থাক ॥ ২৪ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তবসমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোমরা আমাদিগের প্রতি আনুকূল্য করিবে, কারণ তোমাদিগের বন্ধুত্ব অতি হিতকর। তোমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ হইলে সকল স্থানেই স্তুতিবাক্যসকল উচ্চারিত হইবে। চিরপরিচিত পথ যেরূপ সুখকর হয়, তদ্রূপ তোমাদিগের বন্ধুত্ব যেন আমাদিগের স্তুতিবাক্য-সকল সুখকর করে ॥ ২৫ ॥ পরমবন্ধু সেই বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নমোবাক্য প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউন। গাভীর দুগ্ধের ধারা তাঁহার যজ্ঞের জন্য বহমান হইতেছে ॥ ২৬ ॥ হে দেবতাগণ, তোমরাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞলাভের অধিকারী। আমাদিগের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাগণ, তোমরা উদ্যোগী হইয়া আমাকে অন্ন দিয়াছ, তোমাদিগের মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ কর ॥ ২৭ ॥

৬২ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ ; ১-৬ বিশ্বদেবগণ বা অঙ্গিরাগণ ;
৮-১১ সাবর্ণির দান। মনু-পুত্র নাভানেদিষ্ঠ ঋষি। জগতী ; ৫,৮,৯ অনুষ্টুপ্ ;
প্রগাথ (৬ বৃহতী, ৭ সতোবৃহতী) ; ১০ গায়ত্রী ; ১১ ত্রিষ্টুপ্।
হে অঙ্গিরাগণ, তোমরা যজ্ঞীয় দ্রব্য ও দক্ষিণা-সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক। হে মেধাবিগণ, আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর ॥ ১ ॥ হে অঙ্গিরাগণ, তোমরা আমাদিগের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করিয়া গোধনের অপহরণকারী বলনামক শত্রুকে নিধন করিয়াছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ুঃ হও। আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর ॥ ২ ॥ যে তোমরা যজ্ঞপ্রভাবে আকাশে সূর্যকে আরোহণ করাইয়াছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করিয়াছ, সেই তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততিসম্পন্ন হও। আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর ॥ ৩ ॥ এই আমি নাভানেদিষ্ঠ তোমাদিগের ভবনে আসিয়া মনোহর বক্তৃতা করিতেছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ, শ্রবণ কর। হে অঙ্গিরাগণ, তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃ লাভ কর। আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর ॥ ৪ ॥ সেই সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন-ভিন্ন-মূর্তিধারী ; তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ গম্ভীর, অর্থাৎ কেহ সন্ধান পায় না। সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাঁহারা চতুর্দিকে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৫ ॥ তাঁহারা অগ্নির চতুর্দিকে আবির্ভূত হইলেন, নানা মূর্তিতে গগনের চতুর্দিকে উদয় হইলেন। কেহ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন পাইয়াছেন ; কেহ দশগ্ব, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া গোধন পাইয়াছেন। যিনি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া আমাকে ধনদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥ তাঁহারা ইন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা বিস্তীর্ণকর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্র বৃক্ষবীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্র গাভী এখনই দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥ তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহার তুল্য কার্য করিতে কাহার সাধ্য নাই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ॥ ৯ ॥ যদু ও তুর্বশ নামে দাসজাতীয় দুই রাজা গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া এবং অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে সেই মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করিয়া দেয় ॥ ১০ ॥ মনু সহস্র গাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তাঁহার দান সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা করিয়া সর্বত্র গতিবিধি করুক। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করুন। তাঁহার নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি ॥ ১১ ॥

৬৩ সূক্ত। দেবতা : বিশ্বদেবগণ ; ১৫-১৬ পথ্যাস্বস্তি। গয় প্লাত ঋষি।
জগতী ; ১৫ জগতী বা ত্রিষ্টুপ্ ; ১৬,১৭ ত্রিষ্টুপ্।
যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব করেন, যাঁহারা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদিগের অতি-সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন ; যাঁহারা নহুষ-পুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হয়েন, তাঁহারা আমাদিগের মঙ্গল করুন ॥ ১ ॥ হে দেবতাগণ, তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য। যাঁহারা অদিতির গর্ভে জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন॥ ২॥ সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়া দেন, এবং মেঘসমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি-সন্তান দেবতাদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাঁহারা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাঁহাদিগের কার্য অতি সুন্দর॥ ৩॥ সেই সকল প্রবলপরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পাইবার জন্য অমরত্বগুণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদিগের রথ জ্যোতির্ময়, তাঁহাদিগের কার্যের বিঘ্ন নাই, তাঁহারা নিষ্পাপ; তাঁহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন॥ ৪॥ যাঁহারা উত্তম শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উজ্জ্বল মূর্তিতে যজ্ঞে আসিয়াছেন, যাঁহারা দুর্ধর্ষ হইয়া স্বর্গে বাস করেন, সেই সকল প্রধান দেবতাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলের জন্য অদিতিকে সেবা কর॥ ৫॥ হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা, তোমরা যতগুলি আছ, তোমরা যে স্তব প্রাপ্ত হইয়া থাক, কে তোমাদিগের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে? হে বংশবৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতাগণ, যে যজ্ঞ পাপ হইতে ত্রাণপূর্বক কল্যাণ বিতরণ করে, কে তোমাদিগের জন্য সেই যজ্ঞের আয়োজন করে?॥ ৬॥ মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা লইয়া যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবতাগণ আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং সুখী করুন, আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন॥ ৭॥ যাঁহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাঁহারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ, এক্ষণে আমাদিগকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে পার কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর॥ ৮॥ আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি, তাঁহাকে আহ্বান করিতে আনন্দ হয়। তাবৎ দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁহারা পাপ হইতে মুক্তি দেন, তাঁহাদিগের কার্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবা-পৃথিবী ও মরুৎগণকে আহ্বান করিয়া থাকি॥ ৯॥ আমরা মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়া যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই। এই নৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার বিষয়ে কোন ভয়ই নাই; ইহা অতি বিস্তীর্ণ, ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যায়; ইহার ক্ষয় নাই; ইহার গঠন অতি চমৎকার; ইহার চরিত্র সুন্দর; ইহা নিষ্পাপ ও অবিনাশী॥ ১০॥ হে যজ্ঞভাগগ্রাহী তাবৎ দেবতাগণ, আমাদিগকে আশ্রয় দিবে ইহা স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। এই সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। শ্রবণ কর, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর॥ ১১॥ হে দেবতাগণ, আমাদিগের রোগ ও সর্বপ্রকার অধর্মবুদ্ধি দূর কর। দান না করিবার বুদ্ধি যেন আমাদিগের না হয়। দুষ্টাশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর কর। আমাদিগের শত্রুবর্গকে অতিদূরে লইয়া যাও। আমাদিগকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর॥ ১২॥ হে অদিতি-সন্তান দেবতাগণ, তোমরা যাহাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়া সমস্ত পাপ হইতে পার করিয়া কল্যাণে উপনীত কর, এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তাহার বংশবৃদ্ধি হয়॥ ১৩॥ হে দেবতাগণ, অন্নলাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে মরুৎগণ, যুদ্ধের সময় সন্নিহিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র, তোমার সেই যে রথ,—যাহা প্রাতঃকালে যুদ্ধে গমন করে, তাহাকে ভজনা করা উচিত, যাহাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, আমরা যেন সেই রথে আরোহণপূর্বক কল্যাণভাগী হই॥ ১৪॥ কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদিগের কল্যাণ হউক; জলে, কি যুদ্ধে আমাদিগের কল্যাণ হউক; যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে, এরূপ সৈন্যমধ্যে আমাদিগের কল্যাণ হউক; যথায় পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদিগের সম্বন্ধীয় সেই স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হউক। হে দেবতাগণ, ধন লাভের জন্য আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর॥ ১৫॥ যে পৃথিবী পথে গমনকালে মঙ্গল করিয়া থাকেন; যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ; যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণীয় যজ্ঞস্থানে উপস্থিত আছেন ; তিনি কি গৃহে, কি অরণ্যে আমাদিগকে রক্ষা করুন ; দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তাহাতে বাস করি ॥ ১৬ ॥ হে সমস্ত অদিতি-সন্তানগণ, হে অদিতি, ধ্যানপরায়ণ প্লুতি-তনয় গয় এইরূপে তোমাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন। অমরদিগের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন ॥ ১৭ ॥

৬৪ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। গয় প্লাত ঋষি। জগতী ; ১২,১৬,১৭ ত্রিষ্টুপ্।

যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি ? কে আমাদিগকে কৃপা করেন ? কে সুখ বিধান করেন ? কেই বা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসেন ? ॥ ১ ॥ অনুষ্ঠানসকল অনুষ্ঠিত হইতেছে ; দেবতাদিগের স্তবসকল হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে ; উৎকৃষ্ট ভাবসকল স্ফূর্তি পাইতেছে ; মনের প্রার্থনাসকল উপস্থিত হইয়াছে ; আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাদিগের দিকেই বাঁধা আছে। তাঁহারা ব্যতীত সুখদাতা আর কেহ নাই ॥ ২ ॥ মনুষ্যগণ যাঁহাকে বর্ণনা করেন, সেই পুষাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর ; দেবতারা যাঁহাকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই দুর্ধর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর। সূর্য ও চন্দ্র ও যম ও দিব্যলোকবাসী ত্রিত ও বার ও উষা ও রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর ॥ ৩ ॥ জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকারে এবং কি বাক্যদ্বারা বুদ্ধিযুক্ত হয়েন ? বৃহস্পতিনামক দেবতা সুরচিত স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন। অজ একপাদ ও অহির্বুধ্ন আমাদিগের আহ্বানকালে সুরচিত স্তবসকল শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ হে অবিনাশী পৃথিবী, সূর্যের জন্মব্যাপারের সময় তুমি, মিত্র ও বরুণ এই দুই রাজার পরিচর্যা করিয়া থাক। সেই সূর্য বৃহৎ রথে আরোহণপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন, তাঁহার জন্ম নানা মূর্তিতে হয় ; সপ্তঋষি তাঁহার আহ্বানকর্তা ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হইতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন শত্রুদিগের নিকট হরণ করিল ; যাহারা, যেন যজ্ঞের সময়, সর্বদাই সহস্র ধন দান করে, যাহারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মত পরিমিত রূপে চরণক্ষেপ করে, তাহারা সকলে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনই পরাঙ্মুখ নহে ॥ ৬ ॥ হে স্তবকর্তাগণ, রথযোজনকারী বায়ুকে এবং বহুকার্যকারী ইন্দ্রকে এবং পুষাকে স্তব করিয়া তোমাদিগের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও। তাঁহারা সকলে একমন ও অনন্যমনা হইয়া সূর্যের প্রসবসময়ে অর্থাৎ প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন ॥ ৭ ॥ প্রবাহশালিনী ত্রিগুণিত সপ্তসংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, বনতরুগণ, পর্বত, অগ্নি, কৃশানুনামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্বগণ, তিষ্য, রুদ্র এবং রুদ্রদিগের মধ্যে প্রধান রুদ্র, আশ্রয় পাইবার জন্য ইঁহাদিগের সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি ॥ ৮ ॥ সরস্বতী, সরযূ, এবং সিন্ধু এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন। জলপ্রেরণকারিণী জননীস্বরূপা এইসকল দেবী আমাদিগকে ঘৃততুল্য, মধুতুল্য জল দান করুন ॥ ৯ ॥ সেই বিপুলদীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেবপিতা ত্বষ্টা নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন। আমরা উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করিতেছি, আমাদিগকে ইন্দ্র এবং বাজ এবং রথপতি ভগ রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ যেমন অন্নপরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়, মরুৎগণ দেখিতে তেমনই রমণীয়, রুদ্রপুত্র মরুৎগণের স্তবে মঙ্গল হইয়া থাকে। লোকদিগের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হইয়া যেন যশস্বী হই। যেন সর্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে ভজনা করি ॥ ১১ ॥ হে মরুৎগণ, হে ইন্দ্র, হে দেবতাগণ, হে বরুণ, হে মিত্র, তোমাদিগের প্রসাদে আমি যে সুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, যেরূপ গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই সুমতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা আমার স্তব শ্রবণপূর্বক অনেকবার রথারোহণে যজ্ঞে আসিয়াছ ॥ ১২ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা যেমন পূর্বে অনেকবার আমাদিগের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ, তদ্রূপ এখনও কর। আমরা যে স্থানে সর্বপ্রথম যজ্ঞবেদি সংস্থাপন করি, তথায় পৃথিবী আমাদিগের আত্মীয়ের ন্যায় কার্য করুন ॥ ১৩ ॥ সেই সর্বজনবিদিত দ্যাবা-পৃথিবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি মহতী জননীস্বরূপা, সেই দুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আগমন করেন, তাঁহারা উভয়ে দুই ভুবনকে নানা উপায়ে ধারণ করিয়া রাখেন। তাঁহারা পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর শুক্র, অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সেচন করেন॥ ১৪॥ সেই হোমের মন্ত্র সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সেই মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিদিগকে পালন করে, সে অবিশ্রান্ত দেবতাদিগকে স্তব করিতেছে। সেই মন্ত্রে মধু-উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলিয়া কীর্তিত আছে। বিদ্বান্‌গণ স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে যজ্ঞকামুক করিয়াছেন॥ ১৫॥ যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহার বিস্তর স্তবের সঞ্চয় আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান জানেন; সেই মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধনকামনাদ্বারা প্রবর্তিত হইয়া তাবৎ দেবতাদিগকে উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এইরূপে আপ্যায়িত করিলেন॥ ১৬॥ হে সমস্ত অদিতি-সন্তানগণ, হে অদিতি, ধ্যানপরায়ণ প্লুতি-তনয় গয় এইরূপে তোমাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন। অমরদিগের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন॥ ১৭॥

৬৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসুক্র-পুত্র বসুকর্ণ ঋষি। জগতী; ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, বায়ু, পুষা, সরস্বতী, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, মরুৎগণ, বৃহৎ স্বর্গ, সোম, রুদ্র, অদিতি, ব্রহ্মণস্পতি, ইঁহারা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন॥ ১॥ ইন্দ্র ও অগ্নি, ইঁহারা শিষ্টপালনকর্তা, ইঁহারা যুদ্ধের সময় একত্র হইয়া নিজক্ষমতাদ্বারা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। ঘৃতযুক্ত সোমরস তাঁহাদিগের বল বাড়াইয়া দেয়॥ ২॥ সেই মহৎ অপেক্ষাও মহৎ ও অবিচলিত ও যজ্ঞবৃদ্ধিকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হইয়া স্তবসমূহ প্রেরণ করিতেছি, যাঁহারা সুশ্রী মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন, সেই পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদিগকে ধন দান করিয়া শ্রেষ্ঠ করুন॥ ৩॥ সেই দেবতারা সকলের নায়কস্বরূপ সূর্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিকে এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্তী করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দান করিয়া মনুষ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন। মনুষ্যদিগের নিকট ধন প্রেরণ করেন, একারণ তাঁহাদিগকে স্তব করা হইতেছে॥ ৪॥ মিত্র ও দাতা বরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। তাঁহারা দুই জন রাজার রাজা, তাঁহারা কখন অমনোযোগী হয়েন না, তাঁহাদিগের ধাম উত্তমরূপে সংধারিত হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে। দুই দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাদিগের নিকট যাচকের ভাবে অবস্থিত আছেন॥ ৫॥ যে গাভী অপ্রার্থিত হইয়া পবিত্রস্থান যজ্ঞে আগমন করে, যে দুগ্ধদানপূর্বক যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে। সেই গাভী আমার প্রস্তাবমতে দাতা বরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান করুন এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা করুন॥ ৬॥ যাঁহারা নিজ তেজে আকাশ পুর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁহাদিগের জিহ্বা, যাঁহারা যজ্ঞের বৃদ্ধি করেন, তাঁহারা আপন আপন স্থান বুঝিয়া যজ্ঞস্থানে বসিতেছেন। তাঁহারা আকাশকে উন্নত করিয়া জল নির্গত করিয়াছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের শরীর ভূষিত করিয়া দেন॥ ৭॥ দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা সর্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের মাতাপিতৃস্বরূপ, সকলের পুর্বে জন্মিয়াছেন, উভয়েরই স্থান এক; উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে একমনা হইয়া সেই মহীয়ান্ বরুণকে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিতেছেন॥ ৮॥ মেঘ আর বায়ু, ইঁহারা বৃষ্টিবর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, ইঁহাদিগকে এবং অদিতি-সন্তান দেবতাদিগকে এবং অদিতিকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা পৃথিবীতে, বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাঁহাদিগকেও ডাকিতেছি॥ ৯॥ হে ঋভুগণ, যে সোম দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা ত্বষ্টা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্রনিধনকারী সুবুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে আমরা ধনের জন্য যাচ্ঞা করি॥ ১০॥ সেই দেবতারা পুণ্যকর্ম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন, বৃক্ষলতা ও বনতরু এবং পৃথিবী ও পর্বতদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্যকে আকাশে আরোপিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন ; তাঁহাদিগের দান অতি চমৎকার, তাঁহারা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা ভুজ্যুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, বধ্রিমতীনাম্নী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমদ ঋষিকে সুরূপা ভার্যা আনিয়া দিয়াছিলে, এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপুনামক পুত্র দান করিয়াছিলে ॥ ১২ ॥ অস্ত্রধারিণী ও বজ্রের ন্যায় নির্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং একপাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং তাবৎ দেবতা ইঁহারা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই সরস্বতীও শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥ যাঁহাদিগের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাঁহাদিগের উদ্দেশে মনু যজ্ঞ করিয়াছেন, যাঁহারা অমর, যাঁহারা যজ্ঞ উত্তমরূপ জানেন, যাঁহারা সকলে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাঁহারা সকলই অবগত আছেন, সেই সকল দেবতাগণ আমাদিগের সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করুন ॥ ১৪ ॥ বসিষ্ঠবংশসম্ভূত এই ঋষি অমর দেবতাদিগকে বন্দনা করিয়াছেন। সেই দেবতারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে অন্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ, তোমরা মঙ্গলবিধানপূর্বক আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥

৬৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসুক্র-পুত্র বসুকর্ণ ঋষি। জগতী ; ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

যে সকল দেবতা সর্বজ্ঞ, ইন্দ্রই যাঁহাদিগের প্রধান, যাঁহারা অমর, যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের মন উৎকৃষ্ট, যাঁহারা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বহুঅন্নসম্পন্ন দেবতাদিগকে ডাকিতেছি ॥ ১ ॥ যাঁহারা ইন্দ্রকর্তৃক উৎপাদিত হইয়া এবং বরুণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ময় সূর্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই শত্রুসংহারকারী মরুৎগণের স্তব চিন্তা করি। হে বিদ্বান্‌গণ, ইন্দ্রপুত্রদিগের যজ্ঞ আয়োজন কর ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বসুদিগের সহিত আমাদিগের গৃহ রক্ষা করুন। অদিতি আদিত্যদিগের সহিত আমাদিগের সুখ বিধান করুন ; রুদ্রদেব রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগকে সুখী করুন। ত্বষ্টা পত্নীসমেত আমাদিগের সুখ বর্ধন করুন ॥ ৩ ॥ অদিতি, দ্যাবা-পৃথিবী, প্রধান সত্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, মরুৎগণ, প্রকাণ্ড স্বর্গ, অদিতি-সন্তান দেবতাগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ এবং উত্তমদাতা সূর্য, ইঁহাদিগকে ডাকিতেছি, ইঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥ জলাধিপতি বিবিধবুদ্ধিযুক্ত বরুণ, ব্রতরক্ষাকারী পূষা, মহীয়ান্ বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞসৃষ্টিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ, ইঁহারা আমাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তিনপ্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন ॥ ৫ ॥ যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাগগ্রাহিগণ বাঞ্ছা পূর্ণ করুন, দেবতারা এবং হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীরা এবং যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবা-পৃথিবী এবং পর্জন্য এবং স্তবকারিগণ সকলেই আমাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥ অন্ন পাইবার জন্য অভিমতফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করিতেছি। বিস্তর লোকে তাঁহাদিগকে দাতা বলিয়া প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁহাদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে তিনপ্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান্ করুন ॥ ৭ ॥ যাঁহারা কর্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, যাঁহারা বলবান্, যজ্ঞকে অলংকৃত করেন, যাঁহাদিগের ঔজ্জ্বল্য অতি মহৎ, যাঁহারা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েন, অগ্নি যাঁহাদিগের আহ্বানকর্তা, যাঁহারা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সেই দেবতাগণ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করিলেন ॥ ৮ ॥ দেবতারা নিজ কার্যদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ও জল, বৃক্ষলতাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া আকাশ ও স্বর্গ নিজ তেজে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের সহিত আপন দেহ মিলিত করিয়া যজ্ঞ বিভূষিত করিলেন ॥ ৯ ॥ ঋভুগণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন ; তাঁহারা আকাশের ধারণকর্তা। বায়ু আর মেঘ ইঁহাদিগের শব্দ অতি মহৎ। জল ও বৃক্ষলতাদি আমাদিগকে স্তববাক্য শিখাইয়া দিন। আর ধনদানকর্তা ভগ ও অর্যমা ইঁহারা সকলে আমার যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ১০ ॥ সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ, একপাদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দকারী মেঘ, অহির্বুধ্ন, ইঁহারা আমার বাক্যসকল শ্রবণ করুন। আর প্রজাবান্ তাবৎ দেবতাও আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥ হে দেবগণ, আমরা মনুসন্তান, তোমাদিগকে যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ হই। আমাদিগের চিরপ্রচলিত যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। হে অদিতি-সন্তানগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, তোমাদিগের দানশক্তি অতি চমৎকার। আমরা এই মন্ত্রসকল পাঠ করিতেছি, পরিতোষপূর্বক শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ যে দুই ব্যক্তি দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা, যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁহাদিগের উদ্দেশে উত্তমরূপে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং তাবৎ অবিনাশী দেবতাকে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাঁহারা প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কখন অমনোযোগী হয়েন না ॥ ১৩ ॥ বসিষ্ঠ-সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করিল, তাহারা মঙ্গলকামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেবপূজা করিল। হে দেবগণ, তোমরা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া সন্তুষ্টমনে অভিলষিত অর্থ দান কর ॥ ১৪ ॥ বসিষ্ঠবংশসম্ভূত এই ঋষি অমর দেবতাদিগকে বন্দনা করিয়াছেন। সেই দেবতারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ, তোমরা মঙ্গলবিধানপূর্বক আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর ॥ ১৫ ॥

৬৭ সূক্ত। বৃহস্পতি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অয়াস্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

আমাদিগের পিতা এই সপ্তশীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করিয়াছেন। সত্য হইতে ইঁহার উৎপত্তি। তাবৎ লোকের হিতকারী, অয়াস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একটি স্তব সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥ অঙ্গিরার বংশধরেরা যজ্ঞের সুন্দর স্থানে যাইতে মনস্থ করিল। তাহারা সত্যবাদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহারা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তাহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥ বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, তাহাদিগের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলিয়া দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া উঠিলেন ॥ ৩ ॥ গাভীগণ নিম্নের দিকে একটি দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুইটি দ্বারের দ্বারা অধর্মের আলয়স্বরূপ সেই গুহামধ্যে রুদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অন্ধকারের মধ্যে আলোক লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনটি দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাশিত করিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়নপূর্বক পুরীর পশ্চাদ্‌ভাগ বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুল্য সেই গুহার তিনটি দ্বারই খুলিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে তিনি পূজনীয় সূর্য, আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পাইলেন, তখন তিনি মেঘের ন্যায় বারম্বংকার ছাড়িতে ছিলেন ॥ ৫ ॥ যে বল গাভী রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে ইন্দ্র আপনার হুংকাররবেই ছেদন করিলেন। এইরূপে ছেদন করিলেন, যেন তাহার প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়াছেন। ঘর্মাক্ত-কলেবর বন্ধুদিগের সহিত সোমপান ইচ্ছা করিয়া, তিনি পণিকে কাঁদাইলেন, তাহার গাভী কাড়িয়া লইলেন ॥ ৬ ॥ তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান্, ধনদানকারী সহায়দিগের সহিত গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমূর্তি, বদান্য, ঘর্মাক্তকলেবর দেবতাদিগের সহিত সেই গোধন অধিকার করিলেন ॥ ৭ ॥ তাহারা এইক্ষণে গাভীর অধিকারী হইয়া সরল চিত্তে স্তুতিবাক্যদ্বারা গোপতি দেবতাকে ধন্যবাদ করিল। পরস্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দিগের সহিত বৃহস্পতি গাভীগণকে বাহির করিয়া আনিলেন ॥ ৮ ॥ যখন সেই বৃহস্পতি যজ্ঞে আসিয়া সিংহনাদ করেন, তখন যেন আমরা সেই জয়ী, দাতা বীরপুরুষ, বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজনসমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি ॥ ৯ ॥ যখন সেই বৃহস্পতি নানাবিধ অন্ন দান করিলেন, যখন আকাশপথ দিয়া তিনি পরম ধামে গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমান্‌গণ সেই বদান্য বৃহস্পতিকে নানা প্রকারে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন, তাহা করিতে করিতে তাঁহাদিগের মূর্তি জ্যোতির্ময় হইল ॥ ১০ ॥ অন্নলাভের জন্য আমার যে প্রার্থনা, তাহাকে সফল কর, আমি ভক্তই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা কর। তাবৎ শত্রু পরাজিত ও দূর হউক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাবা-পৃথিবী আমাদের এই বাক্য শ্রবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন ॥ ১১ ॥ ইন্দ্র অতিবৃহৎ এক জলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করিলেন। অহি অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করিলেন, সপ্ত সিন্ধু বহাইয়া দিলেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী, দেবতাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১২ ॥

৬৮ সূক্ত। বৃহস্পতি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অয়াস্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যেরূপ জলসেচনকারী কৃষকগণ পক্ষীদিগকে শস্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে, অথবা যেরূপ মেঘবৃন্দের নির্ঘোষ হয়, অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পর্বতে অভিঘাতকালে কলরব করে, তদ্রূপ বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ১ ॥ অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সূর্যদেবকে গাভীগণের সহিত সংসৃষ্ট করিলেন, অর্থাৎ গুহাবর্তিনী গাভীদিগের নিকট সূর্যের আলোক আনয়ন করিলেন। ভগদেবের ন্যায় তাঁহার তেজঃ চতুর্দিক্‌ব্যাপী হইল। যেমন স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুবর্গ পতি-পত্নী-মিলন করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনি গাভীদিগকে লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। হে বৃহস্পতি, যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকদিগকে ধাবিত করে, তদ্রূপ গাভীদিগকে ধাবিত কর ॥ ২ ॥ যেমন যবের কুশূল (মরাই) হইতে যব বাহির করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি গাভীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পর্বত হইতে বাহির করিলেন। তাহাদিগের গাভী অতি সুন্দর, ক্রমাগত তাহারা চলিতে লাগিল; তাহাদিগের বর্ণ এমনই মনোহর এবং আকৃতি এমনই সুগঠন যে, দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয় ॥ ৩ ॥ বৃহস্পতি গাভী উদ্ধার করিয়া যেন সৎকর্মের আকরস্থান মধুবিন্দুসিক্ত করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা করিয়া দিলেন। তিনি এমনই দীপ্তিযুক্ত হইলেন, যেন সূর্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করিতেছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হইতে গাভীদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেমন নীচে হইতে জল উঠিবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে ॥ ৪ ॥ যেমন বায়ু জল হইতে শৈবাল অপসারিত করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিলেন। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্বক বলের গোপন স্থান হইতে গাভীদিগকে নিষ্কাশিত করিলেন ॥ ৫ ॥ যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি সেইরূপে গোধন অধিকার করিলেন, যেমন দন্তগণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দিলে জিহ্বা তাহা অধিকার করে। তিনি সেই বহুমূল্য গোধন প্রকাশিত করিলেন ॥ ৬ ॥ যখন সেই গোপন স্থানমধ্যে গাভীগণ শব্দ করিতেছিল, তখনই বৃহস্পতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে গাভী রুদ্ধ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বভঙ্গ করিয়া শাবককে নিষ্কাশিত করে, তদ্রূপ তিনি আপনিই পর্বতমধ্য হইতে গাভীদিগকে তাড়াইয়া আনিলেন ॥ ৭ ॥ তিনি দেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অল্পজলে থাকিলে ক্লেশ পায়, তদ্রূপ সেই মধুর ন্যায় পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। যেমন কাষ্ঠ হইতে চমসনামক পানপাত্র কুঁদিয়া বাহির করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি কোলাহলসহকারে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই গোধন বাহির করিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি প্রভাত, স্বর্গ, অগ্নি, সকলই পাইলেন, অর্থাৎ গোধনোদ্ধারকার্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হইল, অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হইল। তিনি সূর্যালোক প্রবেশ করাইয়া গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট করিলেন। বনে গাভীদিগকে রুদ্ধ করিয়াছিল, বৃহস্পতি সেই গাভী উদ্ধার করিয়া যেন তাঁহার অস্থিমধ্য হইতে মজ্জা বাহির করিয়া আনিলেন ॥ ৯ ॥ যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে, তদ্রূপ বলের সকল গাভী বৃহস্পতিকর্তৃক গৃহীত হইল। যাহা কেহ কখন করে নাই, কেহ কখন অনুকরণ করিতে পারিবে না। এইরূপ কার্য তিনি করিলেন, তাঁহার এই কার্যদ্বারা পুনর্বার সূর্য-চন্দ্রের উদয় হইল ॥ ১০ ॥ যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, তদ্রূপ পিতাস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহারা অন্ধকার রাত্রিতে রাখিয়া দিলেন এবং আলোক দিবসে রাখিয়া দিলেন। বৃহস্পতি পর্বত ভেদ করিয়া গোধন লাভ করিলেন ॥ ১১ ॥ যিনি পূর্বতন অনেক ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন মেঘলোকবাসী হইয়াছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমস্কার করিলাম। সেই বৃহস্পতি আমাদিগকে গাভী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান করুন ॥ ১২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বধ্রশ্ব-পুত্র সুমিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১,২ জগতী।
বধ্রিঅশ্ব (সুমিত্রের পিতা) যে অগ্নি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মূর্তিগুলি অতি সুন্দর, তাহার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও রমণীয়। সুমিত্রনামক ব্যক্তিগণ যখন সর্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, অগ্নি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ত হয়েন, তাঁহাকে সকলে স্তব করিতে থাকে ॥ ১ ॥ বধ্রিঅশ্বের অগ্নি ঘৃতদ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁহার আহার, ঘৃতই তাঁহাকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশিষ্টরূপে বিস্তৃত হইলেন। ঘৃত ঢালিয়া দেওয়াতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, যেমন মনু তোমার মূর্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। আমার এই কার্য সম্প্রতি করা হইয়াছে। অতএব তুমি ধনবান্ হইয়া দীপ্যমান হও, আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর, শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ কর, এইস্থানে অন্ন স্থাপন কর ॥ ৩ ॥ যে তোমাকে বধ্রিঅশ্ব প্রথমে স্তব করিয়া প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই তুমি আমাদিগের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর ; তুমিই এই যাহা কিছু দিয়াছ, আমার সেই দানসমস্ত রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ হে বধ্রিঅশ্বের অগ্নি, দীপ্যমান হও ; রক্ষাকর্তা হও, লোকদিগকে যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের ন্যায় দুর্ধর্ষ এবং শত্রুপাতনকারী হও। আমি সুমিত্র, বধ্রিঅশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করিলাম ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তাহা তুমি দাসদিগের নিকট জয় করিয়া আর্যদিগকে দিয়াছ, তুমি দুর্ধর্ষ বীরের ন্যায় শত্রুনিপাত কর ; যাহারা যুদ্ধ করিতে আসে, তাহাদিগের প্রতি অগ্রসর হও ॥ ৬ ॥ এই অগ্নি দীর্ঘতন্তু, অর্থাৎ ইঁহার বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতসংখ্য পথ দিয়া গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদিগের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরোহিতগণ ইঁহাকে অলংকৃত করিতেছেন। হে অগ্নি, দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়দিগের ভবনে দীপ্যমান থাক ॥ ৭ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার গাভীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তাহার দোহনে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। সে অমনোযোগী হইয়া কত দোহন করিয়া দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে বধ্রিঅশ্বের অগ্নি, হে জাতবেদা, মরণরহিত দেবতারাই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যখন মনুষ্যগণ মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলই কহিয়াছেন। তোমার সম্মানকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি জয়ী হইয়াছ ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লালন করে, তদ্রূপ বধ্রিঅশ্ব তোমার পরিচর্যা করিয়াছেন। হে যুবা অগ্নি, ইহার নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করিয়াছ ॥ ১০ ॥ বধ্রিঅশ্বের অগ্নি সোমরসপ্রস্তুতকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া শত্রুদিগকে চিরকালই জয় করিয়া আসিতেছেন। হে বিচিত্র-কিরণধারী অগ্নি, তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সহিত দগ্ধ করিয়াছ। যাহাদিগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ বধ্রিঅশ্বের এই যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী, চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য ইঁহার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। হে বধ্রিঅশ্বের অগ্নি, যাহারা আমাদিগের অনাত্মীয়, কিংবা যাহারা স্পর্ধাপূর্বক আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি তাহাদিগের সম্মুখীন হও ॥ ১২ ॥

৭০ সূক্ত। দেবতা : ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি ; ২ নরাশংস ; ৩ ইল ; ৪ বর্হি ; ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার ; ৬ উষা ও নক্ত ; ৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোত্রীদ্বয় ; ৮ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী ; ৯ ত্বষ্টা ; ১০ বনস্পতি ; ১১ স্বাহাকৃতিগণ। বধ্র্যশ্ব-পুত্র সুমিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
বেদির স্থানে এই যে সমিধ্ আমি দিয়াছি, তুমি তাহার প্রতি অভিলাষী হও, উহা গ্রহণ কর। বেদির উপরিভাগে তুমি উত্তম কার্য সম্পাদন করিতে করিতে এই দেবযজ্ঞ উপলক্ষে ঊর্ধ্বাভিমুখ হও, তাহা হইলে দিনসকল সাফল্য লাভ করিবে ॥ ১ ॥ দেবতাদিগের অগ্রে অগ্রে যিনি আসেন, যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানাবর্ণধারী ঘোটকযোগে এইস্থানে আগমন করুন ॥ ২ ॥ যে সকল মনুষ্যের যজ্ঞীয় দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাহারা সর্বদাই অগ্নিকে দূতের কার্য সম্পাদন করিবার জন্য ইল, অর্থাৎ স্তব করে। বহন করিতে বিলক্ষণ পটু ঘোটকসকল যে রথে যোজিত আছে, সেই রথযোগে দেবতাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর, এইস্থানে হোতা হইয়া উপবেশন কর। এইরূপ স্তব কর ॥ ৩ ॥ দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ উভয় পার্শ্বে বিস্তারিত হউক, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘতাপ্রাপ্ত হউক। আমাদিগের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হউক। অবিচলচিত্তে দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ইহা কামনা করিতেছেন। হে বহ্নিরূপ অগ্নি, তুমি তাঁহাদিগকে পূজা দাও ॥ ৪ ॥ হে দ্বারদেবীগণ, তোমরা আকাশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ কর, পৃথিবীতলের সহিতও আশ্রয়যুক্ত হইয়া থাক। তোমরা বিশেষ প্রযত্নসহকারে সাভিলাষ মনে রথ প্রস্তুত করিয়া সেই উজ্জ্বল রথ ধারণ কর ॥ ৫ ॥ উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এই যে যজ্ঞস্থান, ইহাতে দ্যুলোকের দুহিতাস্বরূপ উষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন। হে উষা ও রাত্রি, তোমরাও দেবতাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাও তোমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদিগের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ, তাহাতে দেবতারা উপবেশন করুন ॥ ৬ ॥ সোম প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হইয়াছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, বেদির নিকট সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হইয়াছে। দুইজন সুবিদ্বান্ ঋত্বিক্ দৈব হোতাদ্বয় সম্মুখে উপবেশন করিয়াছেন, ইঁহারা এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন ॥ ৭ ॥ হে দেবীত্রয় (ইলা, সরস্বতী ও মহী), এই উৎকৃষ্ট কুশময় আসন তোমাদিগের জন্য বিস্তারিত করা হইয়াছে, উপবেশন কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা হইয়াছে। ইড়াদেবী ও ঘৃতপদী ইহারা গ্রহণ করুন ॥ ৮ ॥ হে দেবত্বষ্টা, তুমি সুশ্রীমূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি অঙ্গিরাদিগের সহায় হইয়াছ, তুমি জান কোন্ দেবতার কোন্ ভাগ, তোমার উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি সেই ধন দান করিয়া থাক। এক্ষণে দেবতাদিগকে তাঁহাদিগের খাদ্য প্রদান কর ॥ ৯ ॥ হে বনস্পতি, অর্থাৎ বনতরু হইতে নির্মিত যূপকাষ্ঠ, তুমি জান, অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দেবতাদিগের অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও। হোমের দ্রব্য সেই বনস্পতি লইয়া যাউন এবং নিজে আস্বাদ করুন। আমার যজ্ঞকে দ্যাবা-পৃথিবী রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞের জন্য বরুণকে লইয়া আইস, স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকে এবং আকাশ হইতে মরুৎগণকে লইয়া আইস, যজ্ঞভাগাধিকারিগণ সকলে কুশে উপবেশন করুন। অবিনাশী দেবগণ স্বাহা শব্দ শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হউন ॥ ১১ ॥

৭১ সূক্ত। জ্ঞান দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বৃহস্পতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৯ জগতী।

হে বৃহস্পতি, বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান, তাহাদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাক্‌দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয় ॥ ১ ॥ যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের বচনরচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে ॥ ২ ॥ বুদ্ধিমান্‌গণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তঃকরণ-মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণপূর্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে ॥ ৩ ॥ কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনে না। যেমন প্রেমপরিপূর্ণা সুন্দরপরিচ্ছদধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাক্‌দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন ॥ ৪ ॥ পণ্ডিতসমাজে কোন কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে, সে উত্তমভাবগ্রাহী, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য হয় না। কেহ বা পুষ্পফলবিহীন অর্থাৎ অসার বাক্য অভ্যাস করে, তাহার যে বাক্য, উহা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নহে, কাল্পনিক মায়াময় গাভীমাত্র ॥ ৫ ॥ বিদ্বান্ বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তাহার কথায় কোন্ ফল নাই। সে যাহা কিছু শুনে, বৃথাই শুনে; সে সৎকর্মের পন্থা অবগত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥ যাহাদিগের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটনবিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখা বা কক্ষ পর্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনই অগভীর। কেহ কেহ বা স্নান করিবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ যখন অনেক স্তোতা একত্র হইয়া মনের ভাবসমস্ত হৃদয়ে আলোচনাপূর্বক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করেন ॥ ৮ ॥ এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল, বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি প্রয়োগ, বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য করিবার উপযুক্ত হয় ॥ ৯ ॥ যশ মিত্রের ন্যায় কার্য করে, ইহা সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে, সেই যশঃপ্রাপ্ত হইলে সকলেই আহ্লাদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানাপ্রকারে উপকৃত হওয়া যায় ॥ ১০ ॥ একজন প্রচুর পরিমাণে ঋক্‌সমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন, আর একজন গায়ত্রীচ্ছন্দে সামগান করেন; যিনি ব্রহ্মানামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর একজন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন করেন ॥ ১১ ॥

৭২ সূক্ত। দেবগণ দেবতা। লৌক্য বৃহস্পতি, অঙ্গিরা-পুত্র বৃহস্পতি বা দক্ষ-কন্যা অদিতি ঋষি। অনুষ্টুপ্।

দেবতাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে কহা যাইতেছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিবেন ॥ ১ ॥ দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতিনামক দেব কর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল ॥ ২ ॥ দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্‌সকল জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ৩ ॥ উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্‌সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন ॥ ৪ ॥ হে রক্ষ, অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা, তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী ॥ ৫ ॥ দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই হেতুতে প্রচুর ধূলির উদয় হইল ॥ ৬ ॥ মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন, এই সমুদ্রতুল্য আকাশমধ্যে সূর্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সেই সূর্যকে প্রকাশ করিলেন ॥ ৭ ॥ অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্তণ্ডনামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮ ॥ পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া গেলেন। আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন ॥ ৯ ॥

৭৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। শক্তি-পুত্র গৌরিবীতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করিলেন, তখন মরুৎগণ এই বলিয়া ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করিলেন যে, তুমি বল প্রকাশ ও যুদ্ধ করিবার জন্য জন্মিয়াছ, তুমি বীর, উৎসাহযুক্ত, তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী ॥ ১ ॥ শত্রু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহারকারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। তাহারা বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করিল, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ গর্ভ, অর্থাৎ বৃষ্টিবারিসকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে হইতে নির্গত হইল ॥ ২ ॥ তুমি যে চরণে গমন কর, তাহা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়া গেলে, সেই স্থানে অন্নসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হে ইন্দ্র, তুমি এক সহস্র বৃককে মুখে ধারণ করিতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাইতে পার ॥ ৩ ॥ তোমার যুদ্ধে যাইবার ত্বরা থাকিলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সহিত বন্ধুত্ব ধারণ কর। হে ইন্দ্র, প্রচুরপরিমাণ ধন আনিয়া দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয়, ধনসমূহ দান করুন ॥ ৪ ॥ যজ্ঞ উপলক্ষে আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সহিত যজমানকে অর্থ দেন, তিনি যজমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করিলেন। তিনি বৃষ্টিবারি সেক করিলেন, ক্লেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করিলেন ॥ ৫ ॥ শত্রুগণ ইঁহার নিকট তুল্যনামধারী, অর্থাৎ তিনি সকলকেই ধ্বংস করেন। উষার শকট যেরূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র শত্রু ধ্বংস করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মরুৎগণের সহিত ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাসস্থান ধ্বংস করিলেন ॥ ৬ ॥ যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করিয়াছ। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট নিস্তেজ করিয়া দিয়াছ। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথসকল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ, সেগুলি দেবলোকে যাইবার অতি সরল পথ হইয়াছে ॥ ৭ ॥ তুমি এই বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র, তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতারা তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়েন; তুমি মেঘদিগকে অধোমুখ করিয়া দাও, অর্থাৎ জল ঢালাইয়া দেওয়াও ॥ ৮ ॥ জলের মধ্যে ইঁহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন ইঁহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্দ্র, তুমি তৃণলতাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপন করিয়াছ, তাহা গাভীদিগের আপীন হইতে অত্যন্ত শুভ্র মূর্তিতে নির্গত হয় ॥ ৯ ॥ কেহ কহে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইতে। কিন্তু আমি জ্ঞান করি, তাঁহার উৎপত্তি তেজঃ হইতে। ইনি ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া শত্রুর অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়াছেন, ইন্দ্র কোথা হইতে জন্মিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন ॥ ১০ ॥ সুন্দরপক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল, অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাঁহাদিগের প্রার্থনা ছিল। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, হে ইন্দ্র, অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর; আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মোচন করিয়া দাও ॥ ১১ ॥

৭৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। শক্তি-পুত্র গৌরিবীতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

ইন্দ্র বুঝি ধন দান করিবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হইয়াছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপার্জন করে, এতাদৃশ ঘোটকেরা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে? অথবা যে সকল যশস্বী ব্যক্তি আশ্চর্যরূপ শত্রু সংহার করিতেছে, তাঁহারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছেন? ॥ ১ ॥ ইঁহাদিগের প্রবল নিমন্ত্রণধ্বনি আকাশ পূর্ণ করিল, দেবতাদিগকে চালিত করিয়া দিল, তাঁহারা যজ্ঞভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় তাঁহারা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দিকে চাহিতেছেন। আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁহারা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করিতে উদ্যত ॥ ২ ॥ অবিনাশী দেবতাদির জন্য এই স্তুতি উচ্চারণ করিলাম, তাঁহারা যজ্ঞে উত্তম উত্তম নানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁহারা আমাদিগের স্তব ও যজ্ঞ সফল করুন এবং নিরুপম ধনরাশি ধরিয়া দিন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ গোধন বিপক্ষের নিকট কাড়িয়া লইতে চায়, তাহারা তোমাকেই স্তব করে। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব হয়েন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করিয়া দেন। ইনি সহস্র ধারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুগ্ধদান করেন; যাঁহারা এই পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করিতে চান, তাঁহারা ইন্দ্রকেই স্তব করেন ॥ ৪ ॥ হে কর্মনিষ্ঠ পুরোহিতগণ, যে ইন্দ্র কাহারও নিকট নত হয়েন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে দমন করেন, যিনি মহান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ধনশালী, যাঁহাকে স্তব করিলে শুভ হয়, যিনি মনুষ্যের হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্বক বিবিধ শব্দ করেন, তাঁহার শরণাগত হও ॥ ৫ ॥ শত্রুপুরীধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্রুকে সংহার করিলেন, তখন তিনি বৃত্রের নিধনকারী হইয়া পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে জানিল যে, তিনি অতি বলবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। ইঁহাকে যাহা করিতে প্রার্থনা করিবে, ইনি তাহাই করিবেন ॥ ৬ ॥

৭৫ সূক্ত। নদীগণ দেবতা। প্রিয়মেধ-পুত্র সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি। জগতী।

হে জলগণ, যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিন শ্রেণীতে চলিল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥ হে সিন্ধু নদী, যখন তুমি অন্নশালী, অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার নানা পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর ॥ ২ ॥ পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইঁহার শব্দ প্রবল করিলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জন করিতে করিতে আসিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে সিন্ধু, যেমন শিশু-বৎসের নিকট তাহাদিগের জননী-গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটি নদী-শ্রেণীকে লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ ॥ ৪ ॥ হে গঙ্গা, হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি, আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুৎবৃধা নদী, হে বিতস্তা ও সুষোমা-সংগত আর্জীকীয়া নদী, তোমরা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ হে সিন্ধু, তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এইসকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক ॥ ৬ ॥ এই দুর্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছেন, তাঁহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁহার জলসকল মহাবেগে যাইয়া চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী আছে, ইঁহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠবদর্শনা ॥ ৭ ॥ সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী ; ইঁহার উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলংকার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইঁহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইঁহার তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধুপ্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত ॥ ৮ ॥ সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইঁহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ ॥ ৯ ॥

৭৬ সূক্ত প্রস্তরগণ দেবতা। সর্প ঐরাবত জরৎকর্ণ ঋষি। জগতী ॥

হে প্রস্তরগণ, প্রভাত হইলেই তোমাদিগকে সজ্জিত করি। তোমরা সোম দিয়া ইন্দ্র ও মরুৎ ও দ্যাবা-পৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছ। সেই দুই দ্যাবা-পৃথিবী যেন একত্র হইয়া আমাদিগের প্রত্যেক গৃহে সেবা গ্রহণপূর্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন ॥ ১ ॥ নিষ্পীড়নকর্তা যখন প্রস্তরকে হস্তে ধারণ করিল, তখন সে যেন হস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যায় হইল এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করিল। প্রস্তর যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শত্রুজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাহাতে প্রচুর ধন লাভ হয় ॥ ২ ॥ যেমন পূর্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস আসিয়াছিল, তদ্রূপ এই প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদিগকে জলে স্নান করাইবার সময়ে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহনির্মাণকার্যে এবং ঘোটকদিগকে স্নান করাইবার সময় যজ্ঞকালে এই অবিনাশী সোমরসদিগের আশ্রয় লওয়া যায় ॥ ৩ ॥ হে প্রস্তরগণ, কর্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট কর, নির্‌ঋতিকে রুদ্ধ কর, দুর্মতি দূর কর, আমাদিগের ধন ও জন সম্পাদন করিয়া দাও। দেবতাদিগের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্তি করিয়া দাও ॥ ৪ ॥ যাঁহারা আকাশের অপেক্ষা ও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁহারা বিভ্‌বা অপেক্ষাও অধিক শাস্ত্র কর্মকারী, যাঁহারা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করিতে অধিক পটু এবং যাঁহারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সেই প্রস্তরদিগকে পূজা কর ॥ ৫ ॥ এই-সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, এই যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। ইহা-দিগের সাহায্যে কর্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করিতে করিতে এবং পরস্পরকে ত্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন ॥ ৬ ॥ এইসকল প্রস্তর চালিত হইয়া সোম প্রস্তুত করিতেছে, সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত রস ইহারা দোহন করিতেছে। কর্মাধ্যক্ষগণ গাভীর আপীন হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। সোম সেচন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ইহা হোম করিতে হইবেক, অতএব এখন মুখে অর্পণ করিতেছেন না ॥ ৭ ॥ হে কর্মাধ্যক্ষগণ, হে প্রস্তরগণ, তোমরা ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করিতেছ, উত্তমরূপে এই কার্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর ; আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন লইয়া আইস ॥ ৮ ॥

৭৭ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ভৃগু-পুত্র স্যুমরশ্মি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ জগতী।

মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘনির্গত বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ধন বর্ষণ করিতেছেন। প্রচুর হোমদ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, ইঁহারা উৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়েন। মরুৎদেবতাদিগের এই বৃহৎগণকে আমি পূজা বা স্তব করি নাই, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয় নাই ॥ ১ ॥ এই মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হইয়াছেন, ইঁহারা শরীর শোভার্থ অলংকার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হইয়াও মরুৎগণকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নাই বলিয়া এই সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ, অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নাই, মহাবলপরাক্রান্ত এইসকল অদিতিসন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হয়েন নাই ॥ ২ ॥ এইসকল মরুৎ আপনা হইতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সূর্য যেমন মেঘ হইতে বাহির হয়েন, তদ্রূপ ইঁহারা বাহির হয়েন। ইঁহারা বীর পুরুষের ন্যায় বলবান্, ইঁহারা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষদিগকে দূর করে এতাদৃশ মনুষ্যের দীপ্তিসম্পন্ন ॥ ৩ ॥ হে মরুৎগণ, যখন তোমরা পরস্পর প্রতিঘাত কর, এবং বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তখন পৃথিবী তাহাতে কাতর হয়েন না, দুর্বলও হয়েন না। এই নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রী তোমাদিগের নিমিত্ত উত্তমরূপে দেওয়া রইয়াছে, তোমরা অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হইয়া আইস ॥ ৪ ॥ রজ্জুদ্বারা রথে যোজিত ঘোটকের ন্যায় তোমরা দ্রুতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হইয়াছ ; শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীর্তি নিজে উপার্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তোমরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক বারি সেচন করিয়া থাক ॥ ৫ ॥ হে মরুৎগণ, তোমরা অতি দূর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন বহন করিয়া আনিয়া থাক। চমৎকার সম্পত্তি লাভ করিয়া তোমরা দ্বেষকারীদিগকে গোপনে দূর করিয়া দিয়া থাক ॥ ৬ ॥ যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞ সমাপন হইলে মরুৎগণকে দান করেন, তাঁহার অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে সোমপান করেন ॥ ৭ ॥ সেই মরুৎগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষা করেন, অদিতি আকাশের জলদ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাঁহারা ত্বরিত রথে আসিয়া আমা-দিগের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁহারা যজ্ঞে যাইয়া প্রচুর সামগ্রী অভিলাষ করুন ॥ ৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৮ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ভৃগু-পুত্র স্যুমরশ্মি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ২,৫-৭ জগতী।
মরুৎগণ স্তোতাদিগের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করিতে পারেন, যাঁহারা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, সেই যজমানদিগের ন্যায় উত্তম কার্য করেন, রাজাদিগের ন্যায় তাঁহারা সুশ্রী ও চিত্রবিচিত্র মূর্তি ধারণ করেন, গৃহ-স্বামীদিগের ন্যায় তাঁহারা নিষ্পাপ ॥ ১ ॥ অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগের দীপ্তি ; তাঁহাদিগের বক্ষঃস্থলে যেন স্বর্ণালংকার শোভা পাইতেছে ; তাঁহারা বায়ুর ন্যায় নিজে সজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করেন ; তাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হয়েন এবং উত্তম নেতার কার্য করেন, তাঁহারা সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন ॥ ২ ॥ তাঁহারা বায়ুর ন্যায় যাইতে যাইতে কম্পিত করিয়া যান, অগ্নি জিহ্বার ন্যায় চাকচিক্যময় হয়েন, কবচধারী যোদ্ধাদিগের ন্যায় বীরত্ব করেন ; পিতৃলোকদিগের স্তবের ন্যায় সুফল দান করেন ॥ ৩ ॥ তাঁহারা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায় একনাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরিয়া আছেন ; বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তিশালী, দান করিতে উদ্যত মনুষ্যদিগের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন, স্তুতিবাক্য-উচ্চারণ-কারীদিগের ন্যায় সুন্দর শব্দ করেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা ঘোটকদিগের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী। রথারূঢ় ধনস্বামীদিগের ন্যায় উত্তম দান করেন। তাঁহারা নদীর ন্যায় নিম্নদিকে জল লইয়া যান, অঙ্গিরাদিগের ন্যায় যেন সামগান করেন, তাঁহাদিগের মূর্তি নানাবিধ ॥ ৫ ॥ জলপ্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তাঁহারা নদী নির্মাণ করেন, বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলই তাঁহারা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুদিগের ন্যায় তাঁহারা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁহারা দীপ্তিসহকারে গমন করেন ॥ ৬ ॥ প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাঁহারা যজ্ঞ আশ্রয় করেন। বিবাহার্থ বরের ন্যায় তাঁহারা অলংকার ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হয়েন ; নদীর ন্যায় তাঁহারা ক্রমাগত চলিয়াছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র চাকচিক্য প্রকাশ করিতেছে, দূর পথের পথিকের ন্যায় তাঁহারা বহুযোজন পথ অতিক্রম করেন ॥ ৭ ॥ হে মরুৎদেবতাগণ, আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদিগকে সংবর্ধনা করিতেছি, আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ভাগ দাও, উৎকৃষ্ট রত্ন দাও ; স্তবের অনুরোধে বন্ধুত্ব কর। চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

৭৯ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। সৌচীক বা বৈশ্বানর অগ্নি বা বাজংভর সপ্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
এই অগ্নি অমর, মরণধর্মাক্রান্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে ইঁহার মহত্ব দেখিতেছি। ইঁহার হনু দুইটি নানামূর্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি। ইহারা পরিপূর্ণ হইতেছে এবং চর্বণ না করিয়া বিস্তর বস্তু আহার করিতেছে ॥ ১ ॥ ইঁহার মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দুই চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি চর্বণ না করিয়া কেবল জিহ্বাদ্বারা কাষ্ঠসমূহ ভোজন করিতেছেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত করিয়া নমোবাক্য বলিতে বলিতে ইঁহার নিকট আসিয়া ইঁহার আহার যোগাইতেছে ॥ ২ ॥ এই অগ্নিরূপী বালক আপনার মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করিতে যান, তাহাদিগের অপ্রকাশ মূল পর্যন্ত ভক্ষণ করেন। পৃথিবীর উপর যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ আছে, তাহাকে ইনি পক্ব অন্নের ন্যায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার জিহ্বাস্পর্শে বৃক্ষ প্রজ্বলিত হইল ॥ ৩ ॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমি তোমাদিগকে এই কথা সত্য কহিতেছি, এই বালক জাতমাত্র আপনার দুই মাতাকে গ্রাস করে, অর্থাৎ অরণিদ্বয় হইতে জন্মিয়া তাহাদিগকেই দগ্ধ করে। আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা, ইঁহার বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, কি জ্ঞানহীন, তাহা আমি জানি না ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যঘৃত ও অন্যান্য ঘৃত হোম করে, ইঁহার পুষ্টিসাধন করে, অগ্নি সহস্র চক্ষে তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি, তুমি তাহার প্রতি সর্বপ্রকারে অনুকূল থাক ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি কি দেবতাদিগের মধ্যে কোন অপরাধ পাইয়া ক্রোধ ধারণ করিয়াছ ? আমি জানি না, এই জন্য তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যেমন খড়্গদ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি ক্রীড়া কর, আর না কর, কিন্তু তুমি উজ্জ্বল হইয়া তোমার আহার্য দ্রব্য ভোজনকালে পর্বে পর্বে উহা কর্তন কর ॥ ৬ ॥ এই অগ্নি বনে জন্মিয়া এত দ্রুতবেগে অগ্রসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছেন, যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করিয়াছেন, এই বন্ধু কাষ্ঠ-স্বরূপ ধন পাইয়া বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছেন এবং এবং সকলই চূর্ণ করিতেছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিপুলমূর্তি হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

৮০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। সৌচীক বা বৈশ্বানর অগ্নি বা বাজংভর সপ্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
অগ্নি এরূপ ঘোটক দান করেন, যাহাতে আরোহণপূর্বক শত্রুর অন্ন লুণ্ঠনপূর্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্মতৎপর হইয়া যশস্বী হয়। অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোককে শোভাময় করিয়া বিচরণ করেন, অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রসবিনী করেন ॥ ১ ॥ অগ্নি কার্যের উপযোগী সমিৎকাষ্ঠ কল্যাণকর হউক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবা-পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাইবার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষসকল দয়া করিয়া পূর্ণ করেন ॥ ২ ॥ অগ্নি জরৎকর্ণনামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নিই জরুথনামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে নির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়াছেন। যখন প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হয়েন, তখন অগ্নিই তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অগ্নি সুমেধ ঋষিকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন, অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য লইয়া স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দেন, অগ্নির বৃহৎ বৃহৎ অনেক স্থান আছে ॥ ৪ ॥ ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশ উড্ডীয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেষ্টন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ মনুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহুষের সন্তান মনুষ্যগণও তাহাই করেন। গন্ধর্বদিগের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হয়েন। অগ্নির গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ ঋভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করিয়াছেন। হে অগ্নি, তোমার এই সুরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ করিলাম। হে যুবা অগ্নি, এই স্তবকারীকে রক্ষা কর। বিস্তর সম্পত্তি আনিয়া দাও ॥ ৭ ॥

৮১ সূক্ত। বিশ্বকর্মা দেবতা। ভুবন-পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ২ বিরাট্ রূপা।
আমাদিগের পিতা সেই যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা করিয়া প্রথমাগত ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদনপূর্বক পশ্চাদাগতদিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥ সৃষ্টিকালে তাঁহার অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল ? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিলেন ? সেই বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্মাণপূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করিয়া দিলেন ? ॥ ২ ॥ সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্বাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয় ॥ ৩ ॥ সে কোন্ বন ? কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে ? হে বিদ্বান্‌গণ, তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন ॥ ৪ ॥ হে বিশ্বকর্মা, হে যজ্ঞভাগগ্রাহী, তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্তী ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর ॥ ৫ ॥ হে বিশ্বকর্মা, কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দিকের তাবৎ লোক নির্বোধ। ইন্দ্র আমাদিগের প্রেরণকর্তা হউন, অর্থাৎ বুদ্ধি স্ফূর্তি করিয়া দিন ॥ ৬ ॥ অদ্য এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য ডাকিতেছি, তিনি বাচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাঁহাতে সংলগ্ন হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কার্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদিগের তাবৎ যজ্ঞ স্বীকারপূর্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

৮২ সূক্ত। বিশ্বকর্মা দেবতা। ভুবন-পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পরসম্মিলিত এই দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল ॥ ১ ॥ যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্ত ঋষির পরবর্তী যে স্থান, তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এইরূপ কহেন; সেই বিদ্বান্‌দিগের অভিলাষসকল স্তবদ্বারা পরিপূর্ণ হয় ॥ ২ ॥ যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয় ॥ ৩ ॥ স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠন হইলে পর, যে সকল ঋষি এই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রভূত স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ যাহা দ্যুলোকের অপর পারে, যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা অসুর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পরকে এক স্থানে মিলিত দেখিতেছেন? ॥ ৫ ॥ সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন ॥ ৬ ॥ যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, কুজ্‌ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে, তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব-স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে ॥ ৭ ॥

৮৩ সূক্ত। মন্যু দেবতা। তাপস মন্যু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১ জগতী।

হে মন্যু, অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে বজ্রতুল্য, হে বাণসদৃশ, যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে, সে সর্বদা সর্বপ্রকার তেজঃ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দাসজাতি ও আর্যজাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারক হই, কারণ, তুমি বলের কর্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান্ ॥ ১ ॥ মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় তাবৎ প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু, তপস, অর্থাৎ আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥ হে মন্যু, অতি বিপুল মূর্তি ধারণ পূর্বক আইস, তপস, অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করিয়া শত্রুদিগকে ধ্বংস কর। তুমি শত্রুসংহারকারী, বৃত্র-নিধনকারী এবং দস্যুজাতির প্রাণবধকারী। আমাদিগের জন্য সর্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও ॥ ৩ ॥ হে মন্যু, তোমার তেজঃসকল কে পরাভব করে? তুমি স্বয়ম্ভূ, তুমি দীপ্তিশীল, শত্রুজয়কারী, চতুর্দিক্-দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ এবং বলবান্। আমাদিগের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত কর ॥ ৪ ॥ হে উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞভাগের আয়োজন করিতে না পারিয়া আমি তোমাকে পূজা দিতে বিমুখ হইয়াছি। যদিচ তুমি মহান্, তথাপি আমি পূজা দিই নাই। হে মন্যু, এইরূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাদনে শৈথিল্য করিয়া এখন লজ্জা পাইতেছি। তুমি নিজ গুণে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল দিতে আইস ॥ ৫ ॥ হে মন্যু, এই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি অনুকূল হইয়া আমার নিকট আসিয়া অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ, তুমি সকলের ধারণকর্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে বজ্রধার। মন্যু, আমার নিকটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমি দস্যুদিগকে বধ করিতে পারি ॥ ৬ ॥ নিকটে আইস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাহা হইলে বৃত্রদিগকে নিধন করিতে পারি, তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করিতেছি, উহাদ্বারা প্রাণধারণ সম্পন্ন হইবে। আইস তোমাতে আমাতে সর্বাগ্রে গোপনে মধু পান করা যাউক ॥ ৭ ॥

৮৪ সূক্ত। মন্যু দেবতা। তাপস মন্যু ঋষি। জগতী ; ১-৩ ত্রিষ্টুপ্।

হে মন্যু, মরুৎগণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্বক আহ্লাদিত ও দুর্ধর্ষ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ লইয়া যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিতে করিতে অগ্নিমূর্তিতে নেতার কার্য করিতে করিতে যুদ্ধযাত্রা করুন ॥ ১ ॥ হে মন্যু, তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শত্রু পরাভব কর, তুমি সহ্য করিতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে ; তুমি আমাদিগের সৈন্যাধক্ষ্য হও। শত্রুদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের অন্ন ভাগ করিয়া দাও। তেজঃ সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দাও ॥ ২ ॥ হে মন্যু, আমাদিগের হিংসককে পরাজয় কর ; ভাঙিতে ভাঙিতে, মারিতে মারিতে, নিধন করিতে করিতে শত্রুদিগের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্ধর্ষ বল কে রোধ করিবে ? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজেরই বশ ॥ ৩ ॥ হে মন্যু, তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। প্রত্যেক মনুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তাক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় পাইলে আমাদিগের উজ্জ্বলতা কখন নষ্ট হয় না, আমরা জয়লাভের জন্য প্রবল সিংহনাদ করিতে থাকি ॥ ৪ ॥ তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা, বা নিন্দা নাই, এই স্থানে তুমি আমাদিগের রক্ষাকর্তা হও। হে সহনশীল, তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি, যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি জন্মিয়াছ, তাহা আমরা জানি ॥ ৫ ॥ হে বজ্রতুল্য, হে বাণতুল্য, শত্রুপরাভব করা তোমার সহজ, অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ। হে শত্রুপরাভবকারী, তুমি উৎকৃষ্ট তেজঃ ধারণ কর, হে মন্যু, তোমাকে বিস্তর লোকে ডাকে। আমরা তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদিগের প্রতি স্নেহবান্ হইও ॥ ৬ ॥ বরুণ এবং মন্যু তাঁহাদিগের দুইজনের ধন একত্র মিশ্রিত করিয়া আমাদিগকে দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয়প্রাপ্ত ও পরাজিত হউক এবং বিলীন হইয়া যাউক ॥ ৭ ॥

৮৫ সূক্ত। দেবতা : ১-৫ সোম ; ৬-১৬ সূর্যা-বিবাহ ; ১৭ দেবগণ ; ১৮ সোম ও অর্ক ; ১৯ চন্দ্রমা ; ২০-২৮ নরগণের আশীর্ব্যঞ্জক বিবাহমন্ত্র ; ২৯-৩০ বধূবাস সংস্পর্শ নিন্দা ; ৩১ দম্পতীর যক্ষ্মনাশন ; ৩২-৪৭ সাবিত্রী সূর্যা। সাবিত্রী সূর্যা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ১৪, ১৯-২১, ২৩-২৪, ২৬, ৩৬-৩৭, ৪৪ ত্রিষ্টুপ ; ১৮, ২৭, ৪৩ জগতী ; ৩৪ উরোবৃহতী।

সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, উহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ১ ॥ সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান্ হয়েন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হইয়াছে, অপিচ, এইসকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ॥ ২ ॥ যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পাড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তাহার সোম পান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না ॥ ৩ ॥ হে সোম, স্তোতাগণ গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে গোপন করিয়া রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনিতে থাক, পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় না ॥ ৪ ॥ হে দেব সোম, তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া আবার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। যেরূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, সেইরূপ বায়ু সোমকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষা করেন, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপ এক ॥ ৫ ॥ সূর্যার, অর্থাৎ সূর্যদুহিতার বিবাহকালে রৈভীনাম্নী ঋক্‌গুলি ঐ সূর্যার সহচরী হইয়াছিল, নরাশংসীনামক ঋক্‌গুলি উহার দাসী হইল। সূর্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা অর্থাৎ সামগানদ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল ॥ ৬ ॥ যখন সূর্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্যস্বরূপ উপবর্হন সঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্যঞ্জন। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার কেশস্বরূপ হইয়াছিল ॥ ৭ ॥ স্তবসমূহ তাহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশ্রয় ছিল ; কুরীরনামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হইল। অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন ॥ ৮ ॥ সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করিলেন তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন ॥ ৯ ॥ মনই তাহার শকট হইল, আকাশই ঊর্ধবাচ্ছাদন হইল। দুই শুক্র (অর্থাৎ দুইটি শুকতারা) তাঁহার শকটবাহী হইল ; এইরূপে সূর্যা পতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ ঋক্ ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁহার শকট, এই স্থান হইতে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্যা, দুই কর্ণ তোমার রথচক্র হইল, আর সেই রথের পথ আকাশে, ঐ পথে সর্বদা গতায়াত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ যাইবার সময় তোমার দুই রথচক্র অতি উজ্জ্বল হইল, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্যা পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন ॥ ১২ ॥ পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, অর্জুনী, অর্থাৎ ফাল্গুণী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায় ॥ ১৩ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে, তখন সকল দেবতা তোমাদিগের সেই গ্রহণকার্য অনুমোদন করিলেন, পূষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে কন্যার বরস্বরূপ বরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যখন বর হইয়া সূর্যাকে বরণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দাঁড়াইয়া ছিলে ? ॥ ১৫ ॥ স্তোতাগণ জানেন যে, কালে কালে অগ্রসর হইয়া থাকে, এরূপ দুইখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তাহা বিদ্বানেরা জানেন ॥ ১৬ ॥ সূর্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, ইঁহাদিগকে নমস্কার করিলাম ॥ ১৭ ॥ এই দুইটি শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিচরণ করেন, ইহারা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান। একজন (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতুব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয় (অর্থাৎ সূর্য) ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১৮ ॥ সেই সূর্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্তা, প্রত্যহ নূতন, নূতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়া থাকেন, আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘ আয়ুঃ বিতরণ করেন ॥ ১৯ ॥ হে সূর্যা, তোমার পতিগৃহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশতরু, সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে, অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্মিত ইহার মূর্তি উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় প্রভা। উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর চক্র, উহা সুখের আবাসস্থান। তোমরা পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লইয়া যাও ॥ ২০ ॥ হে বিশ্বাবসু, এইস্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর ; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছ, তাহার বিষয় অবগত হও ॥ ২১ ॥ হে বিশ্বাবসু, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কারদ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী, অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামিসংসর্গিণী করিয়া দাও ॥ ২২ ॥ যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ, পতি-পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয় ॥ ২৩ ॥ হে কন্যা, সুন্দরমূর্তিধারী সূর্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি ॥ ২৪ ॥ এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে বৃষ্টি-বর্ষণকারী ইন্দ্র, ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্টপুত্রবতী হয়েন ॥ ২৫ ॥ পুষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এ স্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর ॥ ২৬ ॥ এই স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য সম্পাদন কর, এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর ॥ ২৭ ॥ নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে ; ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হইয়াছে। এই নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥ মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর, স্তোতাদিগকে ধন দান কর। এই কৃত্যা পাদযুক্তা হইয়াছে, অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে। পত্নী পতির সহিত এক হইয়া যাইতেছে ॥ ২৯ ॥ যদি পতি বধূর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, উজ্জ্বল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥ যাহারা বরের নিকট হইতে বধূর নিকট লব্ধ আহ্লাদ-জনক উপঢৌকন সরাইয়া লইতে আসে, তাহারা যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস করিয়া দিন ॥ ৩১ ॥ যাহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এই পতি-পত্নীর নিকটে আসে, তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হউক। পতি-পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটাইয়া উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক ॥ ৩২ ॥ এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা আইস, ইহাকে দেখ। সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, ইহাকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর ॥ ৩৩ ॥ এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। যে ব্রহ্মানামা ঋত্বিক্ বিদ্বান্ সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে ॥ ৩৪ ॥ দেখ, সূর্যার মূর্তি কি প্রকার, ইহার বস্ত্র কোথাও অর্ধেক ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দিকে ছিন্ন, যিনি ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্ তিনি তাহা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন ॥ ৩৫ ॥ [স্বামীর উক্তি]—তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি, ভগ ও অর্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এইসকল দেবতা আমার সহিত গৃহকার্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ হে পুষা, যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে, তাহাকে তুমি যারপরনাই কল্যাণসম্পন্না করিয়া পাঠাইয়া দাও। সে কামবশ হইয়া নিজ শরীর সমর্পণ করে, আমরা কামবশ হইয়া আলিঙ্গন করি ॥ ৩৭ ॥ হে অগ্নি, উপঢৌকনসমেত সূর্যাকে অগ্রে তোমার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততি সমেত বনিতাকে পতিদিগের নিকট সমর্পণ করিলে ॥ ৩৮ ॥ অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবে ॥ ৩৯ ॥ প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি ॥ ৪০ ॥ সোম সেই নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধন-পুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন ॥ ৪১ ॥ [বর-বধূর প্রতি উক্তি]—হে বর-বধূ, তোমরা এই স্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থাকিয়া পুত্রপৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর ॥ ৪২ ॥ [বধূর প্রতি উক্তি]—প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ, তুমি উৎকৃষ্টকল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকারী হও, পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্রপ্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাসদাসী এবং পশুগণের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৪৪ ॥ [ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা]—হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র, এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্টপুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর ॥ ৪৫ ॥ [বধূর প্রতি উক্তি]—তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও ॥ ৪৬ ॥ [বর-বধূর উক্তি]—তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাক্‌দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥ ৪৭ ॥

৮৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি : ইন্দ্র ; ৭, ১৩, ২৩ ইন্দ্র-পুত্র বৃষাকপি ; ২-৬, ৯-১০, ১৫-১৮ ইন্দ্রাণী। পংক্তিঃ।

সোম প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগকে ইন্দ্র বিদায় দিলেন ; কিন্তু তাহারা ইন্দ্রকে স্তব করিল না। আমার সখা, অর্থাৎ আমার পুত্র বৃষাকপি সেই সোমপানে মত্ত হইল, হৃষ্টপুষ্টদিগের মধ্যে প্রধান হইল। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃষাকপিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিগমন করিতেছ। অথচ আর কুত্রাপি সোমপান করিতে পাইতেছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে ধনস্বামী দাতা ব্যক্তির ন্যায় হরিৎবর্ণ মৃগমূর্তিধারী এই বৃষাকপিকে পুষ্টিকর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করিতেছ, এই বৃষাকপি তোমার কি উপকার করিয়াছে ? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার প্রেমাস্পদী যে এই বৃষাকপিকে তুমি রক্ষা করিতেছ, বরাহ-অনুসরণকারী কুক্কুর ইহার কর্ণে দংশন করিয়াছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৪ ॥ আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই বৃষাকপি সকলই নষ্ট করিয়া দিল। আমার ইচ্ছা যে, ইহার মস্তক ছেদন করি, এই দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করিতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥ [ইন্দ্রাণী কহিতেছেন]—কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠববতী নহে, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাসগতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামিসহবাস করিতে অথবা প্রণয়বশে আলিঙ্গন করিতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥ [বৃষাকপি কহিতেছে]—হে মাতঃ, তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনই হইবেক। পতিসংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥ [ইন্দ্র কহিতেছেন]—হে ইন্দ্রাণী, তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হইয়া বৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করিতেছ ? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥ [ইন্দ্রাণী কহিতেছেন]—এই হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ও ইন্দ্রের পত্নী ; মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥ যখন একত্রে হোম হয়, বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় গমন করেন। তিনি যজ্ঞের বিধানকর্ত্রী, তাঁহাকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১০ ॥ এইসকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হইয়া মরিতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্রাণী, আমার বন্ধু বৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতিলাভ করি না। সেই বৃষাকপিরই সরস হোমদ্রব্য দেবতাদিগের নিকট যাইতেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥ হে বৃষাকপিবনিতে, তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্টপুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩ ॥ আমার জন্য পঞ্চাদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়, আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দধিমন্থ পূজা দেয়, উহা প্রস্তুত হইবার সময় যূথমধ্যে গর্জনকারী বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ মন্থ তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥ যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করিলে যাহার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সেই সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥ উপবেশনকালে যাহার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সে সমর্থ হয় না। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সেই পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৭ ॥ হে ইন্দ্র, এই বৃষাকপি পরধনগ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে খড়্গ ও সূনা ও অভিনব পশুহত্যা স্থান ও দাহ্যকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শকট প্রাপ্ত হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥ এই আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছি। দাসজাতি ও আর্যজাতি অন্বেষণ করিতেছি। যাহারা যজ্ঞান্ন পাক করে, অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাহাদিগের নিকট সোম পান করিতেছি। সুবুদ্ধি কে, তাহা আমি নিরূপণ করিয়াছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯ ॥ মরুদেশ, আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ, এ উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর ? হে বৃষাকপি, নিকটবর্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২০ ॥ হে বৃষাকপি, পুনর্বার আইস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২১ ॥ হে বৃষাকপি, হে ইন্দ্র, তোমরা উর্ধ্বাভিমুখ হইয়া গৃহে গমন করিলে, সেই বহুভোজী হরিণ কোথায় গেল ? লোকদিগের সেই শোভাসম্পাদক কোথায় ? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২২ ॥ পরশু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করিল। যাহার উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, হে বাণ, তাহার মঙ্গল হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২৩ ॥

৮৭ সূক্ত। রক্ষোহা অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র পায়ু ঋষি। ত্রিষ্টুপ ; ২২-২৫ অনুষ্টুপ্।

রাক্ষসনিধনকারী বলবান্ সুবিস্তারিত বন্ধুস্বরূপ অগ্নিকে আহুতিযুক্ত করিতেছি। গৃহে গমন করিতেছি। অগ্নি যজ্ঞসহযোগে তাক্ষ্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া দিবারাত্র আমাদিগকে শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ হে জাতবেদা, লৌহের ন্যায় দৃঢ় দণ্ড ধারণপূর্বক রাক্ষসদিগকে শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা মূঢ় দেবতা, অর্থাৎ অপদেবতাদিগকে আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে ছেদন করিয়া মুখমধ্যে ধারণপূর্বক চর্বণ কর ॥ ২ ॥ হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি, হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হইয়া দুই দিকেই দন্ত বসাইয়া দাও। হে শোভাময়, আকাশে উঠিয়া যাও। রাক্ষসদিগকে আক্রমণদ্বারা তাড়না কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করিয়া এবং বাণের অগ্রভাগ বজ্রদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐসকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয়ে আঘাত কর, উহাদিগের পার্শ্বদ্বয়বর্তী বাহুসকল ভঙ্গ করিয়া দাও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, রাক্ষসের চর্ম বিদীর্ণ কর। প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র উহাকে নিধন করুক। হে জাতবেদা, উহার ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি ছেদন কর। ছেদন করা হইলে মাংসাশী, পশুমাংসলোভী হইয়া উহার নিকটে গমন করুক ॥ ৫ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, যেখানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ, সে দণ্ডায়মান থাকুক, অথবা ইতস্ততঃ বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক, অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ক্ষেপণপূর্বক তাহাকে বিদ্ধ কর ॥ ৬ ॥ হে জাতবেদা, আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হইতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঋষ্টিনামক অস্ত্রদ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি, উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করিয়া সর্বাগ্রে আমমাংসভোজীদিগকে বধ কর। এই সকল পক্ষী তাহাকে ভোজন করুক ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, বলিয়া দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, হে অতিযুবা অগ্নি, কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া তুমি সেই রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদিগের উপর তোমার কৃপাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাক, সেই দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর ॥ ৮ ॥ হে অগ্নি, তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা কর, এই যজ্ঞ ধনের অনুকূল ; হে শুভচিত্রধারী, এই যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্যদর্শনকারী, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বল হইয়া রাক্ষসদিগকে নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করিতে না পারে ॥ ৯ ॥ হে মনুষ্যদর্শনকারী, রাক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্যদিগকে দৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মস্তক ছেদন কর। শীঘ্র উহার পার্শ্বদেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন কর ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, যে রাক্ষস অসত্যদ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সেই রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক, অর্থাৎ দগ্ধ হউক। হে জাতবেদা, শিখাদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্তবকারীর সমীপেই ইহাকে ভাঙিয়া ফেল ॥ ১১ ॥ রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাধুদিগকে আঘাত করে, সেই রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সেই দৃষ্টি প্রয়োগ কর। অথর্বনামক ঋষির ন্যায় তুমি সত্যধ্বংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল ॥ ১২ ॥ হে অগ্নি, দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিতেছে, দেখ চীৎকার করিতে করিতে কটু কথা কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদয় হইলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তদ্দ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ কর, কারণ ঐসকল কটুকথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদিগের প্রবর্তনাতে ঘটে ॥ ১৩ ॥ উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদিগকে বধ কর ; হে অগ্নি, বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সেই মূঢ় নির্বোধ অপদেবতাদিগকে ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হইয়া সেই প্রাণসংহারকারীদিগকে নষ্ট কর ॥ ১৪ ॥ দেবতাগণ অন্য পাপ নষ্ট করিয়া দিন। অতি বিরস দুর্বাক্যসকল সেই রাক্ষসের দিকে গমন করুক। বাণগণ সেই বাক্যচোর, অর্থাৎ মিথ্যাবাদী রাক্ষসকে মর্মস্থানে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্বব্যাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হউক ॥ ১৫ ॥ যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি, নিজ বলে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া দাও ॥ ১৬ ॥ গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরিয়া সঞ্চয় হয়, হে মনুষ্যদর্শনকারী অগ্নি, রাক্ষস যেন সেই দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি, যে রাক্ষস সেই অমৃততুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্তী হইলে শিখাদ্বারা তাহার মর্ম বিদ্ধ কর ॥ ১৭ ॥ রাক্ষসগণ গাভীদিগের যে দুগ্ধ পান করে, উহা যেন তাহাদিগের বিষতুল্য হয়, সেই দুষ্টাশয়দিগকে ছেদন করিয়া অদিতির নিকট বলিদান দাও। সূর্যদেব ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করুন। তৃণলতাদির যে অসার পরিত্যাজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাহাই গ্রহণ করুক ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি, ক্রমাগত রাক্ষদিগকে মারিয়া ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদিগকে সমূলে ধ্বংস কর, তাহারা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ না করে ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে রক্ষা কর। তোমার অতি উজ্জ্বল, অবিনাশী, অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তাহারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক ॥ ২০ ॥ হে দীপ্ত অগ্নি, তুমি কবি, অর্থাৎ কার্যকুশল, অতএব ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আমাদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। হে বন্ধু অগ্নি, আমি তোমার সখা, তোমার জরা নাই, কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ুঃ ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২১ ॥ হে অগ্নি, বলের পূরণকর্তা, বুদ্ধিমান্, তোমার মূর্তি দেখিলেই ভীত হইতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসদিগকে বধ কর, তোমাকে বিশিষ্টরূপে ধ্যান করি ॥ ২২ ॥ হে অগ্নি, বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টিনামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর ॥ ২৩ ॥ হে অগ্নি, যে রাক্ষসগণ স্ত্রীপুরুষে কোথায় কি আছে, দেখিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান্, তুমি দুর্ধর্ষ, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করিতেছি, তুমি জাগ্রত হও ॥ ২৪ ॥ হে অগ্নি, তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজঃ সর্বত্র নষ্ট করিয়া দাও, যাতুধান রাক্ষসের বলবীর্য ভাঙিয়া দাও ॥ ২৫ ॥

৮৮ সূক্ত। সূর্য ও বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বা বামদেব-পুত্র মূর্ধন্বান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

পান করিবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য, অর্থাৎ সোমরস, যাহা চিরকাল নূতন থাকে, যাহা দেবতারা সেবন করেন, তাহা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শ অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে। সেই সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে বর্ধিত করেন ॥ ১ ॥ অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তাহাতে ভুবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি জন্মিলে সেই সমস্ত ভুবন প্রকাশ পায়। সেই অগ্নির বন্ধুত্ব লাভে সকলেই প্রীত হয়, দেবতারা, পৃথিবী, আকাশ, জল ও বৃক্ষাদি সকলেই সন্তুষ্ট হয় ॥ ২ ॥ যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাই আমি জরারহিত প্রকাণ্ড অগ্নিকে স্তব করিতেছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী, আকাশ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ছাইয়া ফেলিলেন ॥ ৩ ॥ তিনিই সর্বপ্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে ঘৃতসংযুক্ত করেন। সেই অগ্নি পশু, পক্ষী, স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলই অবিলম্বে রচনা করেন ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, হে জাতবেদা, হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ, তুমি যখন দীপ্তসূর্যের সহিত একত্র দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান এবং স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করিয়া যজ্ঞের উপযোগী হও ॥ ৫ ॥ রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদিত হয়েন। তিনি বিবেচনাপূর্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, ইহা যজ্ঞ-সম্পাদনকারী দেবতাদিগেরই ক্রিয়াকৌশল ॥ ৬ ॥ যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীররক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন ॥ ৭ ॥ দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করিলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি ইঁহাদিগের শরীররক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হইলেন, আকাশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় আছে ॥ ৮ ॥ যে অগ্নিকে দেবতারা উৎপাদন করিলেন, সর্বমেধনামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সকল গতি ধারণপূর্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ দেবলোকে দেবতারা নানা ক্ষমতাদ্বারা কেবল স্তবসহকারেই সেই অগ্নিকে উৎপাদন করিলেন, যিনি দ্যাবা-পৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই সুখকর অগ্নিকে তাঁহারা ত্রিবিধ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি নানাপ্রকার বৃক্ষাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন ॥ ১০ ॥ যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এই অগ্নিকে আর অদিতিপুত্র সূর্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যখন তাঁহারা উভয়ে যুগ্মরূপী হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাবৎ প্রাণিবর্গ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল ॥ ১১ ॥ দেবতারা তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করিয়াছেন। সেই অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং যাইতে যাইতে শিখাদ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন ॥ ১২ ॥ ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাশী ও তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন। ইনি যখন স্থূল ও বৃহৎ হয়েন, তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন করিয়া দেন ॥ ১৩ ॥ বৈশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হয়েন, সেই ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করিতেছি। তিনি আপন মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং ঊর্ধ্বে ও নিম্নে উত্তাপ দেন ॥ ১৪ ॥ কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইঁহাদিগের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি। এই বিশ্বভুবন অগ্রসর হইতে হইতে সেই গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ মাতাপিতার মধ্যে জন্মলাভ করে, তাহাদিগের ঐ দুই ব্যতীত গতি নাই ॥ ১৫ ॥ যে সূর্য মস্তক, অর্থাৎ ঊধস্থান হইতে জন্মিয়াছেন, যাঁহাকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাকে ধারণ করেন, সেই পরিত্রাণকর্তা কখন নিজকর্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাইতে সকল ভুবনের দিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন ॥ ১৬ ॥ যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর ঊর্ধ্বস্থিত অগ্নি পরস্পর এই বলিয়া বিবাদ করেন যে, আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করিতে পারে ॥ ১৭ ॥ হে পিতৃগণ, তোমাদিগের নিকট তর্ক-বিতর্কের কথা কহিতেছি না, কেবল উত্তমরূপে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন? সূর্য কয় জন, উষা কয় জন, জলই বা, অর্থাৎ জলদেবীই বা কয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন ?॥ ১৮॥ হে বায়ু, যে পর্যন্ত রাত্রিগণ উষার মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া না দেন, তখনই নিম্নস্থিত পার্থিব অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকট স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী॥ ১৯॥

৮৯ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৫ ইন্দ্র ও সোম। বিশ্বামিত্র-পুত্র রেণু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁহার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে। তিনি মনুষ্যদিগকে ধারণ করেন, তাঁহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁহার তেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে॥ ১॥ বীর্যবান্ ইন্দ্র আপনার তেজঃসমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটি অস্থায়ী ও অদৃশ্য সৃষ্টিস্বরূপ, তাহাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিঃদ্বারা নষ্ট করেন॥ ২॥ হে স্তবকারী, আমার সহিত মিলিত হইয়া সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটি নূতন স্তব উচ্চারণ কর, যাহা নিকৃষ্ট না হয়, যাহা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি পাইবার জন্য যেরূপ ইচ্ছুক হয়েন ; শত্রুদিগের দর্শন পাইবার জন্যও তদ্রূপ ব্যস্ত হয়েন। তিনি বন্ধুকে অনুসন্ধান করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন্য অনুসন্ধান করেন না॥ ৩॥ ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আনয়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষদ্বারা চক্র ধারিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্র নিজ কাষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখেন॥ ৪॥ যাঁহাকে পান করিলে মনে তেজঃ উদয় হয়, যিনি শীঘ্র প্রহার করেন, যিনি বীরত্ব করিয়া শত্রুদিগকে কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সেই সোম অরণ্যসমূহকে বৃদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্ধিত হইয়াও সেই অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সহিত সমতুল হইতে পারে না, কিংবা তাঁহার ভারের লাঘব করিতে পারে না॥ ৫॥ দ্যাবা-পৃথিবী, বা মরুদেশ, বা আকাশ, বা পর্বতগণ যে ইন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারে না, তাঁহার নিমিত্ত সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। ইঁহার ক্রোধ যখন শত্রুদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলক্ষণ হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যদিগকেও ভেদ করেন॥ ৬॥ যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলেন, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, অপক্ক কলসের ন্যায় পর্বতকে ভঙ্গ করিলেন। আপন সহায়দিগের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করিলেন॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, তুমি ভক্তের ঋণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেমন গ্রন্থি ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের কার্য নষ্ট করে, তাহারা জানে না যে, তাঁহাদের কার্য তাহাদিগের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্যের ন্যায় ; ইন্দ্র তাহাদিগকেও হিংসা করেন॥ ৮॥ যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র ও অর্যমা ও বরুণ ও মরুৎগণকে দ্বেষ করে, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য শব্দকারী ও বৃষ্টিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত কর॥ ৯॥ কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্বত, সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করিবার সময়, কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করিবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে হয়॥ ১০॥ কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি সুবিস্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য, সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করিয়া আছেন॥ ১১॥ হে ইন্দ্র, তোমার অস্ত্র ভঙ্গ হইবার নহে, দীপ্তিময়ী উষা পতাকার ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ময় হউক। যেরূপ আকাশ হইতে প্রস্তর পতিত হইয়া বৃক্ষ ধ্বংস করে, তদ্রূপ তুমি অনিষ্টকারী শত্রুদিগকে অতি উত্তপ্ত ও গর্জনকারী অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ কর॥ ১২॥ যখন ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন তখন মাসসকল ও বনসমূহ ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পর্বতগণ এবং পরস্পরসংযুক্ত দ্যাবা-পৃথিবী, ইঁহারা সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল॥ ১৩॥ হে ইন্দ্র, যে অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিল ? যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে ॥ ১৪ ॥ যে সকল রাক্ষস শত্রুতা করিতে করিতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদিগকে বেষ্টন করিল, হে ইন্দ্র, তাহারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হউক, নিতান্ত জ্যোতির্ময় রজনীও তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকারময় হউক ॥ ১৫ ॥ লোকসকল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তবকারী ঋষিদিগের মন্ত্রগুলি তোমাকে আহ্লাদিত করে। তোমাকে এই যে সকলে মিলিয়া আহ্বান করা হইতেছে, তাহা তুমি ঘোষণা করিয়া দাও। তাবৎ পূজকের প্রতি অনুকূল হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর ॥ ১৬ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার স্তবগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র-সন্তান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করিতেছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি ॥ ১৭ ॥ সেই স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। এই যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হইবে, তখন তিনিই প্রধানরূপে অধ্যক্ষতা করিবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক শত্রুদিগকে হিংসা করেন, বৃত্রদিগকে বধ করেন, ধনসমস্ত জয় করেন ॥ ১৮ ॥

৯০ সূক্ত। পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ১৬ ত্রিষ্টুপ্।

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ-অঙ্গুলি-পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন ॥ ১ ॥ যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবে, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন ॥ ২ ॥ তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ ॥ ৩ ॥ পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন ॥ ৫ ॥ যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল ॥ ৬ ॥ যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহাদ্বারা যজ্ঞ করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই সর্বহোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এবং গ্রাম্য ॥ ৮ ॥ সেই সর্বহোমসংবলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সামসমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দসকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুঃ তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ৯ ॥ ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল ॥ ১০ ॥ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল ? ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ, কি হইল ? ॥ ১১ ॥ ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল ; যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল ॥ ১২ ॥ মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু ॥ ১৩ ॥ নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবনসকল নির্মাণ করা হইল ॥ ১৪ ॥ দেবতারা যজ্ঞসম্পাদনকালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদি নির্মাণ করা হইল, এবং তিনসপ্তসংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল ॥ ১৫ ॥ দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্বপ্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ১৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বীতহব্য-পুত্র অরুণ ঋষি। জগতী ; ১৫ ত্রিষ্টুপ্।

সতর্ক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করিতেছেন, বদান্য অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্বক অন্নলাভের জন্য প্রজ্বলিত হইতেছেন, তিনি তাবৎ যজ্ঞসামগ্রীর হোমকর্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী ; তাঁহার সহিত যে বন্ধুত্ব করে, তিনি তাহার প্রতি বন্ধুতাচরণ করেন॥ ১॥ তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করিতেছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়াকৌশলবান্, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, দ্যুলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সেই সকল ধনের প্রভু॥ ৩॥ যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে ঘৃতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি, তাহা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনিয়া লও এবং বিবেচনাপূর্বক তাহাতে উপবেশন কর। তোমার শিখাসমস্ত প্রভাতের আভার ন্যায় অথবা সূর্যের কিরণের ন্যায় নির্মল হইয়া দৃষ্ট হইতে থাকে॥ ৪॥ তোমার বিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ষণকারী মেঘ হইতে উদ্ধৃত বিদ্যুতের ন্যায়, অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি এবং বন অর্থাৎ কাষ্ঠ ইত্যাদি অন্বেষণ করিতে থাক, উহারা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ হয়॥ ৫॥ ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাঁহাকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হইয়া দিন দিন একভাবে তাঁহাকে প্রসব করে॥ ৬॥ হে অগ্নি, তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন-সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি, যখন তুমি দগ্ধ করিতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়া বল প্রকাশ করে॥ ৭॥ অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যজ্ঞের সিদ্ধিবিধাতা, তিনি হোমকর্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান্, অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হউক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর কাহাকেও নহে॥ ৮॥ হে অগ্নি, যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পাইবার অভিলাষী হইয়া তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। তৎকালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্বক তোমার নিমিত্ত অস্ত্রসমস্ত স্থাপন করিয়া থাকেন॥ ৯॥ হে অগ্নি, তোমাকেই হোতা ও যথাসময়ে পোতার কার্য করিতে হয়। যজ্ঞকারী ব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্টা ও অগ্নি। তুমি প্রশস্তা ও অধ্বর্যু ও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদিগের গৃহে গৃহপতিস্বরূপ॥ ১০॥ হে অগ্নি, যে মনুষ্য তোমাকে অমর জানিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ দান করে এবং হোমদ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তাহার হোতা হও, দেবতাদিগের নিকট তাহার জন্য দূতের কার্য কর, দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ কর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর এবং অধ্বর্যুর কার্য কর॥ ১১॥ অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হইতেছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অর্থস্বরূপ, এই স্তবসকল অর্থের কামনাতে তাঁহাতে যাইয়া মিলিত হইতেছেন। শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনকারী অগ্নি এই সকল স্তব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হয়েন॥ ১২॥ স্তবের কামনাকারী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এই চমৎকার স্তব উচ্চারণ করিব, তিনি শ্রবণ করুণ। যেরূপ নারী প্রণয়পরবশ হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক পতির বক্ষঃস্থলে নিজদেহ মিলিত করে, তদ্রূপ আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যস্থান স্পর্শ করি॥ ১৩॥ যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ববিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে, যিনি জলের পালনকর্তা, যাঁহার পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিয়াছি॥ ১৪॥ যেমন স্রুকনামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমূনামক পানপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয়, তদ্রূপ হে অগ্নি, তোমার মুখে হোমের দ্রব্য হোম করা হইয়াছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদি এবং বিপুল যশ দান কর॥ ১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯২ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু-পুত্র শার্যাত ঋষি। জগতী।

যিনি যজ্ঞের রথী, অর্থাৎ প্রধানস্বরূপ, যিনি সকল প্রজার অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হয়েন, তাঁহাকে স্তব কর। তিনি শুষ্ককাষ্ঠে প্রজ্বলিত হয়েন, অশুষ্ক কাষ্ঠে চুরচুর শব্দ করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ আকাশে অবগাহন করেন॥ ১॥ দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইঁহারা উভয়ে এই অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত করিলেন, ধারণকর্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত এবং উজ্জ্বলের বংশধর। উষাদেবীগণ ইঁহাকে সূর্যের ন্যায় চুম্বন করিতেছে॥ ২॥ স্তবযোগ্য এই অগ্নি যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহাই প্রকৃত পথ, আমরা যাহা হোম করিতেছি, তাহা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁহার প্রবল শিখাগণ অক্ষয়, অর্থাৎ দীপ্তিশীল হইল, তখন দেবতাদিগের জন্য বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল॥ ৩॥ যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ এবং স্তবযোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ ও সবিতা, পবিত্রবলধারী এই সকল দেবতা আবির্ভূত হয়েন॥ ৪॥ বেগবান্ মরুৎগণের সহায়তা পাইয়া নদীরা বহমান হয় এবং অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বত্র বিচরণকারী ইন্দ্র সর্বত্র গমন করিয়া ঐ মরুৎগণের সাহায্যে আকাশে গর্জন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল সেচন করেন॥ ৫॥ মরুৎগণ যখন কার্য আরম্ভ করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ষণ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তাঁহারা মেঘের আশ্রয়। বরুণ, মিত্র, অর্যমা এবং অশ্বারূঢ় ইন্দ্র, অশ্বারূঢ় সেই মরুৎ দেবতাদিগের সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন॥ ৬॥ স্তবকারিগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইল, সূর্যের নিকট দৃষ্টিশক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইল। যাহারা উৎকৃষ্টরূপে ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইল॥ ৭॥ সূর্যও আপন অশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয়ে চালাইয়া থাকেন এবং পথে গমনকালে সকলকে প্রীত করেন। সেই অতি মহান্ ইন্দ্রকে কে না ভয় করে? তিনি ভয়ানক এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করিতে থাকেন, বিপক্ষপরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁহারই ভয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়॥ ৮॥ অদ্য সেই কর্মক্ষম রুদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর। তিনি শত্রুদিগকে ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় উৎসাহবান্ মরুৎগণকে আপনার সহায় পাইয়া আকাশ হইতে জল সেচন করিয়া মঙ্গলকর হয়েন এবং আপন যশ বিস্তার করেন॥ ৯॥ বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদিগের জন্য অন্ন সঞ্চিত করিলেন। অথর্বা নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভৃগুবংশীয়েরা বলপ্রকাশপূর্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন॥ ১০॥ নরাশংসনামক সেই যজ্ঞে চারি অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল, বহুবৃষ্টিবর্ষণকারী দ্যাবা-পৃথিবী, যম, অদিতি, ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব, ঋভুগণ, রুদ্রের পত্নী, মরুৎগণ ও বিষ্ণু, ইঁহারা সেই যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১১॥ অভিলাষী হইয়া আমরা যে সকল বৃহৎ বৃহৎ স্তব করিতেছি, আকাশবাসী অহির্বুধ্ন যজ্ঞের সময় তাহা শ্রবণ করুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্র, তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে ইহার স্তব অবগত হও॥ ১২॥ সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পূষাদেব আমাদিগের পশু ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ুও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মাস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব কর। হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগকে আহ্বান করিলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমনকালে সেই স্তব শ্রবণ কর॥ ১৩॥ এই সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দিবার প্রভু, যিনি আপনার কীর্তি আপনি উপার্জন করেন, তাঁহাকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। তাবৎ দেবনারীদিগের সহিত অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব করি। তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন॥ ১৪॥ বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গিরা এই যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করিলেন। প্রস্তরগুলি ঊর্ধ্ব হইয়া যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করিল। তাহা পান করিয়া বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র স্থূলকায় হইলেন, তাঁহার অস্ত্র উৎকৃষ্ট বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করিল॥ ১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৩ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। তাম্ব পার্থ্য ঋষি। প্রস্তারপংক্তিঃ;
২, ৩, ১৬ অনুষ্টুপ; ৯ অক্ষরপংক্তিঃ; ১১ ন্যংকুমারিণী; ১৫ পুরস্তাদ্বৃহতী।
হে দ্যাবা-পৃথিবী, আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হউন। আপনারা বৃহন্মূর্তি হইয়া নারীর ন্যায় আমাদিগের গৃহে আগমন করুন। সেই সকল সুবিদিত কার্যদ্বারা আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন, এই সকল কার্যদ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন॥ ১॥ যিনি বিশিষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুদ্বারা দেবতাদিগের মনোরঞ্জন করেন, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞে দেবতাদিগের সেবা করা হয়॥ ২॥ দেবতারা সকলের প্রভু, তাঁহাদিগের দান অতি মহৎ। তাঁহারা সকলে সর্বপ্রকার বলে বলী। তাঁহারা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েন॥ ৩॥ অর্যমা ও মিত্র ও সর্বত্রগামী বরুণ এবং যে রুদ্রকে স্তব করিলে মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয়। তিনি ও মরুৎগণ এবং ভগ, ইঁহারা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্তা॥ ৪॥ যখন অহির্বুধ্ন জলের সহিত একত্র হইয়া উপবেশন করেন, তখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন॥ ৫॥ কল্যাণের অধিপতি অশ্বিনামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহাদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমিতুল্য দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায়॥ ৬॥ আমরা স্তব করিতেছি, রুদ্রপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান্ ঋভু, ঋভুক্ষা এবং সর্বত্রগামী ইন্দ্র, এই সকল সর্বজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন॥ ৭॥ ইন্দ্র, ঋভু, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইতেছেন; হে ইন্দ্র, যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক যোজনা কর, তখন যজ্ঞ-কর্তাব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তাহা অসামান্য। তাঁহার উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, উহা মানুষের উপযুক্ত নহে, উহা পৃথক প্রকারের যজ্ঞ॥ ৮॥ হে দেব সবিতা, এইরূপ কর, আমাদিগকে যেন লজ্জিত হইতে না হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে স্তব করা হইয়া থাকে, ইন্দ্র আমাদিগের বলস্বরূপ; তিনি এই সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আসিবার জন্য আপনার উজ্জ্বল রথচক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করিলেন, অর্থাৎ মহাবেগে আগমন করিলেন॥ ৯॥ হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমাদিগের পুত্রদিগকে প্রভূত অন্ন দান কর, সেই অন্ন যেন তাবৎ লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, যেন তাহা বলকর হয়, যেন তাহা ধনলাভের জন্য এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপযোগী হয়॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি যখন আমাদিগের নিকট আসিতে ইচ্ছা কর, তখন স্তবকারী এই ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, ইহাকে যজ্ঞ করিবার সময় রক্ষা কর। হে ধনদাতা, তোমাকে যাহারা স্নেহ করে, তাহাদিগের সংবাদ লও॥ ১১॥ আমার এই বিস্তৃত স্তব দীপ্তির সহিত সূর্যের উদ্দেশে যাইতেছে ও মনুষ্যদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। যেরূপ ছুতার অশ্বে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্মাণ করে, ইহাকে আমি তেমনিভাবে রচনা করিয়াছি॥ ১২॥ যাঁহাদিগের নিকট ধন কামনা করি, তাঁহাদিগের উদ্দেশে এই সুবর্ণময়, অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছি। যেরূপ যুদ্ধের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয়, অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তবগুলিও তদ্রূপ॥ ১৩॥ যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করিয়া পথে গমন করেন (অর্থাৎ যজ্ঞে যাইবার জন্য), তাঁহাদিগের বর্ণনাযুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান্ ও বেন ও অসুর রাম এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করিয়াছি॥ ১৪॥ এই স্থানে তাম্ব ও পার্থ্য ও মায়ব এই কয়েকজন ঋষি সপ্তসপ্ততি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিলেন॥ ১৫॥

৯৪ সূক্ত। প্রস্তরগণ দেবতা। রুদ্র-পুত্র অর্বুদ সর্প ঋষি। জগতী; ৫,৭, ১৪ ত্রিষ্টুপ্।
এইসকল প্রস্তর কথা কহুক, অর্থাৎ শব্দ করুক; আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা কহিতেছে, ইহাদের কথার কথা কও। যখন ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তর এই প্রস্তরগুলি একত্র হইয়া স্তব করিবার ভঙ্গিতে শব্দ করে, তখন হে সোমসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর॥ ১॥ এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি, অথবা একসহস্র ব্যক্তির ন্যায় শব্দ করিতেছে, ইহারা হরিৎবর্ণ মুখ দিয়া চীৎকার করিতেছে। যজ্ঞের সময় এইসকল পুণ্যবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে ॥ ২ ॥ ইহারা শব্দ করিতেছে। ইহারা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করিয়াছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হইলে আহ্লাদসূচক রব করে, ইহারাও সেইরূপ রব করিতেছে। নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণকালে সুন্দররূপে ভক্ষণ করিতে করিতে বৃষগণ যেরূপ শব্দ করে, ইহারাও তদ্রূপ শব্দ করিতেছে ॥ ৩ ॥ ইহারা মুখে ধারণপূর্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিদিগের সঙ্গে সংরব্ধ করিয়া ইহারা নৃত্য করিতেছে ; ইহাদিগের শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে, যেন মৃগবিচরণস্থানে কৃষ্ণসার হরিণেরা চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পাড়িত রসকে ইহারা নিম্নে পাতিত করিতেছে, যেন সূর্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করিল ॥ ৫ ॥ যেমন বলবান্ ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া রথের ধুরা ধারণপূর্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, তদ্রূপ এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়া সোমরস বর্ষণ করিতেছে। ইহারা সোম গ্রাস করিতে করিতে শ্বাসসহকারে শব্দ করিল, ঘোটকদিগের ন্যায় ইহাদের মুখনির্গত এই শব্দ আমি শ্রবণ করিতেছি ॥ ৬ ॥ এই অবিনাশী প্রস্তরদিগের গুণ কীর্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পাড়নকালে ইহাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দশ অঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদিগের দশটি বরত্রা বোধ হয়, অথবা দশটি ঘোড়ার সাজ, অথবা দশটি রথে যুতিবার রজ্জু, অথবা দশটি ঘোড়ার রাশ বলিয়া জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটি রথধুরা একত্র হইয়া ইহারা বহন করিতেছে ॥ ৭ ॥ সেই প্রস্তরগুলি দশটি অঙ্গুলিকে বন্ধনরজ্জুস্বরূপ পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য করিতেছে। তাহাদিগের উৎপাদিত সোমরস হরিৎবর্ণ হইয়া আসিতেছে। সোমের অংশু ডাটা নিষ্পীড়িত হইয়া অন্নরূপধারণপূর্বক অমৃতরস নির্গত করে, তাহার প্রথম যে অংশ ইহারাই পাইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ সেই প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপূর্বক ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চুম্বন করিতেছে, অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হইতেছে। অংশু ডাটা হইতে রস নির্গত করিয়া গোচর্মের উপর যাইতেছে। তাহারা সোমের যে মধু নির্গত করিয়া দেয়, তাহা পান করিয়া ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হইতেছেন এবং বৃষের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৯ ॥ হে প্রস্তরগণ, সোমের অংশু ডাটা তোমাদিগকে রস দান করিবে, তোমরা যেন ভগ্ন হইও না। তোমরা যাহার যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তাহারা সর্বদাই অন্নবান্ ও কৃতভাজন হয়, তাহারা ধনবান্ লোকের ন্যায় উজ্জ্বলতেজোযুক্ত হয় ॥ ১০ ॥ হে প্রস্তরগণ, তোমরা নিজে ভগ্ন না হইয়া অন্যকে ভগ্ন কর, তোমাদিগের পরিশ্রম নাই, শৈথিল্য নাই, মৃত্যু নাই, জরা নাই, রোগ নাই, তৃষ্ণা নাই, স্পৃহা নাই, তোমরা স্থূল, অথচ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়াবিষয়ে তোমাদিগের যথেষ্ট পটুতা আছে ॥ ১১ ॥ তোমাদিগের পিতা-স্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্থির আছে, তাহারা পূর্ণাভিলাষ হইয়াছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না। তাহারা জরারহিত, হরিৎবর্ণবৃক্ষবিশিষ্ট, হরিৎবর্ণ সংযুক্ত হইয়া পক্ষীদিগের কলরবদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে ॥ ১২ ॥ যেরূপ রথারোহিগণ রথচর্যাক্ষেত্রে রথ চালাইয়া শব্দ উত্থাপন করে, তদ্রূপ প্রস্তর সোমরস নির্গত করিবার সময় শব্দ করে। ধান্যবপনকারীরা বীজ যেমন বপন করে, তদ্রূপ ইহারা সোম বিকীর্ণ করিতেছে। ভক্ষণ করিয়া উহা নষ্ট করিতেছে না ॥ ১৩ ॥ সোম নিষ্পাড়িত হইলে, প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে, যেন ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিয়া শব্দ করিতেছে। যে প্রস্তর সোমরস নিষ্পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে স্তব কর, প্রস্তরগণ সংবর্ধনা পাইয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকুক ॥ ১৪ ॥

৯৫ সূক্ত। দেবতা : ১,৩,৬,৮-১০,১২,১৪,১৭ উর্বশী ; ২,৪-৫,৭,১১,১৩,১৫-১৬,১৮ পুরূরবা।
ঋষি : ১,৩,৬,৮-১০,১২,১৪,১৭ পুরূরবা ; ২,৪-৫,৭,১১,১৩,১৫-১৬,১৮ উর্বশী। ত্রিষ্টুপ্।

[পুরূরবার উক্তি]—হে পত্নি, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর ! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয় ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবে না ॥ ১ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে ? আমি প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না ॥ ২ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই, জয়শ্রী লাভ হয় নাই; আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শতসহস্র গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই। রাজকার্য বীরশূন্য হইয়াছে, ইহার কোন শোভা নাই; আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করিবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করিয়াছে ॥ ৩ ॥ হে উষাদেবী, সেই উর্বশী শ্বশুরকে ভোজনের সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সন্নিহিত গৃহ হইতে শয়নগৃহে যাইতেন, তথায় দিবারাত্রি স্বামীর নিকট রমণসুখ সম্ভোগ করিতেন ॥ ৪ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—হে পুরূরবা, তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে আলিঙ্গন করিতে। কোনও সপত্নীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, আমাকেই নিয়ত সন্তুষ্ট করিতে। তোমার গৃহে আমি আগমন করিলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে ॥ ৫ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—সুজঘনি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হৃদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু, আমার এই যে কয় মহিলা ছিল, তুমি আসিবার পর তাহারা আর আমার নিকট বেশভূষা করিয়া আসিত না। গাভীগণ গৃহে যাইবার সময় যেমন শব্দ করে, তাহারা আর সেরূপ শব্দ করিয়া আমার গৃহে আসিত না ॥ ৬ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—পুরূরবা যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, দেবমহিলারা দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই নদীরা পর্যন্ত সংবর্ধনা করিল। হে পুরূরবা, দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—পুরূরবা নিজে মনুষ্য হইয়া যখন অপ্সরাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা আপন রূপ ত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান হইল। যেমন হরিণী ভয় পাইয়া পলায়ন করে, অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাহারা চলিয়া গেল ॥ ৮ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—পুরূরবা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সঙ্গে কথা কহিতে এবং তাহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা অদৃষ্ট হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকদিগের ন্যায় পলায়ন করিল ॥ ৯ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন ॥ ১০ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—হে পুরূরবা, তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য পাতিত করিলে। সর্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলে তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না; এক্ষণে পৃথিবীপালনকার্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ ॥ ১১ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে? আর যদি আমার নিকটে আসে, তাহা হইলে সে কি রোদন করিবে না? অশ্রুপাত করিবে না? পরস্পরপ্রীতিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অর্থাৎ তোমার বিরহসন্তাপ অসহ্য ॥ ১২ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেছি; পুত্র তোমার নিকট যাইয়া অশ্রুপাত, বা ক্রন্দন করিবে না। আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্বোধ, গৃহে ফিরিয়া যাও। আমাকে আর পাইবে না ॥ ১৩ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে যেন বহু দূরে দূর হইয়া যাউক। সে যেন নির্ঋতির অঙ্কে শায়িত হউক, বলবান্ বৃকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক ॥ ১৪ ॥ [উর্বশীর উক্তি]—হে পুরূরবা, এরূপে মৃত্যু কামনা করিও না; উচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই একপ্রকার ॥ ১৫ ॥ আমি পরিবর্তিতরূপে ভ্রমণ করিয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রিবাস করিয়াছি, দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃত পান করিয়া তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্বক ভ্রমণ করিয়াছি ॥ ১৬ ॥ [পুরূরবার উক্তি]—আমি বসিষ্ঠ, অন্তরীক্ষপূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে আমি আলিঙ্গন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী, ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে॥ ১৭॥ [উর্বশীর উক্তি]—হে ইলা-পুত্র পুরুরবা, এইসকল দেবতা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে, তুমি স্বর্গে যাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে॥ ১৮॥

৯৬ সূক্ত। হরি দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বরু বা ইন্দ্র-পুত্র সর্বহরি। জগতী ; ১২-১৩ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, এই মহাযজ্ঞে তোমার দুই ঘোটককে স্তব করিয়াছি। তুমি শত্রুহিংসাকারী, তুমি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, ইহা প্রার্থনা করি। তুমি হরিৎবর্ণ অশ্বযোগে আসিয়া ঘৃতের ন্যায় চমৎকার জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্যসকল গমন করুক॥ ১॥ তোমরা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডাকিয়াছ, দেবায়তন অর্থাৎ যজ্ঞগৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চালাইয়া আনিয়াছ, তোমরা ইন্দ্রের বলবীর্য ঘোটক সমেত স্তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রকে হরিৎবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইতেছে॥ ২॥ ইঁহার যে লৌহনির্মিত বজ্র, তাহা হরিৎবর্ণ ; তাহা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তাহা দুই হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্, সুগঠনহনুবিশিষ্ট, এবং বাণদ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্তি সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হইল॥ ৩॥ আকাশে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র ধৃত হইল। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিল, সুগঠনহনুবিশিষ্ট সোমরসপানকারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিধন করিবার সময় অপরিসীম দীপ্তি প্রাপ্ত হইলেন॥ ৪॥ হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র, পূর্বকালের যজমানেরা তোমাকে স্তব করিত, তুমি যজ্ঞে আসিতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্জ্বলরূপী, তোমার সর্বপ্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরুপম ও উজ্জ্বল॥ ৫॥ স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আমোদে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেকবার সোমরস নিষ্পাড়িত হয় এবং হরিৎবর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হইয়া থাকে॥ ৬॥ অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখা হইয়াছে, সেই সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে। হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহার যে রথকে যুদ্ধে লইয়া যায়, সেই রথ এই রমণীয় সোমযাগে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে॥ ৭॥ ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান করিয়া শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁহার সম্পত্তিস্বরূপ, হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহাকে যজ্ঞে লইয়া যায়। তিনি দুই ঘোটককে আরোহণপূর্বক সকল দুর্গতি দূর করিয়া দিন॥ ৮॥ তাঁহার দুই উজ্জ্বল চক্ষু স্রুবানামক যজ্ঞপাত্রের মত যজ্ঞের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য উজ্জ্বল হনুদ্বয় কম্পিত করিতেছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তাহা পান করিয়া তিনি আপনার দুই ঘোটকের গাত্র মার্জনা করিতেছেন॥ ৯॥ উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া ঘোটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র, তুমি আপনার ক্ষমতাদ্বারা প্রচুর অন্ন দিয়া থাক॥ ১০॥ হে ইন্দ্র, তুমি মহিমাদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য নূতন চমৎকার স্তব পাইয়া থাক। হে অসুর, গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় প্রকাশ কর। উত্তম গোষ্ঠ দেখাও॥ ১১॥ হে উজ্জ্বল সুগঠনহনুবিশিষ্ট ইন্দ্র, ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হইয়া তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনয়ন করুক। তোমার জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান কর। দশ অঙ্গুলিদ্বারা যে সোম প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তাহা পান করিতে ইচ্ছা কর॥ ১২॥ হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, প্রথমে যে সোম প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তো পান করিয়াছ, এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কেবল তোমার জন্য। হে ইন্দ্র, এই মধুযুক্ত সোম আস্বাদন কর। হে প্রচুর বৃষ্টিকারী, তোমার উদর আর্দ্র কর॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৭ সূক্ত। ওষধিগণ দেবতা। অথর্বা-পুত্র ভিষক্ ঋষি। অনুষ্টুপ্।

পূর্বকালে তিন যুগ ধরিয়া দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি॥ ১॥ হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ, তোমরা মৃত্তিকাতে রোহণ কর, অর্থাৎ উৎপন্ন। তোমাদিগের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শতপ্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান কর॥ ২॥ হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিণী ওষধিগণ, তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর॥ ৩॥ হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ, তোমরা জননীস্বরূপা। তোমাদিগের সমক্ষে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, অশ্ব, বস্ত্র, এমন কি আপনাকে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি॥ ৪॥ হে ওষধিগণ, অশ্বত্থবৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশবৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তখন তোমাদিগকে গাভী দান করা উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও॥ ৫॥ যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, তদ্রূপ যে বক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয়, অর্থাৎ যে ওষধি জানে, সেই বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ব্যক্তিকে চিকিৎসক কহে, সে রোগদিগকে ধ্বংস করে॥ ৬॥ অশ্বত্থবতী, সোমবতী, উর্জয়ন্তী, উদোজস্ প্রভৃতি তাবৎ ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি, অভিপ্রায় যে এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব॥ ৭॥ হে রোগী, এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হইতে গাভীগণ বাহির হয়, তদ্রূপ ওষধিবর্গ হইতে তাহাদিগের গুণসমস্ত বাহির হইতেছে, ইহারা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্যধন প্রদান করিবে॥ ৮॥ হে ওষধিগণ, তোমাদিগের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতিস্বরূপ। যাহা কিছু শরীরকে পীড়া দেয়, তোমরা তাহা বেগবতী পক্ষিণীর ন্যায় বাহির করিয়া দাও॥ ৯॥ যেরূপ কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী সর্বত্রগামী ওষধিগণ রোগদিগকে অতিক্রম করিল। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তাহা দূরীকৃত করিল॥ ১০॥ যখনই আমি এইসকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করিলাম এবং রোগীর দৌর্বল্য নিরাকরণ করিলাম, তখনই রোগের আত্মা নষ্ট হইল, সেই রোগ তৎপূর্বে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া যেন বসিয়াছিল॥ ১১॥ যেরূপ বলবান্ ও মধ্যবর্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন, তদ্রূপ হে ওষধিগণ, তোমরা যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দূরীকৃত কর॥ ১২॥ চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়িয়া যায়, অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গোধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ, তুমিও তদ্রূপ শীঘ্র অপসৃত হও॥ ১৩॥ হে ওষধিগণ, তোমাদিগের একজন আর-এক জনকে রক্ষা করুক, তাহাকে আর একজন রক্ষা করুক। এইরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এককার্যকারিণী হইয়া আমার এই কথা রক্ষা কর॥ ১৪॥ যাহারা ফলবতী অথবা যাহারা ফলবতী নয়, যাহারা পুষ্পবতী, অথবা যাহারা তাদৃশ নয়, বৃহস্পতিকর্তৃক উৎপাদিত সেই সমস্ত ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক॥ ১৫॥ কেহ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হইতে এবং অন্যান্য সকল দেবতাসংক্রান্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক॥ ১৬॥ ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় বলিয়াছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাহার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না॥ ১৭॥ সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা অসংখ্য এবং নানা উপকার করিয়া থাকে, হে ওষধি, তুমি তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ। তুমি বাসনা পূর্ণ করিতে এবং হৃদয়কে সুখী করিতে সমর্থ॥ ১৮॥ সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতিকর্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী ব্যক্তির বলাধান করুক, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক। (এস্থলে ভিষক্ যে ওষধিটি উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তাহার বিষয়ে কহিতেছেন)॥ ১৯॥ হে ওষধিগণ, আমি তোমাদিগের খননকর্তা, আমি যেন নষ্ট না হই, এবং যাহার জন্য খনন করিতেছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আমাদিগের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হউক, চতুষ্পদ হউক, সকলই যেন নীরোগ থাকে॥ ২০॥ যে সকল ওষধি আমার এই বাক্য শুনিতেছে, অথবা যাহারা অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরে আছে, সেইসকল ওষধি একত্র হইয়া এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক ॥ ২১ ॥ ওষধিগণ সোমরাজার সহিত এই কথোপকথন করিতেছে, হে রাজন্, স্তোতা যাহার চিকিৎসা করে, তাহাকেই আমরা পরিত্রাণ করি ॥ ২২ ॥ হে ওষধি, তুমি শ্রেষ্ঠ ; যেখানে যত বৃক্ষ আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে যেন আমাদিগের নিকট হীন হয় ॥ ২৩ ॥

৯৮ সূক্ত। দেবগণ দেবতা। ঋষ্টিষেণ-পুত্র দেবাপি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বৃহস্পতি, তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে গমন কর। তুমি মিত্র, বা বরুণ, বা পুষাই হও, অথবা আদিত্যগণ ও বসুগণসমেত ইন্দ্রই বা হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্য মেঘকে বারিবর্ষণ করাও ॥ ১ ॥ হে দেবাপি, কোন এক বিজ্ঞ শাস্ত্রগামী দেব তোমার নিকট হইতে দূতস্বরূপ হইয়া আমার নিকট আগমন করুক। হে বৃহস্পতি, আমাদিগের প্রতি অভিমুখ হইয়া আগমন কর। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করিয়াছি ॥ ২ ॥ হে বৃহস্পতি, আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতাদোষে দূষিত না হয়, এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তদ্দ্বারা আমরা শন্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হইতে আগমন করুক ॥ ৩ ॥ মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টিবারি আমাদিগের নিমিত্ত আগমন করুক। হে ইন্দ্র, রথের উপর সংস্থাপনপূর্বক বিস্তর ধন দান কর। হে দেবাপি, এই হোমকার্যে আসিয়া উপবেশন কর, কালে কালে দেবতাদিগকে পূজা কর, হোমের দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট কর ॥ ৪ ॥ ঋষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির করিয়া হোম করিতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনয়ন করিলেন ॥ ৫ ॥ এই উপরের সমুদ্র, অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি সেই জল সঞ্চালিত করিলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হইল ॥ ৬ ॥ যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া বৃষ্টি-উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করিলেন, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনে সেই স্তুতিবাক্যের উদয় করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি, ঋষ্টিষেণের পুত্র মনুষ্যজাতীয় দেবাপি উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। তাবৎ দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়া তুমি বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্তিত কর ॥ ৮ ॥ তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীয় প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতি-বাক্যদ্বারা তোমার সেবা করিয়াছিলেন। হে রোহিতনামকঅশ্ববিশিষ্ট অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞের দিকে সহস্র-সংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্বক লইয়া আইস ॥ ৯ ॥ হে অগ্নি, এই দেখ নবনবতিসহস্র-রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হইল। হে বীর, তাহার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীরসকল বৃদ্ধিযুক্ত কর। আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া আকাশ হইতে বৃষ্টি আনয়ন কর ॥ ১০ ॥ হে অগ্নি, এই নবতিসহস্র আহুতি। বৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে ইহার ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি জান, অতএব ঔলাননামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদিগের নিকট সংস্থাপন কর ॥ ১১ ॥ হে অগ্নি, শত্রুদিগের দুর্গম পুরীসকল ধ্বংস কর। রোগ দূর কর, রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দাও। প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হইতে অপরিসীম জল এই স্থানে আনিয়া দাও ॥ ১২ ॥

৯৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বৈখানস বজ্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তুমি বুঝিয়া বুঝিয়া চমৎকার সম্পত্তি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাক, উহা প্রচুর হইয়া উঠে, উহা অতি উৎকৃষ্ট, উহাদ্বারা আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সেই ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই বা দেওয়া যাইতে পারে ? তাঁহার নিমিত্ত বৃত্রনিধনকারী বজ্র নির্মিত হইয়াছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন ॥ ১ ॥ তিনি দীপ্তি ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবিষ্কৃত করিয়া যজ্ঞে সামগানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মরুৎগণের সহিত শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিত্যদিগের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্যই হইবার নহে ॥ ২ ॥ তিনি সুচারুগতিতে গমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। তিনি সর্ব বস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মাদিগকে নিজ তেজে পরাভব করেন ॥ ৩ ॥ তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণপূর্বক উর্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া ঘৃততুল্য জল বহাইয়া দেয়; তাহাদিগের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই তাহাদিগের অশ্ব ॥ ৪ ॥ সেই ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি প্রকাণ্ড, দুর্নাম তাঁহার নিকটেও যায় না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত এই স্থানে আগমন করুন। আমি বজ্র, আমার পিতামাতার মনের ক্লেশ বোধ-হয় দূর হইল, কারণ আমি যাইয়া শত্রুর অন্ন হরণ করিয়াছি এবং শত্রুদিগকে রোদন করাইয়াছি ॥ ৫ ॥ সেই প্রভু ইন্দ্র বহুলচিৎকারকারী দাসজাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ষট্‌চক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার তেজে তেজস্বী হইয়া লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণনখবিশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ তাঁহার কোন ভক্তকে যদি শত্রুরা যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তাহা হইলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করিয়া শত্রু হিংসা করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যদিগের সর্বোৎকৃষ্ট নেতা, দস্যুহত্যার সময় উত্তমরূপে দর্শন দিয়া মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রুপুরী ধ্বংস করিলেন ॥ ৭ ॥ তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদিগকে ভবনের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আপন শরীরের সর্বাংশে সোম সেচন করিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পাঞ্চি ভাগের দ্বারা দস্যুদিগকে বধ করেন ॥ ৮ ॥ তিনি পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা দূর করিয়া দেন। কুৎসনামক ব্যক্তির স্তব শুনিয়া শুষ্ণনামক অসুরকে ছেদন করিয়াছেন। তিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ লইয়া দান করিলেন, তিনি তাঁহাকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দান করেন ॥ ৯ ॥ তিনি মনুষ্যহিতকারী মরুৎগণের সহিত ধন দিতে ইচ্ছা করিয়া ধন পাঠাইয়াছেন। তিনি বরুণের ন্যায় নিজ তেজে সুশ্রী এবং ক্ষমতাবান্। তিনি রম্য-মূর্তি, কালে কালে রক্ষাকর্তা বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। তিনি চতুষ্পাদ শত্রুকে নিধন করিলেন ॥ ১০ ॥ ঋজিশ্বানামক উশিজের পুত্র তাঁহাকে স্তব করিয়া বজ্রদ্বারা পিপ্রুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন সেই উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক স্তববাক্য কহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আসিয়া নিজ তেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করিলেন ॥ ১১ ॥ হে অসুর ইন্দ্র, আমি বজ্র, প্রচুর হোমদ্রব্য দিবার জন্য পাদচারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আসিয়া এই ব্যক্তির, অর্থাৎ আমার মঙ্গল কর; অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান কর ॥ ১২ ॥

১০০ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বান্দন ত্রৈবৃষ্ণ্য ঋষি। জগতী; ১২ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমার সমকক্ষ এই শত্রুসৈন্যকে বধ কর। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্বক আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জাগরূক হও; আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি বিধান কর। অন্যান্য দেবতার সহিত সবিতা আমাদিগের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি ॥ ১ ॥ উপস্থিত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ যুদ্ধের জন্য বায়ুকে দাও, তিনি বিশুদ্ধ সোম পান করেন, তাঁহার যাইবার সময় শব্দ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধের পানক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতদেবাকে প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥ আমাদিগের ঋজুতাভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেব সবিতা অন্ন দান করুন। যেন সেই পরিপক্ব অন্নদ্বারা দেবগণের অর্চনা করিতে পারি। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমরাজা আমাদিগের যজ্ঞে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিষ্ঠিত হউন। বন্ধুগণ যে প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, উক্ত কার্য সেই প্রকারে সম্পন্ন হউক। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ৪॥ ইন্দ্র চমৎকার অন্ন দান করিয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা করিলেন। হে বৃহস্পতি, তুমি পরমায়ু প্রদান করিয়া থাক। যজ্ঞই আমাদিগের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ৫॥ দেবতাদিগের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাদিগের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রমণীয় এবং অস্মদাদির অতি আত্মীয়। সর্বসংগ্রাহিণী, অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ৬॥ হে বসুগণ, তোমাদিগের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নাই অথবা তোমাদিগের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য করি নাই যাহাতে দেবতাদিগের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ, আমাদিগকে মিথ্যারূপী করিও না। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ৭॥ যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে নিষ্পীড়নের প্রস্তরকে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন তথাকার রোগ দূর করেন, পর্বতগণ যেন গুরুতর অনর্থ অধঃপাতিত করেন॥ ৮॥ হে বসুগণ, সোম প্রস্তুত হইবার জন্য প্রস্তর উন্নত হউক, তাবৎ শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক পৃথক করিয়া দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন, তাঁহাকে স্তব করা উচিত। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ৯॥ হে গাভীগণ, তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণপূর্বক স্থূল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধ দিয়া থাক। তোমাদিগের দেহনির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধস্বরূপ হউক। সর্বসাগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ১০॥ ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরাযুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীদিগকে রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব পাইয়া অনুকূল হয়েন। তাঁহার স্বর্গীয় আপান পৃথিবীকে অভিষেক করিবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতিদেবীকে প্রার্থনা করি॥ ১১॥ হে ইন্দ্র, তোমার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার, তাহা যজ্ঞ পূরণ করে, তাদৃশ ঔজ্জ্বল্য প্রার্থনা করিবার যোগ্য। তোমার দুর্ধর্ষ কার্যসকল স্তবকর্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এই নিমিত্ত দুবস্যুনামক ঋষি অতি সরল রজ্জুদ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করিতেছেন॥ ১২॥

১০১ সূক্ত। দেবতা: বিশ্বদেবগণ বা ঋত্বিক্‌গণ। সৌম্য বুধ ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্; ৪,৬ গায়ত্রী; ৫ বৃহতী; ৯,১২ জগতী।
হে সখাগণ, একমন হইয়া জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্তী হইয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা এবং দেবী উষা ও ইন্দ্রকে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি॥ ১॥ গম্ভীরস্বরে স্তব কর; অরিত্র সহযোগদ্বারা পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর; অস্ত্রসকল শাণিত ও শোভিত কর; হে সখাগণ, উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর॥ ২॥ লাঙ্গলগুলি যোজনা কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এইস্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর, আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। স্থূণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্তী পক্ব শস্যে পতিত হউক॥ ৩॥ লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে; কর্মকারগণ যুগসমস্ত পৃথক করিতেছে; বুদ্ধিমান্‌গণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন॥ ৪॥ পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত কর; বরত্রা (চর্মরজ্জু) যোজনা কর; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকার্যযুক্ত গর্ত হইতে জল সেচন করি॥ ৫॥ পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্তে সুন্দর চর্মরজ্জু বিদ্যমান আছে; অক্লেশে জল সেচন করা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কর॥ ৬॥ ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদিগের জলাধার একদ্রোণপ্রমাণ হইবে। ইহাতে প্রস্তরনির্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদিগের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দপরিমাণ হইবে। ইহা জলপূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর ॥ ৭ ॥ গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদিগের জলপান করিবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাশিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, ইহা হইতে যেন জন্ম পরিক্রুত না হয় ॥ ৮ ॥ হে দেবগণ, তোমাদিগের ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন করিয়া গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করে ॥ ৯ ॥ কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিৎবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশ অঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটি বেষ্টনপূর্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দুই ধুরাতে যোজিত কর ॥ ১০ ॥ বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন দুই ভার্যার স্বামী রতিক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠনির্মিত শকটকে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিও না, অর্থাৎ শকট যেন আধারভ্রষ্ট না হয় ॥ ১১ ॥ হে কর্মাধ্যক্ষগণ, এই ইন্দ্র সুখের দাতা, ইঁহাকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র নিষ্টিগ্রার অর্থাৎ অদিতির পুত্র, তোমাদের সকলের সমান পীড়াভয়, অতএব রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর যে, তিনি সোম পান করিবেন ॥ ১২ ॥

১০২ সূক্ত। দ্রুঘন বা ইন্দ্র দেবতা। ভর্ম্যশ্ব-পুত্র মুদ্গল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ১,৩,১২ বৃহতী।

হে মুদ্গল, যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্ধর্ষ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র, এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥ মুদ্গলের পত্নী যখন রথারূঢ়া হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন, তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সময় মুদ্গল-পত্নী রথী হইলেন। ইন্দ্রসেনানাম্নী সেই মুদ্গলানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রুসৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদিগের উপর বজ্রপাত কর। দাসজাতীয় হউক, বা আর্যজাতীয় হউক, উহাকে অপ্রকাশরূপে বধ কর ॥ ৩ ॥ দেখ, এই বৃষ মহানন্দে জলপান করিল, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গদ্বারা খননপূর্বক শত্রুর দিকে যাইতেছে। তাহার মুষ্ক ভারবৎ লম্বমান আছে, সে আহারার্থী হইয়া দুই শৃঙ্গ শাণিত করিয়া শীঘ্র আসিতেছে ॥ ৪ ॥ মনুষ্যগণ এই বৃষের নিকট গিয়া ইহাকে চীৎকার করাইল, যুদ্ধমধ্যে ইহাকে প্রস্রাব করাইল। তাহাতে মুদ্গল উত্তম-আহারপটু শত সহস্র গাভী জয় করিলেন ॥ ৫ ॥ শত্রু হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হইল ; ইহার কেশধারিণী সারথি, অর্থাৎ মুদ্গলানী শব্দ করিতে লাগিলেন। রথে যোজিত সেই বৃষকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে শকট লইয়া ধাবমান হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ॥ ৬ ॥ সেই বিদ্বান্ মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কৌশল সহকারে রথে বৃষকে যোজনা করিলেন। সেই গাভীগণের পতি, অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করিলেন। সেই বৃষ দ্রুতবেগে পথে চলিল ॥ ৭ ॥ প্রতোদধারী ও কপর্দী চর্মরজ্জুদ্বারা কাষ্ঠ বাঁধিতে বাঁধিতে সুচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করিলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করিয়া ধরিয়া আনিলেন ॥ ৮ ॥ দেখ, যুদ্ধসীমার মধ্যে এই যে মুদ্গর পতিত আছে, ইহা সেই বৃষের সহকারিতা করিয়াছিল। ইহাদ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্যমধ্যে শত সহস্র গাভী জয় করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতি দূর দেশেও কে বা এ প্রকার কখন দেখিয়াছে ? যাহাকে রথে যোজনা করিয়াছে, তাহাকেই আরোহণ করাইয়াছে। ইহাকে ঘাস জল দেয় না, অথচ এ রথ ধুরার উক্ত ভার বহন করিতেছে, এবং প্রভুকে জয়ীও করিতেছে ॥ ১০ ॥ মুদ্গলানী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধন গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন। ঈদৃশ সারথিদ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদিগেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয় ॥ ১১ ॥ হে ইন্দ্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি জগতের চক্ষুঃস্বরূপ ; যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী ; তুমি দুইটি পুরুষজাতীয় অশ্ব রজ্জুদ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া চালিত কর এবং ধন দান কর ॥ ১২ ॥

১০৩ সূক্ত। দেবতা ; ইন্দ্র ; ৪ বৃহস্পতি, ১২ অপ্‌ বা দেবী, ১৩ ইন্দ্র বা মরুৎগণ।
ইন্দ্র-পুত্র অপ্রতিরথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ; ১৩ অনুষ্টুপ্‌।
ইন্দ্র সর্বব্যাপী শত্রুদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ংকর শত্রুবধকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত্রুদিগকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিকে বৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করিয়াছেন ॥ ১ ॥ হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ, ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক্‌ দেখেন, যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন, তাঁহাকে কেহ স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুর্ধর্ষ, তাঁহার হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন ॥ ২ ॥ বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাহারই অভিমুখে গমন করেন, তাহাকেই জয় করেন, তিনি সোম পান করেন, তাঁহার বিলক্ষণ ভুজবল ও ভয়ানক ধনু, সেই ধনু হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শত্রু পাতিত করেন ॥ ৩ ॥ হে বৃহস্পতি, রাক্ষসদিগকে বধ করিতে করিতে এবং শত্রুদিগকে পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন করে। শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেল, জয়ী হও, আমাদিগের রথগুলি রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুর বলাবল জান, তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্বী, বেগবান্‌, ভয়ংকর ও বিপক্ষপরাভবকারী। বীরদিগের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণীদিগের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্রস্বরূপ। এতাদৃশ তুমি গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁহার হস্তে বজ্র, তিনি অস্থির শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ, ইঁহার দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর ; হে সখাগণ, ইঁহার অনুসারী হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর ॥ ৬ ॥ শতযজ্ঞকারী বীর ইন্দ্র মেঘদিগের দিকে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহার দয়া নাই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হয়েন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁহার সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না ; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদিগের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র সেই সকল সেনার সেনাপতি। বৃহস্পতি তাহাদিগের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী সোম তাহাদিগের অগ্রে থাকুন ; মরুৎগণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করুন ॥ ৮ ॥ বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ, আদিত্যগণ ও মরুৎগণ, ইঁহাদিগের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুভব দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত করিয়া জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উপস্থিত হইল ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অস্মদীয় অনুচরদিগের মন উৎসাহিত কর। হে বৃত্রবধকারী, ঘোটকদিগের বল উদ্রিক্ত হউক, জয়শীল রথের নির্ঘোষধ্বনি উত্থিত হউক ॥ ১০ ॥ যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদিগের দিকে থাকেন ; আমাদিগের বাণগুলি যেন জয়ী হয় ; আমাদিগের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয় ; হে দেবতাগণ, যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ১১ ॥ হে অপ্‌ বা, তুমি চলিয়া যাও ; ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর ; উহাদিগের শরীরে প্রবেশ কর ; উহাদিগের দিকে যাও ; শোকের দ্বারা উহাদিগের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর ; শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সহিত একত্র হউক ॥ ১২ ॥ হে মনুষ্যগণ, অগ্রসর হও, জয়ী হও ; ইন্দ্র তোমাদিগকে সুখী করুন। তোমরা নিজে যেমন দুর্ধর্ষ, তোমাদিগের বাহুও তেমনি ভয়ংকর হউক ॥ ১৩ ॥

১০৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র অষ্টক ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌।
হে পুরুহূত, তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, দুই ঘোটকের দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে আইস। প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ সোম দিয়াছেন। হে ইন্দ্র, সোম পান কর ॥ ১ ॥ হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনামক ঘোটকের স্বামী, কর্মাধ্যক্ষগণ যাহা প্রস্তুত করিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন, সেই সোম পান কর, উদর পূর্ণ কর। প্রস্তরগণ যাহা তোমার জন্য সেচন করিয়া দিয়াছে, তাহাদ্বারা মত্ত হও, প্রশংসাসকল গ্রহণ কর ॥ ২ ॥ হে হরিনামক অশ্বের স্বামী, সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বর্ষণকারী, যজ্ঞে আসিবে বলিয়া তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম দিতেছি। হে ইন্দ্র, উত্তম উত্তম স্তব পাইয়া আমোদ কর। বিবিধ কার্য কর, নানা প্রকারে তোমার স্তব হউক ॥ ৩ ॥ হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র, উশিজ্‌বংশীয়েরা যজ্ঞ করিতে জানে। তোমার আশ্রয় পাইয়া তোমার প্রভাবে অন্ন লাভ করিয়া এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হইয়া যজমানের গৃহে রহিল, তাহারা সকলে আমোদ করিয়া তোমাকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু, তোমার স্তব সুন্দর, তোমার সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ঔজ্জ্বল্য সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ স্তব প্রণয়ন করিয়াছ, তাহাদ্বারা তোমাকে স্তব করিয়া বিস্তর লোকে নিজে রক্ষা পাইয়াছে এবং অপরকে রক্ষা করিয়াছে ॥ ৫ ॥ হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র, যে সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা পান করিবার জন্য হরিনামক দুই ঘোটকযোগে সকল যজ্ঞে গমন কর। তুমি ক্ষমতাবান্, যজ্ঞ তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ঞের বিষয় অবগত হইয়া দান কর ॥ ৬ ॥ যাঁহার অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শত্রুদিগকে পরাভব করেন, যিনি সোমে প্রীতি লাভ করেন, যাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়, যাঁহার বিপক্ষে কেহ যাইতে পারে না, স্তবসকল তাঁহাকে ভূষিত করিতেছে, স্তবকর্তার প্রণামগুলি তাঁহাকে পূজা করিতেছে ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, অতি চমৎকার ও অপ্রতিহতগতিযুক্তা সাত নদী আছে, তুমি সেই নদীযোগে শত্রুপুরী ভেদ করিয়া সিন্ধু পার হইলে। তুমি দেব-মনুষ্যের উপকারার্থ নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ ॥ ৮ ॥ তুমি জলসমূহের আচ্ছাদন খুলিয়া দিয়াছ, তুমি একাকী উল্লিখিত জল আনয়নের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলে। হে ইন্দ্র, বৃত্রবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কার্য করিয়াছ, তদ্দ্বারা সকল সংসারের শরীর পোষণ করিয়াছ ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র মহাবীর, ক্রিয়াকুশল, তাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়। উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হইয়া ইঁহাকে পূজা করে। তিনি বৃত্রকে বধিলেন, সংসার সৃষ্টি করিলেন, ক্ষমতাযুক্ত হইয়া শত্রু পরাভব করিলেন, বিপক্ষ সেনার প্রতিকূলে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ সেই স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। এই যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হইবে, তখন তিনিই প্রধানরূপে অধ্যক্ষতা করিবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক শত্রুদিগকে হিংসা করেন, বৃত্রদিগকে বধ করেন, ধনসমস্ত জয় করেন ॥ ১১ ॥

১০৫ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। কুৎস-পুত্র দুর্মিত্র বা সুমিত্র ঋষি। উষ্ণিক্;
১ গায়ত্রী বা উষ্ণিক্; ২, ৭ পিপীলিকমধ্যা; ১১ ত্রিষ্টুপ্।
হে ইন্দ্র, তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়াছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আমাদিগের ক্ষেত্রে জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হইবে? ॥ ১ ॥ তাঁহার দুইটি পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য করে, দুইটিই উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাহাদিগের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করিবার জন্য আগমন করুন ॥ ২ ॥ বলবান্ ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করিলেন, তখন পাপের ফলসকল অপগত হইল, তখন মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রহিল না, অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হইল ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া ধনসমস্ত একত্র আকর্ষণ করিয়া দিলেন। তিনি নানাকার্যকারী শব্দায়মান দুই ঘোটক চালাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি কেশবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোটকে আরোহণপূর্বক আপনার দেহ পুষ্টির জন্য আপনার সুগঠন দুই হনু চালনাপূর্বক আহার প্রার্থনা করেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর; তিনি সুশ্রী, মরুৎ দেবতাদিগের সহিত যজমানকে সাধুবাদ করিলেন। তিনি মাতরিশ্বাতে থাকেন; যেরূপ ঋভুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে নানা বীরের কার্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৬ ॥ তিনি দস্যুকে বধ করিবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়াছেন; তাঁহার শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ঘোটকও হরিৎবর্ণ; তাঁহার হনুদেশ সুশ্রী; তিনি আকাশের ন্যায় বিশাল ॥ ৭ ॥ আমাদিগের পাপসমস্ত লঘু কর; আমরা যেন ঋকের প্রভাবে ঋক্‌শূন্য ব্যক্তিদিগকে বধ করিতে পারি; যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নাই, তাহা কখন স্তবযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় তোমার প্রীতিকর হয় না ॥ ৮ ॥ যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিক্‌গণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করিয়া আপনার কীর্তি প্রতিষ্ঠা কর, অর্থাৎ যজমানকে তারণ কর ॥ ৯ ॥ যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার শুভের জন্য হউক, যে পাত্রদ্বারা তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলিয়া লও, সেই দর্বী (হাতা) যেন নির্মল ও কল্যাণকর হয় ॥ ১০ ॥ হে বলশালী, তোমার উদ্দেশে সুমিত্র এই প্রকার শত স্তব উচ্চারণ করিলেন; দুর্মিত্র এরূপ স্তব করিলেন; যেহেতু তুমি দস্যুহত্যাব্যাপারে কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছ। (কুৎসের পুত্রই সুমিত্র এবং এই সূক্তের ঋষি) ॥ ১১ ॥

১০৬ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কশ্যপ-পুত্র ভুতাংশ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুইজনে আমাদিগের আহুতি অভিলাষ করিতেছ; যেরূপ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তদ্রূপ আমাদিগের স্তব বিস্তার করিয়া দিতেছ। এই যজমান উত্তমরূপে এই বলিয়া স্তব করিতেছে যে, তোমরা একত্রে আইস। চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় তোমরা খাদ্যদ্রব্যকে আলোকিত করিয়া বসিয়াছ ॥ ১ ॥ যেরূপ দুই বলীবর্দ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, তদ্রূপ তোমরা যজ্ঞদানক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত দুই বৃষের ন্যায় ধন দানের জন্য তোমরা স্তবকর্তার নিকট আসিয়া থাক। তোমরা দূতের ন্যায় লোকদিগের নিকট যশস্বী হও। দুইটি মহিষ যেমন জলপানস্থান হইতে অপসৃত হয় না, তদ্রূপ তোমরাও সোমপান হইতে অপসৃত হইও না ॥ ২ ॥ যেরূপ পক্ষীর দুই পক্ষ পরস্পর মিলিত, তদ্রূপ তোমরাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুই পশুর ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আসিয়াছ। যজ্ঞকর্তা অগ্নির ন্যায় তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্বত্রবিহারী দুই পুরোহিতের ন্যায় তোমরা নানা স্থানে দেবপূজা করিয়া থাক ॥ ৩ ॥ পিতামাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি, তদ্রূপ তোমরা আমাদিগের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তোমরা দীপ্তিশীল হও; রাজার ন্যায় ক্ষিপ্রকারী হও, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপকারী হও; সূর্য-কিরণের ন্যায় আলোকদানপূর্বক লোকদিগের সুখভোগের অনুকূলতা কর। সুখী লোকের ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৪ ॥ সুচারুগতিশালী দুই বৃষের ন্যায় তোমরা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বরুণের ন্যায় তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হ্রাস করিয়া স্তব লাভ কর, দুইটি ঘোটকের ন্যায় তোমরা খাইয়া খাইয়া উন্নত-শরীরবিশিষ্ট হইয়াছ, এবং আলোকময় আকাশে বাস কর। দুই মেষের ন্যায় তোমরা আহারাদি পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছ ॥ ৫ ॥ অংকুশতাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করিয়া শত্রু সংহার কর। শত্রুনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনই নির্মল, যেন জলমধ্যে জন্মিয়াছ; তোমরা বলবান্ ও জয়শীল। সেই তোমরা আমার মরণধর্মশীল দেহকে পুনর্বার যৌবনাবস্থা দান কর ॥ ৬ ॥ হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্বয়, যেরূপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার করিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা আমার জরাজীর্ণ মরণধর্মশীল দেহকে বিপদ হইতে পার করিয়া অভিলষিত বিষয়ে লইয়া চল, তোমরা ঋভুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পাইয়াছ। সেই শীঘ্রগামী রথ বায়ুর ন্যায় উড়িয়া গিয়া শত্রুর ধন আনিয়া দিয়াছে ॥ ৭ ॥ তোমরা মহাবীরের ন্যায় আপন উদরে ঘৃত ঢালিয়া দাও। তোমরা ধন রক্ষা কর এবং অস্ত্রধারী হইয়া শত্রু হিংসা কর। তোমরা পক্ষীর ন্যায় রূপবান্ ও সর্বত্রবিহারী, ইচ্ছামাত্রে তোমরা ভূষিত হও, এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৮ ॥ যেরূপ সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকিলে গভীর জল পার হইবার সময় আশ্রয় পাওয়া যায়, তোমরা সেইরূপ আশ্রয় দাও। তোমরা দুই কর্ণের ন্যায় স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। যজ্ঞের দুই অঙ্গের ন্যায় আমাদিগের এই বিচিত্র যজ্ঞে আগমন কর ॥ ৯ ॥ শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকা যেমন মধুচক্রে মধু সেচন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, তদ্রূপ তোমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম করিয়া ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়, তদ্রূপ তোমরা ঘর্মের ন্যায় জল সেচন কর। যেমন দুর্বল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে যাইয়া আহার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তোমরা যজ্ঞে আসিয়া আহার পাও॥ ১০॥ আমরা স্তব বিস্তারিত করিতেছি, আহার বিতরণ করিতেছি, তোমরা একরথারূঢ় হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আইস। গাভীর আপীনমধ্যে সুমিষ্ট আহারের ন্যায় দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছে। ভুতাংশ ঋষি এই স্তব করিয়া অশ্বিদ্বয়ের মনোরথ পুর্ণ করিলেন॥ ১১॥

১০৭ সূক্ত। দক্ষিণা বা দক্ষিণাদাতৃগণ। অঙ্গিরা-পুত্র দিব্য বা প্রজাপতি-কন্যা দক্ষিণা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ৪ জগতী।

এইসকল যজমানদিগের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজঃ প্রকাশ হইল। সকল প্রাণী অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইল, পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোতিঃ দিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত হইল। দক্ষিণা দিবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হইল॥ ১॥ যাহারা দক্ষিণা দেয়, তাহারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়। অশ্বদানকারীরা সূর্যের সহিত একত্র হয়। সুবর্ণ দান করিয়া অমরত্ব লাভ করে; বস্ত্রদাতারা সোমের নিকট যায়। সকলেই দীর্ঘায়ুঃ হয়॥ ২॥ দক্ষিণা দেবতাদিগের উপযুক্ত কর্মের সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তিস্বরূপ, অর্থাৎ দক্ষিণাদ্বারা পুণ্য কর্ম পুর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; ইহা দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ। যাহারা কুৎসিতাচার, তাহাদিগের কার্য দেবতারা পুর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভয় করে, তাহারা অনেকেই নিজকর্ম পুর্ণ করিতে পারে॥ ৩॥ যে বায়ু শতপথে বহমান হয়েন, তাঁহার জন্য ও আকাশবর্তী সূর্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়। যাঁহারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাঁহাদিগের অভিলাষ দোহন অর্থাৎ পুরণ করিয়া দেন। এই দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী সপ্ত পুরোহিত বিদ্যমান আছেন॥ ৪॥ দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়; তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে যান। যিনি সর্বপ্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাঁহাকেই আমি লোকদিগের রাজা জ্ঞান করি॥ ৫॥ যিনি অগ্রে দক্ষিণা দিয়া পুরোহিতদিগকে তুষ্ট করেন, তিনিই ঋষি ও ব্রহ্মা বলিয়া কথিত হয়েন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগানকর্তা, স্তব-উচ্চারণকর্তা। তিনি অগ্নির তিনমূর্তি অবগত হয়েন॥ ৬॥ দক্ষিণার নিকট ঘোটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়; দক্ষিণা হইতে মনঃপ্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমাদিগের আত্মাস্বরূপ যে আহার তাহা দক্ষিণা হইতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞ ব্যক্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন॥ ৭॥ ভোজগণের মৃত্যু নাই, তাঁহারা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না, ক্লেশ, ব্যথা, বা দুঃখ পান না। এই পৃথিবী, অথবা স্বর্গে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা সমস্তই দক্ষিণা তাহাদিগকে দেন॥ ৮॥ ভোজেরা ঘৃতদুগ্ধাদির উৎপাদন-কারিণী গাভী সর্বাগ্রে প্রাপ্ত হয়, তাহারা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হয়; সুন্দরপরিচ্ছদধারিণী নারী তাহারাই পায়; ভোজেরাই স্পর্ধাযুক্ত শত্রুদিগকে জয় করে॥ ৯॥ ভোজকে শীঘ্রগামী ঘোটক ভূষিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে; তাঁহারই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে; পুষ্করিণীর ন্যায় নির্মল এবং দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে॥ ১০॥ সুন্দর বহনকারী ঘোটকেরা ভোজকে বহন করে; তাহারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করুন; যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুদিগকে জয় করে॥ ১১॥

১০৮ সূক্ত। দেবতা: ১,৩,৫,৭,৯ সরমা; ২,৪,৬,৮, ১০-১১ অসুর পণিগণ।
ঋষি: ১,৩,৫,৭,৯ অসুর পণিগণ; ২,৪,৬,৮, ১০-১১ সরমা। ত্রিষ্টুপ্।

হে সরমা, তুমি কি বাসনায় এ স্থানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ, এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না, আমাদিগের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? কয় রাত্রি ধরিয়া আসিয়াছ? নদীর জল পার হইলে কিরূপে?॥ ১॥ [সরমার উক্তি]—ইন্দ্রের দূতীস্বরূপ প্রেরিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আসিয়াছি। হে পণিগণ, তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করিয়াছে, জলের ভয় হইল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘনপূর্বক চলিয়া যাই। এইরূপে নদীর জল পার হইয়াছি ॥ ২ ॥ [পণিদিগের উক্তি]—হে সরমা, যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া তুমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ? তাঁহাকে দেখিতে কি প্রকার? তিনি আসুন, তাঁহাকে আমরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদিগের গাভী লইয়া গাভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন ॥ ৩ ॥ [সরমার উক্তি]—যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁহাকে আচ্ছাদন, অর্থাৎ তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। হে পণিগণ, নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হইয়া শয়ন করিবে ॥ ৪ ॥ [পণিদিগের উক্তি]—হে সুন্দরি সরমে, তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হইতে আসিতেছ, অতএব তোমাকে এইসকল গাভীর মধ্য হইতে যে কয়েকটি ইচ্ছা কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধে এইসকল গাভী কেই বা তোমাকে দিত? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদিগের নিকট বিদ্যমান আছে ॥ ৫ ॥ [সরমার উক্তি]—হে পণিগণ, সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদিগের এইসকল কথা হয় নাই। তোমাদিগের শরীরে পাপ আছে, এই শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদিগের গৃহে আসিবার এই যে পথ, ইহা যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন; আমি আশঙ্কা করিতেছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদিগকে ক্লেশ দেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হইয়া গাভী না দাও, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদ নিকট ॥ ৬ ॥ [পণিদিগের উক্তি]—হে সরমা, আমাদিগের এই ধন পর্বতদ্বারা রক্ষিত, ইহা গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যাহারা উত্তমরূপ রক্ষা করিতে পারে, এতাদৃশ পণিগণ সেই ধন রক্ষা করিতেছে। তুমি গাভীর শব্দ শুনিয়া এইস্থানে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হইয়াছে ॥ ৭ ॥ [সরমার উক্তি]—অয়াস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ, সোমপানে উৎসাহিত হইয়া আসিবেন; তাঁহারা এই বহুপরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন; হে পণিগণ, তখন তোমাদিগকে এ প্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ [পণিগণের উক্তি]—হে সরমা, দেবতারা ভয় প্রদর্শন করিতে তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ। তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে সুন্দরি, তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিতেছি ॥ ৯ ॥ [সরমার উক্তি]—আমি ভ্রাতৃভগিনীসংক্রান্ত কোন কথা বুঝিতে পারি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলই জানেন, তাঁহারা গাভী পাইবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্বক পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছি। হে পণিগণ, এই স্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর ॥ ১০ ॥ হে পণিগণ, এ স্থান হইতে অতিদূরে পলায়ন কর। গাভীগণ কষ্ট পাইতেছে, তাহারা ধর্মের আশ্রয়ে এই পর্বত হইতে উঠিয়া চলুক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবিগণ এইসকল গুপ্তস্থানস্থিত গাভীদিগের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন ॥ ১১ ॥

১০৯ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ব্রহ্মজায়া জুহু বা
ব্রহ্ম-পুত্র ঊর্ধ্বনাভা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ৬-৭ অনুষ্টুপ্।

যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মকিল্বিষ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহুকে ত্যাগ করেন, তখন সূর্য, বরুণ, শীঘ্রগামী বায়ু, প্রজ্বলিত অগ্নি, সুখকর সোম, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সত্যস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বলিলেন ॥ ১ ॥ সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া পবিত্রচরিত্রশালিনী ভার্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অনুমোদন করিলেন। হোমকর্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূর্বক পত্নীকে আনিয়া দিলেন ॥ ২ ॥ 'এই পত্নীর দেহ হস্তদ্বারাই স্পর্শ করা কর্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীত পত্নী।' এই কথা তাঁহারা কহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে দূত পাঠান হইয়াছিল, ইনি তাহার প্রতি আসক্ত হয়েন নাই। যেরূপ বলবান্ রাজার সুরক্ষিত হয়, তদ্রূপ ইঁহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে॥ ৩॥ যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং প্রাচীন দেবতারা এই পত্নীর বিষয়ে কহিয়াছেন। ইনি অতি শুদ্ধচরিত্রা, স্তোতাকে বিবাহ করিয়াছেন। তপস্যা- ও সচ্চরিত্রতা-প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হইতে পারে॥ ৪॥ বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন করিতেছেন, তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগের অবয়ববিশেষ হইয়াছেন। তাহাতে তিনি পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণেও পুনর্বার সেই জুহূনামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন॥৫॥ দেবতারা আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন; মনুষ্যেরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা শপথপূর্বক, শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্বার সমর্পণ করিলেন॥ ৬॥ শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্বার আনিয়া দিয়া দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্নসমস্ত ভাগ করিয়া সর্বসুখে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৭॥

১১০ সূক্ত। দেবতা: ১ ইধ্ম বা সমিদ্ধ অগ্নি; ২ তনূনপাৎ; ৩ ইল; ৪ বর্হি; ৫ যজ্ঞভূমির দ্বার; ৬ উষা ও নক্ত; ৭ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দৈব হোতৃদ্বয়; ৮ সরস্বতী, ইলা ও ভারতী; ৯ ত্বষ্টা; ১০ বনস্পতি; ১১ স্বাহাকৃতিগণ। ভৃগু-পুত্র জমদগ্নি বা জমদগ্নি-পুত্র রাম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হইয়া, নিজে দেব, অথচ আর আর দেবতাদিগকে পূজা কর। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়া দেখিয়া দেবতাদিগকে লইয়া আইস, কারণ তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দূত॥ ১॥ হে তনূনপাৎ, যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোমের দ্রব্য আছে, তাহাদিগকে মধুমিশ্রিত করিয়া তোমার সুন্দর জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ভাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং যজ্ঞকে সমৃদ্ধ কর এবং আমাদিগের যজ্ঞকে দেবতা, অর্থাৎ দেবভোগ্য করিয়া দাও॥২॥ হে অগ্নি, তুমি দেবতাদিগের আহ্বান-কর্তা, তুমি ইড্য ও প্রণামের যোগ্য, বসুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া আইস। হে প্রকাণ্ড পুরুষ, তুমি দেবতাদিগের হোতা; তোমাকে প্রেরণ করা হইতেছে, তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর॥ ৩॥ দিনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পূর্বাহ্ণে বেদিকে আচ্ছাদন করিবার জন্য বর্হি পূর্বমুখ করিয়া বিস্তারিত হইতেছে। সেই পরম সুন্দর কুশ আরও বিস্তৃত হইতেছে, উহাতে দেবতারা এবং অদিতি অতি সুখে উপবেশন করিবেন॥ ৪॥ বনিতারা বেশভূষা করিয়া পতিদিগের নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করে, তদ্রূপ এইসকল বৃহৎ বৃহৎ সুনির্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক হইয়া যাউক, বিস্তারভাবে খুলিয়া যাউক, হে দ্বারদেবীগণ, যাহাতে দেবতারা সুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদ্ঘাটিত হও॥ ৫॥ উষাদেবী আর রাত্রিদেবী ইঁহারা সুষুপ্তির হেতু অর্থাৎ লোকের উত্তমনিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া দেন; তাঁহারা যজ্ঞভাগের অধিকারী; তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। তাঁহারা দিব্যলোকবাসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরমশোভান্বিতা; উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন॥ ৬॥ দৈব হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম বাক্যে স্তব করেন, মনুষ্যের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্যকে নির্মাণ করিয়া তুলেন। পুরোহিতদিগকে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানবিষয়ে প্রেরণ করেন, তাঁহারা ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে পূর্বদিক্‌বর্তী আলোক উৎপাদন করেন॥ ৭॥ ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন; ইলাদেবী এই যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুইজন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন॥ ৮॥ দ্যাবা-পৃথিবী দেবতাদিগের জননীস্বরূপা; যে দেব তাঁহাদিগের উভয়কে উৎপাদন করিয়া সমস্ত জগতে নানা প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, হে হোতা, তুমি সেই ত্বষ্টা দেবকে অদ্য পূজা কর; কারণ তোমার অন্ন আছে, তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ॥ ৯॥ হে যূপ (যজ্ঞে পশু বন্ধন করিবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই যথাসময়ে দেবতাদিগের অন্ন এবং অন্যান্য হোমদ্রব্য উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিবেদন করিয়া দাও। বনস্পতি, শমিতানামক দেব এবং অগ্নি ইঁহারা মধু ও ঘৃতের সহিত হোমের দ্রব্য আস্বাদন করুন ॥ ১০ ॥ অগ্নি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ নির্মাণ করিলেন, দেবতাদিগের অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। এই অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্রপাঠ করুন, যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, 'স্বাহা'-মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করুন ॥ ১১ ॥

১১১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিরূপ-পুত্র অষ্টাদংষ্ট্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বিপ্রগণ, মনুষ্যদিগের যেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, তদনুরূপ স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্রকে আনয়ন করা যাউক। কারণ সেই বীর ইন্দ্র স্তব জানিতে পারিলে স্তবকারীদিগকে স্নেহ করেন ॥ ১ ॥ জলের আধার যিনি ধারণ করেন, সেই ইন্দ্র জাজ্জ্বল্যমান হইলেন। অল্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত বৃষ যেমন গাভীদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হইলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের সহিত তিনি উদয় হইলেন। বৃহৎ বৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শুনিতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি সূর্যের পথ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবির্ভূত করিলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হইলেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁহার বিপক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ অঙ্গিরার সন্তানেরা যখন স্তব করিলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমাদ্বারা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্যসকল নষ্ট করিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ জল সৃষ্টি করিলেন, তিনি সত্যস্বরূপ দ্যুলোকে বলধারণ করিলেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র একদিকে, আর পৃথিবী ও আকাশ একদিকে, অর্থাৎ তিনি একাকী হইয়া সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল সোমযাগের সংবাদ রাখেন, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্যদ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করিয়াছেন, তিনি ধারণ করিতে পটু, তিনি যেন স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃত্রনিধনকারী, বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছ, দেববিরোধী সেই বৃত্র যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন দুর্ধর্ষ তুমি বজ্রদ্বারা তাহার সকল মায়া নষ্ট করিলে। হে ধনশালী, তৎপরে তুমি বাহুবলে বলী হইলে ॥ ৬ ॥ যখন উষাদেবীগণ সূর্যের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সূর্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের শোভা ধারণ করিল। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্ট হইল, তখন কেহই আর গমনকারী সূর্যের কিছুই দেখিতে পাইল না ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হইল, সেই সর্বপ্রথম জলগুলি অতি দূরে গিয়াছিল, সেই জলদিগের অগ্রভাগই বা কোথায় ? মস্তকই বা কোথায় ? হে জলগণ, তোমাদিগের মধ্যস্থান, বা চরম সীমা কোথায় ? ॥ ৮ ॥ হে ইন্দ্র, বৃত্র যখন জলদিগকে গ্রাস করিতেছিল, তুমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া দিলে। তখনই জলগুলি সর্বত্র বেগে ধাবিত হইল। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক যখন জল মোচন করিয়া দিলেন, তখন সেই পরিশুদ্ধ জলসকল আর স্থির থাকিতে পারিল না ॥ ৯ ॥ জলগণ যেন কামাতুর হইয়া একত্র মিলনপূর্বক সমুদ্রে চলিল, শত্রুপুরধ্বংসকারী এবং শত্রুজর্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এইসকল জলের প্রভু হইয়া আছেন। হে ইন্দ্র, আমাদিগের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক ॥ ১০ ॥

১১২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিরূপ-পুত্র নভ-প্রভেদন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, সোম প্রস্তুত হইয়াছে, যত ইচ্ছা পান কর। প্রাতঃকালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তাহা সর্বাগ্রে তোমারই পান করিবার যোগ্য। হে বীর, শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্বক তোমার বীরত্ব বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, সেই রথযোগে সোমপানের জন্য আগমন কর। যে সকল পুরুষজাতি ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনে গমন কর, তোমার সেই হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হউক ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা এবং সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভাদ্বারা তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকিতেছি; আমাদের সঙ্গে উপবেশনপূর্বক আমোদ কর॥ ৩॥ সোমপানে মত্ত হইলে তোমার যে মহিমা হয়, এই দ্যাবা-পৃথিবী তাহা সংধারণ করিতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র, তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি যোজনা করিয়া সুস্বাদু যজ্ঞসামগ্রী অভিমুখে যজমানের গৃহে আগমন কর॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, নিত্য নিত্য যাহার সোম পান করিয়া তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্বক শত্রু হিংসা করিয়াছ, সেই যজমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করিতেছে, তোমার আমোদের জন্য সেই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে॥ ৫॥ হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র, এই সোমপাত্র তুমি চিরকাল পাইয়া থাক, ইহা পান কর। তাবৎ দেবতা যাহা পাইতে অভিলাষ করেন, সেই মধুতুল্য এবং মত্ততাজনক সোমের এই নিপান পরিপূর্ণ করা হইয়াছে॥ ৬॥ হে ইন্দ্র, বিস্তর লোকে অন্ন সংগ্রহপূর্বক তোমাকে নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তুত করা এই সোমগুলি তোমার সর্বাপেক্ষা মধুর হউক, এইগুলিতেই তোমার রুচি উৎপন্ন হউক॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, পূর্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করিয়াছিলে, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াছ, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছ॥ ৮॥ হে বহুলোকের অধিপতি, স্তব-কর্তাদিগের মধ্যে উপবেশন কর, ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ কহে। কি নিকটে, কি দূরে, তোমাব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয় না। হে ধনশালী, আমাদিগের ঋক্‌সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্ররূপ করিয়া দাও॥ ৯॥ হে ধনশালী, আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদিগকে তেজস্বী কর। হে ধনের অধিপতি, হে বন্ধু, আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদিগের সংবাদ লও। হে যুদ্ধকারী, তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানেও আমাদিগকে ধনের ভাগী কর॥ ১০॥

১১৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিরূপ-পুত্র শতপ্রভেদন ঋষি। জগতী; ১০ ত্রিষ্টুপ্।

আর আর দেবতাদিগের সহিত দ্যাবা-পৃথিবী মনোযোগী হইয়া ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন। যখন তিনি বীরত্ব করিতে করিতে আপনার উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইলেন, তখন সোমপানপূর্বক নানাকার্য সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন॥ ১॥ বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদিগের সহিত একত্র হইয়া বৃত্রকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন॥ ২॥ হে উগ্রতেজা ইন্দ্র, যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্ধর্ষ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বাড়াইয়া দিলেন, নিজেও তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন॥ ৩॥ ইন্দ্র জন্মমাত্র শত্রু দমন করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি করিয়া আপনার পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বৃত্রকে ছেদন করিলেন, জলসমূহ মোচন করিয়া দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করিয়া বিদীর্ণ স্বর্গলোককে স্তম্ভযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখিলেন॥ ৪॥ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রুসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হইলেন। বিশিষ্ট মহিমাদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে বশীভূত করিলেন। যে বজ্র দানশীল বরুণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই লৌহময় বজ্র দুর্ধর্ষভাবে ধারণ করিলেন॥ ৫॥ ইন্দ্র নানা শব্দ করিতেছিলেন, শত্রুদিগকে নিধন করিতেছিলেন, তাঁহার বলবিক্রম ঘোষণা করিবার জন্য জলসকল নির্গত হইল। বৃত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়া জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্বক সেই বৃত্রকে ছেদন করিলেন॥ ৬॥ ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করিতে লাগিলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃত্র নিধন হইলে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হইল। ইন্দ্রের মহিমা এ প্রকার যে, বীরদিগের নামোল্লেখকালে সর্বাগ্রে ইঁহার নাম হয়॥ ৭॥ হে ইন্দ্র, সোমরস ও স্তবের দ্বারা তাবৎ দেবতা তোমার বলবিক্রমের সংবর্ধনা করিলেন। ইন্দ্র দুর্ধর্ষ বৃত্রকে বধ করিলেন, তাহাতে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হইল। যেরূপ অগ্নি শিখাদ্বারা দাহ্য বস্তু ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ন চর্বণ করিতে লাগিল॥ ৮॥ হে স্তবকর্তাগণ, ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য করিয়াছেন, তাহা উত্তম উত্তম নানা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ আমি স্তব উচ্চারণকালে যাহা অভিলাষ করিয়াছিলাম, হে ইন্দ্র, সেই সমস্ত প্রভূতপরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর। তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাভ করি। আমরা যে স্তব রচনা করিতেছি, যত্নপূর্বক তাহাতে মনোযোগ প্রদান কর ॥ ১০ ॥

১১৪ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিরূপ-পুত্র সধ্রি বা তাপস ধর্ম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৪ জগতী।
সূর্য আর অগ্নি, এই যে দুই প্রতপ্ত দেবতা আছেন, তাঁহারা চতুর্দিকে গমনপূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হইলেন। মাতরিশ্বা তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিলেন। যখন দেবতারা সাম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল সৃষ্টি করিলেন ॥ ১ ॥ যজ্ঞ দিবার জন্য যজ্ঞকর্তারা তিন নির্ঋতির উপাসনা করে ; পরে যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বানেরা তাঁহাদিগের নিদান অবগত আছেন, তাঁহারা পরম গুহ্য ব্রতে অবস্থান করেন ॥ ২ ॥ এক যুবতী নারী আছেন, তাঁহার মস্তকে চারি বেণী, তাঁহার মূর্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। দুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥ এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে আমি দেখিয়াছি, সে নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাহাকে লেহন করে ॥ ৪ ॥ পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা যজ্ঞের সময় নানাছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন ॥ ৫ ॥ পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশ সোমপাত্র সংস্থাপন করেন ; এইরূপে তাঁহারা বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋক্- ও সাম -দ্বারা রথ চালাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ৬ ॥ এই যজ্ঞের আরও চতুর্দশ মহিমা আছে ; সাত জন বিদ্বান্ বাক্যদ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হইয়া দেবতারা সোম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে ? ॥ ৭ ॥ পঞ্চদশসহস্র উক্থ আছে ; দ্যাবা-পৃথিবী যত বৃহৎ, উক্থও তত বৃহৎ। স্তোত্রের মহিমা সহস্র প্রকার, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও তদ্রূপ অসীম ॥ ৮ ॥ কোন্ পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন ? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝিয়াছেন ? কে এরূপ প্রধান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হইতে পারেন ? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎবর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝিয়াছে অথবা দেখিয়াছে ? ॥ ৯ ॥ কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত বিচরণ করে ; কেহ বা রথের ধুরাতে যোজিত হইয়াই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হয়েন, তখন পরিশ্রম দূর করিবার জন্য ঐসকল ঘোটকদিগকে উপযুক্ত আহার দেওয়া হয় ॥ ১০ ॥

১১৫ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বৃষ্টিহব্য-পুত্র উপস্তত ঋষি। জগতী; ৮ ত্রিষ্টুপ্, ৯ শক্করী।
এই নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য প্রভাব, এ বালক দুগ্ধ পানের জন্য মাতা-পিতার নিকটে যায় না। ইহার পান করিবার জন্য স্তনদুগ্ধ নাই, অথচ এ বালক জন্মিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুরুতর দৌত্যকার্যের ভার গ্রহণপূর্বক তাহা নির্বাহ করিল ॥ ১ ॥ যিনি নানাকর্মকারী ও দাতা, সেই অগ্নিকে আধান করা হইলে, ইনি জ্যোতির্ময় দন্তদ্বারা বলদিগকে ভক্ষণ করেন। জুহূনামক উচ্চপাত্রে ইঁহাকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হইয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ বৃষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্রূপ যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥ সেই অগ্নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষীর ন্যায় বৃক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল, অন্নদাতা, শব্দসহকারে বন দাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করিয়া হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা বৃহৎ হইয়া আছেন, তাঁহার কার্য মহৎ, আপনার যাইবার পথকে তিনি রক্তবর্ণ করিয়া যান। সেই অগ্নিকে তোমরা স্তব কর ॥ ৩ ॥ হে জরারহিত অগ্নি, যখন তুমি দাহ করিতে থাক, তখন বায়ুগণ আসিয়া তোমার চতুর্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ অবিচলিত পুরোহিতগণ, যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করিতে করিতে তোমাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তুমি তিনমূর্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্ততঃ গমন কর, পুরোহিতেরা যোদ্ধাদিগের মত কোলাহল করিতে থাকে ॥ ৪ ॥ সেই অগ্নিই সর্বাপেক্ষা শব্দ করেন। যাহারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাহাদের বন্ধু। তিনি প্রভু, শত্রু নিকটে পাইলে বিনাশ করেন। অগ্নি স্তবকারীদিগকে রক্ষা করুন, বিদ্বান্‌দিগকে রক্ষা করুন। তাঁহাদিগকে এবং আমাদিগকে আশ্রয় দিন ॥ ৫ ॥ হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান, অগ্নির তুল্য অন্নবান্ কেহ নাই, তিনি বলবান্ সর্বশ্রেষ্ঠ, বিপদের সময় ধনুর্ধারণপূর্বক রক্ষা করেন। সেই জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী দাও এবং শীঘ্র স্তব করিবার জন্য উদ্যোগী হও ॥ ৬ ॥ বিদ্বান্ কার্যাধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এইরূপ স্তব করেন যে, অগ্নি বসু এবং বলের পুত্রস্বরূপ। যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁহারা জ্যোতির্ময় গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ তেজে মনুষ্যদিগকে পরাভব করেন ॥ ৭ ॥ হে বলের পুত্র, হে বলবান্ অগ্নি, আমি উপস্তত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এইরূপ স্তব করিতেছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ুঃ হই এবং সন্তানসন্ততিসম্পন্ন হই ॥ ৮ ॥ বৃষ্টিহব্যনামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এই কথা বলিলেন। তাঁহাদিগকে এবং স্তবকারী বিদ্বান্‌দিগকে রক্ষা কর। তাঁহারা বষট্ এই বাক্য এই নমো নমঃ এই বাক্যে স্তব করিয়া উঠিলেন ॥ ৯ ॥

১১৬ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। স্থৌর অগ্নিয়ুত বা স্থৌর অগ্নিয়ুপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র, প্রভূত বল লাভের জন্য সোম পান কর ; বৃত্রকে বধ করিবার জন্য সোম পান কর। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে ডাকা হইতেছে, পান কর। মধু পান কর ; তৃপ্তিলাভ করিয়া বৃষ্টিবর্ষণ কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, এই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহার্য দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হইতেছে, ইহার সারভাগ পান কর। কল্যাণ দান কর, মনে মনে আনন্দ লাভ কর, ধন ও সৌভাগ্য দানের জন্য উন্মুখ হও ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক ; পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাও মত্ত করুক। যাহা-দ্বারা ধনদান কর, সেই সোম মত্ত করুক। যাহাদ্বারা শত্রুনাশ কর, তাহা মত্ত করুক ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্বত্রগামী, তিনি বৃষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহার্য দ্রব্য চতুর্দিকে সেচন করিয়াছি, দুই ঘোটকের দ্বারা তিনি তাহার নিকটে গমন করুন। হে শত্রুনিধনকারী, মধুতুল্য সোম গোচরণের উপর আবর্জিত (ঢালা) হইয়াছে, পরিপূর্ণ রাখা হইয়াছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্বক যজ্ঞের শত্রুদিগকে বিনাশ কর ॥ ৪ ॥ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্বক রাক্ষসদিগকে ভূমিশায়ী কর, তুমি ভীমমূর্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এই সোম দিতেছি। শত্রুদিগের অভিমুখীন হইয়া কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাহাদিগকে ছেদন কর ॥ ৫ ॥ হে প্রভু ইন্দ্র, অন্ন বিস্তার কর, শত্রুদিগের প্রতি আপনার অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার কর, আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া বৃদ্ধিলাভ কর। শত্রুদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হইয়া নিজ বলের দ্বারা শরীরকে বৃদ্ধিযুক্ত কর ॥ ৬ ॥ হে ধনশালী, এই যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট্, কুপিত না হইয়া গ্রহণ কর। হে ধনশালী ইন্দ্র, তোমার জন্য সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হইয়াছে, এইসমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট যাইতেছে, পান ভোজন কর ॥ ৭ ॥ হে ইন্দ্র, এই সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট যাইতেছে, আহারের যে দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহা এবং সোম, উভয়ই ভোজন কর। অন্ন লইয়া তোমাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি। যজমানের মনের বাসনাগুলি সফল হউক ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র ও অগ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করিতেছি। স্তবমন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসাইলাম। দেবতারা পুরোহিত-দিগের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের শত্রু উন্মূলনপূর্বক আমাদিগকে ধন দান করিতেছেন॥ ৯॥

১১৭ সূক্ত। ধন ও অন্নদান দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র ভিক্ষু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১-২ জগতী।
দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনাশিনী। আহার করিলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না। অদাতাকে কেহই সুখী করে না॥ ১॥ যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞারব করিতে করিতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে, তখন যে অন্নবান্ হইয়াও হৃদয় কঠিন করিয়া রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ কখন সুখী করে না॥ ২॥ কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে আসিয়া ভিক্ষা করিলে, যিনি অন্ন দান করেন, তিনি ভোজ, অর্থাৎ দাতা। তাঁহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন॥ ৩॥ একসঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়া তাঁহাকে অন্নদান না করে, সে বন্ধুই নয়। তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাহার গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কোন ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন করা॥ ৪॥ যাচককে অবশ্য ধন দান করিবে। সেই দাতা ব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন ঊর্ধ্বাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ ধন কখন এক ব্যক্তির নিকট কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে, অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না॥ ৫॥ যাহার মন উদার নহে, তাহার মিথ্যা ভোজন করা। বলিতে কি, তাহার ভোজন তাহার মৃত্যুস্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তাহার কেবল পাপই ভোজন করা হয়॥ ৬॥ লাঙ্গল কৃষিকার্য করিয়া অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করিয়া আপনার ক্রিয়াদ্বারা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান্ হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ দাতা ব্যক্তি অদাতার উপরিবর্তী॥ ৭॥ যাহার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দুই অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যাহার দুই অংশ আছে, সে তিন-অংশ-বিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্তী হয়। চতুরংশবান্ আবার উহাদিগের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্র-পশ্চাদ্ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে॥ ৮॥ আমাদিগের দুই হস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুইটি গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান দুগ্ধ দেয় না। দুই ব্যক্তি যমক ভ্রাতা হইলেও উহাদিগের পরাক্রম সমান হয় না। দুইজনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না॥ ৯॥

১১৮ সূক্ত। রক্ষোহা অগ্নি দেবতা। অমহীয়ু-পুত্র উরুক্ষয় ঋষি। গায়ত্রী।
হে পবিত্রব্রতধারী অগ্নি, মনুষ্যদিগের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান্ হও; শত্রুকে বধ কর॥ ১॥ স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হইয়াছে, তোমাকে উত্তম আহুতি দেওয়া হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হও॥ ২॥ অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি বাক্যদ্বারা স্তব করিবার যোগ্য। তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাঁহাকে স্রুচ্ দ্বারা ঘৃতাক্ত করা হইতেছে॥ ৩॥ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল, তাঁহার দেহ ঘৃতময় হইল, তিনি দীপ্যমান ও সুসমৃদ্ধ আলোকযুক্ত হইলেন, তিনি ঘৃতাক্ত হইলেন॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করিলে তুমি প্রজ্বলিত হও। এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান করিতেছে॥ ৫॥ হে মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ, সেই অগ্নি অমর, দুর্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী। ঘৃতদ্বারা তাঁহার পূজা কর॥ ৬॥ হে অগ্নি, দুর্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দগ্ধ কর। যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হইয়া দীপ্তি ধারণ কর॥ ৭॥ হে অগ্নি, তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসীদিগকে দগ্ধ কর। তোমার যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় অবস্থিতিপূর্বক দীপ্তি ধারণ কর ॥ ৮ ॥ মনুষ্যজাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্তা কেহ নাই ; তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার ; তুমি হব্য বহন কর, এতাদৃশ তোমাকে স্তবসহকারে প্রজ্বলিত করা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

১১৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র লব ঋষি। গায়ত্রী।

আমার মানসই এই যে, গো অশ্ব দান করি। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ১ ॥ যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে, তদ্রূপ সোমরস আমাকর্তৃক পীত হইয়া আমাকে উন্নমিত করিয়াছে। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ২ ॥ যেরূপ শাস্ত্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত কারয়া রাখে, তদ্রূপ সোমরসগুলি আমাকর্তৃক পীত হইয়া আমাকে উন্নমিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ৩ ॥ যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যায়, তদ্রূপ স্তব আমার দিকে আসিতেছে। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ৪ ॥ যেরূপ ত্বষ্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে, তদ্রূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করিয়াছি, অর্থাৎ স্তোতার মনে স্তব উদয় করিয়া দিই। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ৫ ॥ পঞ্চজনপদের যে মনুষ্য আছে, তাহারা কেহ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ৬ ॥ দুই দ্যাবা-পৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পার্শ্বেরও সমান হইবে না। আমি অনেকবার সোমপান করিয়াছি ॥ ৭ ॥ আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ৮ ॥ আমার এরূপ ক্ষমতা যে, যদি বল, তবে এই পৃথিবীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইয়া রাখিতে পারি। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ৯ ॥ এই পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করিতে পারি। যে স্থান বল সে স্থান ধ্বংস করিতে পারি। আমি অনেকবার সোমপান করিয়াছি ॥ ১০ ॥ আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে, আর-এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিয়াছি। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ১১ ॥ আমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠিয়াছি। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ১২ ॥ আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদিগের নিকট হব্য বহন করি, এবং আমি হব্য গ্রহণপূর্বক চলিয়া যাই। আমি অনেকবার সোম পান করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

১২০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অথর্বা-পুত্র বৃহদ্দিব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যাঁহা হইতে জ্যোতির্ময় সূর্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্বে কেহ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। তাবৎ দেবতা তাঁহাকে অভিনন্দন করে ॥ ১ ॥ সেই অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়া দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভূতকে তুমি সোম পানের আনন্দে সুখী কর, তাহাদিগকে শোধন কর, তখন তাহারা তোমাকে স্তব করে ॥ ২ ॥ দেবতাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হইতে দুই হয়, অর্থাৎ দার পরিগ্রহ করে, পরে যখন তিন হয়, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে, তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞকার্য সমাপন করে, অর্থাৎ তুমি নহিলে যজ্ঞ হয় না। যাহা সুস্বাদু আছে, তাহার সহিত তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করিয়া দাও। এই চমৎকার যে মধু আছে, তাহার সহিত আরও মধু মিলন কর। অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরও সৌভাগ্য বিধান কর ॥ ৩ ॥ সোম পানপূর্বক মত্ত হইয়া তুমি যখন ধন জয় কর, তখন স্তোতাগণও সেই সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুর্ধর্ষ, অটল তেজঃ প্রদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসেরা তোমাকে যেন পরাভব করিতে না পারে ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার সহায়তা পাইয়া আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রুনিপাত করি ; আমরা যেন যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিস্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুর সাক্ষাৎ পাই, স্তববাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি। বেদবাক্যদ্বারা তোমার তেজঃ তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছি ॥ ৫ ॥ সেই ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগ্য, যাঁহার মূর্তি নানা, যাঁহার দীপ্তি চমৎকার, যাঁহার তুল্য প্রভু নাই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দান করিয়াছ, তথায় পার্থিব ও দিব্য দুই প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন করিয়াছ। সর্বভূতের নির্মাণকারিণী দ্যাবা-পৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে সুস্থির কর। সেই উপলক্ষে নানা কার্য তোমাকে করিতে হয় ॥ ৭ ॥ ঋষিশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দিব স্বর্গলাভের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এইসকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র বৃহৎ পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন ॥ ৮ ॥ অথর্বার সন্তান মহামতি বৃহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া আপনার স্তব পাঠ করিলেন। পৃথিবীস্থ নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবং অন্নদ্বারা প্রজালোকের কল্যাণ বর্ধন করিতেছে ॥ ৯ ॥

১২১ সূক্ত। প্রজাপতি দেবতা। প্রজাপতি-পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ১ ॥ যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞাসকল দেবতারা মান্য করে, যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ২ ॥ যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এইসকল দ্বিপদ-চতুষ্পদের প্রভু, কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৩ ॥ যাঁহার মহিমাদ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরা যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এইসকল দিক্‌বিদিক যাঁহার বাহুস্বরূপ, কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৪ ॥ এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৫ ॥ দ্যাবা-পৃথিবী সশব্দে যাহাকর্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবা-পৃথিবী যাঁহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া বুঝিতে পারিল, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৬ ॥ ভূরিপরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল ; তাহা হইতে, দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৭ ॥ যখন জলগণ বলধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজমহিমাদ্বারা সেই জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৮ ॥ যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণক্ষমতা যথার্থ, অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরিপরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ? ॥ ৯ ॥ হে প্রজাপতি, তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই ॥ ১০ ॥

১২২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ-পুত্র চিত্রমহা ঋষি। জগতী ; ১,৫ ত্রিষ্টুপ্।

অগ্নির বিচিত্র তেজঃ, তিনি সূর্যের তুল্য, রমণীয় সুখকর এবং প্রেমাস্পদ অতিথির ন্যায়। তাঁহাকে স্তব করি। যাহারা দুগ্ধদ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সেই গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমার স্তবের প্রতি রুচিযুক্ত হও। হে উৎকৃষ্ট-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মকারী, তুমি যাহা জানিবার আছে, সকলই জান। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া স্তোতাকে গান করিতে কহ, তোমার কার্য দেখিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন॥ ২॥ হে অগ্নি, তুমি অমর। তুমি সর্বস্থানে গতিবিধি করিয়া উত্তমকর্মকারী দাতা ব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সংবর্ধন করে, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি উপঢৌকন লইয়া যাও॥ ৩॥ যজ্ঞ-সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্তঅশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করিতেছে; সেই অগ্নি যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া কামনা শ্রবণপূর্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন॥ ৪॥ হে অগ্নি, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্বলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আনন্দ কর। দাতার গৃহে মরুৎগণ তোমাকে সুশোভিত করে। ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করিল॥ ৫॥ হে অগ্নি, তোমার কর্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়, তাহার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর-দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হইতে যজ্ঞফল দোহন করিয়া দাও। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তিনস্থান আলোকময় কর; তুমি যজ্ঞগৃহের সর্বত্র আছ, সর্বত্র গমন কর, সৎকর্মকারীর যে আবরণ, তাহা তোমাতে দৃষ্ট হয়॥ ৬॥ উষা জাগরিত হইবামাত্র মনুষ্যগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করে। হে অগ্নি, দেবতারাও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃতদ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া পূজা করিবার জন্য সংবর্ধনা করেন॥ ৭॥ হে অগ্নি, সন্তানেরা যজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া অন্নসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিল। যজমানদিগের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন কর, তোমরা স্বস্তিবচনদ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর॥ ৮॥

১২৩ সূক্ত। বেন দেবতা। ভৃগু-পুত্র বেন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

বেন নামে যে দেবতা, তিনি জ্যোতিঃদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জলনির্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্যের সহিত জলের মিলন হয়, তখন বুদ্ধিমান্ স্তবকারিগণ সেই বেনদেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্টবচনে সন্তুষ্ট করেন॥ ১॥ বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন, এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, জলের যে সমুন্নত স্থান, অর্থাৎ আকাশ, তথায় তিনি দীপ্তি পান। তাঁহার পারিষদেরা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল॥ ২॥ জলগুলি বেনের সহিত একস্থানবর্তী, অর্থাৎ আকাশে থাকে; তাহারা বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জননীরূপা; তাহারা একস্থানবর্তী বেনের দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জলের উন্নত উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ আকাশে মধুতুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ উদয় হইয়া বেনকে সংবর্ধনা করিতেছে॥ ৩॥ বুদ্ধিমান্ স্তবকারিগণ প্রকাণ্ড পশু-বিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ শ্রবণ করিল, তাহাতে তাহারা বুদ্ধিপূর্বক তাঁহার রূপ কল্পনা করিল। তাহারা বেনকে যজ্ঞদানপূর্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হইল। সেই গন্ধর্বরূপী বেন জলের প্রভু॥ ৪॥ বিদ্যুৎ যেন একটি অপ্সরা, বেন যেন তাঁহার উপপতি, তিনি যেন বেনকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক আলিঙ্গন করিতেছেন। বেন তাঁহার প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করতঃ সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন, বা শয়ন করিলেন॥ ৫॥ হে বেন, তুমি স্বর্গে উড্ডীন একটি পক্ষীর ন্যায়, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোকশাসনকারী বরুণের দূত, তুমি জগতের ভরণপোষণকারী পক্ষিতুল্য। এতাদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে॥ ৬॥ সেই গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, তিনি আপনার অতি সুন্দর মূর্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন। এইরূপে অন্তর্হিত হইয়া তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করিতেছেন॥ ৭॥ বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম সাধন কালে গৃধ্রের তুল্য দূরবিস্তারী চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে করিতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোকবাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন ॥ ৮ ॥

১২৪ সূক্ত। দেবতা : ১ অগ্নি ; ২-৪ অগ্নির আত্মা ; ৫, ৭-৮ বরুণ, ৬ সোম, ৯ ইন্দ্র। ঋষি : অগ্নি ; ১, ৫-৯ অগ্নি, বরুণ ও সোম। ত্রিষ্টুপ্ ; ৭ জগতী।

হে অগ্নি, আমাদিগের এই যে যজ্ঞ, যাঁহার ঋত্বিক্, যজমান প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাঁহার অনুষ্ঠান তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যাঁহার সাতজন অনুষ্ঠানকর্তা আছেন, সেই যজ্ঞের দিকে তুমি আগমন কর। তুমি আমাদিগের হবির্বহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চিরকালই গাঢ় অন্ধকারমধ্যে শয়ন করিয়া থাক ॥ ১ ॥ [অগ্নির উক্তি]—দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সেই নিমিত্ত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হইতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন আমি অদর্শন হইয়া যজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। চিরকালের বন্ধুত্বপ্রযুক্ত নিজ উৎপত্তিস্থান অরণির মধ্যেই গমন করি ॥ ২ ॥ পৃথিবী ভিন্ন আর-এক যে গমনপথ আছে, অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি, অর্থাৎ সূর্য, আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অসুর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁহাদিগের মুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে আমি যজ্ঞের উপযুক্ত স্থানে গমন করি ॥ ৩ ॥ এই স্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি। তথায় ইন্দ্রকে বরণ করতঃ আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ করি, অর্থাৎ অরণি হইতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বরুণের পতন হইল, রাজা বিপর্যস্ত হইল, তখন আসিয়া আমি রক্ষা করি ॥ ৪ ॥ আমি আসিলে সেই অসুরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল। হে বরুণ, তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু, সত্য হইতে মিথ্যাকে পৃথক্ করিয়া আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর ॥ ৫ ॥ [অগ্নি বা বরুণের উক্তি]—হে সোম, এই দেখ স্বর্গ। ইহা অতি সুন্দর ছিল। এই দেখ আলোক। এই বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম, তুমি নির্গত হও, বৃত্রকে বধ করা যাউক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য হোমের দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করি ॥ ৬ ॥ ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আকাশে নিজ তেজঃ সংলগ্ন করিলেন। বরুণদেব অবলীলাক্রমে জল সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত জল নদীরূপ ধারণ করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। সেইসকল নির্মল নদী বরুণের পত্নীর ন্যায় বরুণের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিতেছে ॥ ৭ ॥ সেইসকল জলদেবতা বরুণের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার ন্যায় হোমদ্রব্য পাইয়া আনন্দিত হইতেছে। বরুণ নিজ পত্নীর ন্যায় তাহাদিগের নিকট গমন করিতেছেন, যেরূপ প্রজাবর্গ ভয় পাইয়া রাজাকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ জলেরা ভয়-প্রযুক্ত বরুণকে আশ্রয় করিয়া বৃত্রের নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে ॥ ৮ ॥ সেইসকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হইয়া যিনি তাহাদিগের বন্ধুত্ব আচরণ করেন, তাঁহাকে হংস কহে। তিনি স্তবের যোগ্য, তিনি জলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন। বিদ্বান্‌গণ বুদ্ধিবলে তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

১২৫ সূক্ত। আত্মা দেবতা। অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ২ জগতী।

[বাক্‌দেবীর উক্তি]—আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি ॥ ১ ॥ যে সোম আঘাত, অর্থাৎ প্রস্তরনিষ্পীড়নদ্বারা উৎপন্ন হয়েন, আমি তাঁহাকে ধারণ করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাহাকে ধন দান করি ॥ ২ ॥ আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তুসকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ আমাকে দেবতারা নানা-স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি ॥ ৩ ॥ যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতে সেই-সকল কার্য করেন। আমাকে যাহারা মানে না, তাহারা ক্ষয় হইয়া যায়। হে বিদ্বান্, শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য ॥ ৪ ॥ দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাহাকে ইচ্ছা, আমি বলবান্, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান্ করিতে পারি ॥ ৫ ॥ রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোক ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি ॥ ৬ ॥ আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করিয়াছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি ॥ ৭ ॥ আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে ॥ ৮ ॥

১২৬ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। সৈলূষি কুল্মলবর্হির্ষ বা বামদেব্য অহোমুক্ ঋষি। উপরিষ্টাৎ-বৃহতী ; ৮ ত্রিষ্টুপ্।

অর্যমা, মিত্র, বরুণ, যাঁহাকে শত্রুর হস্ত হইতে পার করিয়া দেন, হে দেবগণ, কোনও পাপ, কোনও অমঙ্গল সেই মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১ ॥ হে বরুণ, হে মিত্র, হে অর্যমা, যাহাতে তোমরা পাপ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥ এই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা নিশ্চয় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে বরুণ প্রভৃতি, আমাদিগকে লইয়া চল ; লইয়া যাইবার কালে পার করিয়া দাও ; পার করিবার কালে শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥ হে বরুণ, মিত্র ও অর্যমা, তোমরা বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক, তোমরা নেতার কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোমাদিগের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমাদিগের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই ॥ ৪ ॥ আদিত্যগণ, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শত্রুদিগের হস্ত হইতে পার করিয়া দিন। শত্রুর নিকট পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্তি রুদ্রদেব, মরুৎগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥ ৫ ॥ বরুণ, মিত্র ও অর্যমা ইঁহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে অতি পটু ; ইঁহারা পাপগুলি অন্তর্ধান করিয়া দিন। মনুষ্যগণের অধীশ্বর ঐসকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিন ॥ ৬ ॥ বরুণ, মিত্র ও অর্যমা রক্ষাপূর্বক আমাদিগকে সুখী করুন। যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সেই সুখ দিন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥ যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন যজ্ঞভাগভাগী বসুগণ যেমন সেই গাভীকে মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। হে অগ্নি, আমাদিগকে প্রকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর ॥ ৮ ॥

১২৭ সূক্ত। রাত্রি দেবতা। সুভর-পুত্র কুশিক বা ভরদ্বাজ-কন্যা রাত্রি ঋষি। গায়ত্রী।

রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ১ ॥ দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাঁহারা ঊর্ধ্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন ॥ ২ ॥ রাত্রি-দেবী আসিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন ॥ ৩ ॥ পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন ॥ ৪ ॥ গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে ; পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে ॥ ৫ ॥ হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও ; চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষাদেবি, আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর ॥ ৭ ॥ হে আকাশের কন্যা রাত্রি, তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর ॥ ৮ ॥

১২৮ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র বিহব্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৯ জগতী।

হে অগ্নি; যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হউক। তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়া আমরা নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি। চারিদিক্ আমার নিকট নত হউক, তোমাকে প্রভু পাইয়া আমরা যেন শত্রুদিগকে জয় করি ॥ ১ ॥ ইন্দ্রাদি তাবৎ দেবতা, মরুৎগণ, বিষ্ণু ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন। আকাশস্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হউক। আমার উপস্থিত প্রার্থনাবিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হইয়া আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥ দেবতারা আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ধন দান করুন। আমি যেন আশীর্বাদ লাভ করি ; দেবতাদিগকে আহ্বানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্বতন কালে যাঁহারা দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়াছেন, তাঁহারা অনুকূল হউন। আমাদিগের শরীর নিরুপদ্রব হউক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হউক ॥ ৩ ॥ আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তাহা আমার জন্য দেবসাৎ করা হউক। আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক। আমি যেন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দেবতাগণ আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন ॥ ৪ ॥ ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে তাবৎ দেবতা, এই স্থানে বীরত্ব কর। আমাদিগের সন্তান-সন্ততির, কি আমাদিগের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। হে রাজা সোম, শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি শত্রুদিগের আক্রোশ বিফল করিয়া রক্ষাকর্তা হও এবং দুর্ধর্ষ হইয়া আমাদিগকে সর্ববিধায় রক্ষা কর। সেই সকল শত্রু ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া যাউক। যদিও বুদ্ধিমান্ হয়, তথাপি ইহাদিগের বুদ্ধি যেন লোপ হইয়া যায় ॥ ৬ ॥ যিনি সৃষ্টিকর্তাদিগেরও সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সেই দেবকে স্তব করি। এই যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং বৃহস্পতি ও আর আর দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয় ॥ ৭ ॥ যিনি বহু বিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি বৃহৎ, সর্বাগ্রে আহূত হয়েন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সেই ইন্দ্র এই যজ্ঞে আমাদিগকে সুখী করুন। হে হরিৎবর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র, এতাদৃশ তুমি আমাদিগকে সুখী কর, সন্তানসন্ততিসম্পন্ন কর। আমাদিগের অনিষ্ট করিও না, প্রতিকূল হইও না ॥ ৮ ॥ যাহারা আমাদিগের শত্রু, তাহারা দূর হউক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ এরূপ করুন, যাহাতে আমি সর্বোপরিবর্তী, দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান্ ও অধিরাজ হই ॥ ৯ ॥

১২৯ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল ? কোথায় কাহার স্থান ছিল ? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল ? ॥ ১ ॥ তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না॥ ২॥ সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন॥ ৩॥ সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন॥ ৪॥ রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্বদিকে বিস্তারিত হইল, নিম্নদিকে স্বধা রহিল, প্রয়তি ঊর্ধ্বদিকে রহিলেন॥ ৫॥ কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এইসকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে?॥ ৬॥ এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন॥ ৭॥

১৩০ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। প্রজাপতি-পুত্র যজ্ঞ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১ জগতী।

যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে সূত্রবিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হইয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে একশত, অর্থাৎ বহুসংখ্যক অনুষ্ঠানের দ্বারা উহার বিস্তার সংঘটন হইয়াছে, যজ্ঞে যে পিতৃলোকগণ আসিয়াছেন, তাঁহারা বয়ন করিতেছেন। দীর্ঘতার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারা এই বস্ত্রবয়নকার্য নির্বাহ করিতেছেন॥ ১॥ এক ব্যক্তি সেই বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করিতেছে, অপর এক ব্যক্তি বিস্তারের জন্য প্রসারিত করিতেছে। ইহা ঐ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত হইতেছে। ঐসকল তেজঃপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে বসিয়াছেন। এই বস্ত্রবয়নব্যাপারে সামগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে॥ ২॥ যৎকালে তাবৎ দেবতা দেবপূজা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেবমূর্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকের বৃত্তিস্বরূপ সীমাবন্ধনই বা কি হইয়াছিল? ছন্দ প্রয়োগ বা উক্থ কি ছিল? ॥৩॥ গায়ত্রীনামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিনী হইলেন। দেব সবিতা উষ্ণিকনামক ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সোম অনুষ্টুভ্ ছন্দের সহিত ও তেজোমূর্তি সূর্য উক্থ ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন। আর বৃহতীনামক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করিল॥ ৪॥ বিরাট্‌নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করিল। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়িল এবং দিবাভাগের যে সোম, তাহাও তাঁহার ভাগে পড়িল। জগতী-নামক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করিল। এইরূপে ঋষি ও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন॥ ৫॥ পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর, আমাদিগের পূর্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। প্রাচীন-কালে যাঁহারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি॥ ৬॥ সাতজন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। যেরূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে, তদ্রূপ সেই বিদ্বান্ ঋষিগণ পূর্বপুরুষদিগের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন॥ ৭॥

১৩১ সূক্ত। দেবতা: ইন্দ্র; ৪-৫ অশ্বিদ্বয়। কক্ষীবৎ-পুত্র সুকীর্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ৪ অনুষ্টুপ্।

হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র, সম্মুখের দিকে, অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে, অথবা দক্ষিণে যাহারা আছে, সকলকেই দূরীভূত কর। হে বীর, আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখ লাভ করিয়া আনন্দিত হইতে পারি॥ ১॥ যাহাদিগের ক্ষেত্রে যব জন্মিয়াছে, তাহারা যেমন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ক্রমশ সেই যব অনেকবারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তন করে, তদ্রূপ হে ইন্দ্র, যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ-শব্দ প্রয়োগ না করে, অর্থাৎ যাহারা পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাহাদিগের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করিয়া দাও ॥ ২ ॥ যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তাহা কখনও যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। যুদ্ধের সময় তাহাদ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাঁহারা গো, অশ্ব, অন্ন কামনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্‌গণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়েন। অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায় না হইলে ঐ-ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না ॥ ৩ ॥ হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিদ্বয়, যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোম পান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥ হে অশ্বিদ্বয়, যেরূপ পিতামাতা পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরা চমৎকার সোম পান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্যসমূহদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র, সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্তা, ধনশালী, সর্বজ্ঞ, তিনি রক্ষা করিয়া সুখদায়ী হউন। শত্রুদিগকে নিবারণপূর্বক তিনি অভয় দান করুন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সেই যজ্ঞ-ভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদিগের প্রতি উত্তমরূপ সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্তা ও ধনশালী। সেই ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্তী, কি নিকটবর্তী সকল শত্রুকে আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া দেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

১৩২ সূক্ত। দেবতা : মিত্র ও বরুণ ; ১ দ্যুলোক, ভূলোক ও অশ্বিদ্বয়। শকপূত নার্মেধ ঋষি। বিরাট্‌রূপা ; ১ ন্যংকুসারিণী, ২, ৬ প্রস্তারপংক্তিঃ, ৭ মহাসতোবৃহতী।

যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহারই জন্য আকাশ ধন তুলিয়া ধরিয়া আছেন। তাঁহাকেই পৃথিবী শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয় নানা সুখসামগ্রী দান করিয়া সন্তুষ্ট করেন ॥ ১ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখসামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করিতেছি। যজমানের প্রতি তোমাদিগের যে সকল বন্ধুতাচরণ হইয়া থাকে, তাহার প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় করি ॥ ২ ॥ হে মিত্রাবরুণ, যখনই তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি, তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না ॥ ৩ ॥ হে অসুর মিত্র, আকাশ যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, অর্থাৎ সূর্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন। হে বরুণ, তুমি সকলের রাজা। তোমাদিগের রথের মস্তক এই দিকে আসিতেছে। হিংসাকারীদিগের বিনাশকর্তা এই যে যজ্ঞ, ইহার উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হইবেক না ॥ ৪ ॥ এই আমি শকপূত, আমাতে যে পাপ আছে, তাহা আমার সেই নীচস্বভাব শত্রুদিগকেই নষ্ট করিতেছে, যেহেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সেই মিত্রদেব আসিয়া শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী আছে, তিনি তাহাও রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ হে বিশিষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ, অদিতিই তোমাদিগের উভয়ের মাতা ; দ্যুলোক ও ভূলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার কর ; এই নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও ; সূর্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর ॥ ৬ ॥ তোমরা উভয়ে কার্যের দ্বারা রাজা হইয়া বসিয়াছ। তোমাদিগের যে রথ বনমধ্যে বিহার করে, তাহা এক্ষণে ধুরার উপর অবস্থিতি করুক। যেহেতু সেই সকল শত্রুলোক আক্রোশপূর্বক চীৎকার করিতেছে। বুদ্ধিমান্ নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন ॥ ৭ ॥

১৩৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। পিজবন-পুত্র সুদাস ঋষি। শক্করী ; ৪-৬ মহাপংক্তিঃ, ৭ ত্রিষ্টুপ্।

ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁহার রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপ তাঁহার পূজা কর। যুদ্ধের সময় দুই শত্রু নিকটবর্তী হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এইরূপে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদিগের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাদিগের সংবাদ লউন। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক ॥ ১ ॥ যে সকল জলরাশি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচে আসে, তাহা তুমিই মোচন করিয়া দাও এবং বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র, তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হইয়া জন্মিয়াছ, বিশ্বকে পালন করিয়া থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জানিয়া আমরা নিকটে আসিয়াছি। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক ॥ ২ ॥ যাহারা দান করে না, এতাদৃশ তাবৎ শত্রু দৃষ্টিপথ হইতে দূর হউক। আমাদিগের স্তবগুলি চলিতে থাকুক। হে ইন্দ্র, যে শত্রু আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর। তোমার যে দানশীলতা, তাহা আমাদিগকে ধন দান করুক। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণপূর্বক যে সকল লোক আমাদিগের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর এবং শত্রুকে পীড়া দাও। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক ॥ ৪ ॥ আমাদিগের সনাভি হউক, বা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক, যে কেহ আমাদিগে। অনিষ্ট করে, যেন প্রকাণ্ড আকাশসকল বস্তুকে নীচস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ তুমি তাহার বল নীচস্থ কর। আপনা হইতেই বিপক্ষের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, আমরা তোমার অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্যের উদ্যোগ করিতেছি। পুণ্যকর্মের পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চল, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম করি। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার প্রভাবে স্তবকারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। এই পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, ইহা যেন বিপুলআপীনবিশিষ্ট হইয়া এবং সহস্রধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করে ॥ ৭ ॥

১৩৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি : ১-৬ (পূর্বার্ধ) যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা, ৬ (উত্তরার্ধ)-৭ গোধা। মহাপংক্তিঃ, ৭ পংক্তিঃ।

হে ইন্দ্র, তুমি উষার ন্যায় দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহতেরও মহৎ, মনুষ্যদিগের উপরিবর্তী সম্রাট্। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ১ ॥ যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক থাকিলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দাও ; যে আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে ক্ষমতাবন্ শত্রুসংহারী ইন্দ্র, সেই যে প্রচুর অন্নসমস্ত, যাহাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তাহা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদিগের দিকে প্রেরণ কর। সেই সঙ্গে আমাদিগকে সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে শতক্রতু ইন্দ্র, তুমি যখন নানা অন্ন প্রেরণ করিবে, তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্র প্রকারে রক্ষা করিবে এবং ধনও দিবে। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঘর্মবিন্দুর ন্যায় চতুর্দিকে পতিত হউক, দুর্বার প্রতানের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হউক, আমাদিগের দুর্মতি দূর হউক। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ হে জ্ঞানবান্ ধনশালী ইন্দ্র, সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তিনামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি-অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ হে দেবতগণ, তোমাদিগের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি করি নাই, কোনও কর্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নাই। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করিয়া থাকি। দুই হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তন্মাত্র সহায়ে এই যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

১৩৫ সূক্ত। যম দেবতা। যম-পুত্র কুমার ঋষি। অনুষ্টুপ্।

চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদিগের নরপতি পিতা ইচ্ছা করিয়াছেন, যে আমি সেই সেই বৃক্ষে যাইয়া পূর্বপুরুষদিগের সঙ্গী হই ॥ ১ ॥ পিতা আমার প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দয় হইয়া 'পূর্বপুরুষদিগের সঙ্গী হও' এই আদেশ করাতে আমি তাঁহার প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ করিয়া পুনর্বার অনুরক্ত হইয়াছি ॥ ২ ॥ [যমের উক্তি]—ও হে কুমার, তুমি মনে মনে এমন একখানি নূতন রথ প্রার্থনা করিয়াছিলে, যাহার চক্র নাই, যাহার একমাত্র ঈষা, অথচ যাহা সর্বত্র গতিবিধি করিতে সমর্থ। তুমি না বুঝিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ ও হে কুমার, বুদ্ধিমান্ বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তুমি সেই রথ ধাবিত করিয়াছ, উহা তোমার পিতার সান্ত্বনাপূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলিয়াছে, সেই উপদেশ উহার নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে। সেই নৌকাতে সংস্থাপিত হইয়া ঐ রথ এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৪ ॥ কে এই বালকের জন্মদাতা ? কে এই রথ প্রেরণ করিয়াছে ? যাহাতে এই বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবে, সে সন্ধান অদ্য আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে ? ॥ ৫ ॥ যাহাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবে, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছিল। প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হইল, পশ্চাৎ প্রত্যাগমনের উপায় কহা হইল ॥ ৬ ॥ এই দেখিতেছি, যমের বাটী, লোকে কহে, ইহা দেবতাদিগের কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। এই দেখিতেছি, ইঁহার সর্বাঙ্গে শিরা নির্গত হইয়া আছে, এই দেখিতেছি, ইঁহাকে লোকে স্তব করিতেছে ॥ ৭ ॥

১৩৬ সূক্ত। অগ্নি, সূর্য ও বায়ু দেবতা। ঋষি : বাতরসনা মুনিগণ—১ জূতি, ২ বাতজূতি, ৩ বিপ্রজূতি, ৪ বৃষাণক, ৫ করিক্রত ; ৬ এতশ, ৭ ঋষ্যশৃঙ্গ। অনুষ্টুপ্।

কেশীনামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতিঃ, ইঁহারই নাম কেশী ॥ ১ ॥ বাতরসনের বংশীয় মুনিরা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন, তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন ॥ ২ ॥ তপস্যারসের রসিক হইয়া আমরা তাহাতে উন্মত্তবৎ, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করিলাম। হে মনুষ্যগণ, তোমরা কেবল আমাদিগের শরীরমাত্র দেখিতে পাইতেছ, অর্থাৎ আমাদিগের প্রকৃত আত্মা বায়ুরূপী হইয়াছে ॥ ৩ ॥ যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন, সকল বস্তু দেখিতে পান ; যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সৎ কর্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন ॥ ৪ ॥ যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করিবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম, এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন ॥ ৫ ॥ কেশীদেব অপ্সরাদিগের, গন্ধর্বদিগের এবং হরিণদিগের বিচরণস্থানে বিহার করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই জানেন ও তিনি অতি চমৎকার, সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ ॥ ৬ ॥ কেশী যখন রুদ্রের সহিত একত্রে জল পান করেন, তখন বায়ু সেই জল আলোড়িত করিয়া দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভঙ্গ করিয়া দেন ॥ ৭ ॥

১৩৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ঋষি : ১ ভরদ্বাজ, ২ কশ্যপ, ৩ গোতম, ৪ অত্রি, ৫ বিশ্বামিত্র, ৬ জমদগ্নি, ৭ বসিষ্ঠ। অনুষ্টুপ্।

হে দেবতাবর্গ, তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করিয়াছ, তোমরাই আবার ঊর্ধ্বে তুলিয়া লও। হে দেবগণ, হয়ত আমি অপরাধ করিয়াছি ; পুনর্বার প্রাণদান দাও ॥ ১ ॥ সমুদ্র পর্যন্ত, এমন কি আরও দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত, এই দুই বায়ু বহিয়া থাকে ; এক বায়ু তোমার বলাধান করিতে করিতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপধ্বংসের জন্য বহমান হউক ॥ ২ ॥ হে বায়ু, তুমি এইদিকে ঔষধ বহিয়া আন ; যাহা অহিতকর, এই দিক্ হইতে বহিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধস্বরূপ, তুমিই দেবতাদিগের দূত হইয়া যাও ॥৩॥ হে যজমান, তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করিয়াছি, তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্যও করিয়াছি। যাহাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয়, সেই কার্য করিয়াছি। তোমার রোগ এখনই দূর করিয়া দিতেছি ॥ ৪ ॥ দেবতারা এক্ষণে রক্ষা করুন; মরুৎগণ রক্ষা করুন, তাবৎ চরাচর রক্ষা করুন; এই ব্যক্তি নীরোগ হউক ॥ ৫ ॥ জলই ঔষধরূপ; জলই রোগ শান্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করিয়া দেয় ॥ ৬ ॥ দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রে জিহ্বা বিচলিত হয়; তোমার রোগ শান্তির জন্য ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি ॥ ৭ ॥

১৩৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঔরব অঙ্গ ঋষি। জগতী।

হে ইন্দ্র, তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করিবার জন্য যজ্ঞকর্তারা যজ্ঞসামগ্রী বহন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক বলকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন স্তব করা হইল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, জল মোচন করিলে এবং বৃত্রের কার্য সমস্ত ধ্বংস করিলে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি জননীতুল্য জলদিগকে মোচন করিয়াছ, পর্বতদিগকে বিচলিত করিলে, গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেলে, সুমিষ্ট মধু (সোম) পান করিলে, বলের বৃক্ষদিগকে বৃষ্টিদ্বারা আপ্যায়িত করিলে, যজ্ঞোপযোগী স্তুতিবাক্যদ্বারা ইন্দ্রের স্তব হইল, ইঁহার ক্রিয়াদ্বারা সূর্য দীপ্তিশালী হইলেন ॥ ২ ॥ সূর্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন, আর্যজাতি দাস জাতির সমকক্ষ। ইন্দ্র ঋজিশ্বানামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিপ্রুনামক মায়াবী অসুরের বলবীর্য নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩ ॥ দুর্ধর্ষ ইন্দ্র দুর্ধর্ষ শত্রুসৈন্যদিগকে নষ্ট করিলেন; তিনি দেবশূন্যদিগের ধনসমূহ ধ্বংস করিলেন। সূর্য যেরূপ মাসে মাসে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ তিনি শত্রুপুরীস্থিত ধন হরণ করিলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করিতে করিতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শত্রু নিপাত করিলেন ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রের সেনার সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সর্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রদ্বারা তিনি বৃত্র নিপাতপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হইতে শত্রুগণ ভীত হইল। সর্ববস্তুশোধনকারী সূর্যদেব চলিতে আরম্ভ করিলেন। উষাদেবী আপনার শকট চালিত করিয়া দিলেন ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র, এই সকল বীরত্বের কার্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞবিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করিয়াছ। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছ। সূর্যের রথ-চক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমার দ্বারাই সেই চক্র ধারণ করাইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

১৩৯ সূক্ত। দেবতা: সবিতা; ৪-৬ আত্মা। দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

দেব সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বলকেশবিশিষ্ট; তিনি পূর্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করিতে থাকেন। তাঁহার জন্ম হইলে পুষাদেব অগ্রসর হয়েন, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন ॥ ১ ॥ ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করতঃ আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোকে পূর্ণ করেন। তিনি দিক্‌সমস্ত ও কোণসমস্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি পূর্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলই প্রকাশিত করেন ॥ ২ ॥ সেই সূর্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি নিজ ক্ষমতায় তাবৎ দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতাদেবের ন্যায় সত্যকর্মা, অর্থাৎ যাহা করেন, তাহা সফল হয়। যে স্থানে ধনসকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে সোম, যখন জলসকল বিশ্বাবসু গন্ধর্বকে দেখিল, তখন পুণ্যকর্মপ্রভাবে তাহারা বিলক্ষণরূপে নির্গত হইল। সেই জলসমস্ত যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি সূর্যমণ্ডলের চতুর্দিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৪ ॥ বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব জলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ঐসকল বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিন। যাহা যথার্থ অথবা যাহা আমাদিগের অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগের চিন্তা প্রবর্তিত করুন, আমাদিগের বুদ্ধিগুলি রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ নদীদিগের চরণদেশে ইন্দ্র একটি মেঘ দেখিলেন; তিনি প্রস্তরময় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। গন্ধর্ব এই সমস্ত নদীর জলের কথা উল্লেখ করিলেন, ইন্দ্র মেঘদিগের বল উত্তম জানেন ॥ ৬ ॥

১৪০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। পাবক অগ্নি ঋষি। সতোবৃহতী;
১-২ বিস্তারপংক্তিঃ, ৬ উপরিষ্টাৎ জ্যোতি।
হে অগ্নি, তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে; তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছে; ঔজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি ক্রিয়াকুশল; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, যখন তুমি দীপ্তির সহিত উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে, ইহা শুক্লবর্ণ ধারণপূর্বক বৃহৎ হইয়া উঠে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করিয়া থাক; তুমি যেন পুত্র, তাহারা যেন মাতা, সেই নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়া করতঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন কর ॥ ২ ॥ হে তেজের পুত্র জাতবেদা, উৎকৃষ্ট স্তবপাঠ সহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হইয়াছে ॥ ৩ ॥ হে অমর অগ্নি, নবজাত কিরণমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া আমাদিগের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হইয়াছ, সর্বফলদাতা যজ্ঞের সংস্পর্শ করিতেছ ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান করিয়া থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্বফলোৎপাদক ধন দান কর ॥ ৫ ॥ যজ্ঞোপযোগী সর্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করিয়াছে। তোমার কর্ণ সকলই শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রী-পুরুষে স্তব করে ॥ ৬ ॥

১৪১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। তাপস অগ্নি ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে অগ্নি, উপযুক্তমত উপদেশ দাও, আমাদিগের প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি, তুমি ধনের দানকর্তা, অতএব আমাদিগকে ধন দান কর ॥ ১ ॥ অর্যমা, ভগ, বৃহস্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতীদেবী, ইঁহারা সকলে আমাদিগকে দান করুন ॥ ২ ॥ আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, সূর্য, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, ও বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করিতেছি ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র, বায়ু ও বৃহস্পতি, ইঁহাদিগকে ডাকিলে আনন্দ হয়, ইঁহাদিগকে ডাকিতেছি, ইঁহারা যেন সকলেই ধনলাভবিষয়ে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন ॥ ৪ ॥ অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, সরস্বতী এবং শীঘ্রগামী সবিতাদেবকে দানের জন্য অনুরোধ কর ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি, তুমি অপরাপর অগ্নিদিগের সহিত এক হইয়া আমাদিগের স্তব ও যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি কর। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতাদিগকে ধনদান করিতে অনুরোধ কর ॥ ৬ ॥

১৪২ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ঋষি: শার্ঙ্গগণ—১-২ জরিতা, ৩-৪ দ্রোণ,
৫-৬ সারিস্বক্ষ, ৭-৮ স্তম্বমিত্র। ত্রিষ্টুপ্; ১-২ জগতী; ৭-৮ অনুষ্টুপ্।
হে অগ্নি, এই জরিতা তোমার স্তবকর্তা হইয়াছেন। হে বলের পুত্র, তোমার ন্যায় আত্মীয় কেহ নাই। তোমার বাসস্থান সুন্দর, তাহার তিনটি প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দগ্ধ হইতেছি, তোমার উজ্জ্বল শিখা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও ॥ ১ ॥ হে অগ্নি, অন্নকামনাবশতঃ তুমি যখন উৎপন্ন হও, তখন তোমার উৎপাত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর। ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদিগের স্তবের উদয় করিয়া দিয়াছে, তাহারা পশুপালকের ন্যায় আপনা হইতেই অগ্রে অগ্রে যাইতেছে॥ ২॥ হে দীপ্তিশালী অগ্নি, তুমি যখন দাহ কর, তখন অনেক তৃণ আপন হইতে ত্যাগ করিয়া যাও। হয়ত, তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্যশূন্য করিয়া ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই॥ ৩॥ যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বসুদিগকে দগ্ধ করিতে যাও, তখন লুণ্ঠনকারী সৈন্যদিগের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে গমন কর। যখন বায়ু তোমার পশ্চাৎ বহিতে থাকে, তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমনই মুণ্ডন করিয়া দাও, যেমন নাপিত লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দেয়॥ ৪॥ এই অগ্নির অনেক শিখা দৃষ্ট হইতেছে। ইঁহার গন্তব্যস্থান এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি, তুমি যেন দুই বাহু মার্জনা করিতে করিতে স্বয়ং নম্রমূর্তি হইয়া ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ কর॥ ৫॥ হে অগ্নি, তোমাকে স্তব করা যাইতেছে; তোমার তেজঃ, তোমার শিখা, তোমার বল-বিক্রম উদয় হউক, তুমি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হও, ঊর্ধ্বে গমন কর, নিম্নে নামিয়া আইস। তোমার চতুর্দিকে এক্ষণে তাবৎ বসু উপবেশন করুক॥ ৬॥ এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, হে অগ্নি, তুমি আর-এক পথ ধর, সেই পথ দিয়া যথা ইচ্ছা যাও॥ ৭॥ হে অগ্নি, তুমি আগমন করিলে, অথবা প্রতিগমন করিলে বিস্তর পুষ্পবতী দুর্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক। এই স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেতপদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে॥ ৮॥

১৪৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। সাংখ্য অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্।

হে অশ্বিদ্বয়, অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে যে, তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্যস্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তদ্রূপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে॥ ১॥ প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া আসিলেন॥ ২॥ হে শুভ্রবর্ণ সুশ্রী নায়কদ্বয়, অত্রিকে বুদ্ধি দান করিতে ইচ্ছা কর। হে স্বর্গের নায়কদ্বয়, তাহা হইলে আবার স্তব কীর্তন করিতে পারি॥ ৩॥ হে উত্তম-অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়, হে নায়কদ্বয়, মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তোমরা যখন আমাদিগের গৃহে আসিয়া রক্ষা করিয়াছ, তখন বুঝিতেছি যে আমাদিগের দান এবং আমাদিগের স্তব তোমরা জানিতে পারিয়াছ॥ ৪॥ ভুজ্যুনামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হইতেছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে। হে সত্যস্বরূপ অশ্বিদ্বয়, তোমরা তাঁহাকে পুনর্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করিয়া দিলে॥ ৫॥ হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্বয়, তোমরা ভাগ্যবন্ত লোকের ন্যায় দাতা হইয়া আমাদিগের নিকটে ধনের সহিত আগমন কর। যেরূপ দুগ্ধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গাভীর আপীন পূর্ণ করে, তদ্রূপ আমাদিগকে ধনে পূর্ণ কর॥ ৬॥

১৪৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। তার্ক্ষ্য সুপর্ণ বা যম-পুত্র ঊর্ধ্বকৃশন ঋষি।

গায়ত্রী; ২ বৃহতী; ৫ সতোবৃহতী; ৬ বিস্তারপংক্তিঃ।

হে ইন্দ্র, তুমি সৃষ্টিকর্তা। তোমার জন্য এই অমৃততুল্য সোম ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ইহা বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ॥ ১॥ দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদিগের স্তবের যোগ্য। ইন্দ্র ঊর্ধ্বকৃশননামক স্তবকর্তাকে পালন করেন। যেমন ঋভুদেব যজ্ঞকর্তাকে পালন করেন, তদ্রূপ ইনি পালন করেন॥ ২॥ উজ্জ্বলমূর্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাদিগের নিকট অতি সুচারুরূপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ বৃদ্ধি করিয়াছেন॥ ৩॥ শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূরদেশ হইতে সোম আনিয়াছেন, তাহা অশেষ কর্মের উপযোগী, তাহা বৃত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে॥ ৪॥ তাহা রক্তবর্ণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা অন্নের সৃষ্টিকর্তা, তাহা দেখিতে সুন্দর, তাহা কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করিয়াছে। হে ইন্দ্র, এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ুঃ ও জীবন বিতরণ কর, ইঁহার অনুরোধে আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর ॥ ৫ ॥ সোম পান করিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগকে এবং আমাদিগকে বিশিষ্টরূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্টকর্মকারী ইন্দ্র, যজ্ঞের অনুরোধে আমাদিগের অন্ন ও পরমায়ুঃ প্রদান কর, যজ্ঞের অনুরোধে এই সোম আমাদিগের কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

১৪৫ সূক্ত। সপত্নীবাধন দেবতা। ইন্দ্রাণী ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৬ পংক্তিঃ।

এই যে তীব্রশক্তিযুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি খননপূর্বক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাদ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, ইহাদ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায় ॥ ১ ॥ হে ওষধি, তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার তেজঃ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও ; যাহাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকেন, তুমি তাহা করিয়া দাও ॥ ২ ॥ হে ওষধি, তুমি প্রধান ; আমি যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ সেই সপত্নীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দিই ॥ ৪ ॥ হে ওষধি, তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে ; আইস আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি ॥ ৫ ॥ হে পতি, এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমাকে মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনই যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয় ॥ ৬ ॥

১৪৬ সূক্ত। অরণ্যানী দেবতা। ঐরম্মদ দেবমুনি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ॥

হে অরণ্যানী (বৃহৎ বন), তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাও, (অর্থাৎ কতদূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না ? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয় না ? ॥ ১ ॥ এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চী চী, ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহারা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে ॥ ২ ॥ অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন উহার মধ্য হইতে কত শত শকট নির্গত হইয়া আসিতেছে ॥ ৩ ॥ তবে কি সেই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে ? তবে কি এই আর-এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে ? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেহ চিৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণ বধ করেন না। অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কালক্ষেপ হয় ॥ ৫ ॥ মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই। অরণ্যানী হরিণদিগের জননীস্বরূপা। এইরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম ॥ ৬ ॥

১৪৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। সুবেদা-শৈরাষি ঋষি। জগতী ; ৫ ত্রিষ্টুপ্।

হে ইন্দ্র, তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলিয়া মান্য করি। কারণ, তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছ। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমারই অধীন হইয়া থাকে। হে বজ্রধারী, এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপিতে থাকে ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নাই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার ক্ষমতাদ্বারা মায়াবী বৃত্রকে পীড়া দিলে। মনুষ্যগণ গো কামনা করিয়া তোমার নিকট যাচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে ॥ ২ ॥ হে ধনশালী, হে পুরুহুত, এইসকল বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট প্রাদুর্ভূত হও, ইঁহারা তোমার প্রসাদে শ্রীবৃদ্ধিশালী ও ধনবান্ হইয়াছেন। পুত্র-পৌত্র ও অন্যান্য অভিলষিত বস্তু লাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাইবার নিমিত্ত ইঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক বলবান্ ইন্দ্রেরই পূজা করেন ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপানজনিত আনন্দ প্রদান করিতে জানে, সেই প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র, তুমি যে যজ্ঞদাতা ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিঙ্করদিগের দ্বারা ধনে অন্নে পরিপূর্ণ হয় ॥ ৪ ॥ বল পাইবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপ স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন, তুমি মিত্র ও বরুণের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদিগকে অন্নসমস্ত ভাগ করিয়া দিয়া থাক ॥ ৫ ॥

১৪৮ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বেন-পুত্র পৃথু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে প্রচুরধনশালী ইন্দ্র, আমরা সোম প্রস্তুত করিয়া এবং অন্নের আয়োজন করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি। যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি ॥ ১ ॥ হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র, তুমি জন্মগ্রহণ করিবার পরই সূর্যমূর্তিতে দাসজাতীয় প্রজাদিগকে পরাভব কর। যে গুহার মধ্যে লুক্কায়িত, বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে, তাহাকেও পরাভব কর। বৃষ্টিপতন হইলেই আমরা সোম প্রস্তুত করিব ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র, তুমি প্রভু, বিদ্বান্ ও মেধাবী, তুমি ঋষিদিগের স্তব কামনা কর, এবং সেই স্তুতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর। আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই। হে রথারূঢ়, এইসকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন করি ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, এইসকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হইয়াছে। হে বীর, যাঁহারা প্রধানের প্রধান, তাঁহাদিগকে অন্ন দান কর। যাহাদিগকে স্নেহ কর, তাহারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। যাঁহারা স্তব করিবার জন্য একত্রে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ হে বীর ইন্দ্র, আমি পৃথু তোমাকে ডাকিতেছি, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হইতেছে। এই বেন-পুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্তব করিয়াছে। আর-আর স্তবোচ্চারণকারিগণও ধাবিত হইতেছে, যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

১৪৯ সূক্ত। সবিতা দেবতা। হিরণ্যস্তূপ-পুত্র অর্চন্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রাখিয়াছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই দেখ, আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, ইহারা ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, ইহারা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, ইহা হইতে সবিতাই জল নির্গত করেন ॥ ১ ॥ সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলের পুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তাঁহা হইতেই পৃথিবী, তাঁহা হইতেই আকাশ উদয় হইয়াছে, তাঁহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে ॥ ২ ॥ যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়া থাকে, যাঁহারা অমর, ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাঁহারা শেষে জন্মিয়াছেন। সুপর্ণ গরুত্মান্ সবিতা হইতে অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি ইঁহার ধারণক্রিয়ার পশ্চাৎবর্তী ॥ ৩ ॥ সেই সবিতা যাঁহাকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্তা, তিনি আমাদিগের নিকট সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত আগমন করুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন যোদ্ধা ব্যক্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন নবপ্রসূতা ধেনু প্রসন্ন মনে দুগ্ধ বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায় ॥ ৪ ॥ হে সবিতা, যেমন অঙ্গিরার বংশসম্ভূত আমার পিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যস্তূপ এই যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তদ্রূপ আমি তাঁহার পুত্র অর্চৎ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করিতে করিতে তোমার সেবার জন্য তেমনই সতর্ক রহিয়াছি, যেমন যজমানেরা সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে ॥ ৫ ॥

১৫০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ-পুত্র মৃড়ীক ঋষি। বৃহতী ;
৪-৫ উপরিষ্টাৎজ্যোতি ; ৪ জগতী বা উপরিষ্টাৎজ্যোতি।
হে অগ্নি, তুমি দেবতাদিগের নিকট হব্য বহন করিয়া থাক, তোমাকে প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত হইয়াছ। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত আমাদিগের যজ্ঞে আইস, সুখ দিবার জন্য আইস ॥ ১ ॥ এই যজ্ঞ, এই স্তব, ইহা গ্রহণ কর, নিকটে আইস। হে প্রদীপ্ত অগ্নি, আমরা মনুষ্য, তোমাকে ডাকিতেছি, সুখের জন্য ডাকিতেছি॥ ২ ॥ তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। হে অগ্নি, যাঁহাদিগের কার্য সুখকর, সেই সকল দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া আইস, সুখের জন্য আইস ॥ ৩ ॥ দেব অগ্নি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়াছেন। মনুষ্যেরা, ঋষিরা, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্নিকে ডাকিতেছি। তিনি আমাকে সুখী করুন ॥ ৪ ॥ অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন ॥ ৫ ॥

১৫১ সূক্ত। শ্রদ্ধা দেবতা। কামায়নী শ্রদ্ধা ঋষি। অনুষ্টুপ্।
শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন। শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন, ইহা আমি স্পষ্ট বাক্যে জানাইতেছি ॥ ১ ॥ হে শ্রদ্ধা, যে দান করে, তুমি তাহার প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান কর ; যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তাহারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা, আমার এই কথাটি রক্ষা কর ॥ ২ ॥ যখন অসুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা এই শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন যে, ইহাদিগকে বধ করিতেই হইবে। হে শ্রদ্ধা, যাহারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাহাদিগের বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম, সেই কথাটি সফল কর ॥ ৩ ॥ দেবতারা এবং যজমান ব্যক্তিরা বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ পাইয়া শ্রদ্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সংকল্প উদয় হইলে লোকে শ্রদ্ধারই শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাদে ধনলাভ করা যায় ॥ ৪ ॥ শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্নকালে ডাকি ; যখন সূর্য অস্ত যান, তখনও শ্রদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা, এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাযুক্ত করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

১৫২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ-পুত্র শাস ঋষি। অনুষ্টুপ্।
আমি শাস এইরূপে ইন্দ্রকে স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র, তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য, তোমার সখার মৃত্যু নাই, তাহার কখনও পরাজয় হয় না ॥ ১ ॥ যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদিগের সমক্ষে আগমন করুন ॥ ২ ॥ হে বৃত্রসংহারী ইন্দ্র, রাক্ষসকে ও শত্রুদিগকে বধ কর ; বৃত্রের দুই হনু ভঙ্গ করিয়া দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ কর ; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদিগকে হীনবল কর। যে আমাদিগের মন্দ করে, তাহাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন কর ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, শত্রুর মন নষ্ট করিয়া দাও ; যে আমাদিগকে জরাজীর্ণ করিতে চাহে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ কর। শত্রুর আক্রোশ হইতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র খণ্ডন করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। দেবজামি ইন্দ্রমাতৃগণ ঋষি। গায়ত্রী।
ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাগণ সদ্যঃপ্রসূত ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১॥ হে ইন্দ্র, তুমি বলবীর্য ও তেজঃ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ ঐগুলিই তোমার উপাদান। হে বর্ধনকারী, তুমিই অভিলাষপূরণকর্তা॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি বৃত্রের নিধনকর্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত করিয়াছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বারা স্বর্গ উন্নত করিয়া রাখিয়াছ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র, সূর্য তোমার সহচর, তুমি তাঁহাকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া আছ। তুমি বলপূর্বক বজ্রকে শাণিত করিয়া থাক॥ ৪॥ হে ইন্দ্র, তুমি তাবৎ জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর; এতাদৃশ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করিয়া রহিয়াছ॥ ৫॥

১৫৪ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। বিবস্বৎ-কন্যা যমী ঋষি। অনুষ্টুপ্।
কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়; কেহ কেহ ঘৃত সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত, তুমি তাহাদিগের নিকটে গমন কর॥ ১॥ যাঁহারা তপস্যাবলে দুর্ধর্ষ হইয়াছেন; যাঁহারা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়াছেন; যাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন; হে প্রেত, তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর॥ ২॥ যাঁহারা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন; যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন; কিংবা যাঁহারা সহস্র দক্ষিণা দান করেন; হে প্রেত, তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর॥ ৩॥ যে সকল পূর্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান্ হইয়াছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন; হে যম, এই প্রেত তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুক॥ ৪॥ যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহারা সূর্যকে রক্ষা করেন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন; হে যম, এই প্রেত সেই সকল ঋষিদিগের নিকট গমন করুক॥ ৫॥

১৫৫ সূক্ত। দেবতা: অলক্ষ্মীঘ্ন; ২-৩ ব্রহ্মণস্পতি; ৫ বিশ্বদেবগণ।
ভরদ্বাজ-পুত্র শিরিম্বিঠ ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে অলক্ষ্মা, তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্বদা কুৎসিত শব্দ কর, তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার একমাত্র কার্য; তুমি পর্বতে গমন কর। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এরূপ উপায় করিতেছি, যাহাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করিব॥ ১॥ সেই অলক্ষ্মী সর্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতাশস্যাদির অঙ্কুর নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে); তাহাকে আমি এই স্থান হইতে এবং ঐ স্থান হইতে দূর করিলাম। হে তীক্ষ্ণতেজা ব্রহ্মণস্পতি, বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সেই অলক্ষ্মীকে এই স্থান হইতে দূরীকৃত করতঃ আগমন কর॥ ২॥ ঐ একখানি কাষ্ঠ সমুদ্রতীরের নিকটে ভাসিতেছে; উহার পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী, উহার উপর আরোহণপূর্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর॥ ৩॥ হে হিংসাময়ী কুৎসিতশব্দকারিণী অলক্ষ্মীগণ, যখন তোমরা তৎপর হইয়া প্রকৃষ্ট গমনে চলিয়া গেলে, তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হইল, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় তাহারা মিলাইয়া গেল॥ ৪॥ এইসকল ব্যক্তি গাভীদিগকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছে, ইহারা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করিয়াছে; কাহার সাধ্য যে ইহাদিগকে আক্রমণ করে॥ ৫॥

১৫৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অগ্নি-পুত্র কেতু ঋষি। গায়ত্রী।
যেরূপ আজিতে, অর্থাৎ ঘোটকধাবনস্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি॥ ১॥ হে অগ্নি, তোমার নিকট যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় পাইয়া আমরা গাভীদিগকে উপার্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদিগকে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমরা ধন লাভ করিব ॥ ২ ॥ হে অগ্নি, প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর ; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকার্য প্রবর্তিত কর ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি, যে সূর্য সর্বদাই যাইতেছেন, যিনি লোকদিগকে আলোক দিতেছেন, তাঁহাকে আকাশে বসাইয়া দাও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়া দাও, অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম ; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর ; অন্ন আনিয়া দাও ॥ ৫ ॥

১৫৭ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। আপ্ত্যভুবন বা ভুবন-পুত্র সাধন ঋষি। দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্।

এই সমস্ত ভুবন হইতে আমরা যেন সুখের উপায় করিতে পারি ; ইন্দ্র ও তাবৎ দেবতা সেই উপায় করিয়া দিন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হইয়া আমাদের যজ্ঞ, দেহ ও সন্তানসন্ততিকে নিরুপদ্রব করিয়া দিন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারিস্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্তা হউন ॥ ৩ ॥ দেবতারা যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অমরত্বপদ রক্ষা হইল ॥ ৪ ॥ নানা কার্যদ্বারা স্তবকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করা হইল। তদনন্তর আকাশ হইতে বৃষ্টিপতন হইতে দেখা গেল ॥ ৫ ॥

১৫৮ সূক্ত। সূর্য দেবতা। সৌর্য চক্ষু ঋষি। গায়ত্রী ; ২ স্বরাট্।

সূর্য আমাদিগকে স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হইতে, এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ হে সবিতা, আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজঃ, তাহার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুদিগের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র আসিয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥ সবিতাদেব আমাদিগকে চক্ষু দান করুন, পর্বতদেব চক্ষু দান করুন ; বিধাতা আমাদিগকে চক্ষু দান করুন ॥ ৩ ॥ আমাদিগের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দান কর, যাহাতে সকল বস্তু উত্তমরূপ প্রকাশ পায়, সেইজন্য আমাদিগের শরীরকে চক্ষু দান কর। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করিতে পারি, এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি ॥ ৪ ॥ হে সূর্য, তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করিতে পারি, আর মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, তাহা যেন আমরা বিশেষ বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে পারি ॥ ৫ ॥

১৫৯ সূক্ত। শচী দেবতা। পৌলোমী শচী ঋষি। অনুষ্টুপ্।

এই যে সূর্য উদয় হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উদয় হইয়াছে। আমি ইহা বুঝিয়াছি, সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি ॥ ১ ॥ আমিই কেতু, আমিই মস্তক, আমি প্রবল হইয়া স্বামীর নিকট মিষ্টবাক্য লাভ করি। আমাকে সর্বোপরিবর্তিনী জানিয়া আমার স্বামী আমার কার্যই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন ॥ ২ ॥ আমার পুত্রগণ শত্রুনিধনকারী, অর্থাৎ বলবান্ ; আমার কন্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত। আমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম স্বামীর নিকট আদরণীয় হয় ॥ ৩ ॥ যে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ, আমি তাহাই করিয়াছি ; তাহাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হইয়াছে ॥ ৪ ॥ আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদিগকে আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি। যেমন অস্থির-বুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে, তদ্রূপ আমি অপর নারীগণের তেজঃ খণ্ডন করিয়া দিয়াছি ॥ ৫ ॥ আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইসকল সপত্নীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের উপর প্রভুত্ব করি, পরিবার-বর্গের উপরও প্রভুত্ব করি ॥ ৬ ॥

১৬০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র-পুত্র পূরণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
এই সোমরস তীব্র করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, ইহা পান কর। তোমার রথ বহনকারী দুই ঘোটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র, যেন আর-আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এই সকল সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ১ ॥ যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তোমারই জন্য, যাহা প্রস্তুত হইবে, তাহাও তোমারই জন্য। এইসকল স্তব উচ্চারিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে ইন্দ্র, আমাদিগের এই যজ্ঞ গ্রহণ কর। সকলই তুমি জান, এই স্থানেই সোম পান কর ॥ ২ ॥ যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে, ও দেবভক্তিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহার গাভীদিগকে নষ্ট করেন না, অতি সুন্দর সুচারু মঙ্গল তাহার জন্য বিধান করেন ॥ ৩ ॥ যে ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহার জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে নিজ মূর্তিতে দর্শন দেন। তিনি আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন। আর যাহারা পুণ্য কর্মের দ্বেষী, তিনি কাহারও প্রবর্তনা ব্যতিরেকে উহাদিগকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥ হে ইন্দ্র, গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করিতেছি। তোমার জন্য এই নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিতে করিতে তোমাকে সুখকর জানিয়া ডাকিতেছি ॥ ৫ ॥

১৬১ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি বা রাজযক্ষ্মঘ্ন। প্রজাপতি-পুত্র যক্ষ্মনাশন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ অনুষ্টুপ্।
হে রোগী, এই যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মারোগ হইতে, রাজযক্ষ্মারোগ হইতে মোচন করিয়া দিতেছি, তাহা হইলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে। যদি কোন পাপগ্রহ এই রোগীকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি, ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মোচন করিয়া দাও ॥ ১ ॥ যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অথবা যদি এ মরিয়াও গিয়া থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়া থাকে; তথাপি আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি। আমি ইহাকে এরূপ স্পর্শ করিয়াছি যে, এ ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকিবে ॥ ২ ॥ আমি এই যে আহুতি দিলাম, ইহার একশত চক্ষু একশত বৎসর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এতাদৃশ আহুতিদ্বারা আমি রোগীকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হইতে ইহাকে পরিত্রাণ করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন ॥ ৩ ॥ হে রোগী, একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে স্বচ্ছন্দে একশত হেমন্ত, একশত বসন্ত জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যদ্বারা তৃপ্ত হইয়া ইহাকে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান করুন ॥ ৪ ॥ হে রোগী, তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তুমি পুনর্বার নবীন হইয়া আসিয়াছ। তোমার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু, আমি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৫ ॥

১৬২ সূক্ত। রক্ষোহা দেবতা। ব্রহ্ম-পুত্র রক্ষোহা ঋষি। অনুষ্টুপ্।
রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত একমত হইয়া এস্থান হইতে গর্ভের সেই সমস্ত বাধা, উপদ্রব, রোগ দূর করিয়া দিন; হে নারী, যাহার দ্বারা তোমার যোনি আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ হে নারী, যে মাংসভোজী রাক্ষস, অথবা যে রোগ, বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত বিনাশ করুন ॥ ২ ॥ পুরুষের শুক্রসঞ্চার কালেই হউক, অথবা গর্ভ উৎপন্ন হইবার কালেই হউক, অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হইবার কালেই হউক, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে হউক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে, বা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমরা এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম ॥ ৩ ॥ গর্ভ নষ্ট হইবার জন্য যে তোমার দুই উরু বিশ্লেষিত করিয়া দেয়, অথবা যে ঐ উদ্দেশে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথবা যে যোনির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিপতিত পুরুষশুক্রকে লেহন করিয়া লয়, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম ॥ ৪ ॥ হে নারী, যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি, বা উপপতির মূর্তি ধারণপূর্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি ॥ ৫ ॥ যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ করিয়া নিকটে যায়, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি ॥ ৬ ॥

১৬৩ সূক্ত। যক্ষ্মনাশন দেবতা। কশ্যপ-পুত্র বিবৃহা ঋষি। অনুষ্টুপ্।

তোমার দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক বা জিহ্বা, এইসকল অবয়ব হইতে যক্ষ্মা, অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়াইয়া দিতেছি ॥ ১ ॥ তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হইতে, স্নায়ু হইতে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাধিকে তাড়াইতেছি॥ ২ ॥ তোমার অন্ননাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃহদণ্ড, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হইতে আমি ব্যাধিকে তাড়াইতেছি ॥৩॥ তোমার দুই উরু, দুই জানু, দুই পাঞ্চি (গোড়ালি) ও দুই চরণপ্রান্ত হইতে, এবং দুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে আমি তাড়াইতেছি॥ ৪॥ প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন কি তোমার সর্বাঙ্গ শরীর হইতে আমি এই ব্যাধিকে তাড়াইতেছি ॥ ৫ ॥ প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তথা হইতে তাহাকে তাড়াইতেছি ॥ ৬ ॥

১৬৪ সূক্ত। দুঃস্বপ্ননাশন দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র প্রচেতা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৩ ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ পংক্তিঃ।

হে দুঃস্বপ্নদেবতা, তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ ; তুমি সরিয়া যাও ; পলায়ন কর ; দূর স্থানে যাইয়া বিচরণ কর। অতিদূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁহাকে যাইয়া কহ, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ, অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন ॥ ১ ॥ জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে ; সে উৎকৃষ্ট কাম্যবস্তু প্রার্থনা করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ফললাভ করিবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ-চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন ॥ ২ ॥ আশা করিবার সময়, আশা ভঙ্গ হইবার সময়, আশা সফল হইবার সময়, কি জাগ্রদবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যাহা কিছু অপকর্ম করি, সেই সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া রাখুন ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, হে ব্রহ্মণস্পতি, যে পাপ আমরা করিয়াছি, অঙ্গিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুকৃত সেই অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥ অদ্য আমরা জয়ী হইয়াছি, যাহা লাভ করিবার তাহা পাইয়াছি, অপরাধমুক্ত হইয়াছি। জাগ্রদবস্থায়, বা নিদ্রাবস্থার সময়, বা সংকল্পজন্য, যাহা কিছু পাপ ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের দ্বেষভাজন শত্রুর নিকটে যাউক। যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহার নিকটে যাউক ॥ ৫ ॥

১৬৫ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। নির্ঋতি-পুত্র কপোত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে দেবগণ, ঐ কপোত নির্ঋতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ দিবার অভিলাষে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে, তাহার পূজা করিতেছি, এই অকল্যাণ অপনয়ন করিতেছি, আমাদিগের দ্বিপদ (দাসদাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয় ॥ ১ ॥ হে দেবগণ, যে কপোত আমাদিগের গৃহে প্রেরিত হইয়াছে, এই পক্ষী আমাদিগের পক্ষে শুভকর হউক, যেন আমাদিগের কোন অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান্ ও আমাদিগের আত্মীয়ভূত অগ্নি আমাদিগের হব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এই অস্ত্র আমাদিগকে সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া যাউক ॥ ২ ॥ এই পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই স্থানেই এ উপবেশন করুক। আমাদিগের গো-মনুষ্যবর্গের মঙ্গল হউক। হে দেবগণ, কপোত যেন আমাদিগকে এই স্থানে হিংসা না করে ॥ ৩ ॥ এই পেচক যাহা কহিতেছে, তাহা মিথ্যা হউক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করিতেছে। যাঁহার প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমস্কার ॥ ৪ ॥ হে বন্ধুগণ, এই কপোত তাড়াইয়া দিবার যোগ্য, ইহাকে ঋকের দ্বারা তাড়াইয়া দাও। তাবৎ অকল্যাণ ধ্বংসপূর্বক আনন্দের সহিত গাভীকে অন্নের দিকে, অর্থাৎ তাহার আহারসামগ্রীর দিকে লইয়া চল, এই কপোত অতি বেগে উড্ডীন হয় ও আমাদিগের অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব অন্যত্র উড্ডীন হউক ॥ ৫ ॥

১৬৬ সূক্ত। সপত্নঘ্ন দেবতা। বৈরাজ বা শাক্বর ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৫ মহাপংক্তিঃ।

হে ইন্দ্র, আমাকে এতাদৃশ কর, যাহাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদিগকে পরাভব করি, বিপক্ষদিগের নিধন করি, এবং সর্বোপরিবর্তী হইয়া অশেষ গোধনের অধিকারী হই ॥ ১ ॥ আমি শত্রুনিধনকারী হইলাম, আমাকে কেহ হিংসা বা আঘাত করিতে পারে না। এইসকল শত্রু আমার দুই চরণের নীচে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥ হে শত্রুগণ, যেমন ধনুকের দুই প্রান্তভাগ ধনুর্গুণের দ্বারা বন্ধন করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে এই স্থানেই বন্ধন করিতেছি। হে বাচস্পতি, ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দাও, ইহারা যেন আমার কথার উপর কথা কহিতে সমর্থ না হয় ॥ ৩ ॥ আমার তেজঃ তাবৎ কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সেই তেজঃ লইয়া আমি শত্রু পরাজয় করিতে আসিয়াছি। হে শত্রুগণ, আমি তোমাদিগের মন, তোমাদিগের কার্য, তোমাদিগের মিলন, সকলই অপহরণ করিয়া লইতেছি ॥ ৪ ॥ তোমাদিগের উপার্জনক্ষমতা অপহরণপূর্বক আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, তোমাদিগের মস্তকে উঠিয়াছি। যেমন জলমধ্য হইতে ভেকেরা শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ তোমরা আমার চরণের তল হইতে চীৎকার করিতে থাক ॥ ৫ ॥

১৬৭ সূক্ত। দেবতা : ইন্দ্র ; ৩ সোম, বরুণ, বৃহস্পতি, অনুমতি, মঘবা, ধাতা ও বিধাতা। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি। জগতী।

হে ইন্দ্র, এই মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হইতেছে, এই যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হইতেছে, তুমিই তাহার প্রভু। তুমি আমাদিগের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করিয়া দাও। তুমি তপস্যা করিয়া স্বর্গজয়ী হইয়াছ ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হইয়াছেন, যিনি সোমসদৃশ আহার পাইলে বিশিষ্টরূপ আমোদ করেন, সেই ইন্দ্রকে এইসকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসিতে আহ্বান করিতেছি। আমাদিগের এই যজ্ঞের সংবাদ লও ; এইস্থানে আইস। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২ ॥ সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করিতেছেন ; হে ইন্দ্র, তোমার স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে ধাতা, হে বিধাতা, তোমাদিগের অনুমতিমতে আমি কলস কলস সোমরস পান করিলাম ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি চরুসহকারে আর-আর আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি; সর্বপ্রথম স্তবকর্তা হইয়া আমি এই স্তবটিকে পরিস্কার করিয়া রচনা করিয়াছি। [ইন্দ্রের উক্তি]—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন ধন লইয়া তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর ॥ ৪ ॥

১৬৮ সূক্ত। বায়ু দেবতা। বাত-পুত্র অনিল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁহাকে আমি বর্ণনা করিব। ইঁহার শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করিতে করিতে আসেন। ইনি চতুর্দিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে আকাশপথ অবলম্বনপূর্বক গমন করেন। অপিচ, পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করিতে করিতে চলিয়া যান ॥ ১ ॥ সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্বতাদি পর্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ এই বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সেই ঘোটকীদিগকে সহায় পাইয়া রথে আরোহণপূর্বক এই সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলিয়া যান ॥ ২ ॥ ইনি আকাশ-পথে গতিবিধি করিবার সময় কোন দিনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি)। ইনি সত্যস্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মিয়াছেন ? কোথা হইতে আসিয়াছেন ? ॥ ৩ ॥ এই বায়ুদেব দেবতাদিগের আত্মস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথা ইচ্ছা বিহার করেন। ইঁহার শব্দই অনেক প্রকার শুনা যায়, ইঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। আইস, হবি দিয়া সেই বায়ুর পূজা করি ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬৯ সূক্ত। গোগণ দেবতা। কক্ষীবৎ-পুত্র শবর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
সুখকর বায়ু গাভীদিগকে বীজন করুন; গাভীগণ বলধায়ক তৃণপত্রাদি আস্বাদন করুক; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল পান করুক; হে রুদ্রদেব, চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এই যে গাভীগণ ইহাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখ॥ ১॥ গাভীগণ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন সর্বাঙ্গে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়। অগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষে তাহাদিগের নামসকল অবগত হয়েন। অঙ্গিরার সন্তানেরা তপস্যাদ্বারা তাহাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে পর্জন্যদেব, তাহাদিগকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিতরণ কর॥২॥ গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য দিয়া থাকে; সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র, তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও॥৩॥ তাবৎ দেবতা ও পিতৃলোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রজাপতি আমাকে এই সকল গাভী উপঢৌকন দিয়াছেন। সেই সকল গাভীকে কল্যাণযুক্ত করিয়া তিনি আমাদিগের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাপন করুন, যেন আমরা সেই সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই॥ ৪॥

১৭০ সূক্ত। সূর্য দেবতা। সূর্য-পুত্র বিভ্রাট্ ঋষি। জগতী; ৪ আস্তারপংক্তিঃ।
অতি দীপ্তিশালী সূর্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ুঃ বিধান করুন। তিনি বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রজাদিগকে স্বয়ং রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ প্রকারে শোভা পান॥ ১॥ সূর্যরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা প্রকাণ্ড, অতি দীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের বধকারী, বিপক্ষদিগের সংহারকারী॥ ২॥ এই সূর্য সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলই জয় করেন, ধন জয় করেন; ইঁহাকে প্রকাণ্ড কহে, ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন; ইনি অত্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ, ও অবিচলিত তেজঃস্বরূপ॥ ৩॥ হে সূর্য, তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়াছ। তোমার প্রতাপ সকল কর্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগযজ্ঞাদির অনুকূল, তাহাদ্বারা সকল ভুবন পুষ্টিলাভ করে॥ ৪॥

১৭১ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ভৃগু-পুত্র ইট ঋষি। গায়ত্রী।
হে ইন্দ্র, ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করিলেন, তখন তুমি তাঁহার রথ রক্ষা করিলে। সোমসম্পন্ন সেই ইটের আহ্বান শ্রবণ করিলে॥ ১॥ যজ্ঞ কম্পান্বিত হইল, তুমি তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করিলে॥ ২॥ হে ইন্দ্র, অস্ত্রবুধ্নের পুত্র পুনঃ পুনঃ তোমার স্তব করিল; তাহাতে তুমি বেন-পুত্রকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলে॥ ৩॥ যখন রম্যমূর্তি সূর্য পশ্চিমদিকে যান, দেবতারাও দেখিতে পান না যে, তিনি কোথায় গিয়াছেন, তখন তুমি সেই সূর্যকে আবার পূর্বদিকে আনিয়া দাও॥ ৪॥

১৭২ সূক্ত। উষা দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র সংবর্ত ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্।
হে উষা, চমৎকার তেজের সহিত তুমি আইস; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন লইয়া পথে চলিয়াছে॥ ১॥ হে উষা, উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করিতে আইস; এই দেখ, যজ্ঞকর্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী লইয়া যৎপরোনাস্তি বদান্যতার সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন॥ ২॥ এই দেখ, আমরা অন্নের সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিতে উদ্যত হইয়াছি, সূত্রের ন্যায় এই যজ্ঞ বিস্তার করিতেছি, তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি॥ ৩॥ উষা আপনার ভগিনী রজনীর অন্ধকার নষ্ট করিলেন। প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রথ চালাইলেন॥ ৪॥

১৭৩ সূক্ত। রাজা দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র ধ্রুব ঋষি। অনুষ্টুপ্।
হে রাজন, তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত এবং স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়॥ ১॥ তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্থানেই পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর॥ ২॥ অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়া ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সোম তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্বাদ করিয়াছেন॥ ৩॥ আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্বত নিশ্চল, এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন॥ ৪॥ বরুণ রাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন॥ ৫॥ এই দেখ, অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন॥ ৬॥

১৭৪ সূক্ত। রাজা দেবতা। অঙ্গিরা-পুত্র অভীবর্ত ঋষি। অনুষ্টুপ্।

যজ্ঞসামগ্রী লইয়া দেবতাদিগের নিকট যাইতে হয়; এতাদৃশ যজ্ঞসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র অনুকূল হইয়াছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি, এতাদৃশ রাজসামগ্রী সহকারে আমরা যজ্ঞ করিয়াছি; অতএব আমাদিগকে পদ দাও॥ ১॥ যাহারা বিপক্ষ, যাহারা আমাদিগের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসে, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, হে রাজন্, এতাদৃশ তাবৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হও॥ ২॥ সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সোম অনুকূল হইয়াছেন, সর্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল, এইরূপে তুমি অভীবর্ত, অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ৩॥ হে দেবগণ, যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্র সর্বজ্যেষ্ঠ হইয়াছেন; আমিও তাহাতেই যজ্ঞ করিয়াছি; তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই আমি শত্রুর দুর্ধর্ষ হইয়াছি॥ ৪॥ আমার শত্রু নাই, আমি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছি; আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হইয়াছি। এমতে আমি তাবৎ প্রাণিবর্গের উপর এবং এইসকল লোকদিগের উপর অধীশ্বর হইয়াছি॥ ৫॥

১৭৫ সূক্ত। প্রস্তরগণ দেবতা। অর্বুদ-পুত্র ঊর্ধ্বগ্রীবা সর্প ঋষি। গায়ত্রী।

হে প্রস্তরগণ, দেব সবিতা নিজ ক্ষমতাদ্বারা তোমাদিগকে সোম প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্মে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত কর॥ ১॥ হে প্রস্তরগণ, অসুখের হেতু দূর করিয়া দাও, দুর্মতি দূর করিয়া দাও। গাভীদিগকে আমাদিগের ঔষধরূপে পরিণত কর॥ ২॥ প্রস্তরগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মধ্যবর্তী বিস্তৃত একখানি প্রস্তরের চতুষ্পার্শ্বে শোভা পাইতেছে। রসবর্ষণকারী সোমের প্রতি তাহারা নিজবল প্রয়োগ করিতেছে॥ ৩॥ হে প্রস্তরগণ, দেব সবিতা সোমযাগকারী যজমানের জন্য তোমাদিগকে যথাযোগ্যরূপে সোম প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করুন॥ ৪॥

১৭৬ সূক্ত। দেবতা: ১ ঋভুগণ; ২-৪ অগ্নি। ঋভু-পুত্র সূনু ঋষি। অনুষ্টুপ্; ২ গায়ত্রী।

ঋভু-সন্তানেরা তুমুল সংগ্রাম করিবার জন্য নির্গত হইলেন। যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ তাঁহারা জগৎ ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলেন॥ ১॥ দেব অগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন কর। তিনি যথানিয়মে আমাদিগের হব্য বহন করুন॥ ২॥ এই সেই অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের নিকটে যান, ইনি হোতা, যজ্ঞের জন্য ইঁহাকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যায় হব্য লইয়া যান, পুরোহিত ইঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে; ইনি কিরণসম্পন্ন; নিজেই জানেন, কিরূপে যজ্ঞ করিতে হয়॥ ৩॥ এই অগ্নি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু ইঁহার উৎপত্তি অমৃতবৎ, ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান্; ইনি পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত হইয়াছেন॥ ৪॥

১৭৭ সূক্ত। মায়াভেদ দেবতা। প্রজাপতি-পুত্র পতঙ্গ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্; ১ জগতী।

বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনাপূর্বক মানস চক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে। তাঁহারা বিধাতার কিরণসমূহের ধামে যাইতে ইচ্ছা করেন॥ ১॥ পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন; গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব তাঁহাকে সেই বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখাইয়াছে ; সেই বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গসুখের প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বান্‌গণ সেই বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন ॥ ২ ॥ দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক্ পৃথক্ পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে বিশ্বসংসারমধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে ॥ ৩ ॥

১৭৮ সূক্ত। তার্ক্ষ্য দেবতা। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

যে তার্ক্ষ্য পক্ষী বলবান্, যাঁহাকে দেবতারা সোম আনয়নের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, যিনি বিপক্ষপরাভবকারী এবং শত্রুদিগের রথসকল জয় করিয়া লয়েন, যাঁহার রথ কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, যিনি সেনাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন ; সেই তার্ক্ষ্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গলকামনাতে এস্থলে আহ্বান করিতেছি॥ ১ ॥ তার্ক্ষ্য পক্ষীর দানশক্তিকে আহ্বান করিতেছি ; যেমন ইন্দ্রের দানশক্তিকে আহ্বান করি, তদ্রূপ আহ্বান করিতেছি। আমরা মঙ্গলকামনাতে ঐ দানশক্তির উপর নৌকার ন্যায় আরোহণ করিতেছি ; অর্থাৎ বিপদ পার হইবার জন্য নৌকার ন্যায় আশ্রয় করিতেছি। হে দ্যাবা-পৃথিবী, তোমরা বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, সর্বব্যাপী ও গম্ভীর ; কি যাইবার সময়, কি আসিবার সময়, আমরা যেন নিধন না হই ॥ ২ ॥ সূর্য যেমন নিজ তেজের দ্বারা বৃষ্টিবারি বিস্তারিত করেন, তদ্রূপ সেই তার্ক্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণভাণ্ডার করিয়া দিলেন্। তাঁহার যে আগমন, উহা সাত সহস্র সংখ্যায় দান করে। যেরূপ বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, তখন তাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না, তদ্রূপ তার্ক্ষ্যের আগমন্ কেহ বাধা দিতে পারে না ॥ ৩ ॥

১৭৯ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ঋষি : ১ উশীনর-পুত্র শিবি ; ২ কাশিরাজ প্রতর্দন ; ৩ রোহিদশ্ব-পুত্র বসুমনা। ত্রিষ্টুপ্ ; ১ অনুষ্টুপ্।

হে পুরোহিতগণ, গাত্রোত্থান কর। সময়োচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞভাগ তাহার উদ্যোগ কর। যদি উহা পক্ক হইয়া থাকে, হোম কর ; যদি পক্ক না হইয়া থাকে, উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপূর্বক পাক কর ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র, এই হব্য পাক করা হইয়াছে, ইহার নিকটে আগমন কর। দেখ সূর্যদেব আপনার দৈনন্দিন পথের অর্ধেক অতিক্রম করিয়াছেন। এই দেখ, যেমন কুলতিলক পুত্রেরা ইতস্ততবিচরণকারী গৃহকর্তার মুখাপেক্ষা করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ২ ॥ গাভীর আপীনমধ্যে দুগ্ধ একপ্রকার পাক করা হয়; আমি জ্ঞান করি যে পরে উহা অগ্নিতে পাক হইয়া অতি উত্তম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্তি ধারণ করে। হে বহুধনবিতরণকারী বজ্রধারী ইন্দ্র, দুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দধি দেওয়া হইতেছে, তাহা আস্থার সহিত পান কর ॥ ৩ ॥

১৮০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র-পুত্র জয় ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।

হে পুরুহুত, তুমি বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া থাক। তোমার তেজঃ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে তোমার দান প্রবৃত্ত হউক। হে ইন্দ্র, দক্ষিণ হস্তে করিয়া পরিপূর্ণ ধন দাও, তুমি ধনপূর্ণ নদীসকলের, অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর॥ ১॥ পর্বতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেরূপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র, তদ্রূপ তুমি ভয়ংকর মূর্তিতে অতি দূরবর্তী স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছ, সর্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরও শাণিত করিয়া শত্রুদিগকে তাড়না কর, বিপক্ষদিগকে দূরীভূত কর॥ ২॥ হে ইন্দ্র, তুমি এরূপ সুন্দর তেজঃ লইয়া জন্মিয়াছ যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করিয়া থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর, শত্রুতাচরণকারী লোকদিগকে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ। দেবতাদিগের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছ ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮১ সূক্ত। বিশ্বদেবগণ দেবতা। ঋষি : ১ বসিষ্ঠ-পুত্র প্রথ ;
২ ভরদ্বাজ-পুত্র সপ্রথ ; ৩ সূর্য-পুত্র ধর্ম। ত্রিষ্টুপ্।
প্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ বসিষ্ঠ, এবং সপ্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট দীপ্তিময় সবিতাদেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হইতে 'রথন্তর' আহরণ করিয়াছেন। উহা অনুষ্টুপছন্দোবিশিষ্ট ঘর্মনামক হবির পবিত্রতাধায়ক ॥ ১ ॥ যে অতিগূঢ় 'বৃহতের' দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা কেহই জানিত না, তাহা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হইতে সেই 'বৃহৎ' আবিষ্কৃত করিলেন ॥ ২ ॥ যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক 'ঘর্ম' যজ্ঞকার্যে অতি প্রধানরূপে উপযোগী হইয়া থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তাহা মনে মনে ধ্যান করতঃ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এইসকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্যের নিকট হইতে সেই ঘর্ম আহরণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

১৮২ সূক্ত। বৃহস্পতি দেবতা। বৃহস্পতি-পুত্র তপুর্মূর্ধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্।
বৃহস্পতি, দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপ নাশের জন্য স্তবের স্ফূর্তি করিয়া দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগনাশ ও ভয় অপহরণ করুন ॥ ১ ॥ প্রযাজের সময় নরাশংস আমাদিগকে রক্ষা করুন ; যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন ॥ ২ ॥ স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদিগকে বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হইবে। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন ॥ ৩ ॥

১৮৩ সূক্ত। দেবতা : ১ যজমান ; ২ যজমানপত্নী ; ৩ হোত্রাশিষ।
প্রজাপতি-পুত্র প্রজাবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ।
হে যজমান, আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, তুমি জ্ঞানবান্, তপস্যা হইতে উৎপন্ন, তপস্যাদ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছ। এই স্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর ॥ ১ ॥ হে পত্নি, আমি মনের চক্ষে দেখিলাম, যে তোমার মূর্তি উজ্জ্বল, তুমি নিজ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করিতেছ। তুমি পুত্র কামনা করিয়াছ ; আমার নিকটে তুমি উন্নতশরীরবতী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হউক ॥ ২ ॥ আমি হোতা, আমি বৃক্ষলতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করিতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছি ; আমি নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করিয়াছি ॥ ৩ ॥

১৮৪ সূক্ত। দেবতা : ১ বিষ্ণু, ত্বষ্টা, প্রজাপতি ও ধাতা ; ২ সিনীবালী, সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় ;
৩ অশ্বিদ্বয়। গর্ভকর্তা ত্বষ্টা বা প্রজাপতি-পুত্র বিষ্ণু ঋষি। অনুষ্টুপ্।
বিষ্ণু নারীর অঙ্গকে গর্ভাধানের জন্য উপযুক্ত করিয়া দিন ; ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির করিয়া দিন ; প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন ; ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন ॥ ১ ॥ হে সিনীবালী, গর্ভকে ধারণ কর ; হে সরস্বতী, তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন ॥ ২ ॥ হে পত্নি, অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসব হইবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করিতেছি ॥ ৩ ॥

১৮৫ সূক্ত। আদিত্য দেবতা। বরুণ-পুত্র সত্যধৃতি ঋষি। গায়ত্রী।
আমরা যেন মিত্র, অর্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার আশ্রয় লাভ করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্ধর্ষ ও মহৎ ॥ ১ ॥ কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গমস্থানে, তাঁহাদিগের আশ্রিত ব্যক্তিদিগের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না ॥ ২ ॥ ঐ তিন অদিতি-সন্তান যে মনুষ্যকে নিরন্তর জ্যোতিঃ দান করেন, তাহার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তাহার উপর চলে না ॥ ৩ ॥

১৮৬ সূক্ত। বায়ু দেবতা। বাত-পুত্র উল ঋষি। গায়ত্রী।

বায়ু ঔষধের ন্যায় বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ুঃ দান করুন ॥ ১ ॥ হে বায়ু, তুমি আমাদিগের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু-সদৃশ। এতাদৃশ তুমি আমাদিগের জীবনের ঔষধ করিয়া দাও ॥ ২ ॥ হে বায়ু, তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর ॥ ৩ ॥

১৮৭ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অগ্নি-পুত্র বৎস ঋষি। গায়ত্রী।

হে মনুষ্যগণ, মনুষ্যদিগের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করুন ॥ ১ ॥ সেই অগ্নি অতি দূরদেশ হইতে আকাশ পার হইয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করুন ॥ ২ ॥ বৃষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বারা রাক্ষসদিগের বধ করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৩ ॥ তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, মিলিতভাবেও পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৪ ॥ সেই অগ্নি, এই দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্তিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৫ ॥

১৮৮ সূক্ত। জাতবেদা অগ্নি দেবতা। অগ্নি-পুত্র শ্যেন ঋষি। গায়ত্রী।

হে পুরোহিতগণ, জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। তিনি চতুর্দিক্‌ব্যাপী, তিনি অন্নবান্। তিনি আসিয়া কুশে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥ এই যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানেরা যাঁহার পক্ষে পুত্রবৎ, যিনি বৃষ্টিবারি সেচন করেন, ইহার জন্য এই বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব করিতেছি ॥ ২ ॥ জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তাহাদ্বারা তিনি দেবতাদিগের নিকটে হব্য বহন করেন, সেইগুলি লইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৩ ॥

১৮৯ সূক্ত। আত্মা বা সূর্য দেবতা। সার্পরাজ্ঞী ঋষি। গায়ত্রী।

এই যে উজ্জ্বলবর্ণধারী বৃষ, অর্থাৎ সূর্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্বদিককে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন ॥ ১ ॥ ইঁহার দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করিতেছে, সেই দীপ্তি ইঁহার প্রাণের মধ্যে হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি বৃহৎ হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিলেন ॥ ২ ॥ এই সূর্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা পাইতেছে। এই গমনশীল সূর্যের উদ্দেশে স্তব উদ্ধারিত হইতেছে। প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে ভূষিত হয়েন ॥ ৩ ॥

১৯০ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। মধুচ্ছন্দা-পুত্র অঘমর্ষণ ঋষি। অনুষ্টুপ।

প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত, যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র ॥ ১ ॥ জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে ॥ ২ ॥ সৃষ্টিকর্তা যথা সময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

১৯১ সূক্ত। দেবতা : ১ অগ্নি, ২-৪ সংজ্ঞান। অঙ্গিরা-পুত্র সংবনন ঋষি। অনুষ্টুপ্ ; ৩ ত্রিষ্টুপ্।

হে অগ্নি, তুমি প্রভু ; হে অভিলষিত ফলদাতা, তুমি তাবৎ প্রাণীর সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞবেদিতে জ্বলিতেছ। আমদিগকে ধন দান কর ॥ ১ ॥ হে স্তবকর্তাগণ, তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন ॥ ২ ॥ এইসকল পুরোহিতদিগের মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হউক, ইঁহার সঙ্গে সমাগত হউন, ইঁহাদিগের মন, চিত্র, সকলই একপ্রকার হউক। হে পুরোহিতগণ, আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্বসাধারণদ্বারা হোম করিতেছি ॥ ৩ ॥ তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক। তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র (অসম্পূর্ণ)

[প্রথমে পৃষ্ঠা-সংখ্যা, তারপর ছত্র-সংখ্যা, তারপর অশুদ্ধ, তারপর শুদ্ধ। যথা : ভূমিকা ১৩।৩০। একাদশ। দ্বাদশ ॥ অর্থাৎ, ভূমিকা ১৩ পৃষ্ঠায় ৩০ ছত্রে 'একাদশ' পরিবর্তে 'দ্বাদশ' হবে।]

ভূমিকা ৮। শেষ। *ratana*। *ratna* ॥
ভূমিকা ১৩।৩০। একাদশ। দ্বাদশ ॥
ঐ ।৩৫। সংগ্রহের। সংগ্রহের ॥
ভূমিকা ১৪।১। সংগ্রহের। সংগ্রহের ॥
২২।১৩। তুর্বশু। তুর্বশ ॥
২৬। ৪। অশ্বিনীদ্বয়। অশ্বিদ্বয়
৩২।২৩। নথী। নমী ॥
৪৯। ৮। ঋষিবানের। ঋষিগণের ॥
৭১-৮০। উশিজ দীর্ঘতমার পুত্র। উশিজ ও দীর্ঘতমার পুত্র ॥
১০৭-১২২। মিত্রাবরুণের পুত্র। মৈত্রাবরুণি ॥
২২২।৬। কুকুরগণ। শুন ॥
„। „। শুনাসীরদ্বয়। শুন ও সীর ॥
৩৮০।৩২। বসু। কশু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi